পুলিস আইন, নশাঘাত আইন, লিখ সংক্রান্ত আইন, আবকারি আইন,
আফীনবিষয়ক আইন, জুয়াখেলা নিবারক আইন, পশ্বাদির অনধি-
কার প্রবেশ ও চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতি আইন সহিত-

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন।

টীকা ও নজির সম্বলিত।

কলিকাতা, আগ্রা, এলাহাবাদ, বোম্বে ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট সমূহের মীমাংসিত নজির সকল সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইয়া এই পুস্তকে নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তক মফস্বলের পুলিস কর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তার, জমীদার ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণের এবং মোক্তারি ও নিম্নশ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের বিশেষ উপকার ও সাহায্যার্থ প্রণীত হইয়াছে। দণ্ডবিধি আইন যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, তদুদ্দেশে ভাষাটি সরল ও নিঃশঙ্ক করা হইয়াছে, এবং আইনঘটিত কূট তর্ক সমূহ নিপুণ হাতে মীমাংসিত হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ বিশ্বাস, এম্. এ., বি. এল্.,
উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা,
পব্লিক্ প্রোসিকিউটর, জেলা ২৪-পরগণা, আলিপুর,
কর্ত্তৃক প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।
(সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।)

কলিকাতা।
নিউ টাউন প্রেস,
১০নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ।

মূল্য ৪৷৷০ টাকা মাত্র।

প্রথম সংস্করণ—১,০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ—১,০০০
তৃতীয় সংস্করণ—১,০০০
চতুর্থ সংস্করণ—১,০০০

কলিকাতা, ভবানীপুর, ৫৮নং পদ্মপুকুর রোড, হাইকোর্টের উকীল শ্রীআশুতোষ বিশ্বাসের নিকট ; কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে ; কলিকাতা, ৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গলি সম্বাদ পত্র আফিসে ; কলিকাতা, ভবানীপুর, নিউ টাউন প্রেসে ; এবং আলিপুর চব্বিশ-পরগণা জজ আদালতের উকীল লাইব্রেরিতে ;—এই পুস্তক পাওয়া যাইবে।

OPINIONS.

I have perused a portion of Babu Asutosh Biswas's translation of the Penal Code. It will, I trust, prove a very useful publication. It is written in simple and clear language. But what enhances the value and usefulness of the book is the notes which are appended to almost every section. They are drawn from the recent rulings of our High Courts and refer to questions which frequently arise in the mofussil courts. While these notes are copious, the mofussil mookhtars, with the book before them, will have little or no reason to regret their ignorance of the English language.

ROMESH CHANDRA DATTA, C. S.,
Joint-Magistrate, Cutwa.

I have read the first eleven chapters of your Penal Code. I think the book will prove very useful to our Mookhtars. The precedents appear to have been selected with great care.

The Mookhtars of Bongong among whom I circulated your book tell me that it is better than a translation of Mr. Mayne's Commentaries which some of them possess.

I see you have discussed one of the knottiest points in the Code—the exact difference between Sections 182 and 211. I have read a decision of the High Court, in which it is maintained that Section 182 applies only to such petty cases as false informations for breaches of the Excise and Salt Laws; but I have always been of opinion that the language of the section is wide enough to cover more serious cases. This view appears to have been taken by the High Court in the case of Bhoktee Ram *versus* Heero Kolia, 5 I. L. R., Calcutta, 184. I should request you to cite this ruling in the next edition of your book.

TARA PROSAD CHATTERJEE,
Sub-Divisional Magistrate, Bongong.

I gave your book to the mukthars to read, and the mukthars, I mean the best of them, are willing to subscribe for the book and praised it very much. As far as I have seen, it contains copious notes, and will, I am sure, prove of immense good to those for whom it is intended.

OOMA CHARUN GANGULI,
Sub-Divisional Magistrate, Satkhira.

সূচী।

	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়।	
উপক্রমণিকা (১—৫ ধারা)	১
দ্বিতীয় অধ্যায়।	
সাধারণ ব্যাখ্যা (৬—৫২ ধারা)	৫
তৃতীয় অধ্যায়।	
দণ্ড (৫৩—৭৫ ধারা)	২৫
চতুর্থ অধ্যায়।	
সাধারণ বর্জ্জিত কথা (৭৬—১০৬ ধারা)	৪৪
পঞ্চম অধ্যায়।	
অপরাধের সহায়তা (১০৭—১২০ ধারা)	৭৬
ষষ্ঠ অধ্যায়।	
রাজবিদ্রোহ অপরাধ (১২১—১৩০ ধারা)	৯৭
সপ্তম অধ্যায়।	
পল্টন ও যুদ্ধ জাহাজ সম্বন্ধীয় অপরাধ (১৩১—১৪০ ধারা)	১০৩
অষ্টম অধ্যায়।	
শান্তিভঙ্গ অপরাধ (১৪১—১৬০ ধারা)	১০৬
নবম অধ্যায়।	
রাজকীয় কার্য্যকারক কৃত বা তাহাদের সম্বন্ধীয় অপরাধ (১৬১—১৭০ ধারা)	১২৫
দশম অধ্যায়।	
রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ অপরাধ (১৭২—১৯০ ধারা)	১৩৭
একাদশ অধ্যায়।	
মিথ্যা প্রমাণ ও সাধারণের যথার্থ বিচারের বাধাজনক অপরাধ (১৯১—২২৯ ধারা)	১৬০
দ্বাদশ অধ্যায়।	
মুদ্রা ও ষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় অপরাধ (২৩০—২৬৩-ক ধারা)	২১১
ত্রয়োদশ অধ্যায়।	
ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধ (২৬৪—২৬৭ ধারা)	২২১
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।	
সাধারণের স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যাঘাত জনক অপরাধ (২৬৮—২৯৪-ক ধারা)	২২২
পঞ্চদশ অধ্যায়।	
ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অপরাধ (২৯৫—২৯৮ ধারা)	২৩৪
ষোড়শ অধ্যায়।	
মনুষ্য-শরীর সম্পর্কীয় অপরাধ (২৯৯—৩৭৭ ধারা)	২৩৬

সপ্তদশ অধ্যায়। পৃষ্ঠা

সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাধ (৩৭৮—৪৬২ ধারা) ৩০৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দলীল ও ব্যবসায় স্বামিত্বসূচক চিহ্ন সম্পর্কীয় অপরাধ (৪৬৩—৪৮৯-ঘ ধারা) ৩৮৩

ঊনবিংশ অধ্যায়।

চুক্তিভঙ্গ অপরাধ (৪৯০—৪৯২ ধারা) ৪০৯

বিংশ অধ্যায়।

বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধ (৪৯৩—৪৯৮ ধারা) ৪১২

একবিংশ অধ্যায়।

অপবাদ অপরাধ (৪৯৯—৫০২ ধারা) ৪২২

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অপমান প্রভৃতি করণ অপরাধ (৫০৩—৫১০ ধারা) ৪৩৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অপরাধ করণের উদ্যোগ (৫১১ ধারা) ৪৩৯

পরিশিষ্ট।

এই আইন কোন্ কোন্ স্থানে প্রচলিত আছে তাহার তালিকা ১

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন ৫

জামিন গ্রহণ যোগ্য ও পুলিষের অধর্ত্তব্য অপরাধের তালিকা ৫

কোন্ অপরাধ কোন্ আদালতে বিচার্য্য তাহার নির্ঘণ্ট ৬

পুলিষকে সম্বাদ দিবার বা সাহায্য করিবার কথা ৯

পুলিষের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতার কথা ১০

—ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তারের বিধি ১০

—বে-আইনীমত জনতা বিষয়ক বিধি ১৩

—পুলিষের নিবারণাত্মক কার্য্যবিষয়ক বিধি ১৪

—পুলিষের তদন্তের বিধি ১৪

পুলিষ আইন ২২

কশাঘাত আইন ৪৩

লবণ বিষয়ক আইন ৪৬

চুক্তিভঙ্গ নিবারক আইন ৫৩

জুয়াখেলা নিবারক আইন ৫৫

পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ বিষয়ক আইন ৫৯

আফীন সম্বন্ধীয় আইন ৬৬

আবকারি সম্বন্ধীয় আইন ৭৩

বিজ্ঞাপন।

অনেক দিন হইল "ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের" তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। নানাকারণবশতঃ এপর্য্যন্ত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে ২৪-পরগণার জজ আদালতের উকীল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্., ও শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ বসু, বি. এল্., মহাশয়দিগের সাহায্যে ও যত্নে এই সংস্করণ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর উক্ত আইনের, ও পরিশিষ্টে যে যে আইনগুলি দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে অনেকগুলি আইনের, অনেকাংশে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সংস্করণে পরিবর্ত্তিত অংশগুলি এবং ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্টের ইদানীন্তন (১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত) নূতন নজিরগুলিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। টীকাও অনেক স্থলে পরিবর্দ্ধিত এবং অধিকতর বিশদ করা হইয়াছে। আশা করি এই সংস্করণও—পূর্ব্বের তিন সংস্করণের ন্যায়—পাঠকবর্গের নিকট সমাদৃত হইবে।

ভবানীপুর।
তাং ১লা জানুয়ারি,
১৯০৭ সাল।

শ্রীআশুতোষ বিশ্বাস।

পিনাল্ কোড্।

অর্থাৎ

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন।

ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন।

BENGAL LIBRARY
04.JAN.1907

প্রথম অধ্যায়।

[হেতুবাদ]

ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের জন্য দণ্ডবিধির এক সাধারণ আইন করা উচিত। এই কারণে নিম্নের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।—এই আইন ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন নামে খ্যাত হইবে। "ভারতবর্ষ দেশ উত্তমরূপ শাসন করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের আইনমতে যে সমস্ত দেশ উক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন হইয়াছে কিম্বা হইবে, সেই সমস্ত দেশে এই আইন চলিবে।

১৮৬০ খৃঃ. অব্দে ৬ই অক্টোবর তারিখে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই আইনের অনুমোদন করেন। যে যে স্থানে এই আইনটি এখন প্রচলিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

২ ধারা।—উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান অন্যথা করিয়া অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করে, কিম্বা কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করে, সেই ব্যক্তি এই আইনমতে দণ্ডনীয় হইবে, অন্য কোন আইনমতে নহে।

অর্থ—চতুর্থ উইলীয়মের ৩। ৪ ষ্ট.টিউটের (আইনের) ৮৫ অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লিখিতআছে যে গবর্ণর জেনেরল এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা একত্র হইয়া সকল ব্যক্তির নিমিত্ত আইন প্রস্তুত করিতে পারেন। ব্রিটনবাসী, কি দেশীয় (নেটীভ্), কি বিদেশীয়, কি অপর কোন ব্যক্তি সকলেরই নিমিত্ত তাঁহারা আইনাদি প্রস্তুত করিতে পারেন। অতএব এই ধারায় "যে কোন ব্যক্তির" উল্লেখ করায় সকল ব্যক্তিই, অর্থাৎ কি ব্রিটনবাসী, কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, কি অপর কোন ব্যক্তি যাহারা ১ম. ধারার উল্লিখিত দেশের মধ্যে এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিবে, তাহারা এই আইনমতে দণ্ডনীয় হইবেক। কোন্ আদালতে ও কি প্রকারে তাহাদিগের বিচার হইবে, তাহা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে লিখিত আছে।

কোন অপরাধ উক্ত দেশের সীমার মধ্যে ঘটিয়াছে কি বিদেশে ঘটিয়াছে, তাহা সন্দেহস্থলে সাক্ষিগণের জবানবন্দি লইয়া স্থির করিতে হইবে। ৯. উ. রি., ২৯।

"অন্য কোন আইনের মতে নহে"—যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কার্য্য করে যাহা এই আইনানুসারে "অপরাধ" বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলেই কেবল সেই ব্যক্তি এই আইনমতে দণ্ডনীয় হইবে। যদি ঐরূপ গণ্য না হয়, তাহা হইলে সে এই আইনমতে দণ্ডনীয় হইবে না। তবে যদি ঐ কার্য্যটি এই আইনানুসারে "অপরাধ" বলিয়া গণ্য হয়, এবং অপর কোন বিশেষ আইন কি কোন বিশেষ স্থানের আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এই আইনানুসারে অথবা অপর বিশেষ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। ৫ ধারার টীকা দেখ।

এই আইন জারি হইবার পূর্ব্বে যে সকল অপরাধ ঘটিয়াছে তাহা এই আইনানুসারে দণ্ডনীয় নহে। ঐ সকল অপরাধ ঘটিবার সময় যে আইন প্রচলিত ছিল, সেই আইন রহিত না হইয়া থাকিলে, তদ্দ্বারা ঐ সকল অপরাধ দণ্ডনীয় হইবে। ২ ই. ল. রি., কলি., ২২৬ দেখ।

৩ ধারা।—কোন ব্যক্তি উক্ত দেশের সীমার বাহিরে কোন অপরাধ করিলে যদি হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের প্রচলিত করা কোন আইনমতে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে ঐ দেশের বাহিরে কৃত ঐ অপরাধ ঐ দেশের মধ্যে করা গেলে ঐ ব্যক্তির প্রতি যে রূপ কার্য্য হইত, সেই রূপে এই আইনের বিধানমতে তাহার প্রতি কার্য্য করা যাইবে।

অর্থ—দেশের সীমা বলিতে গেলে তৎসংলগ্ন সাগরের তীর হইতে জলের উপর তিন মাইল পর্য্যন্ত বুঝায়। তট হইতে তিন মাইলের ভিতর জলের উপর কোন অপরাধ ঘটিলে দেশের মধ্যেই উক্ত অপরাধ কৃত হইল বলিতে হইবে। ৮ বো. রি., ৬৩; ১ প্রি. কৌ. ল. রি., ৯১৮।

৪ ধারা।—(১) বৃটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে শ্রীশ্রীমতীর কোন এদেশীয় ভারতীয় প্রজা কর্ত্তৃক, (২) ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে অপর কোন বৃটিষ প্রজা কর্ত্তৃক, (৩) ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা

বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে বৃটিষ প্রজা হউন আর নাই হউন মহারাণীর এরূপ কোন চাকর কর্ত্তৃক—কোন অপরাধ কৃত হইলে তৎসম্বন্ধেও এই আইনের বিধান খাটিবে।

ব্যাখ্যা।—বৃটিষ ভারতবর্ষের ভিতরে করা গেলে যে কার্য্য এই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে সে কার্য্য করা হইলে এই ধারায় 'অপরাধ' শব্দে তাহাও বুঝাইবে।

উদাহরণ।

(ক) ক নামক একজন কুলি এদেশবাসী ভারতীয় প্রজা। সে উগাণ্ডায় একটা হত্যা করে। বৃটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং হত্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

(খ) খ একজন ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা। সে কাশ্মীরে একটি হত্যা করে। বৃটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং হত্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

(গ) গ নামক একজন বিদেশীয় ব্যক্তি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করে। সে ঝিন্দে একটি হত্যা করে। বৃটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং হত্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

(ঘ) ঘ একজন ইন্দোরবাসী বৃটিষ প্রজা। সে ওকে বোম্বাইয়ে একটি হত্যা করিতে উত্তেজিত করে। ঘ হত্যাপরাধের সহায়তাকরণ অপরাধে অপরাধী। (১৮৯৮ সাল, ৪ আঃ, ২ ধারা।)

অর্থ—৩ ধারা কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নহে—সাধারণতঃ সকলের উপরেই খাটিবে। ৪ ধারার লক্ষ্য ত্রিবিধ ব্যক্তি বিশেষের উপর :—(১) মহারাণীর এদেশীয় ভারতীয় প্রজা মহারাণীর অধিকার ভুক্ত দেশের সীমার বাহিরে কোন স্থানে কোন অপরাধ করিলে সেই ব্যক্তিকে উক্ত দেশের সীমার মধ্যে যে কোন স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানে অপরাধ করিয়াছে গণ্য করিয়া তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবে; (২) মহারাণীর অপর কোন, অর্থাৎ ইউরোপীয় (British) প্রজা ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশের মধ্যে কোন অপরাধ করিলে সেই ব্যক্তিকে বৃটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু এদেশীয় প্রজার ন্যায় ২য় দফার লিখিত অপর কোন বৃটিষ প্রজারা ঐ ২য় দফার লিখিত দেশ ব্যতীত মহারাণীর কর্ত্তৃত্বাধীন দেশের সীমার বাহিরে অপর কোন স্থানে অপরাধ করিলে তাহারা এ ধারামতে দায়ী হইবে না; (৩) ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে মহারাণীর কোন চাকর, বৃটিষ প্রজা হউন বা না হউন, কোন অপরাধ করিলে, উঁহাকে বৃটিষ ভারতবর্ষের যে কোন

স্থানে পাওয়া যায় তথায় উহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারিবে। ১৮৯৮ সালের সালের ৪ আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই ধারাটি কেবল ৩য় দফার লিখিত মহারাণীর চাকরদের উপর খাটিত। ৮ বো. রি., ৯২ ও ২ মা. রি., ৪৪৪ নজিরগুলির উপর নির্ভর করিয়া ১৮৯৮ সালের ৪ আইন দ্বারা ধারাটির লক্ষ্য বিস্তৃত করা হইয়াছে।

উপরোক্ত কোন অপরাধী ব্যক্তি মহারাণীর ভারতাধিকার মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেটের বা আদালতের নিকট আনীত হইলে, তথায় তাহার বিচার হইবে। মনে কর, উপরের লিখিত কোন অপরাধী ব্যক্তি বিদেশে বাস করে, এবং তাহাকে সেই দেশ হইতে চুরি করিয়া আনিয়া বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। তাহাকে অপহরণ করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তাহার অপরাধের বিচার উক্ত মাজিষ্ট্রেটের অধিকারের বহির্ভূত হইবে না। ৬. ই. ল. রি., বো., ৬২২।

৫ ধারা।—চতুর্থ উইলীয়ম রাজার ৩ ও ৪ বৎসরের ৮৫ অধ্যায়ের কোন বিধান, কিম্বা সেই আইন প্রচলিত হইবার পরে অন্য যে কোন আক্ট (আইন) পার্লিয়ামেণ্ট (মহাসভা) কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের উপর, কি উক্ত দেশের উপর, কি তন্নিবাসীদের উপর কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে, তাহার বিধান, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চাকরীতে নিযুক্ত সেনাপতি সাহেবদের কি হুদ্দারদের (officers-পদস্থ সৈনিকপুরুষগণের) কি সিপাহীদের (soldiers-সৈনিক পুরুষদের) রাজদ্রোহিতা (mutiny) করণের ও পলায়নের (desertion) দণ্ড করিবার কোন আইনের কোন বিধান, কিম্বা কোন বিশেষ আইনের কি বিশেষ স্থানের আইনের বিধান রহিত, কি পরিবর্ত্তন, কি স্থগিত, কি তাহার ব্যতিক্রম করা, এই আইনের কোন কথার অভিপ্রায় নহে।

পার্লিয়ামেণ্টের আক্ট।—৩ ও ৪ ধারায় যে সকল ব্যক্তিগণের দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত মহারাণীর শাসনাধীন দেশের অপর নিবাসীদের সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক যে আইন প্রচলিত করা হইয়াছে বা হইবে, সেই আইন বর্ত্তিবে। অর্থাৎ ঐ সব নিবাসীদের উপর এই আইনটি খাটিবে না।

বিশেষ বা বিশেষ স্থানের আইন—যদি এমন হয় যে কোন একটি কার্য্য উভয় আইনানুসারে, অর্থাৎ এই দণ্ডবিধি আইন এবং কোন বিশেষ আইন বা কোন বিশেষ স্থানের আইন অনুসারে "অপরাধ" বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত আইনমত দণ্ড বিধান করিলে অবৈধ হইবে না। ৮ উ. রি., ৫৫, ১৬। অথবা তাহা না করিয়া এই আইনমত আসামীকে দণ্ডিত করিলে, সে দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ হইবে না। ৬ মা. রি., ২৪। কিন্তু উভয় আইনমতে দণ্ড বিধান করিলে, অবৈধ হইবে। একটি মাত্র আইন মতে দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। ৫. উ. প. রি., ৪৯।

সার কথা, আদালত মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া যে আইনমত বিচার করা ভাল বিবেচনা করিবেন, সেই আইনটি অবলম্বন করিতে পারেন।

মহারাণীর দেশীয় সেনা সম্বন্ধে ১৮৬৯ সালের ৫ আইন ও ১৮৯৪ সালের ১২ আইন দেখ। মহারাণীর ইউরোপীয় সেনা সম্বন্ধে ৪১ বিক্ট., ১০ অধ্যায়, ১৮৭৮ সালের আইন (Mutiny Act) ও ৪৪। ৪৫ বিক্ট. ১৮৮১ সালের আইন (Army Act) দেখ, ৫. ই. ল. রি., কলি., ১২৪ নজিরে হাইকোর্ট বলেন যে মহারাণীর ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক কোন অপরাধ কৃত হইলে তাহার বিচার যে আদালতের এলাকার ভিতর অপরাধকৃত হইয়াছে সেই আদালতে হইবে। মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। Mutiny Act দ্বারা উক্ত আদালতের অধিকার নষ্ট করা হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণ ব্যাখ্যা।

৬ ধারা।—এই আইনের সর্ব্বত্র অপরাধের যে লক্ষণ ও দণ্ডের যে বিধান করা হইয়াছে এবং সেইরূপ লক্ষণ অথবা দণ্ডবিধানের যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে "সাধারণ বর্জ্জিত কথা" এই নামীয় অধ্যায়ের লিখিত বর্জ্জিত কথা সকল সম্পর্ক রাখে, বুঝিতে হইবে। যদিও সেই লক্ষণে, কি দণ্ড বিধানে কি উদাহরণে ঐ বর্জ্জিত কথার উল্লেখ না থাকে, তথাপি তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) এই আইনের যে যে প্রকরণে নানা অপরাধের লক্ষণ নির্ণয় হইয়াছে, তাহাতে সাত বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক সেইরূপ কর্ম্ম করিলে অপরাধী হয় না—এই কথা লিখিত হয় নাই। তথাপি সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে এই বিধান আছে যে "সাত বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক যে কোন কর্ম্ম করে তাহা অপরাধরূপে গণ্য হইবে না"—এই বিধান অনুসারে ঐ সকল অপরাধের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

(খ) যদু কোন লোককে খুন করিয়াছে; তাহাতে আনন্দ নামে পুলিসের একজন কর্ম্মচারী পরওয়ানা না পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই স্থলে আনন্দ অন্যায়রূপে কয়েদ করিবার

দোষী হইবে না; কেননা, আনন্দ আইনমতে যদুকে গ্রেপ্তার করণে আবদ্ধ। অতএব "আইন-মতে কোন ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ হয়, তাহা করাতে তাহার দোষ হয় না"—সাধারণ বর্জ্জিত কথার এই বিধানের মধ্যে তাহার সেই কার্য্য গণ্য হইবে।

৭ ধারা।—এই আইনের কোন স্থানে যে কথার যে অর্থ করা গেল, এই আইনের সকল স্থানে সেই কথার সেই অর্থ অনুসারে প্রয়োগ হইয়াছে।

৮ ধারা।—"তিনি," "সে" এই শব্দ এবং এই সর্ব্বনামের অন্যান্য রূপ, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বাচক হইবে।

৯ ধারা।—এক বচনের শব্দে সেই শব্দের বহুবচনও বুঝাইবে, এবং বহুবচনের শব্দে সেই শব্দের এক বচনও বুঝা যাইবে; কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে কোন পদের পূর্ব্বাপর কথার সঙ্গে সে অর্থ অসঙ্গত না হয়।

১০ ধারা।—"পুরুষ" এই শব্দে তাবদ্বয়স্ক (of any age) পুরুষ মানুষকে বুঝাইবে; "স্ত্রী" এই শব্দে তাবদ্বয়স্ক স্ত্রীলোককে বুঝাইবে।

১১ ধারা।—"ব্যক্তি" এই শব্দে চার্টর প্রাপ্ত কি অপ্রাপ্ত (incorporated or not) কোন কোম্পানি, কি সামাজিক লোককেও (সভা কি জন-সমিতিও) বুঝা যাইবে।

অর্থ—আইন দ্বারা বা রাজদণ্ড সনন্দ পত্রের দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি সববেত হইয়া একত্রে কোন ব্যবসা বা কার্য্য করিবার জন্য অধিকার বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঐ জন-সমিতিকে incorporated বলা যায়। যথা, চার্টর প্রাপ্ত কোম্পানী, মিউনিসিপাল করপোরে-সন, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি। সুতরাং ঐ সকল সমিতি "ব্যক্তি" শব্দের অন্তর্গত। ৩ ই. ল. রি., কলি., ৭৫৮ দেখ।

"গবর্ণমেণ্ট" শব্দের ব্যাখ্যা ১৭ ধারায় করা হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যানুসারে "গবর্ণমেণ্ট"ও "ব ক্তি" শব্দের অন্তর্গত। ১ ই. ল. বি., কলি., ৬২২।

১২ ধারা।—"সাধারণ" এই শব্দে সর্ব্ব সাধারণ লোকের কোন শ্রেণীকে (class) কি কোন সম্প্রদায়কে (community) বুঝাইবে।

১৩ ধারা।—"মহারাণী" এই শব্দে গ্রেট ব্রিটন ও আয়র্লাণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের যিনি যে সময়ে রাজত্ব পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

১৪ ধারা।—"শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চাকর" এই শব্দে "ভারতবর্ষ দেশ উত্তম রূপ শাসন করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ে উক্ত আইনের দ্বারা, কি তাহার (ঐ আইনের) ক্ষমতাক্রমে,

কিম্বা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বা কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বা ক্ষমতাক্রমে যে সকল কার্য্যকারককে কি চাকরকে ভারতবর্ষে রাখা যায়, কি নিযুক্ত করা যায়, কি কর্ম্ম দেওয়া যায়, তাহাদিগকে বুঝাইবে।

১৫ ধারা।—"ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশ" এই কথাতে "ভারতবর্ষ দেশ উত্তম রূপ শাসন করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়ের উক্ত আইনমতে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতীর শাসনাধীন হইয়াছে, কি পরে হইবে, সেই সকল দেশ বুঝাইবে।

১৬ ধারা।—"ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট" এই কথায় হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর, কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর আপন কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকিলে হুজুর কৌন্সেলে প্রেসিডেণ্ট সাহেব, কিম্বা (একা) ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর, ইঁহারা (অর্থাৎ হুজুর কৌন্সেলে গবর্ণর জেনরল, বা হুজুর কৌন্সেলে প্রেসিডেণ্ট সাহেব, বা একা গবর্ণর জেনরল, আইনমতে যে যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন সেই সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে উক্ত হুজুর কৌন্সেলে গবর্ণর জেনরলকে, বা হুজুর কৌন্সেলে প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে, বা একা গবর্ণর জেনরলকে বুঝাইবে।

"সেই সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে"।—অর্থাৎ ইঁহারা যখন আইন-দত্ত অধিকার বা ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন, তখনই কেবল ইঁহারা "ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট" বলিয়া গণ্য; অপর কার্য্যক্ষেত্রে নহে।

১৭ ধারা।—"গবর্ণমেণ্ট" এই শব্দে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের কোন স্থানে রাজকার্য্য (executive government) নির্ব্বাহ করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাকে কি তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের কলেক্টর।"—এই শব্দের অন্তর্গত। ২৬ ই. ল. রি. কলি., ১৫৮।

১৮ ধারা।—"প্রেসিডেন্সী" এই শব্দে প্রেসিডেন্সীর গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশকে বুঝাইবে।

১৯ ধারা।—"জজ্" (বিচারকর্ত্তা) এই শব্দে যাঁহাদিগকে পদোপলক্ষে জজ্ নামে বলা যায়, এমত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ও তদতিরিক্ত দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি (রায়) করিতে, কিম্বা আপীল না হইলে যে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হয় এমত নিষ্পত্তি করিতে, কি যে নিষ্পত্তি অন্য কার্য্যকারকের

দ্বারা বাহাল রাখা গেলে চূড়ান্ত হয় তাহা করিতে যে যে ব্যক্তি আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবে, ও যে বহু লোক (লোকসমিতি) সেইরূপে নিষ্পত্তি করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই বহু লোকের মধ্যে যিনি (যে কেহ) হন, তাঁহাকেই বুঝাইবে।

উদাহরণ।

(ক) কালেক্টর সাহেব যখন ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে বিচারকর্ত্তার ক্ষমতামতে কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে "জজ্" বলা যায়।

(খ) মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে নালিশ হইলে জরিমানা কি কয়েদ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিলে, কি না পারিলেও, তিনি সেই নালিশ লইয়া যখন ক্ষমতামতে কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে "জজ্" বলা যায়।

(গ) মান্দ্রাজ দেশে চলিত ১৮১৬ সালের ৭ আইন মতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে পঞ্চায়তের থাকে, সেই পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি (সভ্য) "জজ্" হন।

(ঘ) মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ হইলে তিনি যদি ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া (অর্থাৎ ঐ নালিশের বিচার আপন ক্ষমতাতিরিক্ত বলিয়া) সেই মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে বিচারার্থ সমর্পণ করেন, তবে এমত স্থলে তাঁহাকে "জজ্" বলা যায় না।

১৮১৬ সালের ১১ আইন মতে যে সকল ভিলেজ্ মাজিষ্ট্রেট (village magistrate) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করেন, তাঁহারাও তৎকার্য্য সম্বন্ধে "জজ্" বলিয়া গণ্য। ২৩ ই. ল. রি. মা., ৫৪০।

২০ ধারা।—"আদালত" এই শব্দে এক কিম্বা অনেক জন জজ্‌কে বুঝাইবে, অর্থাৎ যখন আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন জজ্ একক কিম্বা বহুজন জজ্ একত্র হইয়া বিচার করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে কি তাঁহাদিগকে "আদালত" বলা যায়।

উদাহরণ।

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপন্ন পঞ্চায়ত মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ৭ আইনমতে কর্ম্ম করিলে আদালত হয়।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত ১৮১৬ সালের ৭ আইন, ১৮৭৩ সালের আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।

২১ ধারা।—"রাজকীয় কার্য্যকারক" এই কথায় নিম্নের লিখিত সকল প্রকার ব্যক্তিকে বুঝাইবে; অর্থাৎ—

প্রথম। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চিহ্নিত (covenanted) প্রত্যেক কার্য্যকারক।

দ্বিতীয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য সম্পর্কীয় কি জাহাজ সম্পর্কীয় পল্টন যে সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কি অন্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করে, সেই সময়ে ঐ পল্টনের চিহ্নিত (commissioned) প্রত্যেক অফিসর।

তৃতীয়। প্রত্যেক জজ্ (বিচারকর্ত্তা)।

চতুর্থ। আদালতের কার্য্যকারক স্বরূপে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয়ের তদারক কি রিপোর্ট করা, কিম্বা কোন দলিল প্রস্তুত কি দস্তখত করা, কি রাখা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মায় লওয়া, কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা, কি কোন শপথ করান, কি দোভাষীর কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতে সুধারা রক্ষা করা যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হয়, সেই ব্যক্তি, ও সেই সকল কর্ম্ম করিতে যিনি কোন আদালত হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি।

পঞ্চম। প্রত্যেক জুরার, আসেসর, কি পঞ্চায়তের মেম্বর যিনি কোন আদালতের কি রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করেন।

ষষ্ঠ। যে কোন শালিস কি অন্য যে ব্যক্তির প্রতি কোন আদালত কি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কোন মোকদ্দমা কি বিচার্য্য বিষয় নিষ্পত্তি করিবার জন্য, কি তাহার রিপোর্ট করিবার জন্য অর্পণ করেন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারার মোকদ্দমার উভয় পক্ষ বিবাদী জমি কাহার দখলে আছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ক'কে শালিস মান্য করিয়া বিচার্য্য বিষয়টি তাহার হস্তে অর্পণ করিলে আদালত ১৪৫ ধারার মোকদ্দমাটি খারিজ করিয়া দেন। এস্থলে ক আদালত কর্ত্তৃক শালিস নিযুক্ত না হওয়ায়, বা আদালত কর্ত্তৃক তাহার প্রতি কোন বিচার্য্য বিষয় নিষ্পত্তি করিবার জন্য অর্পিত না হওয়ায়, ক'কে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইতে পারে না। ৩০ ই. ল. রি., কলি., ১০৮৪।

সপ্তম। যে কোন ব্যক্তি কোন পদে থাকা প্রযুক্ত কোন লোককে কয়েদ করিতে বা রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই পদস্থ ব্যক্তি।

১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৪ ধারামতে কোন পুলিষ কর্ম্মচারী কর্ম্মে স্থগিত (সস্পেণ্ড) হইলে, অর্থাৎ কিছু কালের জন্য কর্ম্মচ্যুত হইলে, যতদিন তিনি তদবস্থ থাকেন, ততদিন তাঁহাকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইবে না। ৮ বে. ল. রি., ৫৮। জেলের নিয়মানুসারে যে সকল কয়েদী অপর কয়েদীকে কয়েদ রাখিবার জন্য সেট নিযুক্ত হয়; তাহাদিগকেও "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলে। ৭ উ. রি., ৯৯।

অষ্টম। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারক স্বরূপে অপরাধ নিবারণ করা, কি অপরাধের সম্বাদ দেওয়া, কি অপরাধীদিগকে বিচারার্থে উপস্থিত করা, কি সাধারণ লোকদিগের স্বাস্থ্য কি নির্ব্বিঘ্নতা কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা, যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য হয়, সেই ব্যক্তি।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে গবর্ণমেণ্টের উকিল কোন ব্যক্তিকে কলিকাতা পুলিষ কোর্টে সরকারি মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলে, সেই ব্যক্তিকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইবে। ৩ ই. ল. রি., কলি., ৪৯৭। এ দেশের গ্রাম্য চৌকিদার, (চৌকিদারি আইন, অর্থাৎ ১৮৭০ সালের ৬ আইন ও ১৮৯২ সালের ১ আইন দেখ), বোম্বাই প্রদেশের গ্রাম্য "প্যাটেল্" (২৩ ই. ল. রি., বো., ৫১৭), ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের "গোরাইয়ত" (২৬ ঐ. এলা., ৫৪২), "রাজকীয় কার্য্যকারক" হইতেছে।

নবম। কার্য্যকারক স্বরূপে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া কি গ্রহণ করা, কি রাখা, কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরিপের কর্ম্ম করা, কি ট্যাক্স ধার্য্য করা, কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ সম্পর্কে কোন বিষয় তদারক করা, কি তাহার রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ সম্পর্কীয় কোন দলিল প্রস্তুত কি দস্তখত করা, কি রাখা, কি গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ রক্ষার জন্য কোন আইনের লঙ্ঘন নিবারণ করা, যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য সেই ব্যক্তি, এবং যে প্রত্যেক কার্য্যকারক রাজকীয় কোন (public) কর্ম্ম করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে থাকেন, কি বেতন ভোগী হন, কি ফিস (fees), কি কমিশন দ্বারা পারিশ্রমিক পান, সেই ব্যক্তি।

বেঙ্গলের খাজনা আইনের ৬৯ ধারামত নিযুক্ত আমিন "রাজকীয় কার্য্যকারক" নহে। ১৮ ই. ল. রি., কলি., ৫১৮।

লেণ্ড রেজেষ্টারি আইন, অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৫৬ ধারামতে নিযুক্ত রিসিভরও (receiver) "রাজকীয় কার্য্যকারক" নহে। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ২৩৬।

বেঙ্গল কৌন্সিলের ১৮৬৩ সালের ৫ আইনের ৬ ধারা মতে রেভিনিউ বোর্ড যে সকল অতিরিক্ত পিয়াদা নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহারা "রাজকীয় কার্য্যকারক"। ১৬ ঊ. রি., ২৭।

ক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটি গ্রাম ইজারা লইল। সে প্রজার নিকট খাজানা আদায় তসিল করে ও তাহার রীতিমত হিসাব রাখে, এবং যে টাকা আদায় হয় তাহার কিয়দংশ গবর্ণমেণ্টকে দেয়। এরূপ স্থলে ব'কে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইবে না। ১২ বো. বি., ৪।

কোন একটি ব্যাঙ্ক দিয়া গবর্ণমেণ্টের টাকা দেওয়া লওয়া হইয়া থাকে। একদা কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার গবর্ণমেণ্টের হিসাবে কতকগুলি টাকা ব্যাঙ্কে প্রেরণ করেন। ব্যাঙ্কের এক জন পোদ্দার যে ব্যক্তি টাকা আনিয়াছিল তাহার নিকট কিছু গ্রহণ করিয়া টাকা জমা করিয়া লয়। তজ্জন্য ঐ পোদ্দারের নামে ১৬১ ধারামত অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। হাইকোর্ট বলেন, পোদ্দার ব্যাঙ্কের চাকর, এই ধারার "রাজকীয় কার্য্যকারক" মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। ৪ ই. ল. রি., কলি., ৩৭৬।

কিয়দ্দিনের জন্য পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট একটি গাড়ওয়ান নিযুক্ত করিলে, ঐ গাড়ওয়ানকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইতে পারে না। ৭ ই. ল. রি., মা., ১৮।

আরও মনে কর, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এক জন ম্যানেজার এক জন পিয়াদা নিযুক্ত করিল। ঐ পিয়াদাকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইবে না। ৭ ই. ল. রি., মা., ১৭।

কিন্তু ম্যানেজার স্বয়ং 'রাজকীয় কার্য্যকারক" কি না, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ২১ ই. ল. রি. এলা., ১২৭ নজিরে উহাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন যে উহাকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইতে পারে না। ২৮ ঐ. কলি., ৩৪৪।

গবর্ণমেণ্ট যে সকল rural সবরেজেষ্ট্রার নিযুক্ত করেন, তাহারা "রাজকীয় কার্য্যকারক"; তবে ঐ সবরেজেষ্ট্রারেরা নিজ নিজ আফিষে যে সকল আমলা নিযুক্ত করেন ও যাহাদের বেতন তাঁহাদের নিজের জন্য যে allowance ধার্য্য আছে তাহা হইতে দিয়া থাকেন, ঐ সকল আমলা "রাজকীয় কার্য্যকারক" নহে। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৬৬৪।

গবর্ণমেণ্টের খাস মহল কলেক্টার জরিপ করিবার জন্য যে আমিন (surveyor) নিযুক্ত করেন, তিনিও "রাজকীয় কার্য্যকারক"। ২৬ ই. ল. রি., কলি., ৫৮।

নিমক বিভাগের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের আফিষের পিয়াদা যে গবর্ণমেণ্ট হইতে বেতন পায় ও সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের হুকুম অনুসারে কার্য্য করিয়া তাহার সরকারি কর্ম্মের সাহায্য করে, সেইরূপ পিয়াদাকেও "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যাইবে। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৩৪৪।

নায়েব নাজির ও পাটওয়ারীকেও "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যায়। ২ উ. প. রি., ১৪৮, ২৯৮।

দশম। কার্য্যকারক স্বরূপে কোন গ্রামের, কি নগরের, কি জিলার কোন সাধারণ লৌকিক (secular) কার্য্যের নিমিত্ত কোন সম্পত্তি লওয়া, কি গ্রহণ করা, কি রাখা কি ব্যয় করা, কি কোন জরিপ করা, ট্যাক্স ধার্য্য করা, কি কোন রেট (কর) কি ট্যাক্স স্থাপন করা, কিম্বা কোন গ্রামের কি নগরের কি জিলার

লোকদের স্বত্ব নিরূপণের কোন দলিল প্রস্তুত কি দস্তখত করা, কি রাখা, যে প্রত্যেক কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য, সেই ব্যক্তি।

উদাহরণ।

মিউনিসিপাল কমিসনর "রাজকীয় কার্য্যকারক" মধ্যে গণ্য।

কিন্তু মিউনিসিপালিটী "ব্যক্তি" শব্দের অন্তর্গত হইলেও এই ক্লজের "রাজকীয় কার্য্যকারক" শব্দের অর্থের মধ্যে পড়িতেছে না। ৩ ই. ল. রি. কলি., ৭৫৮ দেখ।

১ অর্থের কথা। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারের যে কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হউন, কি না হউন, তাঁহাকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যায়।

যে ইঞ্জিনিয়ার মিউনিসিপালিটীর টাকা গ্রহণ এবং ব্যয় করেন, তাঁহার ঐ টাকা খরচ করিতে অনুমতি (অর্থাৎ মঞ্জুর) দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, তাঁহাকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলা যায়। ৬ বো. রি., ৬৪। গবর্ণমেণ্ট হইতে বেতন না পাইলেও, যদি ফলতঃ কোন ব্যক্তি আদালতে বা গবর্ণমেণ্ট আফিসে প্রকাশ্যভাবে রাজকীয় কার্য্যকারকের ন্যায় কার্য্যাদি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলিয়া গণ্য করা যাইবে। ৮ ই. ল. রি., এলা., ২০১।

২ অর্থের কথা। "রাজকীয় কার্য্যাকারক" এই কথা যে কোন প্রকরণে থাকে, তাহাতে যে ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারকের পদে নিয়োজিত থাকেন, তাঁহাকেই বুঝাইবে। তাঁহার সেই পদে থাকার অধিকার বিষয়ে আইনমতে কোন প্রকারে দোষ ঘটনা হইলেও, তাঁহাকে বুঝাইবে।

উপরে যে কয়েক প্রকার রাজকীয় কার্য্যকারবের উল্লেখ করা হইল, তদ্ব্যতিরেকে কোন কোন আইনে অপর ব্যক্তি বিশেষকেও এই ধারার লিখিত "রাজকীয় কার্য্যকারক" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। যথা, ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৮৪ ধারানুসারে রেজেষ্টরি করিবার জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাঁহারাও "রাজকীয় কর্ম্মকারক"। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বে সহরের করোণার (১৮৭১ সাঃ, ৪আঃ, ৫ ধারা); ইণ্ডিয়ান মিউজিউমের চাকর বা কর্ম্মচারী (১৮৭৬ সাঃ, ২২ আঃ, ১৪ ধারা); পৌণ্ড রক্ষক (১৮৭১ সাঃ, ১আঃ, ৬ ধারা); রেলওয়ের কর্ম্মচারী বা চাকর (১৮৯০ সাঃ, ৯ আঃ, ৫ ও ১৩৭ ধারা); কুলি আফিষের ডাক্তর বা প্রোটেক্টর (১৮৮৩ সাঃ, ২১ আঃ ১৬ ও ১৮ ধারা); মান্দ্রাজ লোক্যাল বোর্ডে আইনমত নিযুক্ত স্বাস্থ্য-পরিদর্শক অর্থাৎ sanitary inspector (২১ ই. ল. রি. মা., ৪২৪); Factory বা কারখানা পরিদর্শন করিবার নিযুক্ত ইন্সপেক্টর (১৮৮১ সাঃ, ১৫ আঃ, ৩ ধারা); Forest বা জঙ্গল আইনের ফরেষ্ট অফিসর (১৮৭৮ সাঃ, ৭আঃ, ৭২ ধারা); ১৮৯৯ সাঃ, ১৩ আঃ, ৪ ধারামত নিযুক্ত ইন্সপেক্টর; কলিকাতা করপোরেসনের চেয়ারম্যান, ডেপুটী চেয়ারম্যান, কমিসনর, মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী

ও চাকর, ট্যাক্স আদায় করিবার কনট্রাক্টর বা এজেণ্ট, উক্ত কনট্রাক্টর বা এজেণ্টের চাকর (১৮৯৯ সাঃ, ৩ আঃ, ৬৪৬ ধারা) প্রভৃতিকে "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

২২ ধারা।—"অস্থাবর সম্পত্তি" এই কথায় ভূমি ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য ও ভূমি সংলগ্ন দ্রব্যেতে চিরকালীনরূপে বদ্ধ কোন দ্রব্য ভিন্ন, অস্থাবর তাবৎ বিষয় গণ্য করা অভিপ্রেত।

"অস্থাবর" কথা ইংরাজী "করপোরিয়াল্" শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু "করপোরিয়াল্" শব্দের প্রকৃত অনুবাদ "অস্থাবর" নহে। যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় তাহাকে "করপোরিয়াল্" বলে। সুতরাং যে সকল বিষয় অনুভব করিতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না, তাহা "অস্থাবর" সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। যথা—চুক্তি, টাকা আদায় করিবার স্বত্ব, কোন বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন দাবি ইত্যাদি। "সম্পত্তি" শব্দে যাহাতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব বা অধিকার আছে, এমত বস্তু বুঝিতে হইবে। সুতরাং যে বস্তুতে কাহার অধিকার বা স্বত্ব নাই, যথা ধর্ম্মের বা শ্রাদ্ধের ষাঁড়, তাহা সম্পত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ৮ ই. ল. রি., এলা., ৫১। ৯ ই. ল. রি., এলা., ৩৪৮। ১৭ ই. ল. রি., কলি., ৮৫২। তথা মানব দেহ, মৃত বা জীবিত অবস্থায়, "সম্পত্তি" বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ২৫ ঐ. এলা, ১২৯।

আইন দ্বারা সম্পত্তিতে লোকের স্বত্ব জন্মায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সম্পত্তি-স্বত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। সেই স্বত্বের বিঘ্ন যাহাতে না ঘটে, তাহা দণ্ডবিধান দ্বারা সাধন করাই দণ্ডবিধি আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং সম্পত্তি-স্বত্ব (right of property) সম্বন্ধে আইনে গোলযোগ থাকিলে, দণ্ডবিধি আইনটিও অপরিষ্কার ও অবিশদ হইবে। যথা—ক'র জমিতে ক'র অনুমতি গ্রহণ না করিয়া খ দুইটি পাখী গুলি করিয়া মারিয়া লইল। যদি দেওয়ানি আইন এরূপ হয় যে—ঐ পাখী যে ধরিবে তাহারই সম্পত্তি হইবে, তাহা হইলে খ'র কোন অপরাধ করা হইল না; কিন্তু যদি দেওয়ানি আইনানুসারে যাহার জমিতে পাখী পাওয়া যায়, উহা তাহারই সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে খ'র নিশ্চয়ই অপরাধ হইয়াছে। যদি দেওয়ানি আইন বিশদ না হয়, অর্থাৎ যদি ঐ পাখী কাহার সম্পত্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া আইনে লিখিত না থাকে, তবে খ কর্ত্তৃক কোন অপরাধ কৃত হইয়াছে কিনা কে বলিতে পারে? আজ কাল মফঃস্বলে যে দেওয়ানি আইন প্রচলিত আছে, তাহাতে জমিদারেরা স্ব স্ব জমিদারির মধ্যে বন্য পক্ষী অপর ব্যক্তিকে শিকার করিতে নিবারণ করিয়া নিজে নিজে শিকার করিবেন, এরূপ অধিকার নাই। স. দে. আ., ডিসেম্বর, ১৮৫১ সাল, পৃঃ ৬৫৩।

ভূমিতে সংলগ্ন—যে সকল গৃহের বনিয়াদ জমিতে নিগম, সেই সকল গৃহ 'স্থাবর' মধ্যে পরিগণিত। ছোট আদালতের আইনানুসারে কুটীর বা কাঁচাঘর অস্থাবর বলিয়া গণ্য হয় না।

২ বে. ল. রি., ৭৭। যতক্ষণ ধান জমিতে থাকে ও কাটা না হয়, ততক্ষণ উহাকে "অস্থাবর" বলা যাইতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে ৩৭৮ ধারার 'অধিকার' শীর্ষক টীকায় যে সকল নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ।

চিরকালীনরূপে বদ্ধ—যথা জানালা, চৌকাট ইত্যাদি। মেজিয়ার (floor) উপর পেরেক মারিয়া যে কারপেট বা সপ বিস্তৃত করিয়া রাখা যায়, অথবা দেয়ালের গায়ে পেরেক মারিয়া যে সকল দর্পণ, ছবি আদি আসবাব সাজাইয়া রাখা যায়, তাহাকে 'স্থাবর' বলিতে পারা যায় না।

২৩ ধারা।—"অন্যায্য লাভ" এই ;—কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তি পাইবার আইনমতে অধিকার নাই, তাহা ঐ ব্যক্তির বে-আইনী কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত হওন।

"অন্যায্য ক্ষতি" এই ;—কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তিতে আইনমতে অধিকার থাকে অন্যের বে-আইনী কার্য্য দ্বারা তাহার সেই সম্পত্তির ক্ষতি।

কেহ কোন বস্তু অন্যায়মতে পাইলে যেমন তাহার অন্যায্য লাভ হয়, তেমনি সেই বস্তু অন্যায়মতে রাখিলেও তাহার অন্যায্য লাভ বলা যায়। কোন ব্যক্তির কোন বস্তু তাহার নিকট হইতে অন্যায়মতে হরণ করিলে যেমন তাহার অন্যায্য ক্ষতি হয়, তেমনি তাহার কোন (প্রাপ্য) বস্তু কেহ তাহাকে পাইতে না দিলে, তাহার অন্যায্য ক্ষতি বলা যায়।

২৪ ধারা।—যে কেহ এক ব্যক্তির অন্যায্য লাভ করাইবার কি অন্য ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি করাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে, সে ঐ কর্ম্ম শঠতাক্রমে করে বলা যায়।

ক তিন জনের খাতক। ক'র মহাজনেরা ক'র মনিব খ'র নিকট আসিয়া তাহাকে ক'র দেনার বিষয় জানাইলে খ তাহাদিগকে আদালতে যাইতে না বলিয়া নিজেই ক'র বিনা সম্মতিতে ক'র ৩টি গরু ক্রোক করিয়া মহাজনদিগকে দেনা পরিশোধার্থে অর্পণ করেন। খ'র কর্ম্মটি শঠতাক্রমে কৃত হইল বলিতে হইবে। ৩ উ. রি., ২।

আরও ক জীবদ্দশায় খ'র নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করে। ক'র মৃত্যু হইলে খ আদালতে না যাইয়া নিজেই ক'র স্ত্রীর নিকট হইতে বে-আইনী কার্য্য দ্বারা ক'র কয়েকটী হেলে গরু আপন দেনা আদায়ার্থ লয়েন। খ'র কর্ম্মটি শঠতাক্রমে কৃত হইল। ৫ উ. রি., ৬৮।

ক তাহার চাকরকে হুকুম দেন যে, খ'র মহিষ ধৃত করিয়া আনিয়া বাঁধিয়া রাখা হউক। ক'র কর্ম্মটী শঠতাক্রমে কৃত হইল। ১৮ উ. রি., ৮।

ফরিয়াদী আসামীর নিকট একটী পাগড়ী বন্ধক রাখে। আসামী তাহা নিজে ব্যবহার করায় সে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী হইবে না। কারণ, আসামী উহা ব্যবহার করায়

ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি অন্যায্য ক্ষতি, এবং আসামী ফরিয়াদীর বিনা অনুমতিতে উহা ব্যবহার করায় তাহার যে লাভ আছে সে লাভ অন্যায্য লাভ, বলা যাইতে পারে না। ৩ মা. রি., ৭।

আমার সম্পত্তি আমি অপরের নিকট হইতে বে-আইনী কার্য্য দ্বারা লইলেও আমার উহা শঠতাক্রমে গ্রহণ করা হইল না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ যদি অপরের নিকট আমার সম্পত্তি দেনার জন্য বন্ধক বা জামীন-স্বরূপ থাকে এবং যদি ঐ ব্যক্তিকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে তাহার সম্মতি না লইয়া আমি চুপি চুপি ঐ বস্তুটি স্থানান্তরিত করি, তাহা হইলে আমার কার্য্যটি শঠতাক্রমে করা হইল বুঝিতে হইবে। ৩৭৮ ধারার উদা., (ট) ও (ঠ) দেখ।

কোন ব্যক্তি সরলভাবে কোন একটি স্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া যদি কোন কার্য্য করে, আর তদ্দ্বারা যদি কাহারও অন্যায্য লাভ বা কাহারও অন্যায্য ক্ষতি হয়, তাহা হইলে ঐ স্বত্বটি অমূলক হইলেও তাহার কর্ম্মটি শঠতাক্রমে করা হইল, এরূপ বলা যাইবে না। কোন কার্য্য সরল ভাবে বা শঠতাভিপ্রায়ে করা হইয়াছে কি না, তাহা সাক্ষ্য দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। সুতরাং ক'র চাকর যদি কাহাকেও ক'র মাছ ধরিবার জমায় সরল ভাবে মনিবের উপকার করিবার বিশ্বাসে জাল ফেলিতে দেখিয়া জাল গাছটি উঠাইয়া লয়, ও মনিবের হুকুম না লইয়া পুলিষকে তাহা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ক'র কর্ম্মটি শঠতাক্রমে করা হইল না। ৬ উ. রি., ৭৯; ৭ উ. রি., ৩৭। আরও ৩৭৮, ৪৬৩ ও ৪১৫ ধারার উদাঃ ও টীকা দেখ।

২৫ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তির প্রতারণা করিয়া কিছু পাইবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করে, তবে সে প্রতারণাক্রমে সেই কার্য্য করে এমত বলা যায়, অন্যত্র নহে।

অনুবাদ প্রকৃত নহে। কিছু লাভের অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকার প্রয়োজন নাই। কেবল-মাত্র অপরকে ঠকাইবার অভিপ্রায় থাকিলেই হইল। অন্যায্য ক্ষতি বা অন্যায্য লাভ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ঠকাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ৯ ই. ল. রি., কলি., ৫৩; ১৩ ঐ. কলি., ৩৪৯, ও ৪৬৩ ধারার "কৃত্রিম দলিল" শীর্ষক টীকা দেখ। কেহ কেহ বলেন যে ২৪ ধারার "শঠতাক্রমে" ও এই ধারার "প্রতারণাক্রমে" শব্দ দুইটি এই আইনে কেবল "সম্পত্তি" সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ৩৮০তে যে সকল নজিরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দেখ। কিন্তু ৪৬৩ ধারার 'কৃত্রিম দলিল' শীর্ষক টীকায় কয়েকটি হালের নজির প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে এই মতটি ভুল বলিয়া প্রতীত হইবে। ৪১৫, ৪৬৪ ও ৪৯৬ প্রভৃতি ধারায় "শঠতাক্রমে" কি "প্রতারণাক্রমে" এই দুইটী শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ দুইটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ বুঝিতে হইবে।

২৬ ধারা।—কোন ব্যক্তির যদি কোন কথায় বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত হেতু

থাকে, তবে তাহার সেই কথার বিশ্বাস করিবার হেতু আছে, এমত বলা যায়, অন্যত্র নহে।

"উপযুক্ত হেতু"—অর্থাৎ কেবলমাত্র সন্দেহ বা আন্দাজি কোন বিষয় অনুমান করিলে, তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার হেতু আছে, এরূপ বলা যাইবে না। ৬ ই. ল. রি., বো, ৪০২ দেখ।

২৭ ধারা।—যখন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি সেই ব্যক্তির নিমিত্ত তাহার স্ত্রীর কি কেরাণীর কি চাকরের হস্তে থাকে, তখন এই আইনের অর্থের মতে সেই সম্পত্তি ঐ ব্যক্তিরই হস্তে আছে।

অর্থের কথা।—যে ব্যক্তি সাময়িক কিম্বা বিশেষ প্রয়োজনে কেরাণী কি চাকররূপে নিযুক্ত হয়, সে এই ধারার অর্থের মধ্যে কেরাণী কি চাকর হয়।

২৮ ধারা।—যদি কেহ এক বস্তু অন্য বস্তুর স্বরূপ করে এবং তাহা করাতে তাহার বঞ্চনা (প্রতারণা) করিবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা তদ্দ্বারা কোন লোককে বঞ্চনা করিবার (প্রতারিত হইবার) সম্ভাবনা জানে, তবে সেই ব্যক্তি কৃত্রিম করিয়াছে এমত বলা যায়।

১ম অর্থের কথা।—দুই বস্তু অবিকল সমান রূপ (স্বরূপ) না হইলেও, কৃত্রিম-করণ দোষ হইতে পারে।

২য় অর্থের কথা।—যদি কেহ এক বস্তু অন্য বস্তুর স্বরূপ করে এবং ঐ দুইটি বস্তুর মধ্যে যদি এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে তদ্দ্বারা লোকের প্রবঞ্চিত (প্রতারিত) হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিপরীত অবস্থা প্রমাণিত না হইবে তদবধি সেই ব্যক্তি প্রবঞ্চনা (প্রতারণা) করিবার অভিপ্রায়ে বা লোকে প্রবঞ্চিত (প্রতারিত) হইবে বা হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া, ঐরূপ কৃত্রিম করণ কার্য্যটি করিয়াছে, ইহা বুঝিতে (ধরিয়া লইতে) হইবে (১৮৮৯ সালের ১ আইন, ৯ ধারা)।

কৃত্রিম বস্তুর আসল বস্তুর সহিত সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক। সাদৃশ্য সাক্ষ্যদ্বারা স্থির করিতে হইবে। দুই বস্তু অবিকল সমানরূপ হওয়া আবশ্যক নাই, কৃত্রিম বস্তু আসল বস্তু বলিয়া সামান্য লোকের ভ্রম জন্মাইতে পারিলেই হইল। ৩ ই. ল. রি. কলি., ৪১৭; ১৭, ঐ, বো., ৫৮৪; ৬ ঐ. মা., ১০৮। বিলাতে এক ব্যক্তি কু-অভিপ্রায়ে একটি সাদা রূপার টাকার মত গোল চাকৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার উপর কিছুই অঙ্কিত হয় নাই। প্রমাণ হইল যে ক্রমাগত ব্যবহার করিলে প্রকৃত টাকার উপর যে সব ছাপ অঙ্কিত আছে তাহা উঠিয়া যাইয়া একখানি গোল সাদা চাকৃতি এরূপ হইয়া পড়ে। এবং তখন ঐ টাকা ঐ কৃত্রিম করা চাকৃতির সদৃশ হয়। এরূপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কৃত্রিম করণের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু

অপর এক ব্যক্তি এক খানি ভিন্নাকার অসমানাকৃতি ধাতুখণ্ডের উপর প্রকৃত টাকার উপর যে সব ছাপ থাকে তাহা অঙ্কিত করায় সে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইল না; কারণ ধাতু খণ্ড অসমানাকৃতি হওয়া বশতঃ অপরাধটি সম্পূর্ণ হয় নাই।

২য় অর্থের কথাটি নূতন। এতদ্দ্বারা প্রতারণা করিবার "অভিপ্রায়" বা "জ্ঞান" না থাকা আসামীকে প্রমাণ করিতে হইবে।

২৯ ধারা।—"দলিল" এই শব্দে যে কোন (কাগজ প্রভৃতি) বস্তুতে অক্ষরে (letters), কি অঙ্কতে (figures), কি চিহ্নতে (marks), কি ইহার (এই তিনের) মধ্যে কোন (দুই বা তদধিক) উপায়ে যে কোন বিষয় ব্যক্ত (expressed) করা যায়, বা বর্ণিত (described) হয়, ও ঐ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে (ঐরূপ অক্ষর, কি অঙ্ক, কি চিহ্ন সমন্বিত কাগজ প্রভৃতি বস্তু) ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় থাকে, কি ব্যবহার হইতে পারে, সেই বিষয় বুঝায়।

১ অর্থের কথা।—ঐ অক্ষর, কি অঙ্ক, কি চিহ্ন, যে কোন উপায়ে, কি যে কোন বস্তুতে করা হয়, কি সেই প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে হউক, কি না হউক, কি তাহা আদালতে ব্যবহার হইতে পারুক কি না পারুক, তাহা দলিল বলা যায়।

উদাহরণ।

যে লিপিতে (লিখনে) কোন চুক্তির নিয়ম প্রকাশ হইয়া ঐ চুক্তির প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারিবেক, তাহা দলিল।

কোন বণিকের নামে যে বরাৎ চিঠি (cheque) দেওয়া যায়, তাহা দলিল হয়।

মোক্তারনামা দলিল হয়।

যে ম্যাপ কি নক্সা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রেত হয়, বা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইতে পারে, তাহাও দলিল।

যে লিপিতে (লিখনে) কর্ম্ম করিবার আদেশ কি উপদেশ থাকে, তাহাও দলিল।

যদি কোন ব্যক্তি কোন কাগজে কোন বিষয় ব্যক্ত করে এবং তাহার এই বিশ্বাস বা অভিপ্রায় থাকে যে ঐ কাগজ ঐ উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা যাইবে, ঐ কাগজ আইনমত প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে না পারিলেও, উহা দলিল বলিয়া গণ্য হইবে। ১০ উ. রি., ৬। ২ বে. ল. রি., ১২। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩ ধারার লিখিত "দলিল" শব্দের ব্যাখ্যা দেখ।

২ অর্থের কথা।—মহাজনী কি অন্য প্রকারের রীতিমত অক্ষর, কি অঙ্ক, কি চিহ্ন দ্বারা যে ভাব বুঝায়, এই ধারার অর্থের মত সেই অক্ষরে, কি অঙ্কতে, কি

চিহ্নতে সেই ভাব ব্যক্ত হয়—এমত জ্ঞান হইবে; তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ না হইলেও এমত জ্ঞান হইবে (এইরূপ বুঝিতে হইবে)।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে কোন হুণ্ডীর টাকা দেয় হয়, তাহাতে আনন্দ ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে আপন নাম লেখে। মহাজনী রীতিমতে ঐ নাম লিখিবার অভিপ্রায় এই যে, ঐ হুণ্ডী যাহার হাতে থাকে তাহাকে টাকা দিতে হইবে। পৃষ্ঠের সেই লিখন দলিল হয়। আর "এই হুণ্ডী যাহার হাতে আছে তাহাকে টাকা দিবে" এই কথা কি এই মর্ম্মের কথা আনন্দের নামের উপর লেখা থাকিলে তাহার যে অর্থ হইত, সেই অর্থ কেবল আনন্দের নাম লেখা থাকাতেই বুঝায়।

৩০ ধারা।—যাহাতে আইনমতের কোন স্বত্ব সৃষ্ট, কি বিস্তারিত হয়, কি হস্তান্তর, কি সঙ্কোচ, কি লোপ, কি ত্যাগ করা যায়, কিম্বা যাহাতে কোন ব্যক্তি আইনমতে দায়-বদ্ধ আছে, কি বিশেষ কোন বিষয়ে তাহার আইনমত স্বত্ব নাই (এরূপ) কথা স্বীকার করে, এমত কোন দলিল, কিম্বা তদ্রূপ মর্ম্মের দলিল "মূল্যবান্ নিদর্শন পত্র"।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন হুণ্ডীর পৃষ্ঠে আপন নাম লেখে। সেই প্রকার লিখনের এই ফল যে, কোন লোকের হাতে ঐ হুণ্ডী আইনমতে আসিলে, ঐ হুণ্ডীতে তাহার স্বত্ব জন্মায়। অতএব সেই লিখন "মূল্যবান নিদর্শন পত্র"।

যে দলিল দ্বারা স্ত্রী স্বামীকে বা স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে "মূল্যবান নিদর্শন পত্র" বলা যায়। ১১ উ. রি., ১৫।

ক স্বহস্তে নিজের এবং খ'র উভয়ের মধ্যে হিসাব নিকাশি এক খানি কাগজ প্রস্তুত করেন। যদিও ঐ কাগজে টাকা দিবার কোন স্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত না থাকে, তথাপি উহাকে "মূল্যবান নিদর্শন পত্র" বলিতে হইবে। ২ মা. রি., ২৪৭।

কালেক্টরিতে রাজস্ব জমা দিয়া যে চালান পাওয়া যায়, ঐ চালান "মূল্যবান নিদর্শন পত্র"।

বাতিল দলিল "মূল্যবান নিদর্শন পত্র" নহে। দলিলের নকলকে "মূল্যবান নিদর্শন পত্র" বলা যায় না। ৪ বো. রি., ২৮; ৫ বো. রি., ৫৬ দেখ।

যে সনন্দ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে "রায় বাহাদুর" বা "রাজা" ইত্যাদি খেতাব দেওয়া হয়, সে দলিলকে "মূল্যবান নিদর্শন পত্র" বলা যাইতে পারে না। ১০ ই. ল. রি., কলি., ৫৮৪।

"তদ্রূপ মর্ম্মের দলিল"—রেজষ্টরি আইনমতে কোন কোন দলিল (যদ্দ্বারা স্বত্বের হস্তান্তরাদি করা যায়) রেজষ্টরি না করিলে কার্য্যকর হয় না। রেজেষ্টরি হইলে, ঐ সকল দলিল "মূল্যবান নিদর্শন পত্র" বলিয়া গণ্য হইবে। রেজষ্টরি না হইলেও, ঐ সকল দলিল "তদ্রূপ

মর্ম্মের দলিল" শব্দের মধ্যে পড়িবে। ২৫ ই. ল. রি., কলি., ২০৭। সেইরূপ, আইনানুসারে উচিত মত ষ্ট্যাম্পের অভাব হইলেও, ঐ সকল দলিল "তদ্রূপ মর্ম্মের দলিল" শব্দের অন্তর্গত। ১২ ঐ., মা., ১৪৮।

৩১ ধারা।—"উইল" এই শব্দে কোন ব্যক্তির মরণোত্তর তাহার সম্পত্তি প্রভৃতির বিষয়ে তাহার ভাবী ইষ্ট প্রকাশক দলিল বুঝায়।

৩২ ধারা।—এই আইনের সর্ব্ব ভাগের যে কথাতে কোন ক্রিয়ার উল্লেখ হয়, সেই কথা আইন-বিরুদ্ধে তৎক্রিয়া না করণের প্রতিও বর্ত্তে। কিন্তু যদি পূর্ব্বাপর কথায় বিপরীত অভিপ্রায় বোধ (প্রকাশ) হয়, তবে বর্ত্তিবে না।

"ক্রিয়া" শব্দে লেখা, কথা কহা, ইঙ্গিত করা, বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা করা বুঝায়। মনে কর, ক অত্যন্ত পীড়িত, এমন কি কবিরাজ বলিয়াছেন যে উহাকে একটুকু ভয় প্রদর্শন করিলেই উহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। খ ইহা জানিয়া শুনিয়া এবং ক'কে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ক'র নিকট যাইয়া একটি ভয়ানক গল্প করিল, এবং সেই গল্প শুনিবামাত্র ক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। এতদ্দ্বারা খ'র নরহত্যা অপরাধ করা হইল। "আইন-বিরুদ্ধে তৎক্রিয়া না করণ" সম্বন্ধে ৪৩ ধারা দেখ।

৩৩ ধারা।—"ক্রিয়া" এই শব্দে যেমন একই ক্রিয়া বুঝায়, তেমনি ক্রমশঃ করা বহুক্রিয়াও বুঝায়। আর "ক্রিয়া না করণ" এই শব্দে যেমন কর্ত্তব্য এক কর্ম্ম না করণ, তেমনি কর্ত্তব্য অনেক ক্রিয়া ক্রমশঃ না করণ বুঝায়।

৩৪ ধারা।—অনেক ব্যক্তি (তাহাদের সকলের) সাধারণ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ, সাধন করিবার জন্য) কোন অপরাধঘটিত ক্রিয়া করিলে, তাহাদের প্রত্যেক জন একাই সেই ক্রিয়ার অপরাধী হওয়ার ন্যায় (একাই সেই ক্রিয়া করিলে যেরূপ দায়ী হইবে, সেইরূপ) দায়ী হইবে।

অর্থ—ক্রিয়াটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে হওয়া আবশ্যক। এরূপ না হইলে প্রত্যেকে আপন আপন কার্য্যের জন্য কেবল দায়ী হইবে। মনে কর, একটি চোরকে থানায় লইয়া যাইবার জন্য ৩৪ জন ব্যক্তি উহাকে গ্রেপ্তার করিল। থানায় লইয়া যাওয়াই ইহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি উহাদিগের মধ্যে কেহ চোরের পকেটে থাকা কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহা হইলে সেই কেবল চুরির নিমিত্ত দায়ী হইবে। আর একটি উদাহরণ, ক, খ ও গ তিন জনে ঘ'কে আক্রমণ করে। ঘ'কে প্রহার করাই তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য, ঘ'র প্রাণ নষ্ট করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এরূপ অবস্থায় যখন উহারা তিন জনে ঘ'কে মারপীট করিতেছে, এমন সময় ক ঘ'র মাথায় এরূপ একটি গুরুতর আঘাত করে যে তাহাতে ঘ'র মৃত্যু হয়। এখানে

ক'ই একলা ঘ'র মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবে। ঐরূপ গুরুতর আঘাত করা উহাদের তিন জনের সাধারণ উদ্দেশ্য না থাকায় খ ও গ তজ্জন্য দায়ী নহে। ১৯ ই. ল. রি., মা., ৪৮৪। ইহার সহিত ৭ উ. রি., ৯৫ দেখ। মনে করে আমি ক'র বাটিতে ক'র সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। আমার উপস্থিতি কালে, খ ও অপর ২ ব্যক্তি আসিয়া ক'কে মারপীট করে। এস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম বলিয়া দায়ী হইব না; কারণ খ প্রভৃতির সাধারণ উদ্দেশ্যের সহিত আমার কোন সংস্রব ছিল না। ১৪, ঐ. বো., ১২৫। কিন্তু মনে কর ক এবং খ একত্রে গ'কে খুন করিবার জন্য আক্রমণ করে। ইহাব নিশ্চয় হইল যে উহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি গ'কে আঘাত করায় তাহার মৃত্যু হয়। এস্থলে ক এবং খ উভয়েই সমান দোষী। ১ উ. রি., ৪৯। আরও ক জানিত যে তাহার ভৃত্য খ একটি খুন করিতে যাইতেছে। ইহা জানিয়া ক খ'র সঙ্গে বাহির হইল। এবং যখন খ তাহার অভিপ্রেত খুনটি সম্পন্ন করে, তখন ক তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন আপত্তি বা প্রতিঘাত অর্পণ করে নাই। যদিও ক স্বহস্তে একটিও আঘাত প্রদান করিল না, তথাপি সে খ'র সহিত সমভাবে অপরাধী, কারণ ক এবং খ যে একযোগে এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ৬ উ. রি., ৮৩। ১৪৯ ধারার বিধানমতে আইনবিরুদ্ধ জনতার যে কেহ কোন অপরাধ করিবে ঐ জনতার সমস্ত ব্যক্তিই প্রত্যেকে অবস্থাবিশেষে সেই অপরাধ করিয়াছে এরূপ গণ্য করিতে হইবে। সার কথা, প্রত্যেকের দায়ীত্ব মোকদ্দামার অবস্থানুসারে স্থির করিতে হইবে। ইহার সহিত ৩৯৭ ধারার টীকার লিখিত ২১ ই. ল. রি., এলা., ২৬৩ নজীরটি ও ১৪৯ ধারার টীকা দেখ। একটি হাঙ্গামার মোকদ্দামায় ইহা সাব্যস্থ হয় যে, ক এবং অজ্ঞাত এক ব্যক্তি খ'কে আঘাত করায় খ'র মৃত্যু হয়। কাহার আঘাতে খ খুন হইয়াছে তাহা ঠিক হইল না। মনে কর, উভয় ব্যক্তিরই আঘাতের দরুণ খ'র মৃত্যু হইয়াছে ও খ'কে ঐরূপ আঘাত করা উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল। এ স্থলে উভয়েই এই ধারা অনুসারে খুনের দায়ী হইবে। কিন্তু উভয়েই এই ধারামতে দায়ী হইল বলিয়াই যে তাহাদিগকেও ঐ জনতাসম্মিলিত অপর অপর ব্যক্তিকে ১৪৯ ধারার বিধানমতে প্রকারান্তরে ঐ খুনের দায়ী করা যাইতে পারে কিনা—এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ৮ ই. ল. রি., কলি., ৭৫২।

৩৫ ধারা।—যদি কোন ক্রিয়া কেবল অপরাধঘটিত জ্ঞানে কি অভিপ্রায়মতে করা প্রযুক্ত (কৃত হইলেই) অপরাধ হয়, তবে সেই ক্রিয়া বহুলোক মিলিত হইয়া করিলে, সেই প্রকার জ্ঞানে কি অভিপ্রায়ে যত জন ঐ ক্রিয়াতে লিপ্ত হয়, তাহাদের এক এক জন সেই রূপ জ্ঞানে কি অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া করিলে যেরূপ দায়ী হইত, সেইরূপে তাহাদের প্রত্যেক জন সেই ক্রিয়ার নিমিত্ত দায়ী হইবে।

১১৪।১৪১।১৪৯ ধারার টীকা দেখ।

৩৬ ধারা।—যে স্থলে অকর্ত্তব্য ক্রিয়া করণের (দ্বারা) কিম্বা কর্ত্তব্য ক্রিয়া না

করণের (দ্বারা) কোন এক ফল উৎপন্ন করা কি উৎপন্ন করিবার উদ্যোগ করা অপরাধ হয়, সেই স্থলে এক অংশে অকর্ত্তব্য ক্রিয়া করণ, অন্য অংশে কর্ত্তব্য ক্রিয়া না করণের দ্বারা ঐ ফল উৎপন্ন করা একই অপরাধ জানিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ নামে এক ব্যক্তি যদুকে আহার দিতে বে-আইনমতে ত্রুটি করিয়া এবং যদুকে প্রহার করিয়া জ্ঞানকৃত হত্যা করে। আনন্দ হত্যার অপরাধী হয়।

১১৪ ধারার টীকা দেখ।

৩৭ ধারা।—যদি অনেক ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ করা হয়, তবে যে কেহ একাকী কি অন্য কোন লোকের সহিত ঐ সকল ক্রিয়ার মধ্যে কোন এক ক্রিয়া করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ অপরাধের সহকারী হয়, সে ঐ অপরাধের দোষী হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম পৃথকরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যদুকে অল্প করিয়া বিষ খাওয়াইয়া তাহাকে বধ করিতে পরামর্শ করে। সেই পরামর্শমতে যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ ও বলরাম তাহাকে বিষ খাওয়ায়। সেই প্রকারে যদুকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিষ খাওয়ান প্রযুক্ত যদু মরে। এই স্থলে আনন্দ ও বলরাম জ্ঞানকৃতবধ অপরাধের সহকারী হয়; ও যদুর মৃত্যু যাহাতে হয়, এমত ক্রিয়া তাহাদের প্রত্যেক জন করে। ইহাতে যদিও তাহাদের এক এক জনের ঐ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইয়াছে, তথাপি দুই জন ঐ অপরাধের দোষী।

(খ) আনন্দ ও বলরাম দুই জন এক জেলের রক্ষক এবং যদু নামক কয়েদী ছয় ছয় ঘণ্টা করিয়া তাহাদের জিম্মায় থাকে। আনন্দ ও বলরাম যদুকে মারিয়া ফেলিতে চাহে; ইহাতে যদুকে দিবার জন্য যে আহারীয় দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার আপন আপন কর্ম্ম করিবার পালার সময়ে তাহাকে দিতে বে-আইনমতে ত্রুটি করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুকে মারিয়া ফেলিতে সহকারী হয়। যদু অনাহারে মরে। ইহাতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনে যদুকে বধ করিবার অপরাধী।

(গ) আনন্দ জেলরক্ষক। তাহার জিম্মায় যদু নামে এক কয়েদী থাকে। আনন্দ যদুকে মারিয়া ফেলিবার মানসে তাহাকে আহার দিতে বে-আইনমতে ত্রুটি করে, ইহাতে যদু অত্যন্ত কাহিল হয়, কিন্তু সেই অনাহারে তাহার মৃত্যু হয় না। আনন্দ কর্ম্মচ্যুত হয় ও বলরাম তাহার কর্ম্ম পায়। বলরাম আনন্দের সঙ্গে যোগ না করিয়া কি তাহারা সহকারী না হইয়া, যদুকে আহার না দিলে তাহার মৃত্যু হইতে পারিবে জানিয়া, তাহাকে আহার দিতে বে-আইনমতে ত্রুটি করে। যদু অনাহারে মরে। ইহাতে বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়। কিন্তু আনন্দ বলরামের সহকারী নহে, অতএব আনন্দ কেবল বধ করিতে উদ্যোগ করিবার দোষী হয়।

১১৪ ধারার টীকা দেখ।

৩৮ ধারা।—যখন অনেক লোক একই অপরাধ করিবার কার্য্যে লিপ্ত হয়, কি সম্পর্কে রাখে, তখন তাহারা সেই কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের দোষী হইতে পারে।

উদাহরণ।

যদু কোন গুরুতর অপরাধ (অবস্থা) দ্বারা আনন্দের অতিশয় (এতদধিক) রাগ জন্মায় (যে) তাহাতে (ঐ রাগ বশতঃ) যদুকে মারিয়া ফেলিলেও আনন্দের জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ হয় না; অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষ হয় মাত্র। উক্ত যদুর উপর বলরামের ঈর্ষা থাকাতে (যদিও) যদু হইতে তাহার রাগ জন্মাইবার কোন হেতু ঘটে নাই, তথাপি যদুকে মারিয়া ফেলিবার মানসে বলরাম যদুকে বধ করিতে আনন্দের সাহায্য করে। এরূপ স্থলে, যদুকে বধ করিবার কার্য্যে আনন্দ ও বলরাম দুই জনেরই সম্পর্ক ছিল; তথাপি বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়, আনন্দ কেবল অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষী হয়।

৩৯ ধারা।—(যদি) কোন ব্যক্তির কোন উপায়ে (কোন) কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় থাকে (ও সেই উপায়ে কর্ম্মটি করে), কিম্বা (যদি) যে সময়ে সেই উপায়মতে কর্ম্ম করে সেই সময়ে অমুক ফল হইবে জানিয়া, কি জানিবার কারণ পাইয়া (সেই উপায়মতে কর্ম্মটি করে), তাহা হইলে সেই ব্যক্তি "ইচ্ছাপূর্ব্বক" ঐ কর্ম্ম করিয়াছে—ইহা বলা যায়।

উদাহরণ।

আনন্দ নামে এক ব্যক্তি ডাকাইতি সহজে হইবার নিমিত্ত বড় এক নগরে কোন লোকের বসতি-গৃহে রাত্রিতে আগুণ লাগায়; তাহাতে এক জনের মৃত্যু হয়। এই স্থলে কোন লোকের প্রাণ নষ্ট করিতে আনন্দের অভিপ্রায় না হইয়া থাকিবে, বরং সেই ক্রিয়াতে এক জন মরিয়াছে—ইহাতে তাহার শোকও হইয়া থাকিবে, তথাপি সেই কর্ম্ম করিলে কাহারও প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ইহা যদি সে জানিয়া থাকে, তবে সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক" প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। কর্ম্ম করিবার সময় অমুক ফল হইবে—ইহা কর্ত্তার "অভিপ্রেত" না হইলেও, কেবল তিনি ইহা জানিলেই কি জানিবার কারণ পাইলেই "ইচ্ছাপূর্ব্বক" কর্ম্ম করা হইল।

৪০ ধারা।—এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে যে যে অধ্যায়ের ও ধারার উল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সকল ধারার "অপরাধ" শব্দে এই আইনমতে দণ্ডনীয় ক্রিয়া বুঝাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ও নিম্নলিখিত ধারায়, অর্থাৎ ৬৪, ৬৫, ৬৬ (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ১ ধাঃ), ৬৭ (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ২১ ধাঃ), ৭১ (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ১ ধাঃ),

১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯ ও ৪৪৫ ধারায় "অপরাধ" শব্দে এই আইনমতে, অথবা নিম্নভাগে (অর্থাৎ, ৪১ ও ৪২ ধারায়) নির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ আইনমতে কিম্বা স্থানীয় আইনমতে দণ্ডনীয় ক্রিয়া বুঝাইবে।

এবং বিশেষ আইনমতে কিম্বা স্থানীয় আইনক্রমে যে কার্য্য দণ্ডনীয় হয়, সেই আইনক্রমে অর্থদণ্ডের সহিত কিম্বা তদ্ভিন্ন ঐ ক্রিয়ার (জন্য) ছয় মাস কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের বিধান হইতে পারিলে, এই আইনের ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৬ ও ৪৪১ ধারায় "অপরাধ" শব্দের ঐ অর্থ ধরিতে হইবে।

১৮৭০, ১৮৮২ ও ১৮৮৬ সালে এই ধারাটি পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৭০ সালের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য কোন বিশেষ আইনমতে বা কোন স্থানবিশেষের আইনমতে দণ্ডনীয় হইত, সে সকল অপরাধে এই আইনের বিধান বর্ত্তিত না। যথা, ৭০ ধারার বিধি পূর্ব্বোক্ত আইনমতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে খাটিত না। ৪ উ. রি., ৭। অথবা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ আইনে যদি অপরাধের সহায়তা করা দণ্ডনীয় না হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি ঐ আইনের কোন অপরাধের সহায়তা করিলেও, তাহার দণ্ড হইত না। ৭ উ. রি., ৫৪। ইহার সহিত ২২৪ ধারার টীকা দেখ।

বলা বাহুল্য যে কার্য্যটি আইনমতে "দণ্ডনীয়" না হইলে, "অপরাধ" শব্দের অন্তর্গত হইবে না। যথা, রেলওয়ে আইনের (১৮৯০, ৯ আঃ) ১১৩ ধারায় বিনা টিকিটে বা পাশে ট্রেনে ভ্রমণ করিলে, কোন ব্যক্তির দণ্ড হইবার বিধান নাই, কেবল তাহার নিকট অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাইতে পারে। সুতরাং বিনা টিকিটে বা পাশে ভ্রমণ করা "অপরাধ" বলিয়া গণ্য নহে। ১০ ই. ল. রি., এলা., ৯৫।

৪১ ধারা।—কোন বিশেষ বিষয়ের সহিত যে আইন সম্পর্ক রাখে, তাহাকে "বিশেষ আইন" বলা যায়।

৪২ ধারা।—ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষের কোন বিশেষ স্থানে যে আইন সম্পর্ক রাখে, তাহাকে "স্থান বিশেষের আইন" বলা যায়।

৪৩ ধারা।—যে কোন ক্রিয়াতে অপরাধ হয়, কি (যে কোন ক্রিয়া) আইনে নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা যে ক্রিয়া দেওয়ানী আদালতে দাবির নালিশের মূল হইতে পারে, তাহাকে 'বে-আইনী কর্ম্ম' বলা যায়। কোন ব্যক্তির যে কার্য্য না করণ বে-আইনী হয়, সেই কর্ম্ম করিতে সেই ব্যক্তি "আইনমতে বদ্ধ" আছে বলা যায়।

"আইন মতে বদ্ধ"—এই ধারানুসারে তিন প্রকার ক্রিয়াকে "বে-আইনী কর্ম্ম" বলা হইয়াছে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য না করে ও তাহার ঐ কার্য্য-না-করণ উপরোক্ত ত্রিবিধ "বে-আইনী" কর্ম্মের মধ্যে পড়ে, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি সেই কার্য্য করিতে "আইনমতে বদ্ধ" বলা যাইবে। এতদ্ভিন্ন অপর অবস্থায় কোন কার্য্য না করা—যথা, আফিসের উপরওয়ালা কর্ম্মচারীর কৃত নিয়মাবলি (rules) অনুসরণ না করা—"বে-আইনী কর্ম্ম" বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং ঐরূপ কার্য্য করিতে কেহ "আইনমতে বদ্ধ" ইহা বলা যাইতে পারেনা।

কয়েক জন টিকাদারের নামে ১৭৭ ধারা মতে মিথ্যা রিটরণ দেওয়ার অভিযোগ হয়। মাজিষ্ট্রেটের মতে তাহারা রিটরণ দিতে বাধ্য না থাকায় তাহারা খালাস পায়। পরে উপর আদালত স্থির করেন যে তাহারা রাজকীয় কার্য্যকারক, অতএব তাহাদের কর্ত্তব্য যে তাহারা তাহাদের উপরওয়ালা কর্ম্মচারীকে যথার্থ রিটরণ দেয়। তাহা না দেওয়ায় তাহারা দোষী। ৬ মা. রি., ৪৮। কিন্তু এ নজিরটি ভ্রম-মূলক ও ১৪ ই. ল. রি., মা., ৪৮৪ দ্বারা রদ হইয়াছে। ১৭৭ ধারার টীকা দেখ।

৪৪ ধারা।—কাহারও শরীরের, কি মনের, কি সুখ্যাতির, কি সম্পত্তির যে কিছু অপকার বে-আইনীমতে করা যায়, তাহাকে "হানি" বলা যায়।

৪৫ ধারা।—"প্রাণ" এই শব্দ যে স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাপর বাক্যে যদি অর্থান্তর বোধ (প্রকাশ) না হয়, তবে ঐ শব্দে মনুষ্যের প্রাণ বুঝাইবে।

৪৬ ধারা।—"মৃত্যু" এই শব্দ যে স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাপর বাক্যে যদি অর্থান্তর বোধ (প্রকাশ) না হয়, তবে ঐ শব্দে মনুষ্যের মৃত্যু বুঝাইবে।

৪৭ ধারা।—"জীব জন্তু" শব্দে মনুষ্য ভিন্ন জীবকে বুঝাইবে।

৪৮ ধারা।—"নৌকাদি" শব্দে মনুষ্য কি দ্রব্য জলপথে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত করা (যে) কোন বস্তুকে বুঝাইবে।

৪৯ ধারা।—"বৎসর", "মাস" এই দুই শব্দ যে কোন স্থানে থাকে, সেই স্থানে ইংরাজী পঞ্জিকামতে বৎসর ও মাস বুঝিতে হইবে।

৫০ ধারা।—এই আইনের অধ্যায়ের যে যে পদের (অংশের) আরম্ভে অঙ্ক থাকে, সেই সেই পদ (অংশ) "ধারা" শব্দে বুঝায়

৫১ ধারা।—"শপথ" এই শব্দে শপথের পরিবর্ত্তে যে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা আইনমতে হইতে পারে, তাহাও বুঝাইবে, ও আদালতের মধ্যে হউক কি না হউক, রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে কি প্রমাণের নিমিত্ত ব্যবহার জন্য, যে কোন প্রতিজ্ঞা করিবার আদেশ, কি অনুমতি আইনমতে হয়, তাহাও বুঝায়।

৫২ ধারা।—উপযুক্ত সতর্কভাবে ও মনোযোগ পূর্ব্বক যাহা না করা যায়, কি যাহাতে বিশ্বাস না হয়, তাহা সরলভাবে করা যায় .কি তাহাতে সরলভাবে বিশ্বাস হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না।

কোন এক জন পুলিস কর্ম্মচারী এক কৃষকের গৃহে একটি ঘোটক দেখিল। ইতিপূর্ব্বে তাহার পিতার একটি ঘোটক হারায়; ঐ ঘোটক তাহার পিতার ঘোটকের মত দেখিয়া ও অপর কোন তদন্ত না করিয়া, সে তাহা ধৃত করে ও কৃষককে চোর বলিয়া চালান দেয়। এ কর্ম্মটি সরলভাবে করা হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ১০ উ. রি., ২০। ২৬, ৯৯ ও ৪৯৯ ধারার টীকা দেখ। সরল বিশ্বাসে কোন কার্য্য কৃত হইয়াছে কি না, তাহা অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। ৩ মা. রি., ২৫৪।

তৃতীয় অধ্যায়।

৫৩ ধারা।—এই আইনের বিধানমতে অপরাধীদের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে:—

প্রথম।—প্রাণ দণ্ড।

দ্বিতীয়।—দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড।

তৃতীয়।—দণ্ডরূপ পরিশ্রম (শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিয়োগ)।

চতুর্থ।—কয়েদ। এই দণ্ড দুই প্রকারের হয়:—

(১) কঠিন পরিশ্রমের সহিত।

(২) বিনা পরিশ্রমে।

পঞ্চম।—সম্পত্তি দণ্ড।

ষষ্ঠ।—অর্থ দণ্ড।

প্রাণ দণ্ড—৩০৩ ধারায় প্রাণদণ্ডই একমাত্র দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থলে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডবিধান করিতে পারা যায়।

দ্বীপান্তর-প্রেরণ—এই আইনের কোন কোন ধারায় কেবল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সব স্থলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ব্যতীত অপর কোন সময়ের নিমিত্ত, অর্থাৎ সাত বৎসর বা তদধিক কালের নিমিত্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে না।

কিন্তু যে যে অপরাধ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ, অথবা সাত বৎসর কিম্বা তদধিক কালের নিমিত্ত কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয়, সেই সেই অপরাধ সম্বন্ধে আদালত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডবিধান না করিয়া, অপরাধী ব্যক্তির সাত বৎসর বা আইনমতে যত কাল কারাবাস হইতে পারে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড করিতে পারেন। সুতরাং ৩০২ ধারা-মতে অপরাধীর উপর সাত কি দশ বৎসরের নিমিত্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডবিধান করিলে তাহা অবৈধ হইবে। সেখানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর গতি নাই। ৫ উ. রি., ২। অথবা ৩৯৯ ধারার অপরাধী ব্যক্তির উপর কারাদণ্ড না দিয়া দশ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড বিধান করিলে তাহাও অবৈধ হইবে। ৯ উ. রি., ১। আরও ৩৯৫ বা ৩৭৭ ধারার অপরাধী ব্যক্তির উপর কারাদণ্ড না দিয়া দশ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড বিধান করিলে, তাহা আইনানুযায়ী হইবে না। কারণ, ঐ সকল ধারানুসারে দশ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার হুকুম হইতে পারে না। এ স্থলে দশ বৎসর কাল বা তাহার কম কালের নিমিত্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড বিধান করিলে অবৈধ হইবে না। ১ ই. ল. রি., এলা., ৪৩। কিন্তু ৫৯ ধারার বিধানানুসারে সাত বৎসরের কম কালের নিমিত্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে না।

দণ্ডস্বরূপ পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ (penal servitude)—ইউরোপীয় এবং আমেরিকান্‌দিগের নিমিত্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণের পরিবর্ত্তে এই দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে। কেবল উহাদের উপরই এ দণ্ড প্রযোজ্য। ১৯ ই. ল. রি., মা., ৪৮৪। ৫৬ ধারা দেখ।

কয়েদ দুই প্রকার—যে প্রকারে অপরাধীকে কয়েদ রাখিতে হইবে, তাহা হুকুমে স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। তাহা না হইয়া যদি কেবল মাত্র কারাদণ্ডের আদেশ থাকে, তবে বিনা পরিশ্রমে কয়েদ বুঝাইবে।

যাহাদিগকে বিনা পরিশ্রমে কয়েদ রাখা হয়, তাহাদিগকে আইনানুসারে জেলে অবরুদ্ধ থাকিবার সময় কোন পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না। তবে যদি তাহারা জেলে যে সকল ব্যবসায় বা কর্ম্ম প্রচলিত থাকে, নিজে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলেই তাহাদিগকে সেই ব্যবসায়ে বা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে কোন বাধা নাই।

সম্পত্তি-দণ্ড—এই আইনের ১২১। ১২২ ধারা মতে দোষী প্রমাণিত হইলে দোষীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। অন্যান্য স্থলে ইহা আদালতের ইচ্ছাধীন। ৬২ ধারা দেখ।

অর্থদণ্ড—কোন কোন অপরাধ কেবল অর্থদণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয়। কোন কোন স্থলে অর্থদণ্ড অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপে, কোথাও বা উহা পক্ষান্তরে বিধান করা যাইতে পারে। যে সকল অপরাধে কারাবাস ও অর্থদণ্ড উভয়ের ব্যবস্থা আছে, সেই সকল স্থলে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডের আদেশ দিলে অবৈধ হইবে। সেখানে কারাদণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। ২ উ. রি., ৩৩। ১ উ. রি., ৫৪।

ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ২৫০, ৫৪৫, ৫৫৩ ধারায় খরচা বা ক্ষতি পূরণার্থে, অথবা ১৮৯০ সালের ৯ আইনে (বেণ্ডাওয়ে আইনের) ১১৩ ধারায় অতিরিক্ত ভাড়া স্বরূপ, অথবা অপর কোন আইনানুসারে দেয় যে টাকা ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়াইবার ব্যবস্থা আছে, ঐ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করিবার বিধানানুসারে আদায় হইতে পারিলেও, "অর্থদণ্ড" বলিয়া গণ্য হইবে না। ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ৫৪৭ ধারা; ১৮ ই. ল. রি., বো., ৪৪০; ২২ ঐ., কলি., ১৩৯ দেখ। সুতরাং ঐ সব টাকা আদায় না হইলে, তজ্জন্য এই আইনের ৬৪ ধারামতে কয়েদ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে না।

কষাঘাত—উপরে যে সব দণ্ডের উল্লেখ করা হইল, তদ্ব্যতীত ১৮৬৪ সাঃ ৬ আইনে অপর একটি দণ্ডের, অর্থাৎ বেত্রাঘাতের বিধান আছে। এই আইনটি ১৮৭২ সালের ১০ আইন, ১৮৭৪ সালের ১৬ আইন, ১৮৮২ সালের ১০ আইন, ১৮৯৫ সালের ৩ আইন, ও ১৯০০ সালের ৫ আইন দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত আইনের পরিবর্ত্তিত ২য় ধারায় যে যে অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে কোন অপরাধ কেহ করিলে—অর্থাৎ, প্রথমবার করিলে—দণ্ডবিধি আইনমতে তাহার যে কোন দণ্ড হইতে পারে "তৎপরিবর্ত্তে" তাহার উপর বেত্রাঘাত দণ্ডের বিধান করা যাইতে পারে; কিন্তু সে স্থলে তাহার উপর দণ্ডবিধি আইনের ৫৩ ধারার লিখিত অপর কোন প্রকার দণ্ড বিধান করা যাইবে না। যথা, ক ৩৭৯ ধারা অপরাধ করিল; তাহার উপর ১০ বেত ও ১০ টাকা অর্থদণ্ড, অর্থাৎ উভয় প্রকার দণ্ড বিধান করিলে, সে দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ হইবে। ১৬ ই. ল. রি., বো., ৩৫৮। তবে যদি কেহ উক্ত কষাঘাত আইনের ২ ধারার লিখিত অপরাধে একবার অপরাধী সাব্যস্ত হইবার পর পুনরায় ঐরূপ অপরাধ করে, তাহা হইলে উক্ত আইনের ৩ ধারানুসারে তাহার উপর দণ্ডবিধি আইনের লিখিত দণ্ডের "পরিবর্ত্তে" বা "তদতিরিক্ত" কষাঘাত দণ্ড, অর্থাৎ উভয় প্রকার দণ্ডই আদালত ভাল বিবেচনা করিলে বিধান করিতে পারেন। আরও উক্ত কষাঘাত আইনের ৪ ধারায় লিখিত কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যদি কেহ পুনরায় ঐরূপ অপরাধ করে, তাহা হইলে, অথবা উক্ত আইনের ৪ ক ধারামতে অবস্থা বিশেষে দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারার অপরাধাদি করিলে দণ্ডবিধি আইনের লিখিত দণ্ডের উপর কষাঘাত দণ্ডও, অর্থাৎ উভয় দণ্ডই বিধান করা যাইতে পারে। কোন্ কোন্ অবস্থায় যুবাপরাধীগণের উপর কষাঘাত দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে, কষাঘাত আইনের ৫ ধারায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বেত্রাঘাত দণ্ড বিধান করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটও বেত্রাঘাত দণ্ড বিধান করিতে পারেন না, মহেন। এতদ্ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালতের বেত্রাঘাত দণ্ড দিবার

অধিকার আছে। কার্য্য বি. আ., ৩১ ও ৩২ ধাঃ দেখ। আরও কি প্রকারে কষাঘাত দণ্ডাজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ৩৯০—৩৯৫ ধারা দেখ।

৫৪ ধারা।—যে যে স্থলে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, সেই সেই স্থলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা যে স্থানে অপরাধীর সেই দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে সেই স্থানের গবর্ণমেণ্ট, অপরাধীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে এই আইনের লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫৫ ধারা।—যে যে স্থলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, সেই সেই স্থলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা যে স্থানে অপরাধীর সেই দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে সেই স্থানের গবর্ণমেণ্ট, অপরাধীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত, কি বিনা পরিশ্রমে কয়েদরূপ দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪০২ ধারা দেখ।

৫৬ ধারা।—এই আইনমতে যে অপরাধের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইতে পারে, ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় কোন লোকের এমন অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, আদালত ১৮৫৫ সালের ২৪ আইনের বিধানমতে ঐ অপরাধীর দ্বীপান্তর প্রেরণের আজ্ঞা না করিয়া তাহার (উপর) দণ্ডরূপ পরিশ্রমের আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু সেই আইন না থাকিলে যদি ইউরোপীয় কি আমেরিকীয় অপরাধীর যাবজ্জীবন ভিন্ন দশ বৎসরের অধিক কাল দ্বীপান্তর-প্রেরণের দণ্ড হইতে পারিত, তবে আদালত ছয় বৎসরের অধিক যতকাল বিহিত বোধ করেন, ততকাল ঐ অপরাধীর দণ্ডরূপ পরিশ্রমের আজ্ঞা দিতে পারিবেন; কিন্তু যাবজ্জীবন সেই দণ্ডভোগের আজ্ঞা হইবে না (১৮৭০ সা., ২৭ আ., ৩ ধাঃ)।

৫৭ ধারা।—দণ্ডের মিয়াদের কোন অংশের গণনা করিতে হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণের তুল্য গণ্য হইবে।

৫৮ ধারা।—যে যে স্থলে দ্বীপান্তর-প্রেরণের আজ্ঞা হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে অপরাধীকে যতকাল দ্বীপান্তরে পাঠান না যায়, ততকাল তাহার কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবার আজ্ঞা হওয়ার মত তাহার প্রতি কার্য্য হইবে, ও

যতকাল কয়েদ থাকে ততকাল তাহার দ্বীপান্তর-প্রেরণের দণ্ডভোগ হইতেছে, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

৫৯ ধারা।—যে যে স্থলে অপরাধীর সাত বৎসর কি তাহার অধিক মিয়াদে কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, এমন প্রত্যেক স্থলে যে আদালত ঐ অপরাধীর দণ্ডাজ্ঞা করেন, সেই আদালত কয়েদ হইবার আজ্ঞা না করিয়া, সাত বৎসরের ন্যূন না হয়, ও এই আইন মতে ঐ অপরাধী যতকাল কয়েদ হইতে পারে, তাহার অধিক না হয়; এমত কাল পর্য্যন্ত অপরাধীর দ্বীপান্তর-প্রেরণ হইবার হুকুম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

কোন এক অপরাধে যদি কোন ব্যক্তির ৭ বৎসর কিম্বা তদধিক কাল কয়েদ হইবার দণ্ড হয়, তবেই কেবল সেই দণ্ড এই ধারামতে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম দেওয়া যাইতে পারে। যদি সেই অপরাধী একের অধিক অপরাধ করিয়া প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৭ বৎসরের ন্যূন কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং প্রত্যেক অপরাধের দণ্ড একত্র করিলে সাত বৎসর বা তদধিক হইয়া উঠে, তাহা হইলে আদালত এই ধারামতে তাহার প্রতি দ্বীপান্তর-প্রেরণের হুকুম দিতে পারেন না। ৫ উ. রি., ৪৪ ; ৮ উ. রি., ২।

যে প্রকার কারাদণ্ড হউক না কেন, ৭ বৎসর বা তদধিক কালের জন্য কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারিলেই তৎপরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর প্রেরণের আদেশ হইতে পারে? ৬ উ. রি., ৭।

আইনমতে অপরাধীর যতকাল কয়েদ হইতে পারে, ততকাল পর্য্যন্ত (তাহার অধিক কাল না হয়) তাহার দ্বীপান্তর-প্রেরণ হইবার হুকুম দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ৫১১ ধারামতে এক ব্যক্তি বলাৎকার করিবার উদ্যোগ করা অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলে, সে ঐ ধারানুসারে ৩৭৬ ধারার লিখিত দণ্ডের, অর্থাৎ ১০ বৎসরের অর্দ্ধেক কাল (অর্থাৎ ৫ বৎসরের মিয়াদে) কয়েদ হইতে পারে; তৎপরিবর্ত্তে এই ধারামতে তাহার ৭ বৎসর দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবার হুকুম দিলে অবৈধ হইবে। কিন্তু এই ধারা ত্যাগ করিয়া ৩৭৬ ধারার লিখিত অপর যে দণ্ডের, অর্থাৎ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণের যে বিধান আছে, সেই দণ্ডের অর্দ্ধেক (অর্থাৎ ৫৭ ধারামতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ গণ্য করিয়া তাহার অর্দ্ধেক), অর্থাৎ ১০ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণের হুকুম ৫১১ ধারামতে দিলে, তাহা অবৈধ হইবে না। ১০ উ. রি., ১০। ইহার সহিত ৫৩ ধারার টীকা দেখ।

অর্থদণ্ড আদায় না হইলে ৬৪ ধারানুসারে যে কারাদণ্ড হইতে পারে ঐ কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে এই ধারামতে দ্বীপান্তরদণ্ড বিধান করিবার আদালতের অধিকার নাই। ৫ ই. ল. রি., মা., ২৮।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪ ধারার লিখিত ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারীগণ এই ধারামতে দণ্ডের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। ৯ উ. রি., ৬।

৬০ ধারা।—যে কোন স্থলে অপরাধী কোন এক প্রকারে, অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রম সহিত কিম্বা বিনা পরিশ্রমে, কয়েদ হইতে পারে, সেই স্থলে যে আদালত ঐ অপরাধীর দণ্ডাজ্ঞা করেন, সেই আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা পত্রের মধ্যে এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে ঐ কয়েদ কেবল (wholly) কঠিন পরিশ্রম সহিত হয়, কিম্বা (wholly) বিনা পরিশ্রম হয়, কিম্বা ঐ কয়েদের কোন অংশ কঠিন পরিশ্রম সহিত ও অবশিষ্ট অংশ বিনা পরিশ্রমে হয়।

৬১ ধারা।—যে অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির সকল সম্পত্তি দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) হইতে পারে, তদ্রূপ অপরাধ যখন কাহারও প্রমাণ হয়, তখন ঐ আজ্ঞামতে যাবৎ তাহার সমস্ত দণ্ড ভোগ না হয়, কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎ-সমুদয় যাবৎ ভোগ না হয়, কিম্বা যাবৎ তাহাকে ক্ষমা না করা যায়, তাবৎ ঐ অপরাধী কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে (অর্জ্জন করিতে) পারিবে না, যাহা পাইবে (অর্জ্জন করিবে) তাহা গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আনন্দের যুদ্ধ করিবার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, তাহার সমস্ত সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারিবে। সেই দণ্ডাজ্ঞা হইলে পরও সেই আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের পিতা ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া মরে। ঐ দণ্ডাজ্ঞা না হইলে ঐ ভূমি সম্পত্তিতে আনন্দের অধিকার হইত, কিন্তু ঐ দণ্ডাজ্ঞা প্রযুক্ত উক্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হইবে।

৬২ ধারা।—যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির এমন অপরাধ প্রমাণ হইলে, আদালত তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ প্রমাণ হইয়া যদি তাহার দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবার, কিম্বা সাত বৎসর কি তাহার অধিক কালের নিমিত্ত কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়, তবে আদা-লত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে তাহার দ্বীপান্তরে থাকার কি কয়েদ থাকার কাল পর্য্যন্ত তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তির উৎপন্ন খাজনা ও লাভ গবর্ণমেণ্টের দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) হয়, কিন্তু তাহা হইতে সেই কালের নিমিত্ত তাহার পরিবারের ও আশ্রিত ব্যক্তিদের ভরণপোষণের যে নিয়ম (ব্যবস্থা) গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করেন তাহার বিধান করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি গর্ভপাত করাইবার অপরাধে দোষী হইলে, তাহার ৩ বৎসর মিয়াদ হয়। এই হুকুম দিবার সময় আদালত তাহার কতক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত দণ্ডটি অবৈধ হইয়াছিল; কারণ, অপরাধীর ৩ বৎসর মিয়াদ হইয়াছিল মাত্র; সাত বৎসর বা তদধিক মিয়াদ না হইলে ঐরূপ দণ্ড এই ধারামতে দেওয়া যায় না। ৮ উ. রি., ৩৫। সাধারণতঃ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দেওয়া উচিত নহে। কেবল অপরাধটি অতীব নৃশংস ও দুষ্কর্ম্ম অবস্থা ঘটিত হইলেই এই দণ্ড দেওয়া যুক্তি সঙ্গত। ১২ উ. রি., ১৭।

দুই একটি অপরাধ ভিন্ন সাধারণতঃ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, অপরাধী ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবার পূর্ব্বে সেই সম্পত্তির উপর যে যে দায় (charge) সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই দায় উদ্ধার করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য আছেন। কিন্তু যদি সেই অপরাধী দোষী প্রমাণিত হইবার আশঙ্কায় এবং গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার দোষ সপ্রমাণ হইবার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কোন ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেয়, বা অপর কোন প্রকারে হস্তান্তরিত করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ঐ সম্পত্তি লইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। ৯ কল্ক., ২৭৯।

৬৩ ধারা।—যত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহা যদি নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে অপরাধীর যে (কত টাকা) পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে তাহার পরিমাণ নাই, কিন্তু (অবস্থার) অতিরিক্ত না হয়।

১ম. শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ১০০০ টাকার, ২য়. শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ২০০ টাকার, ও ৩য়. শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ৫০ টাকার অধিক অর্থদণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই। সেসন্ আদালত বা হাইকোর্ট কত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন ৩১।৩২ ধারা দেখ। অর্থদণ্ড হইতে ফরিয়াদীর মোকদ্দমা চালাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দিবার, বা অপরাধ কৃত হওয়ায় যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার বিধান সম্বন্ধে উক্ত কার্য্যবিধি আইনের ৫৪৫ ও ৫৪৬ ধাঃ দেখ।

গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সেলে যে সকল আইন পাশ (passed) হইয়াছে ও বেঙ্গল কৌন্সেলে যে সকল আইন সৃষ্ট হইয়াছে এই সমস্ত আইনগুলিতে যে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে অপর কোন প্রকাশ্য বিধান না থাকিলে দণ্ডবিধি আইনের ৬৩—৭০ ধারার ও ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৩৮৬—৩৮৮ ধারার বিধানগুলি খাটিবে। ১৮৯৭ সাঃ, ১০ আইন, ২৫ ধাঃ ও বেঙ্গল কৌন্সেলের ১৮৯৯ সাঃ, ১ আইন, ২৩ ধাঃ দেখ।

৬৪ ধারা।—যে অপরাধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধে অপরাধীর কারাদণ্ড সহিত বা তদ্ব্যতীত অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, এবং যে অপরাধে কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আইন, ২১ ধাঃ) কেবল অর্থদণ্ড

হইতে পারে, সেই অপরাধে অপরাধীর অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে (১৮৮২ সাঃ, ৮ আইন, ২ ধাঃ), যে আদালত ঐ অপরাধীর ঐ দণ্ড করেন (অর্থাৎ, অর্থদণ্ডের আজ্ঞা দেন) সেই আদালত এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন যে, ঐ দণ্ডের টাকা না দিলে অপরাধী বিশেষ কোন মিয়াদে কয়েদ হয়। যদি তদ্ভিন্ন তাহার কয়েদ হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকে (সেই কারাদণ্ডের), কিম্বা যদি অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার কয়েদ হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে ঐ দণ্ডের পরিবর্ত্তে যে কয়েদ তাহার (সেই কারাদণ্ডের) অতিরিক্ত (উপর), পূর্ব্বোক্ত (অর্থাৎ, অর্থদণ্ড না দিবার নিমিত্ত) কয়েদ হইবে।

এই ধারা কেবল "অর্থদণ্ড" সম্বন্ধেই খাটিবে। তদ্ব্যতীত ৫৩ ধারার "অর্থদণ্ড" শীর্ষক টীকার শেষ ভাগে যে সব প্রকার টাকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এ ধারা খাটিবে না।

এই ধারায় তিন প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে অর্থদণ্ড না দিলে কারাদণ্ডের বিধান করা হইয়াছে:—১ম—যে অপরাধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারে ও যাহাতে কারাদণ্ড সহিত বা কারাদণ্ড ব্যতীত অর্থদণ্ড হয়; ২য়—যে অপরাধে কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড হইতে পারে; এবং ৩য়—যে অপরাধে কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে। এই আইনের ৬৫ ধারা ১ম ও ২য়টি সম্বন্ধে, ও ৬৭ ধারা ৩য়টি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ২২ ই. ল. রি., মা., ২৩৮।

এই ধারার শেষ ভাগটি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যদি কোন অপরাধী ব্যক্তির উপর ৫৯ ধারামতে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবার, বা ৫৬ ধারামতে দণ্ডস্বরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োগের, এবং তদ্ভিন্ন অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয়, সে ব্যক্তি অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে তজ্জন্য তাহাকে এই ধারায় লিখিত বিশেষ কোন মিয়াদে কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে না। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত যদি তাহার কারাদণ্ড হয়, সে ব্যক্তি অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে তাহার প্রতি এই ধারা খাটিবে। যেখানে দ্বীপান্তর-প্রেরণের আদেশ হইয়াছে, সেখানে অপরাধী অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে তাহার প্রতি তজ্জন্য অতিরিক্ত কয়েদ হইবার আদেশ হইতে পারে না। ৭ উ., রি., ৩১। দণ্ড পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ৫৪, ৫৫ ও ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ৪০২ ধাঃ দেখ।

এই ধারায় "এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন যে" ইত্যাদি—কথাগুলিতে "করিতেই হইবে" এরূপ বুঝাইতেছে না। এই ধারার সহিত ফৌ. কার্য্য. বি. আ. ৩৩ ধাঃ দেখ।

৬৫ ধারা।—কোন অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড ও কয়েদ এই উভয় (দণ্ড) হইতে পারিলে যদি অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আদালত অপরাধীর কয়েদ হইবার আজ্ঞা করেন, তবে ঐ অপরাধের জন্য কয়েদ হইবার অত্যধিক যে মিয়াদ

(maximum term) নিরূপণ হইয়াছে, অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে সেই মিয়াদের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত (কয়েদ) হইতে পারে, তাহার অধিক নয়।

ক একটি অপরাধ করিল। সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার এক মাস কয়েদ বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই হইতে পারে। তাহার ২৫ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া আদেশ হয় যে, সে যদি ঐ টাকা না দেয় তাহাকে তজ্জন্য এক মাস মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ থাকিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে এই হুকুমটি আইন সঙ্গত। যদি তাহার উপর কয়েদ এবং জরিমানা উভয় দণ্ডই বিধান করা হইত, তাহা হইলে অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে তজ্জন্য তাহাকে এক মাসের সিকি কাল পর্য্যন্ত অতিরিক্ত কয়েদ দণ্ড ভোগ করিবার আদেশ হইতে পারিত; কিন্তু যখন তাহার কেবল অর্থদণ্ড করা হইয়াছে, তখন অর্থদণ্ড না দিলে আদালত ভাল বুঝিলে আইনমত তাহার যতকাল কয়েদ হইতে পারে, ততকাল পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার আদেশ দিতে পারেন। ১ ই. ল. রি., মা., ২৭৮। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই নজিরটির অনুসরণ করেন না। তাঁহারা বলেন ঐ অপরাধীকে কোন ক্রমেই এক মাসের চতুর্থাংশের অধিক কাল মিয়াদে কয়েদ করিতে পারা যায় না। ১ ই. ল. রি., এলা., ৪৬১। অপর একটি মোকদ্দমায় মান্দ্রাজ হাইকোর্টও এই মতটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। ২২ ই. ল. রি., মা., ২৩৮। ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ৩৩ ধাঃ দ্বারা এই ধারার নির্দ্দিষ্ট কয়েদের কাল (term) বাড়ান হয় নাই।

৬৬ ধারা।—অপরাধের নিমিত্ত অপরাধীর যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে, দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আদালত যে কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিবেন, তাহাও সেই প্রকারের হইতে পারিবে।

৬৭ ধারা।—যদি কোন অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে, তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে আদালত যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তাহা সামান্য (বিনা পরিশ্রমে) কারাদণ্ড হইবে, এবং (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ৩ ধাঃ) সেই কয়েদ এই পরিমাণে হইবে ঃ—অর্থাৎ, অর্থদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে, কয়েদের মিয়াদ দুই মাসের অধিক হইবে না; অর্থদণ্ড একশত টাকার অধিক না হইলে, কয়েদের মিয়াদ চারি মাসের অধিক হইবে না; অন্য কোন স্থলে (কয়েদের মিয়াদ) ছয় মাসের অধিক হইবে না।

কি প্রকার কয়েদ হইবার আদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন হাইকোর্ট ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ৬৪ ও ৬৫ ধারার টীকা দেখ।

এই ধারায় কয়েদের যে মিয়াদ নিরূপিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে যে কয়েদ আজ্ঞা হইবে তৎপ্রতি বর্ত্তিবে। সুতরাং ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ২৬২ ধারায় তিন মাসের অধিক কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে না যে নিয়ম করা হইয়াছে, সে নিয়ম অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে যে কয়েদ-আজ্ঞা হয় তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৬১।

৬৮ ধারা।—দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যদি কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়, তবে ঐ টাকা দেওয়া গেলে, কি আইনের নিয়ম মতে আদায় হইলেই, কয়েদী মুক্ত হইবে।

৬৯ ধারা।—অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কয়েদ হইবার যে মিয়াদ ধার্য্য হইয়াছে তাহা অতীত না হইতে হইতে যদি দণ্ডের কতক টাকা দেওয়া যায়, কি আদায় হয়, ও অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে কয়েদের যতকাল গত হইয়াছে (খাটিয়াছে) তাহা যদি বাকী টাকার পরিমাণ অনুসারে স্বল্প না হয়, তবে কয়েদী মুক্ত হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দের একশত টাকা দণ্ড দিবার আজ্ঞা হয়। সেই টাকা না দেওয়াতে তাহার চারি মাস কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়। এমত স্থলে যদি সেই মিয়াদের এক মাস অতীত না হইতে হইতে ঐ দণ্ডের পঁচাত্তর টাকা দেওয়া যায়, কি আদায় হয়, তবে সেই একমাস গত হইলেই আনন্দ মুক্ত হইবে। যদি প্রথম মাস অতীত হইবার সময়ে, কি তাহার পর আনন্দের কয়েদ থাকিবার কোন সময়ে পঁচাত্তর টাকা দেওয়া যায়, কি আদায় হয়, তবে আনন্দ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবে। যদি ঐ মিয়াদের দুই মাস গত না হইলে দণ্ডের পঞ্চাশ টাকা দেওয়া যায়, কি আদায় হয়, তবে দুই মাস সমাপ্ত হইলেই আনন্দ মুক্ত হইবে। যদি ঐ দুই মাস গত হইবার সময়ে কিম্বা তাহার পর আনন্দ কয়েদ থাকিবার কোন সময়ে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া যায়, কি আদায় হয়, তবে আনন্দ সেই সময়েই মুক্ত হইবে।

৭০ ধারা।—অর্থদণ্ড, কিম্বা তাহার যে অংশ দিবার বাকী থাকে তাহা, দণ্ডাজ্ঞা হইবার পরে ছয় বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবে। যদি সেই আজ্ঞামতে অপরাধীকে ছয় বৎসরের অধিককাল কয়েদ থাকিতে হয়, তবে সেই অধিক কাল গত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদায় হইতে পারিবে। অপরাধী যদি মরে, তবে তাহার মরণের পরে তাহার যে সম্পত্তি হইতে তাহার কর্জ্জ শোধ করিবার (দেনার) টাকা আইনমতে আদায় হইতে পারে, সেই সম্পত্তি হইতে ঐ (অর্থদণ্ডের) টাকা আদায় হইবে।

অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে যে অত্যধিক কয়েদ করা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের বিনিময়ে নহে,

অর্থদণ্ড না দেওয়ার দণ্ডমাত্র। অতএব অর্থদণ্ড দিতে না পারায় কোন ব্যক্তির কয়েদ হইলে সে মিয়াদ খাটিলেও অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে পারিবে। তবে সেই টাকার জন্য তাহা শরীর আর দায়ী থাকিবে না। এই ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সম্পত্তি হইতে উঃ আদায় হইবে। ৩ উ. রি., ১৯,২১। ৩ উ. রি., ৬১। কি প্রকারে আদায় করা যাইবে তৎসম্বন্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৮৬, ৩৮৭ ও ৩৮৮ ধারা দেখ। কোন বিশেষ আইন অথবা বিশেষ স্থানের আইন কর্ত্তৃক অর্থদণ্ড হইলে, তাহাতেও ঐ সমস্ত ধারা খাটিবে। তবে যদি সেই আইনে তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই নিয়মমতে কার্য্য হইবে।

এই ধারার শেষাংশের লিখিত "যে সম্পত্তি" শব্দে দায়ীর কেবল "অস্থাবর সম্পত্তি" বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ, তাহার ত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না। ৫ বে রি., ৬৩; ২০ ই. ল. রি., কলি., ৪৭৮।

অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারেণ্ট জারি করিবার নিমিত্ত পুলিষের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। উহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক যে অপরাধীর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক (distress) এবং বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় হইবে। ক্রোকি সম্পত্তিতে যদি কেহ মোজাহেম না দেয় তাহা হইলে পুলিষ নিজেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে টাকা আদায় করিবেন, এবং ঐ টাকা সমেত ওয়ারেণ্ট আদালতে ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি মোজাহেমী হয় তাহা হইলে পুলিষ সেই মোজাহেমের বিচার না করিয়া আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট উহার বিচার করিতে আইনানুসারে বাধ্য নহেন। ২২ ই. ল. রি., কলি., ৯৩৫। তবে ১৮৬৪ সাঃ, ২২ জুন তারিখের ৮৩৬ নং হাইকোর্ট সার্কুলারের মর্ম্মানুসারে মাজিষ্ট্রেটের মোজাহেমের বিচার করা উচিত। ২০ ই. ল. রি., মা., ৮৮ নজিরের মর্ম্মানুসারে যাহাতে আপন দাবী সাব্যস্ত করিতে পারে তৎপক্ষে সময় দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য।

৭১ ধারা।—যে কর্ম্মেতে অপরাধ হয় সেই কার্য্যে যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকে ও তন্মধ্যে কোন অংশ স্বতঃই (itself) যদি অপরাধ হয়, তবে তাহার স্পষ্টরূপে অন্য বিধান না থাকিলে অপরাধী সেই সকল অপরাধের মধ্যে কেবল একটি অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডভোগী হইবে (পৃথক্ পৃথক্ অপরাধের নিমিত্ত নহে)। প্রচলিত যে আইনক্রমে অপরাধের লক্ষণ বা দণ্ড নির্ণীত হয়, কোন বিষয় তদ্রূপ কোন আইনের দুই বা তদধিক স্বতন্ত্র লক্ষণের অন্তর্গত অপরাধ হইলে, কিম্বা যে কয়েক ক্রিয়ার (several acts) একটি বা একাধিক ক্রিয়া স্বতঃই কোন অপরাধ হয়, সেই কয়েকটি ক্রিয়া সমবেত হইয়া বিভিন্ন অপরাধ হইলে, যে আদালত অপরাধীর বিচার করেন, সেই আদালত তদ্রূপ (অপরাধের মধ্যে) কোন একটি

অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন ঐ অপরাধী তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ৪ ধারা)।

উদাহরণ।

(১) আনন্দ লাঠী লইয়া যদুকে পঞ্চাশবার আঘাত করে। এই স্থলে যদু যতবার আহত হইয়াছে, ঐ সমুদয় আঘাতের নিমিত্ত আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক যদুর পীড়া জন্মাইবার অপরাধে অপরাধী হইতে পারে, আর যে যে আঘাত দ্বারা পীড়া জন্মাইয়াছে তাহার এক এক আঘাত লইয়াও তাহার সেই অপরাধ হইতে পারে। যদি আনন্দ প্রত্যেক আঘাতের জন্য দণ্ড পায়, তবে পঞ্চাশবার আঘাতের জন্য তাহাকে পঞ্চাশ বৎসর বয়েদ থাকিতে হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া ঐ পঞ্চাশবার আঘাত করিবার জন্য তাহার কেবল একটি মাত্র দণ্ড হইবে।

(খ) কিন্তু আনন্দ যদুকে মারিতেছে, এমত সময়ে যদি মধু তাহা নিবারণ করিতে আসিলে আনন্দ মধুকেও ইচ্ছাপূর্ব্বক মারে, তবে যদুকে যে আঘাত করিয়াছে মধুকে আঘাত করা তাহার কোন অংশে না হওয়ায়, আনন্দ যদুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত করাতে এক দণ্ডের যোগ্য হয়, ও মধুকে আঘাত করাতে দণ্ডান্তরের যোগ্য হয়।

সাধারণতঃ একটি একটি অপরাধের বিচার (trial) আলাহিদা আলাহিদা করিয়া অপরাধীর দণ্ড করা হয়। ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ২৩৩ ধারা দেখ। অবস্থা-বিশেষে একাধিক অপরাধের বিচার এক সঙ্গে হইতে পারে। ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭ ও ২৩৯ ধারায় যে যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের অপরাধীর বিচার একত্রে চলিতে পারে, তাহা লিখিত হইয়াছে। এই সকল ধারায় কেবল বিচারের কথা বলা হইয়াছে। কি নিয়মানুসারে দণ্ড বিধান করিতে হইবে, তাহা ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ৩৫ ধারায় ও এই আইনের ৭১ ও ৭২ ধারায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ৩৫ ধারার বলে একই বিচারে কোন ব্যক্তি দুই কি তদধিক অপরাধের নিমিত্ত দোষী সাব্যস্ত হইলে, আদালত তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করিতে পারেন। তবে যে অপরাধের বা যে যে অপরাধের স্বতন্ত্র বা একত্রে বিচার করা হয়, সেই অপরাধ বা সেই সকল অপরাধ মোকদ্দমার অবস্থা বিশেষে দণ্ডবিধি আইনের ৭১ ধারার কোন একটি প্রকরণের ভিতর পড়িলে ঐরূপ দণ্ড বিধান করা যাইবে না। কেবল একটি মাত্র অপরাধের নিমিত্ত অপরাধীকে দণ্ডিত করা যাইবে।

উক্ত কার্য্যবিধি আইনের ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯ ধারায় ও ২৩৫* ধারার শেষোক্ত দুই প্রকরণে যে প্রকার অপরাধের বিচারের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দণ্ড বিধান করা লইয়া গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, ২৩৪ ও ২৩৯ ধারায় লিখিত অবস্থা ঘটিত অপরাধ গুলির দণ্ড বিধান কার্য্যবিধি আইনের ৩৫ ধারামত হইবে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; ২৩৬ ও ২৩৭ ধারায় লিখিত অবস্থাঘটিত অপরাধের নিমিত্ত দণ্ড দিবার বিধান এই আইনের ৭২

ধারায় কৃত হইয়াছে ; সুতরাং এ সম্বন্ধে ৩৫ ধারা খাটিবে না ; ও উক্ত ২৩৫ ধারায় শেষোক্ত প্রকরণদ্বয়ে যেরূপ অবস্থাঘটিত অপরাধের অভিযোগ ও বিচারের কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই অবস্থা ঘটিত অপরাধের নিমিত্ত দণ্ড বিধান করিবার নিয়ম এই আইনের ৭১ ধারার শেষোক্ত দুইটি প্রকরণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রকরণদ্বয়ের লিখিত অবস্থা-ঘটিত মোকদ্দমায় উক্ত কার্য্যবিধি আইনের ৩৫ ধারা খাটিবে না, এই আইনের ৭১ ধারার শেষ প্রকরণ দুইটি বর্ত্তিবে।

কিন্তু উক্ত কার্য্য. বি. আইনের ২৩৫ ধারার প্রথম প্রকরণ, ও এই আইনের ৭১ ধারার প্রথম প্রকরণ,' দুইটি একত্রে পাঠ করিলে দেখা যায় যে ২৩৫ ধারার প্রথম প্রকরণের লিখিত অবস্থাঘটিত অপরাধগুলি ৭১ ধারার প্রথম প্রকরণে যে প্রকার অপরাধের কথা বলা হইয়াছে তদ্রূপ অপরাধ না হইলেও হইতে পারে। যথা,—৭১ ধারার ১ম উদাহরণটি উক্ত দুই ধারারই প্রথম প্রকরণের অন্তর্গত। কিন্তু ২য় উদাহরণটি ৭১ ধারার প্রথম প্রকরণের অন্তর্গত নহে, অথচ ২৩৫ ধারার প্রথম প্রকরণের ভিতর পড়িতেছে। এবং ২৩৫ ধারার (জ) উদাঃ, উক্ত ২য় উদাহরণের ন্যায় ৭১ ধারার ১ম প্রকরণের মধ্যে আসিতেছে না। সুতরাং ২৩৫ ধারার প্রথম প্রকরণের লিখিত অবস্থাঘটিত অপরাধগুলি ৭১ ধারার প্রথম প্রকরণে যে প্রকার অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ অপরাধ না হইলে, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের নিমিত্ত উক্ত কার্য্যবিধি আইনের ৩৫ ধারামত ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড বিধান করা যাইতে পারিবে ; আর যে সকল অপরাধ ৭১ ধারার প্রথম প্রকরণের মধ্যে আসিবে, সেই সমস্ত অপরাধ করিয়াছে সপ্রমাণ হইলেও আসামী কেবল একটি অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইবে। ফৌঃ. কার্য্য. বি. আইনের ৩৫ ধারার ব্যাখ্যায় ও উদাহরণে এ বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ধারার সহিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৩৫ ধারা ও উদ্ধৃত উদাহরণ দেখ।

১৮৭২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৫৪ ধারার (বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইন, ২৩৫ ধারার) চূড়ান্ত ব্যাখ্যা মান্দ্রাজ হাইকোর্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে তাহার স্থূল বিষয়টির সারসংগ্রহ দেওয়া আবশ্যক। ইহা দেখিলে উপরে এই আইনের ৭১ ধারা ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৫ ধারা ও তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। কথা হয়—"এক ব্যক্তি ৩৬৯ ধারামতে দণ্ড পায়, কিন্তু সে অপহৃত বালকের অঙ্গ হইতে কতকগুলি অলঙ্কার চুরি করিয়া রাখে—তাহার চুরি অপরাধেরও দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে কি না ? আদালত বলেন, পূর্ব্বে যে ফৌ. কার্য্য-বিধি আইন প্রচলিত ছিল, তাহাতে দুইটি দণ্ড দিবার কোন বিধান ছিল না। দুইটি দণ্ড বিধান করিলে অবৈধ হইত। এক্ষণে ১৮৭২ সালের কার্য্যবিধি আইনের ৪৫৪ ধারায় সে বিষয়ে কি বিধান হইয়াছে তাহা দেখা আবশ্যক। ঐ ধারা তিন ভাগে বিভক্ত ; দ্বিতীয় ও

তৃতীয় ভাগে বড় গোল নাই। প্রথম ভাগে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ একত্র বিচার করা যাইবে। তদ্ভিন্ন কি প্রণালীতে দণ্ড বিধান করা হইবে, তাহার কোন কথাই নাই। ঐ ভাগের নীচে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা, অর্থাৎ প্রথম আটটি উদাহরণ দেখিয়া সে বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে। ৩য়, ৪র্থ, উদাহরণ ছাড়া, অপর উদাহরণ গুলিতে যে যে অপরাধের কথা বলা হইয়াছে সে গুলি এক একটি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ। একটির সহিত অপটির কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি এখন এক জনকে খুন করিলাম, তাহার অনতিবিলম্বে অপর একজনকে খুন করিলাম। এই দুই খুন যেমন স্বতন্ত্র, এবং দুইটির জন্য যেমন আমার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড হইতে পারে, ঐ সকল অপরাধের পরস্পরের মধ্যে সেইরূপ সম্পর্ক। ৫ ম. উদাহরণ দেখিলে ইহার সার্থকতা বেশ বুঝা যাইতে পারে। যদি নাবালককে দাস করিয়া রাখিবার জন্যই অপহরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে চোর দুই ধারারই দণ্ড পাইবে না। যদি তাহার অপর কোন অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে সে দুই অপরাধের দণ্ডই পাইতে পারে। "এরূপ অর্থ না করিলে, এই উদাহরণটির অপর দুই ভাগের উদাহরণ ও এই ভাগের অন্য ৭টি উদাহরণের সহিত মিল ও ঐক্য থাকে না। এইরূপ অর্থ এই কারণেই করিতে হইল। ৩য় ও ৪র্থ উদাহরণ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পূর্ব্বে প্রচলিত কার্য্যবিধি আইনানুসারে ঐরূপ স্থলে দুইটি দণ্ড দেওয়া হইত না। সমস্ত একত্র করিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতীতি হইবে যে 'যেখানে একটি গুরুতর অপরাধ অন্য একটি অপরাধের উদ্দেশ্যস্বরূপ পরস্পর সম্মিলিত থাকে এবং যেখানে দেখা যায় একটি অপরাধ করিবার কারণ-স্বরূপ অভিপ্রায় অপর অপরাধটি করণ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, সেখানে ঐ দুই অপরাধের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড হইবে না। মনে কর, এক ব্যক্তি চুরি করিবার উদ্দেশে কোন ব্যক্তির গৃহে সিঁদ দিয়া চুরি করিল। এখানে সিঁদ দেওয়া ও চুরি করা দুইটি অপরাধ সম্মিলিত হইতেছে। চুরি অপরাধ, সিঁদ দেওয়া অপরাধের উদ্দেশ্য, এবং সিঁদ দেওয়াতেই চুরি করা যে ঐ ব্যক্তির অভিপ্রায়, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এস্থলে দুই অপরাধের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড না হইয়া কেবল সিঁদ দেওয়া অপরাধের দণ্ড হইবে'। উল্লিখিত ২ উ. রি., ৬৩ উদাহরণ দেখ। ৭ মা. রি., ৩৭৫।" বোম্বাই হাইকোর্ট এই মতটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১ বো. রি., ১৩। ১৪১ ও ১৪৭ ধারার টীকা দেখ।

কয়েকটি উদাহরণ :—একটি বালিকাকে তাহার আইন-সঙ্গত রক্ষকের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়া, তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইবার জন্য বিক্রয় করিলে যে দুইটি অপরাধ করা হইল, তন্নিমিত্ত অপরাধী ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডভোগী হইতে পারে। ৭ উ. রি., ১০৪। ক প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা করিবার সময় যে ব্যক্তির জমির উপর হাঙ্গামা হইতেছিল তাহাকে আঘাত করিলে, তাহার কৃত দুইটি অপরাধের বিচার একত্র হইয়া, ক ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডভোগী হইতে পারে। ৭ উ. রি., ৬০। যদি ক হাঙ্গামা করিতে করিতে এক জন ব্যক্তিকে লঘু আঘাত ও অপর এক জনকে গুরুতর আঘাত করে, তাহা হইলে তৎকৃত তিনটি অপরাধের বিচার একত্র হইয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন

দণ্ড হইতে পারে। ৫ উ. রি., ১০। ইহার সহিত ২৩৫ ধাঃ উদাঃ (ছ); ৭ ই. ল. রি., এলা., ৭৫৭; ৬ ই, ল. রি., বলি., ৭১৮; ১১ ই. ল. রি., কলি., ৩৪৯; ১৬ ই. ল. রি., বলি., ৪৪২, ৭২৫। ২৩৫ ধাঃ জ) উদাঃ সম্বন্ধে ৭ ই. ল. রি., এলা., ২৯, ৪১৪ নজিরও দেখা আবশ্যক। ক একজন কনেষ্টবল। সে খ'কে গ্রেপ্তার করিতে যায়। খ একটি ঘোটক চুরি করায় তাহাকে ক ধরিতে যায়। খ ক'র উপর বল প্রকাশ করিয়া ক'কে ঐ ঘোটকটি আনিতে দিল না ও নিজেও তাহার সহিত আসিল না। এ স্থলে খ ৩৫৩ ও ১৮৩ উভয় ধারায় দণ্ড পাইবে। ১৪ উ. রি., ১৯। এই সমস্ত নজিরগুলিতে যে যে অপরাধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করা হইয়াছে, ঐ সকল অপরাধে ৭১ ধারায় যে প্রকার অপরাধের উল্লেখ আছে তদ্রূপ না হওয়ায় ঐরূপ দণ্ড বিধান আইন মতই হইয়াছে। শ্যামবাজারের দাঙ্গার মোকদ্দমায় আসামী-গণের উপর অভিযোগ হয় যে পুলিষ আসামীদের বে-আইনী জনতা ভাঙ্গিতে আসিলে তাহারা পুলিষকে আক্রমণ ও মারপিট করিয়াছে। এই অবস্থায় আসামীদের নামে ১৪৮, ১৫২, ও ৩৩৩ ধারায় চার্য্য হয় ও বিচারান্তে তাহারা ঐ ঐ ধারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। দণ্ড বিধান করিবার সময়, জজ সাহেব আসামীদের উপর প্রত্যেক ধারার অপরাধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করেন। আপিল হইলে, হাইকোর্ট বলেন যে যখন পুলিষকে আক্রমণ করাই তাহাদের জনতার একটি উদ্দেশ্য ছিল, তখন তাহাদিগের উপর ১৪৮ ও ১৫২ ধারার অপরাধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করা অবৈধ হইয়াছে। আর যখন পুলিষের উপর আক্রমণ করা অর্থাৎ ১৫২ ধারার অপরাধ ৩৩৩ ধারার অন্তর্গত হইতেছে, তখন এই আইনের ৭১ ধারামতে যে ১৫২ ও ৩৩৩ ধারার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করা আইন-সিদ্ধ নহে। কিন্তু উপরোক্ত অবস্থায় ১৪৮ ও ৩৩৩ ধারার অপরাধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করা আইন সঙ্গত বলিতে হইবে। কারণ এখানে ৭১ ধারা খাটিতেছে না। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ১০৫। ক চুরি করিবার উদ্দেশে দিনের বেলায় এক ব্যক্তির ঘরে সিঁদ দেয় এবং সেই ঘরে চুরিও করে। সে ৩৮০। ৪৫৪ ধারামতে অপরাধী হইল। এস্থলে ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ৩৪ ধারার ব্যাখ্যানুসারে এই আইনের ৭১ ধারা বর্ত্তিবে। সুতরাং অপরাধী ব্যক্তি কেবল একটি দণ্ড পাইবে ৯ বো. রি., ১৭২। ২৩ ই. ল. রি., বো., ৭০৬। ২ উ. রি., ৬৩; ৬ উ. রি., ৯২; ৫ উ. রি., ৪৯। সেইরূপ যদি কেহ অপকার করিবার উদ্দেশে কাহারও ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া কোন অপকার করে, সে কেবল একটি অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডভাগী হইবে। ৮ উ. রি., ৫৪। আরও যদি কেহ কাহাকেও গুরুতর আঘাত করিবার জন্য তাহার গৃহে অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে আঘাত করে, সে কেবল একটি অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইবে। ২ উ. রি., ২৯। যদি কেহ রাত্রি কালে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে লুক্কায়িতভাবে অন্যের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া কিছু চুরি করে, সে কেবল একটি দণ্ড পাইবে। ৬ উ. রি., ৪৯। এক জন দস্যু দস্যুতা করিবার সময় কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিলে তাহার কেবল

একটি অপরাধের জন্যই শাস্তি হইবে। ২ উ. রি., ১। কারণ, তাহার কার্য্য এই ধারার তৃতীয় প্রকরণের ভিতর পড়িতেছে। সেইরূপ ক আমার ঘড়ি চুরি করিয়া লইয়া চোরাই মাল নিজের নিকট রাখিলে, তাহার ৩৭৯ ধারা এবং ৪১১ ধারা উভয় ধারার লিখিত দণ্ড হইবে না। ৪ মা. রি., ১৪ , ৬ উ. রি., ৫ ; ১ উ. রি., ২৭ ; ২ উ. রি., ৬৩ ; ১১ উ. রি., ১২ ; ২৫ উ. রি., ৪৭ ; আরও ৪১১ ধাঃ টীকা দেখ। কেহ আইন-নিষিদ্ধ-জনতা করিয়া হাঙ্গামা করিলে কেবল হাঙ্গামা করা অপরাধেরই দণ্ড পাইবে। ১ উ. রি., ৭। ৪৭১ ও ৪৭৪ ধারার অপরাধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড হইতে পারে না। ৬ উ. প. রি., ৩৯। কারণ, এই সমস্ত অপরাধ ৭১ ধারার শেষ প্রকরণের অন্তর্গত হইতেছে। আদালতে জবানবন্দি দিবার সময় অনেকগুলি মিথ্যা কথা বলিলে, যদিও সাক্ষী প্রত্যেক মিথ্যা কথার নিমিত্ত ১৯৩ ধারামতে অপরাধী, তথাপি সে প্রত্যেক মিথ্যা কথার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড পাইবে না; একটি মিথ্যা কথা বলিলেও যে দণ্ড, সমস্ত গুলির জন্যও সে সেই দণ্ডভাগী হইবে মাত্র। কারণ, তাহার কার্য্য এই ধারার ১ম প্রকরণ ভুক্ত হইতেছে। ৫ মা. রি., ২৭। কিন্তু ২১১ ধারার ও ১৯৩ ধারার অপরাধে ৭১ ধারার কোন প্রকরণ না খাটায় ঐসকল অপরাধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড হইবে। ৭ উ. রি., ৫৯ ; ১০ ই. ল. রি., বো., ২৫৪।

বিশেষ কথা—(১) একাধিক অপরাধের বিচার একত্রে হইলেই কেবল ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ৩৫ ধারা খাটিবে। পৃথক পৃথক বিচার হইলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। মনে কর, এক বৎসরের ভিতর ক তিনটি লোকের গৃহে ভিন্ন ভিন্ন রাত্রে সিঁদ দিয়া চুরি করে। প্রত্যেক অপরাধটির নিমিত্ত আলাহিদা বিচার করিয়া কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ক'র উপর দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড বিধান করেন। এস্থলে তিনটি অপরাধের নিমিত্ত ক'র ছয় বৎসর মিয়াদ হইল। এতদ্বারা কোন আইনের বিধান লঙ্ঘন করা হইল না। কিন্তু যদি উক্ত মাজিষ্ট্রেট আলাহিদা বিচার না করিয়া ঐ তিনটি অপরাধের বিচার ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ২৩৪ ধারামতে একত্রে করিতেন, তাহা হইলে উক্ত ৩৫ ধারার বিধানানুসারে তিনি চারি বৎসরের (অর্থাৎ তাঁহার যে দুই বৎসর মিয়াদ দিবার অধিকার তাহার দ্বিগুণ কালের) অধিক মিয়াদ দিতে পারিতেন না। ৩ ই. ল. রি., এলা., ৩০৫।

(২) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই আইনের ৭১ ধারামতে কোন ব্যক্তি একাধিক অপরাধের নিমিত্ত দোষী সাব্যস্ত হইলেও, সে কেবল একটি মাত্র অপরাধের নিমিত্ত দাণ্ডভাগী হইবে। মনে কর, ক ১৫৭ ও ৩৮০ ধারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইল। মাজিষ্ট্রেট ৪৫৭ ধারামতে এক মাস ও ৩৮৩ ধারামতে পনর দিন মিয়াদ দেন। এরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ডবিধান করা অবৈধ। তবে বোম্বে হাইকোর্ট বলেন যে যদি পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়, ও যদি এই দণ্ডাজ্ঞার সমষ্টি উক্ত কোন একটি অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ডের আজ্ঞা আইনমতে আদালতের দিবার ক্ষমতা আছে তাহার অধিক না হয়, এরূপ স্থলে পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা ঠিক আইন

মত না হইয়া থাকিলেও উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই (that will be an irregularity only, and not an illegality requiring interference by a Court of Appeal or Revision). ২৩ ই. ল. রি., বো. ৭০৬। কিন্তু ২৫ঐ., মা., ৬১ নজিরে প্রিভি কৌন্সিল্ যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই নজিরটি ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

৭২ ধারা।—যদি বিচারে অনেক অপরাধের উল্লেখ হয়, অথচ কোন ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে এক অপরাধের দোষী জানা যায়, কিন্তু কোন্ অপরাধের দোষী হয় তাহার সন্দেহ থাকে, তবে সেই সকল অপরাধের এক প্রকারের দণ্ডের বিধান না থাকিলে তাহার মধ্যে যে অপরাধের অতি (সর্ব্বাপেক্ষা) অল্প দণ্ডের আজ্ঞা থাকে, অপরাধীর সেই দণ্ড হইবে।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন ২৩৬। ২৩৭ ধারা; ও ৬. উ. রি., ৬৫ দেখ।

৭৩ ধারা।—যে অপরাধের নিমিত্ত এই আইনমতে আদালত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ প্রমাণ হইলে, আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞাতে এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে অপরাধীর কয়েদ থাকিবার কোন এক কি অধিক সময়ে (অর্থাৎ, তাহার কারাদণ্ডের মিয়াদের কোন আংশিক কালের নিমিত্ত এক কালীন বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) তাহাকে পশ্চাৎ লিখিত নিয়মমতে নির্জ্জনে কয়েদ রাখা যায়; কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ তিন মাসের অধিক কাল তাহাকে নির্জ্জনে কয়েদ রাখিতে হইবে (পারা যাইবে) না; অর্থাৎ ঃ—

কয়েদ হওয়ার মিয়াদ যদি ছয় মাসের অধিক না হয়, তবে এক মাসের অনধিক কাল।

কয়েদ হওয়ার মিয়াদ ছয় মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অনধিক হইলে (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ৫ ধাঃ), তবে দুই মাসের অনধিক কাল।

কয়েদ থাকার মিয়াদ যদি এক বৎসরের অধিক হয়, তবে তিন মাসের অনধিক কাল।

"এই আইনমতে"—অর্থাৎ, অপর কোন আইনমতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডাজ্ঞা হইলে নির্জ্জনে কয়েদ রাখার আদেশ করা যাইতে পারে না।

হাইকোর্ট, সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট, ও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটই নির্জ্জন কয়েদ রাখার হুকুম দিতে সমর্থ। ফৌ. কার্য্য. বিঃ. আঃ., ৩২ ধাঃ।

সরাসরি বিচারে নির্জ্জনে কয়েদ রাখিবার আজ্ঞা দিলে তাহা অবৈধ হইবে না। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৮৩।

৭৪ ধারা।—নির্জ্জনে কয়েদ থাকার আজ্ঞামতে যখন কার্য্য হয়, তখন এক-কালে চৌদ্দ দিনের অধিক সেই প্রকারে কয়েদ হইবে না, ও নির্জ্জনে কয়েদ থাকার ঐ কালের পর চৌদ্দ দিন না গেলে পুনরায় সেইরূপে কয়েদ হইবে না; ও যদি ৩ মাসের অধিক কাল কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয়, তবে যতকাল হউক সেই সমুদয় কালের কোন এক মাসে সাত দিনের অধিক নির্জ্জনে কয়েদ রাখা হইবে না এবং নির্জ্জনে কয়েদ থাকার পর সাত দিন না গেলে পুনরায় সেইরূপে কয়েদ হইবে না।

একজন অপরাধীর ১৪ দিন কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড আজ্ঞা হয়। মাজিষ্ট্রেট হুকুম দেন যে, সে ঐ ১৪ দিন কাল সমস্তই নির্জ্জন-কয়েদ থাকে। এই হুকুম অবৈধ ৬ বে. ল. রি., ৪৯। কারণ, ৭৩ ধারামতে কারাদণ্ডের আংশিক কোন কালের নিমিত্তই, সমস্ত সময়ের নিমিত্ত নহে, নির্জ্জনে কয়েদ রাখা যাইতে পারে। আর এই ধারায় মধ্যে মধ্যে অবসর দিয়া (at intervals) নির্জ্জনে কয়েদ রাখিতে হইবে। এখানে অবসরের অভাব হইতেছে। তথা,—কোন আসামীর ১ বৎসর ১ দিন কারাদণ্ড হয়। মাজিষ্ট্রেট হুকুম দেন যে সে ৩ মাস নির্জ্জন কয়েদে থাকিবে। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন, এ দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ। কোন এক মাসে ৭ দিনের অধিক নির্জ্জন কয়েদে রাখা যাইতে পারে না। সুতরাং ১২ মাসে ৮৪ দিনের অধিক নির্জ্জনে কয়েদ রাখিলে, তাহা অবৈধ হইবে।

৭৫ ধারা।—এই আইনের ১২ কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের জন্য তিন বৎসর কি তাহার অধিক মিয়াদে কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির এমন অপরাধ প্রমাণ হইলে পর, যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কোন অধ্যায়মতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কি তাহার অধিক কাল কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধের দোষী হয়, তবে তৎপরে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবার, কিম্বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত মিয়াদে কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবে (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ২২ ধাঃ)।

অর্থ—এই ধারার অর্থ এই যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ১২ কিম্বা ১৭ অধ্যায়ের লিখিত তিন বৎসর বা তদধিক মিয়াদে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী স্থির হয়, এবং পরে আবার ঐ অধ্যায়ের অন্তর্ভূত ঐরূপ দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহার অধিকতর দণ্ড হইবে। কারণ, প্রথমে যে দণ্ড হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। প্রথম অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইবার পর দ্বিতীয়বার অপরাধটি কৃত হইলেই, এই ধারামত আসামী দণ্ডার্হ

হইবে। কিন্তু এক সময়েই উপরি উক্ত অধ্যায়গত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধ করায় যদি আসামীর পৃথক্ পৃথক্ বিচার হয় এবং একটি বিচারে আসামী দণ্ডিত হইবার পর অপর বিচারে আসামী দণ্ডনীয় সাব্যস্ত হয়, অর্থাৎ প্রথমকৃত অপরাধের বিচারের সময় যদি সে দ্বিতীয় অপরাধ করে তাহা হইলে শেষোক্ত অপরাধের বিচারান্তে দণ্ড বিধান করিবার সময় প্রথমোক্ত বিচারে আসামী দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া তাহার উপর এই ধারামত অধিকতর দণ্ড বিধান করা যাইবে না। ৬ উ. রি. ৯০; ৫ বো. রি., ৩৬; ১ ই. ল. রি., এলা., ৬৩৭। কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন যে প্রথম বার উক্তরূপ অপরাধের জন্য কয়েদ হইয়া কারাবাস কালে যদি পুর্ব্বার ঐরূপ অপরাধ করে তাহা হইলে এই ধারামতে দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে না। ৫ উ. রি., ৬৭। অর্থাৎ মিয়াদ অন্তে দ্বিতীয় অপরাধটি কৃত হইলেই এই ধারা খাটিবে। কিন্তু ধারায় এরূপ কোন নিষেধের বিধি নাই। এই ধারামত দণ্ড বিধান করিতে হইলে কেবল এই মাত্র দেখা আবশ্যক যে প্রথমকৃত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবার পর আসামী দ্বিতীয়বার ধারার লিখিত অধ্যায়ের অন্তর্গত ঐরূপ অপরাধ পুনরায় করিয়াছে কি না। তখন তাহার কি অবস্থা, অর্থাৎ সে জেলে কারারুদ্ধ আছে কি স্বাধীন ভাবে আপন বাটীতে রহিয়াছে—ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।

অধিকতর দণ্ড বিধান করাই এই ধারার উদ্দেশ্য। দণ্ডাজ্ঞার কাঠিন্য লাঘব করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই ধারামতে দশ বৎসরের অধিক কারাদণ্ড বিধান করা যায় না। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই আইন জারি হইবার পর ১৭ অধ্যায়ের অন্তর্গত তিন বৎসর বা তদধিক মিয়াদ দণ্ড যোগ্য একটি অপরাধ করিয়াছে। পরে আবার সেই ব্যক্তি চুরি করিবার অভিপ্রায়ে রাত্রে সিঁদ কাটিয়া ক'র গৃহে প্রবেশ করায় উক্ত অধ্যায়ের অন্তর্গত ৪৫৭ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইল। ঐ ৪৫৭ ধারামতে তাহাকে ১৪ বৎসর কারারুদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে এই ৭৫ ধারা খাটাইয়া আসামীকে ১৪ বৎসর মিয়াদ না দিয়া দশ বৎসর দিতে হইবে—ইহা এই ধারার উদ্দেশ্য নহে। ৯ ই. ল. রি., কলি., ৮৭৭। অথবা সামান্য অপরাধের নিমিত্ত গুরুতর দণ্ড বিধান করাও এ ধারার অভিপ্রেত নহে। মনে কর, একবার ৪১২ ধারার অপরাধের জন্য ক ৭ বৎসর মিয়াদ খাটিল। খালাস হইয়া সে একটি বেগুণ চুরি করিল। তজ্জন্য তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বিপান্তর দণ্ড দিতে হইবে, আইনকর্ত্তার এরূপ অভিপ্রেত নহে। ১ কলি. রি., ৭৪৮১।

আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয় অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা ১০ বৎসর মিয়াদে কারাবাস দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে। মনে কর, দ্বিতীয় অপরাধটি তিন বৎসর মিয়াদে দণ্ডনীয়, এ স্থলে আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দেওয়া যাইতে পারে; সুতরাং সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দিলে ৫৯ ধারামতে তাহা অবৈধ হইবে না।

প্রথম অপরাধের বিচার যে আদালত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বারের কৃত অপরাধের বিচার

সেই আদালতেই হইতে হইবে, এমত নহে। যে আদালতের অধিকারে দ্বিতীয়বার অপরাধ কৃত হইবে, সেই আদালতেই ঐ অপরাধের বিচার হইবে; কিন্তু বিচারপতি তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন না। সুতরাং এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা ১ম. শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইলে, তিনি ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে আর ৬ মাস মিয়াদে কয়েদ বিধান করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন অধিকতর সময়ের জন্য কারাদণ্ড দিতে পারিবেন না। ২ উ. রি., ১০৯। এবং বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩০ ও ৩৪ ধারামত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট সাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের হুকুম দিতে পারিবেন না।

অভিযোগ পত্রে পূর্ব্বকৃত অপরাধের উল্লেখ করা আবশ্যক। যদি তাহা না করা হয়, বিচারপতি অধিক সাজা দিবার কারণ-স্বরূপ পূর্ব্বকৃত অপরাধে লক্ষ্য করিলে, তাঁহার কর্ম্ম অবৈধ হইবে। ১৯ উ. রি., ৪১; ২১ উ. রি., ৪০। ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ২২১ ধারার শেষ প্রকরণ ও ৩১০ ধারা দেখ। পূর্ব্বকৃত অপরাধে আসামী দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার বিধি উক্ত কার্য্যবিধি আইনের ৫১১ ধারায় লিখিত আছে। ইহার সহিত ১৪ উ. রি., ৭ দেখ।

উভয় বারেই এই আইনমতে—অপর কোন বিশেষ আইন মতে নহে—অপরাধী প্রমাণ হইলেই কেবল এই ধারা চলিতে পারিবে। ৪ উ. রি., ৯; ৩ উ. রি., ১৭; ৪ বো. রি. ১১; ১০ কলি. রি., ৩৯২।

এক ব্যক্তি প্রথমে উপরোক্ত অধ্যায়গত ৩ বৎসর বা তদধিক মিয়াদে দণ্ডনীয় একটি অপরাধ করে। পরে সে এই আইনের ৫ বা ২৩ অধ্যায়ের বিধানানুসারে উক্ত অপরাধের সহায়তা বা উদ্যোগ করা অপরাধে দোষী বলিয়া স্থির হয়। এই শেষোক্ত অপরাধের নিমিত্ত সে এই ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবে না। কারণ, শেষোক্ত অপরাধ এই ধারার লিখিত ১২ ও ১৭ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় নহে। কিন্তু ১৭ অধ্যায়গত ৩৯৩ ও ৩৯৮ ধারার লিখিত উদ্যোগে এই ধারা বর্ত্তিবে। ২১ উ. বি., ৩৫; ৩ ই. ল. রি., এলা., ৭৭৩; ৫ ই. ল. রি., বো., ১৪০; ১৭ ঐ., এলা., ১২০, ১২৩; ১৪ ঐ., কলি., ৩৫৭।

চতুর্থ অধ্যায়।

সাধারণ বর্জ্জিতকথা।

৭৬ ধারা।—আইনমতে যে ব্যক্তির ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, কিম্বা ঐ ব্যক্তির সেই ক্রিয়া আইনমতে অবশ্য করণীয় (বলিয়া) সরলভাবে এমত বিশ্বাস আইন-

ঘটিত ভুলক্রমে না হইয়া বৃত্তান্তঘটিত ভুলক্রমে হইলে, সেইরূপ কোন ক্রিয়া অপরাধ গণ্য হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) রামসিংহ নামে এক জন সিপাহী আইনের আজ্ঞানুসারে আপনার উপরিস্থ সেনাপতির আজ্ঞামতে জমায়ৎ লোকের উপরে বন্দুক ছুড়ে। ইহাতে রামসিংহের অপরাধ হয় না।

(খ) আনন্দ নামে আদালতের একজন আমলা যদুকে গ্রেপ্তার করিতে সেই আদালত হইতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সে উপযুক্তমতে সন্ধান করিয়া রামজয়কে যদু জ্ঞান করিয়া রামজয়কে ধরে। ইহাতে আনন্দের অপরাধ হয় না।

অর্থ—এই ধারা দুই অংশে বিভক্ত। ১ম, আইনমতে যে ক্রিয়াটি কোন ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য; ২য়, সরলভাবে বৃত্তান্ত ঘটিত ভুলক্রমে সে যে ক্রিয়া তাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে; এই উভয় ক্রিয়াই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রমাণের ভার—১৮৭২ সালের ১ (প্রমাণ বিষয়ক) আইনের ১০৫ ধারামতে সাধারণ বা বিশেষ কোন বর্জ্জিত কথা প্রমাণ করিবার ভার আসামীর উপর অর্পিত হইয়াছে। তবে যদি ফরিয়াদীর সাক্ষীর জবানবন্দিতে প্রকাশ পায় যে, যে অপরাধের নালিশ হইয়াছে, তাহা কোন একটি সাধারণ বর্জ্জিত কথার ভিতর পড়িতেছে, তাহা হইলে আসামী তাহার ফল পাইবে। অথবা যদি আসামীকে তাহার নিজের কবুল জবাবের উপর (অন্য কোন সাক্ষ্যের উপর নহে) দোষী বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহার জবাবের কোন অংশ ত্যাগ না করিয়া আদালতের বিচার করা উচিত। ৫ উ. রি., ৭৫। সুতরাং কোন আসামী যদি এরূপ জবান দেয়, যে সে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া খুন করিয়াছে (অর্থাৎ, এমত অবস্থায় খুন করিয়াছে বলে, যে সে অবস্থায় খুন করিলে ৩০০ ধারার ১ম বর্জ্জিত কথা খাটিবে), তাহা হইলে জজ্ সাহেব তাহার জবাবের শেষ অংশ, অর্থাৎ অবস্থা-সম্বন্ধে সে যে কথা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরাংশ বিশ্বাস ও তাহার উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞানকৃত বধ করা অপরাধে দণ্ডনীয় করিলে অবৈধ হইবে। ৮ উ. রি., ৩৮; ১১ ই. ল. রি., কলি., ৪১০; ৭ ঐ, ঐ., ৯৬। একজন আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে সে আপন ইচ্ছায় ঐ অপরাধ করে নাই; অন্য লোক বল পূর্ব্বক তাহার দ্বারা ঐ কার্য্য করাইয়া লইয়াছে, তাহা হইলে এরূপ জবাবের উপর তাহার দণ্ড হইতে পারে না। ৭ উ. রি., ৮।

৭৭ ধারা।—কোন বিচারকর্ত্তাকে আইনমতে যে ক্ষমতা দেওয়া যায়, কিম্বা আইনমতে যে ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে তাঁহার সরলভাবে বিশ্বাস থাকে, সেই ক্ষমতাক্রমে তিনি বিচারকর্ত্তা-স্বরূপে যে কোন কর্ম্ম করেন, তাহা অপরাধ হয় না।

এমত অবস্থায় জজ্ সাহেবের নামে দেওয়ানি মোকদ্দমাও ১৮৫০ সালের ১৮ আইনানুসারে চলিবে না।

যে সকল মাজিষ্ট্রেট দায়রা সোপরদ্দ করেন, তাঁহারা এই ধারার আশ্রয় পাইবেন না। কারণ, যে সব মোকদ্দমা দায়রায় পাঠান হয়, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে জজ্ বলা যায় না। ১৯ ধাঃ, টীকা দেখ।

৭৮ ধারা।—আদালতের কোন ডিক্রী কি আজ্ঞা যতকাল বলবত থাকে, তত-কালের মধ্যে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞামতে যে কার্য্য করা যায়, কিম্বা সেই ডিক্রীর কি আজ্ঞার তাৎপর্য্য-জ্ঞানে যাহা করা যায়, এমন কোন কার্য্য অপরাধ হয় না। যদ্যপিও ঐ আদালতের সেই প্রকারের আজ্ঞা কি ডিক্রী করিবার অধিকার না থাকে, তথাপি যে ব্যক্তি তদনুযায়ী কার্য্য করে, তাহার যদি সরলভাবে এই বিশ্বাস থাকে যে ঐ আদালতের অধিকার আছে, তবে তাহার অপরাধ হয় না।

আদালতের হুকুম তামিল করিবার সময় যদি সেই ব্যক্তি উহা তামিল করিবার যে প্রকার উপদেশ আছে, সেই উপদেশের সীমা-অতিক্রম-সূচক কার্য্য করে, তাহা হইলে সে এই ধারার আশ্রয় পাইবে না। সুতরাং যদি কোন ডিক্রীজারির পিয়াদা দেনদারকে ধৃত করিবার পরওয়ানা পাইয়া যখন ঐ দেনদার অন্য কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার সমন পাইয়া সাক্ষ্য দিতে ফৌজদারী আদালতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করে, এবং সেই সময়ে যদি আদালতের কোন কর্ম্মচারী পিয়াদাকে বলিয়া দেন যে সে ব্যক্তি যখন সাক্ষী হইতেছে তখন তাহাকে আদালতে আগমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে ধরা যাইতে পারে না, সে অবস্থায় পিয়াদা ঐ কথা না শুনিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে এই ধারার আশ্রয় পাইতে পারে না। ৩ ষ্ট. রি., ৫৩। যদি ঐ পিয়াদা ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া তাহাকে তৎসম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দেনদারের ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া মালামাল বাহির করিয়া লয়, তাহা হইলেও সে এই ধারায় আশ্রয় পাইবে না। ৭ ষ্ট. রি., ১২। ইহার সহিত ৯৯ ধারার ১ম অর্থের কথা সম্বন্ধে যে সকল নজির দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখা আবশ্যক।

১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৪৩ ধারায় পুলিষ আফিসরদিগের জন্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান করা হইয়াছে।

৭৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া করিলে আইনমতে দোষ রহিত হয়, (অর্থাৎ, আইনমতে করিবার অধিকার আছে), কিম্বা সেই কর্ম্ম করিলে আইনমতে নির্দ্দোষ হয় (অর্থাৎ, আইনমতে করিতে সমর্থ) তাহার তদ্রূপ বিশ্বাস আইনঘটিত ভুলক্রমে না হইয়া বৃত্তান্তঘটিত কোন ভুলক্রমে যদি সরলভাবে থাকে, তবে সেই ব্যক্তির সেইরূপ কোন ক্রিয়া অপরাধ হয় না।

উদাহরণ।

যদু কোন কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু আনন্দ বোধ করে যে যদু কোন লোককে বধ করিতেছে। যে ব্যক্তি বধ করে তাহাকে ধরিতে আইনমতে সকল ব্যক্তির ক্ষমতা আছে; অতএব আনন্দ সরলভাবে আপন বিবেচনার সাধ্যমতে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারকদের নিকটে আনিবার জন্য যদুকে ধরে। পরে যদু সেই কর্ম্মে কেবল আত্মরক্ষা করিতেছিল, ইহা প্রকাশ হইলেও আনন্দের কোন অপরাধ হয় না।

অর্থ।—৭৬ ধারার ন্যায় এই ধারাটিও দুই অংশে বিভক্ত। আইনঘটিত ভ্রম হইলে লোকের অব্যাহতি নাই। কারণ, তাহা হইলে সকলেই আইন জানি না বলিয়া ফাঁকি দিবে; ইহা ধরা সহজ কথা নহে। কোন চৌকিদার এক জনকে সরলভাবে চৌর মনে করিয়া তাহাকে ধৃত করিবার জন্য যদি যথোচিত বল প্রকাশ করে, এমন কি কিঞ্চিৎ (অর্থাৎ উচিতমত) আঘাতও করে, তাহা হইলে সে এই ধারার বলে বাঁচিয়া যায়। ২ উ. রি., ৯। আরও মনে কর এক জন জমিদার ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১১৬ ধারামতে পূর্ব্বে বাকীদার প্রজাকে লিখিত নোটিস দিয়া তাহার পর তাহার উৎপাদিত শস্য খাজানা আদায়ের নিমিত্ত ক্রোক করেন, এরূপ অবস্থায় সে প্রজা জানিয়া শুনিয়া ঐ ক্রোক-ক্রিয়ার বাধা জন্মাইলে সে এই ধারামতে অব্যাহতি পাইবে না। কিন্তু জমিদারের লোকেরা যদি পূর্ব্বে নোটিস না দিয়া শস্য ক্রোক করিতে যায়, তাহা হইলে প্রজারা জমিদারের ঐ কার্য্য অনধিকার-প্রবেশ বলিয়া গণ্য করিয়া বাধা জন্মাইলে এই ধারার আশ্রয় পাইবে। ২৩ উ. রি., ৪০। ইহার সহিত ৯৯ ও ৩৪২ ধারার টীকায় যে নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক।

৮০ ধারা।—উপযুক্তমতে মনোযোগ ও সতর্কতাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির ন্যায্য ক্রিয়া ন্যায্যমতে ন্যায্য উপায়ে করিবার সময়ে, তাহার অপরাধ করিবার কোন অভিপ্রায় কি জ্ঞান বিনা (না থাকিলে), দৈবঘটনায় কি অদৃষ্টক্রমে বিপদ ঘটিলে, সেই ব্যক্তির তদ্রূপ কোন ক্রিয়া অপরাধ হয় না।

উদাহরণ।

আনন্দ কুড়ালি লইয়া কাট চিরিতেছে। এমন সময়ে কুড়ালির অগ্রভাগ খসিয়া যাওয়াতে নিকটস্থ এক ব্যক্তি হত হয়। এমত স্থলে যদি আনন্দের উপযুক্ত সতর্কতার কিছু ত্রুটী না হইয়া থাকে, তবে তাহার সেই ক্রিয়া ক্ষমার যোগ্য এবং তাহা অপরাধ নয়।

২৭৯—২৮৯ ও ৩০৪-ক ধারা দেখ। দৈব-ঘটনা অপরাধ নহে। কিন্তু কর্ত্তা সাবধান পূর্ব্বক কার্য্য করিলে যে ঘটনা ঘটিত না, সে ঘটনা কর্ত্তার অনবধানবশতঃ বা অমনোযোগের দরুণ ঘটিলে, তৎপ্রতি এ ধারা খাটিবে না। ঐরূপ ঘটনায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, কর্ত্তা ৩০৪-ক ধারামত অপরাধী হইবে। অবস্থা বিশেষে অপর অপর ধারা খাটিবে।

৮১ ধারা।—কোন ক্রিয়ার দ্বারা অপকার হইতে পারে এমন জ্ঞান থাকিলেও, যদি অপকার করিবার অপরাধযুক্ত কোন অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা যায় (অভিপ্রায় বিনা), কিম্বা (ও) সরলভাবে কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির অন্য অপকার নিবারণের কি না হওয়ার জন্য ঐ ক্রিয়া করা যায়, তবে সেই ক্রিয়াতে অপকার হইতে পারে কেবল এই জ্ঞান-প্রযুক্ত (জ্ঞান থাকে বলিয়াই) ঐ ক্রিয়া অপরাধ গণ্য হয় না।

অর্থের কথা।—উক্ত কার্য্যে এরূপ প্রশ্ন বিবেচ্য হইবে যে, (যে) অপকার নিবারণের কি না হওয়ার জন্য ঐ ক্রিয়া করা হয় তাহা এরূপ স্বভাবের (of such a nature), এবং উক্ত অপকার হইতে তাহা রক্ষা করা এতাদৃশ দুষ্কর (so imminent), যে জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য কোন অপকার করিলেও তাহা দোষরহিত অথবা ক্ষমার যোগ্য হয়।

উদাহরণ।

(ক) কলের জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে কাপ্তান সাহেব হঠাৎ আপনার কোন দোষ কি ত্রুটী ব্যতিরেকে দেখেন যে সম্মুখে এক ভাউলিয়াতে ২০ কিম্বা ৩০ জন আরোহী আছে। আর জাহাজের গতি এমন শীঘ্র রোধ করা যায় না, যাহাতে তাহাদের মগ্ন হওয়া নিবারণ হইতে পারে। তাহাদের রক্ষার কেবল এই এক উপায়—যে জাহাজের গতি ফিরান। তাহা করিলে এক খানি পান্সি মারা পড়িতে পারে। তাহাতে দুই জন আরোহী; কিন্তু পান্সি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। তাহাতে কাপ্তান সাহেব সরলভাবে ভাউলিয়ার লোকদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য পান্সি নষ্ট করিবার মনস্থ না করিয়া জাহাজের গতি ফিরান। এই স্থলে সেই ক্রিয়াতে পান্সি নষ্ট হইতে পারে ইহা যদিও জানিতেন ও সেই ক্রিয়াতে যদিও পান্সি নষ্ট হয়, তথাপি যে আপদ নিবারণ করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল তাহা জানিয়া যাহাতে পান্সি নষ্ট হইতে পারে এমত ক্রিয়া করিলেও কাপ্তান সাহেবের অপরাধ হয় না।

(খ) অতিশয় গৃহ দাহ হইতেছে, সে অগ্নি অধিক বিস্তীর্ণ হওয়ার নিবারণ নিমিত্ত আনন্দ কয়েকখান ঘর ভগ্ন করে। সে সরলভাবে লোকদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সেই কর্ম্ম করে। এই স্থলে যে অপকার নিবারণের অভিপ্রায় ছিল, তাহা অতি গুরুতর ও অনিষ্টকারক বিবেচনায় যদি আনন্দের ঐ ক্রিয়া ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে, তবে তাহার অপরাধ হয় না।

কোন তাড়িওয়ালা প্রত্যহ তাহার তাড়ি চুরি যায় দেখিয়া চোর ধরিবার অভিপ্রায়ে তাহার

তাড়ির ভাণ্ডে তাড়ির মত এক প্রকার অস্বাস্থ্যকর রস ঢালিয়া রাখে। সে জানিত যে ঐ রস যে ব্যক্তি পান করিবে, তাহার স্বাস্থ্যের হানি হইয়া তাহার পীড়া জন্মিবে। চোর সেই রস ভাণ্ড চুরি করিয়া লইয়া কতকগুলি সৈনিককে বিক্রয় করে। তাহারা তাহা পান করিয়া অসুস্থ হয়। তাড়িওয়ালা ৩৩৮ ধারামতে দণ্ডিত হয়। আদালত তাহাকে এই ধারার আশ্রয় দেন নাই। ৫ বো. রি., ৫৯। কিন্তু মনে কর এক স্থানে আগুন লাগিয়াছে। কতকগুলি সিপাহী তাহাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারী সহ আগুন নিবাইতে আসিলে উক্ত কর্ম্মচারী যাহাতে আগুন বিস্তৃত না হয় ও লোকজনের সম্পত্তি লুঠপাট না হয় তজ্জন্য কয়েকজন সিপাহীকে জলন্ত ঘরের চারিদিকে কতকটা স্থানের ভিতর কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেয় এইরূপ হুকুম দিয়া মতায়েন রাখেন। এরূপ অবস্থায় কোন লোক নিষিদ্ধ স্থানের ভিতর বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে গেলে যদি উক্ত সিপাহীগণ তাহাকে মারপীট করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে উহারা এই ধারার আশ্রয় পাইবে। ১৭ ই. ল. রি., বো., ৬২৬। অধিকন্তু উহারা ৭৬ ধারার আশ্রয়ও পাইবে।

৮২ ধারা।—সপ্তম বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক যে কোন ক্রিয়া করে তাহা অপরাধ গণ্য হয় না।

৮৩ ধারা।—সপ্তম বৎসরের অধিক ও দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক যদি কোন কার্য্য করে, কিন্তু সেই সময়ে যদি তাহার বুদ্ধি উপযুক্তমতে পরিপক্ক না হওয়াতে সে ঐ কর্ম্মের ভাব ও ফলাফল বুঝিতে না পারে, তবে তাহার ঐ কার্য্য অপরাধরূপে গণ্য হয় না।

অর্থ—ইংলণ্ডে ১২ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৪ বৎসর সীমা ধার্য্য আছে। যদি আসামীর বয়ঃক্রম ৭ বৎসরের অধিক কিন্তু ১২ বৎসরের কম হয়, তাহা হইলে আসামী যতক্ষণ না এইটি প্রমাণ করিবে যে তাহার বুদ্ধি উপযুক্তমতে পরিপক্ক হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে ধরিতে হইবে। অপরাধীর বয়ঃক্রম এত অল্প যে স্বকৃত কার্য্য কি বা তাহার ফল কি বুঝিতে পারে, এরূপ বুদ্ধির পরিপাক তাহার হয় নাই—এ আপত্তি বাধাঘটিত আপত্তি স্বরূপে গণ্য না করিয়া মোকদ্দমার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্রমাণ লইয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে। অপরাধী যদি ৭ বৎসরের অধিক বয়স্ক ও ১২ বৎসর অপেক্ষা অল্প বয়স্ক হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধির যে সম্যক্ পরিপাক জন্মে নাই তাহা স্বতন্ত্র ও বিশেষরূপে দর্শাইতে ও প্রমাণ করিতে হইবে। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ১৩৩।

কার্য্যের ভাব গতিক দেখিয়া কর্ত্তার বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে কি না বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্পষ্ট (direct) প্রমাণ দেওয়াও যাইতে পারে। ১ উ. রি., ৪৩। নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিতে বুদ্ধির পরিপক্কতা উত্তম প্রকাশ পায়:—অলঙ্কার গ্রহণ করিবার জন্য

একটি বালকের প্রাণ নষ্ট করণ; তাহার দেহ হইতে অলঙ্কার অপহরণ; এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অলঙ্কারাদি কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রকাশ করণ; খুন করিয়া কিরূপে রক্তের দাগ লাগিল, তাহার মিথ্যা কারণ প্রদর্শন; খুন করিয়া প্রস্থান এবং খুন ছাপাইয়া রাখিবার চেষ্টা; নিদ্রিত অবস্থায় কুঠারি দ্বারা খুন করণ। একটি নয় বৎসরের বালক আর একটি বালকের গলা হইতে এক ছড়া হার লইয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বন্ধক দেয়। এস্থলে এ ধারামত বালকের বুদ্ধির পরিপক্কতা হইয়াছে বুঝা যাইতেছে। ৬ ই. ল. রি., মা., ৩৭৪।

এই ধারায় যে "কার্য্যের ফলাফল" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে তদ্দ্বারা ঐ কার্য্য করিলে অপরাধীর যে দণ্ড হইতে পারে তাহা না বুঝাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করিলে সচরাচর যে পরিণাম ঘটিতে পারে, তাহাই বুঝাইতেছে। ২২ উ. রি., ২৭।

বালক অপরাধীর উপর দণ্ডবিধান সম্বন্ধে ফৌঃ. কাঃ. বিঃ. আঃ., ৩৯৯ ধাঃ দেখ।

৮৪ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার সময়ে, মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে না পারে, কিম্বা কোন দোষ কি আইনের বিপরীত কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে না পারে, তবে সেই ব্যক্তির উক্ত ক্রিয়া অপরাধরূপে গণ্য হয় না।

অর্থ—ইহার আশ্রয় লইতে হইলে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে হইবে (১) যে আসামীর মনের অস্বাস্থ্য চিরকালব্যাপী কি ক্ষণকালস্থায়ী—যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে অপরাধ করিবার সময় ঐ অস্বাস্থ্য বর্ত্তমান ছিল; এবং (২) ঐ অস্বাস্থ্য এতদূর প্রবল ছিল যে আসামী তাহার নিজের কার্য্যের ফলাফল বুঝিতে পারিত না। প্রমাণটি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। ২০ উ. রি., ৭০।

প্রমাণ ও উদাহরণ—অপরাধ করিবার সময় আসামী কি প্রকারে চলিত, উহার পূর্ব্বে বা পরে তাহার ব্যবহার কিরূপ ছিল, প্রমাণ দিতে হইবে। ইহার দ্বারাই তাহার মনের প্রকৃত অবস্থা স্থির হইতে পারে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে অপর অপর সাক্ষীরা যে সকল লক্ষণের কথা বলিয়াছে, তাহা তাহার মানসিক অস্বাস্থ্যের প্রকৃত লক্ষণ কি না। ১৮৭২ সাঃ, ১ আঃ, ৪৫ ধাঃ দেখ। আরও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে তিনি আসামীকে কতবার বা কতদিন অবধি দেখিয়াছেন, তাঁহার সহিত আসামীর কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, কি অবস্থা দেখিয়া তিনি উহাকে অসুস্থ বা সুস্থ বলিতেছেন, ইত্যাদি। তাঁহার ঐরূপ বলিবার কি বিশেষ কারণ আছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, এবং তিনিও কারণ দর্শাইতে বাধ্য। ক জ্ঞানকৃত বধ করা অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইল। উপর আদালত ক'র সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া আদেশ করেন, সিবিল সারজনের সমক্ষে এ বিষয়ের সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, পরে সিবিল সারজন একমাস কাল ক'কে দেখেন, এবং তাহার পর তাহার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রিপোর্ট করেন। ২ উ. রি., ৩৩।

মনের অসুস্থতা প্রমাণের ভার আসামীর উপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি আসামী অপরাধের পূর্ব্বে কোন সময়ে অসুস্থমনা ছিল এরূপ প্রমাণিত হয়, বা আসামী স্বয়ং স্বীকার করে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মনের সুস্থ অবস্থা সপ্রমাণ না হইবে, ততক্ষণ তাহাকে অসুস্থমনা গণ্য করা যাইবে। তবে যদি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার অস্বাস্থ্য ক্ষণস্থায়ী ছিল, তাহা হইলে ঐরূপ বিবেচনা করা যাইবে না। অপরাধ করিবার কোন উদ্দেশ্য না থাকা এবং পরে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা পাওয়া, অপরাধ করিবার কোন কারণ না থাকা এবং অপরাধ করিবার পূর্ব্বদিনে মন বিকৃত থাকা, অপরাধ করিবার এক বৎসর পূর্ব্বে পাগল থাকা এবং অপর অপর বিশেষ অবস্থায় মন বিকৃত থাকার লক্ষণ প্রকাশ,—এই সকল দৃষ্ট হইলে প্রমাণের ভার ফরিয়াদীর উপর পড়িবে। ২ উ. রি., ৩৩; ও ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০৫ ধারা দেখ।

মনের জন্মজাত বিকৃত অবস্থায় নরহত্যা করিলে, হত্যাকারী খালাস পায়। ১ উ. প. রি., ৩০০। লোকের মনোবিকার ক্ষণস্থায়ী, যে সময় তাহার মন বিকৃত, সেই সময়ে খুন করিলে দণ্ডনীয় হইবে না। মা. রি., ১৮২৯ খৃঃ, ২৪৩। বেলা ৭টার সময় দৃষ্ট হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বাটীতে একটি মৃত স্ত্রীলোকের, অর্থাৎ তাহার উপপত্নীর উপর বসিয়া আছে, এবং তাহাকে কাটারি দ্বারা প্রহার করিতেছে। স্ত্রীলোকটি মরিবার সময় বলিয়া যায় যে তাহার নিদ্রিত অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে বিনা কারণে প্রথম আঘাত করে, তাহাতে সে জাগিয়া উঠিলে তাহাকে আরও আঘাত করিতে থাকে। আসামী আদালতে স্বীকার করে যে তাহার উপপত্নী তাহার সহিত থাকিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সে তাহাকে বধ করিয়াছে। হত্যার কথা সে অন্য লোকের নিকট স্বতন্ত্র কারণ দর্শাইয়া দুইবার স্বীকার করে। দোলন্দার পাগলা হাঁস-পাতালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আসামী ২১এ আগষ্ট হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার মতে আসামী প্রকৃত পাগল নহে, কেবল পাগলের ভান করিত এবং এরূপ দেখাইত যে তাহার চলিবার শক্তি নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহার সে শক্তি ছিল। আসামীর আপন পক্ষ সমর্থনে প্রকাশ পায় যে গত তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাহার মনের বিকৃত অবস্থা ছিল; সে আপনাকে বর্দ্ধমানের মহারাজা বলিয়া মনে করিত, শৃগাল কুক্কুরাদির মত ডাকিত এবং ফৌজদারী আদালতে অদ্ভুত অদ্ভুত দরখাস্ত করিত। আসামী কিয়ৎকাল সিবিল সারজনের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি বলেন, আসামী সময়ে সময়ে চুপ করিয়া থাকিত, আপনাকে বর্দ্ধমানের মহারাজা বলিয়া মনে করিত, জাতিবিচার করিত না। তাঁহার মতে আসামীর মনের অবস্থা বিকৃত ছিল। পক্ষান্তরে প্রদর্শিত হয় যে আসামী সেশন সোপরদ্দ হইবার সময় অবধি বিলক্ষণরূপ জাতিবিচার করিত এবং জেলে অবস্থান সময়ে কোন গোলমাল করিত না। সেশন আদালত এরূপ অবস্থায় আসামীকে দণ্ডিত করেন; কিন্তু সদর আদালত খালাস দেন। স. দে. আ. রি., ১৮৫৮ খৃঃ, ৫৭।

এক ব্যক্তি তাহার মাতাকে ও স্ত্রীকে খুন করে, আর তাহার একটি সন্তানকেও আঘাত করে। সিবিল সারজন এক মাস কাল পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া সাক্ষ্য দেন যে তিনি মনোবিকৃতির কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই। পক্ষান্তরে প্রমাণিত হয় যে ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাহার মন বিকৃত হইত। তাহার মাতা এবং স্ত্রী মরণ কালে বলিয়া যায় যে সে আপন মাতাকে ও স্ত্রীকে ভাল বাসিত ও যত্ন করিত; সে কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া খুন করে নাই। এই ধারার বলে ঐ ব্যক্তি বিমুক্ত হয়। ২ উ. রি., ১৯; ২ উ. প. রি., ১৮৫৪ খৃঃ, ৭৮৭; ঐ, ১৮৫৮ খৃঃ, ৪১।

আসামী লাঠিদ্বারা এক ব্যক্তিকে খুন করে। পরে তাহাকে মৃতদেহের চতুষ্পার্শ্বে লাঠি ঘুরাইতে দেখা যায়। তাহার পর সে একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া (যেখানে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল) হুস্ হুস্ শব্দ করিতেছে দেখা যায়। অনতিবিলম্বে সে একদল ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, তাহাদিগের বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি ছড়াইয়া ফেলে। তাহার পর পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, পুলিষের নিকট বলে যে কখন কখন তাহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, কখন বা সে সজ্ঞান থাকে। বিচারের সময় সে সজ্ঞানের মত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল; কিন্তু তাহার দৃশ্য অস্বাভাবিক ও চঞ্চল ছিল। ডাক্তার বলেন যে সে যতদিন তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল ততদিন তাহাকে পাগল বলিয়া বোধ হয় নাই, কিন্তু বোধ হয় মধ্যে মধ্যে তাহার খেয়াল উঠিত, ও মধ্যে মধ্যে সুস্থ অবস্থা থাকিত। দায়রায় ঐ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়, কিন্তু হাইকোর্ট তাহাকে খালাস দেন। ৭ উ. রি., ২৪। এক ব্যক্তির নামে জ্ঞানকৃতবধ করার অপরাধের অভিযোগ হয়। সিবিল সারজন সাক্ষ্য দেন যে সে তুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় বুঝিতে পারিত, কিন্তু জ্ঞানকৃতবধ যে ভয়ানক অপরাধ ইহা জানিবার বুদ্ধি তাহার ছিল না। তাহার দণ্ড হইয়াছিল। ৩ উ. রি., ৯। আসামী একটি দেবতার সমক্ষে তাহার আপন পুত্রকে বলিদান দিয়া নিজে এক খানি ছুরিকার দ্বারা আপনার গলদেশ কাটিবার উদ্যোগ করে। ঘটনার পরদিন পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে তাহার কথা কহিবার সামর্থ্য না থাকায় সে লিখিয়া দেয় যে "আমার পুত্র মঙ্গলবারে পুনর্জ্জীবিত হইবে। আমার মানসিক ছিল যে আমার পুত্র হইলে গঙ্গা জল দিয়া দেবীর পূজা করিব। পরে আমার সন্তান জন্মায়; কিন্তু আমার অর্থ না হওয়ায় আমি সন্তানকে বলিদান দিয়া দেবীর পূজা করিয়াছি।" ইহা প্রমাণিত হয় যে আসামী যখন মদ পান করিত তখন সে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু সে কখনই পাগল ছিল না। বিচারের সময় সে অপরাধ করার বিষয় একবারে অস্বীকার করে। তাহার উপর দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময় জজ্ গ্লোভর সাহেব বলিয়াছেন—"পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইবার সময় আসামী যে ভাব দর্শাইয়াছে তাহাতে তাহাকে পাগল বলা যাইতে পারে না। তাহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আসিল না বলিয়া সে তাহার পুত্রকে বলিদান দেয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে যদিও তাহার মনে ধর্ম্মজনিত উৎসাহের (enthusiasm) উদয় হইয়াছিল, তথাপি

পুত্রকে বধ করিবার সময় তাহার মন এরূপ অবস্থাপন্ন ছিল না যে সে ন্যায় অন্যায় বুঝিতে পারে নাই।" ৭ উ. রি., ১০০। আর একটি উদাহরণ। ক ২।৩ দিন কম্পজ্বরাক্রান্ত হইয়া আছে। এমন সময় একদিন তাহার দুইটি ছোট ছোট ছেলে কাঁদিয়া উঠিলে, ক একখানি কুঠারি লইয়া গিয়া শিশু দুইটিকে কোপাইয়া কাটিয়া ফেলে এবং তাহার পর নিজে নিদ্রা যায়। ক'কে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলে, শিশুদ্বয়ের ক্রন্দনে উৎপীড়িত হইয়া সে উহাদিগকে কাটিয়াছে। বোম্বে হাইকোর্ট বলেন, এরূপ অবস্থায় ক কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃতবধ অপরাধ কৃত হইয়াছে ধরিতে হইবে। ১০ ই. ল. রি., বো., ৫১২। আরও ক তাহার ভ্রাতার বালিকা-পত্নী খ'কে তরবারি দিয়া কাটিয়া ফেলে। ক খ'কে বড়ই স্নেহ করিত, তাহাকে খুন করিবার কোন কারণ ছিল না। অনেক লোকের সমক্ষে ক খ'কে আঘাত করে। ঘটনার সময় ক'র জ্বর হওয়ায় সে কয়েক দিবস অনাহারে ছিল ও ঘটনার পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনকে অকারণ গালি-গালাজ করিয়াছিল। ডাক্তারও বলেন, সম্ভবতঃ ক'র মনে নরহত্যা করিবার বিকার হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় সে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবে। আসামী মাজিষ্ট্রেটের নিকট নিজের দোষ স্বীকার করে এবং সহজ লোকের মত কথাবার্ত্তা কহে, পরে আদালতে বলে যে সে খুন করে নাই। এ অবস্থায় আসামীকে এ ধারার বলে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। ১২ ই. ল. রি., মা., ৪৬১। আর একটি মোকদ্দমায় প্রকাশ পায় যে আসামী একজন পাকা গাঁজাখোর। সে সামান্য সাংসারিক কলহবশতঃ তাহার স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে হত্যা করে। আদালতে আনীত হইলে আসামী আপন দোষ স্বীকার করে। হাইকোর্ট বলেন, আসামীকে এই ধারা অনুসারে অব্যাহতি দিতে হইলে দেখিতে হইবে যে গাঁজা খাইয়া আসামীর মন এতদূর বিকৃত হইয়াছিল কিনা যে সে আপন কার্য্যের ফলাফল, উহা ভাল কি মন্দ, আইন নিষিদ্ধ কিনা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৪ ই. ল. রি., বো., ৫৬৪; ২২ ঐ., কলি., ৮১৭ দেখ। অপর একটি মোকদ্দমায় দেখা যায় যে আসামীর মধ্যে মধ্যে মনোবিকার উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহার বোধাবোধ শক্তির (cognitive faculties), অর্থাৎ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। সে এ ধারার ফল পাইবার অধিকারী নহে। ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৬০৪। তবে যে কেবল বোধাবোধ শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই এ ধারা খাটিবে এরূপ নহে। আসামীর মনের অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধেও, অর্থাৎ will and emotionsএর বিকার সম্বন্ধেও এ ধারা বর্ত্তিবে।

উপরে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহা পাঠ করিলে এই ধারার অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝা যায়। এতদ্ব্যতীত আর একটি কথা বলা আবশ্যক। যে বিষয়টি মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া আসামীর মোহ বা মনোবিকার উপস্থিত হয়, সেই বিষয়টি প্রকৃত হইলেও উক্ত মোহাবস্থায় কৃত কার্য্যের জন্য আসামী যতদূর দায়ী হইত, প্রকৃত না হইলেও সে সেই প্রকার দায়ী হইবে। মনে কর, ক'র ধারণা যে তাহার স্ত্রী নষ্ট। একদিন তাহার এরূপ মনে হইল যে তাহার স্ত্রী খ'র সহিত কুসংসর্গ করিতেছে। এই ভ্রম-মূলক ধারণারূপ বিকারের

বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহার স্ত্রীকে খুন করে। এরূপ অবস্থায় যদিও বিকারের বিষয়ীভূত ব্যাপারটি প্রকৃত নহে, তথাপি উহা প্রকৃত হইলে ক যেরূপ দায়ী হইত, সে তদ্রূপ দায়ী হইবে। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৬১৩ দেখ।

বিচার—ফৌঃ কার্য্যবিধি আইনের ৪৬৯ ধারামতে যে সকল মোকদ্দমা একবারে দায়রায় বিচার্য্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, সে সকল মোকদ্দমায় আসামী অপরাধ করিবার সময় বিকৃতমনা ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থ দায়রায় পাঠাইতে বাধ্য। ঐরূপ ব্যক্তির বিচারের প্রণালী ঐ আইনের ৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

৮৫ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি নেশার অবস্থায় কোন ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে না পারিয়া কিম্বা তাহাতে দোষ কি আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে (করা হয়) ইহা বুঝিতে না পারিয়া সেই ক্রিয়া করে, তবে তাহার সেই ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন, যে তাহার নেশা যে দ্রব্য সেবন করিয়া হইয়াছিল, সেই দ্রব্য তাহার অজ্ঞাতসারে কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে সেবন করান গিয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদি নেশা করার দরুণ মনের অস্বাস্থ্য জন্মায় ও ঐ অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত ক্রিয়ার ফলাফল বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ৮৪ ধারা বর্ত্তিবে। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ৪৯৩।

৮৬ ধারা।—কোন কর্ম্ম বিশেষ জ্ঞানে বা মনস্থপূর্ব্বক (অভিপ্রায়ে) না করা গেলে যদি অপরাধ না হয়, তবে এতাদৃশ স্থলে যে ব্যক্তি নেশার অবস্থায় সেই কর্ম্ম করে, তাহার নেশা না থাকিলে যে প্রকারের জ্ঞান হয় সেই প্রকারের জ্ঞান থাকার ন্যায় তাহার প্রতি কার্য্য হইতে পারিবে। কিন্তু যে দ্রব্যে তাহার নেশা হইয়াছিল, সেই দ্রব্য যদি তাহার অজ্ঞাতসারে, কি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে সেবন করান গিয়া থাকে, তবে তাহার ঐ কার্য্য অপরাধ গণ্য হইবে না (অর্থাৎ, তাহার ঐ প্রকার জ্ঞান থাকা ধরা হইবে না)।

অর্থ—ইংরাজী আইনেও এইরূপ বিধান আছে। নেশা না থাকিলে যেপ্রকার জ্ঞান (knowledge) থাকে সেই প্রকারের জ্ঞান থাকা ধরিতে হইবে। সুতরাং ৩০২ ও ৩২৫ ধারার অপরাধে আসামী নেশা করিয়াছিল বলিয়া তাহার নিস্তার নাই। ৫ উ. রি., ৫৮। কিন্তু নেশা করিয়াছিল বলিয়া তাহার দোষ অধিকতর গণ্য করা যাইবে না। ৮ বে. ল. রি., ২১। আসামীর মনের অভিপ্রায় (intention) সম্বন্ধে নেশা না থাকিলে যে প্রকার অভিপ্রায় থাকে সেই প্রকার অভিপ্রায় থাকা ধরা হইবে না। অভিপ্রায়টি অবস্থা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে ও সেই সময় নেশা করার ব্যাপারটিও দেখিতে হইবে। এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবার অপরাধে

অভিযুক্ত হয়। মনে কর, ইহা প্রমাণিত হইল যে সে অত্যন্ত নেশা করিয়াছিল ও তাহার নেশা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে সে কৃতসংকল্প হইয়া অপরাধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তদবস্থায় স্থির হইল যে তাহার আত্মহত্যার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু জজ্ দ্বারকানাথ মিত্রের মতে আসামীর জ্ঞান বা অভিপ্রায় ছিল কি না, ইহা স্থির করিতে হইলে সে যে অপরাধ করিবার সময় নেশার অবস্থায় ছিল ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। ৮ উ. রি., ৭১।

নেশার দ্রব্য যদি আসামীর অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে সেবন করান হয়, অথবা ক্রমাগত নেশা করিয়া সে বিকৃতাবস্থ হয় এবং তদবস্থায় কোন কার্য্য করে, তাহা হইলেও যদি সে তাহার কার্য্যের স্বরূপ অবগত থাকে ও যদি তাহাতে সে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে এরূপ জ্ঞান তাহার থাকে, আসামী উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হইবে। কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান না থাকিলে, সে দায়ী হইবে না। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ৪৯৩।

৮৭ ধারা।—ক্রিয়াকারীর যে ক্রিয়াতে প্রাণ নষ্ট করিবার, কিম্বা গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে, ও যে ক্রিয়াতে সেই ব্যক্তি প্রাণ নষ্ট কি গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা না জানে, এমন ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে তাহা যদি অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন লোক স্পষ্টরূপে কি আভাসে সহ্য করিতে স্বীকার করে, তবে তাহার প্রতি সেই ক্রিয়াতে যে অপকার হয়, কিম্বা ক্রিয়াকারীর যে অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে, তৎপ্রযুক্ত ঐ ক্রিয়াতে অপরাধ হয় না। কিম্বা ঐ ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে, তাহার আশঙ্কা বুঝিয়া যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহার অপকার হইবার সম্ভাবনা ঐ ক্রিয়াকারী জানিলেও তৎপ্রযুক্ত তাহার অপরাধ হয় না।

উদাহরণ।

আনন্দ ও যদু অস্ত্র ক্রীড়া করিতে পরস্পর সম্মত হয়। এমন সম্মতিতেই আভাসে জানা গেল যে দুই জনে ন্যায্য মতে খেলা করিতে যদি কাহারও কিছু অপকার হয় তাহাও সহ্য করিতে স্বীকার করিয়াছে। ইহাতে আনন্দ অন্যায় না করিয়া ন্যায্যমতে খেলা করিতে করিতে যদি যদুকে পীড়া দেয়, তবে আনন্দের কোন অপরাধ হয় না।

অর্থ—ক্রিয়াকারীর প্রাণ নষ্ট করিবার বা গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় থাকিলে, অথবা যদি তাহাতে অপরের প্রাণ নাশ বা গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে ঐরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে এ ধারামতে তাহার অব্যাহতি নাই। সুতরাং অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক এক ব্যক্তিকে তাহার সম্মতি লইয়া হত্যা করিলে হত্যাকারী এ ধারামতে অব্যাহতি পাইবে না। তবে সে কেবল নরহত্যা অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে, জ্ঞানকৃত বধের নিমিত্ত নহে। ৫ উ. রি., ৭। ৩০০ ধারার ৫ম. বর্জ্জিত কথা দেখ।

ক এবং খ দুই বন্ধু। ক খ'র বাটী যাইয়া খ'র অনুমতি না লইয়া তাহার কাগজ কলম লইয়া কয়েক খানি চিঠি লেখেন। যদি উভয়ের মধ্যে মিত্রতা এত ঘনিষ্ঠ থাকে যে এক জন অন্যের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া ঐরূপ করিতে পারেন, তাহা লইলে ভাবতঃ ক'র কার্য্যটি খ'র অনুমোদিত বলিয়া অপরাধ স্বরূপে পরিগণিত হইবে না। এই উদাহরণটি মূল (original) আইনে ছিল। এতদ্দ্বারা প্রকাশ পায় যে এই ধারার "অপকার" শব্দে কেবল শারীরিক অপকার বুঝাইতেছে না; সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপকারও বুঝাইতেছে। ৯২ ধারার অর্থের কথা দেখ।

৮৮ ধারা।—যে ক্রিয়াতে প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায় না থাকে, এমন ক্রিয়া সরলভাবে যে ব্যক্তির উপকারের জন্য করা যায়, সেই ব্যক্তির ঐ ক্রিয়াতে যে অপকার হইতে পারে তাহা অথবা তাহার আশঙ্কা জানিয়া স্পষ্টরূপে কি আভাসে সহ্য করিতে স্বীকার করিলে, তাহার প্রতি কৃত সেই ক্রিয়াতে যে অপকার হয়, কিম্বা সেই ক্রিয়াকারীর যে অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে, কি সেই ক্রিয়াকারী যে অপকার হইবার সম্ভাবনা জানে, তৎপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া অপরাধ হয় না।

উদাহরণ।

যদু নামে এক ব্যক্তি রোগে অত্যন্ত যাতনা পাইতেছে। আনন্দ নামে এক জন ডাক্তার জানে, যে তাহার অস্ত্র চিকিৎসা করিলে তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ইহা জানিয়াও তিনি যদুকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায় ভিন্ন, বরং সরলভাবে, তাহার উপকার করিবার মানসে যদুর সম্মতি লইয়া অস্ত্র চিকিৎসা করেন। ইহাতে আনন্দের অপরাধ হয় না।

৯১ ও ৯২ ধারার ব্যাখ্যা ও ৩০৪-ক. ধারায় উদ্ধৃত ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৫৬৬ নজির দেখ।

৮৯ ধারা।—দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক বালকের, কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য তাহার অধ্যক্ষের দ্বারা, কি সেই ব্যক্তি আইনমতে যাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে তাহার দ্বারা স্পষ্টরূপে কিম্বা আভাসে প্রকাশ করা তাহার সম্মতিক্রমে, সরলভাবে যে কোন ক্রিয়া করা যায়, সেই ক্রিয়াতে সেই বালক প্রভৃতির যে কোন অপকার হয়, কিম্বা তাহার প্রতি সেই ক্রিয়াকারীর যে অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা সেই ক্রিয়াকারী যে অপকার হইবার সম্ভাবনা জানে, তৎপ্রযুক্ত সেই ক্রিয়া অপরাধ হয় না। পরন্তু ইহাতে নিম্নের লিখিত কথা মানিতে হইবে :—

প্রথম।—প্রাণ নষ্ট করিবার মানস থাকিলে কি প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিলে ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

দ্বিতীয়।—যে ক্রিয়াতে ক্রিয়াকারীর প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানে, এমন ক্রিয়া কোন ব্যক্তির মরণ, কি গুরুতর পীড়া নিবারণ, কিম্বা কোন গুরুতর রোগ,

কি দুর্ব্বলতা (infirmity) দূর করণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে করিলে, তাহার উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

তৃতীয়।—মরণ, কি গুরুতর পীড়া নিবারণ, কি গুরুতর রোগ, কি দুর্ব্বলতা দূরকরণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দিবার কি পীড়া দিতে উদ্যোগ করিবার বিষয়ে এই বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

চতুর্থ।—যে অপরাধ করণের উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি না খাটে, সেই অপরাধের সহায়তার উপরেও ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

উদাহরণ।

কোন বালকের পাথরী রোগ হইয়াছে। পিতা জানে যে অস্ত্র চিকিৎসা করিলে বালক মরিতে পারে। তথাপি সেই মানস না করিয়া বালকের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই পিতা বালকের সম্মতি বিনা অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা সেই পাথরী নির্গত করায়। বালককে আরোগ্য করা পিতার অভিপ্রায়, অতএব তাহার উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটে।

কিরূপ উপকার—ক আপন পুত্রের উপকারার্থ তাহাকে অল্প করিয়া বেত্রাঘাত করিলে কিম্বা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহাতে সে অপরাধী হইবে না। কিন্তু ক তাহার কন্যা পিণ্ডারিদের হস্তে অপমানিত না হয়, এই উদ্দেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিলে, সে এ ধারার আশ্রয় পাইবে না। অথবা ক তাহার বার বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার অর্থ সঞ্চয় করিয়া দিবার মানসে খ'কে তাহার উপর বলাৎকার করিতে সহায়তা করিলে, ক ও খ এ ধারামতে অব্যাহতি পাইবে না। খ বলাৎকার করার ও ক ঐ অপরাধের সহায়তা করার জন্য দায়ী হইবে।

৯০ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন হানি হইবার আশঙ্কায় কিম্বা প্রকৃত বৃত্তান্তের বিপরীত (ভুল) বুঝিয়া সম্মত হয়, ও সেই সম্মতি ভয়বশতঃ কিম্বা বৃত্তান্ত না বুঝিয়া দেওয়া গিয়াছে ইহা যদি ক্রিয়াকারী জানে কি তাহার এমন জানিবার কারণ থাকে, তবে সেই সম্মতি, অথবা—

কোন ব্যক্তি যে কার্য্যে সম্মতি দেয়, তাহার ভাব ও ফলাফল যদি সেই ব্যক্তি মনের বিকৃতি প্রযুক্ত কি তাহার নেশা হওয়া প্রযুক্ত বুঝিতে না পারিয়া সম্মতি দেয়, কিম্বা বৃত্তান্তের পূর্ব্বাপর কথাতে অন্যরূপ ভাব বোধ না হইলে দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন ব্যক্তি যদি ঐ সম্মতি দিয়া থাকে, তবে সেই সম্মতি এই আইনের কোন ধারার ভাবমতের (অভিপ্রেত) সম্মতি নহে।

সম্মতি—স্বাধীন থাকিয়া সম্মতি দিলে গ্রাহ্য হইবে। সুতরাং একজন জমাদার গৃহের দ্বারে একটি চৌকিদারকে রাখিয়া কোন একটি স্ত্রীলোকের বাটিতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার সহিত

কুব্যবহার করে। প্রথমতঃ স্ত্রীলোকটি তাহার কু-অভিপ্রায় সাধনে স্বীকৃত হয় নাই। পরে জমাদার ও চৌবিদার দেখিয়া ও পলাইবার উপায় নাই বুঝিয়া সে সম্মত হয়। স্ত্রীলোকটি ভয়বশতঃ সম্মতি দেওয়ায় উহা এই আইনানুসারে সম্মতিই নহে। ১ উ. রি., ২৩।

প্রকৃত বৃত্তান্তের বিপরীত বুঝাইয়া সম্মতি প্রাপ্ত হইলে এবং ক্রিয়াকারীর ঐ ভ্রম জানিবার বিশেষ কারণ থাকিলে এ ধারামত তাহার নিস্তার নাই। সুতরাং যদি কোন হাতুড়িয়া ডাক্তার রোগীর নিকট তাহার বিদ্যা বুদ্ধির মিথ্যা পরিচয় দিয়া ও বড়াই করিয়া একটি ভয়াবহ অস্ত্র-চিকিৎসা করিবার সম্মতি গ্রহণ করে, সে সম্মতি কোন কার্য্যের নহে। কিন্তু সরলভাবে সে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অধিক মনে করিয়া যদি সম্মতি লয়, তাহা হইলে সে সম্মতি ফলকর হইবে। সুতরাং যদি কোন অনিপুণ ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সম্মতিক্রমে তাহাকে এরূপে খোজা (emasculation) করিয়া দেয় যে তদ্দণ্ডেই তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবে; অর্থাৎ, ঐ অনিপুণ ব্যক্তি আপন নৈপুণ্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সম্মতি গ্রহণ করায়, ৩০০ ধারায় ৫ম. বর্জ্জিত কথার বলে সে জ্ঞানকৃত বধের নিমিত্ত অপরাধী হইবে না। ৫ উ. রি., ৭। আরও ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৫৬৯ দেখ। আসামী সাপের মন্ত্র জানে এবং তাহার বিশ্বাস যে সে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করিতে পারে। সেই বিশ্বাসে সে কয়েক জন ব্যক্তিকে তাহাদিগের সম্মতি লইয়া তাহাদিগের নিকট সাপ ছাড়িয়া দেয় ও ঐ সাপ তাহাদিগকে দংশন করিলে তাহারা মরিয়া যায়। এস্থলে আসামী জ্ঞানকৃতবধের নিমিত্ত দায়ী না হইয়া ৩০০ ধারায় ৫ম. বর্জ্জিত কথার বলে কেবল নরহত্যা অপরাধের জন্য দায়ী হইবে। ১২ উ. রি., ৭।

রিপুপরবশ হইয়া সম্মতি দিলে সে সম্মতি গ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রমাণ—সম্মতি প্রাপ্তির প্রমাণ করিবার ভার যে ব্যক্তি সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে। উহা প্রমাণার্থ দেওয়ানী আদালতে যেরূপ প্রমাণের আবশ্যক, তাহাই দিতে হইবে। যেখানে ইহা প্রদর্শিত হয় যে অপরাধ করিবার পূর্ব্বে সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে যে পর্য্যন্ত ইহা সপ্রমাণ না হইবে যে ঐ সম্মতি পরে রহিত করা হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ঐ সম্মতি বলবৎ থাকা গণ্য করিতে হইবে। কোন একটি স্ত্রীলোক তাহার প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য তাহার স্বামীকে বারম্বার বলে। সে তাহা করিতে বরাবর অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। পরে একদিন যখন তাহার স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছিল, অর্থাৎ যখন সে সম্মতি দিতে অসমর্থ, সেই অবস্থায় সে তাহাকে হত্যা করে। হাইকোর্ট বলেন যে যখন আসামীর স্ত্রীর এতদিনের ইচ্ছার পরিবর্ত্তনের কোন কারণ আসামী দেখে নাই, তখন সে তাহার সম্মতিক্রমে হত্যা করিয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং সে জ্ঞানকৃতবধ অপরাধ করিয়াছে বলা যাইবে না, কেবল নরহত্যার নিমিত্ত ৩০৪ ধারামত দায়ী হইবে। ৬ উ. রি., ৫৭।

৯১ ধারা।—যে ব্যক্তি সম্মতি দেয়, কি যাহার পক্ষে সম্মতি দেওয়া যায়,

তাহার কোন ক্রিয়াতে অপকার হয়, কি হইবার অভিপ্রায় থাকে, কি হইবার সম্ভাবনা জানা যায়, এমন ক্রিয়া যদি অপকার না হইলেও অপরাধ হয়, তবে সেই ক্রিয়ার সহিত ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারার বিধি সম্পর্ক রাখে না।

উদাহরণ।

কোন স্ত্রীর (সরলভাবে প্রাণরক্ষার অভিপ্রায়ে কৃত না হইলে) গর্ভ্ভপাত করা অপরাধ হয়। অর্থাৎ, স্ত্রীর যে কোন অপকার হয় কিম্বা যে কোন অপকারের অভিপ্রায় থাকে, সে অপকার না হইলেও গর্ভ্ভপাতকরণ অপরাধ হয়; এই কারণে অপরাধ "সেই অপকার প্রযুক্ত" হয় না; এবং সেই গর্ভ্ভপাত করাইতে ঐ স্ত্রীর কি তাহার অভিভাবকের সম্মতি লইলেও ঐ ক্রিয়া নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

৯২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত কোন ক্রিয়া করিতে হয়, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া সেই ব্যক্তির নিজ সম্মতি প্রকাশ করা অসাধ্য হয়, কিম্বা যদি সেই ব্যক্তি সম্মতি দিতে না পারে, ও তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত যে সময়ের মধ্যে ঐ ক্রিয়া করা আবশ্যক সেই সময়ের মধ্যে যাহার সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে ঐ ব্যক্তির এমন কোন অভিভাবক কি আইনমতে যাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে এমন অন্য ব্যক্তি না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির সম্মতি বিনা তাহার মঙ্গলের জন্য সরলভাবে যে ক্রিয়া করা যায়, তাহাতে কোন অপকার হওয়া প্রযুক্ত অপরাধ হয় না। পরন্তু ইহাতে নিম্নের লিখিত কথা মানিতে হইবে:—

প্রথম।—প্রাণ নষ্ট করিবার মানস থাকিলে, কি প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিলে ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

দ্বিতীয়।—যে ক্রিয়াতে ক্রিয়াকারী প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানে, এমন ক্রিয়া কোন ব্যক্তির মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ, কিম্বা কোন গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা দূর করণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে করিলে তাহার উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

তৃতীয়।—মরণ কি পীড়া নিবারণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিবার কি পীড়া দিতে উদ্যোগ করিবার বিষয়ে এই বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

চতুর্থ।—যে অপরাধ করণের উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি না খাটে, সেই অপরাধের সহায়তার উপরেও এই বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

উদাহরণ।

(ক) যদু ঘোড়া হইতে পড়িয়া অচেতন হইয়া রহিয়াছে। আনন্দ নামে এক চিকিৎসক দেখে যে তাহার মাথার খুলি বিদ্ধ করা আবশ্যক। তাহাতে যদুকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে নহে, কিন্তু সরলভাবে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত চিকিৎসক যদুর বিবেচনাশক্তি হইবার পূর্ব্বে তাহার মাথার খুলি বিন্ধে। ইহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

(খ) যদুকে বাঘে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছে। আনন্দ জানে যে এমন সময়ে বাঘকে গুলি করিলে যদুর গায়ে লাগিতে পারে; তবু যদুকে মারিবার অভিপ্রায়ে নহে, ফলতঃ সরলভাবে যদুর মঙ্গল করিবার মানসে সে গুলি করে। ইহাতে আনন্দের গুলিতে যদুর সাঙ্ঘাতিক আঘাত হয়; তথাপি আনন্দের অপরাধ হয় না।

(গ) কোন বালকের অকস্মাৎ অত্যন্ত আঘাত হয়। চিকিৎসক তাহা দেখিয়া জানে যে তৎক্ষণাৎ বালকের অস্ত্র চিকিৎসা না করিলে বালক মরিবে। তাহার অধ্যক্ষের সম্মতি লইবার সময়াভাব। বালকও বিনয় করে, যে আমার অস্ত্র চিকিৎসা না হয়; তবু চিকিৎসক সরলভাবে বালকের মঙ্গলের জন্য তাহা করে। ইহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

(ঘ) উচ্চ এক কোটা বাড়ীতে অগ্নি লাগিয়াছে। তাহার উপরিভাগে আনন্দ ছোট এক বালককে লইয়া আছে। ঐ বাটীর নিম্নে লোকেরা একখানি কম্বল বিস্তারিত করিয়া ধরে। আনন্দ জানে, বালক ছাত হইতে পড়িলে মরিতে পারে; তাহার বালককে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে নহে, কিন্তু সরলভাবে বালকের মঙ্গলের মানসে আনন্দ তাহাকে কম্বলের উপর ফেলিয়া দেয়। ইহাতে যদি বালক পড়িয়া মরে, তথাপি আনন্দের অপরাধ হয় না।

অর্থের কথা।—৮৮, ৮৯ ও ৯২ ধারাতে "মঙ্গল" (benefit) এই যে শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাতে শুদ্ধ ধনঘটিত মঙ্গল বুঝাইবে না।

অর্থ—মনে কর, কোন ব্যক্তির রক্তের উষ্ণতাধিক্যবশতঃ হঠাৎ মূর্চ্ছা হইল। রক্ত মোক্ষণ ব্যতীত তাহার প্রাণ রক্ষার অন্য উপায় নাই। মূর্চ্ছিতাবস্থায় সে এ সম্বন্ধে নিজের সম্মতি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ডাক্তার তাহার রক্ত মোক্ষণ করাইবার জন্য তাহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিল। এতদ্দ্বারা ডাক্তারের কোন অপরাধ করা হইল না। আরও মনে কর, একটি ঘরে আগুন লাগিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সদ্যজাত শিশু আছে। কোন ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শিশুকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। যখন ফেলিয়া দেয়, তখন তাহার এরূপ একটু আশা ছিল যে, যে স্থানে শিশু নিক্ষিপ্ত হইবে, তথায় পড়িলে তাহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু ইহাও তাহার মনে হইয়াছিল, যে সম্ভবতঃ শিশু নিক্ষিপ্ত হইলে অঙ্গচূর্ণ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে। এমন অবস্থায় সে ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারে না।

৮৯ ধারায় বিপন্নগণের প্রকৃত কর্ত্তৃপক্ষকে যে রূপ অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, উপরোক্ত

দুই ব্যক্তিকে ঐ বিপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ গণ্য করিয়া সেইরূপ অব্যাহতি দেওয়া হইল।

৯৩ ধারা।—সরলভাবে কোন ব্যক্তির হিতের নিমিত্ত তাহাকে কোন কথা জ্ঞাত করা গেলে, তাহাতে সেই ব্যক্তির কোন অপকার হইলেও সেই কথা জ্ঞাত (করাইবার) কারণ অপকার হয় না।

উদাহরণ।

কোন ব্যক্তির সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসক সরলভাবে তাহাকে বলেন যে বুঝি তুমি রক্ষা পাইতে পারিবে না। তাহাতে পীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত ত্রাস পাইয়া প্রাণত্যাগ করে। চিকিৎসক জানিত, যে এই কথা জানাইলে এই ব্যক্তির মরণ হইতে পারে। তথাপি তাহাতে চিকিৎসকের অপরাধ হয় না।

৯৪ ধারা।—যদি ভয় দেখাইয়া কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন কর্ম্ম করান যায়, আর সেই ব্যক্তি যে সময়ে ঐ কর্ম্ম করিতেছে, সেই সময়ে ঐ ভয়ের কথা শুনিয়া যদি যুক্তিমতে বুঝে যে এই কর্ম্ম না করিলে তাহার (তৎক্ষণাৎ) প্রাণ নষ্ট হইবে, তবে তাহার সেই কর্ম্ম করণের অপরাধ হয় না। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই কর্ম্মকারী ব্যক্তি উক্ত যে আশঙ্কিত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় আপন ইচ্ছামতে পতিত হয় নাই, আর তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হওয়া অপেক্ষা তাহার লঘু ক্ষতি হইবার আশঙ্কা যুক্তিমতে না থাকে। পরন্তু বধ করণের ও রাজবিদ্রোহিতা-রূপ যে যে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার সহিত এই বিধি সম্পর্ক রাখিবে না।

১ অর্থের কথা। যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা মারি খাইবার ভয়ে ডাকাইতদিগের রীতি চরিত্র জানিয়া তাহাদের দলভুক্ত হয়, তবে আইনমতে যাহা অপরাধ হয় এমত কোন কর্ম্ম "আমার সঙ্গী লোকেরা জোর করিয়া আমার দ্বারা করাইয়াছিল" বলিলে সেই ব্যক্তি এই বর্জ্জিত বিধিমতে উপকার পাইতে পারিবে না।

২ অর্থের কথা। ডাকাইতদিগের দল যদি কোন এক ব্যক্তিকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে বলিয়া তাহাকে আইনমতে যে কর্ম্ম অপরাধ হয় এমন কর্ম্ম বলপূর্ব্বক করায়, তবে সেই ব্যক্তি এই বিধিমতে উপকার পাইতে পারিবে। যথা—ডাকাইতেরা কোন ঘরে প্রবেশ করিয়া লুঠ করিতে চাহিয়া একজন কামারকে

ধরিয়া তাহার দ্বারা হাতিয়ার দিয়া বলপূর্ব্বক দ্বার খুলাইয়া লয়; তাহাতে সেই কামার এই বর্জ্জনীয় বিধিমতে রক্ষা পাইতে পারে।

অর্থ—তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্টের আশঙ্কা হইলেই, অর্থাৎ অপর কোন প্রকার আঘাতের আশঙ্কা হইলে নহে—এ ধারা খাটিবে। ২২ উ. রি., ৩। এই ধারার উপর ভিন্ন ভিন্ন নজির দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তিকে পুলিষ ইনস্পেক্টর ভয় প্রদর্শন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করে। পুলিষ ইনস্পেক্টর যে ভয় দেখাইয়াছিল, তাহাতে আসামীর তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ ঘটিবার কোন আশঙ্কা ছিল না। সুতরাং এ ধারামতে আসামী অব্যাহতি পাইল না। ২ উ. রি., ১০। ইহার পর যে সকল নজির হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এক জন আসামী পুলিষের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলিয়া প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয় যে আসামীকে পুলিষ পদাঘাত করে এবং তাহার প্রতি তদপেক্ষা কুৎসিৎ ব্যবহারও করা যাইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। উৎপীড়নের জ্বালায় মিথ্যা কথা বলিয়াছে বলিয়া আসামী অব্যাহতি পায়। ৩ উ. রি., ৬। কিন্তু অপর একটি মোকদ্দমায় ঐরূপ অবস্থায় আসামীকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। ১০ উ. রি., ৪৮। সেইরূপ, ট্যাক্স বৃদ্ধির ভয়ে সরকারি লোকদের ঘুষ দিলে আসামী এ ধারামতে অব্যাহতি পাইবে না। ১৪ ই. ল. রি., বো., ১১৫। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট এই নজিরটি অনুসরণ করিয়াছেন। ২৬ ই. ল. রি., মা., ১। অপরাধ করিবার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বামী স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক অপরাধ করাইলে কিরূপ হইবে, তাহার কোন বিধান এ আইনে নাই। ইংরাজী আইনে আছে। বোধ হয়, স্বতন্ত্র বিধানের প্রয়োজন নাই বলিয়া কোন বিশেষ বিধান করা হয় নাই।

৯৫ ধারা।—কোন ক্রিয়াতে যদি অপকার হয়, কি অপকার করিবার অভিপ্রায় থাকে, কি অপকার হইবার সম্ভাবনা জানা যায়, অথচ ঐ অপকার এমন সামান্য যে সাধারণ বুদ্ধির কি স্বভাবের ব্যক্তি তাহার আদ্দাস (তজ্জন্য অভিযোগ) করিত না, তবে সেই অপকার প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়াতে অপরাধ হয় না।

অর্থ—এ আইনের ব্যাখ্যানুসারে অপরের দোয়াত হইতে এক কলম কালি লইলে চুরী করা হয়; অপরের এক খানি চিঠি মুড়িবার খাম নষ্ট করিলে অপকার করা হয়। ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার সময় যদি কাহারও অঙ্গে একটু ধুলি লাগে, তাহা হইলেও অপরাধ করা হয়, ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্রিয়াগুলি এই আইনের "অপরাধ" শব্দের ভিতর পড়িতেছে, অথচ এ প্রকার অপরাধ দণ্ডনীয় হইলে লোকের নিস্তার নাই। সেই নিমিত্ত এই ধারার সৃষ্টি করা হইয়াছে। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ৪৯০। গবর্ণমেণ্টের খাষ পতিত ভূমিতে দুই চারিটি শুষ্ক মটরশুটি তুলিয়া লইলে, এই ধারামতে কোন অপরাধ কৃত হইল না। ৫ বো. রি., ৩৫। কিন্তু বুকে এক ঘা ছাতি মারিলে তাহাতে অল্প বেদনা হইয়া থাকিলেও আসামী এ ধারার ফল পায় নাই। ২৪ উ. রি.,

৬৭। খ একখানি কাগজে ক তাহার নিকট হইতে এত টাকা পাইবে লিখিয়া নিজের নাম সহি করিয়া ক'কে দেয়। কাগজে কোন ষ্ট্যাম্প বসান হয় নাই। পরে ক ঐ কাগজ খ'কে দেখাইয়া টাকা চাহিলে উভয়ে ঝগড়া করিয়া খ কাগজ খানি ছিড়িয়া ফেলে এস্থলে খ এ ধারার ফল পায় নাই। ১২ ই. ল. রি., মা., ১৪৮।

আত্মরক্ষার অধিকার।

৯৬ ধারা।—আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে কোন ক্রিয়া করা যায় তাহা অপরাধ হয় না।

প্রমাণ—৭৬ ধারার টীকায় বলা হইয়াছে যে ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০৫ ধারামতে বর্জ্জিত কথা প্রমাণ করিবার ভার আসামীর উপর। কেহ কেহ মনে করেন যে আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে হইলে, আসামীকে আপন জবাবে মোকদ্দমার ঘটনা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষার্থ তৎকর্ত্তৃক উহা কৃত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। এরূপ না বলিলে সে ৯৬ ধারার ফল পাইবার উপযুক্ত নহে। ১ কলি. রি., ৬২; ২১ ই. ল. রি., এলা., ১২২। কিন্তু এ মতটি ভ্রমমূলক। যদি ফরিয়াদীর নিজের ও তাহার সাক্ষীগণের মুখ হইতে এরূপ অবস্থা প্রকাশ পায় যে আসামী আত্মরক্ষার অধিকারে কার্য্য করিয়াছে, তাহা হইলে আসামী ঐ কার্য্যটি অস্বীকার করিলেও বা অপর কোন রকম জবাব দিলেও, সে অব্যাহতি পাইবে। ১১ কলি. রি., ২৩২। ১৬ ই. ল. রি., কলি., ২০৬।

৯৭ ধারা।—৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিম্নলিখিত বিষয় রক্ষা করিবার অধিকার আছে ঃ—

প্রথম। যাহাতে মনুষ্যের শরীরের হানি হয় এমন কোন অপরাধ হওয়াতে (থেকে) যে কেহ আপন শরীর ও অন্য কোন ব্যক্তির শরীর রক্ষা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয়। চৌর্য্য, কি দস্যুতা, কি অপক্রিয়া, কি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ—এই এই নামে যে অপরাধ হয়, কিম্বা চৌর্য্য, কি দস্যুতা কি অপক্রিয়া কি অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার উদ্যোগ বলিয়া যে অপরাধ হয় তাহা হইতে (যে) কেহ অপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে।

অর্থ—আত্মরক্ষার অধিকার কেবল রক্ষার নিমিত্ত প্রদত্ত হইল। যদি কেহ কাহারও উপর আক্রমণ বা অত্যাচার করে এবং সেই আক্রমণ বা অত্যাচার আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আবশ্যক বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ৯৬ ধারার আশ্রয় পাইবে না। সুতরাং আসামী এই ধারার আশ্রয় লইয়া জবাব দিলে সে জবাব আশু খণ্ডনীয়। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৯ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তির সমক্ষে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ সকল কৃত হইলে সে ব্যক্তি অপরাধীকে রুদ্ধ করিতে পারে। যদি রুদ্ধ করিবার যথাবিধি চেষ্টার সময় অপরাধী ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হয়, তাহা হইলে ৭৯ ধারার বলে প্রাণহন্তা দণ্ডভাগী হইবে না। কিন্তু কেবল ৯৬ ধারার আশ্রয় লইয়া জবাব দিলে তাহার নিস্তার পাওয়া দুরূহ। ৯৯—১০০ ধারার টীকা দেখ।

৯৮ ধারা।—যে ক্রিয়া কোন বিশেষ অপরাধ হয়, সেই ক্রিয়াকারী ব্যক্তির বাল্যাবস্থা, কি বুদ্ধির অপক্কতা, কি মনের বিকৃতি, কি তাহার নেশা হওয়াতে কি বুঝিবার কোন ভ্রমেতে যদি সেই (ক্রিয়া) অপরাধ না হয়, তবে সেই ক্রিয়াতে সেই অপরাধ হইলে লোকদিগের আত্মরক্ষার যে অধিকার থাকে সেই অপরাধ না হইলেও তাহাদিগের সেই অধিকার থাকিবে।

উদাহরণ।

(ক) যদু ক্ষিপ্ত হইয়া আনন্দকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। যদুর কোন অপরাধ নাই। কিন্তু সে ক্ষিপ্ত না হইলে আনন্দ আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যাহা করিতে পারিত, যদু ক্ষিপ্ত হইলেও আনন্দ তাহা করিতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ন্যায্যমতে যে বাটীতে যাইতে পারে, এমন বাটীতে রাত্রিতে প্রবেশ করে; কিন্তু যদু তাহাকে পরগৃহে দোষভাবে প্রবেশকারী চোর সরলভাবে জানিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। এই স্থলে যদু বুঝিবার ভ্রমে আনন্দের প্রতি আক্রমণ করাতে তাহার অপরাধ হয় না। কিন্তু যদুর ভ্রম না হইলে আনন্দ আত্মরক্ষার নিমিত্ত যাহা করিতে পারিত, তাহাই করিতে পারিবে।

৯৯ ধারা।—প্রথম; রাজকীয় কোন কার্য্যকারক যদি সরলভাবে আপন পদের শক্তিতে কোন কর্ম্ম করেন, কি করিবার উদ্যোগ করেন ও তাহাতে যদি কোন ব্যক্তির প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে না হয়, তবে সেই কর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষার অধিকার নাই। যদিও সেই কার্য্য-কারকের সেই কর্ম্ম আইনমতে নিতান্ত ন্যায্য না হয়, তথাপি সেই অধিকার থাকে না।

দ্বিতীয় ;—যদি রাজকীয় কার্য্যকারক সরলভাবে আপন পদের শক্তিতে কোন কর্ম্ম করিতে কাহাকেও আজ্ঞা করেন, তবে সেই আজ্ঞামতে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, কি করিবার উদ্যোগ হয়, তাহাতে যদি প্রাণহানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে না হয়, তবে সেই কর্ম্ম নিবারণের জন্য আত্মরক্ষার অধিকার নাই যদিও সেই আজ্ঞা আইনমতে নিতান্ত ন্যায্য না হয়, তথাপি সেই অধিকার থাকে না।

তৃতীয় ;—যে স্থলে রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের (public authorities) আশ্রয় লইবার অবকাশ থাকে, এমন স্থলে আত্মরক্ষার অধিকার থাকে না।

চতুর্থ ;—আত্মরক্ষার জন্য যত অপকার (হানি) করা আবশ্যক তাহার অধিক অপকার আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কোন স্থলে করা যাইতে পারে না।

১ অর্থের কথা। রাজকীয় কার্য্যকারক যখন স্বীয় পদোপলক্ষে কোন ক্রিয়া করেন, কি করিবার উদ্যোগ করেন, তখন সেই কর্ম্মকারী ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক ইহা যদি কোন ব্যক্তি না জানে, কি তাহার এমন বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে, তবে তাহার ঐ ক্রিয়ার বিপক্ষে আত্মরক্ষার অধিকার লোপ হয় না।

২ অর্থের কথা। রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞামতে যখন কোন ক্রিয়া করা যায়, কি করিবার উদ্যোগ হয়, তখন যিনি ঐ ক্রিয়া করিতেছেন তিনি সেই আজ্ঞা-মতে কর্ম্ম করিতেছেন ইহা যদি কোন ব্যক্তি না জানে, কিম্বা তাহার তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে, অথবা যে ক্ষমতামতে ঐ ক্রিয়া করিতেছেন ইহা যদি ঐ কার্য্যকারক (ক্রিয়াকারী) প্রকাশ না করেন, কিম্বা সেই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপত্র তাহাকে লিখিয়া দেওয়া গেলে যদি সেই ক্ষমতাপত্র দেখিতে চাহিলে না দেখান, তবে তাহার সেই ক্রিয়ার বিপক্ষে ঐ ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার লোপ হয় না।

প্রথম কল্প—১ অর্থের কথা দেখ। আসামীর ঐ জ্ঞান বা বিশ্বাস ছিল কি না তাহা অবস্থানুসারে স্থির করা আদালতের কর্ত্তব্য। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক যদি সরলভাবে আপন পদের শক্তিতে (color of his office) কোন কার্য্য করেন, তবে সে কার্য্য নিবারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষার অধিকার নাই। পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা আছে। যদি তাহারা সরলভাবে পুলিষের কর্ম্ম করিতে গিয়া কোন ব্যক্তিকে রুদ্ধ করে, তাহা হইলে ঐ অবরোধ আইনবিরুদ্ধ হইলেও শেষোক্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার নাই। কিন্তু

যদি কোন পুলিষ অফিসর দ্বেষপরবশ হইয়া অথবা আপন পদের শক্তিতে কার্য্য না করিয়া কোন ব্যক্তিকে রুদ্ধ করে, অথবা সরলভাবে অবরুদ্ধ করিয়া পরে দ্বেষপরবশ হইয়া নিজ ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত অসহনীয় কোন প্রকার কার্য্য করে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্য নিবারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষার অধিকার আছে। যথা,—এক ব্যক্তি সরলভাবে কোন পুলিষ-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইলে পর, পুলিষ আইনমতে তাহার উপর যেরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই ব্যবহার দ্বারা অপমানিত হইবে মনে করিয়া তাহা নিবারণ করিতে গিয়া সে পুলিষ অফিসরের প্রাণনষ্ট করিল। এস্থলে তৎকর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত বধরূপ অপরাধ কৃত হইল। যদি পুলিষ অফিসর সরলভাবে কর্ম্ম করিতে গিয়া তাহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া এমন কোন অপ্রিয় কার্য্য করে যদ্দ্বারা ধৃত ব্যক্তির হঠাৎ রাগ হইতে পারে, এবং সে ঐ রাগের সময় পুলিষ অফিসরের প্রাণনষ্ট করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নরহত্যাপরাধে অপরাধী হইবে। এবং যদি উক্ত পুলিষ অফিসর সরলভাবে অথবা নিজের পদের শক্তিক্রমে কার্য্য না করিয়া এমন কোন কার্য্য করে যাহা নিবারণ করিবার জন্য ধৃত ব্যক্তির তাহার প্রাণনষ্ট করিবার অধিকার আছে, তাহা হইলে ধৃত ব্যক্তি তাহার প্রাণনষ্ট করিলে আদৌ অপরাধী হইবে না।

কোন রাজকীয় কার্য্যকারক পরওয়ানা লইয়া কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিতে গেলে সে ব্যক্তি তাহার প্রাণনষ্ট করিল। যদি পরওয়ানাখানি আইনমত প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরাজী আইনানুসারে শেষোক্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনে তাহার ঐ অধিকার নাই। সুতরাং তল্লাসি ওয়ারেণ্টের অপেক্ষা না করিয়া যদি কোন পুলিষ কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির গৃহ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলেও আত্মরক্ষার অধিকারবলে শেষোক্ত ব্যক্তি তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে পুলিষ সরলভাবে কার্য্য করিতেছে না, সে স্থলে সে আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে পারে। ৭. বো. রি., ৫০। ঐ রিপোর্টের ৮৩ পৃষ্ঠায় আর একটি নজির আছে, যাহা পাঠ করিলে সহসা এই নজিরটির বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ মোকদ্দমায় জজেরা ৯৯ ধারা আদৌ দেখেন নাই; তাঁহারা কেবল ইংরাজী আইনের নজিরের উল্লেখ করিয়া বলেন যে যদি কোন পুলিষ কর্ম্মচারী চোরাই মাল অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কাহারও বাটীতে প্রবেশ করে এবং যদি সেই গৃহে প্রকৃত পক্ষে ঐ মাল না থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী পুলিষকে বলপূর্ব্বক হাঁকাইয়া দিয়া আপন বাটী হইতে কোন সম্পত্তি লইয়া যাইতে না দিলে, তৎকর্ত্তৃক এই আইনের ১৮৩ বা ১৮৬ ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইল এরূপ বলা যাইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইংরাজী আইন ও ভারতবর্ষীয় আইন উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। বোধ হয় যদি আদালতের সমক্ষে ৯৯ ধারা পঠিত হইত, তাহা হইলে জজেরা ৭ বো. রি., ৫০ নজিরটি অনুসরণ করিতেন। ইহার সহিত ৮ ই. ল. রি., এলা., ২৯৩; ১৮ ঐ., ঐ., ২৪৬;

১৯ ঐ., মা., ৩৪৯; ২৭ ঐ., এলা., ৪৯১ দেখা আবশ্যক। তবে যদি কার্য্যটি "নিতান্ত ন্যায্য" না হইয়া "এক বারে" বে-আইনি হয়,—অর্থাৎ মনে কর, কলেক্টর আমার এক খণ্ড জমি জরিপ করিবার নিমিত্ত কোন পিয়াদা পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ জমি জরিপ করিবার হুকুম দিবার কলেক্টরের আদৌ অধিকার নাই,—এরূপস্থলে ঐ পিয়াদা জরিপ করিতে গেলে, আমি তাহার বিরুদ্ধে আমার নিজ সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে তাহাকে হাঁকাইয়া দিতে ক্ষমতাবান হইব। ১৩ ই. ল. রি., বো., ১৬৮। আর একটি উদাহরণ—মনে কর, পুলিষ কোন মোকদ্দমা তদন্ত করিতেছে; সেই তদন্তে কোন ব্যক্তির এজাহার গ্রহণ করা আবশ্যক, কিন্তু পুলিষ তাহাকে কোন প্রকারেই হাজির করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটকে রিপোর্ট করিলে মাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দিলেন। যতক্ষণ কোন মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান বা প্রেরিত না হয়, ততক্ষণ মাজিষ্ট্রেটের কোন সাক্ষীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দিবার আদৌ অধিকার নাই। এরূপ স্থলে ৯৯ ধারা কার্য্যকর হইবে না। ২৪ ই. ল. রি., কলি., ৩২০। সেইরূপ যদি কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী যে কার্য্যোপলক্ষে কাহারও গৃহ তল্লাসি করিবার আদৌ অধিকার নাই এমন কার্য্যোপলক্ষে গৃহ তল্লাসি করে, তাহা হইলে গৃহস্বামী তাহাকে হাঁকাইয়া দিতে ক্ষমতাবান। ২১ ঐ., কলি., ৩২৪। ইহার সহিত ২১ ঐ., মা., ৭৮, ২৯৬; ২৫ ঐ., মা., ৭২৯; ২৭ ঐ., মা., ৫২, ও ১৮৩—১৮৬ ও ৩৫৩ ধারার টীকা দেখ।

দ্বিতীয় ক্লজ—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪২ ধারামতে প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐ ধারার লিখিত কতকগুলি কার্য্যে পুলিষের বা মাজিষ্ট্রেটের সাহায্য করিতে বাধ্য।

তৃতীয় ক্লজ—যে স্থলে রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের আশ্রয় লইতে পারা যায়, তাহা না লইয়া যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং বলপূর্ব্বক নিজের কোন স্বত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা পায়, সে আত্মরক্ষার অধিকার পাইবার যোগ্য নহে। সুতরাং যদি কোন পল্লীর লোকে কোন জল যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দেয়; এবং তদ্দ্বারা যদি নিকটবর্ত্তী অপর এক পল্লীর লোকদিগের অসুবিধা হয়, এবং তজ্জন্য তাহারা লাঠি লইয়া সজ্জিত হইয়া আসিয়া ঐ পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা পায়; এবং যদি উভয় পক্ষের মধ্যে একটি হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কোন পক্ষই আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে পারে না। শেষোক্ত লোকেরা রাজকীয় কার্য্যকারকদের আশ্রয় না লইয়া বলপূর্ব্বক উক্ত পথ খোলা রাখিবার চেষ্টা করিল, এবং অপর পক্ষের লোকেরা অন্যায়পূর্ব্বক ঐ পথটি বন্ধ করিয়া দিয়া বিপক্ষগণ তাহা খুলিয়া দিতে আসিলে তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিল। সুতরাং উভয় পক্ষই আত্মরক্ষার অধিকারে বঞ্চিত হইল। ৭ উ. রি., ১০৩; ১৪ উ. রি., ৭৪। কোন একটি নীল-কুঠির কতকগুলি ভৃত্য অস্ত্রাদি লইয়া সজ্জিত হইয়া জীবন নামক এক ব্যক্তির জমিতে নীল চাষ করিতে যাওয়ায় তত্রস্থ লোকেরা একত্র হইয়া উহাদিগের অভিপ্রায় যাহাতে সিদ্ধ না হয়, এমন চেষ্টা করে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি হাঙ্গামা হয়। সেই মোকদ্দমার বিচার-কালে জজ গ্লোভর সাহেব বলেন, "এস্থলে কোন পক্ষই আত্মরক্ষার অধিকারী হইতেছে না।

উভয়পক্ষই জানিত যে কি ঘটিতে পারে ; কারণ, উভয় পক্ষই প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছিল। যুক্তি অনুসারে জীবনের জমিতে নীল চাষ করিবার স্বত্ব নীলকুঠিওয়ালাদের থাকিলেও, তাহারা যখন বলপূর্ব্বক চষিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন তাহারা আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে। নিকটস্থ পুলিষষ্টেষণে গিয়া তাহারা এবিষয় জানাইতে পারিত, কিম্বা দেওয়ানী আদালতে জীবনের নামে চুক্তিভঙ্গের নালিশ করিয়া নিজের ক্ষতি পূরণ করিতেও পারিত।" সারকথা, উভয় পক্ষ নিজ নিজ স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইয়া লাঠিশোটা লইয়া হাঙ্গামা করিলে, কোন পক্ষই আত্মরক্ষার অধিকারী নহে। আর এরূপ অবস্থায় কোন্ পক্ষ প্রথমে আক্রমণ করিল, তাহাও দেখিবার আবশ্যক নাই। ২০ ই. ল. রি., এলা., ৪৫৯। আরও ৯ ঐ., কলি., ৬৩৯ ও ২৪ ঐ., এলা., ১৪৩, ২৯৮ দেখ।

চতুর্থ ক্লজ—আত্মরক্ষার নিমিত্ত কত পরিমাণ বলপ্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার নির্ণয় অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে। ১০০ ও ১০১, আর ১০৩ ও ১০৪ ধারা দেখ। আত্ম-রক্ষার অধিকারের আশ্রয় লইয়া আসামীকে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে :—(১) আসামীর উপর যে প্রকারে আক্রমণ করা হইয়াছে তন্নিবারণার্থ বলপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল ; (২) যতটুকু বলপ্রকাশ করা আবশ্যক তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে ; (৩) আক্রমণকারী আক্রমণ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, কিম্বা সে এমন কি কি কর্ম্ম করিয়াছিল বা করিবার ভাব দেখাইয়াছিল যাহার দ্বারা তাহার মন্দ অভিপ্রায় প্রতীত হইল ; অর্থাৎ, ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে যে যদি আসামী কোন প্রকার বল প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে তাহার উপর অত্যাচার বা আঘাত নিশ্চয়ই হইত। ২ উ. রি., ৫৯। ৭ উ. রি., ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "যদি কোন ব্যক্তি অপর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সঙ্গতরূপ বলপ্রকাশ দ্বারা আক্রমণকারীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার অধিকার তাহার আছে।" মনে কর, গুরুচরণ নামক কোন ব্যক্তির এক বিঘা জমি আছে। সে ফাল্গুন মাসে উহাতে চাষ করিল। বিপক্ষেরা বলপূর্ব্বক সেই জমিতে তদুপরিস্থ ফসল কাটিতে আরম্ভ করে। গুরুচরণ আসিয়া মোজাহেম হইলে বিপক্ষ দলাধিপতি আপন পক্ষের লাঠিয়াল সমূহকে গুরুচরণকে মারিতে হুকুম দেন। গুরুচরণ তন্নিবারণার্থ নিকটস্থ একটি মাচান ভাঙ্গিয়া একখান বাঁশ লইয়া বিপক্ষ যাহাতে ফসল নষ্ট করিতে না পারে এমন চেষ্টা পাইলে একটি হাঙ্গামা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে তাহার বিপক্ষ দলের দুই জন জখম হয়। ইহাতে গুরুচরণ নিরপরাধী সাব্যস্ত হয়। ১৪ উ. রি., ৪০। ইহার সহিত ৭৯ ধারায় ২৩ উ. বি., ৪০ পৃষ্ঠার যে নজিরটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দেখ।

এলিসন সাহেব বলেন, আক্রমণের হস্ত হইতে যথোচিত বলপ্রকাশ করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অধিকার সকলেরই আছে সত্য, কিন্তু সেই বলপ্রকাশ করিবার সময় তাহার এরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে নিজেই যেন আক্রমণকারীর স্থানীয় হইয়া না উঠে। যথোচিত বলপ্রকাশ দ্বারা আক্রমণকারীকে পরাস্ত করিবার, অর্থাৎ আর সে আক্রমণ করিতে না পারে তাহাকে এমন

অবস্থায় আনয়ন করিবার পর যদি আক্রান্ত ব্যক্তি নিরস্ত না হইয়া তাহার উপর আরও লাঠিদ্বারা বা অন্যরূপে প্রহার করে, তাহা হইলে আত্মরক্ষণ আক্রমণে পরিণত হইল এবং প্রথমাক্রান্ত ব্যক্তি এইরূপ অকারণ প্রহার করার জন্য দণ্ড পাইবার যোগ্য। ক এবং খ গ'র গৃহে সিঁধ দিতেছে জানিতে পারিয়া, গ একগাছি ছড়ি হাতে করিয়া যথায় সিঁধ কাটা হইতেছে তথায় উপস্থিত হইল। গ'কে দেখিয়া ক পলায়ন করিল, কিন্তু খ না পলাইয়া গ'কে আক্রমণ করিল। গ তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত খ'কে এক ঘা ছড়ি মারিল ও তাহাতেই খ'র মৃত্যু হইল। এ স্থলে গ কেবল একবার মাত্র খ'র অঙ্গে ছড়ির আঘাত করিয়াছিল বলিয়া তাহার কর্ত্তৃক অনুচিত বলপ্রকাশ করা হইল না। সুতরাং গ খালাস পাইল। ২ উ. রি., ৪৩। সেইরূপ কোন ব্যক্তি তাহার ঘরে সিঁধ কাটিয়া চোর প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া চোরকে ধৃত করে এবং ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য তাহার মুখ মাটিতে চাপিয়া ধরে। ইহাতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া চোরের প্রাণনষ্ট হয়। উক্ত ব্যক্তি অপরাধী নহে। ৩ উ. রি., ১২। আরও ১৭ বৎসর বয়স্ক এক বালকের হস্তে এক গাছি যষ্টি ছিল। ঐ যষ্টিগাছটি লৌহদ্বারা মোড়া বা তাহাতে লোহার ফলা লাগান ছিল না। ঐ বালক একটি চোরকে তাহার নিজের দ্রব্যাদি চুরি করিতে দেখিয়া সেই যষ্টি আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলে। এ স্থলে যখন চোরের প্রাণবধ করা বালকের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা ছিল না, তখন সে আত্মরক্ষার অধিকারী স্থির হইল। ১২ উ, রি., ১৫। কিন্তু যদি একজন চোরকে ধরিতে অনেক লোক যায়, অথবা এমন কোন কারণ হয় যাহাতে চোরকে অনায়াসে ধরা যাইতে পারিত, এরূপ স্থলে কোন ব্যক্তি যদি চোর ধৃত করিতে গিয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার আত্মরক্ষার অধিকার নাই। ৭ উ. রি., ৪। অথবা অনেক লোকে একজন চোরকে সিঁধ দিতে দেখিয়া তাহাকে ধৃতকে করে, পরে সে ধৃত হইলে তাহার অসহায় অবস্থায় তাহার গলায় কাপড় বাঁধিয়া এরূপ টানাটানি করে যে তাহাতেই তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। এরূপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিগণের আত্মরক্ষার অধিকার নাই। ১৪ উ. রি., ৬৮। আরও ৩ উ. রি., ২২ দেখ। সেইরূপ অনধিকার-প্রবেশ নিবারণ করিতে গিয়া অকারণ খুন করিলে আত্মরক্ষার অধিকার থাকিতে পারে না। ১৪ উ. রি., ৭৫। খ'র স্ত্রীর সহিত কুব্যবহার করিবার জন্য ক রাত্রিকালে খ'র গৃহে প্রবেশ করিলে, খ ও গ একত্র যাইয়া ক'কে বিলক্ষণ প্রহার করে। তজ্জন্য খ ও গ অপরাধী হইবে না; কিন্তু ক'কে খুন করিলে তাহারা অব্যাহতি পাইতে পারে না। ১০ উ. রি., ৩৬। আরও, এক জন অতি বৃদ্ধ দুর্ব্বল স্ত্রীলোক রাত্রিতে চুরি করিতেছে দেখিয়া কোন ব্যক্তি তাহাকে মারিয়া ফেলে। সে আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে পারে না। ৫ উ. রি., ৩৩। আর একটি উদাহরণ—ক'কে খ'র জমির উপর দিয়া যাইতে দেখিয়া খ'র ভৃত্যেরা তাহাকে ধৃত করিয়া এক রাত্রি কয়েদ রাখে। রাত্রি অবসানে খ পুলিষে সংবাদ দেয়। এস্থলে খ এবং তাহার ভৃত্যেরা আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে পারে না। ১৩ উ. রি., ৬৪।

আরও মনে কর, কোন ব্যক্তি রাত্রিতে তাহার বাটীতে চোর আসিয়াছে দেখিয়া চোরকে ধৃত করিতে গিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার প্রাণনষ্ট করিবার জন্য তাহাকে একখানি কোদালি ফেলিয়া মারে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ঐ ব্যক্তি জবাব দেয় যে চোর না পলাইতে পারে এজন্য সে তাহার উপর ঐরূপ আঘাত করিয়াছিল। এস্থলে সে আত্মরক্ষার অধিকারী হইতেছে না। ৫ উ. রি., ৭৩। আরও কয়েকটি মোকদ্দমার উল্লেখ করা আবশ্যক। যথা :—এক ব্যক্তি চোরকে পলাইতে দেখিয়া তাহার পলায়ন বন্ধ করিবার নিমিত্ত একখানি কুঠার দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার প্রাণনষ্ট করিলে সে আত্মরক্ষার অধিকার পাইবে না। ১৬ উ. রি., ৫০। এক ব্যক্তি আসামীর নিকট হইতে একখানি কোদালি লইবার চেষ্টা পায়। আসামী দিতে অসম্মত হইয়া সেই কোদালি দ্বারা তাহাকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়। এখানে আসামী আত্মরক্ষার অধিকার পাইল না। ৩ উ. রি., ৮৯। দুই ব্যক্তি কোন জমি চাষ করিতেছে। অপর দুই ব্যক্তি ঐ জমি তাহাদিগের নিজের মনে করিয়া বড় ঘা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাহারা চাষ করিতেছিল তাহাদিগকে আক্রমণ করে। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির হস্তে লাঠি বা অন্য অস্ত্র ছিল না। তথাপি আক্রমণকারীরা তাহাদিগের প্রাণনষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হইল না। সুতরাং তাহারা আত্মরক্ষার অধিকারী হইল না। ৮ উ. রি., ২৯।

কেহ কেহ বলেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কার্য্য করায় অপর ব্যক্তি তজ্জন্য তাহাকে আক্রমণ করিলে ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার নাই। কারণ, যে বিপদ নিবারণ করিবার নিমিত্ত সে আত্মরক্ষার অধিকার চাহে সে বিপদ সে নিজেই টানিয়া আনিল। মনে কর, কতকগুলি ব্যক্তি অন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কা করিয়া (যাহারা তাহাদিগের ভয়ের কারণ) তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইল। পরে হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা আত্মরক্ষার অধিকার চাহে। কিন্তু তাহারা নিজে হাঙ্গামাটি ঘটাইয়াছিল বলিয়া আত্মরক্ষার ফল পায় নাই। ১৮৬৪ সালে একটি মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পূর্ব্বে তৃতীয় ক্লজে যে সমস্ত নজির দেওয়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রতীত হইবে যে উভয় পক্ষ কৃতসংকল্প হইয়া হাঙ্গামা করায় কোন পক্ষই আত্মরক্ষার আশ্রয় পাইবার অধিকারী নহে, ইহাই ঐ সিদ্ধান্তের প্রকৃত কারণ। আরও মনে কর, কয়েক ব্যক্তি অপর কয়েক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে শেষোক্ত ব্যক্তিরা প্রথমতঃ আক্রমণ নিবারণ করিবার কোন চেষ্টা না পাইয়া নির্ব্বিবাদে অপর পক্ষের প্রহার সহ্য করে। পরে তাহারা বাটী যাইয়া প্রাণনাশক অস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যে পক্ষ কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে। এস্থলে প্রশ্ন উঠে, তাহারা আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে পারে কি না? প্রথম আক্রমণের সময় তাহারা অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকারী ছিল, কিন্তু পরে বাটি যাইয়া অস্ত্রাদি লইয়া প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগের সে অধিকার থাকিতে পারে না। ২ উ. রি., ৫৯; ৪ উ. রি., ৩৫; ৮ উ. রি., ৭১।

দণ্ডবিধি আইন জারি হইবার পূর্ব্বে এই মোকদ্দমাটি হয়। কোন ব্যক্তি রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসামীর (একটি বিধবা স্ত্রীলোকের) ঘরের ঝাঁপ তুলিয়া, তাহার উপর বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করায়, আসামী এক খানি দা দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করে, এবং সেই আঘাতেই পর দিন তাহার মৃত্যু হয়। আসামী খালাস পায়। কিন্তু মনে কর, ক ও খ দেখিল যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের শ্যালীর উপর বলাৎকার করিবার উদ্যোগ পাইতেছে। তাহা দেখিয়া তাহারা সেই ব্যক্তিকে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল, এবং সেইখানে ক্ষান্ত না হইয়া তাহাকে বধ করিল। এস্থলে ক ও খ অব্যাহতি পাইল না; কারণ কুকর্ম্মাভিলাষীকে টানিয়া বাহির করিয়া আনাতেই বলাৎকার করণ বন্ধ হইয়াছিল; তাহার প্রাণনষ্ট করিবার আবশ্যক কি? ১ উ. রি., ৩৪।

এই ধারা ১০২ ও ১০৫ ধারার সহিত পাঠ করিতে হইবে।

১০০ ধারা।—যে প্রকারের অপরাধ প্রযুক্ত আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা যদি নিম্নের লিখিত কোন প্রকারের অপরাধ হয়, তবে ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া সেই আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আক্রমণকারীর প্রাণনাশ, অথবা তাহার উপর অন্য কোন প্রকার অপকার ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে। অর্থাৎ—

প্রথম—এরূপ আক্রমণ যে আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য না করিলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা যুক্তিমতে হইতে পারে।

দ্বিতীয়—এরূপ আক্রমণ যে আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য না করিলে আক্রান্ত ব্যক্তির গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে হইতে পারে।

তৃতীয়—বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

চতুর্থ—অস্বাভাবিক কামাভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

পঞ্চম—মনুষ্যকে চুরি কি হরণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

ষষ্ঠ—কোন লোককে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ অবস্থায় আক্রমণ যে আক্রান্ত ব্যক্তির মুক্তি পাইবার জন্য রাজকীয় কার্য্যকারকদিগের নিকট আশ্রয় লইতে পারিবে না এরূপ আশঙ্কা যুক্তিমতে হইতে পারে।

যুক্তিমতে আশঙ্কা—মনে কর, এক খণ্ড জমি কিছুকাল রামকৃষ্ণের দখলে থাকে। ঘটনার পূর্ব্ববৎসর আসামীর পিতা ঐ জমি চাষ করে; ও তাহার খাজনা দেয়। রামকৃষ্ণ জমিদারকে বলে যে ঐ জমি সে বরাবর চাষ করিতেছিল, এখন তাহাকে বেদখল করার কারণ কি? তাহাতে জমিদার বলেন, যদ্যপি তোমার ক্ষমতাসাধ্য হয় তাহা হইলে ঐ জমি

তুমি লইয়া পুনর্ব্বার চাষ করিতে পার। ঘটনার দিন রামকৃষ্ণ ৫। ৬ জন লোক লইয়া ঐ জমিতে গিয়া চাষ আরম্ভ করে। তাহাদের কাহারও হস্তে অস্ত্রাদি কিছুই ছিল না। আসামী বড়্যাতে সজ্জিত হইয়া ঐ জমির নিকট উপস্থিত হইলে রামকৃষ্ণ ও আসামী উভয়ের মধ্যে কথান্তর হয়। আসামী তাহাতে রামকৃষ্ণের দলের দুইজনকে মারিয়া ফেলে এবং অপর একজনকে জখম করে। এস্থলে রামকৃষ্ণের পক্ষ হইতে এই ধারার লিখিত কোন প্রকার আক্রমণের আশঙ্কা আসামীর ছিল না; সুতরাং আসামী এই ধারামতে আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে পারে না। ১০৩ ধারার ৪র্থ ভাগ (clause) মতেও যখন আসামীর বিপক্ষের হস্তে প্রাণহানি বা গুরুতর পীড়ার কোন আশঙ্কা ছিল না, তখন সে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ও পাইতে পারে না। ১৮ ঊ. রি., ৩০। ইহার সহিত ৩০০ ধারার প্রথম বর্জ্জিত কথার টীকায় যে ৩ ই. ল. রি., এলা, ২৫৩ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। কিন্তু মনে কর ক খ'কে সড়্কি দিয়া মারিতে আসিলে খ লাঠি দিয়া ক'কে আঘাত করে ও সেই আঘাতে ক'র মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় খ এই ধারার আশ্রয় পায়। ১১ ঊ. রি., ৪১।

১০১ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারাতে যে প্রকারের অপরাধ বর্ণনা (করা) হইয়াছে, সেই প্রকারের (অপরাধ) যদি না হয়, তবে আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আক্রমণকারীর প্রাণনাশ ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে না; কিন্তু ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া প্রাণনাশ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের অপকার আক্রমণকারীর উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে।

অর্থ—এই ধারায় যে প্রকার অপরাধের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে অপরাধ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আক্রমণকারীর প্রাণনাশ করা যাইতে পারে না, সে প্রকার অপরাধ নিবারণ করিতে গিয়া যদি আক্রমণকারীর প্রাণনাশ করা হয়, তাহা হইলে ৩০০ ধারার ২য় বর্জ্জিত কথার বলে নরহত্যা অপরাধ কৃত হইবে। কিন্তু যদি অবস্থা দেখিয়া আদালত নরহত্যা অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্থির না করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে অপর কোন লঘুতর অপরাধে অপরাধী করা যাইতে পারে না। কারণ, সে সব অপরাধ আত্মরক্ষার অধিকারের সীমার অন্তর্গত। ৩ ঊ. রি., ৪১। ৯৯ ধারা ৪র্থ ক্লজের টীকা দেখ।

১০২ ধারা।—অপরাধ করিবার উদ্যোগে কি ভয়প্রদর্শনে যখন শরীরের আপদের আশঙ্কা যুক্তিমতে হয়, যদিও অপরাধটি কৃত না হয়, তথাপি সেই সময়াবধি শরীর রক্ষার অধিকার জন্মে; আর যতকাল শরীরের আপদের সেই আশঙ্কা থাকে ততকাল ঐ অধিকার থাকে।

অর্থ—এই ধারায় ও ১০৫ ধারায় কখন আত্মরক্ষার অধিকার জন্মিবে ও কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অধিকার থাকিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। অপরাধ বিষয়ৎ পরিমাণে অনুষ্ঠিত হউক,

এরূপ প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। উদ্যোগ বা ভয় প্রদর্শনে শরীরের কোন প্রকার আপদের আশঙ্কা যুক্তিমতে হইলেই হইল।

যুক্তিমতে—অর্থাৎ অকারণ আশঙ্কা হইলে হইবে না। যথা ক, খ ও গ তিন জনে মদের দোকানে গিয়া একত্রে মদ্য পান করে। তৎপরে দোকান হইতে বাহির হইয়া গ, ক ও খ'র অগ্রে অগ্রে যায়। পথিমধ্যে ক এবং খ উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথান্তর হয়—ক বলে যে খ মন্ত্রের দ্বারা তাহার পুত্রের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। খ বলে—"বেশ করিয়াছি, তোকে (অর্থাৎ ক'কে) এখনি মন্ত্র দ্বারা ব্যাঘ্র বানাইয়া ফেলিব।" ইহাতেই ক এক লাঠি মারিয়া খ'র প্রাণবধ করিল। এস্থলে ক'র যুক্তিমতে কোন আপদের আশঙ্কা ছিল না। ১৩ উ. রি., ৫৫। যতক্ষণ পর্য্যন্ত খ ক'কে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত (খ আক্রমণ করিবার জন্য সজ্জিত থাকিলেও) ক'র আত্মরক্ষার অধিকার জন্মায় না। প্রকৃতপক্ষে যখন খ তাহাকে আক্রমণ করিল, বা করিবার উদ্যোগ করিল, সেই সময়াবধি তাহার আপদের আশঙ্কা যুক্তিমতে হইল বলিতে হইবে। সুতরাং সেই সময়াবধি ক এই ধারার আশ্রয় পাইতে পারে। ১০৫ ধারা সম্বন্ধেও ঐরূপ। একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে, ১০৫ ধারার আশ্রয় লইতে হইলে আসামীদিগের অগ্রে এইটি দেখান কর্ত্তব্য যে তাহারা আইনের আশ্রয় পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিল, কিম্বা এমন কোন কার্য্য করিয়াছিল যদ্দ্বারা তাহারা ঐ আশ্রয় পাইতে পারিত, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল না হওয়ায় তাহারা নিজ হস্তে অত্যাচারটি অপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ৭ উ. রি., ৩৪। অর্থাৎ, বিপদের আশঙ্কা জন্মাইবার বিশিষ্ট কারণ উপস্থিত হইলেই আত্মরক্ষার অধিকার বর্ত্তিবে। মনে কর, আমি শুনিলাম আগামী কল্য আমার জমির উপর ক লাঠিয়াল সহ উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক ঐ জমিতে লাঙ্গল দিবে। এই সম্বাদের উপর আমার আত্মরক্ষার অধিকার জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যদি প্রকৃতপক্ষে ক আমার জমির উপর অনধিকারপ্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক আমার জমি চষিতেছে এমন সময় আমি গিয়া প্রতিবাদ করি এবং ক তাহা না শুনিয়া আমাকে ও আমার লোকজনকে মারিতে উদ্যোগ করে, তাহা হইলে আমার আত্মরক্ষার অধিকার বর্ত্তিবে। ১৪ ই. ল. রি., বো., ৪৪১। ইহার সহিত ২৮ ঐ., মা., ৪৫৪ ও ২৪ ঐ., বম্বে., ৬৮৬ দেখ।

১০৩ ধারা।—যে অপরাধ করা যাওয়াতে কি করিবার উদ্যোগ হওয়াতে সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা যদি নিম্নলিখিত কোন প্রকারের (অপরাধ) হয়, তবে ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া সম্পত্তিরক্ষার অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধীর প্রাণনাশ পর্য্যন্ত, কিম্বা তাহার (উপর) অন্য কোন প্রকারের অপকার করা যাইতে পারিবে। যথা—

প্রথম। দস্যুতা।

দ্বিতীয়। রাত্রিতে দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ (house-breaking)।

তৃতীয়। যে ঘর, কি তাম্বু, কি নৌকাদি মনুষ্যের বাস করিবার কিম্বা সম্পত্তি প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যবহার হয়, এমন কোন ঘরে, কি তাম্বুতে, কি নৌকাদিতে অগ্নি লাগাইয়া অপক্রিয়া করা।

চতুর্থ। যদি চুরি কি অপক্রিয়া কিম্বা পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ এরূপ অবস্থায় হয় যে আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে প্রাণ হানি কি গুরুতর পীড়া ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা যুক্তিমতে হইতে পারে, তবে সেই চুরি, কি অপকার, কি পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ।

জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ থাকায় কতকগুলি প্রজা জমিদারের এক জন কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করিলে তাহাকে সাহায্য করিতে জমিদারের তরফ হইতে ৮ জন লোক আইসে; কিন্তু প্রজারা বহুসংখ্যক থাকায় জমিদারের লোকেরা পরাস্ত হইয়া কাছারি বাটীতে প্রবেশ করে। প্রজারা ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া প্রাণনাশক অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হইয়া কাছারি বাটীর মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক অন্দরমহলাভিমুখে যায়। ইহা দেখিয়া আসামী গৃহমধ্য হইতে গুলি মারিয়া একজনকে হত ও কয়েকজনকে আহত করে। এস্থলে আসামী ১০৩ ধারার ৪র্থ ভাগ (clause) ও ১০০ ধারার ২য় ভাগ (clause) মতে আত্মরক্ষা ও সম্পত্তিরক্ষার অধিকার পায়। ২২ উ. রি., ৫১। ৯৯ ধারার ৪র্থ ক্লজের টীকা দেখ।

১০৪ ধারা।—যে অপরাধ করণেতে কি করিবার উদ্যোগ হওনেতে সম্পত্তি-রক্ষার অধিকারমতে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা যদি ইহার পূর্ব্বের ধারার বর্ণনামতে চৌর্য্য, কি অপকার, কি অপরাধভাবে অনধিকারপ্রবেশ না হয়, তবে সেই অধিকারক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণনাশ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া প্রাণনাশ ভিন্ন অন্যায়কারীর (প্রতি) অন্য কোন প্রকারের অপকার ইচ্ছাপূর্ব্বক করা যাইতে পারে।

এই ধারার সহিত ৯৯ ধারার চতুর্থ ক্লজের টীকায় যে সকল নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ।

১০৫ ধারা।—প্রথম।—সম্পত্তির আপদ হইবার আশঙ্কা যে সময়ে যুক্তিমতে জন্মে, সেই সময়ে সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয়।—চৌর্য্য হইলে যতকাল অপরাধী দ্রব্য (চোরাই) লইয়া পলায়ন না করে, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের সাহায্য যতকাল না পাওয়া যায়, কিম্বা সেই

সম্পত্তির যতকাল উদ্ধার (পুনঃপ্রাপ্তি) না হয়, ততকাল সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার থাকে।

যতকাল অপরাধী দ্রব্য লইয়া পলায়ন না করে—ইহার অর্থ কি? যখন চোর অপহৃত দ্রব্য লইয়া পলাইতেছে তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ধরিলে তাহা যথাকালের মধ্যে হইল। এরূপ অবস্থায় কোন চৌকীদার চোরকে বড়যা দিয়া বিদিলে সে অব্যাহতি পাইবে। ২ উ. রি., ৯। কিন্তু চুরি করিয়া একবার সরিতে পারিলে, অর্থাৎ যখন পলাইয়া যায় তখন কেহ তাহাকে ধরিতে চেষ্টা পায় নাই, অথবা যদি কেহ চেষ্টা পাইয়া থাকে সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল,—এরূপ অবস্থায় সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার আর থাকিবে না। ইহার সহিত ৭৬ ও ৭৯ ধারা ও টীকা দেখ।

তৃতীয়।—দস্যুতা হইলে অপরাধী যতকাল কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে, কিম্বা পীড়া দেয়, অথবা কাহাকেও অন্যায়মতে অবরোধ করে, কিম্বা সেই সেই কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে কিম্বা অগৌণে প্রাণনাশ হইবার, কি অগৌণে পীড়া পাইবার, কি অগৌণে অবরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা যতকাল থাকে, ততকাল সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার থাকে।

চতুর্থ।—অপরাধভাবে অনধিকার-প্রবেশ কিম্বা অপক্রিয়া করণের জন্য অপরাধী যতকাল সেই অপরাধভাবে অনধিকার-প্রবেশ কি সেই অপকার করিতে থাকে, ততকাল সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার থাকে।

পঞ্চম।—রাত্রিতে দোষভাবে পরগৃহাদিতে প্রবেশ-অপরাধ (house-breaking) হইলে সেই দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ জনিত পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ যতকাল হইতে থাকে, ততকাল সম্পত্তিরক্ষার অধিকার থাকে।

পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ যতকাল হইতে থাকে—অর্থাৎ, তাহার পর যদি কোন ব্যক্তি চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাকে গৃহের বাহিরে বধ করে, সে ব্যক্তি এ ক্লজ অনুসারে সম্পত্তি-রক্ষার অধিকার পাইতে পারে না। ১০ উ. রি., ৯। কিন্তু সে ২য় ক্লজের ফল পাইবে।

১০৬ ধারা।—কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ হইলে যদি তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা যুক্তিমতে থাকে ও তখন আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে গেলে অন্য কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তিরও অপকারের সম্ভাবনা হয়, তবে নির্দ্দোষীর সেই অপকার করিয়াও সেই ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করিতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দের প্রতি বহু লোক আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যোগ করে। আনন্দ তাহাদের উপর গুলি না করিয়া আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু ঐ জনতার মধ্যে কয়েক জন ছোট ছোট বালক থাকা প্রযুক্ত গুলি করিলে কোন বালকদিগের অপকার হইতে পারে। এমন স্থলে যদি আনন্দ গুলি করিয়া বালকদিগের অপকার করে, তথাপি তাহার অপরাধ হয় না।

বিশেষ কথা।—এই অধ্যায়ে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার যে সমস্ত বিধান করা হইল, তাহা কেবল শরীর ও সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন অপরাধ করণ বা করণের উদ্যোগ কৃত হইলেই বর্ত্তিবে। অপর কোন প্রকার কার্য্যে, অর্থাৎ যাহা অপরাধ নহে, যথা civil trespass প্রভৃতি কার্য্যে সে সমস্ত বিধান খাটিবে না। ১৬ ই. ল. রি., কলি., ২০৬।

পঞ্চম অধ্যায়।

অপরাধের সহায়তা।

১০৭ ধারা।—কোন ব্যক্তি কার্য্যেতে সহায় হয়,

প্রথম।—যদি অন্য ব্যক্তিকে সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়। অথবা,

দ্বিতীয়।—যদি সেই কার্য্য করিবার কোন কুমন্ত্রণাতে অন্য এক কি অধিক জনের সঙ্গে লিপ্ত হয়, ও যদি সেই কুমন্ত্রণাক্রমে ও সেই কার্য্য করিবার জন্য কোন ক্রিয়া করা যায়, কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করা যায়। অথবা,

তৃতীয়।—যদি কোন ক্রিয়া করণের কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করণের দ্বারা সেই কার্য্যেতে ইচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য করে, তবে।

১ অর্থের কথা।—কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত অবস্থা ইচ্ছাপূর্ব্বক অযথারূপে বর্ণনা করিয়া, কিম্বা যে মূল বিষয় (material fact) অবশ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপনে রাখিয়া, কোন কার্য্য ইচ্ছাপূর্ব্বক করায় কি ঘটায়, কিম্বা করাইতে কি ঘটাইতে উদ্যোগ করে, তবে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যের প্রবৃত্তিদায়ক।

উদাহরণ।

আনন্দ নামে রাজকীয় একজন কার্য্যকারক আদালতের পরওয়ানামতে যদুকে ধরিতে ক্ষমতা পায়। বলরাম সেই কথা জানে, আর চাঁদ যে যদু নহে ইহাও জানিয়া আনন্দকে ইচ্ছা-পূর্ব্বক বলে যে চাঁদই যদু। তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাঁদকে ধরাইয়া দেয়। ঐ স্থলে বলরাম প্রবৃত্তি দিয়া চাঁদকে ধরিবার সহায়তা করে।

২ অর্থের কথা।—কোন ক্রিয়া করা যাইবার অগ্রে, কি করা যাইবার সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সেই ক্রিয়া সুগমরূপে হইবার জন্য কোন কর্ম্ম করে ও তদ্দ্বারা ঐ ক্রিয়া সুগমরূপে হইবার উপায় করে, তবে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিবার সাহায্য করে।

অর্থ—(১) অপরাধের "সহায়তা" করিলেই অপরাধ হইবে। সুতরাং যে কার্য্যটি মূলে আদৌ "অপরাধ" নহে, সে কার্য্যের সহায়তা অপরাধ নহে। ৪ ই. ল. রি., কলি., ১০।

এই অধ্যায়ে সহায়তা সম্বন্ধে যে যে বিধান করা হইল এই আইনের ৪০ ধারায় পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে, কেবল এই আইনে যে সব অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেই খাটিত। কোন বিশেষ বা বিশেষ স্থানীয় আইনের লিখিত অপরাধ সম্বন্ধে এই সকল বিধান কার্য্যকর হইত না; কিন্তু যে স্থলে ইহা স্পষ্ট করিয়া লিখিত থাকিত যে শেষোক্ত কোন অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের সহায়তার বিধি খাটিবে, তাহা হইলে সেই অপরাধ সম্বন্ধেই এই সকল বিধান কার্য্যকর হইত। ৭ উ. রি., ১৪, ৫৩। যথা ১৮৬৯ সালের ৫ আইনের ৭১ ধারায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে এই আইনের ১০৭। ১০৮ ধারার বিধান প্রথমোক্ত ধারার লিখিত কতকগুলি অপরাধে প্রসারিত হইল। ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ৩৬ ধারায় লিখিত আছে যে কোন ব্যক্তি সেই আইন দ্বারা দণ্ডনীয় কোন অপরাধের দণ্ডবিধি আইনের অর্থানুসারে সহায়তা করিলে, সে দণ্ডার্হ হইবে। এই আইনের ৪০ ধারা পরিবর্ত্তন হওয়ায় এখন ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬ ও ১১৭ ধারায় 'অপরাধ" শব্দে কোন বিশেষ বা বিশেষ স্থানীয় আইনের লিখিত অপরাধও বুঝাইবে। ৪০ ধারা দেখ। ইংলণ্ডের সাধারণ আইন (common law) অনুসারে সমুদ্রের উপর কোন অপরাধ কৃত হইলে, অপরাধী ব্যক্তি সেই আইন অনুসারে দণ্ডার্হ হইবে। এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐ অপরাধ ঘটাইবার জন্য ভারতবর্ষে কোন ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, সে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ধারামতে দণ্ড পাইবে না; কারণ ঐরূপ সাধারণ আইন এই আইনের "স্থানীয়" বা "বিশেষ" আইনের অন্তর্গত নহে। কিন্তু যদি ইংলণ্ডের কোন বিশেষ লিপিবদ্ধ আইনের (special statute-law) লিখিত কোন অপরাধের সহায়তা করা যায়, তাহা হইলে ঐ ইংরাজী আইনটি "বিশেষ আইন" গণ্য করিয়া সহায়তাকারীকে উক্ত ১০৯ ধারামতে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ৭ বো. রি., ১১৬, ১১৮, ১৩০ দেখ।

এখানে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৩ ও ১০ ধারায় লিখিত আছে যে ১৮৮৭ সালের ১৪ই জানুয়ারির পর বিক্টোরিয়া ৩ অধ্যায়ের ১ ধারানুসারে যে সমস্ত আইন হুজুর কৌন্সেলে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে, ঐ সকল আইনে "সহায়তা" শব্দে এই আইনের লিখিত 'সহায়তা' বুঝিতে হইবে।

(২) ইংরাজী আইনে অপরাধী ব্যক্তিগণকে ২ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—মুখ্যাপরাধী এবং সহায়তাকারী। মুখ্যাপরাধী দুই প্রকার :—১ম, যাহারা স্বয়ং অপরাধ করে। ২য়, যাহারা অপরাধ করিবার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাহারা অপরাধ করিতেছে তাহাদিগকে সাহায্য করে। যদিও তাহারা স্বয়ং অপরাধ করিতেছে না তাহারা অপরাধ করিবার সময় উপস্থিত থাকিয়া সহায়তা করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে মুখ্যাপরাধী শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

সহায়তাকারীও দুই প্রকার :—১ম, যাহারা অপরাধ করিবার সময় উপস্থিত থাকিয়া বা তাহার পূর্ব্বে অনুপস্থিত থাকিয়া অপরাধকারীর কার্য্যে সহায় হয়। ২য়, যাহারা অপরাধ করা হইলে পর অপরাধীকে আশ্রয়াদি দিয়া সাহায্য করে।

এই আইনের ৩৪—৩৮ ধারায় মুখ্যাপরাধী ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে ও ১১৪ ধারায় যাহারা অপরাধ করিবার পূর্ব্বে অপরাধের সহায়তা করিয়া পরে অপরাধ হওনের সময় উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে মুখ্যাপরাধী গণ্য করিতে হইবে। এই অধ্যায়ে প্রথম প্রকার সহায়তাকারীর কথা বলা হইতেছে। ১৩০, ১৩৬, ১৫৭, ২১২, ২১৬ ধারায় দ্বিতীয় প্রকার সহায়তাকারীর সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই অধ্যায়ে ইহাদিগের কথা আদৌ বলা হয় নাই। অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনমতে অপরাধ কৃত হইবার সময় বা তাহার পূর্ব্বে সাহায্যাদি করিলে সহায়তা করা হইল বলা যায়; তাহার পর কোন সহায়তার কার্য্য করা হইলে সে কার্য্যটি "সহায়তা" শব্দের অর্থের ভিতর পড়িবে না। সুতরাং যদি আমি কোন ব্যক্তির নামে একটি মিথ্যা অভিযোগ করি এবং ক যদি আমার সাক্ষী হইয়া ঐ মিথ্যা মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে ক'কে ২১১ ধারার অপরাধের সহায়তাকারী ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমতে বলা যাইবে না। ১৮ উ. রি., ২৮। ৩৬১ ধারার অপরাধের সহায়তা সম্বন্ধে ঐ ধারার "বিচার" বিষয়ক টীকা দেখ। সেইরূপ কোন অপরাধ কৃত হইবার পর তৎসম্বন্ধে সম্বাদ দিতে ত্রুটি করিলে, এতদ্দ্বারা ঐ অপরাধের সহায়তা করা হইল এরূপ বলা যাইবে না। ৪ বে. ল. রি., ৭।

(৩) "অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি প্রদান"—কি পরিমাণে প্রবৃত্তি জন্মাইলে সহায়তা করা বলা যাইবে ইহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। একটি মোকদ্দমায় ইহা প্রমাণিত হইল যে আসামীরা যখন একটি সতীদাহন হইতেছিল, তখন তথায় দর্শকের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা সতীদাহন সম্বন্ধে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। ইহাও প্রদর্শিত হইল যে তাহারা পূর্ব্বে এই সতীদাহনের বিষয় জানিয়াছিল, এবং সেইজন্য দাহনক্রিয়া দেখিতে তথায় উপস্থিত হয়। এস্থলে আসামীদের আত্মহত্যার সহায়তা করার অপরাধে দণ্ড হয়। ১ উ. রি., ২৪৬। যেন

সাহেব বলেন, এই নজিরটি ইংরাজী আইনের বিধানানুসারে হইয়াছে। ইহা এই দণ্ডবিধি আইনের বিধান-সঙ্গত নহে। পরে জজ্ পিকক্ সাহেব মেন সাহেবের মতাবলম্বী হইয়া বলেন যে যদি কেহ কোন অপরাধ করিবার সময় অপরাধকারীর নিকট উপস্থিত হয়, এবং সে যদি ঐ অপরাধকরণ সম্বন্ধে কোন কর্ম্ম না করে, কিম্বা অপরাধকারীর সহিত তাহার কোন প্রকার যোগ না থাকে, সে অপরাধকারীকে গ্রেপ্তার করিল না বলিয়া, অথবা অপরাধ নিবারণ করিবার কোন চেষ্টা পাইল না বলিয়া তাহাকে ১১৪ ধারামতে মুখ্যাপরাধী গণ্য করিয়া দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। ৫ উ. রি., ৪৫। মনে কর, ক পূর্ব্বে জানিত না একটি খুন হইবে; না জানিয়া সহসা সে যথায় ও যখন খুন হইতেছে তথায় তখন উপস্থিত হইয়া পড়ে; ভয়ে সে ঐ খুন নিবারণ করিবার চেষ্টা করে নাই; কেবল দাঁড়াইয়া খুন দেখিল; এরূপস্থলে জ্ঞানকৃতবধের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া ক দণ্ডিত হইবে না। ৬ উ. রি., ৮০। আরও মনে কর, একটি হাঙ্গামা হইল, আসামী তথায় উপস্থিত ছিল। এস্থলে সে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা না পাওয়ায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে সহায়তাকারী গণ্য করিয়া দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট বলেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১০৭ ধারার ৩য়. ভাগের (clause) লিখিত "আইনমত কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করণ" দ্বারা সহায়তার বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আসামীর উপর খাটাইতে হইলে ইহা প্রমাণিত করা আবশ্যক যে আসামী ঐ হাঙ্গামা ঘটাইবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা নিবারণ করিবার কোন চেষ্টা পায় নাই। এরূপ অভিপ্রায়টি প্রতীত না হইলে, সে দায়ী হইবে না। ২৪ উ. রি., ২৭। সম্প্রতি অনেকগুলি নজিরেও ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে অপরাধ করণের সময় কেবলমাত্র উপস্থিত থাকিলে সহায়তা করা হয় না। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৫৬৬। সেইরূপ কেবল মনে মনে কোন অপরাধ করিবার ধারণা করিলেই, কেহ দায়ী হইবে না। সেই ধারণানুসারে কোন কার্য্য দ্বারা সহায়তা করিলেই সহায়তা-অপরাধ কৃত হইবে। ২৪ ই. ল. রি., বো., ২৮৮। এই নজিরটি সম্বন্ধে মেন সাহেব বলেন যে যদি টুকারাম নিজের নাৎনীটিকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাইবার উদ্দেশে বাঁকুর হস্তে বালিকাটিকে অর্পণ করিয়া বাঁকুকে খরচ পত্র দিয়া পাঠাইয়া থাকে ও তদনুসারে বাঁকু বালিকাটিকে লইয়া গিয়া বেশ্যা বৃত্তিতে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে টুকারামকে ৩৭২ ধারার অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সেইরূপ মনে কর আসামীর হুকুম অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি ফরিয়াদীর গরু তাহার অনুমতি না লইয়া শঠতাক্রমে সরায়, তাহা হইলে আসামী চৌর্য্য-অপরাধের সহায়তাকারী। ১৮ উ. রি, ৮; ৩ উ. রি., ২। আর একটি উদাহরণ—এক জন জমাদার ক'র নিকট হইতে ঘুষের টাকা আনিবার জন্য কনেষ্টবল পাঠায়। কনেষ্টবল ক'কে অন্যায়রূপে কয়েদ করিয়া রাখে। এস্থলে যদি কয়েদ করিবার জন্য হুকুম বা অপর কোন কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে জমাদারকে কয়েদ-করণ অপরাধের সহায়তাকারী বলা যাইবে না। ৩১ ই. ল. রি, কলি., ৭১০। কিন্তু কনেষ্টবল ক'কে কয়েদ করিবে ইহা জানিয়া শুনিয়া জমাদার যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক সরিয়া থাকে, তাহা

হইলে তাহাকে সহায়তাকারী বলিয়া গণ্য করা যাইবে। ২১ উ. রি., ১১ ; ২০ ই. ল. রি., বো., ৩৯৪ ; ২ ই. ল. রি., মা., ১৩৭ ও নিম্নস্থ 'জ্ঞানপূর্ব্বক সাহায্য করা' শীর্ষক টীকা দেখ।

(৪) "কুমন্ত্রণাতে এক বা অধিক জনের সঙ্গে লিপ্ত হয়।"—কেবল লিপ্ত হইলে হইবে না। যতক্ষণ কুমন্ত্রণাক্রমে কোন ক্রিয়া না করা যায়, বা কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া করিতে ত্রুটি করা না হয়, ততক্ষণ সহায়তা করা হইল এরূপ বলা যাইবে না। তবে যে অপরাধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে সে অপরাধ কৃত না হইয়া থাকিলেও ষড়যন্ত্রকারীরা দণ্ডার্হ হইবে। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৭৯৭।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে ষড়যন্ত্র-করণ কেবল মাত্র কয়েকটি ধারায় "অপরাধ" বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে :—যথা ১২১-ক, ৩১০, ৪০০, ৪০১ ও ৪০২ ধারা। এতদ্ব্যতীত ষড়যন্ত্র-করণ অপরাধ নহে। তবে যদি ষড়যন্ত্রক্রমে কোন ক্রিয়া করিয়া বা আইনমতে কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করিয়া, কোন অপরাধ করণ সুগম করা হয়, তাহা হইলেই কেবল ষড়যন্ত্র-করণ অপরাধের সহায়তা-করণ অপরাধ বলিয়া দণ্ডনীয় হইবে। ২৫ ই. ল. রি., মা., ৭০।

প্রথমতঃ ষড়যন্ত্র হইয়াছে ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান আবশ্যক। তৎপরে ষড়যন্ত্র লিপ্ত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে উহাতে কতদূর হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছে তাহা দেখিলে জানিতে পারা যায় যে উহাদিগের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে কি না। যখন একটি আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ব্যক্তি সম্মিলিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থ কোন কর্ম্ম করে সে কর্ম্মটি উহাদের সকলের কৃত বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং যদি উহাদিগের মধ্যে এক জনের খাতায় উক্ত কার্য্য সম্বন্ধে কোন বিষয় লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বিষয় প্রমাণার্থ অন্য অন্য লিপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ঐ খাতা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৭ উ. রি., ১৫। ইহার সহিত ২৫ উ. রি., ৩৬ পৃষ্ঠায় হরিবল চক্র ঘোষের মোকদ্দমাটি পাঠ করা আবশ্যক। ১৮৭২ সালের প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১০ ধারা দেখ। ক ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইয়ুরোপে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করে। খ তদুদ্দেশে কলিকাতায় চাঁদা করিয়া টাকা তুলিতেছে। বোম্বাই নগরে গ অপর অপর ব্যক্তিকে ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। আগরা সহরে ঘ তদুদ্দেশে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছে। চ, খ যে সকল টাকা আদায় করিতেছে তাহা কাবুলে ছ'র নিকট পাঠাইতেছে। জ এক খানি পত্র লেখেন যাহাতে ঐ ষড়যন্ত্রের বিষয়-বিশেষ করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ষড়যন্ত্র হইয়াছে কি না স্থির করিতে হইলে উল্লিখিত বিষয় গুলি প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। যদিও ক সমস্ত বিষয় অবগত নহে, তথাপি সে যে ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্যও ঐ ঐ ঘটনা সকল প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। ইহার সহিত ৩ ই. ল. রি., মা., ৫ দেখ।

কিন্তু মনে কর ৪৯৪ ধারার একটি মোকদ্দমায় ষড়যন্ত্র প্রমাণ হইল না। এইমাত্র প্রমাণ

হইল যে আসামীরা বিবাহস্থলে আসিতে স্বীকার করিয়াছিল এবং আসিয়াছিল, এবং উহাদের মধ্যে একজন তাহার আপন বাটী বিবাহ কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। এস্থলে আসামীরা কেবল উপস্থিত ছিল বলিয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন আপন বাটী ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের কর্ত্তৃক ৪৯৪ ধারার অপরাধের সহায়তা করা হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহারা সম্প্রদানকার্য্যে লিপ্ত থাকিবে, অর্থাৎ পুরোহিতাদি ব্যক্তিরা সহায়তাকারী বলিয়া দায়ী হইবে। ৬ ই. ল. রি., বো., ১২৬। ইহার সহিত ৪ ই. ল. রি., কলি., ১০ ও এই ধারার প্রথম ক্লজে ৫ উ. রি. ৪৫ ও ৬ উ. রি., ৮০ যে নজির আছে তাহা দেখ।

"জ্ঞানপূর্ব্বক সাহায্য করে।"—কতকগুলি ব্যক্তিকে (যাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে) তাহাদিগের অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য উৎপীড়ন ও তাড়না করা হইবে—ইহা জানিয়া যদি কোন কনষ্টেবল তথা হইতে সরিয়া যায়, তাহা হইলে এস্থলে কনষ্টেবল সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডনীয়। ২১ উ. রি., ১১। ইহার সহিত ২০ ই. ল. রি., বো., ৩৯৪ দেখ। কিন্তু মনে কর, মিথ্যা নালিশ করিব বলিয়া ভয় দেখাইয়া ক খ'র নিকট হইতে ১৫ টাকা লইল। যখন এই কার্য্য হয় তখন তথায় একজন চৌকিদার উপস্থিত ছিল। সে ক'কে কিছু বলিল না। একারিক এরূপ অবস্থায় চৌকিদার এই ক্লজমত সহায়তা করিয়াছে বলা যাইবে না। এমন কি অপহরণ-অপরাধ ধর্ত্তব্য (cognizable) অপরাধ বা ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৪ ও ৪৫ ধারার অন্তর্গত হইলেও, চৌকিদারকে সহায়তাকারী বলা যাইবে না। ৮ ই. ল. রি., কলি., ৭২৮। ক একটি অপরাধ করিতে যাইতেছে জানিয়া খ তাহাকে কিছু খাইতে দিলেই খ কর্ত্তৃক ঐ অপরাধের সহায়তা করা হইল না। কিন্তু যে স্থানে অপরাধ কৃত হইবে সেই স্থানে অপরাধটি সমাধা করিবার জন্য ক'কে পাঠাইবার রাহাখরচ দিলে বা অন্য কোন বন্দবস্ত করিলে, খ কর্ত্তৃক সহায়তাকরণ অপরাধ কৃত হইল বলিতে হইবে। ২ ই. ল. রি., মা., ১৩৭। আরও মনে কর, ক খ'র পাওনা টাকা খ'কে দিয়া রসিদ চাহে। খ বলিল তাহার নিকট ষ্ট্যাম্প নাই। তদুত্তরে ক বলে, "তাহা হউক, আপনি রসিদ লিখিয়া দেন, আমি ষ্ট্যাম্প বসাইয়া লইব"। এতদ্দ্বারা ষ্ট্যাম্প আইনের (১৮৭৯ সাঃ, ১ আঃ) ৬১ ধারার অপরাধের সহায়তা করা হইল, এরূপ বলা যাইবে না। ৭ ই. ল. রি., বো., ৮২; ৮ ই. ল. রি., এলা., ১৮। বিধু একজন কুলীকে বলিল—"আচ্ছা তোকে দেখিব।" পরে ঐ কুলী এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দেখ, এরা চৌকিদারকে মানে না; ঈশান, একখান 'দা' আনত দেখি।" ঈশান দা আনিয়া দিলে তদ্দ্বারা বিধু একজন কুলিকে আঘাত করিল। ইহাতে ঈশানের সহায়তা করা হইল। ১২ উ. রি., ৫১, ৫২। ইহার সহিত "অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি প্রদান" শীর্ষক টীকা দেখ।

অভিযোগ—মুখ্যাপরাধী এবং সহায়তাকারীর উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিযোগ পত্র প্রস্তুত

করিতে হইবে। সহায়তাকারী ১১৪ ধারামতে মুখ্যাপরাধীর সমদোষী হইলেও এইরূপ হইবে। ৫ উ. রি., ৫।

ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২৩৯ ধারানুসারে উহাদিগের নামে একত্রে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিয়া উহাদিগের বিচার একত্রে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইতে পারে।

মুখ্যাপরাধীর বিচার হইবার অগ্রে, বা সে গ্রেপ্তার না হইলেও, অথবা মুখ্যাপরাধীর বিচার হইয়া সে খালাস পাইলেও, সহায়তাকারীর সহায়তা করার নিমিত্ত বিচার করা যাইতে পারে। ৫ উ. রি., ২১। বোম্বাই হাইকোর্টও এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাদিগের মত যে যখন অপরাধের সহায়তা করা একটি স্বতন্ত্র অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, তখন সহায়তাকারীর বিচারক কি জন্য মুখ্যাপরাধীর বিচারাধীন করা যাইবে? সুতরাং মুখ্যাপরাধীর যাহাই হউক না কেন, সে খালাস পাউক, বা দণ্ডিত হউক, বা ধৃত না হউক, তাহার অপরাধে যে ব্যক্তি সহায়তা করিয়াছে তাহার বিচার চলিবে। ১ ই. ল. রি., বো., ১৫।

বিচার—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৮০ ধারা দেখিলে প্রতীত হইবে যে, যে স্থানে সহায়তা করা হয়, অথবা যে অপরাধের সহায়তা করা হইয়াছে সেই অপরাধ যে স্থানে কৃত হয় সেই স্থানের আদালতে সহায়তাকারীর বিচার হইবে।

১০৮ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার সহায়তা করে, কিম্বা অপরাধ করিতে আইনমতে সক্ষম কোন ব্যক্তি সাহায্যকারীর সমতুল্য অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানক্রমে যে ক্রিয়া করিলে অপরাধ হয় এমন কোন ক্রিয়া করিবার সহায়তা করে, তবে সে অপরাধের সহায়তা করে।

১ অর্থের কথা। আইনমতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করণের সহায়তাকারী ব্যক্তি যদ্যপি ঐ ক্রিয়া করিতে স্বয়ং বাধ্য না হয়, তথাপি ঐ ক্রিয়া না করণের যে সহায়তাকরণ তাহা অপরাধরূপে গণ্য হইতে পারিবে।

২ অর্থের কথা। যে কর্ম্মের সহায়তা করা হয়, তাহা সম্পন্ন না হইলেও, কিম্বা ঐ কর্ম্মের যে ফল না হইলে (অর্থাৎ ফলিলে) অপরাধ হয় না সেই ফল না হইলেও, সহায়তার অপরাধ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাঁদকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম তাহা করিতে স্বীকার করে না। ইহাতে আনন্দ জ্ঞানকৃতবধ-করণাপরাধে বলরামের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

(খ) আনন্দ দীননাথকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম সেই প্রবৃত্তিমতে দীননাথকে খড়্গ (দ্বারা) আঘাত করে। দীননাথ সেই আঘাত হইতে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। আনন্দ জ্ঞানকৃতবধাপরাধের বলরামের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

৩ অর্থের কথা।—যাহার সাহায্য করা যায় সে অপরাধ করিতে আইনমতে অক্ষম হইলেও কিম্বা সহায়তাকারী ব্যক্তির তুল্য তাহার অপরাধযুক্ত অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলেও, কিম্বা অপরাধযুক্ত কিছুমাত্র অভিপ্রায় কি জ্ঞান না থাকিলেও, সহায়তাকারীর সেই দোষ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ অপরাধযুক্ত অভিপ্রায়ে কোন শিশুকে কি ক্ষিপ্ত লোককে যদি এমত কোন ক্রিয়া করাইবার সাহায্য করে যাহা আইনমতে সক্ষম লোক দ্বারা এবং আনন্দের অভিপ্রায়ানুসারে হইলে অপরাধ হইত, তবে এমতস্থলে সেই ক্রিয়া করা যাউক কি না যাউক, আনন্দ অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হয়।

(খ) আনন্দ যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে সাত বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালককে যদুর মৃত্যুজনক কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেয়। বালক ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ ক্রিয়া করে, তাহাতে যদুর প্রাণনাশ হয়। এই স্থলে বালক অপরাধ করিতে আইনমতে অক্ষম হইলেও, সে সক্ষম হইয়া বধ-অপরাধ করিলে আনন্দ যে প্রকারের দণ্ডের যোগ্য হইত, সেই প্রকারের দণ্ডের যোগ্য হইবে, অর্থাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ কোন বাসগৃহে আগুন লাগাইতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম মনের বিকৃতি প্রযুক্ত ঐ কর্ম্মের ভাব কিম্বা কোন দোষ কি আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে না পারিয়া আনন্দের প্রবৃত্তি প্রযুক্ত ঘরে আগুন লাগায়। বলরাম অপরাধ করে নাই, কিন্তু আনন্দ বাসগৃহে আগুণ লাগাইবার অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হয়, ও সেই অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ডের বিধি আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

(ঘ) আনন্দ চুরি করাইবার অভিপ্রায়ে যদুর কোন দ্রব্য যদুর অধিকার হইতে হরণ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। আনন্দ বলরামকে এরূপ বিশ্বাস করায় যে সেই দ্রব্য আমার। বলরাম সেই দ্রব্য আনন্দের দ্রব্য সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া তাহা যদুর অধিকার হইতে হরণ করে। বলরাম উক্ত ভ্রমক্রমে কার্য্য করিয়া ঐ দ্রব্য শঠতাক্রমে হরণ না করাতে তাহার চৌর্য্য-অপরাধ হয় না, কিন্তু আনন্দ চৌর্য্য-অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হইয়াছে। অতএব বলরাম চৌর্য্য-অপরাধ করিলে আনন্দের যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

জজ ফিয়ার সাহেব বলেন যে সহায়তাকারীর নিজের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার অপরাধের বিচার করিতে হইবে। সে যে ব্যক্তির সহায়তা করিতেছে, তাহার কার্য্যে লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই। ২১ ঊ. রি., ৮। ক খ'কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য সহায়তা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। ইহাতে প্রমাণ করিতে হইবে যে ক খ'কে যে সকল কথা বলিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল সে জানিত যে সে সকল কথা সমস্ত মিথ্যা, এবং ইহা জানিয়াও সে

খ'কে জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ প্রবৃত্তি দিয়াছিল। কিন্তু যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে খ'কে প্রবৃত্তি দিবার সময় বা তৎপূর্ব্বে ঐ সকল বিষয় মিথ্যা বলিয়া ক জানিত না, এবং শেষে প্রকাশ পায় যে উহা সমস্তই মিথ্যা ছিল, তাহা হইলে ক'কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার সহায়তাকারী বলিয়া আইন অনুসারে দণ্ড করা যাইতে পারে না। নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় জজ মার্কবি সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ২০ উ. বি., ৪১।

৪ অর্থের কথা। অপরাধের সহায়তা অপরাধ। অতএব সেই সহায়তার সহায়তা করাও অপরাধ হয়।

উদাহরণ।

যদুকে বধ করিতে চাঁদকে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত আনন্দ বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়, তাহাতে বলরাম যদুকে বধ করিতে চাঁদকে প্রবৃত্তি দেয়। ও চাঁদ বলরামের প্রবৃত্তি প্রযুক্ত ঐ অপরাধ করে। বলরাম সেই অপরাধের নিমিত্ত (অর্থাৎ চাঁদের বধ করা অপরাধের সহায়তা করণ নিমিত্ত) বধ করা অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়, ও আনন্দ সেই অপরাধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেওয়াতে ঐ আনন্দও (চাঁদের বধ-করণ অপরাধের বলরাম কর্ত্তৃক সহায়তা করণ অপরাধের সহায়তা করার নিমিত্ত) সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

আমীর খাঁর মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে এই কথা বলা হয় যে আমীর খাঁ রাজবিদ্রোহ অপরাধের সহায়তার সপক্ষতা করিয়াছেন। জজ কাউচ সাহেব বলেন তাহা নহে; কারণ, আমীর খাঁ ত রাজবিদ্রোহে সহায়তা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে সাহায্য দান করে নাই; সে স্বয়ং অন্যান্য ব্যক্তির সহিত রাজবিদ্রোহ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং তদুদ্দেশে কর্ম্মও করিয়াছে। ৯ বে. ল. রি., ৩৬। আর একটি উদাহরণ—ক'র মুনিবের সম্পত্তি চুরি করিবার জন্য খ ক'র সাহায্য চাহে। ক মুনিবের জ্ঞাতসারে খ'কে ধরাইয়া দিয়া দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে খ'কে সাহায্য করে। খ তদনুসারে ক'র মুনিবের সম্পত্তি চুরি করায় তাহাকে ৩৭৮ ধারার লিখিত অপরাধের বিচারাধীন করা হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১০৮ ধারার ৪র্থ অর্থের কথার মর্ম্মানুসারে তাহাকে দণ্ডিত করিয়া বলেন যে সে ক'র মুনিবের সম্পত্তি চুরি করিতে তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য ক'কে প্রবৃত্তি দেওয়ায় সে চৌর্য্য অপরাধের সহায়তার সহায়তা করিয়াছে। ৩৭৮ ধারার ৫ অর্থের কথামত যদিও তাহার কর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি ১০৮ ধারার ২ অর্থের কথানুসারে উক্ত অপরাধ কৃত না হইয়া থাকিলেও, সে ১০৮ ধারার ৪র্থ অর্থের কথার লিখিত অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইতেছে। ৪ ই. ল. রি., কলি., ৩৬৬।

৫ অর্থের কথা। যে ব্যক্তি অপরাধ করে, তাহার সঙ্গে সহায়ব্যক্তি ঐ অপরাধের বিষয়ে মন্ত্রণা না করিলেও, যে কুমন্ত্রণার ফলে ঐ অপরাধ করা যায়

তাহাতে যদি তাহার (সহাযতাকাবীর) সংশ্রব থাকে, (যদি সে লিপ্ত হয়, তাহা হইলেই) ঐ কুমন্ত্রণার (ষড়যন্ত্র) দ্বারা তাহার সহাযতার অপরাধ হইতে পারে।

উদাহবণ।

আনন্দ যদুকে বিষ ভক্ষণ করাইবার কোন উপায়ের মন্ত্রণা বলরামের সঙ্গে করে। তাহাতে স্থির হইল যে আনন্দ ঐ বিষ ভক্ষণ করাইবে। পরে বলরাম সেই বিষ খাওয়াইবার কথা চাঁদকে বলিয়া আনন্দেব নাম উল্লেখ না করিযা বলে যে অন্য কোন লোক ঐ বিষ খাওয়াইবে। চাঁদ ঐ বিষ আনিয়া দিতে স্বীকার কবিয়া আনাইযা পূর্ব্বোক্ত বন্দবস্তানুসারে ভক্ষন কবাইবার জন্য তাহা বলরামকে দেয়। আনন্দ ঐ বিষ লইয়া যদুকে ভক্ষণ কবায় তাহাতে যদু মরে। এমত স্থলে আনন্দ চাঁদেব সঙ্গে কিছু মন্ত্রণা করে নাই, কিন্তু যে কুমন্ত্রণার ফলে যদুকে বধ করা হইযাছে তাহাতে চাঁদের সংস্রব ছিল। অতএব চাঁদ এই ধারাব লিখিত অপবাধ করিয়াছে ও বধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি হবিশেব নামে এই অভিযোগ করে যে সে তাহার ভ্রাতা রাম-নিধিকে খুন কবিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বামনিধিকে কেহ মারিযা ফেলে নাই; সে আপনি কোন এক উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছিল। হরিশকে জব্দ করিবাব অভিপ্রাযে একটি ষড়যন্ত্র হয় এবং সেই ষড়যন্ত্রবলে গোবিন্দ হরিশের নামে ঐ মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে। শ্যাম ও গোপাল ঐ মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য গোবিন্দের সহিত কোন মন্ত্রণা করে নাই। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হয় যে তাহারা উল্লিখিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। জজ কেম্প বলেন, ১০৮ ধারায় ৫ম. অর্থের কথাব মর্ম্মানুসারে তাহারা ২১১ ধারাব সহায়তা-করণ-অপরাধে দোষী হইতেছে। ২১ উ. বি., ৩৫।

১০৮-ক ধারা।—যে কার্য্য বৃটিষ ভারতবর্ষে কৃত হইলে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তি বৃটিষ ভারতবর্ষে থাকিয়া বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে সে কার্য্য করণে সহায়তা করিলে সেই ব্যক্তির এই আইনের অর্থানুসারে অপরাধের সহায়তা করা হয।

উদাহরণ।

ক বৃটিষ ভারতবর্ষে থাকিয়া খ নামক গোয়ার একজন বিদেশীয় ব্যক্তিকে গোয়াতে একটি হত্যা করিতে উত্তেজিত করে। ক হত্যাপরাধের সহায়তা করণ অপরাধে অপরাধী।

অর্থ—১৯ ই. ল. রি., বো., ১০৫ নজির লক্ষ্য করিয়া এই ধারাটি সৃষ্ট হইয়াছে। এই ধারার মোকদ্দমায় দুইটি বিষয় দেখিতে হইবে:—

১ম.—যে কার্য্যটি বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে কৃত হয়, সেই কার্য্যটি বৃটিষ ভারতবর্ষে কৃত হইলে এই আইনানুসারে "অপরাধ" বলিযা গণ্য কি না।

২য়.—বৃটিষ ভারতবর্ষে যে কার্য্যটি কৃত হয়, সেই কার্য্যটি ১০৭ ধারার লিখিত "সহায়তা" শব্দের ভিতর পড়িতেছে কি না। ২৪ ই. ল. রি., বো.,.২৮৮ দেখ।

অনুমতি—এই ধারার মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট বা তদ্বিষয়ে কোন ক্ষমতা-পন্ন কোন রাজপুরুষের আজ্ঞানুসারে নালিশ করা আবশ্যক। ফৌ.কাঃ.বি. আইন, ১৯৬ধারা দেখ।

১০৯ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের সহায়তা করে, আর যে ক্রিয়া করণের সহায়তা করা হয় সেই ক্রিয়া যদি সেই সহায়তাপ্রযুক্ত কৃত হয়, অথচ সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্টবিধি যদি এই আইনেতে না থাকে, তবে ঐ অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সেই সহায়ব্যক্তির (সহায়তাকারীর) সেই দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা। কোন ক্রিয়া কি অপরাধ যদি প্রবর্ত্তনাপ্রযুক্ত কিম্বা কুমন্ত্রণা-ক্রমে করা যায়, কিম্বা যে সাহায্য দ্বারা সহায়তা অপরাধ হয় সেই সাহায্যতে যখন (যদি) করা যায়, তখন (তবে) ঐ ক্রিয়া কি অপরাধ সহায়তাপ্রযুক্ত (কৃত) হয় এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম রাজকীয় কার্য্যকারক, সে আপন পদের কর্ম্মকরণ সম্পর্কে আনন্দকে কিছু অনুগ্রহ করে, এই কারণে ঐ আনন্দ তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহে ও বলরাম সেই উৎকোচ গ্রহণ করে। এমতস্থলে আনন্দ ১৬১ ধারার লিখিত অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

(খ) আনন্দ বলরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। সেই প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত বলরাম অপরাধ করে। আনন্দ ঐ অপরাধের সহায়তা করিবার অপরাধী ও বলরামের তুল্য দণ্ডের যোগ্য হয়।

(গ) আনন্দ ও বলরাম যদুকে বিষ ভক্ষণ করাইবার মন্ত্রণা করে। আনন্দ সেই মন্ত্রণা-ক্রমে বিষ আনাইয়া যদুকে খাওয়াইবার জন্য বলরামকে দেয়। আনন্দের অনুপস্থিতকালে বলরাম ঐ মন্ত্রণাপ্রযুক্ত যদুকে বিষ খাওয়ায়, তাহাতে যদুর মরণ হয়। এই স্থলে বলরাম জ্ঞানকৃতবধের অপরাধী হয়, ও আনন্দ মন্ত্রণা দ্বারা ঐ অপরাধের সহায়তা করিবার দোষী হইয়া উক্ত অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

অর্থ—যে সকল সহায়তার দণ্ড সম্বন্ধে এই আইনে কোন বিশেষ বিধান করা হয় নাই সেই সকল সহায়তারই দণ্ডের বিধান এই ধারায় করা হইয়াছে; ২ উ. রি., ৯; ৫ উ. রি., ১। যথা—রাজবিদ্রোহ অপরাধের সহায়তার দণ্ড সম্বন্ধে ১২১, ১২১—ক, ১২২, ১২৩ ধারায় বিশেষ বিধান আছে, সুতরাং এই ধারা সেই সহায়তার সম্বন্ধে কার্য্যকর নহে। আরও ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬ ইত্যাদি ধারায় সহায়তা সম্বন্ধে যে স্বতন্ত্র দণ্ডবিধান করা

হইয়াছে, তাহার সহিত এই ধারার কোন সম্পর্ক নাই। আরও এই অধ্যায়ে ১১৮—১২০ ধারায় অপরাধ বিশেষের সহায়তা-করণ অপরাধের দণ্ড সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধান করা হইয়াছে ও ঐ বিধানানুসারে ঐ সমস্ত অপরাধের নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ড বিধান করিতে হইবে,—সুতরাং তৎসম্বন্ধে ১০৯—১১৫ ধারা খাটিবে না। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ১১৮—১২০ ধারায় সহায়তা বিশেষের, অর্থাৎ গোপন করিয়া বা মিথ্যা সম্বাদ দিয়া সহায়তা করণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সহায়তাপ্রযুক্ত কোন একটি ক্রিয়া বা অপরাধ কৃত হইলেই, তৎসম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে ১০৯—১১৪ ধারার মধ্যে কোন একটি ধারা বর্ত্তিবে। যদি অপরাধটি কৃত না হয়, তাহা হইলে সহায়তাকারীর দণ্ড অবস্থানুসারে ১১৫—১১৭ ধারার মধ্যে কোন একটি ধারামতে বিধান করিতে হইবে।

এই ধারার "অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ১০৭ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ—অভিযোগ পত্র এই প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে ঃ—অমুক ব্যক্তি অমুক দিন অমুক সময় কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে অমুক স্থানে অমুক অপরাধের সহায়তা করিয়াছে, এবং সেই সহায়তার ফলস্বরূপ সেই অপরাধ কৃত হইয়াছে। এবং সেই সহায়তা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে কোন স্বতন্ত্র বিধান না থাকা উল্লেখ করিয়া দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ধারা এবং যে ধারার অপরাধের সহায়তা করা হইয়াছে সেই ধারামতে অমুক দণ্ডনীয় হইতেছে লিখিতে হইবে। ১ উ. রি., ১০, লি. নং ১০৯; ৩ উ. রি., ৫১, লি. নং ৪৭৮।

প্রমাণ—সহায়তা এবং যে কর্ম্মের সহায়তা করা হইল সেই কর্ম্মটি সহায়তার বলে (in consequence of) কৃত হইয়াছে, এই দুইটি বিষয় প্রমাণিত করিতে হইবে। সুতরাং যদি একটি ঘরের ভিতর একটি নরহত্যা ঘটনা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ ঘরের দ্বারে চৌকি দিয়া হত্যাকার্য্যে এরূপ সহায়তা করিতে থাকে যে তৎপ্রযুক্ত খুনটি হয়, সে ব্যক্তি এই ধারামতে দণ্ডনীয় হইতেছে। কিন্তু অপরাধকরণের সময় সহায়তাকারী উপস্থিত থাকিলে, তাহার দায়িত্বের বিশেষ বিধান ১১৪ ধারায় লিখিত থাকায়, তাহার উপর ১১৪ ধারামতে অভিযোগ (charge) করিতে হইবে, এই ধারা মতে নহে। কিন্তু যদি অবস্থা দৃষ্টে এরূপ প্রতীত হয় যে সে উক্ত অপরাধের যে সহায়তা করিয়াছে সেই সহায়তাপ্রযুক্ত (in consequence of the abetment) অপরাধটি কৃত হয় নাই, তাহা হইলে সে ১০৯ ধারামতে দণ্ডনীয় নহে। উক্ত অপরাধ করণের সময় অনুপস্থিত থাকিলেও যদি সে তদ্‌কৃত সহায়তার নিমিত্ত দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধটি তাহার সহায়তা প্রযুক্ত না হইয়া থাকিলেও সে ঐ অপরাধ করণের সময় উপস্থিত থাকিলে ১১৪ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে। "অপরাধে সহায়তা করণ" ও "সহায়তা প্রযুক্ত অপরাধ ঘটন" এ দুইটি স্বতন্ত্র কার্য্য। গ'কে খুন করিবার জন্য ক ও খ পরামর্শ করিয়া ক খ'কে বিষ কিম্বা তরবারি আনিয়া দিল ও খ গ'কে ঐ বিষ খাওয়াইয়া বা তরবারি দ্বারা

আঘাত করিয়া খুন করিল। এস্থলে খুনটি ক'র "সহায়তাপ্রযুক্ত" হইল বলিতে হইবে। কিন্তু যদি উক্ত পরামর্শক্রমে বিষ ও তরবারি না দিয়া কেবল যে ঘরে ক গ'কে খুন করিয়াছে সেই ঘরের দ্বারে পাহারা দিয়া থাকে ও আর কিছু না করে, তাহা হইলে খুনটি উক্ত সহায়তা প্রযুক্ত কৃত হইল এরূপ বলা যাইতে পারে না। বিষ বা তরবারি আনিয়া দেওয়া ও খুন করা উভয় কার্য্যের মধ্যে যে রকম কার্য্য-কারণ স্বরূপ (cause and effect) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে প্রকার সম্বন্ধ পাহারা দেওয়া ও খুন করা এই দুইটি কার্য্যের মধ্যে নাই—ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। ৬ উ. রি., ৪, লি. নং ১৪১০ ও ১১৪ ধারার "অর্থ" শীর্ষক টীকা দেখ।

দণ্ড—বেত্রাঘাত যে সব অপরাধের দণ্ড, সে সকল অপরাধ সহায়তাপ্রযুক্ত কৃত হইলে সহায়তাকারী বেত্রাঘাত দ্বারা দণ্ডনীয়। ২ উ. রি., ২৭১, লি. নং ৪২৫।

যে ব্যক্তিকে মুখ্যাপরাধী বলিয়া দণ্ডিত করা যাইবে, তাহাকে সহায়তাকারী বলিয়া আবার দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। ৪ উ. রি., ২৩, ৩৭।

১১০ ধারা।—কোন অপরাধ করিতে যাহার সহায়তা করা যায়, সে যদি সহায়তাকারীর অভিপ্রায় কি জ্ঞান ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানমতে ক্রিয়া করে, তবে সেই ক্রিয়া সহায়তাকারীর অভিপ্রায় কি জ্ঞানমতে করা গেলে, অর্থাৎ অন্য-অভিপ্রায় ও জ্ঞানমতে না করা গেলে, ঐ যে অপরাধ হইত সেই) অপরাধের যে দণ্ডের বিধি থাকে সহায়তাকারীর সেই দণ্ড হইবে।

অর্থ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সহায়তাকারী নিজের অভিপ্রায় বা জ্ঞানের নিমিত্ত দায়ী; যে ব্যক্তির সহায়তা করিল তাহার কি অভিপ্রায় বা জ্ঞান ছিল তাহা দেখিয়া সহায়তাকারীর দায়ীত্ব স্থির করা যাইবে না। ২১ উ. রি., ৮।

১১১ ধারা।—যদি কোন এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া (করা যায় এবং যদি) অন্য ক্রিয়া করা যায় (কৃত হয়), তবে সেই অন্য ক্রিয়ার স্পষ্টরূপে (directly) সহায়তা করিলে সহায়তাকারীর যে প্রকারে ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত সেই প্রকারে ও সেই পর্য্যন্ত দায় থাকিবে। পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ কৃত ক্রিয়া সেই সহায়তার সম্ভাবিত ফল হয়, এবং যে প্রবৃত্তির কি সাহায্যের কি মন্ত্রণার দ্বারা সহায়তা হয় সেই প্রবৃত্তির বলে, কি সেই সাহায্যতে, কি সেই কুমন্ত্রণাক্রমে করা যায়।

উদাহরণ।

(ক) যদুর আহারের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিষ মিশ্রিত করিতে আনন্দ কোন এক বালককে লওয়ায় ও সেই অভিপ্রায়ে বালকের হস্তে বিষ দেয়। যদুর খাদ্য দ্রব্যের নিকটে রামের খাদ্য দ্রব্য ছিল, উক্ত বালক সেই শিক্ষামতে কর্ম্ম করে, কিন্তু এমক্রমে যদুর আহারে বিষ মিশ্রিত না

করিয়া রামের আহারে বিষ মিশ্রিত করে। এই স্থলে যদি সেই বালক আনন্দের প্রবৃত্তি বলে কর্ম্ম করিয়া থাকে ও যে ক্রিয়া করা গিয়াছিল তাহা ভাব গতিক বুঝিয়া যদি ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফলস্বরূপ হয়, তবে আনন্দ সেই বালককে রামের আহারে বিষ মিশ্রিত করিতে প্রবৃত্তি দিলে তাহার যে প্রকারের ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত সেই প্রকারের ও সেই পর্য্যন্ত দায় হইবে।

(খ) আনন্দ যদুর গৃহদাহ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম সেই গৃহদাহ করে। সেই সময়ে সেই বাটীর কিছু সম্পত্তিও চুরি করে। এই স্থলে আনন্দ গৃহদাহ করণের সহায় হইবার অপরাধী। কিন্তু চৌর্য্য ক্রিয়ার সহায় হইবার অপরাধী নহে, যেহেতু সেই চুরি করা পৃথক্ ক্রিয়া ছিল, গৃহদাহ করিবার সম্ভাবিত ফল নয়।

(গ) আনন্দ কোন লোকের ঘরে দস্যুতা করিববার জন্য বলরামকে ও চাঁদকে দুই প্রহর রাত্রিতে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, ও সেই কর্ম্মের নিমিত্ত তাহাদিগকে অস্ত্রও দেয়। বলরাম ও চাঁদ ঐ গৃহে প্রবেশ করিলে যদু নামে সেই ঘরের এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বাধা দেয়, তাহাতে তাহারা যদুকে বধ করে। এই স্থলে যদি সেই হত্যা ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফল হয়, তবে বধাপরাধের যে দণ্ড ধার্য্য হইয়াছে আনন্দের সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে অপরাধী প্রমাণিত করিতে হইলে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে (১) অপরাধটি আসামী কৃত সহায়তার বলে (under the influence and *not* in consequence of) কৃত হইয়াছে; এবং (২) উহা ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফল বলিয়া আসামী জানিত। সুতরাং যদি কতকগুলি ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে উহাদের মধ্যে একজন তাহার প্রাণনষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানকৃত বধ করার নিমিত্ত দায়ী হইবে না, কারণ তাহারা যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল, প্রাণবিনষ্টকরণ সে কার্য্যের সম্ভাবিত ফল নহে। ৫ উ. রি., ৭৫। আরও যদি ক, খ এবং গ'কে এরূপ হুকুম দেয় যে ঘ'কে বলপূর্ব্বক ধরিয়া উহাকে একটি ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং সে যদি নিজের দোষ স্বীকার না করে তাহা হইলে তাহাকে প্রহার করিবে। এই হুকুম পাইয়া ঘ'কে তাড়না বা প্রহার করা হয় এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়; এস্থলে ক গুরুতর আঘাতের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হয়। ৭ উ. রি., ৯৭। একটি দস্যুতা-কার্য্যে ক ও খ সহায়তা করে। দস্যুতা করিবার সময় গ'র উপর গুরুতর আঘাত করায় গ'র মৃত্যু হয়। সেসন আদালতে নরহত্যা অপরাধের সহায়তা-করণ অপরাধের নিমিত্ত ক ও খ'র দণ্ড হয়। হাইকোর্ট ঐ দণ্ড রহিত করিয়া বলেন যে সহায়তাকারীর দায়িত্ব স্থির করিতে হইলে প্রধানতঃ এইটি দেখিতে হইবে যে মুখ্যাপরাধী যে অপরাধ করিল সাধারণতঃ সেই অপরাধটি সহায়তাকারীর সহায়তাপ্রযুক্ত ঘটিবার সম্ভাবনা—ইহা সে জানিত কি না। অবস্থানুসারে যদি প্রতীত হয় যে তাহার ঐরূপ জ্ঞান ছিল না, তাহা

হইলে সে মুখ্যাপরাধীর কৃত অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডার্হ নহে। ৬ ই. ল. রি., এলা, ৪৯১। ইহার সহিত ৩৪ ও ১৪৯ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক।

দণ্ড—বেত্রাঘাত দণ্ড সম্বন্ধে ১০৯ ধারায় যাহা বলা হইয়াছে এই ধারা সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

১১২ ধারা।—সহায়তাকারী ১১১ ধারামতে যে কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হয়, সেই কার্য্য যদি সাহায্য করা (যে কার্য্যের সহায়তা করা তাহার) কার্য্যের অতিরিক্ত করা যায়, এবং তাহা যদি অন্য প্রকার অপরাধ হয়, তবে সহায়ব্যক্তি ঐ উভয় অপরাধের পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডের যোগ্য হইবে।

উদাহরণ।

কোন রাজকীয় কার্য্যকারক সম্পত্তি ক্রোক করিতেছে এমন সময়ে আনন্দ বলপূর্ব্বক তাহার বাধা করিতে (তাহাতে বাধা দিতে) বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। তৎপ্রযুক্ত বলরাম ঐ ক্রোক করার বাধা জন্মায়। তাহা করিবার সময়ে বলরাম ঐ রাজকীয় কার্য্যকারককে গুরুতর পীড়া দেয়। ইহাতে বলরাম দুই অপরাধ করিয়াছে, অর্থাৎ ক্রোক করার বাধা জন্মাইয়াছে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দিয়াছে। অতএব ঐ দুই অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়। আর বলরাম ক্রোক করার বাধা করিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়াও দিতে পারে এই কথা যদি আনন্দ জানিত, তবে আনন্দও ঐ দুই অপরাধের দণ্ডের যোগ্য হয়।

১১৩ ধারা।—সহায়তাকারী বিশেষ কোন ফল হইবার অভিপ্রায়ে কোন ক্রিয়ার সহায়তা করে, ও সেই সহায়তা প্রযুক্ত যে ক্রিয়ার নিমিত্ত ঐ সহায়ব্যক্তি দায়ী হয়, তদ্দ্বারা তাহার অভিপ্রায় মতের (অভিপ্রেত) ফল ভিন্ন অন্য ফল হইল। এমত স্থলে যে ফল হইয়াছে তাহা হইবার অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়ার সহায়তা করিলে সেই ব্যক্তি যে প্রকারে ও যে পর্য্যন্ত দায়ী হইত, সেই প্রকারে ও সেই পর্য্যন্ত সেই ফলের জন্য দায়ী হইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, যে ক্রিয়ার সহায়তা হইয়াছে তাহাতে ঐ ব্যক্তি ঐ ফল হইবার সম্ভাবনা জানে।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে গুরুতর পীড়া দিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম সেই প্রবৃত্তি প্রযুক্ত যদুকে গুরুতর পীড়া দেয়। তাহাতে যদুর প্রাণনষ্ট হয়। এইস্থলে যদি আনন্দ জানিত যে যে গুরুতর পীড়ার সহায়তা করিয়াছে তাহাতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, তবে জ্ঞানকৃতবধাপরাধের যে দণ্ড নির্ণয় হইয়াছে আনন্দ সেই দণ্ডের যোগ্য হয়।

১১৪ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডের যোগ্য হয়, তবে তাহার সহায়তাপ্রযুক্ত যে ক্রিয়ার কি অপরাধের নিমিত্ত সে

দণ্ডনীয় হয় তাহা যে কালে (সময়ে) করা যায়, তৎকালে সেই ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে সে ঐ ক্রিয়া কি অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান (ধরিতে) হইবে।

অর্থ—(১) ৩৪ ধারা ও ১১৪ ধারা উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। যদি কোন অপরাধ ঘটিবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি তাহার সহায়তা করে, পরে যখন অপরাধ করা হইতেছে, তখন তথায় উপস্থিত থাকে কিন্তু কোন কার্য্য না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির প্রতি ১১৪ ধারার বিধান খাটিবে। একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কোন অপরাধ ঘটিত কার্য্য করিলে যদিও অপরাধ কৃত হইবার পূর্ব্বে ঐ অপরাধের কোন সহায়তা তাহাদের মধ্যে কেহ না করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহারা প্রত্যেকে ৩৪ ধারামতে দায়ী হইবে। ১৪ উ. রি., ১২৩। ৪ মান্দ্রাজ জর্ণাল ১৫৮। ৪ মা. রি., ৩৭। ৮ বো. রি., ১৬৪।

(২) আরও ১০৯ ও ১১৪ ধারা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি তৎসম্বন্ধে ১০৯ ধারার "প্রমাণ" শীর্ষক টীকা দেখ। মনে কর, ক, খ'কে খুন করিবার জন্য গ'কে প্রবৃত্তি দেয়। এতদ্দ্বারা ক সহায়তা করিল। খুন প্রকৃত পক্ষে না ঘটিলেও সে সহায়তাকারী স্বরূপে দণ্ডিত হইবে। যদি প্রকৃত পক্ষে ক'র প্রবৃত্তি দেওয়া প্রযুক্ত (in consequence of the instigation) খুনটি করা হয়, এবং খুন করিবার সময় সে যদি উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে সে ১০৯ ধারামতে দণ্ড পাইবে। এবং যদি অগ্রে প্রবৃত্তি দিয়া পরে খুন হইবার সময় উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ১১৪ ধারামতে ক মুখ্যাপরাধী স্বরূপে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং ১০৯ ধারার উল্লিখিত টীকায় যে ঘরের ভিতর খুন করার উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে যদি ইহা প্রমাণিত হয়, যে দ্বারস্থ ব্যক্তি এমন কোন কার্য্য করিয়াছিল যদ্দ্বারা তাহাকে সহায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, তবে খুন হইবার সময় স্বয়ং কোন কার্য্য না করিয়া থাকিলেও, অথবা ঐ খুনটি তাহার কৃত সহায়তা প্রযুক্ত না হইলেও, অর্থাৎ কেবলমাত্র সে ঐ সময় উপস্থিত থাকিলেই তাহাকে ১১৪ ধারামতে দণ্ডিত হইতে হইবে। কোন আসামী স্বয়ং স্বীকার করে যে সে একটি অপরাধের সহায়তা করিয়াছে এবং পরে যখন সেই অপরাধ কৃত হয় তখন তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু কোন কর্ম্ম করে নাই। সে এই ধারামতে দায়ী হইতেছে। ১৭ উ. রি., ৫২।

(৩) মুখ্যাপরাধীই ৩৪—৩৮ ধারার লক্ষ্য। ৩৪ ধারায় অনেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপরাধ-ঘটিত ক্রিয়া করণের কথা বলা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা অনেক ব্যক্তি একা বা একত্রে অপরাধটি করিলে, ৩৭ ধারা বর্ত্তিবে। অনেক লোকে কোন অপরাধযুক্ত কার্য্য করিবার নিমিত্ত লিপ্ত হইয়া ঐ কার্য্য করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ করিলে, ৩৮ ধারা খাটিবে। যদি এক-ই অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানমতে অনেক লোক কোন কার্য্য করে তাহা হইলে ৩৫ ধারা বর্ত্তিবে। ৩৫ ধারায় সকলেরই "এক অভিপ্রায় বা জ্ঞান" থাকা আবশ্যক। ৩৪ ধারায় "কার্য্যের ও উদ্দেশ্যের" একতা থাকা আবশ্যক। সেইরূপ সহায়তাকারীর অভিপ্রায় বা জ্ঞান ভিন্ন

অন্য অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে অপরাধটি কৃত হইলে ১১০ ধারামতে, অথবা অপর কোন ক্রিয়া বা অপরাধ কৃত হইলে ১১১ ধারামতে, অথবা সহায়তাকারীর অভিপ্রেত ফল না হইয়া অন্য কোন ফল সাধিত হইলে ১১৩ ধারামতে, সহাযতাকারীর দাযিত্ব স্থির করিয়া তাহার উপর দণ্ড বিধান করিতে হইবে। ১১৪ ধারার লিখিত অবস্থায সহায়তাকারীকে মুখ্যাপরাধী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৪) উপস্থিত থাকা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যদি অপরাধ কৃত হইবার পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক কোন প্রকার সহায়তা করা না হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সে অপরাধ কৃত হইবার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া অপর লোকের সহিত অপরাধ-ঘটিত ক্রিয়াটি করিয়াছে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে ৩৪ ধারামতে দায়ী হইবে। কিন্তু সে যদি কেবলমাত্র উপস্থিত থাকে, আর কিছু না করে, তাহা হইলে সে আদৌ অপরাধী নহে। ১০৭ ধারার "অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি প্রদান" শীর্ষক টীকা দেখ।

অভিযোগ—অভিযোগ এইরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে ঃ—অমুক ব্যক্তি অমুক দিন বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে বা পূর্ব্বে অমুক সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে বা পূর্ব্বে অমুক স্থানে উপস্থিত থাকিয়া অমুক কর্ত্তৃক অমুক ক্রিয়ার সহায়তা করায় সেই ক্রিয়া অমুক কর্ত্তৃক কৃত হয়। ১১৪ ধারামতে তাহার কর্ত্তৃক উক্ত ক্রিয়া কৃত হইল এবং অমুক ধারামতে সেই ক্রিয়া দণ্ডনীয় হইতেছে। ৩ উ. রি., ৯, লি. নং ৫০৮। যদি কোন ব্যক্তি অমুক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া একবারেই অভিযুক্ত হয়, তাহার উপর তাহা হইলে ১১৪ ধারা মতে আর একটি স্বতন্ত্র অভিযোগ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

১১৫ ধারা।—যদি কেহ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা করে, ও সহায়তাপ্রযুক্ত যদি সেই অপরাধ না হয়, ও সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধি এই আইনে না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। এবং সেই সহায়তাপ্রযুক্ত সহায়ব্যক্তি যে ক্রিয়ার নিমিত্ত দায়ী হয় ও যাহাতে কোন ব্যক্তির পীড়া হয় এমত কোন ক্রিয়া যদি করা যায়, তবে সেই সহায় ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ যদুকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু সেই অপরাধ করা হয় নাই। বলরাম যদি যদুকে বধ করিত, তবে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইত। অতএব আনন্দ সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার, ও অর্থদণ্ড দিবার

যোগ্য হইবে। আর যদি সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদুকে কোন পীড়া দেওয়া হয় তবে আনন্দ চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার, ও অর্থদণ্ড দিবার যোগ্য হয়।

১১৬ ধারা।—যে অপরাধের জন্য কয়েদের দণ্ড হইতে পারে এমত অপরাধের সহায়তা যদি কেহ করে, এবং সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদি সেই অপরাধ না হইয়া থাকে ও এই আইনমতে সেইরূপ সহায়তার দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধি না হইয়া থাকে, তবে ঐ অপরাধের জন্য যে কোন প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি আছে, সেই প্রকারে ও ঐ অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল কয়েদ হইবার বিধি আছে, তাহার চারি অংশের এক অংশ পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইতে পারিবে, অথবা ঐ অপরাধের নিমিত্ত যত অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার তত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। আর তদ্রূপ অপরাধ যাহার নিবারণ করা কর্ত্তব্য এমত রাজকীয় কার্য্যকারক যদি (তাহাতে) সহায় হয়, কিম্বা যদি তাহার (এমত রাজকীয় কার্য্যকারকের) সহায়তা করা যায়, তবে ঐ অপরাধের জন্য যে কোন প্রকারে ও ঐ অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই সহায় ব্যক্তি কয়েদ হইতে পারিবে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য যত অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার তত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম রাজকীয় কার্য্যকারক। তাহার রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে আনন্দের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করে, এই কারণে আনন্দ তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহে। বলরাম তাহা গ্রহণ করে না; আনন্দের দণ্ড এই ধারামতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বলরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয়। এই স্থলে যদিও বলরাম মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়, তথাপি আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে ও তাহার তদনুসারে দণ্ড হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ একজন পুলিস অফিসর (officer); দস্যুতা নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য; কিন্তু (সে) সেই অপরাধের সহায়তা করে। এমনস্থলে দস্যুক্রিয়া যদিও না হয়, তথাপি ঐ অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল কয়েদ হইবার বিধি আছে, আনন্দ তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দ একজন পুলিস অফিসর। দস্যু ক্রিয়া নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু (সে) দস্যুতা করে ও বলরাম তাহার সহায়তা করে। এমতস্থলে যদি ঐ দস্যুক্রিয়া না

হয়, তথাপি দস্যুতার জন্য অত্যধিক যতকাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে, বলরাম তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবে ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—রাজকীয় কার্য্যকারক যদি যে অপরাধ নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য সেই অপরাধের সহায়তা করে, (গ) উদাহরণে তাহার দণ্ডের নিয়ম দর্শিত হইয়াছে। আর অন্য কোন ব্যক্তি যদি ঐরূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের সহায়তা করে, তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা (ঘ) উদাহরণে বর্ণিত হইয়াছে। আসামী কোন সিবিল সার্জ্জনকে ঘুষ দিবার প্রস্তাব করায় তাহার নামে ১৬১ ধারার লিখিত অপরাধের সহায়তা করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ হয়। ঘুষ নিবারণ করা সিবিল সার্জ্জনের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে বলিয়া আসামী এই ধারার শেষ ভাগের লিখিত অধিকতর দণ্ডের যোগ্য হইল না। ২১ উ. রি., ৯।

১১৭ ধারা।—যদি কেহ সর্ব্বসাধারণ লোকের দ্বারা কিম্বা দশ জনের অধিক কোন সংখ্যার কি কোন শ্রেণীর লোকের দ্বারা কোন অপরাধকরণের সহায়তা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, অথবা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন প্রকাশ্য স্থানে একখানি ঘোষণাপত্র সংলগ্ন করিয়া তাহাতে দশ জনের অধিক কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এমত প্রবৃত্তি দেয় যে বিপক্ষ সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন যাত্রা করিয়া (procession, অর্থাৎ রেসলা করিয়া) যাইবে, তখন তাহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তোমরা অমুক সময়ে ও অমুক স্থানে একত্র হইবে। ইহাতে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অর্থ—ব্যক্তি বিশেষের উপর অহিতাচার করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি সাধারণ জনমণ্ডলীর উত্তেজক বক্তৃতা করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি এই ধারামতে দণ্ডের যোগ্য হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দশ জন ব্যক্তিরই উদ্দেশ্য এক হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ, তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া আবশ্যক যে যে অপরাধ করণের সহায়তা করা হইতেছে সেই অপরাধটি কৃত হইলে ঐ অপরাধটির জন্য সকলেই দায়ী হইবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি দশজন কুলিকে তাহাদের চুক্তিভঙ্গ করিতে সহায়তা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি দশজন কুলি কর্ত্তৃক দশটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধ করণের সহায়তা করিল; দশজন কর্ত্তৃক একটি অপরাধ করণের সহায়তা করা হইল না। অতএব সে এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে না। ৩ উ. রি., ২৪।

এই আইন প্রথম প্রস্তুত হইবার সময় নিম্ন লিখিত উদাহরণ এই ধারার নিম্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। "কোন সংবাদপত্রে লেখক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; তাহাতে যে সকল

উপরিতন কর্ম্মচারী সৈনিকদিগের উপর কর্কশ ব্যবহার করিবেন, তাহাদিগকে গুলি করিবার জন্য সৈনিকদিগকে উত্তেজিত করা হয়। এস্থলে উক্ত লেখক এই ধারামতে অপরাধী হইবেন।"

এই ধারার সহিত ১৫৩ ও ১৫৩-ক ধারা দেখা আবশ্যক।

১১৮ ধারা।—যে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধ সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সুগমরূপে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কেহ অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিয়া (কর্ম্মের দ্বারা) কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই অপরাধ করিবার কল্পনার (design এর) অস্তিত্ব গোপনে রাখে, কিম্বা যাহা (যে কথা) মিথ্যা (বলিয়া) জানে সেই কল্পনার সম্বন্ধে এরূপ কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে। কিম্বা সেই অপরাধ না করা গেলে, সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে। আর উভয় স্থলেই তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

বল্লভপুরে ডাকাইতি হইবে আনন্দ ইহা জানিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে চাঁদপাড়ায় ডাকাইতি হইবে। সেই চাঁদপাড়া অন্য দিকে আছে। এতদ্দ্বারা ঐ অপরাধ সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভ্রান্তি জন্মায়। উক্ত কল্পনামতে বল্লভপুরে ডাকাইতি হইল। আনন্দের এই ধারামতে দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—এ ধারায় প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর দণ্ড যোগ্য অপরাধের এবং ১২০ ধারায় কয়েদ দণ্ড যোগ্য অপরাধের সহায়তা বিশেষের দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই দুই ধারার মধ্যে অপর কোন প্রভেদ নাই। এই দুই ধারা ও ১১৯ ধারা উভয়ের মধ্যে কি প্রভেদ, তৎসম্বন্ধে ১১৯ ধারার টীকা দেখ। কোন আসামীকে এই ধারামতে দণ্ডিত করিতে হইলে ফরিয়াদীর এই এই বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।—১ম, উক্তবিধ অপরাধ করিবার জন্য একটি চক্রান্ত হইয়াছে; ২য়, আসামী তাহা জানিত; ৩য়, অপরাধটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়, এই অভিপ্রায়ে বা জানিতে পারিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সে তাহা গোপনে রাখিয়াছে, বা তৎসম্বন্ধে মিথ্যা সম্বাদ দিয়াছে। এ ধারায় কার্য্যবিশেষ দ্বারা, অর্থাৎ গোপন করিয়া বা মিথ্যা সম্বাদ দিয়া সহায়তা করণের উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য কোন প্রকার সহায়তা সম্বন্ধে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ১০৯ ধারার টীকা দেখ। কি প্রকারে গোপন করিয়াছে ও কি মিথ্যা সম্বাদ দিয়াছে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। যদি উক্তরূপ অভিপ্রায় বা জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে

কেবল গোপন করিয়াছে বলিয়া আসামীর এই ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না। কোন আসামী জানিত যে একটি ডাকাইতি করার পরামর্শ করা হইয়াছে। ঐ অপরাধটি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে হইতে পারে তদুদ্দেশে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই পরামর্শের কথা গোপন করে। তাহার এই ধারামতে দণ্ড হইবে। ৪ উ. রি., ২।

১০৭ ধারাগত উদাহরণ এই উদাহরণের সহিত একত্রে পাঠ করিলে উভয়ের মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। এই ধারায় "ভবিষ্যতে" যে কোন অপরাধ করা হইবে তাহারই কল্পনা ও পরামর্শ গোপন রাখার কথা বলা হইতেছে। "বর্ত্তমান" সময়ে যে অপরাধ করা হইতেছে বা এখনই করা হইবে, সেই অপরাধকরণ সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে বা কোন অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলে, ১০৭ ধারা খাটিবে। ঐ ধারায় যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলরাম যদি চাঁদকে যদু বলিয়া নির্দ্দেশ না করিত, তাহা হইলে চাঁদের উপর উল্লিখিত অত্যাচার আদৌ ঘটিত না। ঐরূপ মিথ্যা নির্দ্দেশ করাতে বলরাম প্রকৃতপক্ষে আংশিকরূপে নিজেই ঐ অপরাধ করিল বলিতে হইবে। এ ধারার উদাহরণে আনন্দের সহিত অনুষ্ঠিত অপরাধের সংশ্রব অপেক্ষাকৃত অল্প।

"আইনমতে কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে"—১৮৬৮ সালের ১৪ আইনের ৯ ধারায় বিষয় বিশেষের সংবাদ ব্যক্তিবিশেষকে দিতে হইবে—ইহার বিধি আছে। ১৮৭১ সালের ২৭ আইনের ২১ ধারায় ঐরূপ বিধি আছে। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৪ ও ৪৫ ধারাতেও ঐরূপ বিধি আছে। এই সকল স্থলে সংবাদ না দিলে আইনমতে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি করা হইল বুঝিতে হইবে।

১১৯ ধারা।—যে অপরাধ রাজকীয় কার্য্যকারকের নিবারণ করা কর্ত্তব্য, তাহা সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সুগমরূপে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি ঐরূপ রাজকীয় কার্য্যকারক অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিয়া কি আইনমতের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই অপরাধ করিবার কল্পনার অস্তিত্ব গুপ্ত রাখে, কিম্বা সেই কল্পনা সম্বন্ধে যাহা (যে কথা) মিথ্যা (বলিয়া) জানে এমত কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে তাহার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে, সেই প্রকারে ঐ কয়েদ অত্যধিক যতকাল পর্য্যন্ত হইবার বিধি থাকে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবে, ঐ অপরাধের যে অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার সেই দণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে। যদি সেই অপরাধের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে। যদি সেই অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে সেই অপরাধের জন্য যে কোন

প্রকার কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই প্রকারে ঐ কয়েদ অত্যধিক যতকাল পর্য্যন্ত বিধি থাকে তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কাল সে ব্যক্তি কয়েদ হইবে, কিম্বা ঐ অপরাধের জন্য যে অর্থদণ্ডের বিধি আছে তাহার সেই অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা সে ঐ উভয় দণ্ড পাইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ পুলিষের আমলা। দস্যুক্রিয়ার কল্পনার (মন্ত্রনা সম্বন্ধে) যে কোন কথা জানিতে পায়, তাহার সংবাদ দেওয়া আইনমতে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বলরাম দস্যুতা করিতে মনস্থ করিয়াছে, আনন্দ ইহা জানিয়া, তাহার সেই অপরাধ সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে সংবাদ দেয় নাই। এস্থলে আনন্দ আইনমতের আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া বলরামের কল্পনার কথা গুপ্ত রাখিয়াছে। আনন্দের এই ধারার বিধিমতে দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারা ও ১১৮ ও ১২০ ধারায় বর্ণিত অপরাধের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এই ধারা রাজকীয় কার্য্যকারক বিশেষের উপর খাটিবে; অর্থাৎ সকল রাজকীয় কার্য্যকারকের উপর নহে, কেবল যে যে অপরাধ নিবারণ করা যে যে রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য, সেই সেই অপরাধের ধারার লিখিত কার্য্যের দ্বারা সহায়তা করিলে সেই সেই রাজকীয় কার্য্যকারকদিগের উপর এই ধারা খাটিবে। অপর সাধারণ লোকের উপর অবস্থাবিশেষে ১১৮ বা ১২০ ধারা বর্ত্তিবে।

১২০ ধারা।—যে অপরাধের জন্য কয়েদের দণ্ড হইতে পারে তাহা সুগমরূপে হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সুগমরূপে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই অপরাধ করিবার কল্পনার অস্তিত্ব গুপ্ত রাখে, কিম্বা যাহা (যে কথা) মিথ্যা জানে সেই কল্পনা সম্বন্ধে এমত কোন কথা কহে, তবে সেই অপরাধ করা গেলে তাহার জন্য যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে সেই প্রকারে ও অত্যধিক যতকাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিককাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবে, ও সেই অপরাধ না করা গেলে ঐ কয়েদ অত্যধিক যতকাল হইবার বিধি থাকে তাহার আট অংশের এক অংশ কাল পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি কয়েদ হইবে, কিম্বা ঐ অপরাধের জন্য যত অর্থদণ্ডের বিধি থাকে তাহার তত অর্থ দণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

১১৮ ও ১১৯ ধারার টীকা দেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজদ্রোহ দোষের বিষয়।

১২১ ধারা।—যে কেহ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিম্বা করিতে উদ্যোগ করে, কি সেইরূপ যুদ্ধ করিতে সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড, কিম্বা

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবে, ও তাহার তাবৎ সম্পত্তি-দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) হইবে।

উদাহরণ।

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহব্যাপারে আনন্দ লিপ্ত হয়। সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করিল।

(খ) সিংহলদ্বীপে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহব্যাপার হইতেছে। আনন্দ ভারতবর্ষে থাকিয়া ঐ বিদ্রোহীদিগের নিকটে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়া তাহাদের সহায়তা করে। আনন্দ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

অর্থ—মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ—এই শব্দের অর্থ লইয়া ১২১ ধারার মোকদ্দামায় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ বলেন, ব্রিটিশাধিকারের সীমার মধ্যে যুদ্ধ করিলে বা যুদ্ধ করিতে চেষ্টা বা সহায়তা করিলে, এই ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ কৃত হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একটি মোকদ্দামা হয়, তাহাতে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে "উক্ত সীমার বাহিরেও" যদি কোন 'বিদ্রোহ," "আক্রমণ" বা "যুদ্ধ" মহারাণীর বিরুদ্ধে কৃত হয় এবং তাহাতে মহারাণীর কোন প্রজা (অথবা যে কোন ব্যক্তি মহারাণীর অধিকারে বাস করে এবং তজ্জন্য যাহাকে মহারাণীর সাময়িক প্রজা বলা যাইতে পারে, সে) উক্ত "যুদ্ধ," "আক্রমণ," বা "বিদ্রোহে" সহায়তা করিলে, এই ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে। মনে কর, রুসেরা মহারাণীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অধিকারের বাহিরে, অর্থাৎ পারস্য দেশে যুদ্ধ করিতেছে। যদি কেহ ব্রিটিশ অধিকারে বাস করিয়া, অর্থাৎ পাটনা হইতে রুসিয়দিগকে অস্ত্রাদি পাঠাইয়া সাহায্য করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই ধারার অপরাধ করিল। কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মোকদ্দামা হয়, সেই মোকদ্দামায় হাইকোর্ট বলেন, ব্রিটিশ অধিকারের সীমার বাহিরে কোন শত্রুপক্ষকে (যে শত্রুপক্ষও মহারাণীর প্রজা) মহারাণীর কোন প্রজা সাহায্য দান করিলে, সে এই ধারার লিখিত অপরাধে অপরাধী হইবে। ২ উ. রি., ৬০। শত্রুপক্ষ যদি মহারাণীর প্রজা না হয় (মনে কর, তাহারা রুস), তবে তাহাদিগকে সাহায্য করিলে এই ধারার অপরাধ হইবে কি না, সে বিষয়ে হাইকোর্ট কোন মত প্রকাশ করেন নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কোন ভিন্ন রাজার প্রজা যতদিন ব্রিটিশ অধিকারে বাস করিবে, ততদিন তাহাকে মহারাণীর প্রজা (সাময়িক প্রজা) বলিয়া গণ্য করা যাইবে। সুতরাং যদি এক জন জর্ম্মাণ কলিকাতায় থাকিয়া পারস্যদেশে রুসদিগকে মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সাহায্য প্রেরণ করে, তাহা হইলে সে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের নজীর অনুসারে এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। ১২১-ক ধারায় এ বিষয়ের অনেকটা মিমাংসা করা হইয়াছে।

অনুমতি—এই অধ্যায়ের লিখিত অপরাধের অভিযোগ গবর্ণমেণ্ট বা তদ্বিষয়ে কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে নালিশ না হইলে কোন ফৌজদারী আদালত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কেবল ১২৭ ধারার অপরাধের অভিযোগে ঐরূপ অনুমতির প্রয়োজন নাই। ফৌ. কার্য্য. বি. আঃ, ১৯৬ ধারা দেখ।

অভিযোগপত্র—অমুক ব্যক্তি অমুক দিন বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে, অমুক স্থানে মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে এবং সে দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারামতে অপরাধী হইতেছে, এইরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে।

বিচারস্থান—আমীর খাঁর মোকদ্দমায় যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত হয় তাহাতে লিখিত থাকে যে সে কলিকাতায় মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং সেই মোকদ্দমা আপীল হইলে তর্ক করা হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ যখন কলিকাতায় কৃত হইয়াছে, তখন তাহার বিচার পাটনার সেসন আদালতে হইতে পারে না। এই তর্কটি সারগর্ভ হইলেও ১৮৭২ সালের ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৬৬ ধারার (ঘ) উদাহরণের নিয়ম অনুসারে ইহা আসামীর উপকারে আসিল না। সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীগণের উপর ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া একত্রে অভিযোগ-পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহারা কলিকাতায় এবং পাটনায় উদ্দেশ্য-সাধক যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়াছে তাহার প্রমাণ দিলে যদি এরূপ দৃষ্ট হয় যে পাটনায় উহার কোন কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা হইলে আসামীর বিচার পাটনার সেসন আদালতে চলিতে পারিবে। কারণ, ষড়যন্ত্র-কারীদের মধ্যে যে কেহ পাটনায় তাহাদের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য-সাধক যে কোন কার্য্য করিবে, সে কার্যটি আসামী আমীর খাঁর কৃত বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ মোকদ্দমায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে আমীর খাঁ কলিকাতা হইতে পাটনায় কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট টাকা পাঠাইতেন। সুতরাং যতক্ষণ ঐ টাকা ঐ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট না পৌঁছিবে, ততক্ষণ ঐ টাকা পাটনার মধ্য দিয়া আমীর খাঁ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে; এবং তাহা হইলেই তাহার বিচার পাটনার আদালতের অধিকারভুক্ত হইতেছে। ৯ বে. ল. রি., ৩৬। বর্ত্তমান ফৌ. কার্য্যবিধি আইনে ঐ উদাহরণটি প্রদত্ত হয় নাই। বোধ হয় ঐ আইনের ১৮০ ও ১৮২ ধারার অন্তর্গত হইতেছে বলিয়া দেওয়া হয় নাই।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৬, ১০, ৩৭, ৫৭ ধারা দেখ। ঐ সকল ধারায় প্রসিদ্ধ আমিরুদ্দীনের মোকদ্দমায় (৭ বে. ল. রি., ৭০) হাইকোর্ট যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কোন ঘোষনাপত্র বা সরকারি চিঠি বা স্থানীয় বা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন পত্র প্রমাণ করিতে হইলে, যে সরকারি গেজেটে ঐ সকল ঘোষণা বা চিঠি প্রকাশিত হয়, তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য। ১৮৭২ সালের আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারামতে আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে এক জন সাক্ষী দেওয়া হইলেই যথেষ্ট হইবে কি না—এসম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। ঐ আইনে সাক্ষীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায়, উক্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে। ১৫ উ. রি., ১৫। এই ধারার মোকদ্দমায় প্রায়ই এক জন সমদোষীকে মহারাণীর সাক্ষী করা হয়। তৎসম্বন্ধে ২৯৯ ধারার টীকা দেখ।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—দণ্ডাজ্ঞাপত্রে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার কথা লিখিত থাকুক বা না থাকুক, এই ধারার অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। আসামী দোষী বলিয়া প্রমাণ হইলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। আসামীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার স্ত্রী গবর্ণমেণ্টের নিকট ভরণপোষণ পাইবে না। ২ ইণ্ডিয়ান জুরিষ্ট ১২৪। ৬২ ধারার টীকা দেখ।

বিশেষ কথা—যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ বা তদ্বিষয়ে সহায়তা অপরাধ এই ধারামতে দণ্ডনীয়। ১০৯, ১১৪ বা ৫১১ ধারা এস্থলে খাটিবে না, কারণ যেখানে কোন স্বতন্ত্র বিশেষ নিয়ম করা না হইয়াছে, সেই সকল স্থলেই ১০৯ প্রভৃতি ধারা প্রয়োগ করিতে হইবে। ১০৭ ও ১০৯ ধারার টীকা দেখ।

১২১ (ক) ধারা।—যে যে অপরাধ ১২১ ধারাক্রমে দণ্ডনীয় হয়, কোন ব্যক্তি

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কি বহির্ভূত স্থানে উক্ত অন্যতর (যে কোন) অপরাধ করিবার, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষের কি তদ্দেশের কোন অংশের আধিপত্য (sovereignty) বিচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিলে, অথবা অপরাধঘটিত বলদ্বারা কিম্বা অপরাধঘটিত বল প্রদর্শন দ্বারা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টকে শঙ্কাকুল (overawe) করিবার ষড়যন্ত্র করিলে, তাহার যাবজ্জীবন কিম্বা ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, কিম্বা অন্যতর প্রকারের দশ বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড হইবে।

অর্থ।—ষড়যন্ত্রের উপলক্ষে কোন ক্রিয়া না করা গেলেও, কিম্বা আইন-বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি না হইলেও, এই ধারামত ষড়যন্ত্র হইতে পারে।

এই অর্থের কথার সহিত ১০৭ ধারার দুই দফা (clause) একত্র করিয়া পাঠ করিলে উভয়ের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

১২২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কল্পনায়, কিম্বা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবার মানসে, লোক কি অস্ত্রশস্ত্র কি বারুদাদি সংগ্রহ করে, কি অন্য প্রকারে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের, কি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত এক প্রকারে (পরিশ্রমের সহিত বা বিনা পরিশ্রমে) কয়েদ হইবার দণ্ড হইবে, ও তাহার যাবতীয় সম্পত্তি-দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) হইবে।

১২৩ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিরুদ্ধে সুগমরূপে যুদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা যুদ্ধ করিবার কল্পনার কথা (মন্ত্রণা বা চক্রান্তের বিষয়) গুপ্ত রাখিলে তাহা সুগমরূপে হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিয়া কিম্বা আইনমতের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিয়া সেই যুদ্ধের কল্পনা গুপ্ত রাখে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—১১৮ প্রভৃতি ধারায় "ইচ্ছাপূর্ব্বক" (voluntarily) গোপন রাখা আবশ্যক; কিন্তু এ ধারায় "ইচ্ছাপূর্ব্বক" শব্দটি ব্যবহার হয় নাই।

১২৪ ধারা।—ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের, কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সির শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের, কিম্বা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের, কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের কৌন্সেলের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সির কৌন্সেলের কোন মেম্বর সাহেবের আইনসিদ্ধ যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে সেই গবর্ণর জেনারল বাহাদুর, কি গবর্ণর সাহেব, কি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব, কি কৌন্সেলের মেম্বর সাহেব কোন প্রকারে কোন কার্য্য করেন, কি কর্ত্তব্য কোন কার্য্য না করেন, তাঁহার এমত প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা বলপূর্ব্বক সেই কার্য্য করাইবার কি তাঁহাকে করিতে না দিবার অভিপ্রায়ে,

যদি কোন ব্যক্তি সেই গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের, কি গবর্ণর সাহেবের, কি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের, কি কৌন্সেলের মেম্বর সাহেবের উপর আক্রমণ করে, কি তাহাকে অন্যায়মতে অবরোধ করে, কি অন্যায়মতে অবরোধ করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা অপরাধঘটিত বলদ্বারা কি অপরাধঘটিত বল দর্শাইয়া তাঁহাকে ভয় দেখায়, কি দেখাইবার উদ্যোগ হয় (করে), তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১২৪-ক ধারা।—যে কোন ব্যক্তি উচ্চারিত বা লিখিত কথা দ্বারা কিম্বা ইঙ্গিত করিয়া কিম্বা দৃশ্য চিত্রাদি দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে শ্রীশ্রীমতীকে কিম্বা বৃটিষ ভারতবর্ষে আইনক্রমে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে ঘৃণা বা অবজ্ঞাভাজন করেন, কিম্বা ঘৃণা বা অবজ্ঞাভাজন করিবার চেষ্টা করেন, কিম্বা শ্রীশ্রীমতীর প্রতি কিম্বা বৃটিষ ভারতবর্ষে আইনক্রমে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করেন, কিম্বা বিরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার যাবজ্জীবন কিম্বা তদপেক্ষা অল্পকালের নিমিত্ত দ্বীপান্তরবাস দণ্ড হইবে এবং সেই দণ্ডে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইতে পারিবে, অথবা তাঁহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে, এবং সেই দণ্ডে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইতে পারিবে, অথবা তাঁহার অর্থদণ্ড হইবে।

প্রথম ব্যাখ্যা।—"বিরাগ" শব্দে রাজদ্বেষ ও সকল প্রকার শত্রুতাভাবও বুঝাইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিরাগ উদ্রেক না করিয়া কিম্বা উদ্রেক করিবার চেষ্টা না করিয়া আইনসঙ্গত উপায়ে গবর্ণমেণ্টের কৃত অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যে সেই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অননুমোদন সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা এই ধারানুসারে অপরাধ হয় না।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিরাগ উদ্রেক না করিয়া কিম্বা উদ্রেক করিবার চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের শাসনসংক্রান্ত কর্ম্ম বা অন্য কর্ম্ম সম্বন্ধে অননুমোদনসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা এই ধারানুসারে অপরাধ হয় না। (১৮৯৮ সাঃ, ৪ আঃ, ৪ ধাঃ)।

অর্থ—"বিরাগ" (disaffection), ও "অননুমোদন" (disapprobation) শব্দের অর্থ সম্বন্ধে "বঙ্গবাসী" মোকদ্দমা দেখ। ১৯ ই. ল. রি., কলি, ৩৫। ইহার সহিত ২২ ই. ল. রি., বো., ১১২, ১৫৩; ২০ ঐ, এলা., ৫৫ দেখা আবশ্যক।

১২৫ ধারা।—আসিয়া দেশীয় যে কোন রাজ্যাধিপতি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিতে বদ্ধ কিম্বা শান্তিভাবে থাকেন (at peace), তাঁহার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যদি কেহ যুদ্ধ করে, কি যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করে, কি সেইরূপ যুদ্ধ হইবার সহায়তা করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ-দণ্ড হইবে, ও তাহার অর্থ-

দণ্ডও হইতে পারিবে; কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে; তদ্ভিন্ন তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে; অথবা তাহার কেবল অর্থদণ্ডও হইবে।

অর্থ—ব্রিটিশ অধিকারের বাহিরে যুদ্ধ করা হইলেও এই ধারামতে অপরাধ হইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ব্রিটিশ অধিকারে বাস করিয়া মণিপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে যদিও মণিপুর উক্ত সীমার অন্তর্গত নহে, তথাপি সেই ব্যক্তি এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে। ৩ উ. বি., ১৬।

১২৬ ধারা।—যে কোন রাজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিতে বদ্ধ আছেন, কি শান্তিভাবে থাকেন, তাঁহার দেশে যদি কেহ উপদ্রব করে, কি করিবার উদ্যোগ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তদ্ভিন্ন তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে; ও সেই উপদ্রব করণেতে (করণার্থে) যে কিছু সম্পত্তির ব্যবহার হয়, কি হইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা ও সেইরূপ লুঠ করিয়া যে কিছু বিষয় (সম্পত্তি) প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলই দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) হইতে পারিবে।

১২৭ ধারা।—১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিত কোন অপরাধ দ্বারা কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে জানিয়া যদি কেহ সেই সম্পত্তি গ্রহণ করে, তবে সেই লোক সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, ও সেই প্রকারের প্রাপ্ত সম্পত্তিও দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) হইবে।

অর্থ—সম্পত্তি গ্রহণ করা হইয়াছে ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামী জানিত যে উক্ত সম্পত্তি ১২৫। ১২৬ ধারার লিখিত অপরাধ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত সম্পত্তি আসামীর দখলে না আসিলে, কিম্বা আসামীর উক্তরূপ জ্ঞান না থাকিলে, এ ধারার অপরাধে তাহাকে অপরাধী বলা যাইতে পারে না।

১২৮ ধারা।—যদি রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে (state-prisoner), কিম্বা যুদ্ধধৃত কোন কয়েদীকে কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের জিম্মায় রাখা যায়, এবং ঐ কয়েদী যে স্থানে কয়েদ থাকে তথা হইতে যদি সেই কার্য্যকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে পলাইতে দেয়, তবে সেই কার্য্যকারকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

১২৯ ধারা।—যদি রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে কিম্বা যুদ্ধধৃত কোন কয়েদীকে কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের জিম্মায় রাখা যায়, ও সেই কয়েদী যে স্থানে কয়েদ থাকে তথা হইতে যদি সেই কার্য্যকারক তাহাকে অনবধান

বশতঃ পলাইতে দেয়, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—১২৮ ও ১২৯ ধারার মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে অপরাধ সূচক কার্য্যটি ১২৮ ধারায় "ইচ্ছাপূর্ব্বক" ও ১২৯ ধারায় "অনবধানবশতঃ" কৃত হয়।

১৩০ ধারা।—রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদী কিম্বা যুদ্ধধৃত কোন কয়েদী আইনমতে কয়েদ থাকিলে যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার পলাইবার সাহায্য কি সহায়তা করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন কয়েদীকে ছাড়াইয়া দেয় (rescues), কি ছাড়াইয়া দিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন কয়েদী আইনমতে কয়েদ হইয়া পলায়ন করিলে যদি কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয়, কি লুকাইয়া রাখে, কিম্বা তাহাকে পুনরায় ধরা যাইবার কোন বাধা দেয়, কিম্বা দিবার উদ্যোগ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণের দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে; তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থের কথা।—রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদী কিম্বা যুদ্ধধৃত কয়েদী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞাতে নির্ভর করিয়া যদি তাহাকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী দেশের নিরূপিত সীমার মধ্যে মুক্ত হইয়া থাকিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তবে সে যে সীমার মধ্যে মুক্ত হইয়া থাকিবার অনুমতি পায়, তাহার বাহিরে গেলে সে আইনমতের কয়েদ হইতে পলায়ন করে এমত কহা যায়।

অর্থ—*স্ত্রী পলায়িত স্বামীকে বা স্বামী পলায়িত স্ত্রীকে আশ্রয় দিলে বা লুকাইয়া রাখিলে,* তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে না।' ১৩৬ ধারায় স্ত্রীকে ও ২১২, ২১৬ ও ২১৬-ক ধারায় স্ত্রী কিম্বা স্বামীকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। এ ধারায় সেইরূপ অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই।

"আশ্রয়" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ২১৬-খ ধারা দেখা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়।

পল্টন ও যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের অপরাধের বিধি।

১৩১ ধারা—যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের (army) কি যুদ্ধ জাহাজের (navy) কোন সেনাপতির (officer), কি সিপাহীর, কি নাবিক (কর্ত্তৃক) বিদ্রোহকার্য্য (mutiny) করিবার সহায়তা করে, কিম্বা সেইরূপ কোন সেনাপতিকে, কি সিপাহীকে, কি নাবিককে রাজকার্য্যে

(allogiance) হইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ (seduce) করাইতে উদ্যোগ (চেষ্টা) করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইবে।

অর্থ।—এই ধারাগত "সেনাপতি," "সিপাহী" এই এই শব্দে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের সুশাসনের নিমিত্ত সামরিক বিধির, কিম্বা ১৮৬৯ সালের ৫ আইনের সামরিক বিধির বশতাপন্ন কোন ব্যক্তিও গণ্য।

অর্থ—সামরিক, অর্থাৎ যুদ্ধসম্পর্কীয় (military) আইনের অধীন ব্যক্তিকে যদি অপর কোন ব্যক্তি (অর্থাৎ, যে ঐ আইনের অধীন নহে) বিদ্রোহাদি অপরাধ করিতে সহায়তাদি করে, তাহার দণ্ডের বিধান এই অধ্যায়ে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা এই অধ্যায়ের লিখিত অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডার্হ নহে। ১৩৯ ধারা দেখ।

১৩২ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির, কি সিপাহীর, কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহ কর্ম্ম করিতে যদি কেহ সহায়তা করে, ও সেই সহায়তাপ্রযুক্ত যদি রাজবিদ্রোহ কার্য্য করা হয়, তবে সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ-দণ্ড হইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

১৩৩ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন উচ্চ পদের কার্য্যকারক আপন পদের কর্ম্ম যে সময়ে করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতে কোন সেনাপতির, কি সিপাহীর কি নাবিক প্রভৃতির সহায়তা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের উচ্চপদের কার্য্যকারক আপন পদের কর্ম্ম যে সময়ে করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতে কোন সেনাপতির, কি সিপাহীর, কি নাবিক প্রভৃতির সহায়তা করে, এবং সেই সহায়তাক্রমে যদি আক্রমণ করা হয়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

১৩৫ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন সেনাপতির, কি সিপাহীর, কি নাবিক প্রভৃতির পলায়নের (desertionএর) সহায়তা করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা তাহার ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

১৩৬ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের সেনাপতি, কি সিপাহী, কি নাবিক প্রভৃতি পলাতক হইয়াছে জানিয়া, কিম্বা তাহা বিশ্বাস হইবার কারণ পাইয়া, যদি নিম্নের লিখিত প্রকারের ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি সেই সেনাপতিকে, কি সিপাহীকে, কি নাবিক প্রভৃতিকে আশ্রয় দেয় (harbours), তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বর্জ্জিত কথা। স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে সেইরূপে আশ্রয় দেয় তবে তাহার উপর এই বিধি বর্ত্তিবে না।

১৩০ ধারার টীকা দেখ।

১৩৭ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কি যুদ্ধজাহাজ হইতে পলাতক কোন ব্যক্তি যদি বাণিজ্য-জাহাজে (merchant-vessel) লুকাইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের কিম্বা জাহাজের যাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি না হইলে, কিম্বা জাহাজে সুনিয়ম রক্ষা করিবার বিধির দোষ না থাকিলে, যদি ঐ অধ্যক্ষ কিম্বা কর্ত্তৃপক্ষ সেই ব্যক্তির লুকাইয়া থাকিবার কথা জানিতে পারিতেন, তবে ঐ ব্যক্তির লুকাইয়া থাকিবার কথা না জানিলেও, তাঁহার (অধ্যক্ষের বা কর্ত্তার) পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৩৮ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের কোন সেনাপতির, কি সিপাহীর, কি নাবিক প্রভৃতির অবাধ্যভাবের (insubordination) কার্য্য জানিয়া যদি কেহ তাহার সহায়তা করে, তবে সেই সহায়তা-প্রযুক্ত অবাধ্যভাবের ঐ কার্য্য করা গেলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

১৩৮-ক ধারা।—এই অধ্যায়ের ধারাগুলি এই পূর্ব্ববর্ত্তিভাবে বর্ত্তিবে যেন শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় মেরিন সার্ভিস্ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যুদ্ধ-জাহাজের অন্তর্গত। (১৮৭৭ সাঃ, ১৪ আঃ, ৭৯ ধাঃ)।

১৩৯ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের জন্য, কিম্বা সেই পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কোন অংশের জন্য, যুদ্ধসম্পর্কীয় যে আইন হয় তাহার অধীন কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়ের লিখিত কোন অপরাধ করিলে, সে এই আইনমতে দণ্ডনীয় হইবে না।

পল্টন সম্বন্ধীয় আইন সম্বন্ধে ৫ ধারার টীকা দেখ।

১৪০ ধারা।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনের কি যুদ্ধজাহাজের কর্ম্মে

নযুক্ত সিপাহী না হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি আপনি যে সিপাহী এই বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, ঐ সিপাহীর ব্যবহার্য্য কোন পোষাকের কি চিহ্নাদির ত কোন পোষাক কি চিহ্ন পরে, কি ধারণ করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তি ভঙ্গনের বিধি।

১৪১ ধারা।—পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তির জনতা হইলে যদি সে জনতার সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় (object-উদ্দেশ্য) থাকে, তবে (ঐ জনতাকে) "বে-আইনমতের জনতা" বলা যায়। যথা—

প্রথম।—যদি অপরাধযুক্ত বলদ্বারা কি অপরাধযুক্ত বলপ্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক (Legislative) কিম্বা কর্ত্তৃত্বকর্ম্মনির্ব্বাহক (Executive) গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন প্রেসিডেন্সীর গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে, কি রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের আইনমতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরণকালে তাঁহাকে ভয় দর্শাইবার অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা,

দ্বিতীয়।—যদি আইনমতের কোন কর্ম্ম হইবার, কি আইনমতের কোন পরওয়ানা জারী হইবার বাধা দিবার অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা,

তৃতীয়।—যদি কোন অপক্রিয়া (mischief) বা অপরাধভাবে অনধিকার-প্রবেশ করণের, কি অন্য অপরাধ করণের অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা,

চতুর্থ।—যদি কোন ব্যক্তির উপর অপরাধযুক্ত বলদ্বারা অথবা অপরাধযুক্ত বলপ্রদর্শনক্রমে কোন সম্পত্তি (দখল) লইবার কি প্রাপ্ত হইবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির কোন পথে গমনাগমনের অধিকার, কিম্বা জলের ব্যবহার, কিম্বা কোন স্থাবর বস্তু সংক্রান্ত যে কোন ভোগোপযোগী স্বত্বে অধিকার (স্বত্ব তাহার দখলে), কিম্বা উপভোগে থাকে, তাহা (সেই স্বত্ব) রহিত করিবার, কিম্বা কোন স্বত্ব কি কল্পিতস্বত্বক্রমে বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইবার (কোন স্বত্ব বলপূর্ব্বক সাব্যস্ত (enforce) করিবার) অভিপ্রায় থাকে। কিম্বা,

পঞ্চম।—যদি অপরাধযুক্ত বলদ্বারা কি অপরাধযুক্ত বল দর্শাইয়া কোন ব্যক্তির আইনমতে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে তাহাকে সেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য

করিবার, কিম্বা আইনমতে তাহার যে কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে তাহাকে সেই কর্ম্ম না করিতে বাধা করিবার অভিপ্রায় থাকে।

অর্থের কথা। ব্যক্তিরা যে সময়ে একত্র হইয়াছিল সেই সময়ে বে-আইন মতের জনতা না হইলে (না হইয়া থাকিলেও), পরে বে-আইন-মতের জনতা হইতে পারে।

অর্থ।—১ম. "পাঁচ কি তাহার অধিক" ব্যক্তির জনতা, এবং ২য়. ঐ জনতার "সমস্ত ব্যক্তিরই" উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। সুতরাং যদি পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি সমবেত হইবার সময় তাহাদের কাহারও উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্য না থাকে, ও পরে যদি তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মাত্র উল্লিখিত কোন অভিপ্রায়ে কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করে, অর্থাৎ যদি অন্যান্য ব্যক্তিদের সেরূপ অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে জনতার মধ্যে দুই এক জন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিল বলিয়া ঐ জনতাকে আইনবিরুদ্ধ জনতা বলা যাইবে না। ৯ ঊ. রি., ১৯। ৫ ঊ. প. রি., ২০৮।

চতুর্থ অভিপ্রায়।—প্রথম তিনটি ক্লজ সম্বন্ধে কোন গোল নাই। ৩য়. ক্লজে, "অপরাধ" শব্দের অর্থ ৪০ ধারায় বিবৃত হইয়াছে; এবং "অন্য" শব্দে "অপক্রিয়া" বা "অপরাধযুক্ত অনধিকার প্রবেশ" ঐ প্রকারের "অপর কোন" বুঝাইতেছে বলিয়া বিবেচনা হয়। ৪র্থ. ক্লজের অর্থ নিম্ন লিখিত নজিরগুলি পাঠ করিলেই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। মনে কর, হিন্দুরা মহাসমারোহে কোন রাস্তা দিয়া একখানি প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে লইয়া যাইতেছে। যে রাস্তা দিয়া উহারা যাইতেছে, তত্রস্থ মুসলমানেরা তাহাদিগকে সেই পথ দিয়া যাইতে দিবে না মনে করিয়া সমবেত হইল এবং বলপূর্ব্বক তাহাদিগের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। এস্থলে মুসলমানদের জনতা আইনবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে বলা হয় যে ঐরূপ সমারোহ করিয়া তাহাদের নিকট দিয়া প্রতিমা লইয়া গেলে তাহাদের সমাজের সুনীতির বা স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তাহারা উহাদিগের গমনে ব্যাঘাত জন্মাইবার অধিকারী হইতেছে, এবং সেই অধিকার বা স্বত্বের বলে তাহারা হিন্দুদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐ অধিকার বা স্বত্ব থাকিলেও যখন তাহারা বলপূর্ব্বক ঐ স্বত্ব প্রকল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহাদের জনতা আইনবিরুদ্ধ। ৫ মা. রি., ৫। ক এক জন হিন্দু বিধবা। তাঁহার কতকগুলি স্থাবর সম্পত্তি আছে। তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার পুত্রই ঐ সকল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিত, অর্থাৎ ম্যানেজারের স্বরূপ দখল করিত। মাতার সহিত তাহার মনান্তর হওয়ায়, ক ঐ সকল বিষয় খ'কে ইজারা দিলেন। খ গ'কে প্রজা বিলি করিলে, গ লোক জন লইয়া জমি দখল করিতে যায়, তৎসূত্রে হাঙ্গামা হয়, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট গ এবং তাহার লোক জনকে ১৪৭ ধারামতে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে আসামীর পক্ষ হইতে এরূপ তর্ক উঠে যে ক'র পুত্র ক'র ম্যানেজার থাকায় তাহার দখল ক'র দখল বলিতে হইবে; সুতরাং ঐ জমিতে গ'র প্রবেশ করিবার অধিকার থাকায় তৎকর্ত্তৃক অনধিকার-প্রবেশ-করণ অপরাধ কৃত হইতে পারে না। এ অবস্থায় তৃতীয় ক্লজের কথা খাটিতেছে না। কিন্তু হাইকোর্ট বলেন, ঐ ক্লজ না খাটিলেও এবং গ'র জমিতে যাইবার অধিকার থাকিলেও, যখন সে লোক জন সজ্জিত হইয়া বলপূর্ব্বক আপন স্বত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়াছিল, এবং যখন সে জানিত যে প্রকৃত-পক্ষে ক'র পুত্র ঐ সকল জমি দখল করিতেছে ও সে সহজে দখল ছাড়িবে না, তখন চতুর্থ ক্লজ অনুসারে তৎকর্ত্তৃক বে-আইনি-জনতা অপরাধ কৃত হইল। ৬ ই. ল. রি., মা., ২৪৭। এ

মোকদ্দমার অবস্থা ও নিম্নে যে ৩ ই. ল. রি., কলি., ৫৭৩ নম্বির দেওয়া হইয়াছে তাহার অবস্থা, —উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট কলিকাতা হাইকোর্টের নজির অনুসরণ করেন নাই। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদি পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন আক্রমণের কার্য্য না করে, অথবা অন্যকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশে সম্মিলিত না হইয়া থাকে, কেবল অপর কর্ত্তৃক আক্রমণের দায় হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জনতা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের জনতা বে-আইন-জনতা বলা যাইবে না। সুতরাং যদি একটি জমিদারি বিক্রয় হইয়া যায়, এবং খরিদদার লোকবল সংগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক তত্রস্থ প্রজাদিগের ধান্য পঞ্চম করিয়া লইবার চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টা নিবারণ করিবার জন্য যদি প্রজাদের জনতা হয়, সে জনতা আইনবিরুদ্ধ নহে; কারণ, এস্থলে খরিদদার এবং তাহার লোকেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগের স্বত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতেছে, প্রজারা কেবল বলপ্রদর্শন দ্বারা তাহাদের ধান্যাদি—যাহা তাহাদের অধিকারে রহিয়াছে এবং যাহা তাহাদের নিজ সম্পত্তি হইতেছে—তাহাই উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে। ৪ মা. রি., ৬৫। মেন সাহেবের মতে উভয় পক্ষেরই জনতা আইনবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। কারণ, প্রজারাও বলপূর্ব্বক নিজের স্বত্ব বজায় করিতে চেষ্টা করিতেছে। উল্লিখিত ৫ মা. রি., ৫ নজিরটি এই মতের সাপক্ষ বলিয়া বোধ হয়। ১৪ উ. রি., ৭৪ দেখ। আরও মনে কর, দেবীপুর গ্রামের লোকেরা বলপূর্ব্বক শ্যামপুর গ্রামের বাঁধ কাটিয়া দিতে আইসে। শ্যামপুর গ্রামের মণ্ডল নরহরি অন্যান্য লোক সঙ্গে করিয়া দেবীপুর গ্রামের লোকেরা যাহাতে শ্যামপুরের বাঁধ কাটিয়া তত্রস্থ লোকের অপকার করিতে না পারে, এরূপ চেষ্টা করিতে যায়। এবং সেই চেষ্টায় যদি নরহরির পক্ষ কর্ত্তৃক যথোচিত বলপ্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে উহাদের জনতা বে-আইনী জনতা বলা যাইবে না। কিন্তু দেবীপুরের লোকদিগের জনতা আইনবিরুদ্ধ হইল। ১৯ উ. রি., ৬৬। একটি জলপথ লইয়া পাঁচগাছিয়া ও অম্বা গ্রামের রায়তদিগের মধ্যে হাঙ্গামা হয়। সেই মোকদ্দমায় ইহা প্রমাণিত হয় যে পাঁচগাছিয়ার রায়তেরা ঐ স্থান দিয়া জল আনিয়া আপন আপন জমি চাষ আবাদ করিয়া থাকে। ঘটনার দিনও ঐ পথ দিয়া জল আসিতেছিল। অম্বা গ্রামের লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া লাঠি শোটা লইয়া ঐ জল আসা বন্ধ করিতে গেলে পাঁচগাছিয়ার রায়তেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে যায়। এবং উভয় পক্ষে লাঠালাঠি হয়। জজ্ ফিয়ার সাহেব বলেন যে পাঁচগাছিয়ার লোকেরা কোন স্বত্ব বলপূর্ব্বক সাব্যস্ত করিতে আইসে নাই, কেবল তাহারা যে স্বত্ব নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহাই বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগের জনতা বে-আইন-জনতা নহে। অম্বা গ্রামের লোকেরা জবরদস্তিপূর্ব্বক জলপথ বন্ধ করিয়া তাহাদিগের স্বত্ব নির্ব্বিবাদে ও স্বচ্ছন্দে ভোগ দখল করিবার প্রতি বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল। সুতরাং এই পক্ষই ১৪১ ধারার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু যদি ঐ জলপথ পাঁচগাছিয়ার ব্যক্তিদিগের ঐরূপ ভোগ দখলে না থাকিত, অর্থাৎ যদি পূর্ব্ব হইতে উভয় গ্রামের লোকদিগের মধ্যে তৎসম্বন্ধে বিবাদ চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষই ১৪১ ধারার অপরাধী। ৯ ই. ল. রি., কলি., ৬৩৯; ২৪ ই. ল. রি., এলা., ১৯৮ দেখ।

"দখল লইবার কি প্রাপ্ত হইবার" অভিপ্রায় থাকিলে এই ক্লজ খাটিবে। অপরের "আক্রমণ হইতে আপন দখল রক্ষা করা" (defend) বা "বজায়" করা (maintain) এ ধারার চতুর্থ ক্লজের মধ্যে আসিবে না। ৮ ই. ল. রি., কলি., ৭৪৯ পৃষ্ঠায় জজ ফিল্ড্ সাহেবের নোট দেখ। কিন্তু যদি উভয় পক্ষই সুসজ্জিত হইয়া হাঙ্গামা করিতে আইসে এবং

উহাদের মধ্যে কাহারও যদি আত্ম-রক্ষার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষই দাষী হইবে, ও এক স্থলে কোন্ পক্ষ প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে এ বিষয় দেখিবার আবশ্যক নাই। ১ কলি. বি., ৫২১। ৯৯ ধারার টীকা দেখ। ইহার সহিত ১৬ ই. ল. বি., কলি., ২০৬; ২৬ ঐ., ৫৭৪; ২১ ঐ., এলা., ১২২; ২৪ ঐ. ঐ., ২৯৮ দেখ। ১৬ ঐ., কলি., ২০৬ নজিরটিতে আত্মরক্ষার অধিকারের কথা আদৌ উঠে নাই। সাধারণের শান্তিভঙ্গ কৃত হইয়াছে বা কৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল ও ঐরূপ শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা এই ধারার উদ্দেশ্য—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই নজিরটি হইয়াছে। সুতরাং এই নজিরটি দ্বারা আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করিয়া থাকিলে আসামীদিগের অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে, সে সকল বিধান রহিত করা হয় নাই—এরূপ বুঝিতে হইবে। সাধারণের শান্তিভঙ্গ না হয় ইহাই এই ধারার উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি কতকগুলি লোক অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক জনকে কোন একটি সাধারণ রাস্তা দিয়া যাইতে না দিবার অভিপ্রায়ে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া দাঁড়ায় ও শান্তিভঙ্গসূচক কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারা এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। অর্থাৎ এ ধারায় স্বত্ব বা দখলের তর্ক তুলিলে, আসামী অব্যাহতি পাইতে পারে না। বলপূর্ব্বক আপন স্বত্ব বা দখল সাব্যস্ত করিতে গেলেও এই ধারা বর্ত্তিবে। মনে কর, অন্যায় করিয়া ক আমার জমিতে অনধিকার প্রবেশ করিল। ২।৩ দিন পরে আমি লোক জন লইয়া ক ও তাহার লোকজনকে বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিতে গেলাম। এস্থলে জমিটি প্রকৃতপক্ষে আমার, ও ক অনধিকার প্রবেশ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছে—এ বলিয়া আমি অব্যাহতি পাইব না। ২১ ই. ল. রি., কলি., ৩৯২; ২১ ঐ., এলা., ১৪৩। উভয় পক্ষ যদি লাঠিশোটা লইয়া সজ্জিত হইয়া হাঙ্গামা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কোন পক্ষই আত্মরক্ষার অধিকার পাইতে পারে না। এলাহাবাদ হাইকোর্ট সম্প্রতি একটি মোকদ্দমায় এইরূপ স্থির করিয়াছেন। ২০ ই. ল. রি., এলা., ৪৫৯। ইহার সহিত ২১ ই. ল. রি., কলি., ৩৯২; ২৯ ঐ. ঐ., ৪১৭; ও ২৪ ঐ., এলা., ১৪৩, ২৯৮ দেখ। তবে যদি অবস্থানুসারে ঐ স্বত্বের বা দখলের বলে আসামী আত্মরক্ষার অধিকারী হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। ১৪ ই. ল. রি., মা., ১২৬। ইহার সহিত ১৪ ঐ., বো., ৪৪০; ২৪ ঐ., কলি., ৬৮৭ দেখ। আত্মরক্ষার অধিকার কি অবস্থায় জন্মায় ও কতদূর পর্য্যন্ত কার্য্যকর, তৎসম্বন্ধে ৯৯ ধারার টীকা দেখ।

অর্থের কথা।—দাঙ্গা ও বে-আইনী জনতা—কোন একটি মোকদ্দমায় তর্ক করা হয় যে বে-আইন-জনতা হইতে হইলে পূর্ব্বে উহার কল্পনা হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বকল্পিত না হইয়া সহসা হইলে তাহাকে সামান্য দাঙ্গা বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কিন্তু হাইকোর্ট বলেন যে কোন একটি জনতা অগ্রে বে-আইনমতের জনতা না হইয়া থাকিলেও, ১৪১ ধারার অর্থের কথার মর্ম্মানুসারে পরে উহা বে-আইন-জনতাতে পরিণত হইতে পারে। ১৮ উ. রি., ২। মনে কর, তিন জন ব্যক্তি একত্রে রাস্তা দিয়া এরূপভাবে যাইতেছে যে তাহাদিগকে দেখিয়া অনেক লোক তাহাদিগের সঙ্গে চলিল। ঐরূপে লোক জড় করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য। এস্থলে ঐ সমস্ত লোক এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকুক, বা উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাউক, উহাদের ধারার লিখিত অভিপ্রায় থাকা দৃষ্ট হইলেই ঐ সমস্ত লোককে বে-আইন-জনতা ভুক্ত বলা যাইবে। উহাদিগের অভিপ্রায় বা উহাদিগের দ্বারা শান্তি ভঙ্গের কোন সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা উহাদিগের ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রসিদ্ধ মুক্তি ফৌজের (salvation army) মোকদ্দমায় বোম্বে হাইকোর্ট এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ৭ ই. ল. রি., বো. ৪৯। ১৫৯ ধারার টীকা দেখ।

হাঙ্গামা ও বে-আইনী জনতা, উভয়ের প্রভেদ—বে-আইনী জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য ঐ জনতার কোন ব্যক্তি বল বা অত্যাচারপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, অথবা বলে না করিলেও, জনতার সকলেই ১৪৬ ধারায় লিখিত গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে। ১ উ. রি., ১৯। সুতরাং বে-আইনমতে জনতা না হইলে হাঙ্গামা করা অপরাধ আদৌ ঘটিতে পারে না। মনে কর ১০ জন লোক আইনসঙ্গত কোন কার্য্য করিবার জন্য সম্মিলিত হইল। সহসা তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়া মারামারি হইল। এস্থলে তাহারা হাঙ্গামা করার অপরাধে অপরাধী নহে। প্রকাশ্য স্থানে ঐরূপ ঘটিলে তাহারা দাঙ্গা করার অপরাধে দোষী হইবে। আরও দেখ, কতকগুলি ব্যক্তি পরস্পরের সহিত মারামারি করে। তাহাতে একজন খুন হয়। এরূপ স্থলে হাইকোর্ট বলেন যে যতক্ষণ উহাদিগের জনতা বে-আইন-জনতা বলিয়া প্রমাণিত না হইবে, ততক্ষণ তাহাদিগকে হাঙ্গামা করার অপরাধের জন্য দণ্ডিত করা যাইতে পারে না, শুদ্ধ দাঙ্গা অপরাধের দণ্ড ব্যবস্থা হইবে। ১২ উ. রি., ৭২। ইহার সহিত ২৪ উ. রি., ২৬, ও ১৫৯ ধারা দেখ। প্রসিদ্ধ গোস্বামীদিগের মোকদ্দমায় এইরূপ স্থির হয় যে ১৪৭ ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে, (১) একটি বে-আইনী জনতা হওয়া, (২) ও ঐ জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য বলপ্রকাশ বা অত্যাচার করা হইয়াছে—এই দুইটি বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে। মনে কর, কোন একখানি জমির উপর একজন সরিক একটা নহবদখানা প্রস্তুত করায় অপর একজন সরিক দেওয়ানী আদালতে ডিক্রি করিয়া ঐ নহবদখানা ভাঙ্গিয়া দেয়। পরে পরাজিত সরিক লুক্কায়িতভাবে লোক জন লইয়া ঐ নহবদখানা পুনরায় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায় অপর সরিকের ৫।৬ জন চাকর গিয়া উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। এস্থলে এই ৫।৬ ব্যক্তির ১৪১ ধারার লিখিত কোন অভিপ্রায় ছিল, এরূপ বলা যায় না। বরং অপর পক্ষের ঐরূপ অভিপ্রায় ছিল বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু তাহাদের কর্ত্তৃক কোন বলপ্রকাশ বা অত্যাচার কৃত হয় নাই। সুতরাং যখন তাহারা ১৪১ ধারার অপরাধে অপরাধী নহে, তখন তাহাদিগকে ১৪৭ ধারার অপরাধের দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। ৩ ই. ল. রি., কলি., ৫৭৩।

প্রমাণ—উপরে যে অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ দিতে হইবে। কারণ, উল্লিখিত অভিপ্রায় সমূহের মধ্যে কোন অভিপ্রায় যদি না থাকে, তাহা হইলে কেবল পাঁচ জনের অধিক লোক অসময়ে দলবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই, তাহাদিগের জনতা বে-আইনী জনতা বলা যাইবে না। অসময়ে পাঁচ জন লোক একত্র হইয়াছে দেখিলে সহসা বোধ হয় যে তাহাদের কোন কু-অভিপ্রায় আছে। কিন্তু কি কু-অভিপ্রায়, অর্থাৎ উল্লিখিত অভিপ্রায়সমূহের মধ্যে কোন অভিপ্রায় কি না, তাহা অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে না পারিলে, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অসময়ে জনতা করিয়াছে বলিয়া তাহাদের জনতা আইন-নিষিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। ২০ উ. রি., ৭৮। ইহার সহিত ২৪ ই. ল. রি., মা., ১২৪ দেখ।

আর একটি কথা—১৩ জন লোক হাঙ্গামা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়, তন্মধ্যে ১২ জন খালাস পায়। অপর একজনকে ১৪৩ বা ১৪৭ ধারার অপরাধে দোষী বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে কি না? এ প্রশ্নের মীমাংসা মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। যদি ঐ ব্যক্তির বে-আইনী জনতায় মিলিত থাকা অবস্থায় ঐ জনতার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থ

উহাদের মধ্যে কেহ বল প্রকাশ করিয়া থাকে ইহা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সে দায়ী হইবে। অপর ১২ জনের বিরুদ্ধে ভালরূপ প্রমাণ না থাকায় তাহারা খালাস পাইল বলিয়া যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্তমরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় সে কেন অব্যাহতি পাইবে বুঝা যায় না। মনে কর, ১২ জন ধৃত হইল না, একজন মাত্র ধৃত হইল। এস্থলে ৫ জন বা তদধিক লোক থাকা ও তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্ত প্রমাণিত হইলে, পলায়িত ১২ জনের অসাক্ষাতে ধৃত আসামী অবশ্য দণ্ডার্হ হইবে।

১৪২ ধারা।—যে কার্য্যের দ্বারা কোন জনতা বে-আইনমতের জনতা হয় তাহা জানিয়াও যদি কেহ মনস্থ করিয়া (ইচ্ছাপূর্ব্বক) সেই জনতার সহিত মিলিত হয়, কি তাহাদের মধ্যে থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকে বে-আইনমতের জনতার এক ব্যক্তি বলা যায়।

অর্থ।—"জানিয়াও"—না জানিলে তাহাকে বে-আইনী জনতার ব্যক্তি বলা যাইবে না। ১০৭ ধারার টীকায় বলা হইয়াছে কেবলমাত্র উপস্থিত থাকিলেই আসামী দায়ী হইবে না। সে "জানিয়া" ও ইচ্ছা করিয়া মিলিত হইয়াছে ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে। অনেক সময়ে বে-আইনী জনতার কার্য্য দ্বারাই আসামীর ধারার লিখিত জ্ঞান থাকা প্রমাণ হইতে পারে। অথবা ইহাও প্রমাণ হইতে পারে আসামী এমন সকল অবস্থা জানিত যে সকল অবস্থা দেখিলে জনতার উদ্দেশ্য কি, তাহা সহজে বুঝা যায়। ৭ ই. ল. রি., বো., ৪৯ দেখ।

"ইচ্ছাপূর্ব্বক মিলিত"—জানিয়া "ইচ্ছাপূর্ব্বক" মিলিত হইলেই, এ ধারা বর্ত্তিবে। মনে কর, একটি বে-আইন জনতা হয়; আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। উক্ত জনতার লোকেরা তত্রস্থ আমার কোন সম্পত্তিতে অপকার করিতে না পারে, ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে আমি তথায় উপস্থিত হই। এস্থলে আমি ১৪২ ধারামতে বে-আইন জনতায় মিলিত হইলাম, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ১৯ উ. রি., ৬৬। আর একটি উদাহরণ:—দুই দলে হাঙ্গামা হইল। হাঙ্গামা হইবার সময় প্রথম দলের নরহরি নামে এক ব্যক্তি আহত হইয়া হাঙ্গামার স্থান হইতে সরিয়া গিয়া বসিয়া রহিল। হাঙ্গামা তখন চলিতেছে, তাহার পর হাঙ্গামা করিতে করিতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, নরহরি কি ঐ নিহত ব্যক্তির হত্যার দায়ী হইবে? যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে আহত হইবার পরেও নরহরি ক্ষান্ত হয় নাই, বসিয়া বসিয়া নিজের দলের সাহস বর্দ্ধন করিয়া দিতেছিল, এবং যখন নিহত ব্যক্তি খুন হয় তখন নরহরি ঐরূপ কার্য্য করিতেছিল, তাহা হইলে ১৪৯ ধারামতে সে অপরাধী হইবে। পক্ষান্তরে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে আহত হইয়া নরহরি সরিয়া পড়িলে নিজের আঘাতের বাথায় ব্যস্ত হইল, হাঙ্গামায় আর কোনরূপে যোগ দিল না, তাহা হইলে সে ১৪৯ ধারা হইতে অব্যাহতি পাইবে। ৩ বে. ল. রি., ১।

১৪৩ ধারা।—বে-আইনমতের জনতার ব্যক্তি যে হয়, সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

অভিযোগ—জনতার সাধারণ অভিপ্রায় কি, তাহা অভিযোগপত্রে লেখা কর্ত্তব্য। ৪ উ. রি., ৯। যদি অভিযোগ পত্রে সাধারণ উদ্দেশ্যটি লিখিত না হয় কিন্তু নথিস্থ প্রমাণ দেখিয়া উদ্দেশ্যটি কি তাহা স্থির করা যাইতে পারে, তাহা হইলে অভিযোগপত্রে সাধারণ উদ্দেশ্য লিখিত

হয় নাই বলিয়া দণ্ডাজ্ঞা রহিত করা যাইবে না। ২১ ই. ল. রি., কলি., ৮২৭। কিন্তু একটি মোকদ্দমায় নথিস্থ প্রমাণ দৃষ্টে সাধারণ অভিপ্রায় দুইটি থাকা প্রকাশ পায়; তন্মধ্যে একটি অভিযোগ পত্রে লিখিত হয়, এবং এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আদালত বিশ্বাস করিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় হাইকোর্ট দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়াছেন। ২২ ই. ল. রি., কলি., ২৭৬। আর একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন অভিযোগ পত্রের লিখিত "সাধারণ উদ্দেশ্য" ছাড়িয়া দিয়া নথিস্থ প্রমাণ হইতে, অপর একটি "সাধারণ উদ্দেশ্য" উদ্ধৃত করিয়া লইয়া (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে অপরাধীর কোন জবাব গৃহীত হয় নাই) আপিল আদালত আসামীকে এই ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহা অবৈধ হইবে। ২৭ ঐ., কলি., ৯৯০, ও ৩০ ঐ., কলি., ২৮৮।

দণ্ড—এ সম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ।

বিচার—দুই পক্ষই হাঙ্গামা করিল। উভয় পক্ষই এই ধারামত বিচারাধীন হইলে, উহাদিগের বিচার একত্রে চলিবে না, অর্থাৎ এক পক্ষের ফরিয়াদির প্রমাণ অপর পক্ষের সাফাই প্রমাণ গণ্য করিয়া বিচার করিলে তাহা অবৈধ হইবে। উভয় পক্ষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে। ৯ উ. রি., ৩৩; ১২ উ. রি., ৭৫; ৬ ই. ল. রি., কলি., ৯৬। তবে এক পক্ষের লোকেরা ইচ্ছা করিলে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে। ১ উ. প. রি., ২৯৩। ইহাও বলা আবশ্যক যে ঐরূপ স্বতন্ত্র বিচার না হইলেই যে দণ্ডাজ্ঞা রহিত করা যাইবে এমন নহে। রহিত করিতে হইলে ইহা দেখাইতে হইবে যে পৃথক্ পৃথক্ বিচার না করায়, আসামীর পক্ষে সুবিচারের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যতক্ষণ ইহা দেখান না যাইবে ততক্ষণ দণ্ডাজ্ঞা রহিত করা যাইবে না। ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৩৫৯; ২০ ঐ., ঐ., ৫৩৭।

সরাসরি বিচার—এ ধারার অপরাধীর সরাসরি (summary বিচার হইতে পারে। কিন্তু মনে কর, প্রথমতঃ আসামী দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ (ডাকাইতি করার অপরাধের) ধারামত বিচারাধীন হয়। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৮ অধ্যায়ের লিখিত নিয়মানুসারে তদন্ত চলে। বিচারের সময় ৩৯৫ ধারার অপরাধটি লোপ করিয়া ও ১৪৩ ধারার লিখিত অপরাধের নিমিত্ত আসামীর জবাব গ্রহণ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২২ অধ্যায়মতে সরাসরি (summary) বিচার করিয়া আসামীর দণ্ড করেন। হাইকোর্ট বলেন, ইহা অবৈধ; কারণ আসামীর বিরুদ্ধে পুলিষ ৩৯৫ ধারামত "এ" ফরম পাঠায় ও বাদী নিজের এজাহারেও বলে যে আসামী ৩৯৫ ধারার অপরাধ করিয়াছে; এরূপ স্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৯৫ ধারা পরিত্যাগ করিয়া সরাসরি বিচার করিতে পারেন না। ২১ উ. রি., ৮৯। আরও ফরিয়াদি আসামীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করে যে সে তাহার ৮৮৪৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি চুরি করিয়াছে। পুলিষ তদন্ত করিয়া বলেন যে আসামী চুরি করিবার অভিপ্রায়ে রাত্রিতে ফরিয়াদির গৃহ মধ্যে সিঁদ দেওয়ায় তাহার কর্ত্তৃক ৪৫৭ ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইয়াছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ৪১১ ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আসামীকে সরাসরি বিচারে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট বলেন ম্যাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিলেন; কারণ, আসামীর উপর যে অপরাধের নিমিত্ত অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২৬০ ধারার লিখিত কোন অপরাধের মধ্যে পড়িতেছে না। সরাসরি বিচার করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট মূল (original) অভিযোগ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারেন না। ২২ উ. রি., ১৯। মনে কর, আমি ক'র নামে এই বলিয়া নালিশ করি যে সে আমার একটি বাক্স যাহার মূল্য আট আনা ও

তাহার ভিতরে স্থিত আমার ৫০টি টাকা চুরি করিয়া লইয়াছে। এস্থলে চোরাই সম্পত্তির মূল্য ৫০ টাকার অধিক হইতেছে। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৬০ ধারামতে আসামীর বিচার সরাসরিক্রমে হইতে পারে না। এস্থলে যদি মাজিষ্ট্রেট বাক্স চুরির কথাটি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ৫০ টাকা চুরি গিয়াছে ধরিয়া সরাসরি বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য অবৈধ হইবে। ২২ উ. রি., ৬৫। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে প্রথমেই যদি ফরিয়াদীর নালিস উপস্থিত হইবার সময় মাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদীর জবানবন্দি গ্রহণ করিয়া দেখেন যে উহার নালিসে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেই সকল অবস্থা ঘটে নাই, এবং এইরূপ বিবেচনা করিয়া যদি তিনি ফৌ. কা. বি. আইনের ২৬০ ধারায় লিখিত কোন অপরাধের নিমিত্ত আসামী তলব করেন, তাহা হইলে আসামীর সরাসরি বিচার হইবার পক্ষে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। ফরিয়াদীর নালিসে গুরুতর অপরাধের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে মাজিষ্ট্রেটের সরাসরি বিচার করণের অধিকার যাইবে, এমন নহে। ৪ ই. ল. রি., কলি., ১৮; ১১ ঐ. ঐ., কলি., ২৩৬; ১৬ ঐ. ঐ., ৭১৫। এলাহাবাদ হাইকোর্টও এ মতের অনুগামী। ১০ ঐ., এলা., ৫৫। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমায় বিশেষরূপ স্বত্বের তকরার উঠে, অথবা যে সকল মোকদ্দমার ফলাফল গুরুতর, সে সকল মোকদ্দমা সরাসরিমতে বিচার্য্য হইলেও তাহা সরাসরিমতে নিষ্পত্ত করা আদালতের উচিত নহে। ২৫ উ. রি., ৬৫, ৫৯।

১৪৪ ধারা।—প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া, কিম্বা যে কোন বস্তুর দ্বারা আঘাত করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় এমন কোন বস্তু লইয়া, যে কেহ বে-আইনীমতের জনতার এক ব্যক্তি হয়, সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

"লাঠি" প্রাণনাশক অস্ত্র কি না ইহা আইনের কথা নহে, বৃত্তান্ত ঘটিত কথা, প্রমাণ দ্বারা তাহা স্থির করিতে হইবে। ১৫ ই. ল. রি., এলা., ১৯।

১৪৫ ধারা।—বে-আইনীমতের জনতার ব্যক্তিদিগকে জনতা ভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক্ হইবার আজ্ঞা আইনের নির্দ্দিষ্টমতে হইয়াছে, ইহা জানিয়াও যদি কেহ সেইরূপ বে-আইনমতের জনতার সহিত মিলিত হয়, কি তাহার মধ্যে থাকে, তবে সেই লোক দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা উভয়দণ্ড হইবে।

অর্থ—বে-আইনী জনতা ভাঙ্গাইয়া দিবার হুকুম হইবার পর, জানিয়া শুনিয়া ঐ জনতায় মিলিত হইলে, অথবা ঐ জনতা ছাড়িয়া না আসিয়া উহাতে লিপ্ত থাকিলেই, এই ধারা বর্ত্তিবে। ১৪২ ধারার লিখিত "ইচ্ছাপূর্ব্বক" শব্দ এ ধারায় লিখিত হয় নাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৪ ই. ল. রি., মা., ১২৬ দেখ। আরও দেখিতে হইবে, জনতাটি ১৪১ ধারার বিধানমতে প্রকৃত-পক্ষে বে-আইনী জনতা কি না। যদি না হয়, অথচ ঐ জনতা দ্বারা সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ১৫১ ধারা বর্ত্তিবে। ১৫১ ধারা দেখ। আর ১৪৫ ও ১৫১ উভয় ধারাতেই 'পৃথক হইবার" আজ্ঞাটি আইনমত হওয়া আবশ্যক। ফৌ. কা. বি.

আইনের ৯ অধ্যায়ে এইরূপ জনতা ও বে-আইনী জনতা উভয় প্রকার জনতাই ভাঙ্গাইয়া দিবার বিধি আছে। কোন মাজিষ্ট্রেট বা কোন থানাদার বা তাহার উপরিতন কোন পুলিষ আফিসার (৭ ই. ল. রি., বো., ৪২) ঐরূপ জনতা পৃথক্ করিবার হুকুম দিতে সক্ষম। এমন কি, আবশ্যক হইলে বলপ্রকাশ দ্বারা উহা পৃথক্ করিয়া দিতে পারেন। এবং তদুদ্দেশে তিনি যে কোন ব্যক্তির সাহায্য চাহিবেন, সে ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিতে আইন অনুসারে বাধ্য, এমন কি না করিলে তাহার দণ্ড হইবে।

১৪৬ ধারা।—যখন বে-আইনমতের জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য ঐ জনতার লোকেরা কিম্বা তাহাদের কোন এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কিম্বা অত্যাচারপূর্ব্বক কর্ম্ম করে (uses force or violence), তখন সেই জনতার প্রত্যেক ব্যক্তি হাঙ্গামা করিবার অপরাধী।

১৪১ ধারার টীকা দেখ।

১৪৭ ধারা।—যে কেহ হাঙ্গামা করিবার অপরাধী হয়, সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয়দণ্ড হইবে।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ১৪১ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ, বিচার ও দণ্ড—এ সম্বন্ধে ১৪৩ ধারার টীকা দেখ।

শান্তিরক্ষার কথা—কোন ব্যক্তি হাঙ্গামাকরণাদি অপরাধে দোষী বলিয়া প্রমাণ হইলে পর দণ্ডবিধান করিবার সময় ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১০৬ ধারামতে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে মুচলেখা (recognizance) লওয়া যাইতে পারে। আবশ্যক হইলে তাহার নিকট হইতে জামিন (security) গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকিলে, তাহারও নিকট হইতে জামিন বা মুচলেখা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১০৭-১২৬ ধারা দেখ। কিন্তু ঐ আইনের ১০৬ এবং ১০৭ ধারা উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক। যে ব্যক্তি হাঙ্গামাকরণাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে, ১০৬ ধারামতে তাহার উপর দণ্ডবিধান করিবার সময় মুচলেখা লওয়া যাইতে পারে, স্বতন্ত্র কোন প্রোসিডিং করিবার বা প্রমাণাদি লইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ কলঙ্কাবৃত নহে, তাহার নিকট হইতে মুচলেখা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রমাণাদি রীতিমত লইতে হইবে। তৎকর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা (likely—not merely probably—১০ ই. ল. রি., কলি., ৭৮; ২৬ ঐ. ঐ., এলা., ১৯০) আছে ইহা যদি মাজিষ্ট্রেট কোন বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারেন—অমনি যে কোন সূত্রে জানিতে পারিলে চলিবে না (৮ উ. রি., ৮৯; ৭ উ. রি., ৩০১; ৬ ই. ল. রি., এলা., ২৬)—তাহা হইলে প্রথমতঃ একটি প্রোসিডিং করিয়া (ফৌ. কা. বি. আ. ১১২ ধা.; ১১ ই. ল. রি., কলি., ১৩; ৬ ই. ল. রি., এলা., ২১৪) সেই ব্যক্তিকে সমন দ্বারা হাজির করিয়া তাহার সমক্ষে প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক এবং তাহার পক্ষের যদি কোন সাফাই সাক্ষী থাকে তাহাদিগের জবানবন্দি লইয়া (১৬ উ. রি., ৪৬; ১৪ উ. রি., ২০, ৩০; ৩ কলি. রি., ৭২; ৬ ই. ল. রি., এলা., ১৩২)—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রণালীতে নহে—তাহার সম্বন্ধে হুকুম দিতে হইবে। সে ব্যক্তির কৃত যে কার্য্যবশতঃ তাহার কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, সেই কার্য্যবিশেষের প্রমাণ দিতে হইবে, সাধারণতঃ প্রমাণ দিলে চলিবে না। ২২ উ. রি., ৭৯;

২৫ ঊ. রি., ১৫, ৫০ ; ৬ ই. ল. রি., এলা., ৩২ ; ৩১ ঐ., কলি., ৩৫০ ও ফৌ. কা. বি. আ., ১০৭ ধাঃ। আরও সেই কার্য্যটি অন্যায় কার্য্য হওয়া আবশ্যক, আইনসিদ্ধ কার্য্য, অর্থাৎ যাহা করিতে তাহার অধিকার আছে, এরূপ হইলে হইবে না। ১৫ ঊ. রি., ৫৪ ; ১৯ ঊ. রি., ৩৪৭ ; ২১ ঊ. রি., ৬ ; ৫ ই. ল. রি., কলি., ১৩৪ ; ২৫ ঐ., ঐ., ৭৯৮ ; ফৌ. কা. বি. আ., ১০৭ ধাঃ। একায়িক কোন পুলিষ রিপোর্ট বা কোন মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া—অর্থাৎ স্বতন্ত্র সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া—তাহার নিকট হইতে মুচলেখা লওয়া যাইতে পারে না ; কিন্তু উক্ত রিপোর্টের বলে তাহার উপর সমন বাহির করা যাইতে পারে। ২ মা. রি., ২৪০ ; ১০ ঊ. রি., ৪১ ; ২১ ঊ. রি., ২৮।

জমি-দখল।—জমি দখল ও বেদখল করা লইয়া প্রায়ই শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। "জমির দখল" সম্বন্ধে ১৫৬ ধারার টীকা দেখ। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে কেহ কেহ মনে করেন যে জমি লইয়া শান্তিভঙ্গ-সূচক বিবাদ উপস্থিত হইলে, আদালতের ফৌ. কার্য্য বি. আইনের ১৪৫ ধারামত প্রোসিডিং করা কর্ত্তব্য, ১০৭ ধারার প্রোসিডিং নহে। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে ১৪৫ ধারা দ্বারা আদালতের ১০৭ ধারার অধিকার বিচ্যুত হয় নাই। অবস্থা বুঝিয়া যে ধারার প্রোসিডিং করিলে আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা আদালত তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমবান। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৯৬১। ইহার সহিত ১৫৬ ধারা "বিশেষ কথা" শীর্ষক টীকা দেখ।

১৪৮ ধারা।—যে কেহ প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া কিম্বা যে কোন বস্তু দ্বারা আঘাত করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় এমত কোন বস্তু লইয়া হাঙ্গামা করিবার অপরাধী হয়, সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয়দণ্ড হইবে।

অর্থ—যে ব্যক্তি ঐরূপ অস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা করিবে, সেই কেবল এই ধারামত দায়ী হইবে। ১৪৬ ধারার আসামীগণের ন্যায় অপর সকলে দায়ী নহে। ২২ ই. ল. রি., কলি, ২৭৬। প্রাণ-নাশক অস্ত্র সম্বন্ধে ১৪৪ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ—অমুক ব্যক্তি অমুক দিন অমুক স্থানে আইনবিরুদ্ধ জনতায় মিলিত হইয়া প্রাণনাশক অস্ত্র (অর্থাৎ, অস্ত্রটি কি বলিতে হইবে) লইয়া ঐ জনতার সাধারণ অভিপ্রায় (অর্থাৎ, অভিপ্রায়টি প্রকাশ করিতে হইবে) কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়ায় সে ১৪৮ ধারার অপরাধ করিয়াছে ইতি—এই প্রকারে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। ৮ ঊ. রি., ১৭। আইন-বিরুদ্ধ জনতা বদ্ধ এবং প্রাণনাশক কোন অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত করে, তাহা হইলে ১৪৮ ধারা এবং আঘাত করার জন্য তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিযোগ হইবে। ৫ ঊ. রি., ১৯। ৭১, ১৪৩ ও ১৪৭ ধারার টীকা দেখ।

১৪৯ ধারা।—যদি বে-আইনীমতের জনতার কোন লোক সেই জনতার সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য কোন অপরাধ করে, কিম্বা ঐ জনতার লোকেরা ঐ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য যে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা জানে এমত কোন অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধ করিবার সময়ে যে সকল ব্যক্তি ঐ জনতার লোক হইয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জন সেই অপরাধের দোষী হইবে।

অর্থ—১১৩, ১১৪ ও ৩৪ ধারা দেখ। (১) প্রথমতঃ দেখিতে হইবে বে-আইনী জনতা হইয়াছে কি না। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এ ধারা আদৌ বর্ত্তিবে না। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৫৬৭। তখন দেখিতে হইবে ৩৪ বা ১১৪ ধারা খাটে কি না। (২) দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, জনতার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থ অপরাধটি কৃত হইয়াছে কি না। জনতার সাধারণ অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য যদি অপরাধ কৃত না হয়, অর্থাৎ অন্য কোন অভিপ্রায়ে অপরাধ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ অপরাধ করে সেই কেবল দায়ী হইবে, জনতার অপর অপর ব্যক্তিরা দায়ী হইবে না। ৩ উ. রি., ৮। অথবা যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপরাধ কৃত হইল, সে অপরাধ করিবার সময় ঐ বে-আইনী জনতায় মিলিত না থাকিলে, তাহার অপরাধের জন্য অপরে দায়ী হইবে না। সেই কেবল দায়ী হইবে। মনে কর, কতকগুলি ব্যক্তি কোন চাউলওয়ালাকে প্রতি মণ ৪ টাকার দরে চাউল বিক্রয় করাইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া তাহার দোকানে যাইয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে; তাহার দোকানের দরজা ভাঙ্গিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া ভয় দেখায়; এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত ইহারা সকলে দায়ী হইবে। কিন্তু যদি উহাদের মধ্যে কেহ এই গোলমালে সুযোগ পাইয়া কিছু চাউল চুরি করে, ইহার জন্য উহারা সকলে দায়ী হইবে না। যে ব্যক্তি চুরি করিল সেই কেবল চৌর্য্যাপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে। আর একটি উদাহরণ :—কোন ব্যক্তিকে কোন জমি হইতে বলপূর্ব্বক বেদখল করিবার অভিপ্রায়ে যদি কতকগুলি ব্যক্তি বে-আইনী জনতা করিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, এবং উহাদিগের মধ্যে এক জনের হস্তে একটি বন্দুক থাকে, কিন্তু ঐ বন্দুক ব্যবহার করিবার কথা তাহাদের মনে কখন উঠে নাই, অথবা বন্দুক ব্যবহার করিবার আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে নাই, এরূপ স্থলে যদি সেই বন্দুক-হস্ত ব্যক্তি কোন প্রকার অভাবনীয়, অসম্ভাবিত ঘটনাবশতঃ কোন ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই নরহত্যাপরাধের নিমিত্ত সেই কেবল দায়ী হইবে, জনতার অপর কোন ব্যক্তি দায়ী হইবে না। ২০ উ. রি., ৫; ২৪ উ. বি., ৬৬; ৩ কলি., রি., ৪৯। অর্থাৎ অবস্থা দেখিয়া জনতার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব স্থির করিতে হইবে। ২২ ই. ল. রি., কলি., ৩০৬। জনতার যে কয়েক জন আসামী স্বহস্তে খুন বা অপর কোন অপরাধ করিবে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। অপর আসামীরা যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত জনতা করিয়া হাঙ্গামা করিতে যায়, তাহাতে খুন বা অপর কোন অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ ধারণা করিবার যদি তাহাদের কোন কারণ না থাকে তাহা হইলে তাহারা খুন বা অপর কোন অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে না, কেবল অবৈধ জনতার বা হাঙ্গামার নিমিত্ত দায়ী হইবে। মনে কর, যদি কোন ব্যক্তিকে গালাগালি দিবার জন্য ছয় জন লোক দলবদ্ধ হয়, এবং পরে উহাদের মধ্যে একজন প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতে গিয়া তাহার প্রাণ-নষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ইহাতে আদৌ হস্তক্ষেপ না করিয়া দর্শকবর্গের ন্যায় উদাসীন থাকে, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিরা উপরোক্ত ব্যক্তির কার্য্যের জন্য দায়ী হইবে না। ১ উ. রি., ২০। পক্ষান্তরে মনে কর, ক এবং খ আইনমত কোন সম্পত্তি অধিকার করিতেছে। বলপূর্ব্বক তাহাদের অধিকার উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে পাঁচ কিম্বা তদধিক লোক একটি আইন-বিরুদ্ধ জনতা করিয়া ক এবং খ'কে আক্রমণ করিতে যায়; তাহাদের হস্তে বড়সা থাকে; গ এবং ঘ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে ক এবং খ'কে আক্রমণ করিতে যায়; আক্রমণ করিতে গেলে একটি হাঙ্গামা হয় এবং তাহাতে ক এবং খর পক্ষের একজন লোক খুন হয়। যেরূপ আড়ম্বরে আক্রমণ করিতে যাওয়া হয়, তাহা দেখিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। এস্থলে গ, ঘ এবং অপর অপর আক্রমণ-

কারীগণ প্রত্যেকেই ঐ খুনের দায়ী হইবে। ৪ উ. রি., ২৬। যদি গ এবং ঘ নিজে কোন আক্রমণের কার্য্য না করিয়া থাকে, যদি তাহারা তথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া দলের অপর অপর লোকদিগকে, অর্থাৎ যাহারা প্রকৃতপক্ষে আক্রমণ করিতেছে তাহাদিগকে আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত করিয়া থাকে মাত্র, তাহা হইলেও তাহারা ঐ খুনের দায়ী হইবে। ৭ উ. রি., ৫৮। আরও যদি কতকগুলি ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে একটি জনতা করে, এবং প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে গেলে অপর কোন ব্যক্তি সেইরূপ একখানি অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া তাহাদের অভিপ্রায় সাধনের ব্যাঘাত করে, এবং তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে একজন উহাকে খুন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে জনতার সমস্ত ব্যক্তিই প্রত্যেকে ঐ খুন করার নিমিত্ত দায়ী হইবে। ৪ বে. ল. রি., ৪৭। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ২২ ই. ল. রি., কলি., ৩০৬ দেখ। (৩) তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অপরাধটি ঘটিবার সময় যে যে ব্যক্তি ঐ জনতাভুক্ত থাকিবে তাহারাই কেবল এ ধারামত দায়ী হইবে। "অন্য সময়ে", অর্থাৎ অপরাধটি ঘটিবার "পূর্ব্বে" কেহ ঐ জনতায় মিলিত থাকিলে, অথবা কেহ তাহার "পরে" ঐ জনতায় আসিয়া যোগ দিলে, সে ব্যক্তি এ ধারামতে দায়ী হইবে না, কেবল অবৈধ জনতাপরাধের নিমিত্ত দণ্ডার্হ হইবে।

অভিযোগ—অভিযোগ পত্রে যে ধারার অপরাধটি কৃত হইবে তাহার ও এ ধারার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ৫ উ. রি., ১।

বিচার ও দণ্ড—১৪৩ ধারার টীকা দেখ।

১৫০ ধারা।—বে-আইনীমতের কোন জনতার মিলিত হইবার জন্য কি ঐ জনতার মধ্যগত হইবার জন্য যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে ঠিকা করিয়া রাখে (hires), কি কোন ব্যক্তির সহিত করার করে (engages), কি তাহাকে নিযুক্ত করে (employs), কি তাহাকে ঠিকা করিয়া রাখিবার কি তাহার সহিত করার হইবার কি তাহাকে নিযুক্ত করিবার কার্য্য প্রচলিত (promotes—সম্বর্দ্ধন) করে, কি দেখিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে (connives), তবে ঐ বে-আইনীমতের জনতার লোক-স্বরূপ তাহার দণ্ড হইবে, ও তদ্রূপ ঠিকা করিয়া রাখুন (রাখানক্রমে) কি করার হওন (ক্রমে) কি কর্ম্মের নিযুক্ত হওনক্রমে, ঐ বে-আইনীমতের জনতার লোক-স্বরূপে সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ, যাহাকে নিযুক্ত করা হইবে) দ্বারা যে কোন অপরাধ হইয়া থাকে (কৃত হইবে), তাহার নিমিত্তও ঐ ব্যক্তির (অর্থাৎ, যিনি নিযুক্ত করিবেন) দণ্ড হইতে পারিবে। অর্থাৎ, আপনি ঐ জনতার লোক হইলে, কি আপনি ঐ অপরাধ করিলে তাহার যেরূপ দণ্ড হইতে পারিত, সেই রূপ দণ্ড হইবে।

অর্থ—বে-আইনী জনতা অগ্রে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক। তার পর ঐ রূপ জনতায় মিলিত হইবার জন্য যদি কেহ লোকজন ভাড়া দি করে, তাহা হইলেই এ ধারা বর্ত্তিবে। কেবল লোকজন সমবেত করিলে, অর্থাৎ আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে বে-আইনী জনতা করিয়া হাঙ্গামাদি করিতে পারে, এরূপ স্থলে ঐ ধারা বর্ত্তিবে না। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে (১) ভাড়া-করা লোকেরা বা তাহাদের মধ্যে কেহ, (২) ঐ বে-আইনী জনতার লোকস্বরূপে, অর্থাৎ জানিয়া

শুনিয়া ঐ জনতাভুক্ত হইয়া, ও (৩) তাহাদিগকে নিযুক্তাদি করিবার জন্য যে বন্দবস্ত হয় তদনুসারে (in pursuance of such hiring &c.,) কোন অপরাধ করিলে, যে ব্যক্তি ভাড়াদি করিবে সে ঐ অপরাধের জন্য এই ধারামত দায়ী হইবে, নচেৎ নহে। তৃতীয় বিষয়টি প্রমাণ করা সহজ নহে। মূল কথা, উক্ত ব্যক্তি সহায়তাকারী বলিয়াই দায়ী হইতেছে, তবে এই ধারানুসারে সে ঘটনার স্থানে উপস্থিত না থাকিলেও (অর্থাৎ তাহার উপর ১১৪ বা ১৪৯ ধারা না বর্ত্তিলেও) সে মুখ্যাপরাধীর ন্যায় দণ্ডার্হ। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ২১৪।

১৫০ ও ১৫৭ ধারার মধ্যে প্রভেদ—উক্ত নজিরে এই দুই ধারার মধ্যে ব্যবধান কি, তাহা বলা হইয়াছে। ১৫৭ ধারার আয়ত্ব ১৫০ ধারার আয়ত্ব অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত। বে-আইনী জনতা সংঘটিত না হইয়া থাকিলেও যদি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা অত্যাসন্ন (immi-nent) দেখিয়া কেহ লোক জন যোগাড়াদি করে, তাহা হইলে সে ১৫৭ ধারামত দায়ী হইবে; কিন্তু ঐ রূপ সম্ভাবনা না থাকিলে, দায়ী হইবে না।

১৫১ ধারা।—পাঁচ কি তদধিক জনের যে কোন জনতা দ্বারায় সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গনের সম্ভাবনা (likely) হয় সেই জনতার লোকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া চলিয়া যাইবার আজ্ঞা আইনমতে করা গেলে পর, যদি কেহ জ্ঞান-পূর্ব্বক তাহাতে মিলিত হয় কি তাহার মধ্যে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থ দণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা। যদি সেই জনতা ১৪১ ধারা অর্থের অন্তর্গত বে-আইনীমতে জনতা হয়, তবে সেই অপরাধীর ১৪৫ ধারামতে দণ্ড হইবে।

অর্থ—এ সম্বন্ধে ১৪৫ ধারার টীকা দেখ।

১৫২ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদসংক্রান্ত কর্ম্ম রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে নির্ব্বাহ করত যে সময়ে বে-আইনীমতের জনতা ভঙ্গ করিবার কি হাঙ্গামা কি দাঙ্গা রহিত করিবার (dispurse) উদ্যোগ করিতেছেন (en-deavours), সেই সময়ে যে কেহ তাহার প্রতি আক্রমণ করে, কি আক্রমণ করিবার ভয় দেখায়, কি তাহাকে বাধা দেয়, কি বাধা দিবার উদ্যোগ করে (attempts), কিম্বা সেই কার্য্যকারকের উপর অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, কি প্রকাশ করিবার ভয় দর্শায়, কি উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয়দণ্ড হইবে।

অর্থ—কোন বিশিষ্ট রাজকীয় কার্য্যকারককে, অর্থাৎ "অমুক" দারগা বা ইন্‌স্পেক্টর বা ম্যাজিষ্ট্রেট এবম্বিধ "ব্যক্তিবিশেষকে" আক্রমণ করিলেই কেবল এই ধারা বর্ত্তিবে। উহাদিগের শ্রেণীর (class এর) যথা, "পুলিষ প্রভৃতির" উপর আক্রমণ করিলে এ ধারা খাটিবে না। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ১০৫।

১৫৩ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি দ্বেষপূর্ব্বক (malignantly) নিষ্প্রয়োজনে

(wantonly) বে-আইনী কোন ক্রিয়া করণদ্বারা কোন ব্যক্তির রাগ জন্মায়, আর তাহার এমত অভিপ্রায় কি জ্ঞান থাকে যে সেইরূপ রাগ জন্মাইলে হাঙ্গামার অপরাধ হইবার সম্ভাবনা, তবে সেইরূপ রাগ জন্মান প্রযুক্ত হাঙ্গামা অপরাধ (কৃত) হইলে, সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। ও সেই হাঙ্গামা অপরাধ (কৃত) না হইলে, সেই লোক ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে (১) আসামীর কার্য্যটি বে-আইনী কি না; (২) উক্ত ক্যর্য্য দ্বারা সে দ্বেষপূর্ব্বক কি অকারণ কাহারও রাগ জন্মাইতেছে কি না; ও (৩) তাহার এমত অভিপ্রায় বা জ্ঞান ছিল কি না যে সেইরূপ রাগ জন্মাইলে হাঙ্গামা হইতে পারে। এই তিনটি অবস্থার মধ্যে একটির অনাটন হইলে এ ধারার অপরাধ হইবে না। আসামীর কার্য্য দ্বেষপূর্ব্বক কি অকারণ ও তাহার অভিপ্রায় বা জ্ঞান মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। ১৮ ই. ল. রি., বো., ৭৫৮; ২৩ ঐ, মা., ৫৫৪ দেখ। ইহার সহিত ১১৭ ধারা ও ১৫৩-ক ধারা দেখা আবশ্যক।

১৫৩-ক ধারা।—যে কোন ব্যক্তি উচ্চারিত বা লিখিত কথা দ্বারা কিম্বা ইঙ্গিত করিয়া কিম্বা দৃশ্য চিত্রাদি দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে শ্রীশ্রীমতীর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণাভাব বর্দ্ধিত করেন, কিম্বা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডই হইবে।

ব্যাখ্যা।—যে সকল বিষয়ে শ্রীশ্রীমতীর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণাভাব উৎপাদন করিতেছে বা উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা বিনা বিদ্বেষবুদ্ধিতে এবং সেই সকল বিষয়ের অপনোদনার্থ সাধু অভিপ্রায়ে তাহা দেখাইয়া দেওয়া এই ধারার অর্থমতে অপরাধ হয় না।

অনুমতি—এই ধারার মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বা তদ্বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন কোন রাজপুরুষের আজ্ঞানুসারে নালিষ করা আবশ্যক। ফৌ. কা. বি. আ., ১৯৬ ধারা দেখ।

১৫৪ ধারা।—যখন বে-আইনীমতে জনতা কি হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন যে ভূমিতে ঐ বে-আইনীমতের জনতা কি ঐ হাঙ্গামা হয়, তাহার স্বামী কি দখলীকার ও সেই ভূমিতে যে কোন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক (interest) কি সম্পর্কের কোন দাওয়া থাকে সেই ব্যক্তি, কি তাহার গোমস্তা (agent), কি সরবরাহকার (manager—তত্ত্বাবধারক) যদি সেই অপরাধ হইতেছে কি হইয়াছে জানিয়াও, কিম্বা হইবে (হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা আছে) এমত বিশ্বাস করিবার হেতু পাইয়াও, সেই কথার সংবাদ আপনার কি আপনাদের সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া পুলিষের অতি নিকট থানার (নিকটস্থ থানার) প্রধান কার্য্যকারককে না দেয়, ও সেই অপরাধ হইবে তাহার কি তাহাদের বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে যদি তাহা নিবারণ করিবার জন্য আপনার

কি আপনাদের সাধ্য পর্য্যন্ত আইনমতের সকল উপায়মতে কার্য্য না করে, ও সেই অপরাধ হইয়া থাকিলে যদি আপনাদের সাধ্যমতে ঐ হাঙ্গামা নিবারণ করিতে কি বে-আইনীমতের জনতার লোকদিগকে জনতাভঙ্গপূর্ব্বক পৃথক্ করিতে আইনমতের সকল উপায়মতে কার্য্য না করে, তবে সেই ভূস্বামীর কি দখলীকারের ও সেই ভূমিতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক কি তাহার দাবি থাকে সেই ব্যক্তির এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারায় ও ১৫৫ ধারায় ভূস্বামী প্রভৃতির দায়িত্বের কথা বলা হইতেছে। উভয় ধারার মধ্যে কি প্রভেদ তৎসম্বন্ধে ১৫৫ ধারার টীকা দেখ। ১৫৬ ধারায় উহাদের গোমস্তা প্রভৃতির দায়িত্ব স্থির করা হইয়াছে। অন্যত্রবাসী ভূস্বামীর দায়িত্ব কতদূর তাহা ১৫৫ ধারার টীকায় বলা হইয়াছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমায় এরূপ স্থির হইয়াছে যে ভূস্বামীকে এ ধারামতে দণ্ডিত করিতে হইলে সে যে হাঙ্গামা ঘটিবে জানিত বা তাহার জানিবার সম্ভাবনা ছিল, অর্থাৎ তাহার নিজের ঐরূপ জ্ঞান বা বিশ্বাস ছিল, ইহা দেখাইবার আবশ্যক নাই; তাহার গোমস্তা বা ম্যানেজারের ঐরূপ জ্ঞান বা বিশ্বাস থাকিলেই, সে দায়ী হইবে। ইহার সহিত ফৌ. কা. বি., আইনের ৪৫ ধারা দেখা আবশ্যক। ১২ ই. ল. রি. এলা., ৫৫০। ২৮ ঐ., কলি., ৫০৪।

প্রমাণ—এই ধারার মোকদ্দমায় মূল হাঙ্গামা অপরাধের মোকদ্দমার নথির উপর নির্ভর করিয়া আসামীর দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা ধারার লিখিত অবস্থাগুলি সাব্যস্ত করিতে হইবে। ১৫ উ. রি., ৬।

কোন ব্যক্তির নামে এই অভিযোগ উপস্থিত হয় যে তাহার জমির উপর একটি হাঙ্গামা উপস্থিত হইবে জানিয়াও তাহার গোমস্তা পুলিসে সংবাদ পাঠায় নাই; এবং উহার নিবারণ জন্য কোন উপায়ও অবলম্বন করে নাই; এবং যখন হাঙ্গামা উপস্থিত হইল, তখন হাঙ্গামাকারীদিগকে পৃথক করিয়া দিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করে নাই। আসামী পুলিসে সংবাদ পাঠাইয়াছে, আর অধিক যে সে কি নিকট দণ্ডিত হয়। আপীল করিলে পর, জজ সাহেব নিম্ন আদালতের রায় বজায় রাখেন। জজ বলেন:—"আসামীর গোমস্তা কেবলমাত্র শিবু চৌকীদারকে বলিয়াছিল—'ওহে, দেখ যেন কোন হাঙ্গামা না হয়; শীঘ্র থানায় সংবাদ দাও।' নিশ্চয়ই ঐ গোমস্তা হাঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পায় নাই। আইনমত যে সকল উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে সে সে সকল উপায় অবলম্বন করিলে হাঙ্গামাটি কখনই ঘটিত না। চৌকীদারকে 'ওহে দেখ' ইত্যাদি বলিয়া নিদ্রা গেলে চলিতে পারে না।" কিন্তু হাইকোর্ট জজ সাহেবের রায় রহিত করিয়া দেন। জজ সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন হাইকোর্ট সেই মতটি সম্যক গ্রহণ করিয়া বলেন যে এ মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থানুসারে আসামী খালাস পাইবার যোগ্য হইতেছে। মনে কর, দুই জমিদারের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ আছে। উহাদিগের দুইটি দল আছে। উভয় পক্ষই লাঠিয়াল নিযুক্ত করিয়াছে। এমত স্থলে দুই দলের মধ্যে হাঙ্গামা হইলে ঐ হাঙ্গামা উহাদের অভিপ্রায়মতে হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় গোমস্তারা ঐ হাঙ্গামা নিবারণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে, ১৫৪ ধারামতে জমিদারের দণ্ড হইবে। কিন্তু এই মোকদ্দমায় হাঙ্গামাটি 'হঠাৎ' (unpremeditated) উপস্থিত হইয়াছিল। আসামী পুলিসে সংবাদ পাঠাইয়াছে, আর অধিক যে সে কি করিতে পারিত, তাহা জানা যাইতেছে না। যদি এ কথা বলা হয় যে সে তাহার নিজের

পক্ষ ক্ষান্ত করিতে পারিত, তাহার এরূপ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং আসামীকে খালাস দেওয়া হইল। ১২ উ. রি., ৭৫। কেবল অনুমানের উপর অপরাধ সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। অবস্থা দ্বারা ধারার লিখিত জ্ঞান বা বিশ্বাস প্রমাণিত হইতে পারে। গোমস্তা স্বয়ং দাঙ্গা করিয়া থাকিলে তাহার ঐরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং ভুস্বামীকে এ ধারামত দায়ী করিতে হইলে, ঐরূপ অবস্থা প্রমাণিত হইলেই যথেষ্ট। উপরের লিখিত এলাহাবাদের নজিরটি ও ১০ ই. ল. রি, কলি., ৩৩৮ দেখ। আরও মনে কর, সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে হাঙ্গামাটি সহসা উপস্থিত হয়। এমন কোন অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে না যদ্দ্বারা কেহ বুঝিতে পারে যে একটি হাঙ্গামা হইবে। যে বিষয় লইয়া হাঙ্গামা উপস্থিত হয় তাহা লইয়া উভয় পক্ষে মোকদ্দমা চলিতেছে, এরূপ হইলে হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে বিবাদাস্পদ বিষয় কাহার—অর্থাৎ উহা আসামীর প্রজার কি অপর জমিদারের প্রজার—ইহা মীমাংসা করিবার জন্য উভয় পক্ষ সালিশী মান্য করাতে তাহাদিগের নিকট মোকদ্দমা সোপরদ্দ হইয়াছে। তখন আর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা কিছুই থাকিতে পারে না। আর যখন এরূপ কোন আশঙ্কা নাই, তখন অনাশঙ্কিত বিপদ নিবারণার্থ আসামী কি উপায় অবলম্বন করিবে? সুতরাং আসামী দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতেছে না। ৩ উ. রি., ৫৪।

১৫৫ ধারা।—যদি কোন হাঙ্গামা কোন ভুস্বামীর অথবা দখলীকারের (যে ভূমি লইয়া হাঙ্গামা তাহার স্বামীর বা দখালকারের) পক্ষে কিম্বা উপকারার্থে হয়, কিম্বা সেই ভূমিতে যাহার কোন সম্পর্কের দাওয়া থাকে (সম্পর্ক থাকে), কি যে বিবাদের বিষয় লইয়া হাঙ্গামা হয় তাহাতে যে লোকের কোন সম্পর্কের দাওয়া থাকে, কিম্বা হাঙ্গামা হইতে যে কেহ কিছু উপকার গ্রহণ করিয়াছে কি পাইয়াছে, এমত কোন ব্যক্তির উপকারের জন্য কি তাহার পক্ষে যদি সেইরূপ হাঙ্গামা হয়, তবে ঐ হাঙ্গামা হইতে পারিবে কিম্বা বে-আইনীমতের যে জনতা দ্বারা হাঙ্গামা হয় সেই জনতা হইতে পারিবে ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু পাইয়া, যদি সেই ব্যক্তি কি তাহার গোমস্তা (agent) কি সরবরাহকার (manager) সেই বে-আইনীমতের জনতা কি হাঙ্গামা না হইবার, ও সেই হাঙ্গামা নিবারণ করিবার, ও জনতা ভঙ্গপূর্ব্বক লোকদিগকে পৃথক্ করিতে (করিবার) আপন কি আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করে, তবে সেই ভুস্বামী প্রভৃতির (অর্থাৎ ভুস্বামীর, দখলিকার, বা বিবাদি বিষয়ে যাহার সম্পর্ক আছে বা যে ব্যক্তি হাঙ্গামা হইতে কোন উপকার পাইয়াছে তাহার) অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ।—১৫৪ ও ১৫৫ ধারার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। (১) ১৫৪ ধারা বে-আইনী জনতা কি হাঙ্গামা উপস্থিত হইলেই বর্ত্তিবে; ১৫৫ ধারা কেবল হাঙ্গামা ঘটিলেই খাটিবে। (২) যে ভূমিতে, অর্থাৎ যে ভূমির "উপর" জনতাদি হইবে, সেই ভূমীর স্বামীপ্রভৃতি ১৫৪ ধারামতে দায়ী হইবে; ১৫৫ ধারা যে ভূম্যাদি "লইয়া" হাঙ্গামা হইবে সেই ভূম্যাদির স্বামী প্রভৃতির পক্ষে বর্ত্তিবে। (৩) ১৫৫ ধারায় হাঙ্গামাটি ভুস্বামী প্রভৃতির

"পক্ষে কি উপকারার্থ" হওয়া আবশ্যক; ১৫৪ ধারায় সেরূপ নহে। (৪) ১৫৪ ধারা অপরাধ "হইতেছে কি হইয়াছে" "জানিয়া," বা "হইবার সম্ভাবনা আছে" এরূপ "বিশ্বাস করিবার হেতু" থাকিলে, আর ১৫৪ ধারা কেবল অপরাধ "হইবার সম্ভাবনা আছে" এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে বর্ত্তিবে।

অন্যত্রবাসী ভূস্বামীদের দায়িত্ব—কলিকাতা কাশীপুরে কোন জমিদার থাকেন। বাকরগঞ্জে তাঁহার জমিদারি আছে। সেই জমিদারিতে কোন হাঙ্গামা হইলে ১৫৫ ধারামতে জমিদারের দণ্ড করা হয়। আপীল আদালতে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, ১ম. বিবাদাস্পদ জমি এত অল্প পরিমাণ যে তাহাতে আসামীর কোন উপকার হইতে পারে না। ২য়. যেস্থানে হাঙ্গামা হয়, তথা হইতে আসামী বহুদূরে বসতি করায় তাহাকে দায়ী করা যাইতে পারে না। আপীল আদালত উভয় তর্কই অগ্রাহ্য করেন। জমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প বলিয়া এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না যে জমিটি পাইলে আসামীর কিছুই উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আরও, আসামী দূরে অবস্থিতি করে বলিয়া তাহার অব্যাহতি নাই; কারণ যথায় থাকুক না কেন, সে আইনমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য আছে। জমিদারিতে কি হইতেছে, কি না হইতেছে, তাহা জানা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩ উ. রি., ৫৪। কিন্তু ৭ কলি. রি., ২৮৯ নজিরটি ইহার বিপরীত।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ১৫৪ ধারার টীকা দেখ।

১৫৬ ধারা।—যদি কোন ভূস্বামীর অথবা দখলীকারের পক্ষে কিম্বা উপকারার্থে কোন জমি লইয়া কোন হাঙ্গামা হয় তাহার, অথবা ঐ জমিতে, কিম্বা বিবাদের যে বিষয় (যে বিরোধীয় বিষয়) লইয়া হাঙ্গামা হয় তাহাতে (ঐ বিষয়ে) যে ব্যক্তি কোন সম্পর্কের দাওয়া (claims any interest) রাখে তাহার, কিম্বা সেই হাঙ্গামা হইতে যে (ব্যক্তি) কোন উপকার গ্রহণ করিয়াছে কি পাইয়াছে সেই ব্যক্তির উপকারের জন্য কি তাহার পক্ষে যদি ঐ হাঙ্গামা হয় তবে তাহার, (অর্থাৎ ভূস্বামী, দখলিকার, দাবিদার বা উপকারগ্রাহী ব্যক্তির) গোমস্তা (agent) কি সরবরাহকার (manager) ঐ হাঙ্গামা হইতে পারিবে, কিম্বা যে জনতা দ্বারা সেই হাঙ্গামা হয় বে-আইনীমতের সেই জনতা হইতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু পাইয়া, যদি সেই হাঙ্গামা কি জনতা না হইবার ও তাহা নিবারণ করিবার ও লোকদিগকে জনতা ভঙ্গপূর্বক পৃথক্ করিবার আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে আপনার সাধ্য পর্য্যন্ত কার্য্য না করে, তবে ঐ গোমস্তার কি সরবরাহকারের অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—১৫৫ ধারায় যে ভূস্বামী প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের গোমস্তা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই ধারার লক্ষ্য।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ১৫৪ ধারার টীকা দেখ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এ ধারামত আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে, আইনসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা (অর্থাৎ কেবল অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া) সাব্যস্ত করিতে হইবে যে (১) হাঙ্গামাটি আসামীর মুনিবের পক্ষে বা উপকারার্থে হইয়াছে, ও (২) ঐ হাঙ্গামা বা জনতা হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু আসামী পাইয়াছিল। ১০ ই. ল. রি., ৭৫৫, ৩৬৮।

জমি দখলের বিষয়—জমি দখল লইয়া বা কোন গমনাগমনের পথ লইয়া সর্ব্বদা এদেশে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে। ঐরূপ বিবাদ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা ফৌজদারী আইনের ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে। যদি কোন জমির দখল সম্বন্ধে কোন প্রকার শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির দখলে জমি রহিয়াছে তাহার কর্ত্তব্য যে সে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা করে যে অপর পক্ষ, অর্থাৎ যে পক্ষ তাহাকে সুখে স্বচ্ছন্দে জমি ভোগ করিতে দিতেছে না, যাহাতে কোন অত্যাচার না করিতে পারে বা দরখাস্তকারীর দখল সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে এরূপ আদেশ হয়। কোন জমির দখল লইয়া কোন পক্ষ কর্ত্তৃক হাঙ্গামা হইতে পারে বা অন্য কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা যদি পুলিষ বা মাজিষ্ট্রেটের নিজের ধারণা হয়, তাহা হইলে যে যে কারণে মাজিষ্ট্রেটের ঐরূপ ধারণা হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া একটি প্রোসিডিং লিখিয়া (১৯ উ. রি., ১৬১), উভয় পক্ষকে তলব করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে হুকুম দিতে পারেন। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দখল সম্বন্ধে বর্ণনা পত্র দিতে পারেন। এরূপ মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিবার অধিকার নাই। তিনি কেবলমাত্র দেখিবেন যে প্রোসিডিং স্থাপন করিবার সময় কোন্ ব্যক্তির দখলে জমিটি ছিল। ইহা স্থির করিয়া তাহার দখলেই জমিটি থাকিবার হুকুম দিবেন, ও অপর পক্ষ যতদিন দেওয়ানী আদালতে নালিষ করিয়া ঐ জমি দখল পাইবার অধিকারী না হন ততদিন তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এরূপ আদেশ করিবেন। যদি মাজিষ্ট্রেট কাহার দখলে জমিটি আছে স্থির করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি জমি ক্রোক করিয়া রাখিবেন; কাহাকেও দিতে পারিবেন না। যতদিন পক্ষেরা আপন আপন স্বত্ব দেওয়ানী আদালতে মীমাংসা করিয়া না লয়েন, ততদিন তাহারা বেদখল থাকিবেন। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫—১৪৮ ধারায় ঐরূপ বিধান করা হইয়াছে।

বিশেষ কথা—ফৌ. কা. বি. আইনের ১৪৫ ধারামতে জমি দখলের মোকদ্দমা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথম—উভয়পক্ষ দখল সম্বন্ধে যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত করিবে তাহাদের জবানবন্দি গ্রহণ করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। ৬ মা. রি, ৪। দ্বিতীয়—তাহাদের জবানবন্দি ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৩৫৩ ধারামত গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয়—যদি বিরোধী জমিটি অনেক সরিকের হয়, তাহা হইলে সকল সরিকগণকে তলব করিয়া মাজিষ্ট্রেটকে বিচার করিতে হইবে এমন নহে। যে যে সরিকগণের মধ্যে বিরোধ হেতু শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে, কেবল তাহাদিগকে হাজির করাইয়া বিচার করিতে হইবে। ১৮ উ. রি., ৫৪। তৃতীয় পক্ষ সম্বন্ধে কোন হুকুম দেওয়া যাইতে পারেনা। ৪ ই. ল. রি., কলি., ৬৫০; ৭ ই. ল. রি., মা., ৪৬৬। চতুর্থ—প্রোসিডিং স্থাপন করিবার সময় যে ব্যক্তির দখলে জমিটি ছিল, তাহার দখলই কায়েম রাখিতে হইবে। ১১ ই. ল. রি, কলি., ৩৬৫, ৩৭৩। পঞ্চম—১৪৫ ধারায় যে দখলের কথা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা আমিন বাটওয়ারা করিতে গিয়া যে দখল দিয়া থাকেন তাহা এতদ্দ্বারা বুঝাইবে না। ৪ ই. ল. রি., কলি., ৩৭৮। কিন্তু কোন ডিক্রির বলে কেহ কোন জমির দখল পাইলে, মাজিষ্ট্রেটের সেই দখল বজায় রাখা কর্ত্তব্য। ৮ কলি. রি., ২১৭; ৬ ই. ল. রি., কলি., ৮৩৫; ২৬ ঐ., ঐ, ৬২৫; ২৯ ঐ., ঐ, ২০৮। ষষ্ঠ—মনে কর, আমি এক খণ্ড জমিতে নির্ব্বিবাদে দখলিকার আছি। ক অনধিকার-প্রবেশ-পূর্ব্বক আমাকে বে-দখল করিল। আমি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখিয়া ফৌ. কা. বি. আ. ১৪৫ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলাম। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময় অনধিকার-প্রবেশকারী জমি দখল

করিতেছে। এ স্থলে ১৪৫ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট আমাকে পুনরায় বিরোধী জমিতে দখল দেওয়াইতে পারেন কি না? বর্ত্তমান কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারায় এ গোল মিটাইয়া দিয়াছে। এক্ষণে এই ধারার মোকদ্দমা স্থাপন করিবার হুকুম দিবার পূর্ব্বে দুই মাসের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়রূপে ও বলপূর্ব্বক বে-দখল হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তি উক্ত হুকুমের তারিখে দখলীকার ছিল এরূপ ধরিয়া লইতে পারিবেন। সপ্তম—শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা না থাকিলে ১৪৫ ধারার মোকদ্দমা আদৌ চলিবেনা। এতৎসম্বন্ধে প্রথমে একটি প্রোসিডিং (proceeding) করা আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে ১০ ই. ল. রি., কলি., ৭৮, ২০ ঐ., ঐ., ৫২০; ২৭ ঐ., ঐ., ৯৮১; ৩০ ঐ., ঐ., ৪৪৩ দেখ। এমন কি মোকদ্দমা চলিবার সময় যদি ঐ আশঙ্কার কারণ অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা বন্ধ করিয়া দিবেন। ৩০ ই. ল. রি., কলি. ১১২ দেখ। এজমালি বিষয়ের অংশ লইয়া সরিকগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অথবা প্রজার নিকট খাজনার অংশ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৮০। যেখানে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নাই, অর্থাৎ বিনা কলহে কোন ব্যক্তি অপর কাহার জমির উপর অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক দখল লয়েন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি দখলচ্যুত হইল সে ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারামত সরাসরি মোকদ্দমা করিয়া পুনর্ব্বার দখল লইতে পারিবেন। ইহার সহিত ১৪৭ ধারার "জমি দখল" শীর্ষক টীকা দেখ।

ফৌ. কা. বি. আইনের ১৪৭ ধারার মোকদ্দমায় ঐ ধারার লিখিত স্বত্ব জন্মিয়াছে কি না তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৫২। মৃতদেহ লইয়া যাইবার স্বত্ব এ ধারায় লিখিত "স্বত্ব" শব্দের অর্থের ভিতর পড়িতেছে না। ৭ ই. ল. রি., মা., ৪৯।

১৫৭ ধারা।—কোন ব্যক্তিদিগকে বে-আইনীমতের জনতার মধ্যে মিলিত হইবার জন্য কি ঐ জনতার মধ্যগত হইবার জন্য ঠিকা করিয়া রাখা গিয়াছে, কি তাহাদের সহিত করার হইয়াছে, কি তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা গিয়াছে, কিম্বা ঠিকা করিয়া লওয়া যাইবে, কি তাহাদের সহিত করার হইবে, কি তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে আপনার দখলে কি জিম্মায় কি কর্ত্তৃত্বাধীন কোন ঘর বাড়ীতে আশ্রয় দেয়, কি গ্রহণ করে, কি সংগ্রহ করে তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এ সম্বন্ধে ১৫০ ধারার টীকা দেখ। যে ব্যক্তি আশ্রয়াদি দেয় সেই ব্যক্তিই এই ধারার লক্ষ্য। আর যে ব্যক্তিকে নিযুক্তাদি করা হয় সেই ১৫৮ ধারার লক্ষ্য।

প্রমাণ—এই ধারার মোকদ্দমায় লোক ভাড়া করা কি তাহাদের সহিত করার করা বা বাহাল করা প্রমাণ করিতে হইবে। আসামীর চাকর, বা যে জেলা লাঠিয়ালের জন্য প্রসিদ্ধ সেই জেলার লোক—কেবল ইহা প্রমাণ করিলে চলিবে না। ৭ কলি. রি., ২৯৮।

১৫৮ ধারা।—যে কোন লোকের সহিত ১৪১ ধারার লিখিত কার্য্যের মধ্যে কোন কার্য্য করিতে কি করিবার সাহায্য করিতে করার হয়, কি যাহাকে ঠিকা করিয়া রাখা যায়, কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ কারণে ঠিকা কর্ম্ম লইবার কি করারমতে নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব কি উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি ছয় মাসের

অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থ দণ্ড, ঐ উভয় দণ্ড হইবে। আর পূর্ব্বোক্তমতে করার করিয়া কিম্বা ঠিকা করিয়া রাখা গেলে যে কেহ প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া, কিম্বা যে কোনও বস্তু দ্বারা আঘাত করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় এমত কোন বস্তু লইয়া বেড়ায় কি গমন করিতে স্বীকার করে, কি প্রস্তাব করে, সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—১৫৭ ধারার টীকা দেখ।

১৫৯ ধারা।—যখন দুই কি ততোধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে পরস্পর প্রহারাদি করত সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গন করে, তখন তাহারা "দাঙ্গা করে" এমত বলা যায়।

অর্থ—দণ্ডবিধি আইনে "প্রকাশ্য স্থানের" কোন ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৩৩ ধারায় ঐ শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে তাহা দেখ। "চবুতরা" প্রকাশ্য স্থান নহে। ১৭ ই. ল. রি., এলা., ১৬৬।

দাঙ্গা ও হাঙ্গামা উভয়ের প্রভেদ।—দাঙ্গায় পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি থাকার আবশ্যক নাই। দুই জনে দাঙ্গা হইতে পারে, কিন্তু হাঙ্গামা হইতে পারে না। হাঙ্গামা প্রকাশ্য স্থানে বা অন্যত্র হইতে পারে, দাঙ্গা প্রকাশ্য স্থান ব্যতীত অপর স্থানে হইতে পারে না। "হাঙ্গামায়" ১৪১ ধারার লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক; "দাঙ্গায়" উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, প্রহারাদি দ্বারা সাধারণের শান্তিভঙ্গ করিলেই অপরাধ কৃত হইল। ১৪১ ধারার টীকা দেখ।

বিচার—উভয় পক্ষের বিচার একত্রে না করিয়া স্বতন্ত্র করা আবশ্যক। ২ উ. প. রি., ৬৫। কিন্তু যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলেই যে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবে এমত নহে। কেবল ঐরূপ একত্র বিচারে আসামীর পক্ষে ন্যায় বিচারের ত্রুটি ঘটিয়াছে দেখাইতে পারিলেই—নচেৎ নহে—দণ্ডাজ্ঞা রদ করা যাইবে। ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৩৫৯। ১৪৩ ধারার টীকা দেখ।

১৬০ ধারা।—যে কেহ দাঙ্গা করে সে এক মাসের অনধিক কোন কাল-পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে, অথবা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

নবম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাহাদের সম্পর্কীয় অপরাধের বিধান।

১৬১ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কি হইবার প্রত্যাশা করিয়া কোন ব্যক্তি যদি আপন পদের কোন কর্ম্ম করিবার, কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা

আপন পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ কালে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে, কি রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া কোন লোকের উপকার কি অনুপকার করিবার, কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তিজনকভাবে কি পুরস্কারস্বরূপে আইনমতের বেতন ভিন্ন কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কাহার নিমিত্তে কিছুমাত্র (যে কোন) পারিতোষিক গ্রহণ (accepts) করে, কি লয় (obtains), কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, কি লইতে উদ্যোগ করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয়দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা। "রাজকীয় কার্য্যকারক হইবার প্রত্যাশা করিয়া"—যদি কোন ব্যক্তির সেইরূপ পদে নিযুক্ত হইবার প্রত্যাশা না থাকিলেও ছল করিয়া "আমি সেই পদে নিযুক্ত হইব, হইলে তোমাদের উপকার করিব" অন্য ব্যক্তিদের এই প্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদের স্থানে পারিতোষিক লয়, তবে সে বঞ্চনা করিবার দোষী হয়, কিন্তু এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয় না।

"পারিতোষিক"। পারিতোষিক শব্দে টাকা পারিতোষিক, কিম্বা যাহার মূল্য টাকাতে নিরূপণ হয় তাহা ভিন্ন অন্য প্রকার পারিতোষিকও বুঝায়।

"আইনমতের বেতন"। এই শব্দে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতের যে বেতনের কার্য্য করিতে পারেন (যে বেতন তিনি আইনমতে চাহিতে পারেন) তাহাও বুঝায়, ও তদ্ভিন্ন তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন সেই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে তিনি যে টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহাও বুঝায়।

"করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কার।" কোন ব্যক্তির যাহা করিবার অভিপ্রায় না থাকে তাহা করিবার প্রবৃত্তিজনকভাবে, কিম্বা যাহা করেন নাই এমত কর্ম্ম করিবার পুরস্কারস্বরূপে যাহা লইবে তাহাও এই কথার মধ্যে বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে একজন মুন্সেফ, যদু নামে এক কুঠিওয়ালার (banker) পক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন; তাহার পুরস্কারস্বরূপে যদুর কুঠিতে আনন্দের ভ্রাতাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া গিয়াছে। এমন স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) কোন সাহেব সন্ধিবদ্ধ কোন রাজ-দরবারের রেসিডেণ্টের পদ পাইয়াছেন। তিনি ঐ রাজার মন্ত্রী স্থানে লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। ঐ সাহেব আপন পদসম্পর্কীয় কোন বিশেষ কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া ঐ রাজার কোন বিশেষ উপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কারস্বরূপে যে ঐ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন এমত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আপন পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে ঐ রাজাকে সাধারণমতে অনুগ্রহ (প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কার স্বরূপে ঐ টাকা গ্রহণ) করিয়াছেন, ইহা দৃষ্ট হয়। এ অবস্থাতেও ঐ সাহেব এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন।

(গ) আনন্দ নামে রাজকীয় একজন কার্য্যকারক যদুর ভ্রম জন্মাইয়া তাহার এইরূপ বিশ্বাস করায় যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সেই আনন্দের অনুরোধে যদু উপাধি পাইয়াছেন। এই কর্ম্মের পুরস্কার বলিয়া যদুর স্থানে আনন্দ কিছু টাকা লয়। ইহাতে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

অর্থ—(১) "রাজকীয় কার্য্যকারক হইবার প্রত্যাশা করিয়া"—ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে যে আসামীর কথা বার্ত্তায় বা তাহার কার্য্য দেখিয়া পারিতোষিকদাতার মনে এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে আসামী অবিলম্বে রাজকীয় কার্য্যকারক নিযুক্ত হইবে; এবং আরও প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামী রাজকীয় কার্য্যকারক হইবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।

(২) "বেতন"—কোন রাজকীয় কার্য্যকারক যদি কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া বিক্রেতার নিকটে কমিশন গ্রহণ করে, অথবা কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিয়া তাহার নিকট কিছু গ্রহণ করে, এবং ঐরূপ কমিশন গ্রহণ করা যদি সরকার বাহাদুরের বিশেষ অনুমতি দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে ঐ কমিশন এই ধারার লিখিত আইনমত "বেতন" বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) "পুরস্কার"—পূর্ব্বকৃত কোন কার্য্যের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। কোন কার্য্য করিয়া দিব বলিয়া টাকা গ্রহণ করিলে উহাকে পুরস্কার বলা যাইবে না। যে কার্য্য করা হইয়াছে তাহারই নিমিত্ত যদি কিছু গ্রহণ করা যায়, উহাকে পুরস্কার বলা যাইবে।

(৪) "রাজকীয় কার্য্যকারক"—এ সম্বন্ধে ২১ ধারার টীকা দেখ।

(৫) "উদ্যোগ"—এস্থলে উদ্যোগ শব্দে ৫১১ ধারার উদ্যোগ বুঝাইতেছে না। সুতরাং উৎকোচ চাহিলে এ ধারার লিখিত উদ্যোগ কৃত হইল বলিতে হইবে। উদ্যোগ ভাবতঃ বা প্রকাশ্যরূপে হইতে পারে। মনে কর, ক একজন পেনসন আফিসের মুহুরি, পেনসনের দরখাস্ত লইয়া খ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে ক আপন ক্ষমতার বড়াই করিয়া বলিল যে টাকায় কি না হয়, এবং কিছু ব্যয় না করিলে পরে কতকষ্ট তাহা খ বুঝিতে পারিবেন। এস্থলে ক কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল বলা যাইতে পারে। ২ ই. ল. রি., এলা., ২৫৩। উৎকোচ চাহিলেই এ ধারার অপরাধ সম্পন্ন হইল। ৩২ ঐ., কলি., ২৯২।

এ ধারা, ১৬২, ১৬৫ ও ৩৮৩ ধারা পরস্পরের প্রভেদ—আসামী যদি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে পারিতোষিক গ্রহণ না করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে অনুরোধ করিব বলিয়া সাধারণ অর্থাৎ প্রাইভেট ব্যক্তির স্বরূপে দোষনীয় বা বে-আইনমত উপায়ে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ১৬১ ধারার উল্লিখিত অপরাধে দোষী হইবে না। ১৬২ ধারামতে তাহার দণ্ড হইবে। ৩ উ. রি., ১৯; ৩ ই. ল. রি., কলি., ৪৯৭। ১৬১ ধারায় "দোষনীয় বা বে-আইনীমতে উপায়" শব্দগুলির উল্লেখ নাই; ১৬২ ধারায় ঐ শব্দগুলির উল্লেখ আছে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আর ১৬১ ধারায় যে যে উদ্দেশে টাকা গ্রহণ করিবার কথা আছে তদ্ভিন্ন অপর উদ্দেশে উৎকোচ গ্রহণ করিলে, ১৬১ ধারা খাটিবে না। কোন পাটওয়ারি কোন ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দেখাইয়া তাহার নিকট পুরস্কারস্বরূপ কতকগুলি ধান্য গ্রহণ করে। তাহার দণ্ড ১৬১ ধারামতে হইবে, ১৬৫ ধারামতে হইবে না। ২ উ. প. রি., ১৪৮। বিস্তু মনে কর, কোন ৩৭৯ ধারার আসামী দণ্ডিত হইলে পর চোরাই মাল কোর্ট ইন্‌স্পেক্টরের নিকট এই বলিয়া পাঠান হয় যে তিনি ফরিয়াদীকে ঐ মাল প্রত্যর্পণ করিবেন। তদনুসারে মাল দিবার সময় ইন্‌স্পেক্টর তাহার নিকট কিছু দাবি করেন। এস্থলে

তাহাকে ১৬১ ধারামত দণ্ড করা যাইবে না, ১৬৫ ধারামতে সে দণ্ডিত হইবে। ১ ই. ল. রি., এলা., ৫৩০। সেইরূপ, জজের চাপরাসী জজের বিচারে যে পক্ষ জয়ী হইয়াছে তাহার নিকট বক্‌সিস্ গ্রহণ করিলে, সে ১৬৫ ধারামত দায়ী হইবে। ৮ উ. রি., ৩২। উপরে বলা হইয়াছে যে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপন পদের কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিব বলিয়া যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক উৎকোচ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কেবল সে ১৬১ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। মনে কর, কোন পুলিষ কর্ম্মচারী কোন মোকদ্দমা তদন্ত করিতে গিয়া কোন ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দেখাইয়া বা দেখাইব বলিয়া তাহার নিকট কিছু অর্থ গ্রহণ করিল, এস্থলে সে ১৬১ ধারার অপরাধ করিল বলিতে হইবে। কিন্তু যদি সে উক্ত তদন্তের সময় বা আপন পদের কোন কর্ম্ম করিতে না গিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট কিছু গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ৩৮৩ ধারার লিখিত অপরাধ করিল বলিতে হইবে। মনে কর, কোন পুলিষ কর্ম্মচারী একটি মোকদ্দমার তদন্ত করিতে আসিলে ক'কে চালান না দেয় এই উদ্দেশে ক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে কিছু টাকা দেয় ও সেও তাহা গ্রহণ করে। এস্থলে পুলিষ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ১৬১ ধারার ও ক কর্ত্তৃক ১৬২ ধারার সহায়তা-অপরাধ কৃত হইল। পক্ষান্তরে মনে কর, উক্ত কর্ম্মচারী ক'কে গ্রেপ্তার করিয়া বলে কিছু টাকা না দিলে সে ক'কে ছাড়িবে না। ইহাতে ভীত হইয়া ক অগত্যা কিছু টাকা দেয়। এস্থলে ভয় দেখাইয়া ও ক'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে টাকা লওয়ায় তৎকর্ত্তৃক ৩৮৩ ধারার অপরাধ কৃত হইল, ও ক'র কোন অপরাধ হইল না। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৯২৫। ইহার সহিত ১৬৩ ধারার টীকা দেখ।

উৎকোচ দাতার দায়ীত্ব—যে ব্যক্তি যাচিত না হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারককে পারিতোষিক দিতে চাহে, সে এই ধারার অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া গণ্য হইবে। ১১৬ ধাঃ উদাঃ (ক) দেখ। কিন্তু যদি রাজকীয় কার্য্যকারক তাহার নিকট পারিতোষিক চাহে এবং তদনুসারে যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে পারিতোষিক দেয়, তাহা হইলে সে ১৬১ ধারার অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া কতদূর দায়ী হইবে, তৎসম্বন্ধে ১১৬, ৯৪, ও ১০৭ ধারা দেখ।

অভিযোগপত্র—ইহাতে আসামী কি পদে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাধ করিয়াছে তাহা এবং যে ব্যক্তির নিকট পারিতোষিক লইয়াছে তাহার নাম প্রকাশিত থাকা কর্ত্তব্য। ৫ উ. রি., ৮; ৩ উ. বি., ৯৬। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনে এই ধারার অভিযোগপত্রের যে ফরম (form), অর্থাৎ আকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ। যদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিজনক স্বরূপে পরিতোষিক লয়, তাহা হইলে সমস্তগুলি একত্র করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা বিধেয় নহে। ঐরূপ স্থলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। ৪ উ. রি., ৩। তবে একটি উদ্দেশ্য সাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উৎকোচ প্রদত্ত হইলে, একটি অপরাধই কৃত হইল ধরিতে হইবে।

অনুমতি—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৯৭ ধারামতে জজের, বা যে সকল রাজকীয় কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা কর্ম্মচ্যুত করা যাইতে পারে না, তাহাদের নামে "জজ বা রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কোন অপরাধ" করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিতে হইলে, অগ্রে গবর্ণমেণ্টের বা অপর কোন ক্ষমতাপন্ন রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। যে কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আবশ্যক নাই তাহার, অর্থাৎ পুলিষ কনেষ্টবল বা মিউনিসিপাল পিয়াদা প্রভৃতি সদৃশ কর্ম্মচারীর নামে অভিযোগ

উপস্থিত করিবার নিমিত্ত অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই। ৪ ই. ল. রি., বো., ৩৫৭। পুলিসের কোন্ কোন্ কর্ম্মচারীকে গবর্ণমেণ্ট বাহাল বা পদচ্যুত করিতে পারেন, বা কাহাকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া বাহাল বা পদচ্যুত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরিশিষ্টের ১৮৬১ সাঃ ৫ আঃ ৪ ও ৫ ধাঃ দেখ। কোন্ কোন্ মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া পদচ্যুত করা যাইবে না, তৎসম্বন্ধে ১৮৮৪ সাঃ ৩ আঃ ২৩, ২৫, ৫৯ ও ৬১ ধাঃ দেখ।

(২) অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এককালে তাহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না। প্রথমে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বিচারকালে অনুমতি গ্রহণ করিলে চলিবে না। সর্ব্বাগ্রে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম দরখাস্তের সময় সেই অনুমতি আদালতে দেখাইতে না পারিলে, আদালত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। আদালত যদি অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দরখাস্ত গ্রহণপূর্ব্বক আসামী ও সাক্ষী তলব করেন, এবং নির্দ্ধারিত দিবসে তাহাদের জবানবন্দি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আদালতের সে সমস্ত কার্য্য অবৈধ হইবে। জবানবন্দি গ্রহণ করা হইলে পর, অর্থাৎ মোকদ্দমা চলিবার সময় ফরিয়াদী যদি অনুমতি আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলেও অনুমতি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আদালত কর্ত্তৃক যে সমস্ত কার্য্য কৃত হইয়াছে, তাহা অবৈধ হইবে। ৭ বো. রি., ৬১। ২ ই. ল. রি., বো., ৪৮১। যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমতি সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম করেন যে কোন জজ বা রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে অভিযোগ করিতে হইলে অমুক ব্যক্তি অমুক প্রকারে অভিযোগ উপস্থিত করিবে, সে সকল নিয়ম অনুধাবন করা আদালতের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং অপর কোন ব্যক্তি অপর কোন প্রকারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে আসিলে, আদালত তাহার দরখাস্ত এককালে অগ্রাহ্য করিবেন। ৮ বো. রি., ৩২। মনে কর, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অনুমতি দেন যে, ক যে যে অপরাধ কৃত হইয়াছে বিবেচনা করিবেন সেই সেই অপরাধের নিমিত্ত অমুক জজের নামে অমুক মাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন। ক কোন অভিযোগ উপস্থিত করিল না। যদি মাজিষ্ট্রেট স্বয়ংই জজকে আসামী করিয়া বিচার আরম্ভ করেন, তাহা অবৈধ হইবে। ৫ বো. রি., ৩২। ২ ই. ল. রি., এলা., ৫৩৩। সম্প্রতি একটি মোকদ্দমায় মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে অনুমতি না থাকিলেই যে বিচার কার্য্য একবারে অবৈধ হইবে ও দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে হইবে এমন নহে। ফৌ. কা. বি. আ. ৫৩৭ ধারামতে বিচার বা দণ্ডাজ্ঞা অকর্ম্মণ্য হইবে না। ২৯ ই. ল. রি., মা., ১৪৯।

(৩) ১৮৬১ সালের ৫ আইনানুসারে কোন পুলিষ কর্ম্মচারীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে, যে কার্য্যের নিমিত্ত তাহার নামে অভিযোগ করা হইবে, সেই কার্য্য ঘটিবার দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন ঐ সময়ের মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা তাহার (সহকারি নিয়তন কর্ম্মচারী) আসিষ্টাণ্টকে প্রস্তাবিত অভিযোগের নোটিশ দিতে হইবে এবং ঐ নোটিশ দিবার অন্ততঃ এক মাসের পর, অথচ উপরি উক্ত তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু এ মতটি ভুল বলিয়া বোধ হয়। উক্ত আইনের ৪২ ধারায় যে অংশে নোটিশের কথা আছে, সে অংশটিতে কেবল "দাবির নালিষ" (notion) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ঐ ধারার প্রথম ভাগে "দাবির নালিশ" ও "মোকদ্দমা" (action and prosecution) উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) ১৮৬১ সালের ৫ আইনমত কোন কার্য্য করার নিমিত্ত অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে উপরের লিখিত সময়-সম্বন্ধীয় নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে। অপর কোন কার্য্যের নিমিত্ত, অর্থাৎ পুলিষ কর্ম্মচারী স্বরূপে যে কার্য্য কৃত না হইবে তন্নিমিত্ত, তাহাদিগের নামে অভিযোগ

উপস্থিত করিতে হইলে ঐ নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে না। ১ উ. রি., ৬০। ১ ই. ল. রি., এলা., ২৮০। মিউনিসিপাল আইনে (১৮৮৪ সালের ৩ আইন ৩৬৬ ধাঃ) মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারীদিগের উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে দণ্ডবিধান করা হইয়াছে। সেই ধারা দেখিলে প্রতীত হইবে যে কোন কোন মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী "রাজকীয় কার্য্য-কারক" শ্রেণীভুক্ত হইতেছে। সেই সকল কর্ম্মচারীর পক্ষে উক্ত আইনের ৩৬৬ ধারা খাটিবে না; এই আইনের ১৬১ ধারামত তাহাদিগকে বিচারাধীন করিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারীর নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইতে হইলে পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু এমতটি ভুল। কারণ, ১৮৮৪ সা. ৩ আ. ৩৬৩ ধারা (যাহাতে নোটিশের কথা বলা হইয়াছে), কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমাবিশেষের সম্বন্ধে কার্য্যকর হইতেছে। তবে উক্ত মিউনিসিপাল আইনের ৩৫৩ ধাঃ দেখিয়া মনে হয় যে ঐ আইনের ৩৬৬ ধারার অভিযোগ কমিসনারদিগের হুকুম বা সম্মতি গ্রহণান্তে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে যে সকল মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী "রাজকীয় কার্য্যকারক" বলিয়া গণ্য এবং মিউনিসিপাল আইনমতে যাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কর্ম্মচ্যুত করা যায় না, তাহাদিগের নামে তাহাদিগের কার্য্যোপলক্ষে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে, ফৌ. কা. বি. আইনের ১৯৭ ধারানুসারে অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৫) রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া আপন পদ সম্বলিত কার্য্যকরণ সম্বন্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৯ ও তদ্রূপ অন্যান্য অধ্যায়ের কোন অপরাধ কৃত হইলে, তাহারই নিমিত্ত অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইল, ফৌ. কা. বি. আইনের ১৯৭ ধারামতে অনুমতির আবশ্যক। বিচারাসন হইতে কোন উকিলকে অপমানসূচক নিন্দাবাদ করিলে তজ্জন্য বিচারপতির নামে অভিযোগ আনিতে হইলে অনুমতির আবশ্যক নাই। ২৬ ই. ল. রি., কলি., ৮৫২; ২৫ ঐ., মা., ১৫।

(৬) অনুমতি পত্র মোটামুটি লিখিত (in general terms) হইলে চলিতে পারে কিন্তু উহাতে কি অপরাধ, অপরাধী জানা থাকিলে সে কে, কি উপলক্ষে অপরাধ কৃত হইয়াছে, ১৯৩ ধারার অপরাধ হইয়া থাকিলে কোন্ কথাগুলি মিথ্যা ইত্যাদি বিশেষ করিয়া বর্ণিত হওয়ার আবশ্যক। ১৮ ই. ল. রি., এলা., ২০৩; ১৯ ঐ., বো., ৩৬২; ১০ ঐ., কলি., ১১০৬।

(৭) ফৌ. কা. বি. আইনের ১৯৫ ধারার লিখিত অনুমতি ও ১৯৭ ধারার অনুমতি উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। ২৭ ই. ল. রি., মা., ৫৪ দেখ। ১৯৫ ধারামতে অনুমতি-পত্র খানি মোটামুটি লিখিত হইলে কার্য্যকর হয়, কিন্তু ১৯৭ ধারায় সেরূপ নহে। ১৬ ই. ল. রি., মা., ৪৬৮। আরও ১৯৫ ধারার অনুমতি সম্বন্ধে আপিল বা মোসন চলে, কিন্তু ১৯৭ ধারা সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ২৬ ঐ., কলি., ৮৫২। প্রথমোক্ত অনুমতি ছয় মাস পরে নিষ্ফল হয়, কিন্তু শেষোক্ত অনুমতি সম্বন্ধে ঐরূপ তমাদির বিধান করা হয় নাই।

প্রমাণ—ধারার শেষভাগের লিখিত অপরাধে কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে প্রকৃতপক্ষে অনুরোধ করা হইয়াছে কিম্বা করিতে ইচ্ছা ছিল ইহা প্রমাণ করিবার আদৌ আবশ্যক নাই। কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে অনুরোধ করিবে বা করিয়াছে বলিয়া কোন সরকারী কর্ম্মচারী পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই বিশ্বাসে পারিতোষিকদাতা তাহাকে পারিতোষিক দিয়াছে, ইহা প্রমাণিত হইলেই যথেষ্ট। ৩ উ. রি., ১০। ১৮৭৬ সালে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ক অভিযুক্ত হয়। বিচারকালে ক ১৮৭৭।১৮৭৮ সালে আরও উৎকোচ লইয়াছে, এ বিষয় ফরিয়াদী প্রমাণ করিতে চাহে। হাইকোর্ট বলেন—১৮৭৬ সালে ঘুষ লইবার মোকদ্দমায় এইরূপ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না। ৬ ই. ল. রি., কলি., ৬৫৫।

কিন্তু জজ রমেশচন্দ্র মিত্র বলেন যে যদিও ১৮৭৬ সালে উৎকোচ গৃহিত হইয়াছে কি না সে বিষয়টি সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ কার্য্যকর নহে, তবে আসামীর অভিপ্রায় বুঝিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

১৬২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি দোষণীয় (corrupt) কি বে-আইনীমতের উপায়ে রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে আপন পদের কোন কর্ম্ম করিবার, কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণ-কালে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কি নিগ্রহ করিবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি কর্ত্তৃত্বকর্ম্মনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণ-মেণ্টকে, কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে, কি এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের (University) সেনেটের (senateএর) কোন সভ্যকে (member) [১৮৮৭ সাঃ, ১৮ আঃ, ১৮ (২) ধাঃ], কি রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া কোন লোকের উপকার কি অনুপকার করিবার, কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তিজনকভাবে কিম্বা পুরস্কারস্বরূপে কিছু পারিতোষিক কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্ত গ্রহণ করে, কি লয়, কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, কি লইতে উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—১৬২ ও ১৬৩ উভয় ধারার মধ্যে প্রভেদ। এ সম্বন্ধে ১৬৩ ধারার টীকা দেখ।

প্রমাণ—(১) কোন ব্যক্তির নিকট পারিতোষিক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা, এবং (২) কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে অনুরোধাদি করিবার জন্য ঐ রূপ করা—এই দুইটি বিষয় সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণিত না হইলে, এই ধারা অনুসারে আসামীর দণ্ড হইবে না। ৩ উ. রি., ৬৯।

১৬৩ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপত্তির বলে রাজকীয় কোন কার্য্য-কারককে স্বীয় পদের কোন কর্ম্ম করিবার কি করিতে ক্ষান্ত হইবার, কিম্বা সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণকালে কোন ব্যক্তির প্রতি অনু-গ্রহ কি নিগ্রহ করিবার, কিম্বা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কি কর্ত্তৃত্বকর্ম্মনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টকে, কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণমেণ্টকে, কি কোন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে, কি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের কোন মেম্বরকে [১৮৮৭ সাঃ, ১৮ আঃ, ১৮ (২) ধাঃ], কি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন কার্য্যকারককে অনুরোধ করিয়া কোন ব্যক্তির কিছু উপকার কি অনুপকার করিবার, কি করিতে উদ্যোগ করিবার প্রবৃত্তিজনকভাবে কি পুরস্কারস্বরূপে কিছু পারিতোষিক কোন ব্যক্তির স্থানে আপনার কি অন্য কাহার জন্য গ্রহণ করে, কি পায়, কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, কি পাইতে উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

বিচার কর্ত্তার সম্মুখে মোকদ্দমার সওয়ালজবাব করিবার নিমিত্ত উকিল বেতন গ্রহণ করে; কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত দিতে চাহে তাহাতে সেই দরখাস্তকারী যে যে কর্ম্ম করিয়াছে ও তাহার যে যে দাওয়া থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া সেই দরখাস্তের কথা শৃঙ্খলামতে লিখন এবং সংশোধন করন জন্য কোন এক ব্যক্তিকে বেতন দেয়; কোন অপরাধীর দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও ঐ দণ্ডের আজ্ঞা অন্যায়মতে হইয়াছে ইহা দর্শাইবার বিবরণ তাহা বেতনগ্রাহী মোক্তার গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে অর্পণ করে,—ঐ সকল ব্যক্তি এই ধারার মধ্যে গণ্য হয় না, কেন না তাহারা স্বীয় প্রতিপত্তির বলে কার্য্য করায় নাই, কি করাইবার কথা স্বীকারও করে নাই।

অর্থ—১৬২ ও ১৬৩ ধারার আসামী রাজকীয় কার্য্যকারক নহে। তৃতীয় ব্যক্তির উপকার করিবার অভিপ্রায়ে কোন রাজকীয় কার্য্যকারক প্রভৃতিকে অনুরোধ করিব বলিয়া যদি কেহ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিতে চেষ্টা পায়, তাহার উপর অবস্থানুসারে এই দুই ধারা খাটিবে। অর্থাৎ;—"দূষণীয় বা বে-আইনী কোন উপায় দ্বারা" রাজকীয় কার্য্যকারককে ধারার লিখিত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিবার জন্য ঘুষ লইলে, আসামী ১৬২ ধারামতে অপরাধী হইলে। কিন্তু যদি ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া, সে "স্বীয় প্রতিপত্তির বলে" রাজকীয় কার্য্যকারককে ধারার লিখিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক ১৬৩ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। যদি এরূপ হয় যে কোন উৎকোচ না লইয়া "খাতিরে পড়িয়া" কোন ব্যক্তি ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপকার করিবার নিমিত্ত কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে অনুরোধ করে, তাহা হইলে সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে না। সেই অনুরোধ বলে যদি রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদের কোন কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করে, তাহা হইলে সে অবস্থানুসারে ২১৭ বা ১৬৬ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে।

১৬৪ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দুই ধারার লিখিত অপরাধ হয় এমত কার্য্যকারক, যদি সেই অপরাধের সহায়তা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থ দণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ সরকারী কার্য্যকারক। কোন বিশেষ লোককে কর্ম্ম দিতে ঐ আনন্দকে অনুরোধ করিবার জন্য তাহারই স্ত্রী পুরস্কারস্বরূপে কোন বস্তু গ্রহণ করে। আনন্দও তাহার ঐ কর্ম্মের সহায়তা করে। ঐ স্ত্রী এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। আনন্দ তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

১৬৫ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন মোকদ্দমা (proceeding) শুনেন, কি যে কার্য্য (business) করেন কি করিতে উদ্যত হন তাহাতে (অর্থাৎ, ঐ প্রোসিডিংএ, বা কার্য্যে), কিম্বা তাহারই পদের কি তিনি যাঁহার অধীন থাকেন এমন কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের পদের কর্ম্মের সহিত যে মোকদ্দমার সম্পর্ক থাকে তাহাতে, যে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক ছিল, কি আছে, কি হইবার সম্ভাবনা

জানেন, এমন ব্যক্তির স্থানে, কিম্বা সেই ব্যক্তিব সহিত যাহার লাভ ও ক্ষতিসম্পর্ক কি কুটুম্বিতা থাকে এমত ব্যক্তির স্থানে যদি সরকারী কার্য্যকারক হইয়া কোন ব্যক্তি আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির জন্য মূল্য না দিয়া (without consideration) কিম্বা যাহা উপযুক্ত মূল্য জানেন তাহার ন্যূন দিয়া (for a consideration which he knows to be inadequate) কোন মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করেন, কি প্রাপ্ত হন, কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন, কি পাইবার উদ্যোগ করেন, তবে সেই. কার্য্যকারক দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবেন, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) একজন কালেক্টর সাহেবের নিকট যদুর বন্দোবস্তেব মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। কালেক্টর সাহেব ঐ যদুর এক বাটীতে বাস করিয়া ঐ বাটীর মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিবার করার করেন, কিন্তু সেই বাটীর ভাড়ার করাব সরলভাবে হইলে দুই শত টাকা হয়। এই স্থলে কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত মূল্য না দিয়া যদুর স্থানে মূল্যবান বস্তু পাইয়াছেন।

(খ) জজ সাহেবের আদালতে যদুর এক মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। ঐ জজ সাহেব সেই সময়ে ডিসকৌণ্ট লইয়া যদুর স্থানে কয়েক খানি কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন। কিন্তু সেই সময়ে বাজারে কোম্পানির কাগজ প্রিমিয়মে বিক্রয় হয়। এই স্থলে জজ সাহেব উপযুক্ত মূল্য না দিয়া যদুর স্থানে মূল্যবান বস্তু পাইয়াছেন।

(গ) যদুর ভ্রাতা মিথ্যা শপথেব নালিশে ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবেব সম্মুখে আনীত হয়। কোন এক ব্যাঙ্কে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক অংশ (share) ছিল তাহা তিনি প্রিমিয়ম লইয়া যদুকে বিক্রয় করেন, কিন্তু সেই সময়ে ঐ ব্যাঙ্কের অংশ বাজারে ডিসকৌণ্টে বিক্রয় হইতেছে। যদু ঐ অংশের মূল্য ও তাহার উপর প্রিমিয়ম দিয়া ঐ অংশ লয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকারে যে টাকা লন তাহার বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য না দিয়া মূল্যবান বস্তু লইয়াছেন।

অর্থ—এ ধারার অনুবাদ আদৌ পরিষ্কার হয় নাই। ধারাটি ও উদাহরণগুলি পাঠ করিলে সহসা মনে হয় যে এ ধারা কেবল যে সকল রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমা শুনিতে বা তৎসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে সক্ষম, অর্থাৎ বিচারপতি শ্রেণীভুক্ত রাজকীয় কার্য্যকারকদিগের উপর বর্ত্তিবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারার অর্থ একপ নহে। যে কোন সরকারী কর্ম্মচারী আপন পদোপলক্ষে যে কোন কার্য্য, মোকদ্দমা সংক্রান্ত হউক বা না হউক, করিতে সক্ষম, ঐ কার্য্যসংসৃষ্ট ব্যক্তির, অথবা নিজের কিম্বা তাহার উপরিস্থ কোন কর্ম্মচারীর সরকারী কার্য্যের সহিত যাহার সংশ্রব আছে এমন কোন ব্যক্তির, অথবা ঐরূপ ব্যক্তির কুটুম্বাদির নিকট হইতে কোন বস্তু মূল্য না দিয়া বা অনুচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিলে, ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক এ ধারামত দায়ী হইবে। কিন্তু যদি ১৬১ ধারার লিখিত "প্রবৃত্তিজনক ভাবে বা পুরস্কারস্বরূপে" গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ১৬১ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে "প্রবৃত্তি জনক ভাবে বা পুরস্কারস্বরূপে" গ্রহণ না করিয়া থাকিলে, তাহার উপর ১৬৫ ধারা বর্ত্তিবে। ১৬১ ধারার টীকা দেখ।

১৬৬ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কোন ব্যক্তির যেরূপে কর্ম্ম

করিতে হইবে এরূপ কোন আইনের কোন বিধি যদি সেই কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করে, কিম্বা সেইরূপে অমান্য করিলে কোন ব্যক্তির হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া অমান্য করে, তবে সেই কার্য্যকারক এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

কোন আদালতে যদুর পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে। তাহাতে আনন্দ নামক রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবার জন্য ডিক্রীজারি ক্রমে কিছু সম্পত্তি ক্রোক করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইয়াছেন। কিন্তু আনন্দ ঐ আইনের বিধি অমান্য করিলে যদুর হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, ঐ বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত দোষ করিয়াছেন।

অর্থ—১৮৭০ সালের ১ আইনের ১৬২ ধারায় লিখিত আছে "আদালত আবশ্যক বিবেচনা করিলে কোন দলিল তরজমা করাইয়া লইতে পারিবেন; আরও যে ব্যক্তি তরজমা করিবে সে ঐ দলিলের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিবেক না, এরূপ আদেশ দিতে পারেন। যদি ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশ অবজ্ঞা করে, সে ফৌজদারি আইনের ১৬৬ ধারামত অপরাধী হইবে।" অর্থাৎ, উক্ত আইনানুসারে ১৬৬ ধারার লিখিত অভিপ্রায় বা জ্ঞান না থাকিলেও, তরজমাকারী দায়ী বুঝিতে হইবে। উক্তরূপ অভিপ্রায়ে ও জ্ঞানে অশুদ্ধ তরজমা করিলে, তাহার উপর ১৬৭ ধারা বর্ত্তিবে। ১৬৭ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগপত্র—তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে অমুক কার্য্য করায় (কিম্বা অমুক কার্য্য না করায়) অমুক আইনের অমুক ধারার লিখিত বিধান অমান্য করিয়াছ, এবং সেই কার্য্যটি অমুক ব্যক্তির হানিজনক, তাহাও তুমি জানিতে; অতএব তুমি দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছ। যে আইনের যে ধারার অমান্য করা হইবে, তাহা অভিযোগপত্রে প্রকাশ করিয়া লিখিতে হইবে। ২ উ. রি., ২।

১৬৭ ধারা —যদি কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হয়, ও রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে তাহার প্রতি কোন দলীল প্রস্তুত করিবার কি তরজমা করিবার ভার থাকে, আর যদি সে কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই দলিল অশুদ্ধরূপে লেখা গেলে কি তরজমা হইলে কোন ব্যক্তির হানি হইবে জানিয়া যাহা অশুদ্ধ জানে কি বিশ্বাস করে এমতভাবে ঐ দলীল লেখে, কি তরজমা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—হানি করিবার অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। যদি উপকার করিবার অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ কোন আসামী আপীলে খালাস পায় এই অভিপ্রায়ে কোন আপীল আদালতের তরজমাকারী যদি অশুদ্ধ তরজমা করে, তবে সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে না। সে ২১৮ ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে। মেন সাহেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬৬ ও ২১৮ ধারার টীকা দেখ। এ ধারাটি ২১৮ ধারার অন্তর্গত।

১৬৮ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক

হওয়াতে বাণিজ্যকার্য্য করিতে আইনমতে নিষিদ্ধ হইয়াও যদি বাণিজ্য করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—টাকা বা কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য আদানপ্রদানকরণকে বাণিজ্য বলে।

আইনমতে নিষিদ্ধ—তাহা না হইলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। গবর্ণর জেনেরল, গবর্ণর (যথা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর), ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কালেক্টর, সুপারভাইজর এবং রাজস্ব আদায় করিবার জন্য সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা-প্রদেশে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ, তাঁহাদের গোমস্তা বা বিশ্বস্ত ম্যানেজার, হাইকোর্টের জজ, ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে বা বাহিরে কোন প্রকার বাণিজ্য বা ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ৪৬ ধারামতে রেভিনিউ বোর্ড বা বোর্ডের কোন সভ্য বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। ঐ আইনের ১৮ ধারায়, ১৭৯৫ খৃঃ ৩ আইনের ১৮ ধারায়, ১৮০০ সালের ২৫ আইনের ১৭ ধারায় কালেক্টর বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরগণকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। জেলার জজেরাও বাণিজ্য করিতে পারেন না। ১৮৫৫ সালের ৮ আইনের ৪৯ ধারামতে এডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরলও বাণিজ্য করিতে পারেন না। পুলিষ আফিসরেরা নিজ নিজ থানার অধিকারের ভিতর ব্যবসায় করিতে এবং আড়ত বা দোকান করিতে পারেন না। ১৮১৭ সালের ২ আইন ৪১ ধারা। সিবিল সার্ব্বিসভুক্ত কর্ম্মচারীগণ কোন ব্যবসায়ী কোম্পানির সেয়ার রাখিতে, অর্থাৎ ভাগিদার হইতে পারেন; কিন্তু কোনমতে ঐ কোম্পানির কার্য্যতত্ত্বাবধানে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। আরও ১৬৯ ধারার টীকা দেখ।

১৬৯ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় করিতে কিম্বা তন্নিমিত্ত নীলাম ডাকিতে আইনমতে নিষিদ্ধ হয়, সে যদি আপনার কি অন্যের নামে কিম্বা অন্যের সহযোগে, কি অংশ করিয়া সেইরূপ সম্পত্তি ক্রয় করে, কি তাহার নিমিত্ত নীলামে ডাকে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। ও সেই সম্পত্তি যদি ক্রয় করিয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি-দণ্ডও হইবে।

অর্থ—"আইনমতে নিষিদ্ধ" হওয়া আবশ্যক। ১৮৯১ সালের ১ আইনানুসারে যে সকল পশু বিক্রয় হয়, তাহা পুলিষ আফিসর কিম্বা পৌণ্ডরক্ষকেরা কেহই স্বনামে বা বিনামে ক্রয় করিতে পারিবেন না। সুতরাং কোন সবইনস্পেক্টর যদি পৌণ্ডে, অর্থাৎ সরকারী খোঁয়াড়ে আনীত একটি অশ্ব ক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই ধারা এবং উক্ত ১ আইনের ১৯ ধারামতে দণ্ড হইবে। ১৫ উ. রি., ৫২। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হাইকোর্ট বলেন উভয় ধারামত দণ্ডাজ্ঞা দিলে অবৈধ হইবে। ৫ উ. প. অ., ৪৯। কালেক্টরিতে যে সকল স্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হয়, কালেক্টরির কোন আমলা, কিম্বা কালেক্টর, বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট, বা কালেক্টরের অধীন কোন ব্যক্তি, অথবা তাহাদের নিজের চাকর, যাহারা সরকারী চাকর নহে, তাহারাও প্রকাশ্য নিলামে স্বনামে বা বিনামে ঐ সকল বস্তু কিনিবার জন্য ডাকিতে পারিবে না। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে, তাহা সিবিল

কোর্টের আমিন বা অপর কোন কর্ম্মচারী ক্রয় করিতে পারিবে না। জেলার জজেরা, বা রেভিনিউ বোর্ডের সভ্যেরা ইউরোপে টাকা পাঠাইবার জন্য ব্রিটনাধিকৃত দেশের মধ্যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন না। ইহার সহিত ১৬৮ ধারার টীকা দেখ।

১৭০ ধারা।—কোন ব্যক্তির রাজকীয় বিশেষ কোন পদ নাই জানিয়াও যদি রাজকীয় কার্য্যকারক মতে তাহার সেই পদ থাকিবার ছল করে, কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির সেই পদ আছে সেই ব্যক্তি বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, ও সেই কল্পিত ভাবে সেই পদের ছলে কোন কার্য্য করে, কি করিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ।—এক ব্যক্তি নিজে পুলিষ আফিসর এই ছল করিয়া কোন গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে গ্রামের পথ পরিস্কার নাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি এই ধারার অপরাধে অপরাধী। ২ উ. রি., ২৯। কিন্তু যে পদ আদৌ নাই তাহাতে, অর্থাৎ কোন কল্পিতপদে অভিষিক্ত থাকার ছল করিয়া কোন কার্য্য করিলে বোধ হয় আসামীর এই ধারার লিখিত দণ্ড হইতে পারে না। আসামী যদি আপনাকে অন্য কোন পদাভিষিক্ত ব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করে, এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ পদাভিষিক্ত ব্যক্তি আদৌ না থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় আসামীর এ ধারামত দণ্ড হইবে না। মনে কর, পুলিষ বিভাগে নাজিরের পদ নাই। এ স্থলে আমি পুলিষের নাজির এরূপ ছল করিয়া কোন কার্য্য করিলে বোধ হয় এ ধারামতে দণ্ড পাইব না। আরও মনে কর, আমি পুলিষের নাজির রাজনারায়ণ বাবু সাজিয়া কোন কার্য্য করিলাম। প্রকৃতপক্ষে পুলিষবিভাগে নাজির বলিয়া কোন পদ নাই এবং রাজনারায়ণ নামে ঐ পদাভিষিক্ত কোন ব্যক্তিও নাই। এরূপ স্থলে আমি বোধ হয় এ ধারামতে দণ্ডিত হইব না। এরূপ অবস্থায় আমার উপর ৪১৯ ধারা বর্ত্তিবে।

"কোন কার্য্য করে"—এতদ্দ্বারা রাজকীয় কার্য্যকারকের যে কার্য্য করিবার আইনমতে অধিকার আছে, কেবল এমত কার্য্য বুঝাইতেছে না। ১০ই. ল. রি., এলা., ৫৮; ২৭ ঐ., ঐ., ২৯৪।

১৭১ ধারা।—কোন ব্যক্তি রাজকীয় বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক না হইয়া আপনি সেই সম্প্রদায়ের কার্য্যকারক এমন বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা এমত বিশ্বাস হইতে পারিবে জানিয়া, যদি সেই সম্প্রদায়ের রাজকীয় কার্য্যকারকের ব্যবহার্য্য কোন পোষাকের কি চিহ্নের সমান কোন পোষাক কি চিহ্ন পরিধান বা ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—১৪০ ধারা এ ধারার অন্তর্গত; কারণ মহারাণীর পল্টনের বা যুদ্ধজাহাজের সিপাহী রাজকীয়-কার্য্যকারক বিশেষ হইতেছে। কিন্তু ১৭১ ধারার মোকদ্দমা ১৪০ ধারার ভিতর না আসিতে পারে। এই ধারার "বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের" ব্যবহার্য্য পোষাক, যথা কনেষ্টবল,

ইনস্পেক্টর প্রভৃতির (অর্থাৎ যে শ্রেণীর রাজকীয় কার্য্যকারকদিগকে বিশেষ কোন প্রকার পোষাক পরিধান করিবার বিধান আছে, সেই প্রকার) পোষাক পরিলে এ ধারা খাটিবে। আর একটি কথা—১৪০ ধারায় কেবল "অভিপ্রায়ে" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু এই ধারায় "অভিপ্রায়ে" বা "জানিয়া" দুই শব্দ পক্ষান্তরে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং যদি কেহ তদ্দ্বারা সিপাহী বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে "জানিয়া" সিপাহীর পোষাক পরে, তাহা হইলে সে ১৪০ ধারামত দণ্ডিত হইবে না, কিন্তু যদি ঐ পোষাক সিপাহী শ্রেণীর ব্যবহার্য্য পোষাক হয়, তাহা হইলে তাহার উপর ১৭১ ধারা বর্ত্তিবে।

দশম অধ্যায়।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার বিধান।

১৭২ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে যিনি শমন, কি এত্তেলানামা (notice), কি হুকুম (order) জারী করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তদ্রূপ রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের জারী করা কোন শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম জারী না হইবার জন্য যদি কোনব্যক্তি পলায়ন করে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে। যদি স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারা হাজির হইবার, কিম্বা কোন দলীল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য সেই শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম হইয়া থাকে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধে ২১ ধারার টীকা দেখ। ধারার লিখিত শমনাদি যাহার উপর জারী হইবে তাহার বরাবর হওয়া আবশ্যক। সুতরাং "ওয়ারেণ্ট" ধারার লিখিত "শমন," "এত্তেলানামা" বা "হুকুম" শব্দের ভিতর পড়ে না। ৫ ঊ. বি., ৭১। ওয়ারেণ্ট সাধারণতঃ পুলিষের নামে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে তাহার বরাবর নহে। ওয়ারেণ্ট সম্বন্ধে "জারী" (service) শব্দ ফৌ. কা. বি আইনে ব্যবহৃত হয় নাই; "তদনুসারে কার্য্য সাধন" (execution) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং ওয়ারেণ্ট সম্বন্ধে এ ধারা খাটে না। দেনদার যদি দস্তকের ভয়ে দস্তক করিবার ওয়ারেণ্ট যাহাতে জারী না হয়, সেই অভিপ্রায়ে লুকাইয়া থাকে তাহা হইলে সে এ ধারামত দণ্ডনীয় হইবে না। ৪ ঊ. প. রি., ৯৭। কিন্তু কোন সাক্ষীকে আদালতে আনিবার জন্য ১৮৭২ সালের ফৌ. কা. বি. আইনের ৩৫৩। ৩৫৪ ধারামতে তাহার উপর ওয়ারেণ্ট বাহির হইবার পর, সে পলায়ন করিলে সে ঐ আইনের ৩৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের শেষ অংশের বিধান-মতে দণ্ডনীয় হইত। বর্ত্তমান ফৌ কার্য্যবিধি আইনে ঐ বিধান দৃষ্ট হয় নাই।

আইনমতে ক্ষমতাপন্ন—যে রাজকীয় কার্য্যকারক শমনাদি জারী করেন, তাঁহার আইন মতে উহা জারী করিবার অধিকার থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে, তাঁহার জারী করা শমনাদির সম্বন্ধে এ ধারা কার্য্যকর হইবে না। ৫ বো. বি., ৩৮; ৮ বো. রি., ১৯; ৫ মা. রি., ২৭; ৫ ই. ল. রি., মা., ২৩০, ৩৭৭; ১২ ঐ., ঐ., ২৯৭; ২৯ ঐ., কলি., ২৩৬ দেখ।

"পলায়ন" শব্দে লুকাইয়া থাকাও বুঝাইবে।

প্রমাণ—শমন কি এত্তেলানামা কি হুকুম বাহির (issue) হইয়াছে ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। বাহির হইবার পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি সরিয়া যায় তাহার উপর এই ধারা খাটিবে না। ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে শমন বাহির হইবার বিষয় আসামী অবগত হইয়াছিল, অথবা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। ৪ ই. ল. রি., মা., ৩৯৭। ইহা অবস্থাঘটিত বা সাক্ষাৎ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

অনুমতি—এই অধ্যায়ের লিখিত ১৭২—১৮৮ ধারায় অপরাধের বিচার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বে যে রাজকীয় কার্য্যকারককে অবজ্ঞা করা হইয়াছে তাহার বা তিনি যাহার অধীনস্থ তাহার মত বা অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে স্বয়ং দরখাস্ত করিতে হইবে। ঐরূপ অনুমতি দেখাইতে না পারিলে আদালতে দরখাস্ত গৃহীত হইবে না। ফৌ. কা. বি. আ., ১৯৫ (ক) ধাঃ। অনুমতি সম্বন্ধে ১৬১ ও ২১১ ধারার টীকা দেখ।

কোন্ আদালতের বিচার্য্য—১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ ও ২১৮ ধারাগত অপরাধ কোন্ দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালতের সম্মুখে কৃত হইলে উক্ত আদালত সরাসরিমতে বিচার করিয়া অপরাধীর ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারেন, অথবা অবস্থাবিশেষে স্বয়ং বিচার না করিয়া অপর কোন বিচারপতির নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারেন। ফৌ. কা. বি. আ., ৪৮০, ৪৮১ ধারা। এতদ্ব্যতিরেকে ও ফৌ. কা. বি. আ., ৪৭৭ ও ৪৮৫ ধারা ব্যতীত, কোন আদালত স্বীয় ক্ষমতা বা আজ্ঞা অবজ্ঞাকরণ-অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির বিচার স্বয়ং করিতে পারিবেন না। ফৌ. কা. বি. আইনের ৪৮৭ ধারা দেখ। এই ধারায় অপরাধগুলি স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ১৭২—১৮৮; ১৯৩—১৯৬; ১৯৯; ২০০; ২০৫—২১১; ২২৮, ৪৬৩; ৪৭১; ৪৭৫; ৪৭৬ ধারার অপরাধ যে আদালতের সমক্ষে বা যে আদালতের ক্ষমতার অবজ্ঞাতে কৃত হইবে বা বিচারক্রমে যে আদালতে নোটিশে আসিবে, সে আদালত ঐ সকল অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না।

১৭৩ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যিনি শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম জারী করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন আছেন, তদ্রূপ রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের জারী করা কোন শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) আপনার কি অন্যের উপর জারী করিতে নিবারণ করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন শমন, কি এত্তেলা, কি হুকুম আইনসিদ্ধমতে কোন স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে জ্ঞানপূর্ব্বক নিবারণ করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম কোন স্থানে আইনসিদ্ধমতে লট্‌কান গেলে তথা হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক উঠাইয়া দেয়, অথবা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যিনি কোন কথা ঘোষণা করিবার আজ্ঞা করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞাক্রমে কোন কথা আইনসিদ্ধমতে ঘোষণা করিলে সে কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক নিবারণ করে, সে

ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা যদি স্বয়ং কি মোক্তারের (agent) দ্বারা হাজির হইবার, কিম্বা কোন দলীল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য ঐ শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম, কি ঘোষণাপত্র হইয়া থাকে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, অথবা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—১৭২ ধারার টীকা দেখ। "নিবারণ করা" শব্দে কোন ব্যক্তি শমন পাইয়া তাহার পৃষ্ঠে রসিদ না দেওয়া কিম্বা শমন লইতে অস্বীকার করা বুঝায় না; সুতরাং তাহার প্রতি এ ধারামত দণ্ডবিধান করা যাইতে পারে না। ৫ বো. রি., ৩৪; ৩ ই. ল. রি., কলি., ৬২১; ২০ ই. ল. রি., কলি., ৩৫৮; ৫ ই. ল. রি., মা., ১৯৯। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৬৮—৭৩ ধারায় শমন জারীর বিধি প্রকাশিত আছে।

অনুমতি ও বিচার—এ সম্বন্ধে ১৭২ ধারার টীকা দেখ।

১৭৪ ধারা।—কোন শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম, কি ঘোষণাপত্র জারী করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন কোন রাজকীয় কার্য্যকারক, ঐ রাজকীয় কার্য্য-কারকস্বরূপে উক্ত প্রকারের শমন প্রভৃতি জারী করিলে, যে কোন ব্যক্তি বিশেষ (নির্দ্ধারিত) সময়ে ও স্থানে আপন কি মোক্তারের দ্বারা হাজির হইতে আইন-মতে বদ্ধ হইয়া সেই স্থানে কি সময়ে হাজির হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) ত্রুটি করে, কিম্বা যে স্থানে তাহার হাজির থাকিতে হয় সেই স্থান হইতে উপযুক্ত সময়ের অগ্রে চলিয়া যায়, সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা যদি সেই শমন, কি এত্তেলানামা, কি হুকুম, কি ঘোষণাপত্র স্বয়ং কি মোক্তারের (agent) দ্বারা কোন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য হয়, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট হইতে আনন্দের নামে সফীনা জারী হয়। সেই সফীনা-প্রমাণ আনন্দ সেই কোর্টে হাজির হইতে আইনমতে বদ্ধ আছে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক হাজির হইতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) জিলার জজ সাহেব আনন্দের নামে সাক্ষীস্বরূপে হাজির হইবার শমন জারি করেন। আনন্দ সেই শমনপ্রমাণ হাজির হইতে আইনমতে বদ্ধ আছে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক হাজির হইতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারায় লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

অর্থ—১৭২ ধারার টীকা দেখ। যদি শমন, এত্তেলানামা, বা হুকুম রীতিমত জারী না হয়, অথবা যদি ইহাতে যে স্থানে বা যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া

ব্যক্ত না থাকে (৫ ই. ল. রি., এলা., ৭), অথবা যে ব্যক্তির শমন বা এত্তেলানামা বা হুকুম দিবার ক্ষমতা নাই (৫ ই. ল., রি., মা., ৩৭৮ ; ১২ ঐ., ঐ. ২৯৭) তৎকর্ত্তৃক ইহা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে শমন বা এত্তেলানামা, বা হুকুম অবহেলা করিলে কোন দণ্ড হইতে পারে না। মনে কর, ক'র নামে একটি অভিযোগ উপস্থিত হইলে পুলিস তদন্ত করিতে গিয়া ক'কে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত উহার উপর শমন জারি করেন। ক উপস্থিত হইল না। এস্থলে ক কর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না, কারণ ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৬০ ধারামতে পুলিস সাক্ষীর উপর শমন দিতে পারেন ; অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উহার শমন দিবার ক্ষমতা না থাকায় ক'র উপর এ ধারা খাটিবে না। ৭ ই. ল. রি., মা., ২৭৫। আরও, ক একখানি শমন পাইল, কোন স্থানে তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা ঐ শমনে ব্যক্ত নাই। এরূপ অবস্থায় শমনের লিখিত আদেশমত কাজ না করিলে, ক'র দণ্ড হইবে না। ৭ মা. রি., ১৪। অথবা যদি যে স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, সেই স্থানটি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে হয়, তাহা হইলে সেই শমন অমান্য-করণ অপরাধটি উক্ত সীমার বাহিরে কৃত হইল ধরিতে হইবে। সুতরাং আসামীর উপর এ ধারা বর্ত্তিবে না। ১৬ ই. ল. রি., মা., ৪৬৩। আরও, যদি কোন্ দিকসে উপস্থিত হইতে হইবে শমনে তাহা প্রকাশিত না থাকে, তাহা হইলেও ঐ শমন-অবহেলনকারী ব্যক্তির দণ্ড হইবে না। ৬ মা. রি., ১০। যে দিন হাজির হইবার কথা, সেই দিন যদি হাকিম, অর্থাৎ যাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবার কথা তিনি অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলেও আসামী এ ধারামত দণ্ডার্হ নহে। ২০ ই. ল. রি., মা., ৩১। অথবা মোক্তার দ্বারা হাজির হইলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৭ ঐ., কলি., ৭৮৫। যদি কোন ব্যক্তিকে কোন আদালত এরূপ বাচনিক হুকুম দেন যে সে অমুক দিন অমুক ঘণ্টার সময় অমুক স্থানে উপস্থিত হইবে, এবং সে ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া ঐ হুকুমের অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। কি আসামী কি সাক্ষী সকলের উপরই এই নিয়ম খাটিবে। কোন লিখিত হুকুম দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহার অব্যাহতি নাই। ৫ মা. রি., ১৫ ; ১০ বো. রি., ৭৩ ; ৭ মা. রি., ৩। কোন আসামী জামিনে থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নিরূপিত দিনে উপস্থিত হইল না। তাহার জামিনদারদিগের নিকট আদালত টাকা আদায় করিয়া লইলেন ; কিন্তু তদ্দ্বারা আসামী এই ধারার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না। ১০ উ. রি., ৪। আরও মনে কর, কোন আসামীকে পুলিস ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত করিয়া আনিতেছে। আসিতে আসিতে সে পুলিসের হস্ত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। তজ্জন্য সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে না। কারণ, ওয়ারেণ্ট তাহার বরাবর নহে, পুলিসের বরাবর বাহির হইয়াছিল। ১ বো. রি., ৩৮। কিন্তু সে ২২৪ ধারামত দায়ী হইবে। সেইরূপ, ডিক্রীজারীতে কোন ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়া আসিবার সময় পিয়াদার হস্ত ছাড়াইয়া পলাইলে, সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৭ বো. রি., ৪৩। আসামী নিজের জবাবে বলিল যে তাহার প্রভু তাহাকে আসিতে না দেওয়ায় সে শমনের নির্দ্ধারিত দিবসে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই। অপর প্রমাণাদি নাই। এরূপ স্থলে আসামীর কথা বিশ্বাস করিলে প্রতীত হইবে যে সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক" অনুপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সে এই ধারামতে দণ্ডার্হ নহে। ১০ উ. রি., ৩৩। "ইচ্ছাপূর্ব্বক" হাজির হইতে ত্রুটি করিলেই কেবল এই ধারা বর্ত্তিবে। সুতরাং সাক্ষী হাজির হইয়া যথোচিতকাল প্রতীক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে, সে এ ধারা-মত দায়ী হইবে না, কারণ সে সমস্ত দিবারাত্র উপস্থিত থাকিতে বাধ্য নহে। ১৪ উ. রি., ২০। কিন্তু যথোচিত কাল প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলে, সে এ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। ১০ ই.

ল. বি., বো., ৯৩। সাক্ষী ওয়ারেণ্ট গ্রেপ্তার হইয়া হাজিরার সময় পলায়ন করিলে তাহার উপর বোধ হয় ১৮৬ ধারা খাটিবে, এ ধারা খাটিবে না।

প্রমাণ।—ইহা সম্যকরূপে প্রমানিত করিতে হইবে যে শমন, এত্তেলানামা বা হুকুমনামা প্রভৃতি রীতিমত জারী হইয়াছে। নতুবা দণ্ড হইবে না। ৭ উ. রি., ৩৮, ৫৮। যে স্থলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর শমন জারী না হইয়া তাহার বসতবাটীর দ্বারে লটকাইয়া দেওয়া হইল, অথবা আইনসিদ্ধ অপর কোন প্রকারে জারী করা হইল, সে স্থলে ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামী শমন জারীর বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, অথবা যে সময় জানিতে পারিয়াছিল সে সময়ের মধ্যে সে অনায়াসে শমনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিত। এতদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ না হইলে আসামী যে "ইচ্ছা" করিয়া শমনের অবজ্ঞা করিয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারা দুঃসাধ্য। ৬ মা. রি., ২৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির উকিলের উপর নোটিশ জারি হইয়াছে বলিলে যথেষ্ট হইবে না।

জারীর কথা।—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের বিধানমতে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট আদালতের মোহর, যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে তাহার উচিতমত বর্ণনা (নাম, পিতার নাম, বাসস্থান ইত্যাদি) এবং যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিতেছেন তাহার নাম ও পদের (জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির) উল্লেখ করা আবশ্যক। যদি কোন ওয়ারেণ্টে ইহা না থাকে, তাহা হইলে সেই ওয়ারেণ্ট দ্বারা যে ব্যক্তি ধৃত হইবে তাহার ধৃতকরণ অবৈধ। বোম্বাই হাইকোর্টে ঐরূপ অবস্থায় একজন আসামীকে গ্রেপ্তারের দায় হইতে মুক্তি দেন। ৯ বো. রি., ১৫৪। রবিবারে শমন প্রভৃতি জারী করিলে তাহা অবৈধ হইবে না। শমন জারীর বিধান সম্বন্ধে, ফৌ. কা. রি. আইনের ৬৮—৭০ ধারা দেখ।

অনুমতি ও বিচার।—এ সম্বন্ধে ১৭২ ধারার টীকা দেখ।

১৭৫ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন ব্যক্তির নিকটে যদি কেহ কোন দলীল উপস্থিত করিতে কি দাখিল করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে কি দাখিল করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা যদি সেই দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করিতে কি দাখিল করিতে হয়, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন জিলার আদালতে কোন দলীল উপস্থিত করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

অর্থ। "আইনমতে বদ্ধ"—এ সম্বন্ধে ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩০ এবং ১৩১ ধারা দেখ।

অনুমতি ও বিচার।—এ সম্বন্ধে ১৭২ ধারার টীকা দেখ।

১৭৬ ধারা। -- রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ কোন এত্তেলা (notice) দিতে কি কোন কথার সংবাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া আইনের আজ্ঞামতে ও (নিরূপিত) সময়ে সেইরূপ এত্তেলা কি সম্বাদ দিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা যে এত্তেলা কি সংবাদ দিবার আজ্ঞা থাকে, তাহা যদি অপরাধ করণের বিষয়ে হয়, কিম্বা যদি অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত (হয়), কিম্বা অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য প্রয়োজন হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ।—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধারাও ১৭৭ ধারার ব্যাখ্যা দেখ।

অপরাধের সম্বাদ।—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৪ ধারায় কতকগুলি অপরাধের উল্লেখ আছে। পরিশিষ্ট দেখ। ঐ সকল অপরাধ কৃত হইয়াছে জানিতে পারিলে নিকটস্থ পুলিসে বা মাজিষ্ট্রেটকে তাহার সংবাদ দিতে হইবে। ঐ আইনের ৪৫ ধারায় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষকে পুলিসের বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিতে হইবে। ঐ ধারার 'ঘ' ক্লজ অনুসারে অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর, কিম্বা "সন্দেহ-জনক-অবস্থায় মৃত্যুর" সম্বাদ দিতে ধারার লিখিত ব্যক্তিগণ বাধ্য। সুতরাং সম্বাদ না দিলে তাহারা এ ধারামতে দোষী হইবে। ঐ সকল মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির জমির উপর ঐরূপ মৃত্যু হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৬১৯। ১৮৭১ সালের ২৭ আইনের ২১ ধারায় ব্যক্তিবিশেষের বিষয়বিশেষের সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনের ৯ ধারাতে ও ১৮৬১ সালের ৫ আইনে (২১ ঊ. রি., ৩০) ঐরূপ বিধি আছে। এই আইনের ১৫৪ ধারা দেখ। অর্থাৎ আইনমতে বদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক এত্তালা বা সম্বাদ দিতে ত্রুটি করিলেই এ ধারা বর্ত্তিবে, নচেৎ নহে। ১৮ ঊ. রি., ২২; ৩ মা. বি., ৩০। ইহার সহিত ১৭৭ ধারার টীকা দেখ। মনে কর, একস্থানে কার্য্যবিধি আইনের ৪৪ ধারার লিখিত কোন অপরাধ কৃত হইল। গ্রামের চৌকিদার সে বিষয় পুলিসে জানাইল; চৌকিদার পুলিসে সম্বাদ দিয়াছে বলিয়া দেশস্থ জমিদার নিজে, বা নিজের কোন লোক দিয়া পুলিস বা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে স্বতন্ত্র সংবাদ দিল না। এরূপ স্থলে জমিদার ঐ সংবাদ না দিবার অপরাধে অপরাধী হইবে না। ৭ ই. ল. রি., মা., ৪৩৮; ৪ ই. ল. রি., কলি., ৬২৩; ২০ ই. ল. রি., কলি., ৩১৬। পুলিস তদন্তকালে ১৬১ ধারাগত কোন ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি উত্তর না দেয়, তাহা হইলে সে এ ধারা বা ১৭৯ বা ১৮৭ ধারামত দায়ী হইবে না, কারণ ফৌ. কার্য্য বিঃ আইনের ১৬১ ধারামতে সে সত্য কথা বলিতে বাধ্য নহে। ২৩ ই. ল. রি., মা., ৫৪৪।

প্রমাণ।—কোন ঘোষীত অপরাধী আপন গ্রামে আসিয়াছে জানিয়া ক পুলিসে সংবাদ না দেওয়ায় তাহাকে এই ধারামত দণ্ডিত করা হয়। হাইকোর্ট বলেন যে এ অবস্থায় এই ধারার মোকদ্দমায় ফরিয়াদীকে এই কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে:—১ম., ঘোষণা-

পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পলায়িত ব্যক্তির বিষয়াদি ক্রোক করা হইয়াছিল, ইহা কেবল প্রমাণ করিলে যথেষ্ট হইবে না। ২য়., ঘোষণাপত্র রীতিমত, অর্থাৎ আইনে স্থানাদি সম্বন্ধে যে যে নিয়ম আছে, তদনুসারে জারী হইয়াছিল। ৩য়., আসামী ঐ ঘোষণাপত্রের বিষয় অবগত ছিল বা তাহার নোটিশ পাইয়াছিল। এই সকল বিষয় প্রমাণ না হইলে, আসামী অব্যাহতি পাইবে। ৭ ই. ল. রি., মা., ৪৩৮।

অভিযোগ।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাজকীয় কার্য্যকারককে সংবাদ দিতে আইনমতে বাধ্য হইয়া যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক সংবাদ দিতে ত্রুটি করে, তাহা হইলে সে অপরাধী হইল। ১৬ উ. রি., ৩৫। আসামীর কি কর্ত্তব্য ছিল এবং কি কি বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ দিতে ত্রুটি করিয়াছে—ইহা অভিযোগপত্রে স্পষ্ট প্রকাশিত থাকা আবশ্যক। ৮ উ. রি, ৩৭।

অনুমতি ও বিচার।—এ সম্বন্ধে ১৭২ ধারার টীকা দেখ।

১৭৭ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন কার্য্যকারকের নিকটে কোন কথার সংবাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি সেই বিষয়ের জানত মিথ্যা কিম্বা যাহা মিথ্যা জানিবার কারণ পাইয়াছে এমন সংবাদ সত্য বলিয়া দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। আইনমতে তাহার যে সংবাদ দিতে হয়, তাহা যদি কোন অপরাধ করণের বিষয়ের হয়, কিম্বা যদি কোন অপরাধ নিবারণ নিমিত্ত বা অপরাধীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সেই সংবাদের প্রয়োজন হয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।—যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে, অর্থাৎ ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ এবং ৪৬০ ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারামতে দণ্ডনীয় হয়, বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে সেই কার্য্য করা হইলে ১৭৬ ধারায় ও এই ধারায় "অপরাধ" শব্দে তাহাও বুঝাইবে এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন কার্য্য করিয়া অপরাধী হইয়াছে বলিয়া উক্ত হয় "অপরাধী" শব্দে সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে। (১৮৯৪ সাঃ, ৩ আঃ, ৫ ধারা দেখ)।

উদাহরণ।

(ক) কোন ভূম্যাধিকারী জানে আপন মহলের মধ্যে কোন লোক হত্যা হইয়াছে; কিন্তু সে জ্ঞানপূর্ব্বক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া কহে যে সেই লোক সর্পাঘাতে অকস্মাৎ মরিয়াছে। সেই ভূম্যাধিকারী এই ধারার অপরাধের দোষী হয়।

(খ) কোন গ্রামের নিকটে যদু নামে এক ধনাঢ্য মহাজন বাস করে। তাহার বাটিতে

ডাকাইতি ধরিবার জন্য বহু উদাসীন লোকের একদল সেই গ্রাম দিয়া যায়। গ্রামের চৌকিদার তাহা জানিয়াও বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার ৫ প্রকরণমতে (এই আইনটি ১৮৬২ সালের ১৭ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে) ঐ কথার সংবাদ বিহিতকালে ও অগৌণে নিকটস্থ পুলিষের থানার আমলাকে দেওয়া সেই চৌকিদারের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু চৌকিদার জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ দিয়া ডাকাইতেরা যে দিক দিয়া গিয়াছিল তাহার অন্য দিক দেখাইয়া কহে যে অতি দূরবর্ত্তী অমুক গ্রামে ডাকাইতি করিবার জন্য একদল দুশ্চরিত্র লোক আমার গ্রাম দিয়া গেল। এই স্থলে ঐ চৌকিদার এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধারা ও এ ধারার ব্যাখ্যা দেখ।

আইনমতে বাধ্য—১৭৬ ধারার টীকা দেখ। ১৮৬১ সালের ৫ আইনানুসারে পুলিস কোন দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা জানিতে পারিলে উপরিতন কর্ম্মচারীকে তদ্বিষয়ে সংবাদ দিতে বাধ্য আছেন। এবং দৈনিক পুস্তকে উহা লেখা তাঁহার কর্ত্তব্য। সুতরাং সে উক্ত সংবাদ দিতে ত্রুটি করিলে, ১৭৭ ধারার অপরাধে অপরাধী হইতে পারে। ২১ উ. রি., ৩০। কিন্তু মনে কর, ক পুলিষ-বিভাগে কর্ম্ম পাইবার জন্য কোন উপরিতন পুলিস কর্ম্মচারীকে নিজের বসতি সম্বন্ধে মিথ্যা সম্বাদ দেয়। তাহার ধারণা যে সে প্রকৃতপক্ষে যে দেশে বসতি করে সেই দেশের নাম শুনিলে উক্ত কর্ম্মচারী তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। অত্র অবস্থায় ক এ ধারা বা ১৮২ বা ৪১৬ ধারার অপরাধ করিল, এরূপ বলা যাইবে না। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৯৭। ফৌ. কা. বিধি আইনানুসারে যদি কোন ব্যক্তি পুলিষের নিকট স্বাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া কোন মিথ্যা এজাহার করে, তাহা হইলে সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী নহে। ১২ উ. রি., ২৩। প্রকাশ থাকে যে ঐ ব্যক্তির উপর ১৮১ ধারাও বর্ত্তিবে না; কারণ পুলিষের হলপ দিবার অধিকার নাই। গোপাল নামে এক ব্যক্তি একখানি ষ্ট্যাম্প ক্রয় করণার্থ আনন্দকে চারি আনা পয়সা দিল। আনন্দ ষ্ট্যাম্প খরিদ করিতে গেলে ভেণ্ডর (vendor) তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল "আমার নাম গোপাল," নিজের নাম বলিল না। ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩৮ ধারা দেখিলে প্রতীত হয় যে এইরূপ নাম গোপন করায় আনন্দ এই ধারামত অপরাধ করিল। প্রতারণা করা অপরাধ তৎকর্ত্তৃক কৃত হইল না। ৩ বো. রি., ৪২। নিমক মহলের একজন কর্ম্মচারী আপন ডায়রিতে মিথ্যা করিয়া লেখে যে সে অমুক দিন অমুক স্থানে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম অনুসারে ঐ ডায়রি তাহার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হয়। এরূপ অবস্থায় মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে যদিচ ঐরূপ ডায়রি প্রেরণ করিবার কোন আইন নাই, তথাপি সে এই ধারামত দণ্ডনীয় হইবে। ৬ মা. রি., ৪৮; ৪ ই. ল. রি., মা., ১৪৪। এই মতটি ভ্রম মূলক; কারণ ধারায় "আইনমত বদ্ধ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৪ ই. ল. রি., মা., ৪৮৪। আরও ১৬ উ. রি., ৩৫; ২১ উ. রি., ৩০ দেখ। কিন্তু মনে কর একজন পুলিষ কর্ম্মচারীর (officer) উপর থানার ভার রহিয়াছে। এমন সময় কোন লোক আসিয়া তাঁহাকে একটি অপরাধ ঘটিত সম্বাদ দেয়; তিনি তাহা থানার দৈনিক বহিতে (diary) না লিখিয়া আর একটি সম্পূর্ণ অলিক সম্বাদ লিখিয়া রাখিলেন। এ স্থলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন যে ঐ কর্ম্মচারী এই ধারামত দায়ী হইবে; কারণ ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৫৪ প্রভৃতি ধারানুসারে ঐ কর্ম্মচারী যে কোন অপরাধের সম্বাদ পাইবে তাহা লিখিতে সে বাধ্য। ২০ ই. ল. রি., এলা., ১৫১।

এই ধারার শেষভাগে যে "কোন অপরাধ করণের" উল্লেখ আছে, উহাতে সাধারণতঃ অপরাধকরণ বুঝাইতেছে না, কোন একটি বিশেষ অপরাধ করণ লক্ষিত হইয়াছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ১৫ ই. ল. রি., কলি., ৩৮৬।

অভিযোগ—নালিষের দরখাস্তে মিথ্যা সম্বাদটি কি তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে, আদালত দরখাস্তের উপর কার্য্য করিতে বাধ্য নহে। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৭৮৫।

অনুমতি ও বিচার—এ সম্বন্ধে ১৭২ ধারার টীকা দেখ।

১৭৮ ধারা।—রাজকীয় যে কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে সত্য কথা কহিতে শপথ (oath) বা প্রতীজ্ঞা (affirmation) করিবার আজ্ঞা করণে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে সেই প্রকারে শপথ বা প্রতীজ্ঞা করিতে আজ্ঞা করেন, তখন সেই ব্যক্তি সেরূপে শপথ বা প্রতীজ্ঞা করিতে স্বীকার না করিলে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

কোন্ কোন্ রাজকীয় কার্য্যকারক শপথ করাইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে ১৮৭৩ সালের ১০ আ. ৪ ধারা দেখ।

অনুমতি ও বিচার—এ সম্বন্ধে ১৭২ ধারা দেখ।

১৭৯ ধারা।—যদি কোন লোক কোন বিষয়ের সত্য কথা রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নিকটে কহিতে আইনমতে বদ্ধ থাকে, ও সেই রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার আইনমতে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া সেই ব্যক্তিকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যদি সেই ব্যক্তি উত্তর দিতে স্বীকার না করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—প্রমাণ বিষয়ক আইনের (১৮৭২ সালের, ১ আঃ) ১৬৫ ধারানুসারে আদালত বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধীয় কোন অবস্থা প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীকে অসংলগ্ন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ও সাক্ষীও ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। কিন্তু উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ না হইয়া, সাক্ষীকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার মানসে ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, সাক্ষী উত্তর দিতে বাধ্য নহে; সুতরাং উত্তর না দিলে, সে এ ধারামত দণ্ডার্হ নহে। ১০ ই. ল. রি., বো., ১৮৫। বলা বাহুল্য যে উক্ত ১৬৫ ধারামতে আদালতের যে সকল প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সাক্ষী বাধ্য নহে। একটি মোকদ্দমায় ফরিয়াদীকে সাক্ষী বলিয়া এই ধারার অর্থের ভিতর আনায়ন করা যায় না সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ১৩ ই. ল. রি., বো., ৬০০। ফৌ. কা. বি. আইনের ১৬১ ধারামতে পুলিষ তদন্তকালে সাক্ষীর এজাহার লইতে পারেন। কিন্তু সাক্ষী সত্য উত্তর দিতে বা ধারার লিখিত প্রশ্ন বিশেষের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে বাধ্য নহে; সুতরাং সে এ ধারার ভিতর পড়িতেছে না। ২৩ ঐ., মা., ৫৪৪।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮০ ধারা।—কোন বিবরণপত্রে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিতে যে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে ক্ষমতাপন্ন আছেন, তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিতে আজ্ঞা করিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনার করা ঐ বিবরণ পত্রে দস্তখৎ করিতে স্বীকার না করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—রাজকীয় কার্য্যকারকের বিবরণ পত্রে স্বাক্ষর করিবার আদেশ দিবার আইনমতে ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। কোন রাজস্ব-তদন্তের সময় কোন ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। কিন্তু তদন্তকারী কর্ম্মচারী ঐ জবানবন্দি স্বাক্ষরিত করিবার আজ্ঞা দিতে সক্ষম না থাকায় সাক্ষী দস্তখত না করিলে সে এই ধারামত দণ্ডার্হ হইতে পারে না। মা. রি., ১৮৭০ খৃঃ। সেইরূপ, জবাব গ্রহণান্তে আসামীকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে বলায় সে তাহা করিল না। তজ্জন্য সে এই ধারামত দণ্ডার্হ নহে। ৪ ই. ল. রি., বো., ১৫। তবে ১৮৭১ সালের ৪ আঃ ২০ ধারামতে করণার (coroner) সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণান্তে সাক্ষীকে দস্তখত করিতে বলিলে, সাক্ষী তাহা না করিলে এ ধারামতে দণ্ড হইবে এরূপ বিধান আছে। আরও শমন পাইয়া রসিদে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে, এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না; কারণ ঐ রসিদ আসামীর কৃত বিবরণ এরূপ বলা যায় না। ২০ ই. ল. রি., কলি., ৩৫৮।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮১ ধারা।—কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির আইনমতের শপথ বা প্রতীজ্ঞা করাইবার ক্ষমতা থাকে তাহার নিকটে কোন বিষয়ের সত্য কথা কহিতে শপথক্রমে বা প্রতীজ্ঞাক্রমে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি সেই রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা উক্ত প্রকারের অন্য ব্যক্তিকে সেই বিষয়ের মিথ্যা (কথা) কহে, কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে কি বোধ (বিশ্বাস) করে, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে এমত কথা কহে,তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—শপথক্রমে আইনমতে বদ্ধ হইয়া মিথ্যা কথা কহিলেই এই ধারা খাটিবে। সুতরাং যখন আইনমতে পুলিষের বা কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের হলপ দিবার-অধিকার না থাকে, তখন কোন ব্যক্তি পুলিষের বা উক্ত কার্য্যকারকের নিকট মিথ্যা কথা বলিলে তাহার উপর এ ধারা খাটিবে না। ১৭৭ ধারার টীকা; ৫ ই. ল. রি., এলা., ১৭; ৬ ঐ., মা., ২৫৩ দেখ।

১৯১ ও ১৮১ ধারার মধ্যে প্রভেদ—উপরে যাহা বলা হইল তদ্ব্যতীত ১৯১ ধারা এবং ১৮১ ধারা উভয়ের মধ্যে বিশেষ অন্তর আছে। মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্য চলিবার সময়, অর্থাৎ জুডিসিয়াল প্রোসিডিংএ যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে সে ১৯৩ ধারার অপরাধ করিল; অন্যত্র, অর্থাৎ মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্য চলিবার সময় নহে,—মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সে ১৮১ ধারামতে অপরাধী হইবে। ৭ উ. রি., ১০৪; ৮ উ. রি., ২৭; ১১ উ. রি., ২৪। বোম্বাই হাইকোর্টও এইরূপ প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ৮ বো. রি., ২১। কিন্তু মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে যদি কোন মোকদ্দমায় কোন সাক্ষী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট

মিথ্যা এজাহার দেয়, তাহা হইলে সে ১৮১ এবং ১৯৩ উভয় ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। ৪ মা. রি., ৫৮। ১৯৩ ধারার শেষ অংশটি পাঠ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে ১৮১ ধারার লিখিত অপরাধগুলি ১৯৩ ধারার শেষাংশের অন্তর্গত। লিগাল প্রাক্‌টীসনার আইন অনুসারে কোন একটি তদন্তের সময়, আদালত একজন উকিলের এজাহার গ্রহণ করেন। এরূপ হলপান এজাহার লইবার ক্ষমতা আদালতের না থাকায় ঐ এজাহারের কোন অংশ মিথ্যা থাকিলেও উক্ত উকিলকে এই ধারা বা ১৯৩ ধারামত অপরাধী করা যাইতে পারে না। ৬ ই. ল. রি., মা., ২৫৩। এতদ্ব্যতিরেকে ১৮১ ও ১৯১ ধারার মধ্যে আরও ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। যে বিষয় সম্বন্ধে সত্য কথা কহিতে শপথ ক্রমে বদ্ধ, "সেই বিষয় সম্পর্কে" কোন মিথ্যা কথা বলিলে ১৮১ ধারা বর্ত্তিবে। ১৯১ ধারায় এ প্রকার কোন নিয়ম নাই। আরও ১৯৩ ধারার "জ্ঞানপূর্ব্বক" শব্দটি এ ধারায় প্রদত্ত হয় নাই, স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহার সহিত ১৯১-৯৩ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮২ ধারা। যে কেহ কোন সংবাদ মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভব জানিয়া তাহা কোন্ রাজকীয় কার্য্যকারককে দেয় যে সে সেই সংবাদ দিয়া সেই সরকারী কার্য্যকারককে—

(ক) এমন কিছু করাইবে বা করিতে ত্রুটি করাইবে যে সকল ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় তাহার যথার্থ অবস্থা তাঁহার জানা থাকিলে যাহা তাঁহার করা উচিত নয় বা করিতে ত্রুটি করা উচিত নয়, কিম্বা

(খ) কোন ব্যক্তির অনিষ্ট করণার্থ বা বিরক্তি উৎপাদনার্থ তাঁহার আইন-সঙ্গত ক্ষমতা ব্যবহার করাইবে—

তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ খ নামক একজন পুলিষ কর্ম্মচারী কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করিয়াছে বা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে একথা মিথ্যা জানিয়া এবং এই সংবাদ পাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট খ'কে ছাড়াইয়া দিবেন ইহা সম্ভব জানিয়া ক ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই সংবাদ দেয়। ক এই ধারার বর্ণিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) কোন গুপ্ত স্থানে খ'র নিষিদ্ধ লবণ আছে এই সংবাদ মিথ্যা জানিয়া এবং এই সংবাদ দিবার ফল এই হইবে যে খ'র বাড়ী তল্লাস করা হইবে এবং তাহাতে খ'র বিরক্তি উৎপাদিত হইবে ইহা সম্ভব জানিয়া ক কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে এই মিথ্যা সংবাদ দেয় যে কোন গুপ্ত স্থানে খ'র নিষিদ্ধ লবণ আছে। ক এই ধারার বর্ণিত অপরাধ করিয়াছে।

(গ) ক মিথ্যা করিয়া একজন পুলিষের লোককে সংবাদ দেয় যে কোন একটি গ্রামের নিকটে তাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে ও তাহার দ্রব্যাদি অপহরণ করা হইয়াছে। তাহার আক্রমণকারীদিগের মধ্যে একজন বলিয়া সে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে না, কিন্তু সে ইহা সম্ভব বলিয়া জানে যে এই সংবাদ দিবার দরুণ পুলিষ সেই গ্রামে তদন্ত ও তল্লাস করিবে এবং তাহাতে গ্রামবাসীদিগের কিম্বা তাহাদের কাহারও কাহারও বিরক্তি উৎ-

পাদিত হইবে। ক এই ধারানুসারে অপরাধ করিয়াছে। (১৮৯৫ সাঃ ; ৩ আঃ, ১ ধারা)।

অর্থ—এই ধারাটি দুই ভাগে বিভক্ত। ১মঃ—ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক সত্য বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলে যেরূপ কর্ম্ম করা কি করিতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত হইত, তিনি এমত কর্ম্ম করেন কি এমন কর্ম্মে ক্ষান্ত হন—এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা সম্বাদ দেওয়া। ২য়ঃ—রাজকীয় কোন কার্য্যকারক আপন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তির হানি করেন কি ক্লেশ জন্মান এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা সংবাদ দেওয়া। প্রথম ভাগে কোন ব্যক্তির হানি করেন কি ক্লেশ জন্মান এরূপ অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক নাই। আর যে রাজকীয় কার্য্যকারককে মিথ্যা সম্বাদ দেওয়া হইবে, সেই সম্বাদের উপর তাঁহার কার্য্য করিবার আইনসিদ্ধ ক্ষমতা না থাকিলেও সম্বাদ-দাতা এ ধারামত দায়ী হইবে। নিম্নে যে ৪ ই. ল. রি., মা., ২৪২ ও ২৮ ঐ., ঐ., ৫৬৫ নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ। মনে কর, ক খ সাজিয়া গিয়া পরীক্ষা দিয়া খ'র নামে একখানি সারটিফিকেট পাইল। পরে খ ঐ সারটিফিকেট দিয়া কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কোন একটি কর্ম্ম পাইবার জন্য দরখাস্ত করে। যে রাজকীয় কার্য্যকারকের ঐ কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করিবার অধিকার তিনি মিথ্যা সারটিফিকেটের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে খ'কে কখনই নিযুক্ত করিবেন না। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করাইবার উদ্দেশে খ ঐ মিথ্যা সারটিফিকেট দাখিল করায়, খ কর্ত্তৃক এই ধারার প্রথম ভাগের অপরাধ কৃত হইল। ১৩ ই. ল. রি., বো., ৫০৬। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৯৭ নজিরটি ইহার বিপরীত, কিন্তু কেন ১৮২ ধারা বর্ত্তিবে না তাহা বুঝা যায় না।

আরও বলা আবশ্যক যে যে রাজকীয় কার্য্যকারককে সংবাদ দেওয়া হইবে তিনি এ সংবাদের উপর কোন হুকুম দিতে বা কার্য্য করিতে অক্ষম হইলেও যদি উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট বিচারার্থ ঐ সংবাদ পাঠাইবার তাঁহার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সংবাদদাতা মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকিলে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে। ৪ ই. ল. রি., মা., ২৪২। ইহার সহিত ২৮ ঐ., ঐ., ৫৬৫ নজিরটি দেখা আবশ্যক। এই মোকদ্দমায় ক একজন Village Magistrateএর নিকট একটি সম্বাদ দেয়। ঐ মাজিষ্ট্রেট পুলিষের নিকট ঐ সম্বাদটি পাঠাইয়া দেন ও পুলিষ পরদিন ক'কে আনাইয়া ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৬৭ ধারামত উহার সম্বাদটি লিপিবদ্ধ করে। ঐ সম্বাদ মিথ্যা থাকায়, ক ১৮২ ধারামত দণ্ডার্হ।

"ঐ কার্য্যকারকের যেরূপ কর্ম্মকরা কি করিতে ক্ষান্ত হওয়া অনুচিত হইত, তিনি এমত কর্ম্ম করেন কি এমত কর্ম্মে ক্ষান্ত হন এই অভিপ্রায়ে"—অর্থাৎ ঐ কার্য্যকারক এমত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি না, অথবা এমত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন কি না তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। কার্য্যকারকের কোন কর্ম্ম করা বা না করার উপর কিছুই নির্ভর করিতেছে না। উহার দ্বারা "এমত কর্ম্ম" করাইবার বা উহাকে "এমত কর্ম্মে ক্ষান্ত" রাখিবার "উদ্দেশে" আসামী মিথ্যা সম্বাদ দিলেই সে দায়ী হইবে। কার্য্যকারক ঐ সম্বাদের উপর কার্য্য করিল কি না তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। ১৩ ই. ল. রি., এলা., ৩৫১। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন যে "এমত কর্ম্মে কার্য্যকারক এ বৃত্ত বা ক্ষান্ত না হইলে" এ ধারা খাটিবে না। মনে কর, ক থানায় গিয়া জানাইল যে সে যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তখন একজন লোক আসিয়া তাহার শাল কাড়িয়া লইয়াছে। এ সম্বাদটি মিথ্যা হইলেও যখন ক কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে নালিশ করিল না, তখন ক এ ধারামতে অপরাধী হইতে পারে না। ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৩১৪। কিন্তু ধারার লিখিত (গ) উদাহরণে এই নজিরটি রদ ও এলাহাবাদের নজিরটি বলবৎ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু যদি এমন হয় যে রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বাদটি সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করুণ বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করুণ, তদ্ধেতু তাঁহার উচিত কার্য্যের কোন বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভব নাই, তাহা হইলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। মনে কর, আমার ১০টি ঘোড়া আছে। আমি ৫টি ঘোড়ার জন্য মিউনিসিপালিটীতে লাইসেন্স পাইবার দরখাস্ত করিলাম। এই দরখাস্তে ১০টির স্থানে মিথ্যা করিয়া ৫টি লিখিয়া থাকিলেই, আমি এ ধারামত দায়ী নহি; কারণ, মিউনিসিপাল আইন অনুসারে উহারা ৫টিরই লাইসেন্স দিতে বাধ্য। ১০টি লিখিত হয় নাই বলিয়া ৫টির লাইসেন্স বন্ধ রাখিতে পারেন না। ২২ ই. ল. রি., কলি., ১৩১।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদি আসামী হইয়া কোন ব্যক্তি আপনি অব্যাহতি পাইবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের বা আপীল আদালতের সমক্ষে মিথ্যা কথা বলে, বা মিথ্যা এফিডেভিট করে, তাহা হইলে সে এ ধারা বা ১৮১ ধারা অনুসারে দায়ী হইবে না। ১২ ই. ল. রি., মা., ৪৫২। সেসনে পাঠাইবার পূর্ব্বে কোন নরহত্যার মোকদ্দমার তদন্তকালে আসামীরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট জবাব দেয় যে "পুলিষের উৎসাহে আমাদিগের নামে এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করা হইয়াছে" এবং এই জবাব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা ফরিয়াদীর সাক্ষীদিগকে জেরা করিল। এরূপ জবাব দেওয়ায় তাহাদের কর্ত্তৃক ১৮২ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। ২ উ. প. রি., ১২৮। কারণ, ফৌ. কা. আ. ৩৪২ ধারামতে আসামী মিথ্যা জবাব দিলে সে দণ্ডনীয় নহে।

১৮২ এবং ২১১ ধারার মধ্যে ব্যবধান—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কি তাহা নিশ্চয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে ২১১ ধারামতে অপরাধী হইবে; ১৮২ ধারার বিধান তাহার উপর খাটিবে না। মনে কর, ক খ'কে খুন করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তি এক মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিল। মাজিষ্ট্রেট ১৮২ ধারামতে তাহার দণ্ড করিলেন। হাইকোর্ট ঐ দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া বলিলেন যে আসামীর ২১১ ধারামতে বিচার হওয়া উচিত, এবং পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। ৮ উ. রি., ৬৭; ৭ কলি. রি., ৩৮। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮২ ধারামতে বিচার করায় কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য কৃত হয় নাই। কোন ব্যক্তি পুলিষের নিকট এবং মাজিষ্ট্রেটের নিকট এক ব্যক্তির নামে এই বলিয়া মিথ্যা নালিশ করিল যে সে ৪৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছে। অর্থাৎ এই মিথ্যা নালিশটি ২১১ ধারার শেষাংশভুক্ত এবং কেবল সেসন আদালতে ইহার বিচার হইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বিচার করিয়া ১৮২ ধারামতে দণ্ডাজ্ঞা দেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলিলেন মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অবৈধ হয় নাই। কিন্তু যদি অবস্থা বুঝিয়া এরূপ স্থির হয় যে আসামীর উপর গুরুতর দণ্ড প্রদান করা আবশ্যক, তাহা হইলে হাইকোর্ট ১৮২ ধারার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া সেসন আদালতে ২১১ ধারামত বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিবার হুকুম দিতে পারেন। ৭ মা. রি., ৭। কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন, ২১১ ধারার অপরাধ ১৮২ ধারার ভিতর পড়িতেছে, কিন্তু ১৮২ ধারার সমস্ত মোকদ্দমা ২১১ ধারার মধ্যে আইসে না। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে ২১১ ধারার আসামীকে ১৮২ ধারামত বিচারাধীন করিতে পারেন। তবে গুরুতর অপরাধ সম্বন্ধে ২১১ ধারামত অভিযোগ করাই শ্রেয়ঃ। ৫ ই. ল. রি., কলি., ১৮৪। বোম্বাই হাইকোর্ট এই ধারার অর্থ ভিন্ন প্রকারে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা জানিয়া পুলিষে এই মর্ম্মে এক খানি দরখাস্ত করে যে অমুক ব্যক্তি

অমুক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছে এবং তৎসম্বন্ধে পুলিসকে তদারক হয়, তাহা হইলে সে ২১১ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে না। ১৮২ ধারামতে তাহার বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু যদি সে ঐরূপ অনিশ্চিতভাবে সংবাদ না দিয়া বিশেষ করিয়া কাহারও নামে এই বলিয়া মিথ্যা নালিশ করে যে সে অমুক অপরাধ করিয়াছে এবং এই মিথ্যা নালিশ যদি সেই ব্যক্তির অপকার করিবার জন্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে ফরিয়াদী ২১১ ধারামত অপরাধী হইবে, ১৮২ ধারামত নহে। ৭ ই. ল. রি., বো., ১৮৪।

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এ ধারা মিথ্যা সংবাদ দিলেই খাটিবে; কেহ যদি আপন মত বা বিশ্বাসটি কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে জানায় এবং সেই মত বা বিশ্বাস যদি ভ্রমমূলক হয়, তাহা হইলে সে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ৪ ই. ল. রি., এলা, ৪৯৮। ইহার সহিত ২৬ ঐ., মা, ৬৫৬ দেখ।

এই দুই ধারা ও ৪৯৯ ধারার মধ্যে ব্যবধান কি তৎসম্বন্ধে ৪৯৯ ধারার টীকা দেখ।

অনুমতি—১৭২ ধারা দেখ। জমাদারের নিকট মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে একটি অভিযোগ হয়। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস যে কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, সেই কর্ম্মচারী ঐ বিষয়ের বিচার হইবার নিমিত্ত উক্ত অভিযোগ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেন। এতদ্দ্বারা এই ধারার মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যে অনুমতি আবশ্যক, তাহা প্রদত্ত হইল বুঝিতে হইবে। ১৯ উ. রি., ৩৫।

অভিযোগ—কেহ কেহ মনে করেন যে কেবল রাজকীয় কার্য্যকারকই এই ধারার অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন। ৫ ই. ল. রি., এলা., ৩৬। কিন্তু এ মতটি ভুল। অপরেও আইনানুসারে অনুমতি গ্রহণ করিয়া এ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করিতে সক্ষম। ৮ ই. ল. রি., এলা., ৩৮২।

১৮৩ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কোন সম্পত্তি লইতে হইলে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাকে রাজকীয় কার্য্যকারক জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধা দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কৃত ধারার লিখিত কার্য্যে বাধা দিলে এ ধারা খাটিবে। কিন্তু যদি আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কার্য্যটি না করা হয়, তাহা হইলে রাজকীয় কার্য্যকারককে বাধা দিলে, আসামী এ ধারামত দোষী হইবে কি না তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যথা, ক ও তাহার কন্যা খ ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করে। তাহাদের অন্নও পৃথক। ক'র নামে গ ডিক্রি করিয়া ডিক্রিজারীর পিয়াদা লইয়া গিয়া পিয়াদাকে বলিল যে খ'র গৃহে ক'র কতক সম্পত্তি আছে। খ পিয়াদাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। সাক্ষী দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে খ'র গৃহে যে সকল সম্পত্তি ছিল তাহার কিছুই ক'র নহে। এরূপ স্থলে খ'কে ১৮৩ বা ১৮৬ ধারার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া দোষী করা যাইতে পারে না। ৭ বো. রি., ৮৩। কিন্তু ৭ বো. রি., ৫০ নজিরটি ইহার বিপরীত। এই মোকদ্দমায় বিনা ওয়ারেণ্টে পুলিস আসামীর গৃহে প্রবেশ করায় আসামী পুলিসকে বাধা দেয়। জজেরা বলেন যে

৯৯ ধারার নিয়মানুসারে আসামীর আত্মরক্ষার অধিকার না থাকায় তৎকর্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল। মেন সাহেব শেষোক্ত মতটির স্বাপক্ষ। ৯৯, ১৮৬ ও ২২৪ ধারার টীকা দেখ। ক খ'র অশ্ব আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া খ ক'র নামে এক নালিশ করিলে মাজিষ্ট্রেট পুলিষের উপর এক পরওয়ানা দেন যে অশ্ব সহিত ক'কে ধৃত করা হউক। পুলিষ উপস্থিত হইলে ক তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ভূমিশায়ী করিল এবং তাহাকে অশ্বটি লইতে দিল না। এতদ্দ্বারা ক ১৮৩ ও ৩৫৩ ধারামতে অপরাধ করিল। ১৪ উ. রি., ১৯।

যে আইনসিদ্ধ ক্ষমতার বলে সম্পত্তি লইবার চেষ্টা করা হয়, বাধা দিবার সময় সেই ক্ষমতা বলবতী থাকা প্রমাণ করা আবশ্যক। মনে কর, একখানি ওয়ারেণ্ট জারী করিয়া ৩রা আগষ্টের মধ্যে আদালতে ফেরত দিতে হইবে। পিয়াদা ৪ঠা আগষ্টে ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করিতে গেল। তখন সে ওয়ারেণ্ট বলবৎ নহে। সুতরাং যদি ঐ ৪ঠা তারিখে উক্ত ওয়ারেণ্টের বলে সম্পত্তি লইবার সময় তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে সে এই ধারা-মত দণ্ডিত হইবে না। ১০ ই. ল. রি., কলি., ১৮। অথবা যদি বিচারকালে ওয়ারেণ্টখানি উপস্থিত করা না হয়, বা ঐ ওয়ারেণ্ট নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিলে তাহাতে কি লিখিত ছিল তৎসম্বন্ধে বাচনিক প্রমাণ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে প্রতিবন্ধকদাতা এ ধারামত দায়ী হইবে না। ২৬ ই. ল. রি., কলি., ৬৩০। সেইরূপ যদি ফৌ. কা. বি. আইনের ২৬ ও ২৭ ধারানুসারে ঘোষণাপত্র বা ক্ষমতাপত্র প্রস্তুত না করিয়া চৌকিদার একবারে কোন প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করিতে যায় ও তাহাতে যদি বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না বুঝিতে হইবে। ২৫ ই. ল. রি., কলি., ২৭৪ দেখ। ইহার সহিত ১৮৬ ধারায় যে ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৮৯৬ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। যদি ওয়ারেণ্ট কোন তারিখের মধ্যে জারি করিতে হইবে ইহা লিখিত না থাকে, তাহা হইলে ঐ ওয়ারেণ্ট অসিদ্ধ বুঝিতে হইবে। ৩১ ই. ল. রি., কলি., ৪২৭। অথবা ওয়ারেণ্টে আসামীর নাম, ধাম প্রভৃতি ঠিক লিখিত না হইয়া থাকিলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৮ ঐ., কলি., ৪০০। ২৯ ঐ., ঐ., ২৪৪। ১৮৬ ধারার টীকাও দেখ।

যদি কেহ বলে "সম্পত্তি আমার, উহা ক্রোক করিতে পারিবে না"—কিন্তু এতদ্ব্যতীত অপর কোন প্রকার আপত্তি বা পিয়াদার উপর অত্যাচার, অর্থাৎ মারপিঠ বা গালিগালাজ না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই ধারার অপরাধে অপরাধী নহে। ১৫ ই. ল. রি., বো., ৫৬৪।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮৪ ধারা।—কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত করিলে, ঐ বিক্রয়ে যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক বাধা দেয়, তবে সেই ব্যক্তির এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কয়েদ হইবে, কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে" কথাগুলির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা না থাকে, অথবা যদি আইনানুসারে বিক্রয় করা মুলতবি রাখিবার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও একদিন মুলতবি রাখিয়া অপর দিনে বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে ঐ বিক্রয়ে বাধা দিলে এ ধারার অপরাধ হইল। ২৭ ই. ল. রি., এলা, ৪৮০।

অভিযোগ পত্র—এ সম্বন্ধে ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২২৩ ধারার ৪র্থ উদাহরণ দেখ।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮৫ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যখন সম্পত্তি বিক্রয় হয়, তখন যদি কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করিতে আপনাকে আইনমতে অক্ষম জানিয়া আপনি তাহা ক্রয় করে, কি তাহার (আপনার) নিমিত্ত নিলাম ডাকে, কিম্বা অন্য লোককে তদ্রূপ অক্ষম জানিয়া তাহার নিমিত্ত তাহা ক্রয় করে, কি নিলাম ডাকে, কিম্বা ডাকিয়া আপনার প্রতি দায় ঘটনা করে, কিন্তু উক্ত ডাক সফল করিবার (দায় হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার) মানস করে না (তাহার ইচ্ছা না থাকে), তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"সম্পত্তি," অর্থাৎ যে কোন সম্পত্তি, স্থাবর বা অস্থাবর। ৩ উ. রি., ৩৩।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮৬ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারক যে সময়ে আপন পদের কর্ম্ম করিতেছে, এমত সময়ে যদি কেহ তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয়, তবে সে ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"বাধা" শব্দের অর্থ লইয়া সর্ব্বদাই গোল হইয়া থাকে। মনে কর, ক'র গৃহে প্রবেশ করিতে খ'র অধিকার আছে। খ তথায় গিয়া দেখিল ক'র গৃহ খোলা রহিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক রহিয়াছে। তাহারা খ'কে বলিল ক বাটীতে নাই; সে দোকানে আছে; তাহার অনুমতি না লইয়া ক'র গৃহে খ'র প্রবেশ করা উচিত নহে। খ ক'র দোকানে গেল, গিয়া দেখিল ক দোকানের তহবিল মিলাইতেছে। খ ক'কে বলিল—"আমার সঙ্গে এস, তোমার বাটী জরিপ করিতে হইবে।" ক প্রত্যুত্তর করিল—"আমার বাটী জরিপ করাইবার ইচ্ছা নাই, আমি যাইব না; যখন অবসর হইবে, তখন আমি জরিপ করাইব।" এ অবস্থায় ক'কে এই ধারার অপরাধে দোষী বলা যাইতে পারে না। ৫ বো. রি., ৫১।

"ইচ্ছাপূর্ব্বক" শব্দটি মনে রাখিতে হইবে। এতদ্বারা বাধা দিবার জন্য কোন প্রকার বল প্রকাশের কার্য্যকরণ বুঝাইতেছে ও "আমি যাইব না," বা ঘরের ভিতর দ্বারবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকা—এরূপ কার্য্য এ ধারার অন্তর্গত নহে। ১৫ ই. ল. রি., মা., ২২১। একজন জমাদার কোন আসামীকে ধৃত করিয়া আনিতেছে, বা আনিয়া আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছে সে ব্যক্তি পলায়ন করিলে তজ্জন্য তাহার এই ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না। ২ বো. রি., ১৩৪। ইহার সহিত ২২ ই. ল. রি., কলি, ৭৫৯ দেখ। কোন সরকারি কর্ম্মচারী এক খানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিতে যায়। গাড়োয়ান ভাড়া খাটিতে অস্বীকার করিল। তন্নিমিত্ত তাহাকে এই ধারামতে দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। ৯ বো. রি., ১৬৫। আরও মনে কর এক জন সরকারি টিকাদার, ছেলেদের টিকা দিবার জন্য কোন

গ্রামে আসিয়াছে। ক সকলকে বলিল ছেলেদের টিকা দিলে তাহারা পাগল হইবে এবং এই কথা রটাইলে লোকে ছেলেদের টিকা দিবার জন্য টিকাদারের নিকট আর আসিল না। এই স্থলে ক এ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে না। ১৫ ই. ল. রি., মা., ৯২।

আপন-পদের কর্ম্ম করিতেছে এমন সময়—এই কথাগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন পুলিষ ইনস্পেক্টর এক চুরি মোকদ্দমার তদারক করিবার নিমিত্ত এক জন জমাদারকে পাঠান। তদন্ত করিবার সময় জমাদার অপহৃত দ্রব্য (চোরাই মাল) অমুক ব্যক্তির ঘরে আছে বিশ্বাস করিয়া সেই ব্যক্তির ঘরে অনুসন্ধান করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু তাহার নিকট ঘর-তল্লাস করিবার কোন ওয়ারেণ্ট নাই বলিয়া গৃহস্বামী তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। জজ মেলভিল বলেন, জমাদারের কার্য্যটি আইনসিদ্ধ নহে বলিয়া ঐ ব্যক্তি এই ধারার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না, কারণ, ৯৯ ধারার বিধান অনুসারে জমাদার যখন সরলভাবে কার্য্য করিতেছিল, তখন আত্মরক্ষার নাম করিয়া তাহার কার্য্য কেহই নিবারণ করিতে পারে না। সুতরাং জমাদারকে গৃহে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় উক্ত ব্যক্তি ১৮৬ ধারামতে অপরাধ করিয়াছে। ৭ বো রি, ৫০। কিন্তু ১৮৩ ধারার টীকায় ৭ বো. রি., ৮৩ যে নজির-টি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই নজিরটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে যদি কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আপন ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম্ম করেন এবং তাহাতে যদি কোন ব্যক্তি বাধা দেয়, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির রাজকীয় কার্য্যকারককে স্বপদোচিত কার্য্যে বাধা দেওয়ার অপরাধ কৃত হইবে না। এই নজিরটি যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত ২২ ই. ল. রি., কলি., ২৮৬ দেখ। অর্থাৎ আইন-সিদ্ধ কার্য্যে বা অধিকারসঙ্গত কার্য্যে বাধা দিলেই এই ধারা বর্ত্তিবে। ৯৯ ধারার বলে এরূপ স্থলে উক্ত ব্যক্তি ৩৫১ ধারামতে অপরাধী হইতে পারে। কিন্তু ১৮৩, ১৮৬ বা ৩৫৩ ধারার লিখিত গুরুতর অপরাধে তাহাকে দণ্ডিত করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। একটি মোকদ্দমায় তর্ক উঠে যে ক্রোকী পরওয়ানার পৃষ্ঠে নাজির কোন পিয়াদার নাম লিখিয়া দিলে এতদ্বারা পিয়াদা ক্রোক করিবার জন্য আইনানুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল কি না? হাইকোর্ট বলেন—"হাঁ; এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত পিয়াদাকে বাধা দিলে এ ধারা বর্ত্তিবে।" ২২ ই. ল. রি., কলি., ৫৯৬, ৭৫৯। ইহার সহিত আর একটি নজির পাঠ করা আবশ্যক। এক খানি ওয়ারেণ্ট লইয়া একজন পুলিষ কর্ম্মচারী ক'কে গ্রেপ্তার করিতে যায়। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৭৫ ধারামতে ওয়ারেণ্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম দস্তখত নাই, কেবল মাত্র তাঁহার সাঙ্কেতিক সহি (initial) আছে। আপত্তিকারীর সময় ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম ফৌ. কা. বি. আইনের ৮০ ধারামতে আসামীকে পড়িয়া শুনান বা অবগত করান হয় নাই। অথবা ওয়ারেণ্ট খানি মোকদ্দমার সময় উপস্থিত করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় পুলিষ বা রাজকীয় কার্য্যকারককে আপন পদের কর্ম্ম করিতেছিল এরূপ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং আসামী এ ধারামত দণ্ডী নহে। ২৩ ই ল. রি., কলি., ৮৯৬; ২৬ ঐ., ঐ, ৬৩০, ৭৪৮। যদি ক্রোকী পরওয়ানা আইনমত লিখিত না হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের যে ফরম প্রদত্ত হইয়াছে সেই ফরমানুসারে প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রোকে বাধা দিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ২৪৪। কোন রাজকীয় কার্য্যকারক সম্পত্তি ক্রোক করিতে গেলে ক্রোকী পরওয়ানা তাহার সঙ্গে থাকা আবশ্যক। যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যে বাধা দিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ৫ ই. ল. রি., এলা., ১১৮; ২৮ ঐ., ঐ., ২৫৮। কোন চৌকিদার চৌকিদারী আইনের ২৬। ২৭ ধারার লিখিত হুকুম না লইয়া চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য

সম্পত্তি ক্রোক করিতে গেলে, তাহাকে বাধা দিলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ২৫ ই, ল বি, করি, ২৭৪। ৯৯ ধারায় প্রথম অর্থের কথার টীকায় যে নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ও ১৮৩ ও ২২৪ ধারার টীকা ইহার সহিত পাঠ করা আবশ্যক।

অভিযোগ—ক একজন রাজকীয় কার্য্যকারক। তিনি যখন আপন পদের কর্ম্ম করিতেছেন তখন খ তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দিল। অভিযোগপত্রে খ ক'লে কি প্রকারে স্বপদোচিত কর্ম্ম করিবার সময় বাধা দিয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮৭ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ কালে তাঁহার সাহায্য করা কি সাহায্য করিয়া দেওয়া যে ব্যক্তির আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য সেই ব্যক্তি, যদি জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) সেইরূপ সাহায্য না করে, কি সাহায্য না করাইয়া দেয়, তবে সে একমাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তা'র দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে; এবং আইনমতে যিনি সাহায্য পাইবার অনুজ্ঞা করিতে পারেন এমন কোন রাজকীয় কার্য্যকারক, যদি কোন আদালতের আইনমতে দেওয়া কোন পরওয়ানা জারী করিবার, কিম্বা কোন অপরাধ নিবারণ করিবার, কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্য, কিম্বা যাহার নামে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, কি যে জন অপরাধে দোষী আছে, কি আইনমতের কয়েদ হইতে যে পলাইয়াছে এমন কোন লোককে ধরিবার জন্য কোন ব্যক্তির তদ্রূপ সাহায্য পাইবার অনুজ্ঞা করে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ সাহায্য (intentionally) না করিলে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ টীকা দেখ। সাহায্য করিতে 'আইনমতে আবদ্ধ" ও "জ্ঞানপূর্ব্বক" সাহায্য না করা এই দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারার বিধান এই যে, যে গ্রামে বা নগরে থানা বা ফাঁড়ী আছে, সেই গ্রামের বা নগরের জমিদারের পাইকের পুলিসকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কোন ডাকাইতি বা জ্ঞানকৃতবধ, বা সিঁদ, বা অপর কোন গুরুতর অপরাধ কৃত হইলে গ্রামস্থ চৌকিদার অপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত করিবার জন্য গ্রামবাসীগণের সাহায্য গ্রহণার্থ গ্রামের মণ্ডলদিগের উপর এরূপ আদেশ করিতে পারে যে তাহারা গ্রামবাসীদিগকে ডাকিয়া একত্র করিয়া দেয়, এবং অপরাধী ব্যক্তি যে যে গ্রামের মধ্যে দিয়া পলাইবে সেই সেই গ্রামের লোকদের কর্ত্তব্য যে, যদি গ্রামের চৌকিদার বা অপর কোন পুলিস তাহাদের সাহায্য চাহে, তাহা হইলে তাহারা অপরাধীকে ধৃতকরণ এবং অপহৃত সম্পত্তি প্রাপ্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু সাহায্য করিতে পারে, তাহা করিবে। কিন্তু ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট একটি জমিদারের উপর চৌকিদার নিযুক্ত করিবার জন্য পরওয়ানা জারী করিলে যদি ঐ জমিদার চৌকিদার বাহাল না করেন, তাহা হইলে তিনি এই ধারা বা ১৮৮ ধারামতে দণ্ড যোগ্য হইবেন না। ৭ বলি, বি, ৫৭৬। কৌ পা সিবি আইনের ৪৩ ধারায় এইরূপ লিখিত আছে যে

শান্তিভঙ্গ নিবারণ, হাঙ্গামা বা দাঙ্গা যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে ধৃতকরণ সম্বন্ধে পুলিষ বা মাজিষ্ট্রেটকে সাহায্য দান করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য। পরিশিষ্ট দেখ। কিন্তু উক্ত ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট চুরি মোকদ্দমায় জমিদার প্রভৃতির উপর এরূপ হুকুম দিতে পারেন না যে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত চৌর্য্যাপরাধের সন্ধান করিয়া দিবে। সুতরাং ঐরূপ হুকুমানুসারে কার্য্য না করিলে এ ধারা বা ১৮৮ ধারা বর্ত্তিবে না। ৩ ই. ল. রি, এলা., ২০১। সেইরূপ ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৭৮ ধারায় ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সাহায্য করিতে আবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহারাই কেবল ঐরূপ সাহায্য জ্ঞানপূর্ব্বক না করিলে ১৮৭ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে, নচেৎ নহে। ২২ ঐ., বো, ৭৬৯। আরও পুলিষতদন্তকালে কোন ব্যক্তি তদন্তকারী পুলিষের প্রশ্নের উত্তর না দিলে, সে এ ধারামতে দাষী হইবে না। ২৩ ঐ, মা., ৫৪৪।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ১৮৮ ধারার টীকা দেখ।

অনুমতি ও বিচার—১৭২ ধারা দেখ।

১৮৮ ধারা—রাজকীয় কার্য্যকারক যদি কোন হুকুম করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া তদ্রূপ হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন, কিম্বা আপনার অধিকৃত কি তত্ত্বাধীন কোন সম্পত্তির বিশেষমতে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দেন, সেই ব্যক্তি ইহা জানিয়াও যদি ঐ হুকুম অমান্য করে, তবে সেই হুকুম অমান্য করাতে যদি আইনসিদ্ধমতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির (to any persons lawfully employed) বাধা কি ক্লেশ কি হানি হয়, কি হইবার সম্ভাবনা হয়, (tends to cause), কিম্বা বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইবার আশঙ্কা জন্মে কি জন্মিবার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের অনধিক পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে। আর যদি সেই হুকুম অমান্য করাতে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের (safety) ব্যাঘাত হয়, কি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হয়, কি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা। অপকার করিতে অপরাধীর অভিপ্রায় না থাকিলেও, কিম্বা সেই হুকুম অমান্য করিলে অপকার হইবার সম্ভাবনা এমন বিবেচনা না করিলেও যে আজ্ঞা অমান্য করিয়াছে সেই আজ্ঞা যদি সে জানে এবং সেই আজ্ঞা অমান্য করাতে যদি অপকার হয় কি হইবার সম্ভাবনা হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট।

উদাহরণ।

কোন পার্ব্বণ সময়ে লোকেরা কোন বিশেষ রাস্তা দিয়া যাইবে না, এমত হুকুম দিতে যে কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা থাকে তিনি সেই হুকুম করিয়াছেন; আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার ঐ হুকুম অমান্য করে ও তাহাতে হাঙ্গামা হইবার আশঙ্কা হয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছেন।

অর্থ (১) এ ধারায় তিনটি বিষয় দেখিতে হইবে। ১ম.—হুকুমটি জারী করিতে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে ক্ষমতাপন্ন; ২য়.—জানিয়া শুনিয়া ঐ হুকুম অমান্য করা; এবং ৩য়.—হুকুম অমান্য করাতে ধারার লিখিত ফল ঘটা কি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকা। এই তিনটি উপাদানের একটির অনাটন হইলেই এ ধারার লিখিত অপরাধ সম্পন্ন হইবে না। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৭৯৩; ৩১ ঐ., ঐ., ৯৯০। একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন, কোন রাজকীয় কার্য্যকারক সাধারণের উপকারার্থ কোন আইনসিদ্ধ হুকুম প্রচার করিয়া থাকিলে, যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া সেই হুকুমের অবজ্ঞা করে, তাহারই উপর এই ধারা খাটিবে। কিন্তু ক ও খ উভয়ের মধ্যে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমায় মুন্সেফ আদালত হইতে খ'র উপর একখানি নিষেধ-আজ্ঞা (injunction) জারী করা হইল। ক সেই হুকুম মানিল না; এস্থলে ক কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল না। ৬ ই. ল. রি., কলি., ৪৪৫। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারার হুকুম কেবল পক্ষগণের উপর কার্য্যকর, কি এতদ্বারা সমস্ত সাধারণ লোকেই বাধ্য, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ৭ কলি. রি., ২৪২। ঐ ধারা এবং ঐ কার্য্যবিধি আইনের ১৪৮ ধারার শেষাংশ দেখিয়া মনে হয় যে ঐ হুকুম দেওয়ানী আদালতের নিষেধ আজ্ঞার স্বরূপ। কিন্তু অপর একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারার হুকুম অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই ধারামত দণ্ডার্হ হইবে; এমন কি সে উক্ত ১৪৫ ধারার মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত না থাকিলেও, সে দায়ী হইবে। ১৩ ই. ল. রি., কলি., ১৭৭।

(২) নিম্নে "প্রমাণ" শীর্ষক টীকায় যে ১২ ই. ল. রি., মা., ৪৭৫ ও ১৩ ঐ., এলা., ৫৭৭ নজির দেওয়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রতীত হইবে যে এ ধারার মোকদ্দমায় মূল হুকুমটি দেওয়া অবস্থানুসারে উচিত হইয়াছে কি না দেখিবার আবশ্যক নাই। ঐরূপ হুকুম দিতে রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে ক্ষমতাপন্ন থাকিলেই যথেষ্ট।

বিশেষ কথা—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৩৩, ১৪৩, ১৪৪ ধারা এই ধারার সহিত পাঠ করিলে ইহার অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৩৩ ধারার বিধানানুসারে মাজিষ্ট্রেট এরূপ হুকুম দিতে পারেন না, যে ক খ'র গৃহের পার্শ্বে কোন বাদ্য বাজাইতে পারিবে না, এবং খও ক'র গৃহের পার্শ্বে ঐরূপ করিতে পারিবে না; কিন্তু এরূপ হুকুম তিনি দিতে পারেন যে উহারা পরস্পরকে বিরক্ত করিবার জন্য কোন বাদ্য বাজাইতে পারিবে না। ৬ উ. রি., ৪০। ইহার সহিত ২ ই. ল. রি., মা., ১৪০ দেখ। ক ও খ এই দুই জমিদারের দুইটি স্বতন্ত্র হাট আছে। মাজিষ্ট্রেট ক'র প্রতি হুকুম দেন যে সে অমুক অমুক দিন হাট বসাইতে পারিবে না। খ'র প্রতিও ঐরূপ হুকুম দেন। এরূপ আদেশের কারণ এই যে উভয় হাট এক দিনে বসিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা। মাজিষ্ট্রেটের এরূপ হুকুম দিবার ক্ষমতা আছে। ১৮ উ. রি., ২২। ৪ কলি. বি., ৩০৯, ৪১০। কিন্তু এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট কোন জমিদারকে প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিতে নিষেধ করিতে পারেন না। ৮ কলি. রি., ২৩১। কোন দেব-মন্দিরে অনেক যাত্রীর ভিড় হয়, এমন কি ঠেলাঠেলিতে লোকের সর্দ্দিগর্ম্মি বা অপর কোন পীড়া বা অনিষ্ট ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এ অবস্থায় মন্দিরের পুরোহিত-গণের উপর মাজিষ্ট্রেট এরূপ হুকুম দিতে পারেন যে তাহারা মন্দিরের দ্বার অধিকতর প্রশস্ত ও উচ্চ করিয়া দেয়। ৬ বো. রি., ৩৬; ৩ ই. ল. রি., মা., ৩৫৪। একটি পুষ্করিণী ৬ বৎসর কাল বর্ত্তমান আছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে উচ্চ পাড় আছে। নিকটে নদী আছে। বর্ষা-কালে ঐ পাড় দ্বারা নদীর জল যাতায়াতের ব্যাঘাত হয়। তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যের হানি

হইতে পারে। তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট সরাসরিমতে বিচার করিয়া ১৩৩ ধারামতে হুকুম দেন যে পাড়টি উঠাইয়া দেওয়া যায়। এ হুকুম অবৈধ; কারণ ঐ পাড় ৬ বৎসর কাল পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ১০ উ. রি., ৩৬। বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট গাছ কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিতে পারেন না; কারণ, ১৩৩ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট এরূপ হুকুম দিতে পারেন না যে হুকুমের কার্য্য একবার করা হইলে পর হুকুম আপীলে পরিবর্ত্তিত হইলেও তদ্দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। গাছগুলি একবার কাটা হইলে সর্ব্ববিষয়ের শেষ হইয়া গেল। পরে হুকুম পরিবর্ত্তিত হইলে উক্ত পরিবর্ত্তন দ্বারা কোন উপকার দর্শিবে না; কারণ, কাটা গাছ আর জীবিত হইতে পারে না। ১৩ উ. রি., ৭২; ৫ ই. ল. রি., কলি., ৭। অমুক বাব্ আদায় করিতে পারিবে না, এতন্মর্ম্মে কোন ব্যক্তির নিকট মুছলেখা লইবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের নাই। ১৪ উ. রি., ৩। দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি রাস্তা লইয়া বিবাদ আছে। একজন রাস্তাটি বন্ধ করিল। রাস্তা বন্ধ হওয়ায় সাধারণের কোন ক্ষতি হইল না এবং এমন কোন বিশেষ কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না যে মাজিষ্ট্রেট সরাসরি বিচার করিয়া রাস্তা খুলিয়া দেন। হাইকোর্ট বলেন, এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ১৩৩ ধারামতে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। ১৯ উ. রি., ৫। অথবা দুই পক্ষের মধ্যে কোন পথ লইয়া সরলভাবে বিবাদ থাকিলে তাহাতে মাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৯। কিন্তু দেওয়ানী আদালতে ঐ পথ সাধারণের স্থির হইয়া থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তৎসম্বন্ধে ১৩৩ ধারার হুকুম দিতে পারেন। ১১ ই. ল. রি., কলি., ২৭১। ১৪৪ ধারার বিধানমতে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের ইহা দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য যে ১৪৩ ধারামতে বিচার করিতে গেলে যে কালবিলম্ব হইবে তদ্দ্বারা অধিকতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রকাশ পায় যে অধিকতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা হইলে ১৪৪ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দেন, তাহা অবৈধ হইবে। ২১ উ. রি., ২৬। ১৩৩ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট সাধারণের উপর এরূপ হুকুম প্রচার করিতে পারেন যে কেহই বাণ ফুড়িতে বা পৃষ্ঠে কাঁটা বিন্ধিয়া চড়ক গাছে ঝুলিতে পারিবে না। ১৮ উ. রি., ৩০। অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ১৪৪ ধারার ব্যবস্থা খাটিবে না। মনেকর, কতকগুলি টাকা এক জনের নিকট আছে। তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়া শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলেও, ঐ টাকা সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট ১৩৩ বা ১৪৪ ধারামতে কোন হুকুম দিতে পারিবেন না। ১২ উ. রি., ৩৮। অথবা ১৪৩ ধারামতে বহুকাল প্রচলিত মড়া পোড়াইবার স্থানে মড়া পোড়াইতে পারিবে না, অপর স্থানে পোড়াইতে হইবে এরূপ হুকুম মাজিষ্ট্রেট দিলে তাহা অবৈধ হইবে। ১৯ ই. ল. রি., মা., ৪৬৪। ইহার সহিত ২৬৮ ধারার টীকার "বিশেষ কথা" দেখ। বলা বাহুল্য যে মিউনিসিপাল বা স্বায়ত্ত-শাসন আইনানুসারে কমিসনরগণ নিজে কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে লোকের উপর সেই কার্য্য করিবার জন্য নোটিশ দিয়া থাকেন, ঐ নোটিশ এই ধারার "হুকুম" শব্দের ভিতর পড়ে নাই। সুতরাং ঐ নোটিশ অমান্য করিলে এ ধারার অপরাধ হইবে না। ২০ ই. ল. রি., মা., ১।

প্রমাণ—এই ধারামতে কোন আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণিত করিতে হইবে:—(১) যে হুকুমের অমান্য করা হইয়াছে, তাহা আইনসিদ্ধ হুকুম। অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সে হুকুম দিবার অধিকার আছে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ হুকুম দিতে পারেন যে বিরোধীয় সম্পত্তি, অর্থাৎ যে সম্পত্তি উভয় পক্ষই নিজের বলিয়া দাবি করিতেছে, তাহা যে পক্ষের দখলে রহিয়াছে তাহারই দখলে

থাকুক; অপর পক্ষ দেওয়ানী আদালতে গিয়া তাহার স্বত্ব প্রমাণিত করুক। কিন্তু মনে কর, এরূপ হুকুম না দিয়া যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার হুকুম দেন, অথবা এক পক্ষকে খাজানা আদায় করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলে এরূপ হুকুম তাঁহার দিবার অধিকার বা ক্ষমতা না থাকায়, কোন পক্ষ ঐ হুকুমের অবজ্ঞা করিলে, সে এই ধারার উদ্দিষ্ট অপরাধে অপরাধী হইবে না। ৫ বো. লি., ২১; ৮ কলি. বি., ২৩১। আরও মনেকর, একটি চুরি মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব একজন জমিদারের উপর এরূপ হুকুম জারী করেন যে সে ১৫ দিবসের মধ্যে চোরের অনুসন্ধান করিয়া দিবে। এরূপ হুকুম দিবার কোন আইনমত বিধান না থাকায়, এই হুকুম অমান্য করিলে আসামী এ ধারা বা ১৮৭ ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৩ ই. ল. রি., এলা., ২০১। আর একটি উদাহরণ :— মাজিষ্ট্রেট হুকুম দেন যে অমুক রাস্তায় রাত্রি ৯ টার পর কেহ যাইতে পারিবেন না। এ হুকুমটি ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রদত্ত হইল না, সাধারণের উপর দেওয়া হইল। কিন্তু এরূপ হুকুম দিবার কোন আইনসিদ্ধ বিধি না থাকায়, ইহা অমান্য করিলে অমান্যকারীর উপর এ ধারা বর্ত্তিবে না। ১২ কলি. রি., ২৩২। অপর একটি উদাহরণ ২২ ই. ল. রি., বো., ৭৬৯এ আছে। ১৭ উ. রি., ৫৭ পৃষ্ঠায় একটি নজির আছে যাহাতে হাইকোর্ট বলেন যে ১৩৩ ধারার হুকুম লিখিত হুকুম হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে ঐ হুকুম অমান্য করায় কোন ব্যক্তিকে এই ধারার অপরাধে দোষী করা যাইতে পারে না। (২) ঐ আইনসঙ্গত হুকুম রীতিমত জারী হইয়াছিল। যে ব্যক্তির উপর হুকুম হইয়াছিল, তৎকর্ত্তৃক ঐ হুকুম অমান্য করা হইলেই সেই কেবল এই ধারামত দায়ী হইবে। তাহার চাকর যদি ঐ হুকুমের বিষয় কিছু না জানিয়া আপন মুনিবের আদেশ অনুসারে কোন কার্য্য করে, ও তদ্দ্বারা যদি হুকুমের অমান্য করা হয়, তাহা হইলে ঐ চাকরকে এই ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারিবে না। ৭ কলি. রি., ২৯২। একটি মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ১৪৪ ধারামতে হুকুম দেন যে হাটের মালিক বা তাঁহার ম্যানেজর অমুক অমুক দিন অমুক স্থলে হাট বসাইতে পারিবে না। এই হুকুম জারী হইবার পর ক একজন বিক্রেতা নিষিদ্ধ দিনে ঐ হাটে গিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ সাজাইয়া রাখে। ক উক্ত হুকুমের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে না পড়ায়, হাইকোর্ট তাহাকে এ ধারামতে দায়ী করেন নাই। ১৬ ই. ল. রি. কলি., ৯। ইহার সহিত ১৪ ঐ., বো., ১৬৫ দেখা আবশ্যক। (৩) প্রকৃতপক্ষে ঐ হুকুমের অমান্য করা হইয়াছে। (৪) কেবল অমান্য করিলেই হইবে না, ইহাও প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হইবে যে তদ্দ্বারা "বাধা বা ক্লেশ বা হানি হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিম্বা হইবার আশঙ্কা জন্মে।" ৪ উ. নো., ২২৬; ২ উ. রি., ৩২; ৩১ ই. ল. রি., কলি., ৯৯০; ৩২ ঐ., ঐ., ৭৯৩। মনে কর, ফৌ. কার্য্য-বিধি আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট কোন সম্পত্তিতে ক'কে দখল প্রদান করিলেন; অপর পক্ষ খ'কে দখল দিলেন না; অনন্তর খ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া দখলের ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া আদালতের নাজিরের সাহায্যে সম্পত্তি দখল করিল। এতদ্দ্বারা খ'র মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করা হইল না; সুতরাং এই ধারামতে সে দণ্ডার্হ হইতেছে না। ১৫ উ. রি., ৫৩; ৫ আগ্রা রি., ১০৮। কিন্তু মনেকর, ক'র উপর প্রথমে ১৩৩ ধারামত এক হুকুম জারী হইল। ক তৎসম্বন্ধে কোন আপত্য না করায় ঐ হুকুম ১৩৬ ধারামত স্থির থাকিল, এবং ঐ ১৩৬ ধারামত হুকুমটি ক'র উপর জারী হইলেও ক তদনুসারে কার্য্য করিল না। ক'র উপর ১৮৮ ধারামত অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। এস্থলে হাইকোর্ট বলেন, "যে সম্পত্তি সম্বন্ধে ঐ ১৩৬ ধারার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ক'র নহে, অপর ব্যক্তির হইতেছে, সুতরাং ক ১৮৮ ধারার অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না —এরূপ জবাব দিলেও সে অব্যাহতি পাইবে

না।" ১২ ই. ল. রি., মা., ৪৭৮। আর একটি মোকদ্দমায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট এতদপেক্ষা অধিক দূর গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মনেকর ক'র উপর ১৩৩ ধারামত এক হুকুম জারী হইল। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ক হাজির হইয়া ঐ হুকুম সম্বন্ধে কোন কারণ দর্শাইল না বা হুকুম তামিল করিল না। এরূপ অবস্থায় যদিও ১৩৩ ধারার হুকুমটি মকস্মল (absolute) না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ক ১৮৮ ধারামত দায়ী হইবেক। পরে যদি উক্ত হুকুম মকস্মল করা হয় (made absolute) এবং ইহার পর যদি ক ঐ মকস্মল-কৃত হুকুম তামিল না করে, তাহা হইলে সে পুনঃবার এই ধারামত দায়ী হইবে। যদি একবার ঐ ১৩৩ ধারার হুকুম মকস্মল করা হয়, তাহা হইলে ঐ হুকুম ঠিক কি না—তাহা ১৮৮ ধারার মোকদ্দমায় দেখা যাইতে পারে না। ১৩ ই. ল. রি., এলা., ৫৭৭। কিন্তু যদি ঐ ১৩৩ ধারার হুকুমটি দিবার মাজিষ্ট্রেটের আদৌ অধিকার বা ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে ঐ হুকুম তামিল না করিলে তৎসম্বন্ধে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২০ ই. ল. রি., এলা., ৫০১।

অনুমতি ও অভিযোগ—১৭২ ধারা দেখ। যে হুকুমের অমান্য করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা দাখিল করিতে হইবে। উহা নথির অংশ বলিয়া গণ্য। অনেক স্থলে ইহা দাখিল না হওয়ায় আপীল আদালতে আসামী খালাস পাইয়াছে। ১৮ উ. রি., ৩০। ইহার সহিত ২৬ ই. ল. রি., কলি., ৬৩০ দেখ।

১৮৯ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি রাজকীয় কোন কার্য্যকারককে আপনার সরকারী পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন কর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত করাইবার কি বিলম্ব করাইবার অভিপ্রায়ে, তদ্রূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের হানি করিবার, কিম্বা তাহার বিবেচনামতে যে ব্যক্তির ক্ষতিলাভেতে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্পর্ক থাকে, এমত কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় দর্শায়, তবে সেই দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—ইহার সহিত ৫০৩ ধারা পাঠ করিলেই, উভয়ের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা প্রতীত হইবে।

প্রমাণ—যে কথা গুলি বলিয়া আসামী ভয় দেখাইয়াছিল, তাহা আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে। "ভয় দেখাইয়াছিল" এরূপ বলিলে চলিবে না। ভয় প্রদর্শণসূচক কথাগুলি সাক্ষীর মুখ দিয়া বাহির করাইতে হইবে। ৮ ই. ল. রি., এলা., ১৮৩।

১৯০ ধারা।—কোন লোকের কিছু হানি হইবার সম্ভাবনা হইলে তাহাকে আশ্রয় দিবার কি দেওয়াইবার যে রাজকীয় কার্য্যকারকের আইনমতে ক্ষমতা থাকে, এমত কোন কার্য্যকারকের নিকটে সেই ব্যক্তি আইনমতে আশ্রয় প্রার্থনা না করে কি প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হয় এই অভিপ্রায়ে, যদি কেহ সেই ব্যক্তির (উপর) হানি করিবার ভয় প্রদর্শন করে, তবে সেই ব্যক্তি (যে ব্যক্তি ভয় প্রদর্শন করিবে) এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ইহার সহিত ৫০৩ ধারা দেখ।

একাদশ অধ্যায়।

মিথ্যা প্রমাণ ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

১৯১ ধারা।—যে কেহ শপথপূর্ব্বক, কিম্বা আইনের বিশেষ কোন বিধিক্রমে সত্য কথা কহিতে আইনমতে বদ্ধ (বাধ্য) হইয়া, কিম্বা কোন বিষয়ের বিবরণ করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, কোন মিথ্যা কথা (statement) কহে, কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে, কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করে, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে এমন কথা যে কহে, সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

১ অর্থের কথা।—কোন বৃত্তান্ত বাচনিক কি অন্য প্রকারে করা গেলেও তাহা এই ধারার "কথা" (শব্দের) অর্থের মধ্যে গণনীয়।

২ অর্থের কথা। কোন ব্যক্তি আপন বিশ্বাসের বিষয়ে যে মিথ্যা উক্তি করে তাহা এই ধারার অর্থের মধ্যে গণনীয়। কোন ব্যক্তি কোন কথা না জানিয়াও যদি বলে যে সে জানে, তবে সে যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দোষী হয়, তদনুরূপ কোন কথা বিশ্বাস না করিয়া যদি বলে যে বিশ্বাস করে, তবে সেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দোষী হয়।

উদাহরণ।

(ক) যদুরস্থানে বলরামের এক হাজার টাকা যথার্থ পাওনা আছে। আনন্দ সেই দাওয়ার পোনকতায় বিচারের সময়ে শপথ করিয়া মিথ্যা করে যে সে যদুকে বলরামের দাওয়া ন্যায্য এই কথা কহিতে স্বয়ং শুনিয়াছে। আনন্দের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

(খ) আনন্দ সত্য কথা কহিতে শপথপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া কোন পত্রে কাহারও স্বাক্ষর (দস্তখত) দেখিয়া কহে যে সে ঐ স্বাক্ষর যদুর হস্তলিখিত এমত বিশ্বাস করে। কিন্তু বাস্তবিক সে সেই স্বাক্ষর যদুর হস্তলিখিত বলিয়া বিশ্বাস করে না। এই স্থলে আনন্দ যাহা মিথ্যা জানিত, তাহা সত্যরূপে কহিয়াছে। অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(গ) যদুর হাতের লেখা সাধারণমতে যে প্রকারের হয় তাহা জানিয়া আনন্দ কোন স্বাক্ষর দেখিয়া বলে যে এই স্বাক্ষর যদুর হস্তলিখিত অক্ষর—আমার এমন বিশ্বাস হয়, আর আনন্দ সরলভাবে তাহা বিশ্বাসও করে। এই স্থলে আনন্দ যে কথা কহে তাহা যে বল আপন বিশ্বাসের কথা, আর সেই বিশ্বাস পর্য্যন্ত সেই কথা সত্য, অতএব যদিও সেই স্বাক্ষর যদুর হাতের লেখা না হয়, তথাপি আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই।

(ঘ) আনন্দ সত্য কথা কহিতে শপথপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া কহে যে যদু অমুক দিনে অমুক স্থানে ছিল এই বিষয় আমি জানি। বাস্তবিক সেই বিষয়ের কিছুই জানে না। ইহাতে যদু সেই স্থানে যদি ছিল কি নাও ছিল (থাকিলে বা না থাকিলেও), তথাপি আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(চ) আনন্দ দোভাষী কি তরজমানবীস হইয়া, কোন বৃত্তান্তের কি দলিলের প্রকৃত অর্থ করিতে, কি তাহার প্রকৃতভাবে তরজমা করিতে শপথপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া, তাহার প্রকৃত অর্থ কি তরজমা যাহা নহে ও যাহা প্রকৃত অর্থ কি তরজমা বলিয়া বিশ্বাস না করে, ঐ দলিলের কি বৃত্তান্তের এমত অর্থ কি তরজমা প্রকৃত বলিয়া দেয়, কি প্রকৃত বলিয়া তাহার নিদর্শন দেয় (certifies); এমত স্থলে আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

অর্থ—(১) শপথপূর্ব্বক কি আইনমতে বদ্ধ—অনেকের ধারণা আছে যে যদি কোন ব্যক্তি শপথ না করিয়া মিথ্যা কথা কহে, তাহা হইলে সে এই ধারার লিখিত অপরাধে দোষী হইল না। অর্থাৎ কেবল শপথপূর্ব্বক মিথ্যা কথা কহিলেই দণ্ড হইবে। এ ধারণাটি ভ্রমমূলক। আইনের বিশেষ কোন বিধিক্রমে সত্য কথা কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া, কিম্বা কোন বিষয়ের সত্য বিবরণ করিতে আইনমতে বদ্ধ হইযা, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মিথ্যা কথা কহে বা মিথ্যা বিবরণ করে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক ১৯১ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। যদি সে শপথ না লইয়া থাকে বা প্রতিজ্ঞা পাঠ না করিয়া থাকে তাহা হইলেও সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে; কারণ, ১৮৭৩ সালের ১০ আইনের (Oaths Act) ১৩ ও ১৪ ধারামতে শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা পাঠ না করিয়া থাকিলেও সে সত্য কথা বলিতে বাধ্য। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ৩৫৫। সেইরূপ, কোন ব্যক্তি দলিল রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কথা কহিল। যদিও তাহাকে কোন শপথ অর্থাৎ হলপ দেওয়া না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে ১৯৩ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। ২ উ. রি., ক্রি. লি., ৯; ৬ উ, রি., ৮১। কোন দেওয়ানী বা রেভিনিউ আদালতে যে বর্ণনাপত্র দাখিল হয় তাহাতে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা সত্যপাঠ লেখে, তাহা হইলে সে ১৯৩ ধারার অপরাধে দোষী হইবে। ৩ উ. রি, ক্রি. লি., ৪, ৬ ই. ল. রি., এলা, ৬২৬। ১৮৫৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে ২৪ ধারায় ইহা স্পষ্ট লিখিত ছিল যে কোন ব্যক্তি মিথ্যা সত্যপাঠ লিখিলে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যে দণ্ড হইত, সেই দণ্ড তাহার হইবে। ১৮৮২ সালের কার্য্যবিধি আইনে এরূপ স্পষ্ট বিধান নাই। স্পষ্ট বিধান করিবার আবশ্যক না থাকাতেই তাহা করা হয় নাই। কিন্তু ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারায় যে বর্ণনাপত্রের উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে সত্যপাঠ লিখিবার বিধান না থাকায় ও যখন ঐ বর্ণনাপত্রে সত্য কথা লিখিবার আইনে কোন আদেশ নাই, তখন মনে হয় যে উহাতে মিথ্যা কথা লিখিলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ১০ উ. রি., ৩১ ও ৭ ই ল. রি., কলি., ১২১ দেখ।

শপথপূর্ব্বক বা অপর কোন প্রকারে সত্য কথা কহিতে "আইনমতে বদ্ধ" হইয়া মিথ্যা কহিলে এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। যদি আসামী ঐরূপ আইনমতে বদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার এই ধারামতে অপরাধ করা হইল না। মনে কর, কোন দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিবার আবশ্যক নাই। যদি কেহ সেই দরখাস্তে মিথ্যা বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া সত্যপাঠ লেখে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ৫ উ. রি., ৫২; ৯ উ. রি, ৫৮; ১০ উ. রি., ৩১। আরও কোন দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান ১৮৪০ সালের ৫ আইনমত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। তজ্জন্য নিম্ন আদালত তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট বলেন, দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ হইয়াছে। ১৮৪০ সালের ৫ আইন দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, হিন্দু ও মুসলমানদিগের নিমিত্ত হইয়াছে। সুতরাং আসামী বাইবেল হস্তে করিয়া শপথ না লওয়ায় সে সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইল না, আর যখন সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ নহে, তখন সে মিথ্যা কথা কহিলে এই ধারামতে অপরাধী বা

দণ্ডিত হইতে পারে না। আসামী নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস হইল। ৪ মা বি., ৯১। উপরে যে ১৯ ই. ল. বি., কলি., ৩৫৫ নজির দেওয়া হইয়াছে তাহা ও (Oaths Act) ১৩ ও ১৪ ধারা দেখিলে, এই সিদ্ধান্তটি ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। যে আদালতে বা যে রাজকীয় কার্য্যকারকের সমক্ষে শপথ গ্রহণ করা হইয়াছে, সে আদালতের বা রাজকীয় কার্য্যকারকের যে বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে সে বিষয় দেখিবার অধিকার আছে কি না বা তাঁহার শপথ দিবার অধিকার আছে কি না? যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিকট শপথপূর্ব্বক মিথ্যা কথা কহিলেও, আসামী দোষী হইবে না। মনে কর, একটি মোকদ্দমার বিচারকালে কোন ব্যক্তি শপথপূর্ব্বক আদালতের সমক্ষে মিথ্যা কথা কহিল। তজ্জন্য সে এই ধারার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হয়। পরে মূল মোকদ্দমার সমুদয় বিচারকার্য্য, অর্থাৎ যে মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, সেই মোকদ্দমার বিচারকার্য্যসমষ্টি নিয়মিত অনুমতির অভাববশতঃ অকর্ম্মণ্য বলিয়া রদ করা হয়। হাইকোর্ট বলেন, যখন ইহা রদ হইল তখন ইহাতে যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারও দণ্ডাজ্ঞা এতদ্দ্বারা রদ হইল। ৮ বো. বি., ৩৭। আরও, একটি মোকদ্দমায় পুলিস তদন্তকালে ক নামক এক ব্যক্তিকে কোন একজন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত করাইয়া ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৬৪ ধারামত তাহার এজাহার দেওয়ান হয়। পরে ঐ মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ করিবার নিমিত্ত তদন্ত আরম্ভ হইলে তদন্তকারী আদালতের সমক্ষে ক সাক্ষী স্বরূপে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রথম এজাহারের সমস্ত কথার বিপরীত জবানবন্দি দেয়। তদন্তকারী আদালতও এক জন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট। ফৌ. কা. বি. আইনের ২০৬ ধারানুসারে তাঁহার ঐরূপ তদন্ত করিবার আইনমতে অধিকার না থাকায়, হাইকোর্ট বলেন যে ক তাহার সমক্ষে মিথ্যা এজাহার দিয়া থাকিলেও সে এ ধারামত দায়ী হইবে না, অথবা ১৯৩ ধারার লিখিত জুডিসিয়াল প্রোসিডিংএ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে একথাও বলা যাইবে না; সুতরাং সে তাহার মিথ্যা এজাহারের নিমিত্ত দণ্ডার্হ নহে। ১১ ই. ল. রি., বো., ৭০২। কিন্তু অপর একটি মোকদ্দমায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট এ মতটি অবলম্বন করেন নাই। ১৬ ই. ল. রি., মা., ৫২১। ইহার সহিত ১৯ ঐ., ঐ., ৩৭৫ ও ২২ ঐ., এলা., ১১৫ দেখ। অর্থাৎ যে তদন্ত আইনানুমোদিত নহে, অথবা যাহাতে সত্য কথা বলিতে কেহ বাধ্য নহে, সেই তদন্তে মিথ্যা কথা কহিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৩ ই. ল. রি., মা., ২২৩; ২৭ ঐ., কলি., ৪৫৫, ও ১৯৩ ধারার "অর্থ" শীর্ষক টীকা দেখ। মনে কর, কোন রেজিষ্ট্রার একটি রেজিষ্ট্রেসন আপিল তদন্ত করিবার জন্য এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে তদন্তকালে ক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আইনানুসারে ঐ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ঐরূপ তদন্ত করিবার অধিকার না থাকায়, ক এ ধারার অপরাধ করিল না। ২০ ই. ল. বি., কলি., ৭১৯; ২৪ ঐ., কলি., ৭৫৫। বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৯৫ ধারামত নিযুক্ত ম্যানেজারকে ষ্টেটের কাগজপত্র দেওয়াইবার জন্য কোন প্রোসিডিং করিবার বিধান না থাকায়, ঐরূপ কোন প্রোসিডিংএ কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, সে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ২০ ঐ., ঐ., ৭২৪। Land acquisition ডেপুটি কলেক্টরের শপথ দিবার ক্ষমতা না থাকায়, তাহার নিকট কোন প্রোসিডিংএ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৭ ঐ., কলি., ৮২০। অপর পক্ষে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১২২ ধারার তদন্ত (২৬ ঐ., এলা., ৩৭১), ১৬৪ ধারাতে সাক্ষ্য গ্রহণ (১৬ ঐ., মা., ৪২১) প্রভৃতি প্রোসিডিং আইনানুমোদিত বিধায় ঐরূপ স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, এ

ধারা বর্ত্তিবে। আর একটি উদাহরণ ঃ—ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে কোন ব্যক্তি এফিডেভিট তজ্‌দিগ করিতে আসিলে তাহাকে হলপ দিবার ক্ষমতা উক্ত মাজিষ্ট্রেটের না থাকায়, ঐ এফিডেভিটের কোন বিবরণ মিথ্যা থাকিলেও তৎসম্বন্ধে ১৯৩ ধারা বর্ত্তিবে না। ১৪ ই. ল. বি., কলি., ৬৫৩। ইহার সহিত ১৮১ ধারার টীকা দেখ। আরও মনে কর, ক কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার উদ্দেশে উপরিতন আদালতের নিকট দরখাস্ত করিল। ঐ দরখাস্তের পোষকে নিজে একটি মিথ্যা এফিডেভিট করিল। এ স্থলে ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৩৪২ ধারার মর্ম্মানুসারে হাইকোর্ট বলেন যে যখন আসামীকে শপথ দিয়া সাক্ষীস্বরূপ তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ যখন সে সত্য বলিতে বাধ্য নহে, তখন মিথ্যা এফিডেভিট করিলেও সে ১৯১ ধারার অপরাধ করিল এরূপ বলা যাইবে না। ১৯ ই. ল. রি., এলা., ২০০। ইহার সহিত ১২ ই. ল. রি., মা., ১৬১ ও ২৭ ঐ., কলি., ৪৫৫ দেখ।

এ স্থলে আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে। কোন অপরাধের তদন্তকালে পুলিষের নিকট কেহ মিথ্যা কথা বলিলে সে এই ধারার লিখিত অপরাধে অপরাধী হইবে কি না? ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৬১ ধারা অনুসারে মোকদ্দমার তদন্তকালে পুলিষ যে সকল ব্যক্তি মোকদ্দমার অবস্থা বা ঘটনার বিষয় জানে তাহাদিগের এজাহার লইলে তাহারা "সত্য কথা" কহিতে বাধ্য ছিল; সুতরাং তাহাদের জবানবন্দি বাচনিক বা লিখিত যে কোন প্রকারে গৃহীত হউক না কেন, তাহারা মিথ্যা কথা বলিলে তাহাদের কর্ত্তৃক এই ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইল। ১০ ই. ল. রি, কলি., ৪০৫; ৮ ই. ল. রি., বো., ২১৬। কিন্তু ১৮৭২ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১১৯ ধারায় পুলিষের নিকট কোন সাক্ষী সত্য কথা কহিতে বাধ্য হইবার বিধান না থাকায় হাইকোর্ট ২০ উ. রি., ৪১ পৃষ্ঠার নজির রহিত করিয়া বলেন যে উক্ত ১১৯ ধারানুসারে পুলিষের জিজ্ঞাসামতে কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সে এই ধারামত অপরাধী হইবে না। ৭ ই. ল. রি., কলি., ১২১। অন্য একটি মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট এই মতটি অবলম্বন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ৮ কলি., রি., ২৩৬। বোম্বে হাইকোর্টও এই মতটি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহেন। ৪ ই. ল. রি., বো., ৪৭৯। তাঁহাদের মতে পুলিষের শপথ দিবার অধিকার আছে এবং পুলিষের নিকট সত্য কথা বলিতে সাক্ষীরা বাধ্য। ইহার সহিত ১১ ঐ., বো., ৬৫৯ নজিরটি দেখ। কিন্তু ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৬১ ধারায় "truly" শব্দটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ১৮৮২ সালের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যেরূপ বিধান ছিল, এখন পুনরায় সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় বলেন যে কেহ পুলিষের নিকট মিথ্যা বলিলে ১৯৩ ধারামত দায়ী হইবে না, অথবা প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে তাহার উপর ১৭৬ বা ১৭৯ বা ১৮৭ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৩ ই. ল. রি., মা., ৫৪৪। যদি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে এ ধারা বর্ত্তে, তাহা হইলে দুইটি অবস্থা প্রমাণ করিতে হইবে। ১ম.—যে ঐ ব্যক্তি পুলিষের প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা কথাটি কহিয়াছে; ২য়.—যে পুলিষ ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৫ অধ্যায়মত তদন্তকালে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে ঐ মিথ্যা এজাহার করিয়াছে। ১৬ ই. ল. রি., কলি., ৩৫১। প্রত্যেক কথাই একটি একটি প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে, ইহা দেখাইবার আবশ্যক নাই। পুলিষ সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি জান? তদুত্তরে মিথ্যা কথা বলিলে, সাক্ষী এই ধারামত দায়ী হইবে। ১৫ ই. ল. রি., এলা., ১১।

(২) বিবরণ—ধারায় "কোন বিষয়ের বিবরণ করিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া" শব্দগুলি

ব্যবহৃত হইয়াছে। দেওয়ানী মোকদ্দমার আর্জি বা বর্ণনাপত্র "বিবরণ" শব্দের ভিতর আসিতেছে। মিউনিসিপাল আইনানুসারে ট্যাক্স ধার্য্য করিবার সময় করদাতৃগণের নিকট হইতে তাহাদিগের সম্পত্তির তালিকা লওয়া হয় ও তাহারা প্রকৃত তালিকা দিতে প্রত্যেকেই আইনমত বাধ্য। ঐরূপ তালিকা "বিবরণ" শব্দের ভিতর পড়িবে। কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আইনমতে এফিডেভিট হইতে পারে। ঐ সকল এফিডেভিট "বিবরণ" শব্দের অন্তর্গত। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫২৬ ও ৫৩৯ ধারা দেখ। ঐ আইনের ৪৭৩ ও ৪৭৪ ধারায় যে সার্টিফিকেটের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা "বিবরণ" বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের আয় ব্যয়ের খতিয়ান (balance-sheet) মিথ্যা বা অপ্রকৃত হইলেও তাহা এই শব্দের অন্তর্গত নহে। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ৮৮। এ সম্বন্ধে ১৯৯ ধারার টীকা দেখ।

২য় অর্থের কথা—ইহার অর্থ (গ) ও (ঘ) উদাহরণ দেখিলেই প্রতীত হইবে। সরলভাবে যদি কেহ কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বাস কি মত (opinion) প্রকাশ করে, তাহা হইলে ঐ বিশ্বাসটি বা মতটি ভ্রমমূলক হইলেও, তৎকর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। আর মনে কর ,এক সময় অবস্থা পরিদর্শন করিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে আমি একটি মত প্রকাশ করিলাম। পরে আমার ঐ মতটি পরিবর্ত্তন হয় ও সরলভাবে পূর্ব্বোক্ত মতের বিপরীত মত প্রকাশ করি। এরূপ স্থলে আমি এ ধারামত দায়ী হইব না। ২৮ ই. ল. রি., বো., ৫৩৩।

বিশেষ কথা (১)—যে মিথ্যা কথাটি কথিত হইবে তাহা মূলবৃত্তান্তঘটিত না হইলেও বা মূল বিচার্য্য বিষয়ের সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকিলেও, আসামী অপরাধী হইবে। ৬ উ. রি., ৮৪; ১৬ উ. রি.,৩৭; ১৯ উ. রি., ৬৯; ২৬ ই. ল. রি., এলা., ৫০৯; ২৮ ঐ., বো., ৪৮৬।

(২)—আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সত্য কি মিথ্যা না জানিয়া কোন ব্যক্তি শপথপূর্ব্বক আদালতে কোন কথা কহিলে, যদি সে কথাটি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক এই ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইবে। ২ উ. রি., ৪৭।

(৩)—এ ধারা ও ৪১৬ ধারা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে :—যথা, রাম উপস্থিত হইয়া আপনাকে শ্যাম বলিয়া পরিচয় দিয়া জবানবন্দি দিল। এতদ্দ্বারা সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করিল, ৪১৬ ধারার অপরাধ করিল না। ১ বো. রি., ৮৯। ১৯১ ও ১৯২ ধারার মধ্যে কি প্রভেদ তৎসম্বন্ধে ১৯২ ধারার টীকা দেখ। ৪৯৯ ও ১৯১ ধারার মধ্যে প্রভেদ ৪৯৯ ধারার ৯ ম. বর্জ্জিত কথার টীকায় দেখান হইয়াছে।

অনুমতি ও বিচার—এ সম্বন্ধে ১৯৩, ২১১ ও ৪৬৫ ধারার টীকা দেখ।

১৯২ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যাপার (circumstance) উপস্থিত করায়, কিম্বা কোন বহিতে কি লিপিতে কোন মিথ্যা কথা লিখিয়া দেয়, কিম্বা মিথ্যা কথা যাহাতে থাকে এমত কোন দলিল প্রস্তুত করে, ও আদালতের কোন মোকদ্দমা প্রভৃতিতে (judicial proceedingএ), কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে কি সালিসের সম্মুখে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্যেতে (proceedingএ) ঐ ঘটনা, কি ঐ বহি প্রভৃতির লিখিত (অবস্থা বা কথা) প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় (করার অভিপ্রায় থাকে), ও সেইরূপে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতির কার্য্যেতে

যে ব্যক্তির প্রমাণ দৃষ্টে বিচার করিতে হইবে তাঁহার নিকটে প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করিলে উক্ত প্রকারের ব্যাপারের কি মিথ্যা কথার কি মিথ্যা বৃত্তান্তের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতির ফলসম্পর্কীয় কোন মূল বিষয়ে তাঁহার ভ্রম জন্মে—ঐ ব্যক্তির যদি এই অভিপ্রায় থাকে, তবে সেই ব্যক্তি "মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে।"

উদাহরণ।

(ক) যদুর বাক্সের মধ্যে কিছু গহনা পাওয়া গেলে সে চোররূপে দোষী হইবে—এই অভিপ্রায়ে আনন্দ যদুর বাক্সের মধ্যে কিছু গহনা রাখে; ইহাতে আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে।

(খ) আনন্দ কোন আদালতে কোন কথার প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইবার জন্য আপন দোকানের খাতায় মিথ্যা কথা লিখে; আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে।

(গ) যদুকে কোন অপরাধের ষড়যন্ত্র করিবার দোষী করাইবার অভিপ্রায়ে, আনন্দ যদুর হস্তাক্ষরের মত অক্ষর করিয়া ঐ অপরাধের ষড়যন্ত্রের সহকারী কোন লোকের নামে পত্র লিখিয়া পুলিষের কার্য্যকারকেরা যে স্থানে সন্ধান লইতে যাইবে এমত স্থান জানিয়া তথায় সেই পত্র রাখে; আনন্দ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে।

অর্থ—মিথ্যা প্রমাণ সৃজন করিবার সময় ধারার লিখিত অভিপ্রায়টি থাকা আবশ্যক। ৭ ই. ল. রি., মা., ২৯০। অর্থাৎ অপর কোন অভিপ্রায়ে কোন ঘটনাদি মিথ্যা প্রস্তুত করিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। দুইজন নিমকমহলের গোয়েন্দার (অর্থাৎ, চোরাই লবণ বিক্রয় হয় কি না ইহারা সেই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া থাকে) নিকট কিঞ্চিৎ চোরাই লবণ পাওয়া যায়। উহারা এই উদ্দেশে নিজের নিকট ঐ লবণ রাখিয়াছিল যে উক্ত প্রকার লবণ রাখার অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বাটীতে ঐ লবণ ফেলিয়া দিয়া তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত করিয়া দিবে। উহারা ১৯২ ধারার অপরাধে দোষী স্থির হইল। ৩ উ. রি., ৫৯। কতকগুলি আল্‌পিন চুরি যায়। ক সেই চোরাই আল্‌পিনগুলি খ'র গৃহে রাখিয়া দেয়। খ'কে জব্দ করিবার উদ্দেশে ক এরূপ কার্য্য করে। এস্থলে ক ১৯৩ এবং ৪১৪ উভয় ধারার অপরাধে অপরাধী। ১ ই. ল. রি., এলা., ৩৭৯। কিন্তু মনে কর ক আপন গৃহে একটি গর্ত্ত করিয়া কতকগুলি মাল সরায়। তাহার উদ্দেশ্য এই যে অপরে ঐ গর্ত্ত দেখিয়া বিবেচনা করিবে যে চোরে উক্তমাল মাল সরাইয়াছে। ক কোন ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্যটি না করায়, তাহাকে এ ধারামতে দায়ী করা যাইতে পারে না। ১০ কলি. রি., ১৮৭। ক একজন ষ্ট্যাম্প বিক্রেতার নিকট আপনাকে খ বলিয়া পরিচয় দিয়া ষ্ট্যাম্পের পৃষ্ঠে খ উহার খরিদ্দার এইরূপ ষ্ট্যাম্পবিক্রেতার দ্বারা লেখাইয়া লয়। পরে খ'র বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমায় ঐ ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিবে বলিয়া ক এইরূপ করে। এস্থলে ক এধারার অপরাধ করিল। ২ ই. ল. রি., এলা, ১০৫; ২৫ ঐ., ঐ., ৭৫। কিন্তু ক'র কার্য্যটি জাল-করণের উদ্যোগ এরূপ বলা যাইবে না।

১৯১ ও ১৯২ ধারার প্রভেদ—(১) ১৯১ ধারার টীকায় বলা হইয়াছে যে মূল বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয় সম্বন্ধে না হইলেও, অর্থাৎ অসংলগ্ন বিষয় সম্বন্ধেও মিথ্যা কথা কথিত হইলেও ১৯১ ধারার অপরাধ হইবে। ১৯২ ধারায় তাহা হইবে না; এস্থলে যে মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত

করা হইবে তাহা মূল বিষয় সম্বন্ধীয় হওয়া আবশ্যক। ৫ বো. রি., ৬৮। কোন ব্যক্তি একটি অপরাধ করিয়া একবারে অনেক দূরস্থ কোন স্থানে চলিয়া গেল। এই জন্য যায় যে সে সেস্থানে ঘটনার দিবস উপস্থিত ছিল ইহা প্রমাণিত হইলে আদালতের মনে এরূপ ধারণা হইতে পারে যে এ ব্যক্তি অপরাধ করে নাই, এত অল্প সময়ের মধ্যে সে কি প্রকারে এত দূরে আসিতে পারে। এরূপ স্থানান্তরিত হওয়ায় সে ব্যক্তি এই ধারার লিখিত অপরাধ করিল। ১৯১ ধারামত নহে। ৬ উ. রি., ৫৫ দেখ। আরও কোন উকিল মুনসেফ আদালতে একখানি ওকালতনামা দাখিল করে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তির দেওয়া ওকালতনামা বলিয়া দাখিল হয়, সে ব্যক্তি ঐ ওকালতনামা দস্তখত করে নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উকিলকে এই ধারামতে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট তাহা রদ করিয়া দেন; তাঁহারা বলেন যে ওকালতনামা প্রমাণের স্বরূপ উপস্থিত করা হয় নাই, তদ্দ্বারা মোকদ্দমার ফল সম্পর্কীয় কোন মূল বিষয়ে মুনসেফের ভ্রম জন্মাইতে পারিত না; সুতরাং ১৯২ ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হয় নাই। ৫ মা. রি., ৩৭৩। ৪৬৩ ও ৪৭১ ধারার টীকায় ৬ ই. ল. রি., কলি., ৪৮২ প্রভৃতি কতকগুলি নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে অনেক সময়ে এ ধারার অপরাধ জালকরণ অপরাধ বলিয়া ভুল হয়। ৪৬৬ ধারার টীকায় ৭ কলি. রি., ৩৫৬ যে নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহাও দেখ। (২) ১৯১ ধারায় "মিথ্যা কথা কহা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯২ ধারায় "কথা কহিবার" আবশ্যক নাই। কোন প্রকার মিথ্যা অবস্থা ঘটাইলেই, মুখে কিছু না বলিয়া খাতায় একটি মিথ্যা কথা লিখিয়া রাখা ইত্যাদি করিলেই, আসামী এ ধারার অপরাধ করিল। ৬ উ. রি., ৫৫ দেখ। (৩) ১৯২ ধারায় "প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায়" (উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই, স্মরণ রাখিতে হইবে) এমন কোন ব্যাপার বা অবস্থা ঘটাইবার কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যদি এমন কোন অবস্থা উপস্থিত করে যাহা "প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা যায়" না, তাহা হইলে আসামী এধারামত দায়ী হইবে না। এলাহাবাদ হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় বলেন, যে অবস্থা বা প্রমাণ আইনানুসারে কোন আদালত প্রভৃতির সমক্ষে গ্রাহ্য নহে, সেইরূপ কোন প্রমাণ মিথ্যা করিয়া প্রস্তুত করিলে আসামী এধারামত দোষী হইবে না। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৪২। এ মোকদ্দমায় জজ ষ্ট্রেট সাহেব আরও অধিক দূর গিয়াছেন। অবস্থা এই—ক একজন পুলিস কর্ম্মচারী। তাহার উপর হুকুম হয় যে সে দুইখানি বহি উপরিতন কোন কর্ম্মচারীর নিকট পাঠায়। সে অসাবধানতাবশতঃ বহি দুইখানি হারাইয়া ফেলে। ইহা লুকাইবার জন্য সে আপন ডায়রিতে ঐ বহি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পাঠান হইয়াছে এই মর্ম্মে মিথ্যা করিয়া লিখিয়া রাখে। পরে ঐ ব্যাপার প্রকাশ পাইলে ক'র উপর এ ধারামত দণ্ডাজ্ঞা হয়। আপিল করিলে হাইকোর্ট ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ নহে বলিয়া ক'কে অব্যাহতি দেন। জজ ষ্ট্রেট বলেন, "ক ডায়রিতে যাহা লিখিয়াছিল ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনানুসারে তাহা প্রথমতঃ আদালতে প্রমাণ-স্বরূপে ব্যবহার হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ নিষেধের বিধান না থাকিলেও, ঐ লেখা ক'র সপক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ, উহা ক'র নিজের কার্য্য, নিজের শঠতার ফল নিজে পাইবার যোগ্য নহে। ১৮৭২ সাঃ ১আঃ, ২১ ধাঃ দেখ। তবে ঐ ডায়রি ক'র বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই সে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্য ঐরূপ লিখিয়া রাখে নাই। সুতরাং তাহাকে ১৯২ ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারে না।" ধারাটি পাঠ করিলে এমন বোধ হয় না যে "নিজের সপক্ষে প্রমাণ-স্বরূপে" ব্যবহার করিবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্ট করিলেই এ ধারা বর্ত্তিবে। ধারায় কেবল

"প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার" জন্য বলা হইয়াছে। সপক্ষেও হইতে পারে, বিরুদ্ধেও হইতে পারে। এ নজিরটি আইন-সঙ্গত হউক বা না হউক, ইহা নিশ্চয় বলা যাইবে যে যে প্রমাণ আদালতে গ্রাহ্য নহে তাহা প্রস্তুত করিলে তৎপ্রতি ১৯২ ধারা বর্ত্তিবে না। সুতরাং পুলিষের এপ্পিসিয়াল ডায়রিতে (special diaries) কোন কথা মিথ্যা করিয়া লিখিলে, এধারার অপরাধ কৃত হইল না; কারণ, আইনানুসারে special diary "প্রমাণস্বরূপ" গ্রাহ্য নহে। ২১ ই. ল. রি., এলা., ১৫৯। কিন্তু মনে কর, ক আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া এমন একটি কথা বলিল যাহা আইনানুসারে প্রমাণ-স্বরূপে ব্যবহার হইতে পারে না। ঐ কথাটি মিথ্যা জানিয়া যদি ক উহা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ১৯১ ধারামত অপরাধ করিল বলিতে হইবে। ঐ কথা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য নহে বলিয়া ক অব্যাহতি পাইবে না। (৪) ১৯১ ধারার অপরাধ প্রোসিডিং চলিবার সময় কৃত হয়; কিন্তু ১৯২ ধারার অপরাধ প্রোসিডিং আরম্ভ না হইয়া থাকিলেও কৃত হইতে পারে। যদি কখন প্রোসিডিং হয় তাহা হইলে সেই প্রোসিডিংএ প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন প্রমাণ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, আসামী ১৯২ ধারামত অপরাধী হইবে। অপরাধ করিবার সময় প্রোসিডিং চলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা আরও বিশদ করিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে হলপে বা আইনমতে সত্য কথা বলিতে বদ্ধ থাকা অবস্থায়, অন্যত্র নহে, ১৯১ ধারার অপরাধ কৃত হইয়া থাকে। আসামী স্বাধীন থাকিয়া, অর্থাৎ কোন রকমে ঐরূপ আবদ্ধ না হইয়া ১৯২ ধারার অপরাধ করিতে সমর্থ। (৫) আরও কোন প্রকার আইন-সঙ্গত প্রোসিডিং উদ্দেশ করিয়া প্রমাণ সৃজন করিলে ১৯২ ধারা বর্ত্তিবে; কিন্তু ১৯১ ধারায় কোন প্রকার প্রোসিডিংএর উল্লেখ নাই। যাহা প্রোসিডিং নহে, এমন কোন কার্য্যে যদি আইনমতে আসামী সত্য কথা বলিতে বাধ্য থাকিয়া মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলেও সে ১৯১ ধারামতে অপরাধী হইবে।

অনুমতি ও বিচার—১৯৩, ২১১ ও ৪৬৪ ধারার টীকা দেখ।

১৯৩ ধারা।—মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্য (judicial proceeding) চলিবার কোন সময়ে যে কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কিম্বা মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্য চলিবার কোন সময়ে ব্যবহার হইবার জন্য যে কেহ মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, ও যে কেহ অন্য কোন স্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা প্রমাণ দেয়, কিম্বা প্রস্তুত করে, সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

১ অর্থের কথা।—কোর্টমার্শ্যালে যে বিচার হয়, তাহাও আদালতের কার্য্য-রূপে (judicial proceeding) গণ্য হইবে।

২ অর্থের কথা।—আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার অগ্রে আইনমতে কোন কথার যে বিচার (তদন্ত) করিবার আজ্ঞা হয়, তাহা আদালতের সম্মুখে না করা গেলেও আদালতের কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

যদুকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হয় কি না, ইহা নিশ্চয়মতে জানিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট

সাহেবের সম্মুখে বিচার (তদন্ত) হইতেছে। এমন সময়ে আনন্দ শপথ করিয়া মিথ্যা জানিয়া কোন কথা কহে। তদ্রূপ বিচারের কার্য্য আদালতের কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয়; অতএব আনন্দ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

৩ অর্থের কথা। আদালতের আজ্ঞাক্রমে যে বিচারের (তদন্ত) আইনমতে হয় ও আদালতের প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে যে বিচারের (তদন্তের) কার্য্য চালান যায়, তাহা আদালতের সম্মুখে না করা গেলেও মোকদ্দমার কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয়।

উদাহরণ।

কোন জমির সীমানা নিরূপণ করিবার জন্য কোন আদালত হইতে কোন কার্য্যকারককে পাঠান যায়, তাহার সম্মুখে আনন্দ শপথপূর্ব্বক মিথ্যা জানিয়া কোন কথা কহে। ঐ বিচারের কার্য্য আদালতের কার্য্যের মধ্যে গণ্য হওয়া বিধায়, আনন্দ (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিল।

অর্থ—(১) জুডিসিয়াল প্রোসিডিং কাহাকে বলে? ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪ (m) ধারায় ইহার অর্থ করা হইয়াছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হয়, তাহাতে "মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্য চলিবার কোন সময়"—এর অর্থ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। আসামী একজন স্মল্ কজ কোর্টের সমন জারীর পিয়াদা। স্মল কজ কোর্টের জজ এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে এজলাসে বসিয়াই সেই দিনে যে সকল মোকদ্দমা হইবে সেই সকল মোকদ্দমার সমন জারী হইয়াছে কি না প্রমাণ করিবার জন্য যে যে পিয়াদা সমন জারী করিয়াছিল, তাহাদের সকলকে এককালে শপথ পাঠ করাইয়া রাখেন। মোকদ্দমা পেশ হইলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার শপথ না দিয়া কেবলমাত্র সমন জারীর কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। আসামীকেও ঐরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহাতে সে মিথ্যা এজাহার দেয়, তজ্জন্য তাহার নামে অভিযোগ হয়। আসামীর পক্ষ হইতে এইরূপ তর্ক করা হয় যে যখন আসামী শপথ গ্রহণ করিয়াছিল, তখন কোন মোকদ্দমার কার্য্য চলিতেছিল না, সুতরাং সে ১৯৩ ধারার দণ্ড পাইতে পারে না। আদালত এতর্ক অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, যদি কোন মোকদ্দমা পেশ হইবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে সেই মোকদ্দমার সম্বন্ধে কোন বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য কোন সাক্ষীকে শপথ দেওয়া হয়, এবং ঐ দশ মিনিট পরে যদি তাহার এজাহার হয় এবং সেই এজাহারের সময় যদি সে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে সে ১৯৩ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। দ্বিতীয় তর্ক এই হইয়াছিল যে আসামী যখন শপথ গ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে কোন একটি মোকদ্দমাবিশেষে জবানবন্দি দিবার নিমিত্ত শপথ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং তাহার ১৯৩ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না। হাইকোর্ট বলেন, "যদিচ কোন একটি বিশেষ মোকদ্দমা সম্বন্ধে শপথ গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু যখন শপথ গ্রহণ করে তখন আসামী এই বলিয়া শপথ লয় যে সেই দিন যে সকল মোকদ্দমা হইবে সেই সকল মোকদ্দমাতেই সে সত্য কথা কহিবে।" এস্থলে কোন একটি বিশেষ মোকদ্দমা উপলক্ষে শপথ গ্রহণ না করিলেও, আসামী অপরাধী। ২ মা. রি., ৪৩। বিস্ত মনে কর, মাজিষ্ট্রেট একখানি বেনামী-পত্র পান। কে লিখিয়াছে এ বিষয় তদন্ত করেন। বেনামী-পত্র লেখায় কোন অপরাধ কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ তদন্ত মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্য (judicial proceeding)—এরূপ বলা যাইতে পারে না। ১১ বো. রি., ১১; ৫ উ. রি., ৭২। পুলিসের নামে একটি দরখাস্ত জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি একজন সহকারী হাকিমকে ঐ বিষয় তদন্ত করিতে বলেন। এই তদন্ত জুডিসিয়াল প্রোসিডিং নহে; ইহা departmental inquiry বিধায়, ইহাতে মিথ্যা সাক্ষ্য

দিলে, ১৯৩ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৩ ই. ল. রি., মা., ২২৩। আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পুলিষ কর্ত্তৃক যে তদন্ত করা হয়, তাহাকে জুডিসিয়াল প্রোসিডিং বলা যায়। ৩ উ. রি., ৫৯। ইহার সহিত ১৯১ ধারায় যে ১১ ই. ল. রি., বো., ৭০২ প্রভৃতি নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ। লিগাল প্রাক্‌টিসনার আইন অনুসারে কোন তদন্ত হইলে তাহাকে জুডিসিয়াল প্রোসিডিং বলা যাইবে না। ৬ ই. ল. রি., মা., ২৫৩। আরও মনে কর, টেলি-গ্রাফ আফিসে ক কতকগুলি টাকা জমা রাখিয়া মরিয়া যায়। খ ঐ আফিসে এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে সে ক'র স্থলাভিষিক্ত হইতেছে, তাহাকে ঐ টাকা দেওয়া হউক। প্রকৃতপক্ষে খ ক'র কেহ নহে। টেলিগ্রাফ আফিস ঐ দরখাস্ত জেলার জজ সাহেবের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দেয় যে তিনি খ ক'র প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কি না দেখেন। জজ সাহেব তদন্ত করিয়া স্থির করেন যে খ ক'র কেহ নহে। এই তদন্ত জুডিসিয়াল প্রোসিডিং নহে, ইহাতে জজ সাহেবের হলপ দিবার অধিকার নাই। এরূপ স্থলে খ হলপ করিয়া মিথ্যা বলিয়া থাকিলেও, সে ১৯১ ধারামত অপরাধী নহে। ৬ ই. ল. রি., এলা., ১০৩। এই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে খ ৪১৫ ধারামতেও অপরাধী নহে। কিন্তু এই শেষোক্ত অভিপ্রায়টির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বোধ হয় খ'কে ৪১৫ ধারার অপরাধের উদ্যোগী বলিয়া ৫১১ ধারামত দণ্ড করা যাইতে পারে। এখানে বলা আবশ্যক যে ১৯৯ ধারায় যে ৭ কলি. রি, ৫৩৬ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা উপরোক্ত ৬ ই. ল. রি., এলা., ১০৩ নজিরের বিপরীত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; কারণ টেলিগ্রাফ আফিষের নজিরে তদন্তের বিষয়টি জজ সাহেবের নিকট আইনানুসারে উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার ঐ বিষয় বিচার করিবার অধিকার নাই। অপর নজিরটিতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত আইনানুসারে করা হইয়াছে ও তৎসম্বন্ধে বিচার করিবার আদালতের অধিকার আছে। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৩৫ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটদিগের নথি (calender) প্রভৃতি তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন। তাঁহার এই কার্য্যটি জুডিসিয়াল প্রোসিডিং নহে। ৭ ঐ., ঐ., ৫৬০। উক্ত কার্য্যবিধি আইনের ১৩৩, ১৪৫, ৪৮৮ প্রভৃতি ধারামত যে তদন্ত করা হয়, তাহা জুডিসিয়াল প্রোসিডিং বলিয়া গণ্য। ৭ উ. রি., ১০৪; ৫ বো. রি., ৮১। ফৌ. কার্য্য-বিধি আইনের ১২২ ধারামত তদন্তে আদালত সাক্ষীকে হলপ দিতে পারেন, সুতরাং সে মিথ্যা কথা বলিলে ১৯৩ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ২৬ ই. ল. রি., এলা, ৩৭১। কোন প্রোসিডিং জুডিসিয়াল কি না, তৎসম্বন্ধে ১৯১ ধারার টীকায় যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক।

(২) "অন্য কোন স্থলে"—১৮১ ধারার টীকা দেখ। অর্থাৎ মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্য চলিবার কোন সময় নহে। মনে কর, কোন কালেক্টর ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের বিধানানু-সারে রাজস্ব-সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে করিতে কোন লোককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্যক্তি যদি 'সত্য কথা বলিতে আইনমত বদ্ধ হইয়া' তাঁহার নিকট কোন মিথ্যা কথা কহে, তাহা হইলে সে ১৯৩ ধারার শেষ ভাগের লিখিত অপরাধে অপরাধী। ১৪ উ. রি., ২৪। একপ না মনে করা হয় যে "অন্য কোন স্থলে" শব্দে সর্ব্বপ্রকার প্রোসিডিং, অর্থাৎ যেখানে সেখানে, যখন তখন বুঝাইতেছে। ১৯১ ও ১৯২ ধারার উপর দৃষ্টি রাখিয়া ইহার অর্থ করিতে হইবে। ১৯২ ধারা সম্বন্ধে "অন্য কোন স্থলে" শব্দের প্রকৃত অর্থ এই—জুডিসিয়াল প্রোসিডিং ব্যতীত অপর যে কোন প্রোসিডিং আইনানুসারে কোন সালিস বা কোন রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে চালাইতে পারেন তদ্রূপ প্রোসিডিং বুঝাইতেছে। উক্ত ধারাটি দেখিলে

প্রতীত হইবে যে কেবল দুই প্রকার প্রোসিডিংএ ব্যবহার করিবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিলে ১৯২ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ১ম—জুডিসিয়াল প্রোসিডিং; ২য়—আইনানুসারে কোন সালিস বা রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকরূপে যে প্রোসিডিং করিতে পারেন, তাহা; অন্যত্র নহে। উপরে যে টেলিগ্রাফ আফিসের মোকদ্দমাটির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে জজ সাহেব যে প্রোসিডিং করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার করিবার অধিকার না থাকায় ঐ প্রোসিডিং উপরোক্ত দুই প্রকার প্রোসিডিংএর মধ্যে কোন প্রকারের ভিতর আসিতেছে না। কেহ কেহ মনে করেন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৩, ১৪৪, ১৭৬ ও ৫২৩ ধারার কার্য্য প্রোসিডিং বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। এ ধারণা ভুল বলিয়া বিবেচনা হয়। ঐ আইনের "জুডিসিয়াল প্রোসিডিং" শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে [৪ ধাঃ (m) দেখ] তাহা পাঠ করিয়া প্রতীত হয় যে ১৭৬ ধারার কার্য্য ঐ শব্দের ভিতর পড়িতেছে। ১৪৩, ও ১৪৪, ও ৫২৩ ধারা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেও হইতে পারে। এই সকল ধারামত কোন হুকুম দিতে হইলে, মাজিষ্ট্রেটকে অবশ্য প্রমাণ লইতে হইবে, এরূপ কোন বিধান নাই। প্রমাণ না লইয়াও এক-তরফা হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু প্রমাণ লইতে পারিবে না, এরূপ কোন বিধানও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করিলে মাজিষ্ট্রেট হলপান প্রমাণ লইতেও পারেন। যখন ঐ রূপ প্রমাণ লওয়া যাইতে পারে, তখন ইহা কেন জুডিসিয়াল প্রোসিডিং বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উক্ত কার্য্যবিধি আইনে ৪৩৫ ধারার শেষভাগে লিখিত আছে যে ১৪৩, ১৪৪ ও ১৭৬ ধারার কার্য্য "প্রোসিডিং" বলিয়া ধরা যাইবে না। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে কেবল ঐ ৪৩৫ ধারার কার্য্য উপলক্ষে উহাদিগকে "প্রোসিডিং" বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। অন্যত্র যে "প্রোসিডিং" বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা কোন স্থানে লিখিত নাই। সে যাহাই হউক, ঐ তিন ধারার কার্য্য জুডিসিয়াল প্রোসিডিং হউক বা না হউক, উহা যে উপরের লিখিত দ্বিতীয় প্রকার প্রোসিডিংএর ভিতর আসিতেছে, সে বিষয় সম্বন্ধে আদৌ কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল প্রোসিডিংএ ব্যবহার করিবার নিমিত্ত কোন মিথ্যা প্রমাণ উপস্থিত করিলে ১৯২ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ১৯১ ধারা সম্বন্ধে "অন্য কোন স্থলে" শব্দের অর্থ ঠিক এইরূপ হইবে না। কারণ, ১৯১ ধারার টীকায় বলা হইয়াছে যে, যে সকল কার্য্য প্রোসিডিং বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তাহাতেও ১৯১ ধারার অপরাধ কৃত হইতে পারে। সুতরাং ঐ ধারা সম্বন্ধে "অন্য কোন স্থলে" শব্দের এই অর্থ করিতে হইবে—জুডিসিয়াল প্রোসিডিং ব্যতীত যে স্থলে আসামী আইনমতে সত্য কথা বলিতে বাধ্য, সেই স্থলে।

অর্থের কথা—এই ধারার ২য়. ও ৩য়. অর্থের কথার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। যে দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে ঐ ব্যবধান প্রতীত হইবে। ক নালিশ করিলে, ঐ নালিশ সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য আদালত ক'র দরখাস্ত পুলিসে পাঠাইলে পুলিস যে তদন্ত করেন, তাহা ৩য়. অর্থের কথার লিখিত জুডিসিয়াল প্রোসিডিং বলিয়া গণ্য হইবে। হিসাব নিকাশ লইবার জন্য দেওয়ানী আদালত যে কমিসনার নিযুক্ত করিয়া থাকেন সেই কমিসনার কৃত তদন্তও ঐরূপ জুডিসিয়াল প্রোসিডিং। এরূপ না মনে করা হয় যে আদালতের হুকুম বিনা কোন পুলিস-তদন্ত হইলে তাহাকে জুডিসিয়াল প্রোসিডিং বলা যাইবে না। পুলিস একাকিক অনেক বিষয় আদালতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আইনানুসারে প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া তদন্ত করিতে পারেন। সে সমস্ত তদন্ত ২য়. অর্থের কথার লিখিত জুডিসিয়াল প্রোসিডিং হইতেছে।

অভিযোগ (১)—মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা দুইটি স্বতন্ত্র অপরাধ;

সুতরাং অভিযোগও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। ১ ঊ. বি., ৯। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার [illegible] অভিযোগপত্রে, (১) জবানবন্দির যে অংশ মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে তাহা আদ্যোপান্ত লিখিয়া দিতে হইবে, ভাবার্থ দিলে চলিবে না। ১৭ ঊ. বি., ৩২। সরাসরি নিষ্পত্তিকালে কোন সমনের মোকদ্দমায় যদি কোন সাক্ষী মিথ্যা এজাহার দিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে ঐ সাক্ষীর জবানবন্দি সরাসরিমতে না লইয়া রীতিমত লওয়া আবশ্যক, এবং ঐ সাক্ষীর এজাহারের মর্ম্মটি না লিখিয়া সাক্ষী যাহা যাহা বলিল সেই সমস্ত কথাগুলি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লওয়া বিধেয়; কারণ, তাহার কথার ভাবার্থের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে ১৯৩ ধারামতে দণ্ডিত করা যুক্তি বা ন্যায় সঙ্গত নহে। কলি হাইকোর্ট, সার্কিউলার নং ৪, ৩০ মার্চ, ১৮৬৪ সাল। ফৌ. কার্য্যবিধি আইন, ২২৩ ধারার (গ) উদাহরণ দেখ। (২) আসামী "জ্ঞানপূর্ব্বক" মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। (৩) যে তারিখে অপরাধ কৃত হইয়াছে তাহাও লিখিতে হইবে। (৪) যে আদালতের বা রাজকীয় কার্য্যকারকের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। (৫) কোন্ মোকদ্দমায় বা মোকদ্দমার কোন্ কার্য্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইল, তাহাও প্রকাশিত করিতে হইবে। (৬) এবং যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে মিথ্যা বিবরণ করা বলিয়া অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে আইনের যে ধারামতে আসামী সত্য কহিতে বদ্ধ আছে, তাহাও লিখিতে হইবে। এতগুলি কথা স্পষ্ট করিয়া অভিযোগপত্রে লিখিত হওয়া আবশ্যক। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪র্থ সিডিউলে অভিযোগপত্র কি প্রকারে লিখিত হইবে তাহার ফরম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত জবানবন্দিটি অভিযোগপত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতে হইবে না। কেবল মাত্র যে অংশটি মিথ্যা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতে হইবে। যদি উহার দুই বিভিন্ন ভিন্নোদিক স্থান মিথ্যা হয়, সেই অংশগুলি স্বতন্ত্র করিয়া অভিযোগপত্রে প্রকাশিত করিতে হইবে। ৯ ঊ. বি., ২৫, ৫৫। এক জবানবন্দিতে অনেকগুলি মিথ্যা কথা বলিলে একটিমাত্র অপরাধ কৃত হইল। প্রত্যেক কথার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধ করা হইল না। ৬ মা. বি., ২৭।

(২) পক্ষান্তরে অভিযোগ—যদি কোন ব্যক্তি শপথগ্রহণপূর্ব্বক একটি কথা বলে এবং তৎপরে শপথ গ্রহণ করিয়া তাহার বিপরীত আর একটি কথা বলে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে একের অন্যতরটি অবশ্যই মিথ্যা হইবে, এরূপ স্থলে অভিযোগপত্রে দুইটি কথারই উল্লেখ করিয়া পক্ষান্তরে আসামীর নামে অভিযোগ করিতে হইবে। ৯ ঊ. বি., ২৫; ২১ ঊ. বি., ৩৭। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৩৩ ধারা (খ) উদাঃ ও ৪র্থ সিডিউলের ফরম দেখ। এক পক্ষান্তরে আসামী অভিযুক্ত হইলে, তাহার কোন্ কথা মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। তবে একের অন্যতরটি অবশ্যই মিথ্যা হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে, অর্থাৎ পরীক্ষা দৃষ্ট করিয়া যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল থাকা প্রতীত হয়, তাহা হইলে মতভেদ থাকায় দুইটি কথার কোন একটি মিথ্যা থাকা প্রমাণিত না হইলে, ততক্ষণ আসামীকে দণ্ডিত করা যাইতে পারিবে না। ১০ ই. ল. বি., কলি., ৯৩৭; ৭ ঐ., এলা., ৪৪; ১৫ ই. ল. বি., পাটনা., ৩০২। কিন্তু মনে কর পুলিস তদন্তকালে কোন ব্যক্তি বলিল "ক খুন করিয়াছে"। তাহার পরে তদন্ত আরম্ভ হইলে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিল, "খ খুন করিয়াছে, ক খুন করে নাই"। এরূপ স্থলে হাইকোর্ট বলেন তাহার উপর পক্ষান্তরে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে এ ধারামত দায়ী করা যাইবে না। তবে যদি অপর প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের বা পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা, তাহা হইলে সেই মিথ্যা কথা বলার নিমিত্ত তাহাকে দণ্ডী করা যাইতে পারে। এস্থলে একটি এজাহার বা [illegible]

মিথ্যা দেখাইবার জন্য প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৮ ই. ল. রি., বো., ৩৭৭। ইহার সহিত ১৭ ই. ল. রি., এলা., ৪৩৬ দেখ। এই মোকদ্দমায় একজন আমিন একটি ডিক্রি-জারী করাইতে যায়। সে প্রথমতঃ আদালতে এইমর্ম্মে একখানি রিপোর্ট পাঠায় যে দেনদার তাহাকে ডিক্রি জারী করিতে বাধা দিয়াছে। ঐরূপ আর একখানি রিপোর্ট পুলিষের নিকট করে। পরে আদালতে ঘটনা সম্বন্ধে এজাহার দিবার সময় বলে যে তাহাকে কেহ বাধা দেয় নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে দুই খানি রিপোর্ট করিয়াছিল তাহার বিপরীত কথা বলে। হয় ঐ দুখানি রিপোর্ট মিথ্যা প্রস্তুত করা, কিম্বা শেষোক্ত এজাহারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, এরূপভাবে পক্ষান্তরে অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া আসামীকে ১৯৩ ধারামতে দণ্ডিত করা হয়। দুইটির মধ্যে কোন্‌টি মিথ্যা তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। হাইকোর্ট বলেন যে এরূপ স্থলে আসামীকে পক্ষান্তরে ১৯৩ ধারামত দায়ী করা যাইতে পারে না। এই এজাহার যে মিথ্যা তাহা অপর প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বের দুইখানি রিপোর্ট মিথ্যা হইলেও তদ্দ্বারা আসামী কর্ত্তৃক ১৯২ ধারামত "মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা হইয়াছে" এরূপ বলা যাইতে পারে না। আর এক কথা—যে দুইটি বিপরীত উক্তি লইয়া পক্ষান্তরে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইবে সে দুইটি উক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রোসিডিংএ করা না হইয়া থাকিলেও, অর্থাৎ একটি জবানবন্দিতে করা হইলেও এইরূপ অভিযোগ চলিবে। ২৬ ই. ল. রি., মা., ৫৫।

বিচার—একটি মোকদ্দমায় অনেকগুলি সাক্ষী এজাহার দিবার সময় মিথ্যা কথা কহিলে তাহাদিগের সকলের নামে একত্রে অভিযোগ করিয়া বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহাদিগের বিচার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। ৩ মা. রি., ৩১; ৪ ই. ল. রি., এলা., ২৯৩; ৫ ঐ., ঐ., ১৭; ১০ ঐ., কলি., ৪০৫। দণ্ড সম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ।

অনুমতি—(১) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার মোকদ্দমা চালাইতে হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারামত অনুমতির, বা ৪৭৬ ধারার হুকুমের আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ২১১ ধারায় যে টীকা লিখিত হইয়াছে তাহা দেখ। কোন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি মোকদ্দমার বিচারকালে আসামী সাক্ষীশ্রেণীস্থ হইয়া মিথ্যা জবানবন্দি দেয়। আসামী একজন কনষ্টেবল। ইহার এরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ডেপুটি বাবু খোদ মাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত মোকদ্দমার নথি পাঠাইয়া দিয়া বলেন যে যদি মাজিষ্ট্রেটও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হন, তাহা হইলে ঐ কনষ্টেবলের দণ্ড দিবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে লেখা যায়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নথি পাঠ করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে কাগজপত্র প্রেরণ করেন এবং আসামীর কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ সকল কাগজপত্র দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া আসামীর নামে অভিযোগ হয় এবং ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। এতদ্দ্বারা অনুমতি তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল ধরিতে হইবে। ১৬ উ. রি., ৩৭। (২) ফৌঃ কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারায় লিখিত আছে যে সেই ধারার লিখিত অনুমতি মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দিতে হইবে। অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে মোকদ্দমা আদৌ চলিতে পারে না। (৩) যদি আসামীর উপর পক্ষান্তরে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হয়, তাহা হইলে যে দুইটি বিপরীত বা পরস্পরের সহিত অনৈক্য জবানবন্দি সম্বন্ধে ঐরূপ অভিযোগ হইবে, সেই জবানবন্দিগুলি যে যে আদালতের নিকট দেওয়া হইয়াছিল সেই সেই আদালতের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ দুইটি জবানবন্দি সম্বন্ধেই অনুমতির আবশ্যক। ১১ বো. রি., ৩৪।

প্রমাণ—যে মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয় সেই মোকদ্দমার নথি আদালতের সমক্ষে

উপস্থিত করা আবশ্যক। ১০ উ. রি., ৩৭। "জ্ঞানপূর্ব্বক" মিথ্যা কথা কহিয়াছে কি না ইহা মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া স্থির হইতে পারে। লোকের মনের ভিতর কি আছে তাহা কেবল তাহার কার্য্য দেখিয়া জানিতে পারা যায়। অন্য কোন উপায় নাই। ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা কহিয়াছে প্রমাণিত না হইলে আসামী দণ্ডিত হইতে পারে না। যদি অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকাশ পায় যে আসামীর কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না, তাহা হইলে আসামীর দণ্ড হইতে পারে না। ৯ উ. রি., ৫২। চারি বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি মোকদ্দমায় আসামী এক কথা কহিয়াছিল; পরে আর এক মোকদ্দমায় তদ্বিপরীত এক কথা কহে। যখন শেষ মোকদ্দমায় সে ঐ বিপরীত কথা কহে তখন প্রথম মোকদ্দমায় সে যে কথা বলিয়াছিল সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় নাই। অবস্থা পর্য্যালোচনা করায় কোন মন্দ অভিপ্রায় দৃষ্ট হইল না। এরূপস্থলে হাইকোর্ট আসামীকে মুক্তি দেন। ৬ উ. রি., ৮৯। আসল জবানবন্দিটি নথির সহিত সামিল থাকা আবশ্যক। ৬ উ. রি., ৯২।

যদি দুইটি জবানবন্দিতে সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন বা বিপরীত কথা বলায় সে ১৯৩ ধারামতে অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উভয় জবানবন্দির মধ্যে একটি অপরটির অসত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইবে। ৬ উ. রি., ১৬। কিন্তু যদি জবানবন্দি আইনমত গৃহীত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। মনে কর, জবানবন্দিটি গ্রহণান্তে সাক্ষীকে পাঠ করিয়া শুনান হয় নাই। অথবা উহাতে মাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর নাই। অথবা কে উহা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও প্রকাশ নাই। অথবা দেওয়ানী কার্য্য-বিধি আইনের বিধানানুসারে জজ বা উকিলদের সমক্ষে পঠিত হয় নাই। এবম্বিধ অবস্থায় জবানবন্দিটি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। ৮ উ. রি., ৬৩; ২৩ উ. রি., ২৮; ৮ কলি. রি., ২৯২। সার কথা, জবানবন্দিটি যদি ফৌজদারী বা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে যে প্রণালীতে গৃহীত বা পঠিত হইবার বিধান আছে তদনুসারে গৃহীত বা পঠিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না; সুতরাং উহার উপর ১৯৩ ধারার অভিযোগ চলিতে পারে না। ২৮ ই. ল. রি., মা., ৩০৮। কেহ কেহ বলেন যে জবানবন্দিতে হাকিমের স্বাক্ষর থাকিলেই, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৮০ ও ১১৪ ধারামতে ঐ জবানবন্দি রীতিমত, অর্থাৎ আইনে জবানবন্দি গ্রহণ করিবার ও গ্রহণ করিয়া তাহা পাঠ করিয়া শুনাইবার বা বুঝাইয়া দিবার যে সমস্ত বিধান আছে সেই বিধানমত গৃহীত হইয়াছে ধরিতে হইবে। কিন্তু ১৮ ই. ল. রি., কলি., ১২৯ নজিরটি দেখিয়া মনে হয় যে যদি জবানবন্দির শেষ ভাগে "পাঠ করাইয়া শুনান হইয়াছে" বা "বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে" এরূপ কোন কথা (memorandum) লিখিত না থাকে, তাহা হইলে পাঠ করিয়া শুনাইয়া বা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। উক্ত অবস্থা সম্বন্ধে অপর প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। যদি ঐরূপ প্রমাণ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ৮ কলি. রি., ২৯২ নজির অনুসারে জবানবন্দিটি প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৯১ ধারামতে আসামী আপন জবান-বন্দিতে কি বলিয়াছিল তাহাও অপর কোন বাচনিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারা যায় না। সুতরাং এরূপ স্থলে আসামী খালাস পাইবে। কোন ব্যক্তি ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিকট জবানবন্দি দেয়। জজ সাহেব ঐ জবানবন্দিটির সংক্ষিপ্তসার (memorandum) স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন না বলিয়াই উহা এককালে অসিদ্ধ হইবে না। ৯ উ. রি., ৬৯। রাত্রে গৃহে বসিয়া কোন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করিলে অসিদ্ধ হইবে না। ৮ উ. রি., ৭৪। কোন এজাহার

রীতিমত গৃহীত হয় নাই বলিয়া প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হইল না। এস্থলে জবানবন্দি বা এজাহারের লিখিত বিষয়ের বাচনিক প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি আসামী এরূপ জবাব দেয় যে সে তাহার জবানবন্দি গৃহীত হইলে পর জবানবন্দি পাঠ করিবার সময় এমন কোন কথা বলিয়া ছিল যদ্দ্বারা তাহার জবানবন্দিটির যে অংশ মিথ্যা বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ করা হইয়াছে সেই অংশটি ঠিক বুঝিতে পারা যাইত, কিন্তু সে কথা আদালত লিখিয়া লন নাই, তাহা হইলে তাহার বাচনিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কি না এ বিষয়ে কোন নজির দেখিতে পাওয়া যায় না। ওকেনিলি সাহেবের মত এই যে ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩০ ও ৪ ধারা একত্রে পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ঐরূপ বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য। ১৯৩ ধারার মোকদ্দমায় সমস্ত জবানবন্দিটি প্রমাণস্বরূপে দাখিল করা আবশ্যক; কারণ, উহার যে অংশটি মিথ্যা বলিয়া আসামী অভিযুক্ত হইয়াছে সে অংশটি অপর কোন অংশের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইতে পারে এবং এস্থলে দুই অংশটি একত্রে দেখা আবশ্যক। যদি অভিযোগপত্রে এইরূপ লিখিত হয় যে আসামীর জবানবন্দির একাংশ তাহার অপরাংশের বিপরীত—যথা, এক স্থানে 'হাঁ' এবং অপর স্থানে 'না' ইতি—তাহা হইলে জুরির সমক্ষে সমস্ত জবানবন্দিটি পাঠ করা আবশ্যক। ৮ উ. রি., ৯২। ১৯৩ ধারার মোকদ্দমায় আসামী সত্য কথা বলিলে নিজে বিপদগ্রস্ত হইত সেইজন্য সে সত্য কথা বলে নাই, এরূপ তর্ক করিলে আসামী খালাস পাইবে না, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ৩ মা. রি., ৩০। ১৮৭২ সালের প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৩২ ধারা দেখ। একটি মোকদ্দমায় পুলিস তদন্তের সময় পুলিসের নিকট অমুক কথা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তি এ ধারামত অভিযুক্ত হয়। সে বলে, "আমি এ প্রকার কথা বলি নাই।" যে পুলিস কর্ম্মচারী তাহার এজাহার লিখিয়া লইয়া ছিল সে সাক্ষীস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ লেখাটি দাখিল করে মাত্র। হাইকোর্ট বলেন, ঐ লিখিত এজাহারটি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৬২ ধারা দেখ। আসামী কি বলিয়াছিল তাহা ঐ কর্ম্মচারীর মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। যদি তাহার স্মরণ না থাকে, তাহা হইলে সে ঐ লেখাটি দেখিয়া আসামী কি কি বলিয়াছিল তাহা বলিতে সক্ষম। ৬ কলি. রি., ৪৭। ইংরাজি আইনানুসারে ১৯৩ ধারার মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার মোকদ্দমায় অন্ততঃ দুই জন সাক্ষী দ্বারা আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ করা আবশ্যক। কিন্তু এ দেশে ১৮৭২ সালের প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৩৪ ধারায় কোন বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীর সংখ্যার কোন নির্দ্দেশ করা হয় নাই। একজন সাক্ষীর উপর বিশ্বাস করিয়া আদালত কার্য্য করিতে সক্ষম। তবে ঐরূপ স্থলে আসামীকে দণ্ড করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তৎসম্বন্ধে ২৮ ই. ল. রি., বো., ৪৭৯, ৫৩৩ দেখ।

বিশেষ কথা—মূল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ মোকদ্দমার সাক্ষী বা সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তির উপর ১৯৩ ধারার মোকদ্দমা চালাইতে পারা যাইবে না, আইনে এরূপ কোন নিষেধের বিধি নাই। কিন্তু চালান উচিত নহে; মূল মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে পর চালান শ্রেয়ঃ। ১৬ ই. ল. রি., বো., ৭৩০। ইহার সহিত ১৮ ঐ., ঐ., ৫৮৫; ২৬ ঐ., ঐ., ৭৮৫; ২৩ ঐ., কলি., ৬১০; ৩১ ঐ., ঐ., ৮৫৮ দেখ।

১৯৪ ধারা।—বৃটিশ ভারতবর্ষ বা ইংলণ্ডের আইন অনুসারে (১৮৯০ সাঃ, ৯ আঃ, ১৪৯ ধাঃ) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড হয় কোন ব্যক্তির এমত অপরাধ

মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যে কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। আর যদি সেইরূপ মিথ্যা প্রমাণ প্রযুক্ত নির্দ্দোষী ব্যক্তির দোষ প্রমাণ হইয়া প্রাণদণ্ড হয়, তবে যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা প্রমাণ দিয়াছিল তাহার প্রাণদণ্ড, কিম্বা পূর্ব্ব লিখিত দণ্ড হইবে।

অর্থ—জ্ঞানকৃতবধ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ক সেসনে সমর্পিত হইল। সেই মোকদ্দমায় খ সাক্ষী থাকে। মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার জবানবন্দি হইবার সময় সে বলিয়াছিল যে ক খুন করিয়াছে। সেসন আদালতে সে বলিল যে গ খুন করিয়াছে। এস্থলে খ'র ১৯৩ ধারামতে দণ্ড হইবে, এ ধারামতে নহে। কারণ, খ জানিত না যে ক'র মোকদ্দমায় এরূপ কথা বলিলে তদ্দ্বারা গ জ্ঞানকৃতবধ করা অপরাধে দণ্ডিত হইতে পারে। ৩ বে. ল. রি., ৩৫। এ ধারার "অপরাধ" শব্দের অর্থসম্বন্ধে ৪০ ধাঃ টীকা দেখ।

অনুমতি—আবশ্যক, ১৯৩ ও ২১১ ধাঃ টীকা দেখ।

১৯৫ ধারা।—বৃটিশ ভারতবর্ষ বা ইংলণ্ডের আইন অনুসারে (১৮৯০ সাঃ ৯ আঃ, ১৪৯ ধাঃ) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড হয় না, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা সাত বৎসরের কি তাহার অধিক কাল কয়েদ হইবার দণ্ড হয়, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ মিথ্যা প্রমাণ দেয়, কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে, তবে ঐ অপরাধ যাহার সম্বন্ধে সপ্রমাণ হয় তাহার যে দণ্ড হইত, ঐ ব্যক্তির তত্তুল্য দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

মদ্দর ডাকাইতি অপরাধ প্রমাণ হইবার অভিপ্রায়ে আনন্দ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ডাকাইতি করিবার দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ। অতএব আনন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা তাদৃশ কয়েদ হওনের দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে এরূপ দেখাইবার জন্য আপন গৃহ পোড়াইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া ১৯৫ ধারামতে দণ্ডিত হয়। নথি দৃষ্টে প্রকাশ পায় যে অত্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে, অনেক লোকের সমক্ষে সে আপন গৃহ দাহন করিয়াছিল। এবং সে কাহারও নামে কোন নালিশ করে নাই। এস্থলে সে ব্যক্তি যে অপর কোন ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ কার্য্য করিয়াছিল বলা যাইতে পারে না। সুতরাং সে ১৯৫ ধারামতে দণ্ডার্হ নহে। ৫ উ. প. রি., ১৮৯। এ ধারার "অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ টীকা দেখ।

অনুমতি—আবশ্যক, ২১১ ধারার টীকা দেখ।

১৯৬ ধারা।—যে কেহ কোন প্রমাণ মিথ্যা কি প্রস্তুত করা জানিয়া তাহা সত্য কি প্রকৃত প্রমাণস্বরূপে দুষ্টাভিপ্রায়ে (corruptly) ব্যবহার করে, কি ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দেওনের কি প্রস্তুত করণের তুল্য দণ্ড পাইবে।

১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৮২ ধারা ও ৪৬৪ ও ৪৭১ ধারার টীকা এই ধারার সহিত পাঠ করা আবশ্যক।

অভিযোগ—এই ধারায় কি পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারে তাহা প্রকাশিত নাই। সুতরাং অভিযোগপত্রে এই ধারার এবং ১৯৩ ধারার উল্লেখ করা আবশ্যক। মিথ্যা প্রমাণ ব্যবহার করা এবং মিথ্যা প্রমাণ ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করা, স্বতন্ত্র অপরাধ। সুতরাং অভিযোগপত্রে এ দুইটি অপরাধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া লিখিতে হইবে। কোন মোকদ্দমায় জাল দলিল ব্যবহার করিলে, আসামীর উপর ৪৭১ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া যদি মাজিষ্ট্রেট আসামীকে এই ধারামত দায়ী করেন, সে হুকুম অবৈধ হইবে। ৫ ই. ল. রি., কলি., ৭১৭।

প্রমাণ—"জানিয়া," অর্থাৎ আসামী প্রমাণটি মিথ্যা বা ১৯২ ধারার লিখিত উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রস্তুত করা বলিয়া জানিত, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। মনে কর, ক এক মোকদ্দমায় একখানা খাতা দাখিল করিল। সে খাতার একখানি পাতা নষ্ট করা হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে অপর একখান পাতা বসান হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা প্রমাণিত না হইবে যে, যে পাতা-খানি নষ্ট করা হইয়াছে তাহাতে বিবাদী বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক এ ধারামতে দণ্ডিত হইবে না। ৭ উ. রি., ২৩। যে মোকদ্দমায় ঐ মিথ্যা প্রমাণ ব্যবহার করা যাইবে, সেই মোকদ্দমার নথি আনাইয়া ঐ প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা দেখাইতে হইবে।

অনুমতি—আবশ্যক ২১১ ধারার টীকা দেখ।

১৯৭ ধারা—আইনমতে যে সার্টিফিকেট দিবার কি দস্তখৎ করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা যে কার্য্যের প্রমাণস্বরূপে ঐরূপ সার্টিফিকেট আইনমতে (প্রমাণ-স্বরূপ) গ্রাহ্য হয়, এমত কোন সার্টিফিকেট গুরুতর কোন অংশে মিথ্যা জানিয়া কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করিয়া যে কেহ দেয় (issues), কি তাহাতে দস্তখৎ করে, সেই ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দেওনের তুল্য দণ্ড পাইবে।

অর্থ।—এ ধারা সম্বন্ধে দুইটি কথা বলা আবশ্যক। যাহাদের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা আছে তাহারাই কেবল এই অপরাধটি করিতে পারে। মনে কর, এক জন উকিল সার্টিফিকেট পাইবার জন্য জেলার জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে। তৎপরে আদালতের কোন আমলা সার্টিফিকেটের যে ফরম আছে, তাহা লিখিয়া দেয়। কিন্তু দস্তখৎ করাইবার জন্য জজের নিকট না দিয়া আপনি জজের নাম দস্তখৎ করিয়া উকিলের নিকট পাঠাইয়া দেয়। এস্থলে আসামীর ১৯৭ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না। কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জজ সাহেবের দস্তখৎ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কাগজ সার্টিফিকেট বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি সার্টিফিকেটের ফরম লিখিবার সময় সেই আমলা কোন মিথ্যা কথা বসাইয়া দেয় এবং কোন প্রকারে ইহা ঠিক লিখিত হইয়াছে বলিয়া জজ সাহেবের দস্তখৎ করাইয়া লয়,

তাহা হইলে সে ১৯৭ ধারার অপরাধে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হইবে। কিন্তু জজ সাহেব যদি ফরমের লিখিত কোন কথা মিথ্যা জানিয়া স্বয়ং দস্তখৎ করিয়া সার্টিফিকেট দেন, তাহা হইলে তিনি এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবেন। আর একটি উদাহরণ :—কোন পিয়াদা আসিয়া মিথ্যা করিয়া নাজিরকে বলিল যে সে অমুকের নামে শমন জারী করিয়াছে। নাজির সেই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া রিটরণ পেশ করিল। যদি এ বিষয়ে পিয়াদার কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে সে ১৯৭ ধারার লিখিত অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত হইবে। ৩ উ. রি., ৩৭। কিন্তু নাজির স্বয়ং যদি শমনজারী প্রভৃতির কোন বিষয় মিথ্যা জানিয়া কোন অসদভিপ্রায়ে তাহা সত্য বলিয়া সার্টিফিকেট দেয়, তাহা হইলে সে ১৯৭ ধারামতে দণ্ডার্হ হইবে।

১৯৮ ধারা।—সেইরূপ কোন সার্টিফিকেট গুরুতর কোন অংশে মিথ্যা জানিয়া যে কেহ দুষ্টভাবে সত্য সার্টিফিকেটরূপে ব্যবহার করে, কি ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ দিবার তুল্য দণ্ড পাইবে।

অনুমতি—আবশ্যক নাই। ফৌ. কা. বি. আ., ১৯৫ ধাঃ।

১৯৯ ধারা।—যে বিবরণপত্র কোন আদালত, কি রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিতে আইনমতে বাধ্য হন, কি ক্ষমতা পান, এমত কোন (তৎকৃত বা স্বাক্ষরিত, made or subscribed by him) বিবরণপত্রে যদি কোন ব্যক্তি সেই বিবরণপত্র যে অভিপ্রায়ে (উদ্দেশ্যে—object) করা যায় কি ব্যবহার হয় সেই অভিপ্রায়ে (অর্থাৎ, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কীয়) গুরুতর কোন অংশে (বিষয়—point) যাহা (যে কথা—statement) মিথ্যা জানে, কি বিশ্বাস করে, কিম্বা যাহা সত্য না জানে, এমত কোন কথা (statement) সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, তবে সেই ব্যক্তির মিথ্যা প্রমাণ দেওনের তুল্য দণ্ড হইবেক।

অর্থ—যে সকল বিবরণপত্র দেওয়া স্বেচ্ছাধীন, অর্থাৎ কেহ দিতে বাধ্য নহে, কিন্তু দিলে ৫১। ১৯১ ধারার লিখিত অবশ্যদেয় বিবরণের সমান ফলকর এবং বিধৃত, বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য, সেই সকল বিবরণপত্র—যথা, এফিডেভিট প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া এই ধারা রচিত হইয়াছে। ৪ মা. জরন্যাল, ৭১। নিজে দস্তখত না করিয়া তাহার উকিলের দ্বারায় কোন ব্যক্তি মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিলে, সেই দরখাস্ত এই ধারার লিখিত "বিবরণপত্র" বলিয়া গণ্য হইবে না; তবে সে যদি ঐ দরখাস্তের পোষকে শপথ করিয়া কোন মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে সে ১৯৩ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। ৭ কলি. রি., ৫৩৬। ডিক্রিজারীর দরখাস্তে কোন মিথ্যা কথা লিখিত হইলে তৎসম্বন্ধে এ ধারা খাটিবে না; কারণ ঐ দরখাস্ত এই ধারার লিখিত "বিবরণপত্র" শব্দের ভিতর আসিতেছে না। কিন্তু পক্ষগণের মধ্যে ডিক্রির পর কোন রফা নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে উহা ঐ দরখাস্তে ডিক্রিদার ইচ্ছাপূর্ব্বক না লিখিলে, সে ১৯৩ ধারামতে দায়ী হইবে; কারণ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩৫ ধারানুসারে ডিক্রিদার ঐ কথা লিখিতে বাধ্য। ১০ ই. ল. রি., বো., ২৮৮। যে বিবরণপত্র আদালত আইনমতে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য, তৎসম্বন্ধেই কেবল এই ধারা খাটিবে। অর্থাৎ, আদালত যে বিবরণপত্র আইনমতে গ্রহণ করিতে

বাধ্য নহে, তৎসম্বন্ধে এ ধারা খাটিবে না। ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৬৫৩। মিউনিসিপাল আইনানুসারে অশ্ব প্রভৃতির লাইসেন্স পাইবার দরখাস্ত এ ধারার 'বিবরণপত্রের' মধ্যে গণ্য নহে। ২২ ঐ., ঐ., ১৩১। আরও ১৯১ ধারার টীকা দেখ।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগপত্র—ইহাতে দেখাইতে হইবে যে বিবরণপত্রে যে মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে তাহা "গুরুতর কোন অংশ সম্বন্ধীয়", অর্থাৎ মূলবৃত্তান্ত ঘটিত। ১৯১ ধারায় ঐরূপ নহে। জবানবন্দি দিবার সময় সাক্ষী যদি কোন মিথ্যা কথা কহে, তজ্জন্য সে ১৯৯ ধারামতে অপরাধী হইবে না। ১ মা. রি., ৩৮।

২০০ ধারা।—যে কেহ সেইরূপ কোন বিবরণ গুরুতর কোন অংশে মিথ্যা জানিয়া তাহা সত্য বলিয়া দুষ্টভাবে ব্যবহার করে, কি ব্যবহার করিতে উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তির মিথ্যা প্রমাণ দেওনের তুল্য দণ্ড হইবেক।

অর্থের কথা।—যে বিবরণ কেবল নিয়মের কোন ব্যতিক্রম প্রযুক্ত গ্রাহ্য হইতে না পারে, তাহা ১৯৯ ও ২০০ ধারার অর্থের মধ্যে গণ্য হইবেক।

অনুমতি।—২১১ ধারার টীকা দেখ।

২০১ ধারা।—কোন অপরাধ (কৃত) হইয়াছে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া কোন ব্যক্তি যদি অপরাধীকে আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, ঐ অপরাধের কোন প্রমাণ অদৃশ্য করায়, কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধের যাহা মিথ্যা জানে কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করে এমত কোন সংবাদ দেয়, তবে যে অপরাধ হইয়াছে জানে কি বিশ্বাস করে তাহা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত হইলে, ঐ ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (হইবে)। ও যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হয়, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে (হইবে)। আর যদি সেই অপরাধের জন্য দশ বৎসরের ন্যূন কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই অপরাধের জন্য যে প্রকারে ও অত্যধিক যতকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার বিধি আছে, সেই ব্যক্তি সেই প্রকারে তাহার চারিভাগের এক ভাগের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

বলরাম যদুকে খুন করিয়াছে। আনন্দ ইহা জানিয়া বলরামকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদুর মৃতদেহ পুতিয়া রাখিতে বলরামের সাহায্য করে। ইহাতে আনন্দ ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইতে পারিবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইবে।

অর্থ।—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ ও ২০৩ ধাঃ ব্যাখ্যা দেখ। অপর ব্যক্তি কৃত অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য ইত্যাদি করিলেই এই ধারা খাটিবে। স্বয়ং অপরাধ করিয়া, অথবা অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া, যাহাতে অপরাধ প্রমাণিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে, স্বয়ং প্রমাণাদি না দেখাইলে, বা ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সম্বাদ দিলে, বা আপনাকে বাঁচাইয়া অপরকে দোষী করিলে, তৎপক্ষে এই ধারা খাটিবে না। এমন কি যে ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করা যায়, তৎকর্ত্তৃক প্রমাণ অন্তরিত হইলেও, তাহার উপর এ ধারা বর্ত্তিবে না। ৮ বো. রি., ১২৬; ৬ ই. ল. রি., কলি., ৭৮৯; ২ ই. ল. রি., এলা., ৭১৪; ৮ ই. ল. রি, এলা., ২৫২; ৭ ই. ল. রি., এলা., ৭৪৯। এই শেষোক্ত নজিরে ইহা স্থির করা হয় যে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করিলেই, এ ধারা খাটিবে। মনে কর, কোন ব্যক্তিকে খুন করা হইল। মারিবার সময় কি তৎপূর্ব্বে উহার গাত্রে যে দোলাই ছিল, তাহা ক লুকাইয়া রাখিল। ঐ কাপড় দ্বারা খুন প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং ক কর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে এ ধারার লিখিত অপরাধ হইবে না। আমার গৃহের পার্শ্বে একটি মৃত দেহ পড়িয়া আছে। কে মৃত ব্যক্তির প্রাণনষ্ট করিয়াছে তাহা আমি জানি না। আমার বাটীর নিকট শব থাকিলে আমাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে, ইহা নিবারণার্থ আমি ঐ মৃত দেহটি স্থানান্তরিত করিলাম। ইহার জন্য আমি এই ধারার দণ্ড পাইতে পারি না। ইহার সহিত ২২ ই. ল. রি., কলি., ৬৩৮ দেখ।

. প্রমাণ—(১) অমুক খুন হইয়াছে; (২) আসামী এই ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছে; (৩) সংবাদটি মিথ্যা এবং আসামী তাহা জানিত; (৪) যখন সংবাদ দেয় তখন খুন হইবার বিষয় আসামীর জানিবার বা বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল; (৫) খুনিকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায় আসামীর ছিল। এই সকল বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে। ৩ মা. রি., ২৫১। কোন অপরাধ হইয়াছে ইহা জানিবার প্রয়োজন নাই। আসামীর ইহা বিশ্বাস করিবার সমুচিত কারণ থাকিলেই হইল। সুতরাং অপরাধটি প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছে ইহার প্রমাণ দিবার নিতান্ত প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে যে আসামী যখন প্রমাণ গোপন করিতেছিল, তখন সে ইহা জানিত কিম্বা তাহার ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ ছিল যে অপরাধ কৃত হইয়াছে। ৮ উ. রি., ৬৮। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন যে, যে অপরাধের সংবাদ দেওয়া হইল তাহা যদি প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়া না থাকে, তাহা হইলে সংবাদদাতার উপর এ ধারা খাটিবে না। অর্থাৎ "অপরাধ কৃত" হইয়াছে তাহা প্রমাণিত করিতে হইবে। ৩ ই. ল. রি., এলা., ২৭৮। কলিকাতা হাইকোর্টও এই মতটি অবলম্বন করিয়াছেন। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৬১৯। কিন্তু জজ রমেশচন্দ্র মিত্র ইহা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। মূল অপরাধী দণ্ডিত হইয়া থাকিলে সেই দণ্ডাজ্ঞা এই ধারার প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে না। স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা ধারার লিখিত আবশ্যকীয় অবস্থাগুলি সাব্যস্ত করিতে হইবে। যদি মূল ঘটনার আসামী অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে সে ঘটনা সম্বন্ধে প্রমাণ গোপন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে এই ধারামতে দণ্ডিত করিতে হইলে অত্যধিক বলবৎ প্রমাণের আবশ্যক। মনে কর, ক'র গৃহে রাত্রিতে অসময়ে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। ক তাহাকে চোর বলিয়া লাঠির আঘাতে মারিয়া ফেলে। খ তাহার মৃত দেহ লইয়া কোন অগম্য স্থানে রাখিয়া আসিল। এস্থলে ক আত্মরক্ষার্থ ঐরূপ করিয়াছে বলিয়া অব্যাহতি পায়। ক'র কৃত কার্য্যটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। হাইকোর্ট বলেন, এস্থলে এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে

যে ঐ কোন অপরাধ ক কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে তাহা জানিত না বা তাহার এরূপ বিশ্বাস ছিল না। কোন অপরাধীকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ব ঐ মৃত দেহ গোপন করিয়াছে এরূপ প্রতীত হইতেছে না। অতএব খ'র ২০১ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না। ২ উ. রি., ৪৩। ২০২ ধারার টীকা দেখ। মূল অপরাধীর বিচার না হইয়া থাকিলেও, অথবা তাহার দোষ প্রমাণিত না হইলেও, অথবা কাহার কর্ত্তৃক অপরাধ কৃত হইয়াছে তাহা প্রমাণিত না হইলেও, যে ব্যক্তি সেই অপরাধ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ গোপন করে, তাহার ২০১ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে। ৭ উ. রি., ২২।

অভিযোগপত্র—তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে প্রাণ দণ্ডের (বা যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর ইত্যাদি) উপযুক্ত অপরাধ হইয়াছে জানিয়া, বা তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া অপরাধী ব্যক্তিকে আইনমত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, ঐ অপরাধ-ঘটনের কোন প্রমাণ অদৃশ্য করায় (কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে ইত্যাদি) এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছ।

২০২ ধারা।—কোন এক অপরাধ (কৃত) হইয়াছে জানিয়া কি তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যাহার সেই অপরাধের সম্বাদ দেওয়া আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য এমত ব্যক্তি, যদি সেই সম্বাদ জ্ঞানপূর্ব্বক (ইচ্ছাপূর্ব্বক) না দেয়, তবে সেই লোক ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ, ও ২০৩ ধাঃ, ব্যাখ্যা দেখ।

প্রমাণ—এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিতে হইলে ইহা অবশ্য প্রমাণিত করিতে হইবে যে "কোন অপরাধ কৃত হইয়াছে।" ৪ উ. রি., ২৯; ২০ উ. রি., ৬৬। কিন্তু একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে "কোন অপরাধ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার" আসামীর কারণ ছিল এইমাত্র প্রমাণিত হইলেই যথেষ্ট। ১৮ উ. রি., ৩১। ইহার সহিত ৩ ই. ল. রি., কলি., ৪১৩ ও ২০১ ধারার টীকা দেখ।

২০৩ ধারা।—কোন অপরাধ (কৃত) হইয়াছে জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, কোন ব্যক্তি ঐ অপরাধের বা। মিথ্যা জানে কি মিথ্যারূপে বিশ্বাস করে এমত সম্বাদ যদি দেয়, তবে সেই ব ক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা। যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে নিম্নলিখিত ধারা-গুলির মধ্যে, অর্থাৎ, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ এবং ৪৬০ এই ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারানুসারে দণ্ডনীয় হয় বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে সেই কার্য্য করা হইলে ২০১ ও ২০২ ধারায় এবং এই ধারায় 'অপরাধ' শব্দে তাহাও বুঝাইবে। (১৮৯৪ সাঃ, ৩ আঃ, ৬ ধারা)।

অর্থ—"অপরাধ" এর অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ টীকা দেখ।

প্রমাণ—কিরূপে অপরাধ হইয়াছে তাহা এ ধারার আসামী জানিত কি না, দেখিবার আবশ্যক নাই। মনে কর, একটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। গলদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। সমস্ত অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে খুন করিয়াছে। গ্রামস্থ চৌকিদার এ সমস্ত পরীক্ষা করিয়া থানায় এই সংবাদ দিল যে "মৃত ব্যক্তি ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে; সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হইল না।" এমত অবস্থায় চৌকিদারের এই ধারার লিখিত অপরাধ করা হইল। ১ উ. রি., ১৮। অপরাধ হইয়াছে আসামীর এরূপ জ্ঞান বা বিশ্বাস থাকিলেই হইল। ২০ উ. রি., ৬৬। অপরাধ হইয়াছে ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে। ২০১ ও ২০২ ধারার টীকা দেখ। মিথ্যা সংবাদ দিবার আসামীর যে কোন অভিপ্রায় থাকুক না কেন, এই ধারার মোকদ্দমায় আসামীর অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য দেখিবার প্রয়োজন নাই। ১ উ. বি., ১৮।

২০৪ ধারা।—কোন আদালতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি আইনমতে হয়, তাহাতে যে ব্যক্তির দ্বারা কোন দলিল অবশ্য উপস্থিত করাইতে পারা যায় (আইনমতে উপস্থিত করিতে বাধ্য করা যায়), সেই ব্যক্তি, যদি সেই আদালতে কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে সেই দলিল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত কি ব্যবহার না হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা যদি ঐ দলিল সেই কারণে উপস্থিত করিবার শমন কি আজ্ঞা আইনমতে পাইলে পর, সেই ব্যক্তি তাহা গোপন কি নষ্ট করে, কিম্বা সেই দলিলের সমুদয় কি তাহার কোন অংশের অক্ষর মোচন করে, কি তাহা পঠনের অযোগ্য করে, তবে সেই দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থ—ক, খ'র নামে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করিলে সেই মোকদ্দমা সালিশের নিকট প্রেরিত হয়। গ এক জন সাক্ষী খ'র সাপক্ষে কোন বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য এক খানি দলিল লইয়া সালিশীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ক ঐ দলিল গ'র হাত হইতে ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করে ও সালিশীগণের সম্মুখে উহা বাহির করিতে অস্বীকার করে। এ স্থলে ক এই ধারার অপরাধ করিল। ৩ ই. ল রি., মা., ২৬১। ৪৭৭ ধাঃ দেখ। পুলিসে কোন অপরাধ ঘটিত যে প্রথম সম্বাদ দেওয়া যায়, তাহা ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে নষ্ট বা গোপন করিলে এই ধারা বর্ত্তিবে। ২০ ই. ল. রি., এলা., ৩০৭।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

২০৫ ধারা।—যদি কেহ আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দিয়া সেই ছদ্মবেশে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোন কথা স্বীকার করে, কি কোন বৃত্তান্ত কহে, কি নালিশের আরজীর দাবী স্বীকার করে, কিম্বা কোন পরওয়ানা জারী করায়, কিম্বা হাজিরজামিন (bail) কি জামিন (security) হয়, কিম্বা অন্য কোন কার্য্য করে, তবে সেই ব্যক্তির তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—আসামীর নিজে অপর ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেওয়া এবং সেই ছদ্মবেশে কোন

কার্য্য করা প্রমাণিত করিতে হইবে। নচেৎ, এই ধারামত তাহার দণ্ড হইতে পারে না। মনে কর, এক জন ব্যক্তি ক'র নামীয় একখানি দরখাস্ত দাখিল করিল। নিজে সে যে ক এমন পরিচয় দিল না। বরং এ কথা বলিল যে ক পীড়িত থাকায় স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবে না বলিয়া তাহাকে দরখাস্তখানি দাখিল করিয়া দিতে বলিয়াছে, এবং সেই কথানুসারে সে দাখিল করিয়াছে। এরূপ স্থলে সে ব্যক্তির এই ধারামত দণ্ড হইতে পারে না। ৮ ঊ. রি.,. ৮৯। কিন্তু মনে কর, কোন মোকদ্দমায় ক'র উপস্থিত হইতে কষ্ট হইবে বলিয়া ক'র সম্মতিক্রমে খ আসিয়া আপনাকে ক বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া কোন কার্য্যাদি করিল। এস্থলে খ'র যদিও কোন প্রতারণা পূর্ব্বক লাভ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে না, তথাপি খ এই ধারার লিখিত অপরাধে অপরাধী হইবে, এবং ক তাহার সহায়তা করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হইবে। ১ মা. রি., ৪৫০। কলিকাতা হাইকোর্টে ইহার একটি বিপরীত নজির দেখিতে পাওয়া যায়। ২ বে. ল. রি., ২৬। এই ধারা সম্বন্ধে উপরোক্ত দুই হাইকোর্টের মধ্যে অপর একটি বিষয় লইয়া মতের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন, আসামী কোন "কাল্পনিক" ব্যক্তিরূপে আপনাকে পরিচয় দিলেও, তৎবর্ত্তৃক এই অপরাধ কৃত হইবে। ইণ্ডি. জরনাল., ১২৩। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন, আসামী অপর কোন প্রকৃত ও পরিচিত ব্যক্তিরূপে আপনাকে পরিচয় দিলে, তাহার দণ্ড হইবে। ওরফে (alias) বা অজ্ঞাত (inoog) ব্যক্তির ছদ্মবেশ করিলে, সে দণ্ডিত হইতে পারে না। ৩ মা. জরন্যাল ১৪৬; ৪ মা. রি., ১৯।

"মোকদ্দমায়"—অর্থাৎ মোকদ্দমা চলিবার সময়, মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে পর নহে, এরূপ বুঝিতে হইবে। ১৮৫২ সালের ৩ আইনের বিধানানুসারে যে মোকদ্দমা (prosecution) হইবে, তাহা এই ধারার "ফৌজদারী" মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা আদালতের রায় প্রকাশ হইলেই শেষ হইল বলিতে হইবে; দেওয়ানী মোকদ্দমাতেও ঐরূপ। রায় প্রকাশের পূর্ব্বে মোকদ্দমা চলিতেছে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ৮ ঊ. রি., ১৫; ৫ ঊ. রি., ৭। ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৮২ ধারা দেখ।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ—তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে আপনাকে ক বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া সেই ছদ্মবেশে এই বৃত্তান্ত কহিয়াছ (বৃত্তান্তটি দিতে হইবে) এবং তদ্দ্বারা তোমার কর্ত্তৃক ইত্যাদি।

২০৬ ধারা।—কোন ব্যক্তি আদালতের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারকের যে হুকুম হইয়াছে, কিম্বা হইবার সম্ভাবনা জানে, সেই হুকুমমতে কোন সম্পত্তি কি তাহাতে কিছু স্বত্ব সম্বন্ধ দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) না করা যায়, কি অর্থদণ্ডের টাকা আদায়ের জন্য না লওয়া যায়, কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন আদালতের যে ডিক্রি কি হুকুম হইয়াছে কি হইবার সম্ভাবনা জানে সেই ডিক্রিজারীক্রমে না লওয়া যায়—এই অভিপ্রায়ে, যদি সেই ব্যক্তি কোন সম্পত্তি কি তাহাতে কোন স্বত্ব সম্বন্ধ প্রতারণাপূর্ব্বক স্থানান্তর করে, কি গোপন করে, কি হস্তান্তর করে, কিম্বা কোন কাহাকে দেয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারার "প্রতারণাপূর্ব্বক" কথাটি নিতান্ত আবশ্যক। "প্রতারণাপূর্ব্বক" কার্য্যটি করা হয় নাই দেখাইবার জন্য আসামী এরূপ প্রমাণ দিতে পারে যে সে প্রকাশ্যভাবে সম্পত্তি স্থানান্তরিত করিয়াছে। ১৮ ঊ. রি., ৬৬। সেইরূপ আসামীর কু-অভিপ্রায় দেখাইবার জন্য তৎবর্ত্তৃক অপর অপর হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি কার্য্য প্রমাণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে। ১৬ ই. ল. রি., বো., ৪১৪। Public Demands Recovery Act অনুসারে সার্টিফিকেট জারী করিয়া ধান্যাদি ক্রোক হইলে দেন্দার জানিয়া শুনিয়া ঐ ধান সরাইলে এ ধারার অপরাধ করিল। ঐ certificate দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির ন্যায় বলবৎ। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ২১৭। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনানুসারে কালেক্টর বাকি খাজনার মোকদ্দমা যে ডিক্রি দেন, তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির স্বরূপ গণ্য। ১০ ঊ. রি., ৪৬। ইহার সহিত ৩৭৯ ও ৪২৪ ধারার টীকা দেখ।

বিশেষ কথা—৪২১-৪২৪ ধারার প্রতারণাপূর্ব্বক দলিল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে। ২০৬ প্রভৃতি ধারাগুলির অপেক্ষা এই ধারাগুলির লক্ষ্য অধিকতর বিস্তৃত। ২০৬ প্রভৃতি ধারাগুলিতে সাধারণ যথার্থ বিচারের বাধাজনক অপরাধের কথাই বলা হইয়াছে (offences against public justice),—অর্থাৎ public justice (যথা আদালতের ডিক্রি প্রভৃতি) যাহাতে প্রতিহত না হয়, কেবল তাহাই এই ধারাগুলির উদ্দেশ্য। ২০৬ ধারা প্রভৃতিতে যে বিশেষ অভিপ্রায়ের উল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর অভিপ্রায়ে শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পত্তি হস্তান্তরাদি করিলে ৪২১-৪২৪ ধারা বর্ত্তিবে।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা।

২০৭ ধারা।—কোন ব্যক্তি আদালতের কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারকের যে হুকুম হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা জানে সেই হুকুমমতে কোন সম্পত্তি কি তাহাতে কোন স্বত্বসম্বন্ধে দণ্ড (বাজেয়াপ্ত) না হয়, কি অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিবার জন্য না লওয়া যায়, কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোন আদালতের ডিক্রি হুকুম হইয়াছে কি হইবার সম্ভাবনা জানে সেই ডিক্রিজারীক্রমে না লওয়া যায়—এই অভিপ্রায়ে, সেই সম্পত্তিতে কি স্বত্ব সম্বন্ধে সেই ব্যক্তির কোন অধিকার নাই, কি ন্যায্য দাওয়া নাই জানিয়া যদি সে প্রতারণা করিয়া ঐ সম্পত্তি কি তাহাতে কিছু স্বত্ব সম্বন্ধ গ্রহণ করে, কি লয়, কি তাহার দাওয়া করে, কিম্বা ঐ সম্পত্তিতে কিম্বা তাহার কোন স্বত্বসম্বন্ধে অধিকার বিষয়ে কোন প্রতারণা কার্য্য করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

২০৮ ধারা।—কোন ব্যক্তির যে টাকা দেনা নহে তাহার জন্য, কিম্বা যত টাকা দেনা হয় তাহার অধিক টাকার জন্য, কিম্বা যে সম্পত্তিতে কি সম্পত্তির যে স্বত্বসম্বন্ধে তাহার কোন অধিকার নাই তাহার জন্য, যদি সেই ব্যক্তি আপনার বিপক্ষে অন্য ব্যক্তির দরখাস্তমতে প্রতারণা করিয়া কোন ডিক্রি কি হুকুম করায় (passed), কি হইতে দেয়, কিম্বা কোন ডিক্রি কি হুকুমশোধ (satisfied) হইলে

পর তাহার নিমিত্ত, কিম্বা যে কোন বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রি কি হুকুমশোধ (satisfied) হইয়াছে তাহার নিমিত্ত, যদি সেই ডিক্রি কি হুকুম প্রতারণা করিয়া আপনার উপর জারী করায় (oxoouto), কি জারী হইতে দেয়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

যদুর নামে আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করে। যদু জানে যে আনন্দের পক্ষে ডিক্রি হইতে পারে। সেই যদুর নামে বলরাম অধিক টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত করে, কিন্তু বলরামের দাওয়া যথার্থ নহে, তথাপি বলরামের প্রাপ্ত ডিক্রিমতে যদুর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার নিজের কিম্বা যদুরও কিছু লাভ হইতে পারে, এই কারণে যদু প্রতারণা করিয়া (আনন্দকে নিরাশ করিবার অভিপ্রায়ে) বলরামের মোকদ্দমা ডিক্রি হইতে দেয়। যদু এই ধারার লিখিত দোষ করিয়াছে।

২১০ ধারা দেখ।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

২০৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি যে দাওয়া আপনি মিথ্যা বলিয়া জানে, এমত কোন দাওয়া যদি কোন আদালতে প্রতারণা কি শঠতাক্রমে, কিম্বা অন্য ব্যক্তির হানি করিবার কি অন্য ব্যক্তিকে ক্লেশ (annoy) দিবার জন্য করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২১০ ধারার টীকা দেখ।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

২১০ ধারা।—কোন ব্যক্তির স্থানে যে টাকা পাওনা নয় তাহার জন্য, কি যত টাকা পাওনা আছে তাহার অধিক টাকার জন্য, কিম্বা যে সম্পত্তিতে কি সম্পত্তির যে স্বত্বসম্বন্ধে তাহার কোন অধিকার না থাকে তাহা পাইবার জন্য, যদি কেহ প্রতারণা করিয়া কোন ডিক্রি কি হুকুম পায়, কিম্বা কোন ব্যক্তির উপর কোন ডিক্রি কি হুকুম জারী (পরিশোধ) হইলে পর কিম্বা যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রিজারী হইয়াছে (যৎসম্বন্ধে ডিক্রি হইয়াছে তাহা পরিশোধ হইলে পর) তাহার জন্য, যদি কেহ প্রতারণা করিয়া ডিক্রি কি হুকুমজারী করায়, কি আপনার নামে প্রতারণাপূর্ব্বক তদ্রূপ কোন কার্য্য হইতে দেয়, কি হইবার অনুমতি দেয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ ও প্রমাণ।—২০৮ ধারায় যে উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে প্রতীত হইবে যে যদু ২০৮ ধারার অপরাধে অপরাধী ও বলরাম ২১০ ধারামত দায়ী হইতেছে। সে

ডিক্রি জারী হইয়া পরিশোধ হইয়া গিয়াছে সেই ডিক্রি জারী করিবার জন্য কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে, সে এই ধারামতে দণ্ড পাইবে, ২০৯ ধারামত নহে; কারণ, এতদ্দ্বারা সে কোন মিথ্যা দাবি করিতেছে না। ১২ ঊ. রি., ৩৭। যদিও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনানুসারে আদালতের বাহিরে ও অজ্ঞাতে কোন ডিক্রি পরিশোধ হইলে, আদালত সে বিষয় দেখিতে অসমর্থ, তথাপি ফৌজদারী আদালত তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ডিক্রি প্রকৃতপক্ষে পরিশোধ হইয়াছে কি না তাহা দেখিতে পারেন। ৪ ই. ল. রি., মা., ৩২৫; ৯ ঐ., ঐ., ১০১। যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে ডিক্রি প্রকৃতপক্ষে পরিশোধ হইয়াছে, তাহা হইলে আসামী এই ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। ঐরূপ পরিশোধ দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ধর্ত্তব্য নহে বলিয়া আসামী অব্যাহতি পাইতে পারে না। ১৬ ই. ল. রি., কলি., ১২৬। কিন্তু "ডিক্রি জারী করার" আবশ্যক। মনে কর, ডিক্রি জারী করিবার জন্য দরখাস্ত করিলাম। দেন্দারের উপর নোটিশ হইল, সে আদালতে উপস্থিত হইয়া বলিল ডিক্রি পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। আদালত প্রমাণাদি লইয়া ডিক্রি পরিশোধ হইয়াছে সাব্যস্ত করিয়া ডিক্রি জারীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য (dismiss) করিলেন। এরূপ স্থলে ডিক্রিদার দ্বারা ২১০ ধারার অপরাধ কৃত হইল বলা যাইতে পারে না। ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৯৭১।

পরিশোধ—এই শব্দে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানানুসারে আদালত কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে (unless certified) ডিক্রি পরিশোধ হইয়াছে এরূপ ধরা যায় না। এ ধারায় 'পরিশোধ' শব্দে ঐরূপ পরিশোধ বুঝাইতেছে না। ১০ ই. ল. বি., বো., ২৮৮।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

২১১।—যদি কেহ কোন ব্যক্তির নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবার কি নালিশ (অভিযোগ) করিবার যথার্থ কি ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া, সেই ব্যক্তির হানি করিবার মানসে তাহার নামে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা (criminal proceedings) উপস্থিত করে কি করায়, কিম্বা তাহার (কোন ব্যক্তির) নামে অপরাধের মিথ্যা নালিশ (charge—অভিযোগ) করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। ও যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের, কিম্বা সাত বৎসর কি তাহার অধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদের দণ্ড হইতে পারে এমন অপরাধের মিথ্যা নালিশ হইয়া (অভিযোগপূর্ব্বক) যদি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ।—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধারার টীকা দেখ। এই ধারা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে (ক) ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করা ও করান, এবং (খ) অপরাধের নালিশ করা—এই দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষভাগে উহার মধ্যে কেবল একটির, অর্থাৎ অপরাধ বিশেষের মিথ্যা অভিযোগের উপর ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং যদি কেহ প্রাণ-দণ্ড কি যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর বা সাত

বৎসর বা তদধিককাল গিয়াদে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা (proceeding) আদালতে বা অন্যত্র রুজু না হয়, তাহা হইলে তাহার উপর এই ধারার শেষ ভাগ খাটিবে না। কিন্তু তাহার কার্য্য প্রথম ভাগের দ্বিতীয় কথার ভিতর পড়িবে।

নালিশ ও ফৌজদারী মোকদ্দমা—এই ধারার প্রথম ভাগের দুইটি অংশের, অর্থাৎ (ক) ও (খ)র মধ্যে কি প্রভেদ আছে তাহা কলিকাতা হাইকোর্টের একটি ফুল বেঞ্চ এইরূপ স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে (ক) ও (খ)'র মধ্যে প্রভেদ এই যে (খ), অর্থাৎ "নালিশ করণ" (charge) শব্দটি অপরাধ (offence) ব্যতীত অপর কোন কার্য্য সম্বন্ধে খাটে না; কিন্তু (ক), অর্থাৎ "মোকদ্দমা উপস্থিত করণ" (proceeding) শব্দগুলি অপরাধ ও অন্য প্রকার কার্য্য উভয় সম্বন্ধেই বর্ত্তে। মনে কর, আমি যদুর নামে মিথ্যা করিয়া ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১০৭ ধারাগত মোকদ্দমা রুজু করিলাম। এস্থলে আমার কার্য্যটি (ক) কথার ভিতর পড়িতেছে। এতদ্দ্বারা যদুর নামে মিথ্যা "নালিশ করা" হইল (false charge) এরূপ বলা যাইতে পারে না; কারণ যদু কর্ত্তৃক কোন "অপরাধ" কৃত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করা হইতেছে না—কেবল তৎকর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার আশঙ্কার উল্লেখ করা যাইতেছে। সেইরূপ যদি আমি পুলিষে গিয়া যদুর নামে একটি পুলিষ কর্ত্তৃক অধর্ত্তব্য অপরাধ (non-cognizable offence) করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করি, এস্থলে আমার কার্য্যটি "নালিশ করা" (charge) শব্দের ভিতর পড়িতেছে, কিন্তু "মোকদ্দমা উপস্থিত করণ" (institute proceeding) কথাগুলির অন্তর্গত হইতেছে না; কারণ, ঐরূপ অপরাধের নালিশ হইলে তৎসম্বন্ধে পুলিষ কোন কার্য্য (proceeding) করিতে পারেন না। কিন্তু ধর্ত্তব্য অপরাধের (cognizable offence) সংবাদ পাইলে তাহারা তদন্ত করিতে বাধ্য। সুতরাং যদি আমি পুলিষ ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কাহারও নামে থানায়, অর্থাৎ পুলিষের নিকট মিথ্যা এজাহার দিই, তাহা হইলে "নালিশ করা" হইল; এবং তৎসম্বন্ধে পুলিষ তদন্ত করিতে সক্ষম বিধায় "মোকদ্দমা উপস্থিত" ও করা হইল; এবং সেই অপরাধটি যদি ২১১ ধারার শেষ ভাগের লিখিত অপরাধগুলির মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে আমি ঐ শেষভাগানুসারে দণ্ডিত হইব। অর্থাৎ যতক্ষণ আদালত বা মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির নিকট কোন কার্য্য (proceeding) না হইবে, ততক্ষণ "ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত" করা হইল এরূপ বলা যাইতে পারে না—ইহা ঠিক নহে। পুলিষের নিকট কোন ধর্ত্তব্য অপরাধের, অর্থাৎ যে অপরাধ সম্বন্ধে পুলিষ তদন্ত করিতে আইনানুসারে বাধ্য বা ক্ষমতাবান সেইরূপ অপরাধের নালিশ করিলেও, ঐ নালিশ দ্বারা ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল ধরিতে হইবে। ১৭ ই. ল. রি., কলি., ৫৭৯; ২২ ঐ., ঐ., ৫৯৬। আরও ২৭ ঐ., মা., ১২৯ দেখ। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট এ নজিরটি অনুসরণ করিয়াছেন। ২০ ঐ., মা., ৭৯। তাঁহারা বলেন কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পুলিষের নিকট কোন ধর্ত্তব্য অপরাধের নালিশ করা, ও তাহার নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের নালিশ করা উভয়ই তুল্যরূপে ধারার লিখিত "ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ" শব্দের ভিতর পড়িতেছে। এমন কি পুলিষ বা মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না করিলেও, ঐরূপ গণ্য হইবে। ২৬ ঐ., এলা., ২৪৪ দেখ। অপর একটি মোকদ্দমায় মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে কোন village magistrateএর নিকট ক খ'র নামে জ্ঞানকৃত বধের মিথ্যা নালিশ করিলে, যদিও ঐ নালিশ "মোকদ্দমা উপস্থিত করণ" শব্দের ভিতর না পড়ে এবং যদিও ঐ নালিশ পুলিষ তদন্তে মিথ্যা সাব্যস্ত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য (proceeding) না করা হয়, তাহা হইলেও উক্ত মাজি-

ষ্ট্রেটের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা থাকায় ঐ নালিশ ধারার লিখিত "নালিশ" (charge) শব্দের অন্তর্গত হইতেছে। ২৭ ঐ., মা., ১২৯। এই মোকদ্দমায় ২০ ঐ., ঐ., ৭৯ নজিরটি দেখান হয় নাই। বোম্বাই হাইকোর্ট বলেন কোন ব্যক্তি পুলিসের নিকট কোন ধর্ত্তব্য অপরাধের মিথ্যা নালিশ করিলে, তাহার কার্য্য "ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ" শব্দের ভিতর পড়িতেছে। ২২ ঐ., বো., ৫৯৬। এলাহাবাদ হাইকোর্ট কলিকাতার ফুল বেঞ্চের নজিরটি সম্যকরূপে অনুমোদন করেন নাই। ক খ'র নামে পুলিষের নিকট মিথ্যা করিয়া খুনের নালিশ করে। তাঁহারা বলেন, এতদ্দ্বারা ক কর্ত্তৃক "মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত" করা হইল না। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ১২৪। মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেই এ ধারার অপরাধ কৃত হইল। ঐ মোকদ্দমায় আদালত আসামী তলব না করিলেও এ ধারা বর্ত্তিবে। ২৬ ই. ল. রি., এলা., ২৪৪। সেইরূপ পুলিষের নিকট অভিযোগ হইলে, পুলিষ যদি ফৌঃ কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ (খ) ধারা-মতে ঐ মোকদ্দমা তদন্ত না করেন, তাহা হইলেও অভিযোগকারীর উপর ২১১ ধারা বর্ত্তিবে। এক ব্যক্তি পুলিষে যাইয়া বলিল যে অমুক তাহার সন্তানকে বধ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা সে ব্যক্তি ২১১ ধারা (১৮২ ধারা নহে) মত দণ্ড পাইবে। ৮ উ. রি., ৬৭। কোন ব্যক্তি পুলিষে তাহার গৃহে চুরী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিল এবং পুলিষ তদন্ত করিল; এতদ্দ্বারা সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই ধারার লিখিত ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল, এইরূপ গণ্য করিতে হইবে। ৫ উ. রি., ৩০। পুলিষের নিকট মিথ্যা নালিশ করিলে যে এই ধারার অপরাধ করা হইবে, সে সম্বন্ধে ২৩ উ. রি., ৩২ পৃষ্ঠায় আর একটি নজির আছে। এক ব্যক্তি কোন পুলিষ কর্ম্ম-চারীকে বলিল—"ক আমাকে বলিতেছে যে খ অমুক অপরাধ করিয়াছে। গ এবং ঘ ক'র কথার পোষকতা করিতেছে। সুতরাং আমার খ'র উপর সন্দেহ হইতেছে।" এই বলিয়া খ'র বাটীতে খানাতল্লাসি করাইবার জন্য একখানি দরখাস্ত করে। এতদ্দ্বারা সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক খ'র নামে নালিশ উপস্থিত করা হইল বলিতে হইবে, অর্থাৎ যদি ঐ নালিশ মিথ্যা হয়, তাহা হইলে খ তাহার বিরুদ্ধে ২১১ ধারার মোকদ্দমা করিতে পারিবে। ১৯ উ. রি., ৫।

ন্যায্য কারণ নাই—অর্থাৎ যদি নালিশ বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সঙ্গত কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত নালিশ বা মোকদ্দমা মিথ্যা হইলেও, ফরিয়াদীর উপর ২১১ ধারা বর্ত্তিবে না। এ সম্বন্ধে নিম্নস্থ "প্রমাণ" শীর্ষক টীকা দেখ। একটি মোকদ্দমায় প্রকাশ পায় যে ক থানায় গিয়া এই সংবাদ দেয়—"আমার বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছে; 'খ' আমার শত্রু এবং তজ্জন্য আমার সন্দেহ হয় যে সে ঐ ডাকাইতিতে ছিল।" হাইকোর্ট বলেন যে অত্র অবস্থায় যথার্থ কি ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া ক খ'র উপর দোষারোপ করিয়াছে ইহা ধরা যাইতে পারে না। ৮ কলি. রি., ২৬৩। ১৮২ ধারার টীকা দেখ।

"হানি করিবার মানসে"—অর্থাৎ এরূপ দুষ্টাভিপ্রায় না থাকিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। কোন জমাদার ইন্‌স্পেক্টর বাবুর নিকট গিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল যে অমুক ব্যক্তি অমুক অপরাধ করিয়াছে, এবং তৎপরে ইন্‌স্পেক্টর বাবুর হুকুমানুসারে সেই ব্যক্তির নামে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিল। এস্থলে ইন্‌স্পেক্টরের হুকুম অনুসারে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া জমাদার ২১১ ধারা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। ২ উ. রি., ৪৫; ৮ উ. রি., ৮০। ইহার সহিত ২৭ ই. ল. রি., মা., ১২৭ দেখ। মেন সাহেব বলেন যে যদি কোন জমাদার এরূপ সংবাদ পায় যে রাম হরিকে খুন করিয়াছে, এবং সেই সংবাদ যদিও সে বিশ্বাস না করে, তথাপি সেই সংবাদসূত্রে আপন পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গিয়া সে যাহা করিবে, তাহাতে ২১১ ধারা খাটিবে না।

কারণ, তাহার কার্য্যে কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায় নাই। মনে কর, আমি একজন পঞ্চায়েত। আমি শুনিলাম যে রাম হরিকে সাংঘাতিক প্রহার করিয়াছে এবং দেখিলাম হরি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। আমি ১৮৭০ সালের ৬ আইনের ৪১ ধারামত পুলিষে সংবাদ দিলাম। রাম জব্দ হয় আমার এরূপ অভিপ্রায় নহে। আমি ২১১ ধারামতে দায়ী হইব না।

১৮২, ২১১, ও ৪৯৯ ধারার মধ্যে ব্যবধান কি—এ সম্বন্ধে ১৮২ ও ৪৯৯ ধারার টীকা দেখ।

আর একটি বিশেষ কথা—উপরের "অর্থ" শীর্ষক টীকায় যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই দেখা যায় যে মিথ্যা নালিশ বা মোকদ্দমা যে কোন ফৌজদারী আদালতেই করিতে হইবে এমন নহে। যদি কোন ব্যক্তি কাহার নামে জ্ঞানপূর্ব্বক কোন পুলিষ কর্ম্মচারীর নিকট মিথ্যা অভিযোগ বা মোকদ্দমা করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইবে। ৫ ই. ল. রি., কলি., ২৮১। এমন কি, কোন ব্যক্তির নামে পুলিষের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিলে, যদি পুলিষ ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৫৪ ধারামতে ঐ নালিশ লিপিবদ্ধ না করেন, তাহা হইলেও ফরিয়াদীর উপর ২১১ ধারা বর্ত্তিবে। ১৭ ঐ., মা., ১২৭। কিন্তু যদি কেহ পুলিষ বা মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় যে কর্ম্মচারীর কোন মোকদ্দমা বিচার বা তদন্ত করিবার ক্ষমতা নাই, সেই প্রকার কোন কর্ম্মচারীর নিকট মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে এ ধারামত অপরাধী হইবে না। ৬ ই. ল. রি., কলি., ৬২০। আরও মনে কর, ক একজন কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্ম্মচারী; মাজিষ্ট্রেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্ত্তা। ক'র উপর অনেক দোষারোপ করিয়া আমি মাজিষ্ট্রেট উক্ত আফিসের কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নিকট দরখাস্ত করিলাম। এরূপ দরখাস্তের উপর ২১১ ধারার মোকদ্দমা চলিতে পারে না। ৩০ ই. ল. রি., কলি., ৪১৫। এ ধারায় "charge" শব্দের অর্থ কি এসম্বন্ধে ২৬ ঐ., মা., ৬৪০ দেখ।

অভিযোগ—(১) যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আসামী মিথ্যা নালিশ করিয়াছিল সেই অপরাধের উল্লেখ; (২) যাহার নিকট নালিশ করিয়াছিল তাহার নাম; (৩) যাহার নামে নালিশ করিয়াছিল তাহার নাম; (৪) এবং আসামী জানিত যে ঐ নালিশ করিবার কোন আইনসঙ্গত কারণ ছিল না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ নালিশ করা হইয়াছে এতদর্থে এক বিবরণ—এই সমস্ত অভিযোগপত্রে প্রকাশিত করিতে হইবে। মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করা এবং তৎপোষকার্থ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধ; সুতরাং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিচার্য্য ও দণ্ডনীয়। ৭ উ. রি., ৫৯।

কোন্ আদালতে বিচার্য্য—২১১ ধারা, অথবা এই ১১ অধ্যায়ের অপরাধগুলি কোন্ আদালতে বিচার্য্য তৎসম্বন্ধে ১৭২ ধারার টীকা দেখ।

অনুমতি—আবশ্যক। ফৌ. কা., আ., ১৯৫ ও ৪৭৬ ধাঃ দেখ। এ সম্বন্ধে এস্থলে অনেকগুলি কথা বলা আবশ্যক। (ক) ঐ কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারায় লিখিত আছে যে যদি এই আইনের ১৯৩-১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫-২১১ বা ২২৮ ধারার অপরাধ কোন আদালতের প্রোসিডিং সম্বন্ধে কৃত হয়, তাহা হইলে সেই আদালতের, অথবা সে আদালত যে আদালতের অধীন সেই আদালতের অনুমতি ব্যতীত ঐ সমস্ত ধারার মোকদ্দমা আদৌ গ্রহণ করা যাইবে না। এ সব অপরাধের সহায়তা বা উদ্যোগ করা অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধেও এই বিধান বর্ত্তিবে। সুতরাং পুলিষের সমক্ষে যদি কোন ব্যক্তি কাহার নামে মিথ্যা নালিশ করে, সেই ব্যক্তির নামে ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইতে হইলে অনুমতি আবশ্যক

করিবে না। ২৪ উ. রি., ৪১ ; ৪ ই. ল. রি., বো., ৪৭৯। অথবা আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই ; পুলিষের নিকট তদন্তাধীন রহিয়াছে। এরূপ তদন্তে উক্ত কোন অপরাধ কৃত হইলে, তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে, অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে না। ২৬ ই. ল. রি., কলি., ৮৬। এমন কি, পুলিষের নিকট একটি মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিলে, পরে যদি ঐ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট তদন্ত (investigate) করেন, তাহা হইলেও পুলিষের নিকট মিথ্যা মোকদ্দমা করার জন্য বাদীর উপর ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইতে হইলে, অনুমতির আবশ্যক নাই। এ সম্বন্ধে ৭ ই. ল. রি., মা., ২৯২ ; ১৫ ঐ., এলা., ৩৩৬ ; ২২ ঐ., বো., ৫৯৬ দেখ। (খ) অনুমতি কাহার নিকট লইতে পারা যায়? বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারানুসারে যে আদালতের সমক্ষে মিথ্যা অভিযোগ কৃত হইবে, সেই আদালতের বা তদুপরিস্থিত আদালতের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে। নিম্ন আদালত অনুমতি দিলে বা না দিলে, তৎসম্বন্ধে উপরিস্থ আদালতে দরখাস্ত (motion) চলিবে। কিন্তু ৪৭৬ ধারামত হুকুম সম্বন্ধে কেবল হাইকোর্ট ঐ আইনের ৪৩৯ ধারামতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ২০ ই. ল. রি., কলি., ৩৪৯ ; ২৬ ঐ., এলা., ১ ; ২৬ ঐ., বো., ৭৮৫ ; ২১ ঐ., মা., ১৯৪। কিন্তু দুই একটি মোকদ্দমায় কোন কোন হাইকোর্ট এই মতটি গ্রহণ করেন নাই। ১৩ ই. ল. রি., বো., ১০৯; ১৩ ঐ., মা., ১৪৪ ; ২৬ ঐ., মা., ৯৮। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৭৬ ধারানুসারে কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে হইলে, অগ্রে একটি তদন্ত করিতেই হইবে এমন নহে। অবস্থা অনুসারে তদন্ত না করিয়া আসামীকে ফৌজদারীতে দিলে, সে হুকুম অবৈধ হইবে না। ২০ ই. ল. রি., কলি., ৪৭৪ ; ১৫ ই. ল. রি., এলা., ৩৯২। তবে যদি অবস্থা দৃষ্টে কে, কি অপরাধ করিয়াছে ইহা প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে আদালত কর্ত্তৃক ৪৭৬ ধারামতে কার্য্য করা উচিত নহে, অর্থাৎ (roving commission) বাহির করা এ ধারার অভিপ্রায় নহে। ১৬ ঐ., কলি., ৭৩৫ ; ২৩ ঐ., ঐ., ৫৩২ ; ২৯ ঐ., ঐ., ৮৮৭। ৪৭৬ ধারামতে আদালত স্বয়ংই (of its own motion) কার্য্য করিতে সক্ষম, কিন্তু ১৯৫ ধারামতে অনুমতি দিতে হইলে, আদালতের নিকট অনুমতি পাইবার দরখাস্ত কৃত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ আদালত ১৯৫ ধারামতে কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন। ২০ ঐ., ঐ., ৪৭৫ ; ২৭ ঐ., ঐ., ৮২০। অনেক সময়ে আদালত ১৯৫ ধারা ও ৪৭৬ ধারা উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। (গ) ১৯৫ ধারার অনুমতি একবার পাইলে, উহা ছয়মাস কাল বলবৎ থাকিবে। ঐ সময়ের মধ্যে কোন কার্য্য করা না গেলে, পুনঃবার অনুমতি লওয়া যাইতে পারে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৫৭৭ ; ৬ ই. ল. রি., এলা., ৪৫। কিন্তু অপর একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন ছয় মাসের পর নূতন অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। ২২ ঐ., কলি., ৫৭৩। তবে উক্ত ১৯৫ ধারায় লিখিত আছে যে উত্তমরূপ কারণ থাকিলে, হাইকোর্ট ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন। ক খ'র নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিবার পক্ষে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে অনুমতি পান। ঐ অনুমতি ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে, ও তাহার পর অকর্ম্মণ্য হয়। ইতিমধ্যে খ উপরিতন আদালতে অনুমতিটি রদ করিবার জন্য দরখাস্ত করে ও ঐ দরখাস্ত ১লা অক্টোবর বিচার হইয়া বাহাল থাকে। কিন্তু ক ৩০শে সেপ্টেম্বরে প্রথম আদালতের প্রদত্ত অনুমতির বলে খ'র বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। এরূপস্থলে মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে ছয় মাস কাল মূল অনুমতির তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে, উপরিতন আদালতের হুকুমের তারিখ হইতে নহে। সুতরাং ক'র নালিশ যথা সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ২৯শে সেপ্টেম্বরের ভিতর রুজু না হওয়ায়, ঐ নালিশ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে তাঁহারা অবস্থা দেখিয়া

অনুমতির কাল বাড়াইয়া দেন। ২৬ ই. ল. রি., মা., ১৯০, ৪৮০। কিন্তু হাইকোর্ট বলেন যে অনুমতির কাল একবার অতিবাহিত হইয়া গেলে পর, উহা আর বাড়ান যাইতে পারে না। ৩২ ঐ., কলি., ৩৭৯। এ নজিরে উক্ত ১৯৫ ধারার লিখিত "হাইকোর্ট" শব্দে হাইকোর্ট on the original side বুঝাইতেছে না। ইহার সহিত ২২ ঐ., ঐ., ১৭৬ দেখ। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৭৬ ধারার হুকুম সম্বন্ধে এই ছয় মাসের নিয়ম খাটিবে না। ৭ ই. ল. রি., এলা., ৮৭১। (ঘ) অনুমতিপত্রে সমস্ত অবস্থা, অর্থাৎ কি অপরাধ, কোন আদালতে, কি উপলক্ষে কৃত হইয়াছে সমস্ত দিতে হইবে। তাহা না হইলে ঐ অনুমতি অকর্ম্মণ্য। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৮৭, ১০১, ১০৬; ১০ ই. ল. রি., কলি., ১১০০। জানা থাকিলে, আসামীর নামটিও দেওয়া উচিত। ২৫ ঐ. মা., ৬৭১। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অনুমতিপত্রে যে যে অংশ মিথ্যা তাহা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। ১৯ ঐ., বো., ৩৬২। (ঙ) কোন ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারার লিখিত কোন অপরাধের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিলেই যে সে ব্যক্তিকে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে এমন নহে। ইহা করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন। কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিয়া থাকিলেও, বা ঐ অনুমতিটি আইনানুসারে অকর্ম্মণ্য হইলেও, আদালত স্বয়ং ৪৭৬ ধারামতে ঐরূপ মোকদ্দমা স্থাপন করিতে পারেন। ১৩ ই. ল. রি., বো., ৩৮৪। ইহার সহিত ৮ ই. ল. রি., কলি., ৪৩৯ দেখ। (চ) আর একটি কথা এই যে যে ব্যক্তি ১৯৫ ধারার অনুমতি পাইবে সেই কেবল ঐ অনুমতির উপর নালিশ করিতে পারিবে, অপরে পারিবে না। তবে যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা রুজু করিবার জন্য কাহাকেও লিখিত ক্ষমতা (authority) দেয়, তাহা হইলে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ঐ অনুমতির বলে মোকদ্দমা রুজু করিতে ও চালাইতে সক্ষম। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৩৫১, ৪৬৯।

ক্ষতি পূরণ—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২৫০ ধারার বিধান অনুসারে মোকদ্দমাবিশেষে যদি বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট দেখেন যে ফরিয়াদীর নালিশ বিরক্তিকর (vexatious) বা অকিঞ্চিৎ কর, তুচ্ছ (frivolous), তাহা হইলে তিনি কম্পেন্‌সেসন অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের টাকা আসামীকে দেওয়াইতে পারেন। কিন্তু ফরিয়াদী মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছে বলিয়া তাহাকে ২১১ ধারামত দায়ী করিতে হইলে, পূর্ব্বে তাহার নালিশের রীতিমত বিচার করিতে হইবে। নচেৎ চলিবে না। ১ উ. রি., ১৬৯, সার. নং ১৯, ১৮৬৩। যদি দেখা যায় যে ফরিয়াদী দ্বেষপরবশ হইয়া (maliciously), "মিথ্যা" নালিশ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার উপর ২১১ ধারায় অভিযোগের হুকুম দেওয়া উচিত। ঐরূপ স্থলে ফৌ. কা. বি. আইনের ২৫০ ধারামত ক্ষতিপূরণ দেওয়া সঙ্গত নহে। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ৪৭৯। তবে যদি দেখা যায় ফরিয়াদীর নালিশ মিথ্যা ও বিরক্তিকর, তাহা হইলে উভয়বিধ হুকুমই আদালত দিতে পারেন। ৩৪ ঐ., ঐ., ১২৩; ২৬ ঐ., এলা., ৫১২।

কখন অনুমতি দিতে ও অভিযোগ আনিতে হইবে—পুলিষ রিপোর্ট পাঠ করিয়া মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন। সুতরাং যদি ঐরূপ ডিস্‌মিস্ করিয়া মাজিষ্ট্রেট ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দেন, তাহা অবৈধ হইবে না। ৬ ই. ল. রি., কলি., ৫৮৩। কিন্তু একটি মোকদ্দমায় মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে পুলিষ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিলে তাহা অবৈধ হইবে। ফৌ. কা. বিধি আইনের ১৯৫ ধারায় প্রোসিডিং জুডিসিয়াল প্রোসিডিং হইতেছে। ঐ ধারাতে কোন হুকুম দিবার পূর্ব্বে আইনসঙ্গত প্রমাণ গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা না হইলে ঐ হুকুম অবৈধ

হইবে। পুলিষ রিপোর্ট আইনানুসারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ রিপোর্টের উপরে ১৯৫ ধারামত কোন হুকুম দিলে তাহা অবৈধ হইবে। ১৯৫ ধারামত হুকুম দিবার পূর্ব্বে একটি তদন্ত (inquiry) করা, অর্থাৎ উভয় পক্ষের উপর নোটিশ জারী করিয়া উভয়ের সমক্ষে প্রমানাদি গ্রহণ করা আবশ্যক। তবে যদি মূল মোকদ্দমার রিতীমত বিচারান্তে ১৯৫ ধারামত হুকুম দিতে হয়, তাহা হইলে আর কোন স্বতন্ত্র তদন্তের আবশ্যক দেখা যায় না। ১০ ই. ল. রি., মা., ২৩২। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৭৬ ধারায় ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার হুকুম দেওয়া সম্বন্ধেও ঐরূপ। ৬ ঐ., কলি., ৩০৮। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। জজ প্রিন্সেফ বলেন, কোন ব্যক্তিকে ২১১ ধারার নালিশ করিবার অনুমতি দেওয়া ও আদালত কর্ত্তৃক স্বয়ং ঐরূপ নালিশ উপস্থিত করা, দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়। স্বয়ং আদালত কর্ত্তৃক মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৭৬ ধারার বিধান অনুসারে পূর্ব্বে একটি তদন্তের আবশ্যক; কিন্তু অপরকে অনুমতি দিবার সময় এইমাত্র দেখিতে হইবে যে মূল নালিশ বিচারাধীন (pending) রহিয়াছে কিনা। মনে কর, মূল নালিশ কার্য্যবিধি আইনের ২০৩ ধারা বা ২৫৩ ধারার শেষ ক্লজ অনুসারে কেবল ফরিয়াদীর জবানবন্দি গ্রহণান্তে নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তারপর আদালত ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিলে তাহা অবৈধ হইবে না। ৭ ই. ল. রি., কলি., ২০৮; ৪ ই. ল. রি., এলা., ১৮২; ৭ ই. ল. রি., মা., ২৯৩।

মূল মোকদ্দমা পেণ্ডিং, অর্থাৎ চলিতেছে এমন অবস্থায় যতদিন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অনুমতি দিতে আদালত ক্ষমতাবান নহেন। ৮ বে. ল. রি., ১১। ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইতে হইলে মূল নালিশ রীতিমত শুনানি হইয়া ডিস্‌মিস্ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করার আবশ্যক নাই। ৬ ই. ল. রি., কলি., ৫৮২। মিথ্যা নালিশটি যতদিন পেণ্ডিং থাকিবে, ততদিন মাত্র ২১১ ধারার মোকদ্দমা চলিবে না। মূল মোকদ্দমা বা নালিশ বিচারাধীন থাকিবার সময় ২১১ ধারার মোকদ্দমা চলিতে পারে না; ইহার কারণ এই যে মূল নালিশ আদালতের বিচারে অমূলক বা মিথ্যা নহে এরূপ সাব্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু মনে কর, এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে পুলিষে একটি অভিযোগ করিল। পুলিষ তাহা দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্য করিল না। ফরিয়াদীও আর কোন চেষ্টা করিল না। এস্থলে তাহার নামে ২১১ ধারা চলিবে। যদিও তাহার নালিশ রীতিমত শ্রুত হইয়া ডিস্‌মিস্ হয় নাই, তথাপি পুলিষ তাহার নালিশ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে অস্বীকার করায়, এবং সে তন্নিমিত্ত অপর কোন উপায় অবলম্বন না করায়, তাহার নালিশ পেণ্ডিং রহিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং ২১১ ধারা চলিবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। ৭ কলি. রি., ৩৮২; ১ মা. রি., ৩০। কলিকাতা হাইকোর্ট এই মত অনেক সময় অবলম্বন করিয়াছেন। ১৬ উ. রি., ৭৭ দেখ।

সার কথা, যাহার নামে ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইতে হইবে তাহার মূল নালিশ উপস্থিত করিবার উপযুক্ত কারণ ছিল কি না এতদ্বিষয়ে, অথবা ঐ নালিশ সত্য থাকা সম্বন্ধে যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা তাহাকে প্রথমতঃ বলিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। ইহা না করিয়া একবারে কেবল পুলিষ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া, অথবা মূল নালিশের বিচার রীতিমত না করিয়া ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালান যুক্তি সঙ্গত নহে। ৮ ই. ল. রি., এলা., ৩৮। এতৎসম্বন্ধে কলিকাতা ফুলবেঞ্চে এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। পুলিষ একটি মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া ঐ মোকদ্দমা মিথ্যা থাকা বলিয়া রিপোর্ট করেন। তদন্তর ফরিয়াদী

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের মোকদ্দমার বিচারের প্রার্থনা করেন। আদালত ঐ দরখাস্ত না মঞ্জুর করিয়া পুলিষ রিপোর্টানুসারে ফরিয়াদীর উপর ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইবার হুকুম দেন। হাইকোর্ট বলেন যে এরূপ হুকুম অবৈধ। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৯১ ধারামত ফরিয়াদীর দরখাস্তখানিকে "নালিশ" গণ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে নিয়মিত তদন্ত করা আদালতের কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালান অবৈধ। ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৭০৭। অন্যান্য হাইকোর্ট এমতটি অবলম্বন করেন না। তাঁহারা বলেন যে পুলিষ তদন্ত করিয়া কোন মোকদ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া রিপোর্ট দিলে, বাদী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তৎবিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ দরখাস্ত না মঞ্জুর না করিয়া বাদীর উপর ২১১ ধারার অনুমতি দিলে তাহা অবৈধ হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট ঐরূপ দরখাস্তের উপর পুনর্ব্বার সাক্ষী প্রভৃতি তলব করিয়া মোকদ্দমাটির বিচার করিতে বাধ্য নহেন; আইনে এমন কোন বিধান নাই। ৭. ই. ল. রি., মা., ২৯২; ১৫ ঐ., এলা., ৩৩৬; ২২ ঐ., বো., ৫৯৬। সম্প্রতি একটি মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্টও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াও ১৪ ঐ., কলি., ৭০৭ নজিরটি অনুসরণ করিয়াছেন। ৩৩ ঐ., কলি., ১। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কলিকাতা হাইকোর্টের মতে মূল নালিশটি এক প্রকারে নিষ্পত্তি করিয়া তারপর ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ নালিশের ফরিয়াদীর উপর ২১১ ধারার মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি বা হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য; ঐরূপ নিষ্পত্তি না করিয়া ফরিয়াদীকে একবারে ২১১ ধারামত দণ্ডিত করিলে, সে দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ হইবে না। ২১১ ধারা চালাইবার অনুমতি বা হুকুম দিবার পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটকে কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৯২১ নজিরটিতে দেখান হইয়াছে। ক খ'র নামে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি অভিযোগ উপস্থিত করে। সমন বা ওয়ারেণ্ট দিবার পূর্ব্বে ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২০২ ধারামত তদন্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ২০৩ ধারামত ক'র নালিশটি ডিসমিস করিতে পারেন, অথবা সমনাদি দিয়া খ'কে তলব করিয়া সাক্ষ্যাদি গ্রহণান্তে অবস্থাবিশেষে ২৪৫, ২৫৩, বা ২৫৮ ধারানুসারে আসামীকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। এইরূপ কোন এক প্রকারে ক'র নালিশটি নিষ্পত্তি করিবার পর ক'র উপর ২১১ ধারার প্রোসিডিং করিতে হইবে। পুলিষ কোন মোকদ্দমা মিথ্যা থাকা বলিয়া রিপোর্ট দিলে বাদী তৎবিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলে ঐ দরখাস্তটি নালিশ (complaint) বলিয়া গণ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের উল্লিখিত প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে।

প্রমাণ—(১) কোন ব্যক্তির হানি করিবার মানসে, (২) ফৌজদারী মোকদ্দমা বা নালিশ করিবার যথার্থ কি ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া, (৩) সেই ব্যক্তির নামে আসামী কোন অপরাধ সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে বা করাইয়াছে প্রমাণিত করিতে হইবে। ৮ উ. রি., ৮৭। মোকদ্দমাটি যে মিথ্যা ইহা প্রমাণিত করিতেই হইবে এমন নহে; মোকদ্দমা করিবার কোন যথার্থ বা ন্যায্য কারণ ছিল না, ইহা প্রমাণিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট। ২ বো. রি., ২৯১; ৮ উ. রি., ৮৭। আসামী যদি অপকার করিবার মানসে নালিশ না করিয়া থাকে, কেবলমাত্র অসাবধানতাবশতঃ বা তাড়াতাড়ি করিয়া নালিশটি উপস্থিত করিয়াছে, এবং যে সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ করিয়াছে সে সংবাদের উপর অপর এক জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নির্ভর করিত না, আসামী ঔদ্ধত্য (rashness) বশতঃ এরূপ করিয়াছে—এইরূপ দৃষ্ট হইলে, সে দণ্ডিত হইবে না। আরও নালিশটি যদি কেবল প্রকৃত ঘটনার অত্যুক্তি মাত্র (mere exaggeration) প্রতীত হয় তাহা হইলে অভিযোগকারী এধারা মত দণ্ডিত হইবে না। কোন কোন মোকদ্দমায় দেখা যায় যে অভিযোগটি আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা, এরূপ স্থলে সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অভিযোগটি মোটামুটি সত্য কি মিথ্যা (substantially

true or false) বিচার করিতে হইবে। মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া বিদিত হইবে যে কোন ব্যক্তি অপকার করিবার অভিপ্রায়ে নালিশের কোন কারণ নাই জানিয়া মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে কি না। যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে নালিশ করিবার যথার্থ বা ন্যায্য কারণ কিছুই ছিল না, তাহা হইলে তাহার দূষণীয় জ্ঞান (guilty knowledge) ছিল অনুভব করা যাইতে পারে। ২ উ. রি., ১০, ১৫। ৬ মা. রি., ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "নালিশটি মিথ্যা বটে, কিন্তু আসামীর কু-অভিপ্রায় ছিল কি না দেখিতে হইবে। ইহা দেখিতে হইলে এইটি দেখা আবশ্যক যে নালিশ করিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল কি না? যদি না থাকে, তাহা হইলে আসামীর মন্দ অভিপ্রায় ছিল ইহা ধরা যাইতে পারে।" ৮ কলি. রি., ২৩৩; ৭ ই. ল. রি., কলি., ৯৭। মূল মোকদ্দমার নথি ২১১ ধারার মোকদ্দমায় মূল মোকদ্দমা মিথ্যা ছিল প্রমাণ করিবার জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। ১১ উ. রি., ৩৫। ১৮৬২ সালের ২৮শে এপ্রেল তারিখের মান্দ্রাজ হাইকোর্টের নিয়ম দেখ। ২১১ ধারার মোকদ্দমায় মূল মোকদ্দমা মিথ্যা বা অকারণ উপস্থিত করা হইয়াছে, এ বিষয়ের স্বতন্ত্র প্রমাণ দিতে হইবে, অর্থাৎ মূল মোকদ্দমার নথি দ্বারা কেবল প্রমাণ করিলে চলিবে না। ইহার সহিত ৫ ই. ল. রি., কলি., ১৮৪ পৃষ্ঠার নজিরের শেষাংশটি দেখ।

আসামীর পক্ষে—যে সংবাদ পাইয়া আসামী নালিশ করিয়াছিল, তাহা দেখান যাইতে পারে। কিন্তু যখন সে নালিশ করে তখন সে ঐ সম্বাদ অযথার্থ বলিয়া জানিত না, ইহা প্রমাণিত করিতে পারিলে আসামী অব্যাহতি পাইবে। ৩ বো. রি., ১৬। মূল মোকদ্দমায় আসামীর দোষ সাব্যস্ত হইয়া যায়। আপীল করিয়া সে খালাস পায়। এবং তৎপরে সে তাহার ফরিয়াদীর নামে ২১১ ধারা চালায়। মূল মোকদ্দমায় তাহার দোষ সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ায় ইহা অব্যর্থ প্রমাণ হইতেছে যে ফরিয়াদীর, অর্থাৎ ২১১ ধারার আসামী যখন নালিশ করিয়াছিল তখন তাহার নালিশের যথার্থ এবং ন্যায্য কারণ ছিল, সুতরাং তাহার ২১১ ধারামত দণ্ড হইতে পারে না। ২ মা. রি., ২৩৯। কিন্তু জজ লী সাহেব বলেন যে সকল সময়ে এরূপ নিয়ম অনুধাবন করিলে চলিবে না। অবস্থা দেখিতে হইবে। যদি এরূপ প্রতীত হয় যে মূল মোকদ্দমায় আসামীকে জব্দ করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এবং সেই ষড়যন্ত্রক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদত্ত হইল, এবং সেই মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা আসামী দণ্ডিত হইল; এস্থলে আসামী দণ্ডিত হইল বলিয়া মূল মোকদ্দমার ফরিয়াদীর উপর ২১১ ধারার অভিযোগ দাঁড়াইবে না, এরূপ বলা যাইতে পারে না। মূল মোকদ্দমার ফরিয়াদী আপোষে আসামীর সহিত রফা করিল এবং তদনুসারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল। তাহার পর ঐ আসামী ফরিয়াদীর নামে ২১১ ধারার মোকদ্দমা রুজু করিল। এ স্থলে কেবল ঐ রফার বিষয় প্রমাণ করিলেই, আসামী অব্যাহতি পাইবে না। উপরোক্ত যে যে বিষয় তাহার প্রমাণ করা আবশ্যক, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৭৯।

২১২ ধারা।—কোন অপরাধ করা গেলে, কোন ব্যক্তি যাহাকে অপরাধী জানে কি বিশ্বাস করিবার কারণ পায়, তাহাকে আইনমতে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যদি আশ্রয় দেয়, কি গোপন করিয়া রাখে, তবে সেই অপরাধ প্রাণ-দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে ঐ ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও যদি সেই অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরপ্রেরণের অথবা দশ বৎসরের অনধিক

কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে ঐ ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও যদি সেই অপরাধের জন্য দশ বৎসর পর্য্যন্ত না হইয়া এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই অপরাধের জন্য যে প্রকারের ও অত্যধিক যতকাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে, সেই ব্যক্তি সেই প্রকারে তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে, অর্থাৎ, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮ ৪৫৯ এবং ৪৬০ এই ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারানুসারে দণ্ডনীয় হয় বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে সেই কার্য্য করা হইলে এই ধারায় 'অপরাধ' শব্দে তাহাও বুঝাইবে এবং এই ধারার প্রয়োজনার্থ এইরূপ প্রত্যেক কার্য্য এই ভাবে দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া গণ্য হইবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর এই কার্য্য করিয়া অপরাধী হইয়াছে। (১৮৯৪ সাঃ, ৩ আঃ, ৭ ধারা।)

বর্জ্জিত কথা।—যদি অপরাধীর স্বামী কি স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় দেয়, কি গোপন করিয়া রাখে, তবে এই বিধি খাটিবে না।

উদাহরণ।

বলরাম ডাকাইতি করিয়াছে। আনন্দ ইহা জানিয়া বলরামকে আইনমতে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক গোপন রাখে। এস্থলে বলরাম যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হয়; অতএব আনন্দ তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবার যোগ্য হয়; তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ ও প্রমাণ—"অপরাধ" সম্বন্ধে ৪০ ধারা দেখ। ক'র গৃহে এক জন অপরাধীকে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইল না যে ক জানিত যে সে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে। এ স্থলে ক'র এই ধারামত দণ্ড হইতে পারে না। "অপরাধ কৃত হইয়াছে" ইহা প্রমাণ করিতে হইবে, অর্থাৎ যে কার্য্য কৃত হইয়াছে তাহা যদি "অপরাধ" শব্দের অন্তর্গত না হয়, তাহা হইলে এ ধারা খাটিবে না। ১২ ই. ল. রি., এলা., ৪৩২। ইহার সহিত ২১৩ ধারার টীকা ও ২১৬-খ ধারা দেখ।

সহায়তা—২১৩—২১৮ ধারায় লিখিত সহায়তা সম্বন্ধে ১০৮ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক। ১৮ উ. রি., ২৮।

২১৩ ধারা।—কোন অপরাধ গোপন রাখিবার জন্য, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কিম্বা তাহার আইনমতে দণ্ড হইবার নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকার জন্য, যদি কেহ আপনার, কি অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কিছু পারিতোষিক, কিম্বা আপনার কি অন্য কোন কাহার নিমিত্ত কোন সম্পত্তি উদ্ধারস্বরূপে (restitution) গ্রহণ

করে, কি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ করে, কি গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, তবে ঐ অপরাধ প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। আর যদি সেই অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণের দণ্ড অথবা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। যদি সেই অপরাধের জন্য দশ বৎসরের ন্যূনকাল কয়েদ হইবার বিধি থাকে, তবে সেই অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল পর্য্যন্ত যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে, সেই ব্যক্তি তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিককাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারে কয়েদ হইবে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধারার টীকা দেখ। অপরাধ কৃত হইয়াছে প্রমাণ করিতে হইবে, অপরাধ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে চলিবে না। ১৪ ই. ল. রি., মা., ৪০০; ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৪২০। ইহার সহিত ২১২ ধারার ও ১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২১৪ ধারা।—কোন অপরাধ গোপন রাখিবার জন্য, কিম্বা কোন অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কিম্বা তাহার আইনমতের দণ্ড হইবার নিমিত্ত তাহার নামে নালিশ করিবার ক্ষান্ত থাকার জন্য, যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে কিছু পারিতোষিক দেয়, কি দেওয়ায়, কিম্বা দিতে কি দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করে, কিম্বা সেহ ব্যক্তিকে কিছু সম্পত্তি উদ্ধার স্বরূপ দিতে (restore) কি দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করে, তবে সেই অপরাধের প্রাণদণ্ড হইতে পারিলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও সেই অপরাধের নিমিত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণের দণ্ড কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারিলে, সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থ দণ্ডও হইতে পারিবে। যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত দশ বৎসরের ন্যূন কয়েদ হইবার বিধি থাকে, তবে সেই অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে, সেই ব্যক্তি তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারে কয়েদ হইবে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

বর্জ্জিত কথা। যে কোন স্থলে আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারে, সেই স্থলে ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধান খাটিবে না। (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ৬ ধাঃ)।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধারার টীকা দেখ। যেমন ২০১ ও ২০৩ প্রভৃতি ধারায় প্রকৃতপক্ষে "অপরাধ" কৃত হইয়াছে ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেইরূপ এই ধারা-মতেও প্রকৃতপক্ষে "অপরাধ কৃত হইয়াছে", ও সেই অপরাধ গোপন করিবার জন্য ঘুষ দেওয়া

হইয়াছে সপ্রমাণ করিতে হইবে। যদি কোন অপরাধ কৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল ঘুষ দেওয়া হইয়াছে প্রমাণ করিলে আসামী এ ধারামত দণ্ডার্হ হইবেক না। ১৪ ই. ল. রি., মা., ৪০০ ; ২৩ ঐ., কলি., ৪২০।

আপোষের কথা—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৫ ধারায় যে যে মোকদ্দমা রফা হইতে পারে তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত বর্জ্জিত কথা অনুসারে ঐ সকল অপরাধ সম্বন্ধে এই আইনের ২১৩ এবং ২১৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে না। আপোষ যোগ্য মোকদ্দমা পুলিষ বর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেও পক্ষগণ উহা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে পারে। ১০ ই. ল. রি., কলি., ৫৫১। রফাটি আইনসিদ্ধ ইহা প্রমাণ করিবার ভার আসামীর উপর। ২১ ঐ., ঐ., ১০৩। একটি অভিযোগে অনেকগুলি আসামী থাকিলে, যদি এক জন আসামীর সহিত রফা করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত আসামী সম্বন্ধে মোকদ্দমাটি রফা হইল এরূপ গণ্য করিতে হইবে। উপরে যে ৩৭৫ ধারার উল্লেখ হইয়াছে সেইটি এই:—(১) "নিম্নলিখিত টেবিলের (table) প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কএক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবে।

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের যে যে ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন।
ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্য কোন কথা প্রভৃতি কহিয়া ..	২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, সেই ব্যক্তি।
পীড়া জন্মান ...	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায়,সেই ব্যক্তি।
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ বা বদ্ধ করণ ...	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা বদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	৩৫২,৩৫৫,৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
বে-আইনীমতে বল পূর্ব্বক পরিশ্রম করান	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায়, সেই ব্যক্তি।
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হইলে অপকার করণ।	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণ...	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে, সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে, সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ ...	৪৪৮	

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধি আইনের যে যে ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন।
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তি ভঙ্গ করণ	৪৯০,৪৯১,৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিযাছে, সেই ব্যক্তি।
পরস্ত্রী গমন	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী।
অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুস-লাইয়া লওযা কি হরণ করা কি আটক করিযা রাখা। ...	৪৯৮	
অপবাদ করণ	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করণ। ...	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয থাকে এমত মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয করণ। ...	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভি-প্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করণ ..	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধ সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান।	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান হয়, সেই ব্যক্তি।

(২) "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪, ৩২৫, ৩৩৫, ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান, কিম্বা যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি পাইলে, যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন।

(৩) "এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে, উক্ত অপবাধের সহায়তা-করণ, কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই স্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগকরণ ঐরূপ রফা যোগ্য হইবে।

(৪) "কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতাসম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালক বা জড় বা উন্মাদগ্রস্থ হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

(৫) "আসামী দায়রা সোপর্দ্দ হইলে, বা দণ্ডিত হইয়া আপীল করিলে, যে আদালতে সোপর্দ্দ হয় বা যে আপীল আদালতে আপীল পেণ্ডিং থাকে, সেই সেই আদালতের অনুমতি ব্যতীত মোকদ্দমা রফা করা যাইতে পারে না।

(৬) "এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের (acquittal) ন্যায় ফল হইবে।

(৭) "এ ধারায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই তাহা রফা হইতে পারে না।"

২১৫ ধারা।—এই আইনমতে যে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধ দ্বারা যাহার অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে, তাহার সেই সম্পত্তি উদ্ধার হওনের নিমিত্ত সাহায্য করিবার ছলনায় কি সাহায্য করিবার নিমিত্ত যদি কোন ব্যক্তি পারিতোষিক লয়, কি লইতে স্বীকার করে, কি সম্মত হয়, তবে সেই ব্যক্তি অপরাধীকে ধরাইয়া দিবার ও তাহার দোষ প্রমাণ হইবার সকল কার্য্য আপন সাধ্যমতে না করিলে, সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—উভয় পক্ষ অর্থাৎ পারিতোষিক দাতা ও গৃহীতা কি জন্য পারিতোষিক দেওয়া হইবে বা কিরূপে বা কি আকারে দেওয়া হইবে এতৎ সম্বন্ধে দুই পক্ষ সম্মত বা রাজী হইলেই এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। নচেৎ নহে—অর্থাৎ উভয়ে যদি সম্মত না হয়, যথা একজন ২০৲ টাকা চাহিল, অপর ব্যক্তি ১০৲ টাকা দিব বলিল, কিন্তু পরিনামে কিছুই মিমাংসিত হইল না, পরস্পরে রাজী না হওয়ায় কথা বার্ত্তা বন্ধ হইল, এরূপ স্থলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না, এমন কি এই ধারার অপরাধের উদ্যোগকরণ অপরাধও ঘটিল না। ২০ ই. ল. রি., এলা., ৩৮৯। যে প্রকৃত চোর, তাহার উপর এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৩ ঐ., ঐ., ৮১।

২১৬ ধারা।—কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে কিম্বা তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি সেই অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়া সেই কয়েদ হইতে পলায়ন করে, কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ আইনমতে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যদি কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তির ধৃত হইবার হুকুম করেন, তবে যে কেহ ঐ ব্যক্তির পলাইবার কি তাহার ধৃত হইবার হুকুমের কথা জানিয়া তাহার ধৃত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আশ্রয় দেয়, কি গোপন করিয়া রাখে, সেই ব্যক্তির এই এই প্রকারে দণ্ড হইবে ঃ—অর্থাৎ, যে অপরাধের জন্য প্রতিবাদী কয়েদ হইয়াছিল, কি তাহার ধৃত হইবার হুকুম হয়, তাহা যদি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হয়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। যদি সেই অপরাধ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হয়, তবে সে অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে। ও সেই অপরাধের নিমিত্ত যদি দশ বৎসর পর্য্যন্ত না হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল যে প্রকারে কয়েদ হইবার বিধি থাকে, সেই ব্যক্তি তাহার চারি অংশের এক অংশের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তি বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন ক্রিয়া বা ত্রুটি করণে দোষী হইয়াছে বলিয়া কথিত হইলে, বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যদি সেই ক্রিয়া বা ত্রুটি

করিলে অপরাধ বলিয়া দণ্ড হইতে পারিত, এবং তজ্জন্য স্ব স্ব দেশে অপরাধীদিগকে প্রেরণ বিষয়ক কোন আইনমতে কিম্বা পলাতক বন্দীদের বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনমতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহাকে বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে ধৃত ও আটক করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়া বা ত্রুটিও এই ধারায় "অপরাধ" শব্দে গণ্য; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত ক্রিয়া বা ত্রুটি করিলে যেরূপ দণ্ড হইতে পারিত, এই ধারার কার্য পক্ষে উক্ত প্রত্যেক ক্রিয়া বা ত্রুটি জন্য সেই-রূপ দণ্ড হইতে পারিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে। (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ২৩ ধাঃ)।

বর্জ্জিত কথা—যদি অপরাধীর স্বামী কি স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় দেয় কি গোপন করিয়া রাখে, তবে এই বিধি খাটিবে না।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে উপরের লিখিত ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার সহিত ৪০ ধাঃ দেখ। "আশ্রয়" শব্দে অপরাধীর ঠিকানা, অর্থাৎ সে কোথায় আছে ইত্যাদি সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তি করণ বুঝাইতেছে না। ২৫ ই. ল. রি., এলা., ২৬১ দেখ। ২১৬-খ ধারাও দেখ।

২১৬-ক ধারা। কোন ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি বা ডাকাইতি করিতে উদ্যত হইয়াছে কিম্বা সম্প্রতি দস্যুবৃত্তি বা ডাকাইতি করিয়াছে ইহা জানিয়া কিম্বা এইরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু সত্ত্বে সেই দস্যুবৃত্তি বা ডাকাইতির সুবিধা করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা তাহাদিগকে বা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও দণ্ড হইতে লুক্কায়িত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে কিম্বা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কোন ব্যক্তি আশ্রয় দিলে তাহার সাত বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড হইবে এবং অ দিণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—দস্যুবৃত্তি বা ডাকাইতি বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতরে কি বাহিরে করিবার অভিপ্রায় আছে বা করা হইয়াছে এই ধারার প্রয়োজনার্থ তাহা দরকারি কথা নহে।

বর্জ্জিত কথা।—যে স্থলে অপরাধীর স্বামী বা স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় দেয় সে স্থলে এই বিধান খাটিবে না। (১৮৯৪ সাঃ, ৩ আঃ, ৮ ধারা।)

২১৬-খ ধারা। ২১২, ২১৬ এবং ২১৬-ক ধারায়, 'আশ্রয় দিলে' এই দুই শব্দে কোন ব্যক্তিকে থাকিবার স্থান খাদ্য, পানীয়, টাকা, বস্ত্রাদি অস্ত্র শস্ত্র, গুলি বারুদাদি কিম্বা যানাদি সরবরাহ করিলে অথবা কোন ব্যক্তি যাহাতে ধৃত না হইতে পারে তজ্জন্য তাহাকে পলাইতে কোন প্রকারে সাহায্য করিলে, ইহাও বুঝাইবে। (১৮৯৪ সাঃ, ৩ আঃ, ৮ ধারা)।

২১৭ ধারা—কোন ব্যক্তিকে আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার কিম্বা তাহার যত দণ্ড হইতে পারে তাহার ন্যূন দণ্ড দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার রক্ষা হইবার কি ন্যূন দণ্ড পাইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা কোন সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই নিমিত্ত, কিম্বা আইনমতে ঐ সম্পত্তির উপর যে কোন দায় হইতে পারে

তাহা হইতে ঐ সম্পত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই সম্পত্তির রক্ষা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য হয় সেই বিষয়ে আইনের কোন বিধি (জ্ঞানপূর্ব্বক—knowingly) অমান্য করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"কোন বিধি," অর্থাৎ ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪২।৪৫ ধারায় যে বিশেষ অনুজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে, তদ্রূপ বিধি বুঝিতে হইবে। প্রজারা কোন অপরাধই গোপন রাখিবে না, এরূপ সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে না। ১ ই. ল. রি., মা., ২৬৬।

অনুমতি—এ সম্বন্ধে ১৬১ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগপত্র—যে আইনের যে বিধির অমান্য যে প্রকারে করা হইবে, তাহা সমস্ত স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। ২ ই. ল. রি., বো., ১৪২।

প্রমাণ—এ ধারার আসামীর দোষ সাব্যস্ত করিতে হইলে, তাহার যে এই ধারার লিখিত অভিপ্রায় ছিল এবং সেই অভিপ্রায়ে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন আইনের বিধি অমান্য করিয়াছে, ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে। ২১৮ ধারায় যে ৮ উ. রি., ৬৮, ও ৩ ই. ল. রি., কলি., ৪১২ নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা এ ধারা সম্বন্ধেও খাটিবে।

২১৮ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন রেকর্ড (record) কি অন্য লিপি (writing) প্রস্তুত করিবার ভার যাহার প্রতি থাকে, রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া এমত কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্বসাধারণের কি কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা ক্ষতি কি হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে আইনমতের দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার রক্ষা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা কোন সম্পত্তি দণ্ড না হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা আইনমতে ঐ সম্পত্তির উপর অন্য যে দায় হইতে পারে তাহা হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা রক্ষা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, আপনি যাহা অযথার্থ জানে এমত ভাবে ঐ রেকর্ড কি লিপি প্রস্তুত করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ ও প্রমাণ—এই ধারার আসামীর উপর রেকর্ড কি লিপি প্রস্তুত করিবার ভার থাকা প্রমাণ করিতে হইবে। ৫ ই. ল. রি., এলা., ৫৫৩। ইহার সহিত ৭ কলি., রি., ৩৫৬ দেখ। কোন আইন বিশেষ দ্বারা ঐ ভার প্রদত্ত না হইয়া থাকিলেও এ ধারা বর্ত্তিবে। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ১৪৪। আসামীর অভিপ্রায় প্রমাণিত করা আবশ্যক। ৮ উ. রি., ২৭। আসামী একজন পুলিষ অফিসর। দুই জন অপরাধী ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়াছিল বলিয়া তাহার নামে এই ধারার অভিযোগ হয়। যখন সেসন আদালতে তাহার বিচার হয়, তখন তাহার পক্ষ হইতে দেখান হয় যে উক্ত দুই জন অপরাধী তাহাদের অপরাধের জন্য দণ্ড পাইয়াছে। সুতরাং আসামীর উহাদিগকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু

হাইকোর্ট বলেন যে ঐ দুই ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহার বিচারে আসামীর কোন ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অপরাধ করিয়াছে কি না, অথবা তাহারা আইনমত দণ্ডনীয় কি না, ইহা দেখিবার আবশ্যক নাই। দেখিতে হইবে যে যখন আসামী মিথ্যা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছিল তখন তাহার কি জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল। তখন যদি সে জানিত যে উহাদের দণ্ড হইলেও হইতে পারে (তাহারা অবশ্য দণ্ডিত হইবে, এরূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই), এবং সেই সম্ভাবিত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যদি সে ঐ মিথ্যা রিপোর্ট করিয়া থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। ঐ দুই ব্যক্তি পশ্চাৎ দণ্ডিত হউক বা মুক্ত হউক তাহাতে আসামীর কোন ক্ষতি বা লাভ নাই। ৮ উ. রি., ৬৮; ৩ ই. ল. রি., কলি., ৪১২। কোন পুলিষ কর্ম্মচারী অনবধানতাবশতঃ একটি তদন্ত সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট করে। যদিও তাহাকে ২১৮ ধারামতে দণ্ডিত করিবার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া না যায়, তথাপি তাহাকে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ২৯ ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ১৫ উ. রি., ১৭। কিন্তু যদি সে আপনাকে কোন অপরাধের দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য এইরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৪২। কিন্তু ৮ ই. ল. রি., এলা., ৬৬৪ পৃষ্ঠার নজিরে এই মতের কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। আরও ১৯ ই. ল. রি., এলা., ৩০৫ নজিরে হাইকোর্ট ৬ ই. ল. রি., এলা., ৪২এর বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ধারায় "কোন" ব্যক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, "অপর কোন" ব্যক্তি এরূপ লিখিত হয় নাই। সুতরাং কেন যে সে দায়ী হইবে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব্বকৃত কোন প্রতারণার কার্য্য ধৃত না হয় এই উদ্দেশে এবং তৎসম্বন্ধে আপনাকে বা প্রকৃত প্রতারককে আইনের দায় হইতে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে আসামী ধারার লিখিত কার্য্য করিয়াছে সাব্যস্ত করিয়া এই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট আসামীর উপর দণ্ড বিধান করেন। কোন চৌকিদারকে তাহার উপরিতন কর্ম্মচারী অসাবধানতার নিমিত্ত অর্থদণ্ড করিতে না পারেন—এই অভিপ্রায়ে কোন রাজকীয় কার্য্যকারক দৈনিক পুস্তকে মিথ্যা করিয়া কোন কথা লিখিয়া রাখিল। এ স্থলে সে ব্যক্তির এই ধারামতে দণ্ড হইবে না, কারণ ডিপার্টমেণ্টের দণ্ড "আইনমত দণ্ড" বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ১৯ উ. রি., ৪০। থানায় কোন অপরাধ সম্বন্ধে যে প্রথম সম্বাদ দেওয়া হইল তাহা গোপন করিয়া যদি অপর একটি মিথ্যা সম্বাদ লিখিয়া তাহাতে সম্বাদদাতার স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই ধারার অপরাধ কৃত হইল। ২০ ই. ল. রি., এলা., ৩০৭। ইহার সহিত ৭ বো. রি., ৬৪, ও ১৬৭ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক। ক কোন রেকর্ড প্রস্তুত করিতে ভার পান। খ কাগজ পত্র দেখিয়া যেরূপ বলিয়া দিত ক তদনুসারে রেকর্ড প্রস্তুত করিয়া আসিতেন। ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে জানিয়া শুনিয়া খ ক'কে মিথ্যা করিয়া কাগজ পত্র পড়াইয়া শুনাইলে, ক সরলভাবে খ'র কথার উপর নির্ভর করিয়া রেকর্ড প্রস্তুত করেন। ফলতঃ রেকর্ডটি ঠিক হইল না। এরূপ স্থলে খ স্বয়ং রেকর্ড প্রস্তুত করিতে ভার প্রাপ্ত না হওয়ায় সে এ ধারামত দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু এ ধারার অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত হইবে। ৭ উ. প. রি., ১৩৪।

অনুমতি—এ সম্বন্ধে ১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২১৯ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কোন ব্যক্তি যদি মোকদ্দমা প্রভৃতির কার্য্য চলিবার কোনকালে আইনের বিপরীত যাহা জানে, এমত কোন রিপোর্ট, কি হুকুম, কি ফয়সালা (decision) কি নিষ্পত্তি (verdict) দুষ্টভাবে কি ঈর্ষাভাবে করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক

প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অনুমতি—১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২২০ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন পদে থাকাপ্রযুক্ত আইনমতে লোকদিগকে বিচারার্থে সমর্পণ (commit for trial) কি কয়েদ করিতে, কি কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া আইনের বিপরীত জানিয়াও সেই ক্ষমতাক্রমে দুষ্টভাবে কি ঈর্ষাভাবে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করে, কিম্বা কয়েদ করে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ ও প্রমাণ—কোন ব্যক্তি বে-আইনমতে কতকগুলি ব্যক্তিকে কয়েদ করে। এখানে বে-আইনমত কয়েদ করিয়াছে বলিয়াই সে ব্যক্তি ঈর্ষাপূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছে বলা যাইতে পারে না। অন্যান্য অবস্থা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ করিতে হইবে। ইচ্ছা করিয়া আইনাতীত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে প্রমাণিত করিতে হইবে ও আসামীর দূষণীয় জ্ঞানের প্রমাণও দিতে হইবে। ৯ বো. রি., ৩৪৬; ১০ ই. ল. রি., বো., ৫০৬। কিন্তু ৩৪২ ধারায় "ইচ্ছাপূর্ব্বক" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ঐ ধারার টীকা দেখ।

অনুমতি—১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২২১ ধারা।—কোন অপরাধের অভিযোগ যাহার নামে হয়, কিম্বা কোন অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তি ধৃত হইবার যোগ্য হয়, তাহাকে ধৃত করা কি কয়েদ করিয়া রাখা যাহার রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য, এমন কোন রাজকীয় কার্য্যকারক যদি জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) সেই প্রকারের ব্যক্তিকে ধৃত করিতে ত্রুটি করে, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক সেই প্রকারের ব্যক্তিকে তদ্রূপ কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দেয়, কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার পলায়ন করিবার কি পলাইতে উদ্যোগ করিবার সাহায্য করে, তবে সেই কার্য্যকারকের এই এই দণ্ড হইবে। অর্থাৎ—

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয়, কি যে অপরাধের জন্য সে ধৃত হইবার যোগ্য হয়, সেই সেই অপরাধে যদি প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তবে সেই কার্য্যকারক অর্থ দণ্ড সহিত কি অর্থ দণ্ড বিনা সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে। অথবা—

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল, তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, কি যে অপরাধের জন্য সে ধৃত হইবার যোগ্য হয়, সেই অপরাধে যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড কি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই কার্য্যকারক অর্থদণ্ড সহিত

কি অর্থদণ্ড বিনা তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে। অথবা—

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কিম্বা যাহাকে ধৃত করা উচিত হয়, তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় কিম্বা যে অপরাধের জন্য সে ধৃত হইবাব যোগ্য হয়, সেই অপরাধে যদি দশ বৎসরের ন্যূন কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে সেই কার্য্যকারক অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা দুই বৎসরের অনধিক কোন-কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ। গ্রাম্য চৌকিদার আপন গ্রামেব বাহিরে কোন ব্যক্তি খুন করিয়াছে সংবাদ পাইয়া হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে আইনমত বাধ্য নহে। সুতরাং গ্রেপ্তাব না করায় সে এ ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৩ ই. ল. রি., এলা., ৬০।

অনুমতি—১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২২২ ধারা।—কোন অপরাধের নিমিত্ত আদালতের দণ্ডাজ্ঞার অধীন কিম্বা আইনমতে আসেধে (হাজতে) অর্পিত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা কি কয়েদ করিয়া রাখা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য, এমত কোন কার্য্যকারক যদি সেই প্রকারের ব্যক্তিকে ধৃত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, কিম্বা সেই ব্যক্তি আইনমতে স্থানাসেধে অর্পিত হইলে যদি তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই প্রকার কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দেয়, কি তাহার পলায়নের কি পলাইবার উদ্যোগ করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য করে, তবে সেই কার্য্যকার-কের এই এই দণ্ড হইবে। অর্থাৎ—

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল, তাহার যদি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে ঐ কার্য্যকারকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা কয়েদের দণ্ড হইবে। অথবা—

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল, তাহার যদি আদালতের দণ্ডাজ্ঞামতে কিম্বা আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাব-জ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা যাবজ্জীবন দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার, কিম্বা দশ বৎসর কি তাহার অধিক কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণের কি কয়েদ হইবার হুকুম হইয়া থাকে, তবে সেই কার্য্যকারক সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে অর্থদণ্ড সহিত কি অর্থদণ্ড বিনা কয়েদ হইবে। অথবা—

যে ব্যক্তি কয়েদ ছিল কি যাহাকে ধৃত করা উচিত ছিল, তাহার যদি আদালতের দণ্ডাজ্ঞামতে দশ বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কয়েদ হইবার

আজ্ঞা হইয়া থাকে, কিম্বা যদি সে ব্যক্তি আইনমতে স্থানাসেধে অর্পিত হইয়া থাকে, তবে সেই কার্য্যকারক তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—'অপরাধ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধারা দেখ।

অনুমতি—১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২২৩ ধারা।—যাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, কি যাহার অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে, কিম্বা যে ব্যক্তি আইনমতে স্থানাসেধে অর্পিত হইয়াছে, এমন কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়া রাখা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে যাহার আইনমতে অবশ্য কর্ত্তব্য, এমন কোন রাজকীয় কার্য্যকারক অনবধানতাবশতঃ যদি সেই ব্যক্তিকে কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দেয়, তবে সেই কার্য্যকারকের দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—জেলে কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা অপর অপর কয়েদীকে খাটাইবার জন্য অধ্যক্ষ বা ওয়ারডর নিযুক্ত হয়, তাহারা এই ধারামতে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া পরিগণিত হইবে। ৩ উ. রি., ৩৫; ৭ উ. রি., ৯৯। এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত অবস্থায় পলায়িত ব্যক্তি "আইনমতে আসেধে অর্পিত হইয়াছিল" কি না, তর্ক উঠে। পুলিষ তদন্তকালে ক আসিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করেন "যে খ ঐ মোকদ্দমায় লিপ্ত আছে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হউক।" মাজিষ্ট্রেট খ'কে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিলে খ গ্রেপ্তার হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হয়। মাজিষ্ট্রেট ক'র জবানবন্দি গ্রহণ করিয়া এইরূপ হুকুম দেন যে "ঐ সকল কাগজ পুলিষে পাঠান হয় ও পুলিষ তদন্ত শেষ হইলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হয়।" খ'কে পুলিষে লইয়া যাওয়া হয়। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহাকে আসামীর জিম্মায় দেন। এস্থলে খ এইরূপ জিম্মা হইতে পলায়ন করিলে "আইনমতে আসেধ হইতে পলাইয়াছে" বলা যাইবে, ও আসামী এই ধারামত অপরাধী হইবে। ৬ ই. ল. রি., এলা., ১২৯। দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানার বলে গ্রেপ্তার করিয়া আসামীকে আদালতে আনিবার সময় সে রাস্তা হইতে পলায়ন করিলে, সে এই ধারামত দায়ী হইবে না। কারণ, গ্রেপ্তার হইলেই যে সে আসেধে অর্পিত হইল, এরূপ বলা যায় না। গ্রেপ্তার (arrest) ও আসেধে অর্পণ (committal to custody) দুইটি স্বতন্ত্র কার্য্য। ১২ ই. ল. রি., কলি., ১৯১। এ ধারায় "অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ।

অনুমতি—১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২২৪ ধারা।—যাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, কিম্বা যাহার কোন অপরাধ প্রমাণ হয়, তাহার সেই অপরাধের নিমিত্ত আইনমতে ধৃত হইবার বাধা যদি সে স্বয়ং বলপূর্ব্বক কি বে-আইনমতে দেয়, কিম্বা সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে আইনমতে যে কোন স্থানে কয়েদ করিয়া রাখা যায় তাহা হইতে যদি পলায়ন করে, কি পলায়ন করিতে উদ্যোগ করে, তবে

সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা—যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে কি কয়েদ করিয়া রাখিতে হয় সেই ব্যক্তির নামে যে অপরাধের নালিশ হয়, কি যে অপরাধ প্রমাণ হয়, তাহার জন্য সে যে দণ্ডের যোগ্য হয়, তদতিরিক্ত এই ধারার লিখিত দণ্ড তাহার হইবে।

অর্থ—(১) "অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ। আসামী দ্বীপান্তর হইবার দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে জাহাজে করিয়া দ্বীপান্তর করা হইবার সময় সে পথিমধ্যে পলায়ন করিলে, তাহার এই ধারামত দণ্ড হইবে, ২২৬ ধারামত নহে। ৪ মা. বি., ১৫২। আসামী কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার অপরাধ বিচারাধীন থাকার অবস্থায় তাহাকে আইনমতে কোন স্থানে কয়েদ করিয়া রাখে। সে তথা হইতে পলায়ন করে। পরে ধৃত হইলে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত এবং এই ধারার লিখিত অপরাধের নিমিত্ত বিচার হয়। প্রথমাপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড পাইবে, তাহার উপর তাহাকে এই ধারার লিখিত দণ্ড লইতে হইবে। অর্থের কথা দেখ। ৮ উ. বি., ৮৫। পূর্ব্বকৃত অপরাধে খালাস পাইলেও সে এ ধারামত দায়ী হইবে। ২৪ উ. বি., ৪৫। পলায়িত দোষী ব্যক্তির পক্ষে কোন্ দিন হইতে অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা ফলবতী হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া ওয়ারেণ্টে লিখিয়া দেওয়া বিচারকারী আদালতের কর্ত্তব্য। ফৌ. কার্য্যবিধি আইন, ৩৯৬ ধারা দেখ। ২০ উ. বি., ৫। যাহারা পলায়িত দোষী ব্যক্তি নহে (escaped convicts), অর্থাৎ যাহারা বিচারকালে হাজত হইতে পলায়ন করে, তাহাদের পক্ষে উক্ত ৩৯৬ ধারা খাটিবে না।

(২) আইনমতে ধৃত—এই শব্দগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আইনমতে ধৃত না হইলে এ ধারা খাটিবে না। মনে কর, ক একজন সামান্য ব্যক্তি, পুলিষ কর্ম্মচারী নহে, সে খ'কে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করিল। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৫৯ ধারা অনুসারে যদি কেহ ক'র সম্মুখে চুরি করে, তাহা হইলেই ক চোরকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। সুতরাং ক কর্ত্তৃক খ'র গ্রেপ্তার বে-আইনী। এরূপ অবস্থায় ক'র হস্ত হইতে খ পলাইলে খ'র উপর এ ধারা বর্ত্তিবে না। ৫ ই. ল. রি, মা., ২৩। চৌকিদার উক্ত ৫৯ ধারার লিখিত "পুলিষ কর্ম্মচারী" শব্দের ভিতর পড়িতেছে না বুঝিতে হইবে। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৩৬৬। অথবা ঐরূপ বে-আইন মতে গ্রেপ্তার করিয়া ক খ'কে কোন চৌকিদারের হস্তে অর্পণ করিলেও, সেই চৌকিদারের হস্ত হইতে খ পলাইলে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ২৩ ই. ল. রি., এলা., ২৬৬। কিন্তু মনে কর, ফৌ. কা. বি., আইনের ৫৬ ধারা মতে কোন পুলিষ অফিসার ক'কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ধারার লিখিত হুকুম লইয়া গ্রেপ্তার করিবার সময় ঐ হুকুমনামা ক'কে দেখায় নাই, ও তাহার মর্ম্মও অবগত করায় নাই। উক্ত আইনের ৮০ ধারা ঐ হুকুমনামা সম্বন্ধে না খাটায়, ক'র গ্রেপ্তার বে-আইনী নহে। সুতরাং ঐরূপ গ্রেপ্তার অবস্থায় পলাইলে, ক এ ধারামতে দায়ী হইবে। ২৭ ঐ., কলি., ৩২০। ১৮৮৯ সালের লবণ-আইনানুসারে অবস্থা বিশেষেই কেবল লবণ-বিভাগের (salt departmentএর) কর্ম্মচারীরা বিনা ওয়ারেণ্টে লোককে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। সুতরাং যদি সেই সকল অবস্থা না বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কোন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা বে-আইনী, ও গ্রেপ্তারি আসামী পলায়ন করিলে সে এ ধারামত দায়ী নহে। ১৯ ই. ল. রি., মা., ৩১০। আর মনে কর, যদি গ্রেপ্তারির

ওয়ারেণ্টের উপর ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৭৯ ধারামত কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট তাহার নাম উল্লেখ না করিয়া জারী করিবার জন্য পাঠান হয়, অর্থাৎ if the *name* of the executing officer is not endorsed on the warrant, তাহা হইলে গ্রেপ্তার করণ আইন সিদ্ধ নহে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে ২২৪ বা ২২৫ ধারার অপরাধ বর্ত্তিবে না। ৪ উই. নোট., ৮৫। অথবা যে পুলিষ অফিসারের প্রতি ওয়ারেণ্ট জারীর আদেশ হয়, তিনি endorse না করিয়া অপর কোন পুলিষ অফিসার কোন পদাতিকের নামে endorse করিয়া দিলে, তাহা সিদ্ধ নহে। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৪৫৭। কিন্তু য দ খ'কে চুরি করিতে দেখিয়া সেই সময় ক তাহাকে গ্রেপ্তার করে, তাহা হইলে ক'র হাত ছাড়াইয়া পলাইলে খ এ ধারামত দায়ী হইবে। ১১ ই. ল. রি., মা., ৪৮০। কিম্বা যদি কেহ রাত্রে কোন অপরাধের নিমিত্ত গ্রেপ্তার হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক'র হস্তে এই বলিয়া অর্পণ করেন যে ক তাহাকে রাত্রে আপন জিম্মায় রাখিয়া পরদিন তাহাকে কাছারীতে উপস্থিত করিয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় ক'র জিম্মা হইতে পলাইলে সে এই ধারামত দায়ী হইবে। ১৭ ই. ল. রি., মা., ১০৩। আর মনে কর, ক কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া ধৃত হয়। ধৃত হইবার পর গ্রেপ্তার-কারীকে উৎকোচ দিয়া বা তাহার অসাবধানতাবশতঃ বা সে কিয়ৎক্ষণের জন্য অপর স্থানে গিয়াছে এই অবসর পাইয়া, ক পলায়ন করে। এমতস্থলে ক এই ধারামত দায়ী হইবে। ধৃত হইয়া যে পর্য্যন্ত আইনানুসারে বিচারাধীন না হয়, ততক্ষণ ধৃত ব্যক্তি কয়েদে অর্থাৎ custodyতে আছে ধরিতে হইবে। ১৮ ই. ল. রি., মা., ৪০১। ইহার সহিত ১৮৩ ও ১৮৬ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক। আর মনে কর, যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে তাহার পিতার নাম ওয়ারেণ্টে ঠিক লিখিত হয় নাই। এরূপ স্থলে সে ধৃত হইয়া পলায়ন করিলে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৪০০। আর একটি মোকদ্দমায় এইরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে। আনন্দ নামে এক ব্যক্তি ১৮৬৬ সালে একটি অপরাধ করে। ১৮৯৩ সালে অপর একজন আনন্দকে অপরাধকারী আনন্দ বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে আনন্দ যে আনন্দ অপরাধ করিয়াছে সে নহে বলিয়া খালাস পায়। অত্র অবস্থায় যে আনন্দকে ১৮৯৩ সালে গ্রেপ্তার করা হয় সে ঐ গ্রেপ্তার অবস্থা হইতে পলায়ন করিয়া থাকিলে এ ধারামত দায়ী হইবে না। কারণ, সে যে "আইনমতে ধৃত" (in lawful custody) হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ২১ ই. ল. রি., কলি., ৩৩৭। কিন্তু যদি সে প্রকৃত আনন্দ হইত, তাহা হইলে সে মূল মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত না হইলেও সে আইনমতে গ্রেপ্তার হইয়াছিল ধরিতে হইবে, ও সুতরাং গ্রেপ্তার অবস্থা হইতে পলায়ন করিলে এ ধারামত দায়ী হইবে। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ২৫৩।

(৩) অপরাধের নিমিত্ত ধৃত হইয়া পলায়ন করিলে এই ধারা খাটিবে।—সুতরাং দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানার বলে ধৃত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি পলায়ন করে, তাহাকে এই ধারামত দণ্ডিত হইতে হইবে না। ৬ বো. রি., ১৬; ৩ ই. ল. রি., এলা., ২৭। তৎসম্বন্ধে ২২৫-খ ধারা বর্ত্তিবে। অথবা ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৩৮ অধ্যায়মতে জামিন দিতে অসমর্থ হইলে যদি কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাখা যায় এবং সে যদি তথা হইতে প্রস্থান করে, তাহা হইলে সে এই ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে ২২৫-খ ধারায় বিশেষ বিধি আছে বলিয়া সে দণ্ডিত হইবে। আরও শান্তিভঙ্গ করিব না বলিয়া কোন ব্যক্তি জামিন দিতে না পারিলে, বা নিজ ঔরসজাত শিশু প্রভৃতিকে খোরপোষ দিতে অসমর্থ হইলে, যদি তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখা হয় এবং সে যদি তথা হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলেও সে

এই ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে না। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ এবং ১১০ ধারা অনুসারে সদাচরণের জামিন লইবার জন্য কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবার সময় সে পলায়ন করিলে, সেও এই ধারা বা ২২৫-খ ধারামত দণ্ডিত হইবে না। মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অন্তে জামিন দিতে অসমর্থ হইয়া কয়েদ হইতে পলায়ন করিলে, ২২৫-খ খাটিবে। ৮ ই. ল. রি., কলি., ৩৩১; ৭ ই. ল. রি., এলা., ৬৭। সেইরূপ, পাগল বলিয়া কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়া রাখিলে সে যদি তথা হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহার এই ধারামত দণ্ড হইবে না। কিন্তু যদি জেলরক্ষক (অর্থাৎ যাহার কর্তৃত্বাধীনে সে ছিল) তাহাকে পলাইতে দিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ রক্ষক ২২৩ ধারামতে দায়ী হইবে।

অভিযোগ—কোন অপরাধের নিমিত্তি আসামী কয়েদ আছে, এমন সময় সে তথা হইতে পলায়ন করিল। তাহার নামে এই ধারামত চার্জ্জ করিতে হইলে অভিযোগ পত্রে ইহা লিখিতে হইবে যে সে কোন অপরাধের নিমিত্ত কয়েদ ছিল।

২২৫ ধারা।—কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তির আইনমতে ধৃত হইবার বাধা যদি অন্য কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক বলদ্বারা কি বে-আইনমতে দেয়, অথবা কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনমতে ধৃত থাকিলে যদি অন্য কেহ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়, কি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। অথবা—

যাহাকে ধৃত করিতে হয়, কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয়, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয়, কি যে অপরাধের নিমিত্ত সে ধৃত হইবার যোগ্য হয়, সেই অপরাধের জন্য যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার দণ্ড হইতে পারে, তবে ঐ ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। অথবা—

যাহাকে ধৃত করিতে হয়, কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয়, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয়, কি যে অপরাধের নিমিত্ত সে ধৃত হইবার যোগ্য হয়, সেই অপরাধের জন্য যদি প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তবে ঐ ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। অথবা,—

যাহাকে ধৃত করিতে হয়, কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয়, সে যদি আদালতের দণ্ডাজ্ঞামতে কিম্বা সেই দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ, কি দশ বৎসরের কি তাহার অধিক কোনকাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর-প্রেরণ হইবার কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম

করিবার কি কয়েদ হইবার যোগ্য হয়, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। অথবা,—

যাহাকে ধৃত করিতে হয়, কি যাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, কি মুক্ত করিয়া দিবার উদ্যোগ হয়, তাহার যদি প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ হইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—অপরকে আইনমত হাজত হইতে মুক্ত করিয়াছে বলিয়া এই ধারার আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে ঐ অপর ব্যক্তি আইনমত হাজতে অর্পিত হইয়াছিল। ২১ উ. রি., ২২। যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আইনমত ধৃত হইতে পারে (কেবল পুলিষ অফিসার কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া সম্বন্ধে নহে), তাহার সম্বন্ধে বাধা দিলে এই ধারা খাটিবে। ১ উ. রি., ২৩৫; ১১ ই. ল. রি., মা, ৪৪১। কোন পুলিষ অফিসার নিজের পদোচিত কার্য্য করিতেছে এমন সময় তথায় একটি বে-আইন জনতা হইল। সেই জনতায় যাহারা সম্মিলিত ছিল, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সে ক্ষমতাবান্। সে কতকগুলিকে গ্রেপ্তার করিলে ক তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লয়। এতদ্দ্বারা ক এই ধারার লিখিত অপরাধ করিল। ১৩ উ. রি., ৭৫।

২২৫-ক ধারা।—কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া ২২১, ২২২ কি ২২৩ ধারায় কিম্বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে যে স্থলের বিধান নাই এমত স্থলে কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ ধরিতে বা কয়েদ রাখিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া ঐ ব্যক্তিকে ধরিতে ত্রুটি করিলে বা কয়েদ হইতে পলাইতে দিলে,

(ক) যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক না ধরে বা পলাইতে দেয়, তবে তাহার ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে; এবং

(খ) যদি শৈথিল্যপূর্ব্বক না ধরে বা পলাইতে দেয়, তবে তাহার ২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে। (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ২৪ (১) ধাঃ)।

অনুমতি—১৬১ ধারার টীকা দেখ।

২২৫-খ ধারা।—২২৪ বা ২২৫ ধারায় কিম্বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহার বিধান নাই এরূপ স্থলে কোন ব্যক্তিকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে আইনমতে ধরিতে গেলে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয় কি অবৈধ প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা তাহাকে আইনমতে যে স্থানে আটক করিয়া রাখা যায় তথা হইতে পলায়ন করে কিম্বা পলায়ন করিবার উদ্যোগ করে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি আইনমতে আটক থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া লয় বা

লইবার উদ্যোগ করে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, অথবা ঐ উভয় দণ্ড হইবে। (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ২৪ (১) ধাঃ)।

৯৯, ১৮৬, ২২৪ ও ৩৫৩ ধারার টীকা দেখ।

২২৬ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে আইনমতে দ্বীপান্তরে পাঠান গেলে, যদি তাহার দ্বীপান্তরে থাকিবার কাল গত না হইতে এবং তাহার দণ্ড ক্ষমা না হইতেও, সে দ্বীপান্তর হইতে প্রত্যাগমন করে, তবে সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরিত হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। এবং সেই প্রকারে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইতে পারিবে।

অর্থ—দ্বীপান্তরে পৌছিয়া তথা হইতে দ্বীপান্তর থাকিবার কাল গত হইবার পূর্ব্বে এবং তাহার দণ্ড ক্ষমা না হইতে হইতে, যদি সে দ্বীপান্তর হইতে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে। দ্বীপান্তর যাইতে যাইতে তথায় পৌছিবার অগ্রে পথ হইতে পলায়ন করিলে, সে ২২৪ ধারামত দণ্ডিত হইবে, এ ধারানুসারে নহে। ৪ মা. রি., ১৫২। ২২৪ ধারার টীকা দেখ।

২২৭ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক দণ্ডের ক্ষমা গ্রহণ করিয়া থাকে, ও যে নিয়মমতে ঐ ক্ষমা প্রাপ্ত হয় এমত কোন নিয়ম যদি জ্ঞান-পূর্ব্বক লঙ্ঘন করে, তবে সেই ব্যক্তির প্রথমে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল তাহার কোন অংশ যদি পূর্ব্বে ভোগ না করিয়া থাকে, তবে তাহার সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কিম্বা যদি তাহার কোন অংশ পূর্ব্বে ভোগ করিয়া থাকে, তবে যত অংশ ভোগ করিবার অবশিষ্ট ছিল তাহা ভোগ করিতে হইবে।

২২৮ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কোন মোকদ্দমার কার্য্য চলিবার কোন সময়ে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে বিচারার্থে বসিয়াছেন, এমত সময়ে যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) তাঁহাকে অপমান করে, কি তাঁহার কর্ম্মের কোন ভঙ্গ (interruption) দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন-কাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

অর্থ—সাক্ষী জবানবন্দি দিবার সময় অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিলে সে এ ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৪ বো. রি., ৫। কিম্বা ঠিক ঠিক উত্তর দিতে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিলে (৪ বো. রি., ৫), বা সত্য কথা বলিতে অনিচ্ছুক হইলে, বা পরস্পর অনৈক্য উত্তর দিলে, সে এ ধারামত দণ্ডিত হইতে পারে না। ১৫ উ. রি., ৫। কিন্তু অপমান করিবার অভিপ্রায়ে বা কার্য্য ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে যদি সে ঐরূপ করে, তাহা হইলে সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী। ১০ বো. রি., ৬৯। সুতরাং ইহা প্রমাণিত করা আবশ্যক যে আসামীর ঐরূপ অভিপ্রায় ছিল। ১৫ উ. রি., ৬২। ইহাও আবশ্যক যে রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমা

বিচারার্থ বসিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ঐ সকল না ঘটিলে, আসামী দণ্ড পাইবার পাত্র হইবে না। ১২ উ. রি., ৬৪। আদালত হুকুম দেন যে ক না যায়। কিন্তু ক চলিয়া গেল, কিম্বা বাহিরে গিয়া বিচারাধীন আসামীকে ইঙ্গিত করিয়া কিছু বলিতে লাগিল। ইহাতে ক কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল না। ৪ মা. রি., ১৪৬, ২২৯। এই টীকার সঙ্গে সঙ্গে ১০ অধ্যায়ের ১৭২ ধারায় যে কথাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করা আবশ্যক।

মোকদ্দমার কার্য্য—১৮৭৭ সালের ৩ আইনের কার্য্যও ইহার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু যে সবরেজিষ্ট্রারের সমক্ষে এই ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হয়, তিনি যদি ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৮০। ৪৮২ ধারামত কার্য্য না চালান, তাহা হইলে অপর মাজিষ্ট্রেটের উক্ত অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার নাই। ২২ উ. রি., ১০। কিন্তু যে রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধে উক্ত ৪৮০। ৪৮২ ধারা খাটে না এবং যিনি "Court" শব্দের অন্তর্গত নহেন, তাঁহার বিরুদ্ধে ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইলে, অনুমতির আবশ্যক না থাকায়, মাজিষ্ট্রেট ফৌ. কা. বি. আইনের ১৯০ ধারামতে মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া ঐ অপরাধের বিচার করিলে অবৈধ হইবে না। ১৫ ই. ল. বি., মা., ১৩১।

বিচার—ফৌ. কা. বি. আইনের ৪৮০ ধারা দেখ। এই ধারামত সরাসরি বিচার করিলে আদালতের এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য :—(১) আসামী কি করিয়াছে যাহাতে তাহার অপরাধ হইল; (২) আসামীর জবাব; (৩) আদালতের নিষ্পত্তি এবং দণ্ডাজ্ঞা। সুতরাং যদি ইহা প্রকাশ না পায় যে আসামী কি করায় আদালতের অপমান হইল, তাহা হইলে দণ্ডাজ্ঞা রদ হইবে। ৪ মা. রি., ২২৯। সেইরূপ আসামীর জবাব তলব না করিলে, কিম্বা আসামীর জবাব না লিখিত হইলে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবে। ৭ বো. রি., ১০২।

অনুমতি—আবশ্যক। ২১১ ধারার টীকা দেখ।

২২৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমাতে আপনি জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইতে কি শপথ করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও, যদি আপনাকে অন্যমত দেখাইয়া কি অন্য কর্ম্ম করিয়া আপনাকে সেই পদে জ্ঞানপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইতে দেয়, কি আপনাকে শপথ করাইতে দেয়, কিম্বা আইনের বিরুদ্ধমতে সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট কি নিযুক্ত হইয়াছে কি শপথ করান গিয়াছে জানিয়াও, যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই জুরির কি সেই আসেসরের কর্ম্ম করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবেক।

ফৌ. কা. বি. আইনের ২৭৮ ধারায় যে যে ব্যক্তি জুরি কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে পারিবে না, তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৩০ ধারা।—ধাতু কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা ক্রমে টাকার স্বরূপ (as money) ব্যবহার করিবার জন্য মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে ও তৎকালীন টাকার স্বরূপ (as money) চলন হইলে তাহা মুদ্রা বলা যায়।

টাকা স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মহারাণীর অনুমতিক্রমে কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণমেণ্টের কিম্বা মহারাণীর রাজ্যমধ্যে কোন গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে ধাতু মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয় তাহা মহারাণীর মুদ্রা। এবং এইরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত ধাতু আর টাকা স্বরূপ ব্যবহৃত না হইলেও এই অধ্যায়ের প্রযোজনার্থ মহারাণীর মুদ্রাই থাকিবে। (১৮৯৬ সাঃ, ৬ আঃ, ১ ধারা।)

উদাহরণ।

(ক) কড়ি মুদ্রা নহে।

(খ) মুদ্রাঙ্কিত না করা তামার চাক্তিপ্রভৃতি টাকার স্বরূপ ব্যবহার হইবার হইলেও মুদ্রা হয় না।

(গ) পদক মুদ্রা নয়, যেহেতু টাকার স্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় নহে।

(ঘ) কোম্পানির টাকা নামে যে মুদ্রা চলিত আছে, তাহা মহারাণীর মুদ্রা।

(ঙ) 'ফরক্কাবাদের টাকা,' পূর্ব্বে যাহা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে আর মুদ্রাস্বরূপ ব্যবহৃত না হইলেও মহারাণীর মুদ্রা। (১৮৯৬ সাঃ, ৬ আঃ, ১ ধারা।)

অর্থ—কুলদার জয়পুর প্রভৃতি স্বর্ণ মোহর মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত। যদিও ঐ সকল মোহর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, তথাপি তাহারা বাজারে দেনাপাওনা উপলক্ষে মুদ্রার ন্যায় চলিয়া থাকে বলিয়া ঐরূপ গণ্য করা যায়। ৫ উ. প. রি., ১৮৭। বাজারে ঐরূপ চলিত না হইলে, মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে না। ১১ বো. রি., ১৭২। 'মুর্শিদাবাদের টাকা' পূর্ব্বে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ফরক্কাবাদের টাকার ন্যায় মহারাণীর মুদ্রা হইতেছে। ২৮ ই. ল. রি., এলা., ৬২।

২৩১ ধারা।—যদি কেহ মুদ্রা কৃত্রিম করে, কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থের কথা।—যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিবার মানসে অকৃত্রিম এক

প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত প্রকাশ করে, কিম্বা তাহা করিলে কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করা যাইতে পারে জানিয়া তাহা করে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ করে।

অর্থ ও প্রমাণ—২৮ ধারার টীকা দেখ। কৃত্রিম করা হইলেই এই ধারার অপরাধ কৃত হইল। আসামী ঐ কৃত্রিম মুদ্রা চালাইয়াছে কিম্বা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুদ্রা কৃত্রিম করিতেছে, এমন সময় কোন ব্যক্তি ধৃত হইবার সম্ভাবনা প্রায়ই হয় না। সুতরাং এ ধারার মোকদ্দমা অবস্থাঘটিত প্রমাণ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হইয়া থাকে। মনে কর, কোন ব্যক্তির হস্তে একটি কৃত্রিম পয়সা প্রাপ্ত হওয়া গেল। অনতিবিলম্বে তাহার গৃহে অনুসন্ধান করিতে গিয়া পুলিষ একখানি মুদ্রাঙ্কন যন্ত্র এবং অপর অপর যন্ত্র প্রাপ্ত হইল। ইহাও দৃষ্ট হইল যে মুদ্রাঙ্কন-যন্ত্রখানি সম্প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ স্থলে ঐ ব্যক্তির এই ধারামত দণ্ড হইতে পারে। উ. আ. রি., (১৮৭১), ৫।

২৩২ ধারা।—যদি কেহ মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করে, কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করে, তবে সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড পাইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—অনেকে টাকার উপর রিং (ring) বসাইয়া মালা করিয়া গলায় পরে। ঐ রিং উঠাইয়া ফেলিয়া যে স্থানে রিংটি লাগান ছিল সেই স্থানটি ঘসিয়া মাজিয়া সমতল করিলে তদ্দ্বারা যদি টাকার সারাংশ (material parts) কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে মুদ্রাটি কৃত্রিম করা হইল এরূপ বলা যাইতে পারে না। ২৩ ই. ল. রি., এলা., ৪২০।

প্রমাণ—মহারাণীর মুদ্রা কি না তাহা প্রমাণ দ্বারা স্থির করিতে হইবে। যদি কোন আইনমত কোন মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সেই আইন দ্বারা উহা প্রমাণিত করিতে হইবে।

২৩৩ ধারা।—মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যেতে ব্যবহার হইবার নিমিত্ত, কি ঐরূপ ব্যবহার হইবার নিমিত্ত অভিপ্রেত জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ ছেনী (die) কি যন্ত্র নির্ম্মাণ, কি জীর্ণোদ্ধার করে অর্থাৎ সারাইয়া দেয় (mends), কিম্বা নির্ম্মাণের কি সারাইবার কোন কার্য্য করে, কিম্বা তাহা ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে (disposes of), তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৩৪ ধারা।—মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যেতে ব্যবহার হইবার নিমিত্ত, কি ঐরূপ ব্যবহার হইবার নিমিত্ত অভিপ্রেত জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ ছেনী কি যন্ত্র নির্ম্মাণ করে কি সারাইয়া দেয়, কি নির্ম্মাণের কি সারাইবার কোন কার্য্য করে, কিম্বা তাহা ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৩৫ ধারা।—মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কার্য্যেতে কোন যন্ত্র, কি দ্রব্য (উপাদান) ব্যবহার হইবার নিমিত্ত, কিম্বা সেই কর্ম্মেতে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় থাকে জানিয়া কিম্বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কোন ব্যক্তির নিকট সেইরূপ কোন যন্ত্র কি দ্রব্য থাকে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোন-কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। আর যে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কল্পনা থাকে তাহা যদি মহারাণীর মুদ্রা হয়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

অর্থ—"ব্যক্তির নিকট" শব্দের স্থানে ইংরাজীতে পোজেশন (possession) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডবিধি আইনে ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ২৪। ২৫ ভিক্ট ৯৯ আ., ১ ধারায় ইহার অর্থ প্রকাশিত আছে। জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরের নিকট বা দখলে বা অপরের গৃহে রাখিলেও, নিজের নিকট থাকা গণ্য হইবে।

প্রমাণ—আসামীর দুষ্ট অভিপ্রায় প্রমানার্থ আসামী পূর্ব্বাপর কৃত্রিম মুদ্রা ব্যবহার করিয়াছে, কিম্বা পূর্ব্বে ঐরূপ অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইয়াছে—ইহা দেখান যাইতে পারে। অনেক মোকদ্দমায় ঐরূপ প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৮৭২ সালের প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৪ ধারার ২য়. অর্থের কথা ও ১৬ ই. ল. রি., বো., ৪১৪ দেখ।

২৩৬ ধারা।—যদি কেহ ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তা করে, তবে ঐ ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে ঐরূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তা করণের মত সেই ব্যক্তির দণ্ড হইবে।

২৩৭ ধারা।—যদি কেহ কোন কৃত্রিম মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া কিম্বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া সেই মুদ্রা ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষে আমদানী করে, কি তহা হইতে রপ্তানি করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৩৮ ধারা।—যদি কেহ কোন কৃত্রিম মুদ্রা মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম জানিয়া কিম্বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া সেই মুদ্রা ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষে আমদানী করে, কি তথা হইতে রপ্তানি করে, তবে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৩৯ ধারা।—কোন ব্যক্তির নিকট যদি কৃত্রিম মুদ্রা থাকে ও সে যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি তাহা কৃত্রিম জানিত, তবে সেই ব্যক্তি সেই মুদ্রা প্রতারণা ভাবে কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে দিলে, কি কোন ব্যক্তিকে তাহা লইতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিলে, সে পাঁচ বৎসরের অনধিক

কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—যে ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিবে তাহার পক্ষে এ ধারা নহে। কৃত্রিম জানিয়া যে ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা গ্রহন করিয়া অপরকে দেয়, তাহার দণ্ডের নিমিত্ত এই ধারার সৃষ্টি। ৩ উ. প. রি., ১৫০।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ২৩৫ ধারার টীকা ও ১৮৭২ সালের ১ আইন, ১৪ ধারা উদাঃ (খ), ও ১৫ ধারা উদাঃ (গ), ২৩ উ. রি., ৪, ও ৮ ই. ল. বি., বো., ২২৬ দেখ।

২৪০ ধারা।—মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা যদি কোন ব্যক্তির নিকট থাকে ও সে যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা মহারাণী মুদ্রার কৃত্রিম যদি জানিত, তবে সেই ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হয় এই অভিপ্রায়ে সেই মুদ্রা কোন ব্যক্তিকে দিলে, কি কোন ব্যক্তিকে তাহা লইতে প্রবৃত্ত দিবার উদ্যোগ করিলে, সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগ—প্রদত্ত মুদ্রাটি, উহা মহারাণীর যে মুদ্রার কৃত্রিম নকল সে মুদ্রা, এবং যে ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম, অভিযোগপত্রে এই তিনটির উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য। ৫ উ. রি., ৭।

২৪১ ধারা।—কোন ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা যে সময়ে পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত না, পরে তাহা কৃত্রিম জানিয়াও যদি অকৃত্রিম বলিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়, কিম্বা অকৃত্রিম বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা ঐ কৃত্রিম করা মুদ্রার মূল্যের দশগুণ পর্য্যন্ত তাহার অর্থদণ্ড হইবে, কিম্বা তাহার ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ মুদ্রা প্রস্তুতকারক, সে কোম্পানির কতক কৃত্রিম টাকা চালাইবার জন্য আপনার সহকারী বলরামকে দেয়। বলরাম কৃত্রিম টাকা চালাইবার ব্যবসায়ী চাঁদনামক অন্য ব্যক্তিকে সেই টাকা বিক্রয় করে। চাঁদ তাহা কৃত্রিম জানিয়া ক্রয় করে ও দিনু নামক এক ব্যক্তিকে কোন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ঐ টাকা দেয়, দিনু কৃত্রিম না জানিয়া ঐ টাকা লয়, কিন্তু পরে তাহা কৃত্রিম দেখিয়া দিনু সেই টাকা অকৃত্রিমমতে কোন ব্যক্তিকে দেয়। এই স্থলে দিনু কেবল এই ধারা-মতে দণ্ড পাইবেক। কিন্তু বলরাম ও চাঁদ ২৩৯ ধারামতে, কিম্বা অবস্থাবিশেষে ২৪০ ধারামতে দণ্ড পাইবে।

অর্থ—অকৃত্রিম বলিয়া দিলেই এ ধারা খাটিবে। পুলিষ না ধরিতে পারে তদুদ্দেশে কৃত্রিম মুদ্রা অপর কোন লোকের নিকট রাখিলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। ৪ উ. প. রি., ৬২।

অভিযোগ—ফরম ফৌ. কার্য্য. বি. আইনে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ২৩৯ ধারার টীকার শেষাংশ দেখ।

২৪২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তির নিকট প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হইবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মুদ্রা থাকে ও সেই ব্যক্তি যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি তাহা কৃত্রিম জানিত, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—মনে কর, ক কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খ নিজে সে সকল মুদ্রা রাখে নাই। কিন্তু যাহাদের মুদ্রা বিনিময়ে বা অন্য কারণবশতঃ লওয়া আবশ্যক তাহাদিগকে খ ক'র নিকট ঐ মুদ্রা পাওয়া যাইবে বলিয়া দর চুক্তিপূর্ব্বক ক'র নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং ক তদনুসারে স্বকৃত কৃত্রিম মুদ্রা তাহাদিগকে দেয়। এস্থলে খ'র ২৪১ কি ২৪০ ধারামত দণ্ড হইতে পারে না, কারণ সে স্বয়ং কৃত্রিম মুদ্রা দিতেছে না, কিন্তু তাহাকে সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত করা যাইবে। আরও মনে কর, একটি টাকার মত আকৃতি রূপার মেডেলে এক পার্শ্বে মহারাণীর মুখ-সদৃশ একটি মুখ অঙ্কিত, অপর পার্শ্বে "ভারতেশ্বরী" ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হইয়া "ভিক্টোরিয়া ডিয়াই গ্রেসিয়া" লিখিত আছে। ঐ মেডেলটি টাকা বলিয়া কোন ব্যক্তি চালাইয়া দিলে তাহার এই ধারামত দণ্ড করা যাইতে পারে কি না সন্দেহ; অর্থাৎ ৪১৫ ধারার অপরাধ ব্যতীত অপর কোন অপরাধ তাহার কর্ত্তৃক কৃত হইল কি না সন্দেহ। বো. রি., ১৮৬৪, ৬ সেপ্টেম্বর।

২৪৩ ধারা।— যদি কোন ব্যক্তির নিকট প্রতারণাভাবে কি প্রতারণা হইবার অভিপ্রায়ে মহারাণীর মুদ্রার কৃত্রিম মুদ্রা থাকে, ও সেই ব্যক্তি যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি তাহা কৃত্রিম জানিত, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

প্রমাণ—এক ব্যক্তির নিকট কতকগুলি কৃত্রিম টাকা, কতকগুলি কৃত্রিম সিকি, এবং কতকগুলি কৃত্রিম পয়সা পাওয়া গেল। সে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে এতগুলি কৃত্রিম মুদ্রা রাখিয়াছে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যদি তাহার নিকট কেবলমাত্র একটি কৃত্রিম মুদ্রা থাকে, তাহা হইলে এরূপ অনুভব করা যাইতে পারে না। সুতরাং সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ১৮৭২ সালের ১ আইন, ২১ ধাঃ, উদাঃ ৫, ও ২৩৯ ধারার টীকা দেখ।

২৪৪ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে আইনমতের স্থাপিত কোন ট্যাক্সালে কর্ম্ম করিয়া আইনমতে যে মুদ্রার যত ওজন কি যে মুদ্রাতে যে ধাতুর যত থাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তদ্ব্যতিক্রমে অন্য ওজনের কি অন্যরূপে মিশ্রিত কোন ধাতুর মুদ্রা সেই ট্যাক্সাল হইতে বাহির করিবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে, কিম্বা আইনমতে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা না করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৪৫ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি আইনসিদ্ধ ক্ষমতা না পাইয়া ব্রিটনীয়দের

অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে আইনমতে স্থাপিত কোন ট্যাক্সাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন অস্ত্র (tool) কি যন্ত্র (instrument) বাহির করিয়া লয়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

অর্থ—মনে কর, আসামী ট্যাক্সাল হইতে একখানি অস্ত্র বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে; ট্যাক্সালের কর্ম্মচারীরা তাহা জানিতে পারিয়াও, তাহাকে নিবারণ করিল না। তাহাদের ইচ্ছা যে আসামী মাল সহিত গ্রেপ্তার হইলে, তাহার অপরাধ স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়িবে। তাহারা কোন নিবারণ চেষ্টা না করায়, এরূপ বলা যাইবে না যে আসামী উহা লইয়া যাইবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

২৪৬ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা কি শঠতাক্রমে কোন মুদ্রাতে এমন কোন কার্য্য করে তাহাতে সেই মুদ্রার ওজন ন্যূন হয়, কিম্বা যে ধাতুর যত দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা নির্দ্ধারিত আছে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থের কথা।—যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রায় ছিদ্র করত তাহার কিয়দংশ বাহির করিয়া ঐ ছিদ্রেতে অন্য কোন বস্তু দেয়, তবে ঐ মুদ্রা যে ধাতুর যত দিয়া হইয়া থাকে তাহা ঐ ব্যক্তি পরিবর্ত্তন করে।

২৪৭ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা কি শঠতাভাবে মহারাণীর কোন মুদ্রাতে এমন কার্য্য করে যে তাহাতে সেই মুদ্রার ওজন ন্যূন হয়, কিম্বা যে ধাতুর যত দিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৪৮ ধারা।—এক প্রকারের কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চলে এই অভিপ্রায়ে, যদি কেহ সেই মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তনের কোন কার্য্য করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৪৯ ধারা।—মহারাণীর এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চলে এই অভিপ্রায়ে, যদি কেহ সেই মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তনের কোন কার্য্য করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫০ ধারা।—যে মুদ্রাতে ২৪৬ কি ২৪৮ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমন কোন মুদ্রা যদি কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে, ও সেই মুদ্রাতে ঐ অপরাধ করা গিয়াছে এই কথা যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে জানিয়া সেই ব্যক্তি যদি

প্রতারণাভাবে কিম্বা প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে সেই মুদ্রা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয় কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দিবাব উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগ—মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যে কার্য্য করা হইবে, তাহা অভিযোগ-পত্রে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। ২৪৬ কিম্বা ২৪৮ ধারার উপর বরাত রাখিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে চলিবে না। ২ উ. রি., ১১।

২৫১ ধারা।—যে মুদ্রাতে ২৪৭ কি ২৪৯ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমন কোন মুদ্রা যদি কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে, ও সেই মুদ্রাতে ঐ অপরাধ করা গিয়াছে এই কথা যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে জানিয়া সেই ব্যক্তি যদি সেই মুদ্রা প্রতারণাভাবে কি প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়, কি অন্য ব্যক্তিকে তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫২ ধারা।—যে মুদ্রাতে ২৪৬ কি ২৪৮ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমত কোন মুদ্রা যদি প্রতারণাভাবে কি প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির নিকট থাকে, ও সেই মুদ্রাতে অপরাধ করা গিয়াছে এই কথা সেই ব্যক্তি যে সময়ে ঐ মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি জানিত, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫৩ ধারা।—যে মুদ্রাতে ২৪৭ কি ২৪৯ ধারার লিখিত অপরাধ হইয়াছে এমন কোন মুদ্রা যদি প্রতারণাভাবে কি প্রতারণার কার্য্য হয় এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে, ও সেই মুদ্রাতে ঐ অপরাধ করা গিয়াছে এই কথা ঐ ব্যক্তি যে সময়ে মুদ্রা পাইয়াছিল সেই সময়ে যদি জানিত, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫৪ ধারা।—যে মুদ্রাতে ২৪৬ কি ২৪৭ কি ২৪৮ কি ২৪৯ ধারার লিখিত কোন কার্য্য হইয়াছে এমন কোন মুদ্রা কোন লোক যে সময়ে পাইয়াছিল সেই সময়ে সেই মুদ্রাতে ঐ প্রকারে কার্য্য হইয়াছে ইহা যদি না জানিত, কিন্তু ঐ প্রকারের কার্য্য হইয়াছে পরে জানিয়াও সেই মুদ্রা অকৃত্রিম বলিয়া, কিম্বা যে প্রকারের মুদ্রা আছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া তাহা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়, কিম্বা অকৃত্রিম মুদ্রা বলিয়া কিম্বা অন্য প্রকারের মুদ্রা বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা ঐ পরিবর্ত্তন করা মুদ্রা

যে মুদ্রা বলিয়া চালান যায় কি চালাইবার উদ্যোগ হয়, তাহার মূল্যের দশগুণ পর্য্যন্ত তাহার অর্থদণ্ড হইবে।

২৫৫ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা যদি কোন ব্যক্তি কৃত্রিম করে, কি কৃত্রিম করিবার কোন কার্য্য জ্ঞান-পূর্ব্বক করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থের কথা—যদি কেহ অকৃত্রিম এক মূল্যের (denomination) ষ্টাম্প অন্য মূল্যের অকৃত্রিম ষ্টাম্পের মত প্রকাশ করাইয়া কৃত্রিম করে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ করে।

২৬০ ধারার টীকা দেখ।

২৫৬ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার করণার্থে, কিম্বা সেই কর্ম্মেতে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে, কোন যন্ত্র কি দ্রব্য হইয়াছে জানিয়া, কিম্বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কোন ব্যক্তি সেই যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫৭ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা কৃত্রিম করিবার কার্য্যে ব্যবহার করণার্থে, কিম্বা সেই কার্য্যে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় থাকে জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যে কেহ কোন যন্ত্র প্রস্তুত করে, কি করিবার কোন কার্য্য করে, কি ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫৮ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহার কৃত্রিম করা ষ্টাম্প যে কেহ জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া বিক্রয় করে, কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করে, সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৫৯ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহার কৃত্রিম করা ষ্টাম্প যে কেহ জানিয়া অকৃত্রিম ষ্টাম্পের মত ব্যবহার করিবার কি হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা অকৃত্রিম ষ্টাম্পের মত ব্যবহার হয় এই কারণে, আপনার নিকটে রাখে, সে সাত বৎসরের

অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

২৬০ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহার কৃত্রিম করা ষ্টাম্প জানিয়া যদি কেহ অকৃত্রিম ষ্টাম্পের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—কৃত্রিম ষ্টাম্প প্রকৃত ষ্টাম্প বলিয়া ব্যবহার করিলেই কেবল এই ধারা বর্ত্তিবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এক খানি প্রকৃত এক আনা মূল্যের ষ্টাম্প এক টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প বলিয়া বিক্রয় করে, সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না, ৪১৫ ধারামত দণ্ড পাইতে পারে। কারণ, সে ব্যক্তি কোন ষ্টাম্প কৃত্রিম করে নাই বা কৃত্রিম ষ্টাম্প ব্যবহার করে নাই। ২ উ. বি., ৬৫।

২৬১ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা যে লিখন কি দলীলের নিমিত্ত ব্যবহার হইয়াছে এমত কোন লিখন কি দলীল যদি কেহ ঐ ষ্টাম্প করা কাগজ প্রভৃতি হইতে প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে উঠাইয়া দেয় (removes), কি মোচন করে (efaces), কিম্বা কোন লিখনে কি দলীলে যে ষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে সেই ষ্টাম্প অন্য লিখনে কি দলীলে ব্যবহার করিবার জন্য যদি কেহ তুলিয়া লয়, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৬২ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা একবার ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্যের নিমিত্ত তাহা পুনরায় ব্যবহার করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৬৩ ধারা।—রাজস্বের কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন ষ্টাম্প প্রচলিত করেন তাহা ব্যবহার হইয়াছে ইহা দেখাইবার যে কোন চিহ্ন ঐ ষ্টাম্পের উপর দেওয়া যায় কি মুদ্রিত হয়, তাহা যদি কেহ প্রতারণাভাবে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে মোচন করে, কি উঠাইয়া দেয়, কিম্বা ঐ চিহ্ন তদ্রূপ যে ষ্টাম্প হইতে মোচন করা গিয়াছে কি উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে এমত ষ্টাম্প যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক নিকটে রাখে, কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, কিম্বা তদ্রূপ কোন ষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া

যদি কেহ তাহা বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৬৩ ক-ধারা। (১) কোন ব্যক্তি—(ক) কোন কৃত্রিম ষ্টাম্প প্রস্তুত করিলে, জানিয়া শুনিয়া চালাইলে, উহা লইয়া কারবার করিলে বা উহা বিক্রয় করিলে, কিম্বা কোন ডাকের প্রয়োজনার্থ কোন কৃত্রিম ষ্টাম্প জানিয়া শুনিয়া ব্যবহার করিলে, কিম্বা

(খ) আইনসঙ্গত কারণ বিনা আপন অধিকারে কোন কৃত্রিম ষ্টাম্প রাখিলে, কিম্বা

(গ) কোন কৃত্রিম ষ্টাম্প প্রস্তুত করিবার জন্য কোন ছেনী, প্লেট, যন্ত্র বা মালমশলা প্রস্তুত করিলে কিম্বা আইন সঙ্গত কারণ বিনা আপন অধিকারে রাখিলে, তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

(২) কোন কৃত্রিম ষ্টাম্প প্রস্তুত করিবার জন্য ঐরূপ কোন ষ্টাম্প, ছেনী, প্লেট, যন্ত্র বা মালমশলা কোন ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে তাহা ধৃত করা যাইতে পারিবে ও জব্দ করা হইবে।

(৩) এই ধারায় কোন ডাক মাসুলের হার ব্যক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, প্রচারিত হইয়াছে যে ষ্টাম্পে মিথ্যা করিয়া এইরূপ দেখায় কৃত্রিম ষ্টাম্প বলিতে সেই ষ্টাম্প কিম্বা উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত কোন ষ্টাম্পের যে কোন প্রতিরূপ, অনুকরণ বা প্রতিকৃতি কাগজের উপরই হউক বা অন্য রকমেই হউক করা হয় তাহা বুঝাইবে।

(৪) এই ধারায় এবং ২৫৫ হইতে ২৬৩ পর্য্যন্ত ধারায় কোন ডাক মাসুলের হার ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত প্রচারিত ষ্টাম্পের সংভ্রবে কিম্বা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে "গবর্ণমেণ্ট" বলিতে ১৭ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের কোন অংশে এবং শ্রীশ্রীমতীর রাজ্যের কোন অংশে কিম্বা কোন ভিন্ন দেশেও আইন অনুসারে শাসন বিভাগের কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেই বা সেই সেই ব্যক্তিকেও বুঝায় বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৩ আঃ, ২ ধারা।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ওজন ও পরিমাণ করণ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

২৬৪ ধারা।—ওজন করিবার কোন যন্ত্র অপ্রকৃত জানিয়া যদি কেহ প্রতারণা করিয়া (প্রতারণাপূর্ব্বক) তাহা ব্যবহার করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—যন্ত্রটি, অর্থাৎ তুলা দণ্ড, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি প্রভৃতি যন্ত্রটি অপ্রকৃত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত যন্ত্র প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, ৪১৫ ধারার অপরাধ করা হইবে, এ ধারার অপরাধ নহে। ২ উ. রি., ৬৫। আরও অপ্রকৃত যন্ত্র এক খানি আমার নিকট থাকিলেই, আমি দণ্ডিত হইব না। যদি আমি ইহা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবার নিমিত্ত রাখিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমি ২৬৬ ধারামত দণ্ড পাইব, নচেৎ নহে। মন্দ অভিপ্রায় এই ধারার লিখিত অপরাধের ভিত্তি স্বরূপ। ১৮ ক্ট. রি., ৭; ১ বো. রি., ১৮১।

মিথ্যা বাটখারাদি সম্বন্ধে পুলিষের কি ক্ষমতা আছে জানিতে হইলে, ফৌ. কা. বি. আ. ১৫৩ ধারা দেখা আবশ্যক।

২৬৫ ধারা।—যদি কেহ অপ্রকৃত বাটখারা, কি মাপিবার জন্য কোন অপ্রকৃত গজ, কাঠা, পালিপ্রভৃতি প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহার করে, কিম্বা যে বাটখারা যত ওজনের আছে, কি যে গজপ্রভৃতি যে মাপের হয় তদ্ভিন্ন অন্য বাটখারার মত কি অন্য মাপ বলিয়া যে কেহ কোন বাটখারা কি গজ প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করে, সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এ ধারায় যন্ত্রের কথা বলা হইতেছে না; বাটখারা, গজ, পালি প্রভৃতি ওজন বা মাপের কথা বলা হইতেছে।

২৬৬ ধারা।—ওজন করিবার কোন যন্ত্র কিম্বা কোন বাটখারা কি গজ, কাঠা, পালিপ্রভৃতি যদি কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে ও সে তাহা অপ্রকৃত জানে, ও যদি তাহা প্রতারণাভাবে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—২৬৪ ধারা দেখ।

২৬৭ ধারা।—ওজন করিবার কোন যন্ত্র, কি কোন বাটখারা, কি গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি কেহ অপ্রকৃত জানিয়া, যদি তাহা প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার

হইবার জন্য, কিম্বা প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া প্রস্তুত করে, কি বিক্রয়, কি হস্তান্তর (disposes) করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

২৬৮ ধারা।—সাধারণ লোকদের, কিম্বা নিকট নিবাসী লোকদের, কি নিকটবর্ত্তী সম্পত্তি যাহারা দখল করে তাহাদের সাধারণের কোন ক্ষতি, কি সঙ্কট, কি বিরক্তি (annoyance) যাহাতে হয়, কিম্বা সাধারণের কোন অধিকারক্রমে কার্য্য করিতে যাহাদের প্রয়োজন থাকে তাহাদের ক্ষতি, কি বাধা, কি সঙ্কট, কি বিরক্তি যাহাতে অবশ্য হয়, এমত কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম যে কেহ করে কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বে-আইনীমতে ত্রুটি করে, সে ব্যক্তি সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম (public nuisance) করিবার দোষী হয়।

সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম কোন (কিছু) স্বচ্ছন্দতা কি উপকারজনক হয়—এই কারণে ঐ অনিষ্ট কর্ম্মের ক্ষমা হয় না।

অর্থ—এ ধারায় "সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম" ব্যাখ্যা করা হইল।

(১) সাধারণের ক্ষতি প্রভৃতি হওয়া বা অবশ্য হইবে—এরূপ অবস্থা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। ৯ উ. রি., ৭০; ২০ ই. ল. রি., কলি., ৬৬৫। আমি আমার ঘোড়া বাঁধিয়া রাখি না বলিয়া এই ধারামত দোষী হইব না। ঘোড়া ছাড়া থাকিলে সাধারণের ক্ষতি "অবশ্য" হইবে এমন নহে। যতক্ষণ সাধারণের কোন ক্ষতি হইয়াছে প্রমাণিত না হইবে, ততক্ষণ আমি দায়ী হইব না। ৬ উ. রি., ৭১। জুয়া খেলার ঘর সাধারণের অনিষ্টকর সত্য, কিন্তু যাহারা জুয়া খেলা করে, তাহাদিগকে এই ধারামত দণ্ডিত করিতে হইলে তাহাদিগের কর্ত্তৃক সাধারণের বিরক্তি উৎপাদিত হয়, ইহা প্রমাণিত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে, অর্থাৎ যদি তাহারা তথায় গিয়া গোলমাল না করে, তাহা হইলে তাহারা এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৭ বো. রি., ৭৪। কোন বারাঙ্গনা ডাক বাঙ্গালায় আসিয়াছে বলিয়াই তাহাকে এই ধারামতে দায়ী হইতে হইবে না, কিন্তু যদি সে তথায় গিয়া এরূপ গোলমাল বা মাতলামি প্রভৃতি কার্য্য করে যদ্দ্বারা সাধারণের বিরক্তি হয়, তাহা হইলে সে দায়ী হইবে। ২ উ. প. রি., ৩৪৯। পুলিষ-আইনেও বেশ্যা সম্বন্ধে এইরূপ বিধি আছে। আমার বাটীর পার্শ্বে একটি বেশ্যার বাটী আছে। আমি ভদ্রলোক বলিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া দিবার

আমার অধিকার নাই। কিন্তু যদি শান্তভাবে আপন ব্যবসা না চালাইয়া, দিবাভাগে ছাদের উপর বসিয়া কুৎসিৎ, কদর্য্য গীত ও ভাব ভঙ্গিমাদি করে, রাত্রে অনেক লোকের সহিত বসিয়া মদ ভাঙ খাইয়া অত্যন্ত গোলমাল করে, অথবা এবম্বিধ কোন কার্য্য করে যদ্দ্বারা আমার ও আমার পরিবারবর্গের ক্লেশ হয়, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া তাহাকে স্থানান্তর করিয়া দিতে পারা যায়। ২৪ উ. রি., ৬৮। আরও মনে কর একজন বেশ্যা সরকারি রাস্তায় দাঁড়াইয়া একজন পথিককে তাহার গৃহে আসিবার জন্য ডাকিল। এতদ্বারা তাহার কর্ত্তৃক এ ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইল এরূপ বলা যাইবে না। ২২ ই. ল. রি., এলা., ১১৩। তবে ঐরূপ ডাকায় যদি সেই ব্যক্তির বা অপর পথিকের বিরক্তি জন্মায় তাহা হইলে কলিকাতার ও সহরতলির পুলিষ আইনানুসারে ঐ বেশ্যা দণ্ডনীয় হইবে। ১৮৬৬ সাঃ, ২ আঃ, ৪১-ক ধাঃ; ১৮৬৬ সাঃ, ৪ আঃ, ৬৮-খ ধারা দেখ। কোন ব্যবসা আরম্ভ করিবার নিমিত্ত আমি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুমতি লইলাম। যদি সেই ব্যবসা সাধারণের ক্ষতি, বা সঙ্কট, বা বিরক্তিকর হয়, তাহা হইলে আমি সে ব্যবসা চালাইতে পারিব না। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আমি অব্যাহতি পাইব না। ১৬. উ. রি., ৬। মনে কর, আমি একটি সাধারণের অনিষ্টকর ব্যবসা কোন স্থানে আরম্ভ করিলাম। যখন আরম্ভ করি তখন তথায় লোকের বসবাস ছিল না; সুতরাং তদ্দ্বারা কাহারও কষ্ট হইত না। পরে তথায় লোকের বসবাস হইল। এক্ষণে সেই সাধারণের স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর ব্যবসা চালাইয়া তত্রস্থ লোকের স্বাস্থ্যের হানি করিবার আমার অধিকার নাই। দ্বাদশ বৎসরের উপর আমি ঐ ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছি বলিয়া আমার বরাবর চালাইবার স্বত্ব জন্মাইতে পারে না। ১৪ উ. রি., ৪; ১৬ উ. রি., ৬। সাধারণ রাস্তার ধারে মৃত্তিকা জমা করিয়া রাখিবার কাহারও অধিকার নাই। রাস্তার দুই পার্শ্বে যে জমি থাকে, তাহা রাস্তার সামিল গণ্য করিতে হইবে। ৭ কলি. রি., ২৭২। সাধারণের অধিকারক্রমে রাস্তা ব্যবহার করণে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং সাধারণ রাস্তার পার্শ্বে যে নরদমা থাকে, তাহা মাটী দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে এই ধারামত সাধারণের অনিষ্টকর কার্য্য করা হইবে। ১৮ উ. রি., ৩৮। অথবা সাধারণ রাস্তার কোন অংশের উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাস্তাটির পরিসর কমাইয়া দিলেও এই ধারা খাটিবে, ও আসামী ২৯০ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। ২০ ই. ল. রি., মা., ৪৩৩। ইহার সহিত ১৪ ঐ., কলি., ৬৫৬ দেখ। এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত ধারাগুলির টীকা দেখা আবশ্যক।

(২) স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যক্তি বিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের স্বচ্ছন্দতাদি ব্যাঘাতজনক কার্য্য এ ধারার অন্তর্গত নহে। ৭ ই. ল. রি., মা., ৫৯০। আর একটি মোকদ্দমায় এইরূপ অবস্থা প্রকাশ পায়। আসামী নিজের বারাণ্ডায় ভোজ-উপলক্ষে অনেক মাংস কাটিয়া খুরিয়া রাঁধিবার জন্য প্রস্তুত করে। ঐ বারাণ্ডার নিকট জৈনদের একটি মঠ থাকে ও ঐ বারাণ্ডার সম্মুখ দিয়া কতক কতক জৈন যাতায়াত করে। এরূপ অবস্থায় হাইকোর্ট বলেন যে আসামীর কার্য্য "সাধারণ লোকদের" ক্ষতিপ্রভৃতি জনক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। সুতরাং ইহা (public nuisance) নহে। Private nuisance, অর্থাৎ ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের অনিষ্টকর হইতে পারে। ১২ ই. ল. রি., বো., ৪৩৭। সেইরূপ কোন ব্যক্তির বাটীতে পশ্বাদি বধ করিলে যদিও পশু বধ করা যাহাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এমন কয়েকজন ব্যক্তি ঐ হত্যাকার্য্য দেখিয়া বিরক্ত হয়, তথাপি ঐ কার্য্য এ ধারার ভিতর পড়িতেছে না। তবে যদি সাধারণ রাস্তার উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করা হয় ও তাহাতে সাধারণের বিরক্তি প্রভৃতি জন্মায়, ঐ কার্য্য এ ধারার অন্তর্গত হইবে। ১০ ঐ., এলা., ৪৪।

বিশেষকথা—ফৌ. কা. বি. আ. ১৩৩, ১৪৩, ১৪৪ ধারায় এ সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট কি করিতে পারেন, তাহা লিখিত আছে। সে সম্বন্ধে দুইএকটিকথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। ১ম.—দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ১৩৩ ও ১৪৩ ধারায় একটি, এবং ১৪৪ ধারায় অপরটি। প্রথমোক্ত বিধিটি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইলে কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব হইয়া পড়ে। সুতরাং যে সকল মোকদ্দমার অবস্থা এরূপ যে কোন প্রকারে কালবিলম্ব করা যাইতে পারে না, সেই সকল মোকদ্দমায় অপর বিধিটি (১৪৪ ধাঃ) অবলম্বিত হইয়া থাকে। যদি এরূপ কোন বিশেষ অবস্থা দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ১৩৩ ধারামত কার্য্য করা বিচারপতির কর্ত্তব্য; সে স্থলে ১৪৪ ধারামতে কার্য্য করিলে অবৈধ হইবে। ২১ উ. রি., ২৬; ৮ ই. ল. বি., এলা, ৯৯; ৩২ ঐ., কলি., ৯৩৫। একটি পথ লইয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ চলিতেছে। এক জন উহা বন্ধ করিল; তাহাতে সাধারণের কোন অসুবিধা হইল না। এস্থলে মাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারামত কার্য্য করিতে পারেন না। ১৯ উ. রি., ৬; ২০ ই. ল. রি., এলা., ৫০১। আরও, যখন দেখা যাইবে যে পথটি সাধারণ কি না এ সম্বন্ধে সরল বিশ্বাসের উপর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে, অর্থাৎ যেখানে bonafide dispute চলিতেছে, সেস্থলে ১৩৩ প্রভৃতি ধারা খাটিবে না। কিন্তু একবার পথটি সাধারণ পথ বলিয়া সাব্যস্ত বা স্বীকৃত হইলে, তৎসম্বন্ধে ১৩৩ ধারা কার্য্যকর হইবে। ১১ ই. ল. রি., কলি, ২৭১; ২৩ ঐ., ঐ., ৪৯৯; ২৫ ঐ., ঐ., ২৭৮; ৩১ ঐ., ঐ., ৯৭৬। ২য়.—সাধারণতঃ পক্ষদিগের উপর নোটিষ জারী করিয়া তাহাদিগের কি আপত্য আছে তাহা শ্রবণান্তে হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল যখন নোটিষ জারী করিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে অধিকতর অপকারের সম্ভাবনা আছে, এবম্বিধ অবস্থায় এক তরফা হুকুম প্রদত্ত হইতে পারে। ১ বে. ল. রি., ২০; ১১ উ. বি., ৪৬; ১৪ উ. রি., ১৭। একায়িক পুলিষ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ১৪৪ ধারামত হুকুম মাজিষ্ট্রেটের দেওয়া উচিত নহে। ১১ উ. রি., ৪৬। ১৮৮ ধারার টীকার "বিশেষ কথা" পাঠ করা আবশ্যক। ৩য়.—১৩৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট পক্ষদের নিকট প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া কোন হুকুম দিতে পারেন না; তাহাদিগের যাহা কিছু বলিবার থাকে তাহা বলিতে না দিলে আইনমত কার্য্য করা হইল না। ৮ কলি. রি., ৪৩১; ১৩ উ. রি., ১৩; ১৪ উ. রি., ১৭; ২১ উ. রি., ২৪, ৮৬; ১১ ই. ল. বি., বো., ৩৭৫। ১৩৩ ধারার উদ্দেশ্য কি তৎসম্বন্ধে ২০ ই. ল. রি., এলা., ৫০১ দেখ। ৪র্থ.—জবানবন্দি সমনের মোকদ্দমার ন্যায় গৃহীত হইবে। ফৌ. কা. বি. আ. ১৩৭ ধারা দেখ। ৫ম.—সাধারণের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের নিমিত্ত ফৌজদারী নালিষ না করিয়া কিম্বা করিবার পূর্ব্বে, দেওয়ানী আদালতে তদুপলক্ষে ড্যামেজের নালিষ করা যাইতে পারে। ১ বো. রি., ২। ৬ষ্ঠ.—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের স্বচ্ছন্দতাদির ব্যাঘাতজনক কার্য্য এ ধারার অন্তর্গত নহে।

২৬৯ ধারা।—প্রাণ সঙ্কটজনক কোন রোগ কোন কর্ম্মদ্বারা সঞ্চার হইতে পারে, কি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ ঐ কর্ম্ম বে-আইনমতে (unlawfully), কি শৈথিল্যক্রমে (negligently) করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—বাঙ্গালা টীকা দেওয়া বে-আইনমত বা শৈথিল্যঘটিত কার্য্য নহে; কিন্তু যদি ইহা

প্রমাণিত হয় যে প্রাণসঙ্কটজনক কোন রোগ তদ্দ্বারা সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, শৈথিল্যক্রমে টীকা দিয়াছে, কিম্বা টীকা দিবার পর রোগীকে শিথিলতার সহিত চিকিৎসা করিয়াছে, তাহা হইলে এই ধারার লিখিত অপরাধ করা হইবে। ২ মা. জুবিষ্ট, ৩২৪। ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া কোন ব্যক্তি রেলগাড়িতে ভ্রমণ করিলে তৎকর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ও যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ঐ রোগীকে টিকিট কিনিয়া দিয়া তাহার সঙ্গে যাইবে, সে এই ধারার অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডার্হ হইবে। ৭ ই. ল. রি মা., ২৭৬। কিন্তু যদি কেহ সংক্রামক রোগগ্রস্ত হইয়া আপন ঘরে থাকে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ২৪ ই. ল. রি., কলি., ৪৯৪। একজন একটী বেশ্যার নিকট গমন করায় তাহার কোন একটি কুৎসিত রোগ (syphilis) হয়। তজ্জন্য সে ঐ বেশ্যার উপর এই ধারামত নালিষ করে ও মাজিষ্ট্রেটও বেশ্যাটিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। হাইকোর্ট বলেন যে যখন ফরিয়াদীর নিজের কার্য্যের দ্বারা সে রোগগ্রস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যখন তৎকর্ত্তৃক স্ত্রীসংসর্গ কৃত না হইলে রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন স্ত্রীলোকটিকে এধারামত দোষী করা অবৈধ। তবে যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে স্ত্রীলোকটি নিজের পীড়ার কথা গোপন করিয়া কোন ব্যক্তিকে তাহার সহিত সংসর্গ করিতে প্রবৃত্তি দেয় ও তাহাতে যদি সেই ব্যক্তির রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি কর্ত্তৃক বঞ্চনাপরাধ কৃত হইল বলা যাইতে পারে। ১১ ই. ল. রি., বো., ৫৯।

২৭০ ধারা।----প্রাণসঙ্কটজনক কোন রোগ কোন কর্ম্মদ্বারা সঞ্চার হইতে পারে, কি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ সেই কর্ম্ম দ্বেষপূর্ব্বক (malignantly) করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৭১ ধারা।----কোন জাহাজ কুয়ারাণ্টাইন অবস্থা (অর্থাৎ যে জাহাজ হইতে কোন রোগ অথবা মারী সঞ্চার হইবার ভয় থাকে সেই জাহাজের লোকদিগের অবরোহণ করিবার নিষেধ অবস্থায়) রাখিবার, কিম্বা স্থলের লোকদের সঙ্গে, কি অন্য জাহাজের লোকদের সঙ্গে সেই অবস্থার জাহাজের লোকেদের গতিবিধি করিবার, কিম্বা যে যে স্থানে সঞ্চার রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে তাহার সেখানে ও অন্য অন্য স্থানে পরস্পর গতিবিধি করিবার যে বিধান ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোন গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন, এমত কোন বিধি যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৭২ ধারা।----যদি আহারীয় কি পানীয় কোন দ্রব্য আহারীয় কি পানীয় বলিয়া বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে কি বিক্রয় হইতে পারিবে জানিয়া, কেহ সেই দ্রব্যের সঙ্গে এমত কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দেয় যে তাহা আহার কি পা করা গেলে পীড়াজনক হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্

কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—যে দ্রব্য পীড়াজনক করা গিয়াছে তাহা খাঁটি বলিয়া বিক্রয় করিলে, এই ধারায় লিখিত অপরাধ কৃত হইবে না। তদ্দ্বারা ৪১৫ ধারার অপরাধ কৃত হইতে পারে। এই ধারার মোকদ্দমায় ইহা প্রমাণিত করিবে হইবে যে (১) আসামী দ্রব্যটি পীড়াজনক করিয়াছে, (২) সে জানিত কিম্বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল যে ঐ দ্রব্য আহারীয় বা পানীয় বলিয়া বিক্রয় হইবে। ২৭২-২৭৫ ধারায় আসামী দণ্ডিত হইলে, আদালত ঐ দ্রব্যটি নষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। ফৌ. কা বি. আ., ৫২১ ধারা দেখ।

২৭৩ ধারা।---যে কোন দ্রব্য পীড়াজনক করা গিয়াছে, কি হইয়াছে, কি আহার কি পান করিবার অনুপযুক্ত হইয়াছে, এমত কোন দ্রব্য আহার কি পান করিলে পীড়া জন্মিবে জানিয়া কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া, যদি কেহ আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য বলিয়া তাহা বিক্রয় করে, কি বিক্রয় হইবার জন্য দর্শায়, (offers) কি প্রকাশ করিয়া রাখে (exposes), তবে সেই ব্যক্তি ছয়মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"জানিয়া ও বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া" কথাগুলি অপরাধের ভিত্তি স্বরূপ বুঝিতে হইবে। আসামীর ঐরূপ "জ্ঞান" ও "বিশ্বাস" থাকা আবশ্যক। ২৩ ই ল. রি., এলা., ৩৮৭।

২৭৪ ধারা।---যদি কেহ কোন ঔষধীয় বণিজদ্রব্যের (drug), কি ঔষধীয় প্রস্তুত দ্রব্যের (medical preparation) মধ্যে অন্য দ্রব্য এমত মিশ্রিত করে যে তাহাতে সেই দ্রব্যের কি ঔষধের গুণ খর্ব্ব হয়, কি তাহার ফল পরিবর্ত্তন হয়, কি তাহা পীড়াজনক হয়, আর যদি ইহাতে তাহার এই অভিপ্রায় থাকে যে তদ্রূপ মিশ্রিত না হইবার মত কোন ঔষধের ন্যায় বিক্রয় কি ব্যবহার হয়, কি যদি সে জানে যে তাহা তদ্রূপে বিক্রয় কি ব্যবহার হইতে পারিবে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৭৫ ধারা।---কোন ঔষধীয় বণিজ দ্রব্যের (drug), কি ঔষধের প্রস্তুত করা দ্রব্যের মধ্যে অন্য দ্রব্য এমত মিশ্রিত হইয়াছে যে তাহাতে ঐ ঔষধীয় দ্রব্যের কি ঔষধের গুণ খর্ব্ব হইয়াছে, কি ফল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কি তাহা পীড়াজনক হইতে পারে জানিয়া, যদি কেহ তাহা মিশ্রিত না হইবার মত বিক্রয় করে, কি বিক্রয় করিবার জন্য দর্শায়, কি প্রকাশ করিয়া রাখে, কিম্বা ঔষধস্বরূপে ব্যবহারার্থ তাহা কোন ঔষধালয় হইতে বাহির হইতে দেয় কিম্বা যে ব্যক্তি তাহা মিশ্রিত হইবার কথা না জানে তাহার দ্বারা তাহা ঔষধস্বরূপে ব্যবহার করায়, তবে সেই ব্যক্তি ছয়

মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৭৬ ধারা।----এক প্রকারের ঔষধীয় বণিজদ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ অন্য প্রকারের ঔষধীয় বণিজ দ্রব্য কি প্রস্তুত ঔষধ বলিয়া যদি কেহ ঔষধস্বরূপে ব্যবহারার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করে, কি বিক্রয় হইবার জন্য দর্শায়, কি প্রকাশ করিয়া রাখে, কি ঔষধালয় হইতে বাহির হইতে দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৭৭ ধারা।----সাধারণের ব্যবহার্য্য কোন উনুইর (spring) কি জলাশয়ের (reservoir) জল যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট কি ময়লা করিয়া যে কর্ম্মেতে ঐ জলের সামান্যতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে সেই কর্ম্মের তাদৃশ উপযুক্ত না হয় এমত করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"উনুই" বা "জলাশয়" শব্দে নদী বুঝাইবে না। সুতরাং নদীতে মৎস্য ধরার জন্য কাঁটা দিলে বা নদীতে পাট পচাইলে এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ২ ই. ল বি., কলি., ৩৮৩। নদীর গর্ভ দিয়া যে জলস্রোত বহিয়া যায়, সেই জলস্রোত এই শব্দের অন্তর্গত নহে। ৪ ই. ল. বি., মা., ২২৯।

২৭৮।----যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন স্থানের বায়ু এমত মন্দ করে যে তাহাতে সাধারণ মতে নিকট নিবাসী কি নিকটস্থ ব্যবসায়ী লোকদিগের, কি রাজপথে গমনশীল লোকদিগের পীড়া হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

২৭৯।----যদি কোন ব্যক্তি রাজপথে কোন গাড়ি কি ঘোড়াপ্রভৃতি এমত দুঃসাহসে (rashly) কি অনবধানতারূপে (negligently) চালায় যে মনুষ্যের প্রাণের হানি হইতে পারে, কিম্বা অন্য কোন লোকের আঘাত কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"দুঃসাহসে" ও "অনবধানতারূপে" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৩০৪-ক টীকা দেখ। ২৮৩ ধারা ব্যতীত ২৭৯—২৮৯ ধারায় যে সকল অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কোন অনিষ্ট না ঘটিলেও ঐ সকল অপরাধ কৃত হইবে। ২৮৩ ধারার টীকা দেখ। ঘটনার সময় পথে কোন লোক না থাকিলেও, অর্থাৎ পথে লোকের গমনাগমন করিবার সম্ভাবনা থাকিলেই আসামী দায়ী হইবে। ১৯ ই ল. রি., বো, ৭১৫। যে ব্যক্তি গাড়ি বা অশ্ব চালাইতেছিল, সেই কেবল এই ধারামতে দণ্ডার্হ হইবে, গাড়ির বা অশ্বের মালিক দায়ী হইবে না। ১৪ উ. রি, ৩২। তবে যদি কোন কার্য্য দ্বারা মালিক চালককে ঐরূপ ভাবে চালাইতে

প্রবৃত্তি দেন, তাহা হইলে তিনি এই অপরাধের সহায়তাকারী স্বরূপে দায়ী হইবেন। ১ উ. প. রি., ৩১০।

২৮০ ধারা।----যদি কোন ব্যক্তি কোন নৌকাদি এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতারূপে চালায় যে মনুষ্যের প্রাণের হানি হইতে পারে, কিম্বা অন্য কোন লোকের আঘাত কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—ক একজন ফেরিঘাটের নৌকার কন্ট্রাক্টর। সে এক খানি নৌকা ভাড়া করিয়া আনিল। কিন্তু নৌকাখানির তলদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যালাষ্ট (ballast) না থাকা বশতঃ জল মগ্ন হইয়া যায়। ইহার জন্য ক এই ধারামত দণ্ডিত হয়। হাইকোর্ট সে দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া বলেন যে "ক যত ব্যালাষ্ট আবশ্যক তাহা দিয়া নৌকাখানি সাজাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করিয়াছে, ইহা প্রমাণিত না হইলে সে দণ্ড পাইতে পারে না।" বো. রি., জুলাই, ১৮৭০।

২৮১ ধারা।----সমুদ্রাদি জলপথে কোন মিথ্যা আলো, কি নিসান, কি বয়া দেখাইলে কোন কর্ণধারের বিপথে নৌকা চালাওন সম্ভাবনা জানিয়া কিম্বা বিপথে চালাইবার অভিপ্রায়ে, যদি কেহ সেইরূপ মিথ্যা আলো প্রভৃতি দেখায়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৮২ ধারা।----যদি কেহ ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে জলপথে কোন নৌকা প্রভৃতিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক কোন স্থলে লইয়া যায় কি চালায়, অথচ সেই সময়ে সেই নৌকা প্রভৃতির অবস্থানুসারে কি তাহাতে যত বোঝাই দ্রব্য আছে তাহা বোধে (তদ্বশতঃ) ঐ ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা হয়, তবে সেই ব্যক্তি ছয়মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—ক একখানি ভাঙ্গা নৌকায় পার করিবার জন্য ১০০ আরোহী তুলিল। নৌকা খানির অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং উহা জলমগ্ন হইয়া গেল এবং আরোহীর মধ্যে ৭ জন মরিল। এস্থলে ক এই ধারামতে দণ্ড পাইবে, ৩৩৬ ধারামত নহে। ১ বো. রি., ১৩৭; ১১ উ. রি.. ৩।

২৮২ ধারা।—যদি কেহ কোন কার্য্য করাতে, কিম্বা আপনার নিকটে কি আপনার জেম্মায় থাকা কোন সম্পত্তি সুনিয়মমতে না রাখাতে, কোন রাজপথে, কি নৌকা যাইবার কোন সাধারণ পথে, কোন লোকের সঙ্কট, কি বাধা, কি হানি জন্মায়, তবে তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

অর্থ—(১) "সাধারণপথ" প্রমাণ করিতে হইলে এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে যে লোকে ইচ্ছা করিলেই সেই পথ দিয়া কাহারও অনুমতি গ্রহণ না করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

৪৩১ ধারার টীকা দেখ। (২) কোন কার্য্য করাতে বা কোন সম্পত্তি সুনিয়মমত না রাখাতে বাধা প্রভৃতি জন্মাইলে এই ধারা খাটিবে। সুতরাং যদি এক খানি নৌকা বাঞ্চাল হইয়া যাওয়ায় কোন বাধা ঘটে, তাহা হইলে এ ধারা খাটিবে না। (৩) আরও কোন ব্যক্তি বিশেষের বাধা কি হানি কি সঙ্কট জন্মাইয়াছে ইহা যতক্ষণ প্রমাণ না করা যাইবে, ততক্ষণ এ ধারা খাটিবে না। সুতরাং কোন সাধারণ পথের ধারে মৎস্য ধরিবার জন্য জাল পাতিয়া রাখিলেই আসামী কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল বলা যাইবে না। ৪ ই. ল. রি, মা., ২৩৫ ; ১১ কলি. রি., ৪৬২ ; ২০ ই. ল. রি., কলি., ৬১৫ ; ৬৬৫ ; ২৫ ঐ., ঐ., ২৭৫। কিন্তু সে ২৯০ ধারামত দায়ী হইবে, কারণ সে ধারায় কোন ব্যক্তি বিশেষের হানি বা সঙ্কট বা বাধা ঘটিয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৪ ই. ল রি., কলি ; ৬৫৬।

পতিত জমির উপর লোকের গমনাগমনের অধিকার কতদূর জন্মাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে ১৪ উ. রি, ১১, ১২৪, ১৯৯ ; ১৭ উ. রি., ১১, ১১৮ ; ও ৪৩১ ধারার টীকা দেখ।

২৮৪ ধারা।----যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া কোন ক্রিয়া এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতাপূর্ব্বক করে যে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা কিম্বা অন্য কোন লোকের পীড়া কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা কোন বিষাক্ত দ্রব্য যাহার নিকট থাকে সে যদি ঐ দ্রব্যতে কোন ব্যক্তির প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড; কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৮৫।----যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি কিম্বা অনায়াসে যাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে (combustible) এমত দ্রব্য লইয়া কোন কার্য্য এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতাপূর্ব্বক করে যে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা, কিম্বা অন্য কাহারও পীড়া কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা যাহার নিকট অগ্নি কি অনায়াসে প্রজ্জ্বলনীয় কোন দ্রব্য থাকে সে যদি সেই দ্রব্যেতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা প্যর্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—'হানি" এতদ্দ্বারা কেবল শারীরিক হানি নহে, সম্পত্তি হানিও বুঝিতে হইবে। ৫ বো. রি., ৬৭। এই দুই ২৮৬ ও ২৮৭ ধারার পূর্ব্বাংশের লিখিত অপরাধ সম্বন্ধে "দুঃসাহসে কি অনবধানতাপূর্ব্বক"—জ্ঞানপূর্ব্বক নহে—কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। শেষাংশে "জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক" শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৮৬ ধারা।----যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে (explosive) এমত কোন দ্রব্য লইয়া কেহ দুঃসাহসে কি অনবধানতাপূর্ব্বক কার্য্য করাতে যদি

মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা, কিম্বা কাহারও পীড়া কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা শব্দ করিয়া যাহা জ্বলিয়া উঠে তাহার নিকটে থাকা এমত কোন দ্রব্যেতে প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে যদি সে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"প্রাণহানির আশঙ্কা" আসামীর ত্রুটির সম্ভাবিত ফল, এই জ্ঞান আসামীর থাকা আবশ্যক। মনে কর, ক শীকার করিয়া বাটিতে আসিয়া আপন বন্দুকটি ঘরের বাহিরে এক স্থানে রাখিল। বন্দুক বারুদ ও গুলি ভরা থাকায়, সে উহার ঘোড়া ফেলিয়া রাখিল। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য যে সহজে বন্দুকটি ছুটিয়া না যায়। পরে ক প্রতিবাসীর বাটীতে বেড়াইতে গেলে, একটি ৪ বৎসর বয়স্ক বালক ঐ স্থানে আসিয়া বন্দুকটী লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিলে উহা ছুটিয়া যায় ও তাহাতে বালকটির মৃত্যু হয়। এরূপ স্থলে ক'কে এ ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। ৮ ই ল. রি., মা., ৪২১।

২৮৭ ধারা।—যদি কেহ কোন কল লইয়া এমত দুঃসাহসে কি অনবধানতা-রূপে কোন কার্য্য করে, যে মনুষ্যের প্রাণহানির আশঙ্কা হয়, কিম্বা অন্য কাহারও পীড়া কি হানি হইবার সম্ভাবনা হয়, কিম্বা যাহার নিকটে কি যাহার জেম্মায় কোন কল থাকে সেই ব্যক্তি সেই কল হইতে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কেন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৮৮ ধারা।— যদি কোন ব্যক্তি কোন গৃহাদি ভগ্ন করিবার কি সারাইবার সময়ে সেই ঘরের কি তাহার কোন অংশের পতনে মনুষ্যের প্রাণহানির সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনবধানতারূপে ত্রুটি করে, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৮৯ ধারা।—যাহার নিকট কোন জীবজন্তু থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই জীবজন্তু হইতে মনুষ্যের প্রাণহানির কোন সম্ভাবিত আশঙ্কা কিম্বা গুরুতর পীড়ার কোন সম্ভাবিত আশঙ্কা না হইবার উপযুক্ত নিয়ম করিতে জ্ঞানপূর্ব্বক কি অনব-ধানতাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—জীবজন্তুটি স্বাভাবতঃ অশান্ত, অনিষ্টকারী, অবাধ্য না দেখাইলে, আসামীর অনব-ধানতা ফরিয়াদীকে সপ্রমাণ করিতে হইবে। ২ উ. রি., ৫১। এরূপ প্রকার অনবধানতা যে তদ্দ্বারা মনুষ্যের প্রাণহানির বা গুরুতর পীড়ার সম্ভাবিত আশঙ্কা হইবার কথা—ইহা দেখাইতে

হইবে। যথা, একটি টাটু ঘোড়া রাস্তার উপর একটি ছেলেকে পদাঘাত করে; এরূপ ঘটনা ঘটিবে আসামীর তাহা জানিবার কোন কারণ ছিল না, ইহাও প্রমাণিত হয় নাই যে ঘোড়াটি দুষ্ট; সুতরাং এই ধারামত আসামীকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। ৩ মা. রি., ৩৩। কিন্তু মনে কর আসামী একটি টাটু ঘোড়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই। ঘোড়াটি বন্ধনমুক্ত হইয়া বাজারের মধ্যে গিয়া ছুটাছুটী করিতেছে। এস্থলে আসামীর এ ধারামত দণ্ড হইবে; কারণ যদিও সাধারণতঃ ঘোড়াটি শান্ত হইতে পারে, কিন্তু বাজারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের প্রতি হানি করিতে পারা ইহার সম্ভব—ভিড় বলিয়া সম্ভব। ১৯ উ. রি., ১। জামালপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তত্রস্থ যে সকল ব্যক্তির ছাগল, গরু, মেষ বা অশ্ব ছিল তাহাদিগের উপর আদেশ করেন যে, তাহারা আপনাপন পশুকে বাঁধিয়া রাখিবে। ইহার পর এক দিন কোন ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছাড়া আছে দেখিতে পাওয়া গেল। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ২৮৯ ধারামত দণ্ডিত করেন। এই দণ্ড অবৈধ। ১২ উ. রি., ৩৬; ১৮ উ. রি., ২১। ধারার লিখিত "কোন জীবজন্তু" শব্দে বন্য (savage), গৃহপালিত প্রভৃতি যে কোন জীবজন্তু বুঝাইতেছে। ১৯ উ রি., ১। মেন সাহেবের পুস্তকে এইরূপ একটি নজির দেখিতে পাওয়া যায়। ক তাহার বাগানে চৌকি দিবার জন্য একটি কুকুর রাখে। দিবাভাগে কুকুরটিকে বাঁধিয়া রাখে, রাত্রে বাগানে ছাড়িয়া দেয়। রাত্রে অপর এক জন ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করিলে কুকুরটি তাহাকে কামড়ায়। এরূপ অবস্থায় ক এ ধারামত দায়ী নহে।

২৯০ ধারা।—যে কেহ সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম করে, ও এই আইনের অন্য বিধিতে যদি সেই কর্ম্মের কোন দণ্ড নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

অর্থ—সাধারণ নর্দ্দমা যদি কেহ রুদ্ধ করে, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডার্হ হইবে; অনধিকার-প্রবেশকরণ অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে না। ১৮ উ. রি., ৩৮। ইহার সহিত ২৮৩ ধারার টীকা ও তথায় যে ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৬৫৬ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখ। ২৬৮ ধারার লিখিত ফলাফল কি অবশ্য ফলিবে ইহা প্রমাণিত করা আবশ্যক। ২০ ই. ল. রি., কলি., ৬৬৫। আরও মনে কর সাধারণ পথের উপর কেহ একটি গরু কাটিল। এতদ্দ্বারা সে এই ধারার অপরাধ করিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ ধর্ম্মকার্য্যের অনুরোধে পশু বলি-দান করে এবং তাহাতে কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের বিরক্তি জন্মে, তাহা হইলে যে তৎকর্ত্তৃক এ ধারায় অপরাধ কৃত হইল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ২৬৮ ধারার টীকা দেখ। আর একটি মোকদ্দমায় এরূপ স্থির হয়। ক একটি বাটী ভাড়া করিল। ঐ বাটীতে সে অপর লোককে জুয়া খেলিতে দেয় ও তাহারা জুয়া খেলিয়া থাকে। কেবল জুয়া খেলা হয় বলিয়াই যে ক এই ধারার অপরাধ করিল এরূপ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহারা জুয়া খেলা করিতে আইসে, তাহারা যদি গোলমাল বা অন্য কোন প্রকার বিরক্তিজনক কার্য্য করে, ও ক তাহা জানে, তাহা হইলে ক এই ধারার অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত হইবে। ১৪ ই. ল. রি, মা., ৩৬৪। যে কার্য্য করিতে লোকের অধিকার আছে সেই কার্য্য যথা নিয়মে করিলে যদি অপরের কোন প্রকারে অসুবিধার বা অস্বাস্থ্যের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি এ ধারা বর্ত্তিবে না। ১৯ ই. ল. রি, মা., ৪৬৪। বিলাতে আইন আছে, যে কোন ব্যক্তি সাধারণ রাস্তা হইতে ২৫ গজের মধ্যে না ঘেরিয়া কোন কূয়া (well) রাখিতে পারিবে না। এখানে এরূপ কোন আইন না থাকায়, যদি কেহ সরকারী রাস্তার ধারে আপন

জমিতে কূয়া ঘেরিয়া না রাখে, তাহা হইলে সে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ৬ ই. ল. বি., মা., ২৮০।

২৯১ ধারা।—সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন রাজকীয় কোন কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অনিষ্ট কর্ম্ম পুনরায় করিতে কিম্বা করিতে থাকিতে নিষেধ করিলে পর, যদি ঐ ব্যক্তি তাহা পুনর্ব্বার করে কি করিতে থাকে, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—(১) নিষেধাজ্ঞা দিবার ক্ষমতা রাজকীয় কার্য্যকারকের না থাকিলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। ১৯ ই. ল. রি., মা., ৪৬৪। (২) "কোন ব্যক্তিকে", অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের উপর নিষেধাজ্ঞা হইয়া থাকিলে, সে যদি ঐ নিষেধ না মানে, তাহা হইলে সে এ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। সাধারণতঃ নিষেধ পরওয়ানা,—যথা কেহই অমুক কার্য্য করিতে পারিবে না, বা কোন গোয়ালা ঐ কার্য্য করিতে পারিবে না—এবম্বিধ নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ৮ ই. ল বি., এলা., ৯৯। নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে ২৬৮ ধারার "বিশেষ কথা" শীর্ষক টীকা দেখ।

বিচার—প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার স্বতন্ত্র হ করিতে হইবে। ৫ ই. ল. বি, মা., ২০।

২৯২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি শৃঙ্গাররস ঘটিত কুৎসিৎ পুস্তক কি প্যামফ্লেট্ (অর্থাৎ চটি বই), কি কাগজ, কি ছবি, কি চিত্র, কি আকৃতি, কি প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় কি বিতরণ করে, কি বিক্রয় করিবার কি ভাড়া দিবার জন্য দেশান্তর হইতে আনীত করে (আনায়), কি ছাপায়, কি ইচ্ছাপূর্ব্বক সাধারণের দৃষ্টিগোচর করে, কি তাহা করিবার উদ্যোগ কি প্রস্তাব করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বর্জ্জিত কথা। কোন দেবমন্দিরে কি তাহার উপরে, কিম্বা দেব প্রতিমার যাত্রার জন্য কি ধর্ম্মসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মের জন্য যে রথ থাকে কি ব্যবহার হয়, তাহাতে যে কোন আকৃতি অঙ্কিত কি খোদিত কি চিত্র (চিত্রিত) করা যায় কি অন্য প্রকারে প্রকাশ (প্রদর্শিত) হয়, তাহার সহিত এই ধারা সম্পর্ক রাখে না।

অর্থ—(১) "শৃঙ্গারবসঘটিত কুৎসিত"—ইহার অর্থ কি? জজ বোকবণ বলেন যাহাতে মনে কুৎসিত ভাবের উদ্রেক হয় এবং যে সকল পুস্তক পাঠ করিলে মন অশুচি হয়, তাহাকেই শৃঙ্গাববসঘটিত কুৎসিত বলা যাইতে পাবে। অনেক পুস্তক আছে যাহা পাঠ করিলে মনে স্বততঃ অশ্লীল ও লম্পট ভাবেব উদয় হয়, সে সকল পুস্তকেরই বিক্রয়াদি বন্ধ করা এই ধারার উদ্দেশ্য। ২০ ই. ল. রি, বো., ১৯; ২৮ ঐ., এলা, ১০০ দেখ। ন্যাসনেল থিয়েটরে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নামক এক খানি পুস্তকের অভিনয় করায় নেতৃগণ মাজিষ্ট্রেটেব নিকট সোপর্দ্দ হয়। সেই মোকদ্দমাটির বৃত্তান্ত সকলেই জানেন, সুতরাং এস্থলে প্রকাশ কবিবাব আবশ্যক নাই। (২) যে কথা বা বর্ণনা অশ্লীল তাহা রায়ে স্পষ্ট কবিযা লিখিতে হইবে। ১ ই. ল. রি., কলি., ৩৫৬। (৩) কতক কতক অংশ অশ্লীল হইলেই যথেষ্ট, সমস্ত বহিখানি অশ্লীল হইবার আবশ্যক নাই। ৩ ই. ল. রি., এলা., ৮৩৭।

প্রমাণ—দেশ, কাল, লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া কোন পুস্তক কুৎসিত কি না দেখা আবশ্যক। সুতরাং এই ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দেশস্থ পণ্ডিত ও দেশের আচার ব্যবহারবিদ্ মহাশয়দিগের জবানবন্দি গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বিলাত ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অনেক পরিমাণে অধিক সভ্য। সুতরাং বিলাতী সমাজের মত উপলক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে সুবিচারের অনিষ্ট ঘটনের সম্ভাবনা। আসামীর অভিপ্রায় ভাল কি মন্দ ছিল, অথবা কি উদ্দেশে পুস্তকখানি ছাপান হইয়াছে, ইহা এ ধারার মোকদ্দমায় দেখিবার আবশ্যক নাই। ৩ ই. ল. রি., এলা., ৮৩৭; ২৮ ঐ., ঐ., ১০০। তবে দণ্ডবিধান করিবার সময় মাজিষ্ট্রেট উহা দেখিতে পারেন।

বিশেষ কথা—২৯২ ও ২৯৩ ধারার আসামী দণ্ডিত হইলে, আদালত অশ্লীল পুস্তকাদি নষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। ফৌ. কা. বি. আইনের ৫২১ ধারা দেখ।

২৯৩ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত প্রকারের শৃঙ্গাররস-ঘটিত কোন কুৎসিত পুস্তক কি অন্য দ্রব্য বিক্রয় কি বিতরণ হইবার কি সাধারণের দৃষ্টিগোচর জন্য যাহার নিকটে থাকে, সেই ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

২৯৪ ধারা।—যে কেহ—

(ক) কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন অশ্লীল কার্য্য করিয়া, কিম্বা

(খ) কোন প্রকাশ্য স্থানে বা প্রকাশ্য স্থানের নিকটে কোন অশ্লীল গীত গাহিয়া কোন অশ্লীল ছড়া আবৃত্তি করিয়া কিম্বা কোন অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিয়া—

অপরের বিরক্তি উৎপাদন করে, তাহার তিন মাস কাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৩ আঃ, ৩ধাঃ।)

অর্থ—(১) "প্রকাশ্য সাধারণ স্থান"—ইহার অর্থ কি? এই আইনের কোন স্থানে এই শব্দের অর্থ করা হয় নাই। ভাড়াটিয়া গাড়ি, রেলওয়ে ট্রেণ, সাধারণের প্রস্রাব করিবার স্থান, যে ঘাটে অনেক লোকে স্নানাদি করিয়া থাকে সেইরূপ ঘাট, রাস্তা, নাট্যশালা প্রভৃতিকে সাধারণ স্থান বলা যায়; অর্থাৎ যে কোন স্থানে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হয়, সেই স্থানকেই সাধারণ স্থান বলা যাইবে। দোকান বা ঔষধালয় যতক্ষণ খোলা থাকে, ততক্ষণ সাধারণ স্থান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আরও মনে কর, কোন দালানে কোন সভা আহ্বান করা গেল। যতক্ষণ সভা উপবিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ উহা সাধারণ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে নাট্যশালাকে (যথায় টিকিট ব্যতীত কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, অর্থাৎ যথায় সমস্ত সাধারণে যাইতে পারে না) সাধারণ স্থান বলা যাইবে না। এ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক; কারণ সমস্ত সাধারণ বা তাহার কোন অংশ যে স্থানে সমাহৃত হইয়া থাকে বা যাতায়াত করিতে পারে, তাহাই সাধারণ স্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। (২) "অশ্লীল" ইত্যাদি সম্বন্ধে ২৯২ ধারার টীকা দেখ।

২৯৪-ক ধারা।—কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন শর্ত্তি (lottery)

খেলার কার্য্যালয় কি স্থান রাখিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

এবং কোন ব্যক্তি তদ্রূপ শর্ত্তির কোন টিকিট, কি লট (lot), কি নম্বর, কি অঙ্ক (figure) তোলন (drawing) সম্পর্কে, কি তদ্ঘটিত কোন ব্যাপার কি ঘটনা লক্ষ্য করিয়া টাকা কিম্বা কোন মাল দিবার, কিম্বা অন্যের লভ্যার্থে কোন ক্রিয়া করিবার, কি করণে (করিতে) ক্ষান্ত হইবার (to do or forbear doing anything) কোন প্রস্তাব করিলে, তাহার এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

অর্থ—মেল্‌বরণে একটি শর্ত্তি খেলা হইবে। এ সম্বন্ধে বোম্বের একখানি সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ঐ খেলাটি "অত্রস্থ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত" নহে। সুতরাং ঐ খেলা সম্বন্ধে ধারার লিখিত কোন কার্য্য কেহ করিলে, সে ধারার লিখিত অপরাধ করিল বলিতে হইবে। ১০ ই. ল. রি., বো., ৯৭। আরও "শর্ত্তি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ২২ ঐ., মা., ২১২ দেখ। জুয়াখেলা (gaming) ও বাজি রাখা (betting), উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি তৎসম্বন্ধে ৩১ ঐ., কলি., ৫৪২ দেখ।

অভিযোগ—ধারার অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্টের বা কোন ক্ষমতাপন্ন অফিসরের অনুমতি আবশ্যক। ফৌ. কা. বি. আইন ১৯৬ ধারা দেখ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৯৫ ধারা।—যদি কেহ কোন জাতির লোকদিগের (class of persons) ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ভজনালয় (place of worship), কি কোন জাতির লোক যাহা পবিত্র জ্ঞান করিয়া মানে এমন কোন দ্রব্য (object) নষ্ট, কি ক্ষতি, কি অশুচি করে, কি সেইরূপে বিনাশ (নষ্ট) কি ক্ষতি কি অশুচি করিলে কোন জাতির লোকেরা তাহা আপনাদের ধর্ম্মের অবহেলাস্বরূপ (as an insult) জ্ঞান করিতে পারিবেক ইহা জানিয়া যদি কেহ তাহা করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"দ্রব্য" শব্দে চেতন পদার্থ বুঝাইতেছে না। সুতরাং শ্রাদ্ধের বা ধর্ম্মের ষাঁড় "দ্রব্য" শব্দের অর্থের ভিতর আসিতেছে না। ১৭ ই. ল. রি., কলি., ৮৫২; ১০ ঐ., এলা. ১৫০। "স্থানটি" পূজার স্থান ও "দ্রব্যটি" পবিত্র দ্রব্য ইহা প্রমাণিত না হইলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। ১০ ঐ., মা., ১২৬।

২৯৬ ধারা।—যাহারা আইনসিদ্ধরূপে সংগৃহীত হইয়া ঈশ্বরের ভজন (পূজা) কিম্বা ধর্ম্মসম্পর্কীয় (আচার) ক্রিয়া করে, তাহাদিগকে যদি কেহ সেই সময়ে ইচ্ছা-পূর্ব্বক বাধা (disturbance) দেয়, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—৭ ই. ল. রি., এলা., ৪৬১ দেখ। (১) "আইনসিদ্ধরূপে"; (২) প্রকৃত প্রস্তাবে "ভজন (পূজা) করণ কালে," অর্থাৎ পূজার দোহাই দিয়া অন্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ নহে; এবং (৩) "ইচ্ছাপূর্ব্বক" বাধা দিলে—অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় প্রমাণিত হইলেই কেবল এ ধারা বর্ত্তিবে। ইহার মধ্যে একটির যদি অনাটন থাকে, তাহা হইলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৬৪। সাধারণ রাস্তায় দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ক্রিয়া করণে বাধা দেওয়া সম্বন্ধে ৬ ঐ., মা., ২০৩ ও ২৬ ঐ., ঐ., ৫৫৪ দেখ।

২৯৭ ধারা।—কোন লোকের মনের দুঃখ দিবার (wounding the feelings) কিম্বা কোন লোকের ধর্ম্মের অবহেলা (অপমান) করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের মনে দুঃখ হইতে পারে কিম্বা কোন লোকের ধর্ম্মের অবহেলা হইতে পারে জানিয়া যদি কেহ ভজনালয়ে কি কোন গোরস্থানে, কিম্বা দাহনাদি ক্রিয়ার (funeral rites) কি সমাধি ক্রিয়ার (as a depository for the remains of the dead) নিরূপিত কোন স্থানে প্রবেশ করে, কিম্বা মনুষ্যের কোন শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে (অপমানসূচক) কর্ম্ম করে, কিম্বা কবর দেওন প্রভৃতি ক্রিয়া (funeral ceremonies) করিবার জন্য সংগৃহীত ব্যক্তিদিগকে ক্লেশ (disturbance) দেয়, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—ক, খ, গ তিনজনে একখণ্ড জমির মালিক হইতেছে। ইহারা সকলেই ঐ স্থানে আপন আপন বাটীর মৃত দেহ পুতিত। ক এবং খ, উভয়ে গ'র আত্মীয়ের গহ্বরের নিকট একটি গর্ত্ত কাটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা ঐ গহ্বরের কোন অনিষ্ট হইল না; এস্থলে ক এবং খ কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ বা অনধিকার-প্রবেশ করণ অপরাধ কৃত হইল না। ৩ ই. ল. রি., মা., ১৭৮। কিন্তু ৬ ঐ., ঐ., ২৫৪, ২৫৭ নজিরে এ মতটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহার সহিত ১৮ ঐ., এলা., ৩৯৫ দেখ। এখানে কবরস্থানে প্রবেশ করিয়া আসামী কবরের উপর লাঙ্গল দিয়াছিল বলিয়া এ ধারামত দণ্ডিত হয়। এ ধারায় "প্রবেশ" শব্দে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ (criminal trespass) বুঝাইতেছে না। ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে নিরূপিত স্থানে প্রবেশ (enter) করিলেই যথেষ্ট। সুতরাং উপরোক্ত মোকদ্দমাটিতে আসামী কবর স্থানের মালিকের অনুমতি লইয়া প্রবেশ করা সত্ত্বেও তাহার দোষ খালন হয় নাই। একটি ফকিরের গহ্বর চারিপার্শ্বে বেড়া বা প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ঐ ঘেরার মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের সহিত কুসংসর্গ করিলে, এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে, ২৯৫ ধারার অপরাধ নহে। ১০ ই. ল. রি., মা., ১২৬।

২৯৮ ধারা।—যদি কেহ কোন লোকের ধর্ম্মবিষয়ে মনস্তাপ দিবার অভিপ্রায়ে

ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বাক্য প্রয়োগ করে, কি সেই লোক যাহাতে শুনিতে পায় এমন ভাবে কোন শব্দ করে, কিম্বা সেই লোকের দৃষ্টিগোচরে কোন অঙ্গভঙ্গি করে, কিম্বা সেই লোকের দৃষ্টিগোচরে কোন দ্রব্য রাখে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—ধর্ম্মবিষয় লইয়া তর্ক করিতে করিতে যদি কেহ কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া ফেলেন, তিনি এই ধারার লিখিত অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবেন না। কোন ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারক যদি নিজ ধর্ম্মের সত্যতা দেখাইবার সময় হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করেন বা দোষ দেখান, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ধারার অপরাধী বলা যাইবে না। ধারার লিখিত অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। একটি সামাজিক ভোজের সময় পরস্পরের মধ্যে বচসা হওয়ায় আসামী ফরিয়াদীরা যেখানে আহার করিতেছিল তথায় জুতা ছুড়িয়া ফেলে। এস্থলে ধারার লিখিত অভিপ্রায় না থাকায়, আসামী কর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। ২৪ ই. ল. রি., এলা., ১৫৫। এই অধ্যায়ের লিখিত অপরাধের বিচার করিবার সময় অত্যন্ত সাবধান ও সতর্কতা আবশ্যক।

ষোড়শ অধ্যায়।

মনুষ্যের শরীর-সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

যাহাতে প্রাণের হানি হয় এমত অপরাধের কথা।

২৯৯ ধারা।—কাহার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে (intention), কি যাহাতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয় এমন কোন শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে (intention), কিম্বা কোন কর্ম্ম দ্বারা কোন লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়াও (knowledge), যদি কেহ সেই কর্ম্ম করিয়া কোন লোকের মরণের কারণ হয়, তবে সে ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নরহত্যা করে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন লোকেব প্রাণনাশ করণের অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া, এক গর্ত্তের উপরে ডালপালা ও ঘাসের চাপড়া রাখিয়া সেই গর্ত্ত আবৃত করে। যদু শক্ত মৃত্তিকা জানিয়া তাহার উপরে পা দিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া মরে। এই স্থলে আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(খ) যদু কোন ঝোড়ের ভিতর বসিয়া আছে। বলরাম তাহা জানে না। কিন্তু আনন্দ তাহা জানিয়া যদুর প্রাণনাশ করাইবাব অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে জানিয়া, বলরামকে ঝোড়ে বন্দুক ছুড়িতে প্রবৃত্তি দেয়। বলরাম তাহা করিয়া যদুকে হত্যা করে। এই স্থলে বলরামের প্রতি কোন অপরাধ না দর্শিতে (বর্ত্তিতে) পারে, কিন্তু আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(গ) আনন্দ কোন ব্যক্তির পক্ষী হত্যা করিয়া চুরি করিবার মানসে ঐ পক্ষীকে গুলি করে, কোন ঝোড়ের আড়ালে বলরাম বসিয়াছিল, গুলি তাহাকে লাগিয়া সে মরে, কিন্তু বলরাম সেই

খানে ছিল ইহা আনন্দ জানিত না। এই স্থলে যদিও আনন্দ বে-আইনী কর্ম্ম করিয়াছে, তথাপি অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষী হয় না, কারণ রামরামকে হত্যা করণে কিম্বা যে কর্ম্মেতে অন্যের মৃত্যু হইতে পারে এমন কর্ম্ম করিয়া তাহাকে হত্যা করণে আনন্দের মানস ছিল না।

১ অর্থের কথা।—কোন লোকের পীড়া কি রোগ কি শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিলে অন্য লোক তাহার শারীরিক কোন হানি করিয়া তাহার শীঘ্র মরণ ঘটাইলে, সেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, (এমত) জ্ঞান করিতে হইবে।

২ অর্থের কথা।—যদি শারীরিক হানি হইয়া কোন লোকের মৃত্যু হয়, তবে উপযুক্ত উপায় এবং যথোচিত চিকিৎসা হইলে যদিও তাহার মরণ নিবারণ হইতে পারিত, তথাপি যে ব্যক্তি তাহার শারীরিক হানি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি তাহার মরণের কারণ হয়, এমন জ্ঞান করিতে হইবে।

৩ অর্থের কথা।—গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা নরহত্যা নহে। কিন্তু যদি সচেতন অপত্যের কোন ভাগ নির্গত হইয়া থাকে, তবে সেই অপত্য যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ না করে, কি সম্পূর্ণমতে ভূমিষ্ঠ না হইয়া থাকে, তথাপি ঐ সচেতন অপত্য নষ্ট করা অপরাধযুক্ত নরহত্যার তুল্য (নরহত্যায় পরিণত) হইতে পারে।

অর্থ—(১) আসামী স্বহস্তে হত্যা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে এরূপ অবস্থার অনাটন হইলেও আসামীর দণ্ড হইতে পারে। উপরের লিখিত (খ) উদাঃ দেখ। মনে কর, আসামী উপস্থিত থাকিয়া কোন ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করাইবার জন্য উদ্যোগ করিয়া দিল, এস্থলে তাহাকে মুখ্যাপরাধী গণ্য করিয়া দণ্ডিত করিতে হইবে। ১ উ. রি., ৪৯। ইহার সহিত ৩৪, ১১৪ ও ১৪৯ ও ৩৯৬ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক।

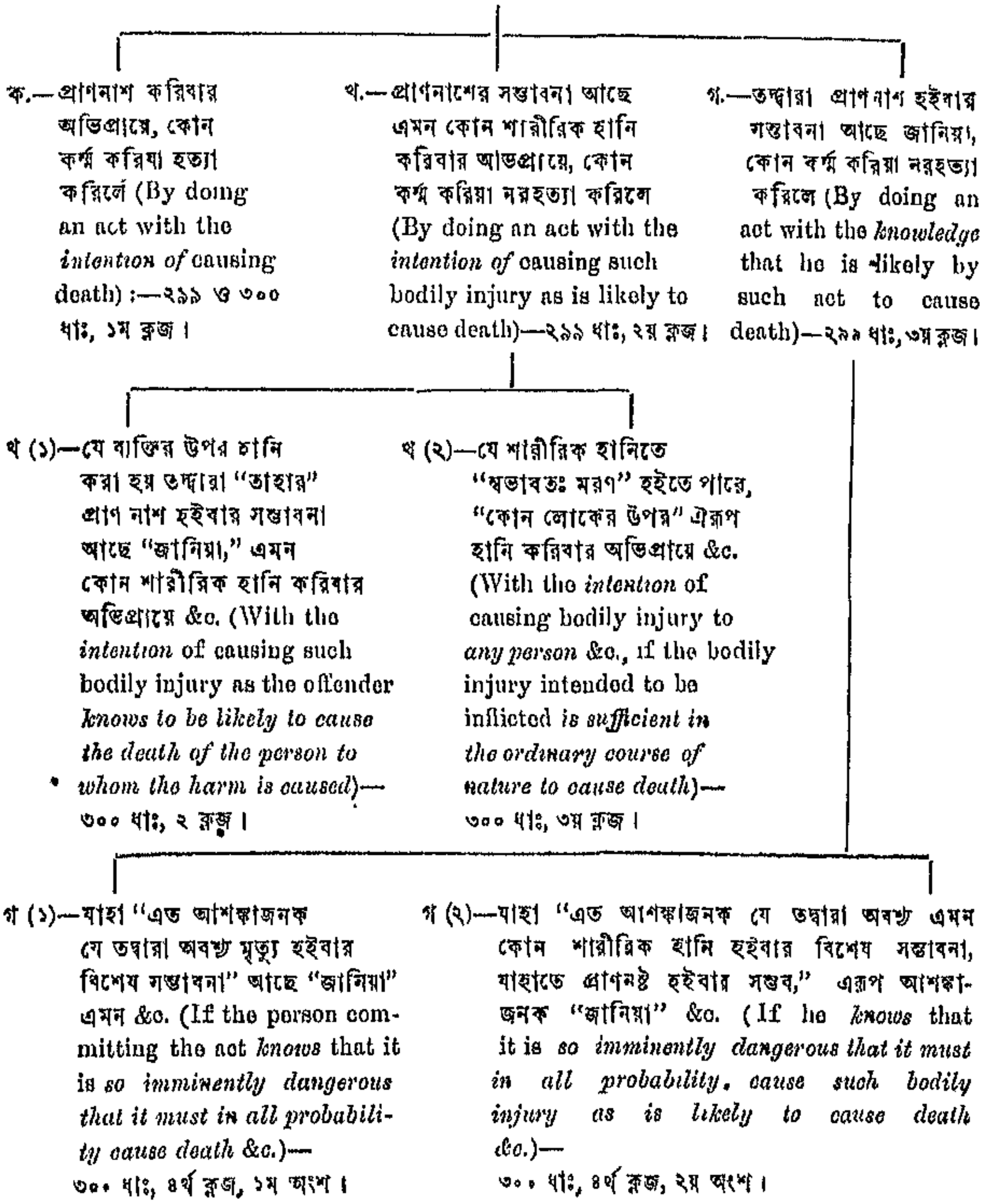
(২)—প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া।—এ বিষয়টি অবস্থা দ্বারা প্রমাণিত হইবে। মনে কর, স্ত্রী পুরুষে সাংসারিক বিষয় লইয়া বিবাদ হইল। স্বামী রাগান্ধ হইয়া স্ত্রীর ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া চড়চাপড় মারিল, তাহাতে তাহার প্লীহা ফাটিয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হইল। এস্থলে যদি স্বামীর এ জ্ঞান থাকে যে তাহার স্ত্রীর যেরূপ রুগ্ন অবস্থা তাহাতে একটি চড়েই তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, তবেই তৎকর্ত্তৃক ২৯৯ ধারার অপরাধ কৃত হইবে, নচেৎ সে কেবল পীড়া দিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হইবে। ৫ উ. রি., ৯৭; ২ ই. ল. রি., এলা., ৫২২। আরও, ক খ'কে একটি ছড়ির দ্বারা আঘাত করিল, তদ্দ্বারা কোন অসম্ভাবিত পীড়া জন্মিয়া যদি খ'র মৃত্যু হয়, তবে ক ২৯৯ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে না। কিন্তু ক যদি খ'র মাথায় অথবা অন্য কোন কোমল স্থানে একটি মোটা গেঁটে বাঁশের লাঠির দ্বারা সজোরে আঘাত করে, তাহা হইলে ঐরূপ গুরুতর আঘাতে খ'র প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা ক জানিত, এরূপ স্থির করা যাইতে পারে। ৫ উ. রি., ৭৫, ৪১; ২ উ. রি., ৩৮। যদি আসামীর উপরের লিখিত জ্ঞান বা অভিপ্রায় থাকা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আসামী কি উদ্দেশে ঐরূপ কর্ম্ম করিয়াছে তাহা প্রকাশিত না হইলেও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ৭ উ. রি., ৬৯; ৩ উ. রি., ৪০।

(৩)—সেই কর্ম্ম করিয়া কোন লোকের মরণের কারণ হয়—অদ্য আমি একটি লোকের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিলাম যাহাতে সে ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল

না, কিছুদিন পরে সে মরিল। ইহাতে আমার অব্যাহতি নাই। যদি কর্ম্মটির তারিখ হইতে এক বৎসর একদিন পরে মরণ হয়, তাহা হইলে ইংরাজী আইনের বিধানানুসারে স্বকৃত কর্ম্মটি মরণের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না—অপর কারণে মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই দণ্ডবিধি আইনে এরূপ কোন নিয়ম করা হয় নাই। স্বকৃত কর্ম্মের দরুণ বা অপর কোন কারণ-বশতঃ মরণ হইয়াছে কি না, ইহা সাক্ষ্য দ্বারা স্থির করিতে হইবে। তবে মরণটি আমার কার্য্যের সম্ভাবিত ফলস্বরূপ ছিল ও কার্য্য করিবার সময় আমি তাহা জানিতাম, ইহা দেখাইতে হইবে। মনে কর, এই ধারার লিখিত জ্ঞানে বা অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি আদালতে এইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে সে ক'কে খ'র প্রাণনষ্ট করিতে দেখিয়াছে, এবং তাহাতে যদি ক'র প্রাণদণ্ড হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নরহত্যাপরাধের অপরাধী হইবে। ইহার বিধান ১৯৪ ও ১৯৫ ধারায় আছে। কিন্তু ইংরাজী আইনে এরূপ হয় না।

(৪)—**নরহত্যা ও জ্ঞানকৃতবধ, উভয়ের প্রভেদ**—নরহত্যা এবং জ্ঞানকৃতবধ উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। ১ম.—৩০০ ধারার সমস্ত অপরাধ ২৯৯ ধারার সীমার অন্তর্গত। কিন্তু ২৯৯ ধারার সমস্ত অপরাধ ৩০০ ধারার সীমার ভিতর না পড়িলেও পড়িতে পারে। ২য়.—যে সকল নরহত্যা সম্বন্ধে ৩০০ ধারার লিখিত বর্জ্জিত কথা খাটিবে, সে সমস্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃতবধ বলিয়া গণ্য হইবে না। ৩য়.—"প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে" যদি কোন ব্যক্তি কোন কর্ম্ম দ্বারা কাহারও প্রাণ নষ্ট করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ২৯৯ ও ৩০০ উভয় ধারার লিখিত অপরাধে অপরাধী হইবে। কিন্তু ঐ কার্য্য যদি ৩০০ ধারার লিখিত বর্জ্জিত কথার ভিতর আইসে, তাহা হইলে সে কেবল ২৯৯ ধারার অপরাধ করিয়াছে গণ্য করিতে হইবে। ৪র্থ.—৩০০ ধারার "যদি যে কার্য্যেতে মৃত্যু হয়, সেই কার্য্য কোন লোকের শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে করা যায়, ও যদি শারীরিক যে হানি করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহাতে স্বভাবতঃ মরণ হইতে পারে" কথাগুলি ২৯৯ ধারার "কি যাহাতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা হয় শারীরিক এমত কোন হানি করিবার অভিপ্রায়ে" কথাগুলির অন্তর্গত। সুতরাং ঐ অভিপ্রায়ে কোন লোকের প্রাণ নষ্ট করিলে, ২৯৯ এবং ৩০০ ধারার অপরাধ কৃত হইবে; তবে যদি ৩০০ ধারার লিখিত বর্জ্জিত কথা খাটে, তাহা হইলে কেবল ২৯৯ ধারার অপরাধ কৃত হইল ধরিতে হইবে। ৫ম.—"কোন কর্ম্ম দ্বারা কোন লোকের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা জানিয়াও, যদি কেহ সেই কর্ম্ম করিয়া কোন লোকের মরণের কারণ হয়," সে ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিল। এস্থলে যদি ৩০০ ধারার লিখিত বর্জ্জিত কথা না খাটে, তাহা হইলেও জ্ঞানকৃতবধ হইবে না। ৮ ঈ. রি., ৪৭। তবে যদি ঐরূপ জানিয়া, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক সাংঘাতিক কর্ম্মটি করে, অর্থাৎ যদি তাহার কার্য্য ৩০০ ধারার ২য়. বা ৩য়. বা ৪র্থ. ভাগের মধ্যে আইসে, তাহা হইলেই নরহত্যাটি জ্ঞানকৃত বধ অপরাধে দাঁড়াইয়া যাইবে। এরূপ অনেক ঘটনা হইতে পারে যাহা ২৯৯ ধারার উপরোদ্ধৃত কথাগুলির অর্থের ভিতর আইসে, কিন্তু ৩০০ ধারার উল্লিখিত কোন ক্লজের অর্থের মধ্যে পতিত হয় না। সুতরাং সে সকল ঘটনা ২৯৯ ধারার—৩০০ ধারার নহে—অপরাধ বলিয়া গণ্য। যথা, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯ ধারার লিখিত ঘটনাগুলি। যদি এই সকল ধারার অপরাধী তাহার কর্ম্ম দ্বারা কোন লোকের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা আছে জানে এবং বস্তুতঃ যদি তাহার কর্ম্ম দ্বারা কোন লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ২৯৯ ধারার অপরাধ কৃত হইল গণ্য করিতে হইবে। তবে যদি সে জানে যে তাহার কার্য্য "অত্যন্ত আশঙ্কা-জনক হওয়া প্রযুক্ত তাহাতে মৃত্যু হইতে পারে" (ইংরাজীতে এই কথাগুলি আছে, knows that it is *so imminently* dangerous that it *must* in all pro-

bability cause death), তাহা হইলে সে ৩০০ ধারার অপরাধী বলিয়া দায়ী হইবে। ২৯৯ এবং ৩০০ ধারার মধ্যে এইরূপ ব্যবধান ফুলবেঞ্চ স্থির করিয়া দিয়াছেন। ৫ উ. রি., ৪৫। ৩০০ ধারার টীকায় যে সকল নজির গাঁথিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে এই ব্যবধানটি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। ১ ই. ল. রি., বো., ৩৪২ ও দেখ। নিম্নে একটি চিত্র আঁকিয়া সংক্ষেপে এই ব্যবধানটি অধিকতর বিশদ করিবার চেষ্টা করা হইল :—



ক [৩০০ ধারার কোন বর্জ্জিত কথার অন্তর্গত না হইলে]=জ্ঞানকৃতবধ।

খ (১) বা খ (২), [উভয়েই প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে এমন কোন হানি করিবার অভিপ্রায়ে"—এই পর্য্যন্ত খ'র অন্তর্গত হইতেছে, এবং ঐ খ (১) বা খ (২)এ ৩০০ ধারার বর্জ্জিত কথা না খাটিলে]=জ্ঞানকৃত বধ; অর্থাৎ খ [ইহা অনেক প্রকারে ঘটিতে পারে, কিন্তু কেবলই যখন ইহা খ (১) বা খ (২)র লিখিত অভিপ্রায়ে কৃত হয়, তখন]=জ্ঞানকৃতবধ।

সেইরূপ, গ [ইহাও অনেক প্রকারে ঘটিতে পারে, কিন্তু যখন কেবল ইহা গ (১) বা গ (২)র লিখিত জ্ঞানমতে কৃত হয়, এবং ঐ গ (১) বা গ (২)এ ৩০০ ধারার বর্জ্জিত কথা না খাটে, তখন]=জ্ঞাতকৃতবধ। এখন প্রতীত হইবে যে খ'এ অনেক সময়ে খ (১) বা খ (২)'র লিখিত অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় না। গ সম্বন্ধেও ঐরূপ। খ (১)'এ ও খ (২)'এ যে শব্দগুলি " " চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হইল, তদ্দৃষ্টে খ এবং খ (১) বা খ (২) উভয়ের ব্যবধান প্রতীত হইবে। গ, গ (১) ও গ (২) সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। সার কথা, যদি অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রতীত হয় যে খ'র লিখিত "অভিপ্রায়টি" খ (১) বা খ (২) এর লিখিত অভিপ্রায়ে পরিণত হইয়া উঠে, তাহা হইলেই ৩০০ ধারা বর্ত্তিবে; নচেৎ, অর্থাৎ অভিপ্রায়টি অতদূর পর্য্যন্ত দৃঢ় ও নির্দ্দিষ্ট (definite and specific) না হইলে, ২৯৯ ধারা বর্ত্তিবে। গ'র লিখিত "জ্ঞান" সম্বন্ধেও ঐরূপ।

প্রমাণ—(১) কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য তাহার মৃতদেহ উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই। ৩ উ. রি., ১; ৪ উ. রি., ১৯; ৭ উ. রি., ১৪; ৩ ই. ল. রি., এলা., ৩৮৩। (২) জ্ঞান ও অভিপ্রায় মোকদ্দমার অবস্থা দ্বারা প্রমাণিত হইবে। প্রমাণ সম্বন্ধে ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৬। ৭। ৮। ১৪। ৩০। ৩২ ধারা দেখ। যে সকল অবস্থা দ্বারা উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, সেই সকল অবস্থার প্রমাণ দিতে হইবে।

কবুল জবাব—প্রায়ই এ ধারার মোকদ্দমায় আসামীকে প্রথমতঃ কবুল জবাব দিতে দেখা যায়। তৎসম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। (ক)—দুই আসামী এক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইলে তন্মধ্যে যদি একজন আসামী উভয়ের দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে একায়িক তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া অপর আসামীর দণ্ড করা বিধেয় নহে। ১৮৭২ সালের প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩০ ধারামতে ঐরূপ স্বীকার উক্তি প্রমাণ (evidence) নহে, তবে আদালত উহা অপর প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পারেন মাত্র (may take into consideration)। ১৫ ই. ল. রি., বো., ৬৬; ২২ ঐ., এলা., ৪৪৫; ২৮ ঐ., কলি., ৬৮৯ দেখ। তাহার বাক্যের পোষকতার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রমাণ দিতে হইবে। একজন আসামীকে মহারাণীর সাক্ষী করিয়া অব্যাহতি প্রদানান্তর তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তাহা হইলেও উহার এজাহারের পোষকতার জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রমাণ দিতে হইবে। ১৯ উ. বি., ১৬; ১০ বে. ল. রি., ৪৫৬; ২ ই. ল. রি., বো, ৬১। একায়িক সেই এজাহারের উপর নির্ভর করিয়া অপর আসামীর দণ্ড করিলে অন্যায় হইবে। ১ ই. ল. রি., মা., ২৯৪ নজিরে মাদ্রাজ হাইকোর্ট এই মতটি গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কলিকাতা, এলাহাবাদ ও বোম্বে হাইকোর্ট প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৩৩ ধারা সত্ত্বেও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ১ ই. ল. রি., বো., ৪৭৫; ১০ ঐ., কলি., ৯৭০; ৪ ঐ., ঐ., ৪৮৮; ৮ ঐ., এলা., ১৩৭, ৩০৭, ৫১৩। ইহার সহিত ৭ মা. রি., ১৫ দেখ। এমন কি যদি প্রকৃতপক্ষে একজন সমদোষী না হয় কিন্তু সে অপরাধ করণের বিষয় অবগত হইয়াও কিছু দিন যাবৎ কাহাকেও

তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই। এরূপ স্থলে হাইকোর্ট বলেন যে অপর প্রমাণ দ্বারা এরূপ ব্যক্তির জবানবন্দির পোষকতা না হইলে, তাহার উপর একায়িক বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করা শ্রেয়ঃ নহে। ২১ ই. ল. রি., কলি., ৩২৮। (খ)—সাধারণতঃ পোষকতার প্রমাণ দিলে চলিবে না—বিশেষ, অর্থাৎ অপর আসামীদের মধ্যে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যে যে কথা বলা হইবে, সেই সকল কথার পর্য্যায়ক্রমে পোষকতার প্রমাণ দিতে হইবে। ২৫ উ. রি., ৮, ৪২। এমন কি কেহ কেহ বলেন শুদ্ধ পোষকতার প্রমাণের উপর আসামীর দোষ সাব্যস্ত হইতে পারে পোষকতার প্রমাণ এতদূর পর্য্যন্ত প্রচুর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, তাহা হইলে সমদোষীকে মহারাণীর সাক্ষী করিবার আবশ্যক দেখা যায় না। (গ)—ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না। মনে কর, একজন নরহত্যা অপরাধে ও অপর আসামী জ্ঞানকৃতবধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইল। অথবা, একজন চৌর্য্য অপরাধে ও অপর আসামী চোরা মাল দখলে রাখা অপরাধে অভিযুক্ত হইল। এস্থলে একের জবাবে অপর ব্যক্তি বাধ্য হইবে না। ১০ বো. রি., ৪৯৭; ১৯ উ. রি., ৫৭; ৫ ই. ল. রি., বো., ৬৩; ৭ ঐ., মা., ৫৭৯। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ১৮৯১ সালের ৩ আইনের ৪ ধারানুসারে উক্ত প্রমাণ বিষয়ক আইনের ৩০ ধারার লিখিত "অপরাধ" শব্দে "অপরাধের সহায়তা বা উদ্যোগ"ও বুঝাইবে। কিন্তু একটি মোকদ্দমায় দুইজন আসামী একটি ঘটনায় লিপ্ত থাকা প্রমাণ হইল। ঐ ঘটনা উপলক্ষে উহারা দুইজনে দুইটি কার্য্য করিল। ঐ দুইটি কার্য্যদ্বারা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ কৃত হইল। এরূপ স্থলে উহাদিগের মধ্যে একজন নিজের ও অপরের কার্য্য স্বীকার করিয়া যে এজাহার দেয়, সে এজাহার অপরের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়। ৮ ই. ল. রি., বো., ২২৬। এতদ্দ্বারা উপরের লিখিত সমস্ত নজিরগুলির বল কিয়দংশে নষ্ট হইতেছে। তবে ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০ ধারানুসারে এরূপ অবস্থায় একজনের কার্য্য অপরের কার্য্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই আইনের ৩৭ ধারার উদাহরণ দেখ। (ঘ)—কবুল জবাব সম্বন্ধে আর একটি কথা বক্তব্য এই যে যদি একজন আসামী আপনাকে বাঁচাইয়া অপর আসামীর উপর সমস্ত দোষ দিয়া জবাব দেয়, তাহা হইলে সে জবাব অপর আসামীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না। এজাহারী আসামী নিজের এজাহারের দ্বারা যদি আপনাকে দোষী করিয়া অপরকেও দোষী করে, তাহা হইলেই কেবল অপর আসামীর বিরুদ্ধে তাহার এজাহার ব্যবহার করা যাইবে। ১০ বে. ল. রি., ৪৫৩, ৪৫৫; ৬ ই. ল. রি., বো., ২৮৮; ৬ ঐ., কলি., ২৭৯; ৭ ঐ., এলা., ৬৪৬। (ঙ)—আরও একটি কথা। উভয় আসামীই একত্রে বিচারাধীন থাকিলেই, এক-জনের জবাব অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। মনে কর, ক আপন কবুল জবাবের উপর দণ্ডিত হইল। অপর আসামী দোষ অস্বীকার করিলে তাহার রীতিমত বিচার চলিলে বিচার-কালে ক'র জবাব ইহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইবে না। ৭ ই. ল. রি., মা., ১০২। তবে সাক্ষীস্বরূপ ক'র জবানবন্দি গ্রহণ করা যাইতে পারে। (চ)—পুলিষের হস্তে থাকার সময় পুলিষের নিকট আসামী আপন দোষ স্বীকার করিলে, তাহা আদালতে প্রমাণ করা যাইবে না। কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন, গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে আসামী পুলিষের নিকট আপন দোষ স্বীকার করিলে, তাহা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। ৬ ই. ল. রি., কলি., ৫৩০। কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্ট এ মতটি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করেন না। ৬ ই. ল. রি., বো., ৩৬। যদি আসামী সম্পূর্ণরূপে কবুল-জবাব না দিয়া, এমন কোন অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করে যদ্দ্বারা তাহাকে দোষী বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও ঐ উক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা

যাইবে না। ৬ ই. ল. রি., বো., ৩৪, ২৮৮। (ছ)—সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ২৭ ধারায় লেখা আছে যে যদি আসামীর কবুল জবাব-প্রযুক্ত কোন বিষয় আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে ঐ জবাব তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাইতে পারে। ১৯ উ. রি., ৫১। কিন্তু সমস্ত জবাবটি প্রমাণ করা যাইবে না, কেবল উহার যে অংশ ধরিয়া কোন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অংশটুকুই প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৬৩৫। (জ)—কোন প্রকার প্রলোভন, বা আশা, বা ভয়-প্রদর্শন করিয়া আসামীকে আপন দোষ স্বীকার করিতে বলিলে, সে যদি কবুল জবাব দেয়, তাহা হইলে ঐ জবাব তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না। ১৮৭২ সাঃ, ১ আঃ, ২৮ ধাঃ। (ঝ)—আসামী প্রথমে অপরাধ স্বীকার করে; পরে উহা অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে অপর কোন প্রমাণ না থাকিলে, আসামীকে কেবল তাহার প্রথমোক্ত জবাবের উপর নির্ভর করিয়া দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ১০ ই. ল. রি., মা., ২৯৫; ১৮ ঐ., এলা., ৭৮; ২৭ ঐ., কলি., ২৯৫। একজন আসামী নিজকৃত অপরাধ স্বয়ং স্বীকার করিয়া এজাহার দেয়। পরে এজাহার পড়িয়া শুনান হইলে সে ঐ সকল কথা অস্বীকার করিয়া কহে যে পুলিষ তাহাকে মারিয়াছিল বলিয়া সে ঐ সকল কথা বলিয়াছে। সেসন জজ পুলিষ কর্ত্তৃক তাড়নার কথা মিথ্যা স্থির করিয়া আসামী প্রথমতঃ যে এজাহার করিয়াছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া আসামীর দণ্ড করেন। হাইকোর্ট ঐ স্বয়ং স্বীকার করা এজাহারটি প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিলেন না। ৯ বো. রি., ৩৪৪। কেবলমাত্র আসামীর জবাব লইয়া যদি সেই জবাবের উপর নির্ভর করিয়া আসামীর দণ্ড করা হয়, তাহা হইলে আসামীর সমস্ত জবাবটি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আদালত একাংশ গ্রহণ করিয়া অপরাংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যদি করেন তাহা অবৈধ হইবে। ৫ উ. রি., ৭০; ৭ উ. রি., ৩৯, ৮। যদি নথিতে অপর প্রমাণ থাকে তাহা হইলে তদ্দৃষ্টে আদালত আসামীর জবাবের যে অংশ অপর প্রমানের সহিত মিলিতেছে, সেই অংশটি গ্রহণ করিতে এবং অপর অংশগুলি মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে পারেন। ১৯ ই. ল. রি., বো., ৭২৮; ২০ ঐ., এলা., ১৩৩; ২১ ঐ., ঐ., ৮৩। (ঞ)—কলিকাতা হাইকোর্টের সারকিউলর আছে যে যখন মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামী স্বকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া এজাহার দিবে, সে সময় তাহার নিকট পুলিষ অফিসর, অর্থাৎ যে কর্ম্মচারী আসামীকে মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছে সে ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, কিম্বা কোন প্রশ্ন করিতে আদালতকে বলিয়া না দেয়। (ট)—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনে ৩৬৪ ধারায় আসামীর জবাব কি প্রণালীতে লইতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বিবৃত আছে। যদি আসামীর এজাহারে মাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর বা আসামীর স্বাক্ষর না থাকে, তাহা হইলে এককালে আসামীর এজাহার অগ্রাহ্য করা যাইবে না। আপিল আদালতের বা সেসন্স কোর্টের প্রমাণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যে প্রকৃতপক্ষে আসামী ঐরূপ এজাহার দিয়াছে কি না। ৭ বো. রি., ৫০। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৫৩৩ ধারায় এ বিষয়টি ঐরূপ স্থির করা হইয়াছে। এক্ষণে ১৬৪ ধারামতে আসামী যদি নিজকৃত অপরাধ স্বয়ং স্বীকার করে এবং সেই এজাহার যদি রীতিমত না লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

৩০০ ধারা।—এই ধারার নিম্নের লিখিত বর্জ্জিত অবস্থা ভিন্ন, যে কার্য্যেতে কাহারও মৃত্যু হয়, সেই কার্য্য যদি প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে (intention) করা যায়। অথবা—

দ্বিতীয়। শরীরে কোন হানি দ্বারা কোন লোকের (যে ব্যক্তির প্রতি হানি

করা হইবে তাহার) প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা (likely) জানিয়া, যদি কেহ ঐরূপ শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে (intention) ঐ মৃত্যুজনক কার্য্য করে। অথবা—

তৃতীয়। যদি সেই কার্য্য কোন লোকের শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে (intention) করা যায়, ও শারীরিক যে হানি করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহাতে স্বভাবতঃ (sufficient in the ordinary course of nature) মরণ হইতে পারে। অথবা—

চতুর্থ। যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করে, সে যদি জানে (knowledge) যে ঐ কার্য্য অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়া প্রযুক্ত তাহাতে (অবশ্য) মৃত্যু হইতে পারে (must in all probability cause death) (মৃত্যু হইবার সর্ব্বতোভাবে সম্ভব), কিম্বা তাহাতে শারীরিক এমত কোন হানি হইতে পারে যাহাতে মৃত্যু (অবশ্য) হইবার সম্ভাবনা (or such bodily injury as is likely to cause death), ও (ঐ) প্রাণনাশের (প্রাণনাশক) কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের হানিজনক কার্য্য করিবার কোন কারণ না থাকিলেও যদি সেই কার্য্য করে, তবে সেই সকল স্থলে অপরাধযুক্ত যে হত্যা হয়, তাহা জ্ঞানকৃতবধ হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে গুলি করে, তাহাতে যদু মরে; আনন্দ জ্ঞানকৃতবধ করিয়াছে।

(খ) যদুর এরূপ কোন রোগ হইয়াছে যে মুষ্টাঘাত হইলে তাহার মৃত্যু সম্ভাবনা, আনন্দ ইহা জানিয়া তাহার শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে মারে। ঐ আঘাতে যদু মরে। যদ্যপি যদুর কোন রোগ না থাকিলে তাদৃশ আঘাতে তাহার মরিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি আনন্দ জ্ঞানকৃতবধ করিয়াছে। পরন্তু যদুর রোগ আছে ইহা যদি আনন্দ না জানিয়া তাহাকে আঘাত করে, ও সুস্থ ব্যক্তিকে সেইরূপ আঘাত করিলে যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকে, তবে আনন্দ যদিও তাহার শারীরিক হানি করিবার মনস্থ করিয়া থাকে, তথাপি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে কিম্বা শারীরিক যে হানিতে স্বভাবতঃ মরণ হইতে পারে তাহা করিতে মনস্থ করে নাই, ইহাতে সে জ্ঞানকৃতবধের অপরাধী হয় না।

(গ) আনন্দ তলওয়ার অথবা যষ্টি লইয়া যদুকে এমত (আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে) আঘাত করে যে সেই প্রকারের আঘাতে স্বভাবতঃ মনুষ্যের মরণ হয়। যদু তাহাতে মরে। এই স্থলে আনন্দ যদুকে মারিয়া ফেলিতে মনস্থ না করিলেও জ্ঞানকৃতবধের অপরাধী হয়।

(ঘ) আনন্দ কোন হেতু না থাকাতেও কোন জনতার প্রতি কামানের গুলি করে; তাহাতে একজন মরে। এই স্থানে যদিও আনন্দ কোন বিশেষ লোককে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিল না, তথাপি সে জ্ঞানকৃতবধের অপরাধী হয়।

১ বর্জ্জিত কথা।—কোন ব্যক্তি হঠাৎ (sudden) রাগজনক কোন গুরুতর (grave) কার্য্যেতে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া আত্মদমনে অসমর্থ হইয়া (deprived

of the power of self control) যে লোক তাহার রাগ জন্মাইয়াছিল তাহার প্রাণ নষ্ট করে, কিম্বা ভ্রান্তিক্রমে (by mistake)কি অকস্মাৎ (a cident) অন্য কোন লোকের প্রাণনাশের কারণ হয়, এমন স্থলে যে অপরাধযুক্ত নরহত্যা তাহা জ্ঞানকৃতবধ হয় না।

কিন্তু উপরের বর্জ্জিত কথার (সহিত) নিম্নের বিধি গ্রহণ করিতে হইবে ঃ—

প্রথম। কোন ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট কি ক্ষতি করিবার ওজর স্বরূপে অপরাধী আপনি ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্যের চেষ্টা না করে, কিম্বা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক না ঘটায়।

দ্বিতীয়। আইনসঙ্গত কোন কার্য্য করণের দ্বারা, কি রাজকীয় কার্য্যকারক-স্বরূপ কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আপনি আইনমতের ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করেন তদ্দ্বারা ঐ রাগ জন্মে।

তৃতীয়। আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে কার্য্য আইনমতে করা যায়, তদ্দ্বারা ঐ রাগ না জন্মে।

অর্থ। উক্ত অপরাধ যাহাতে জ্ঞানকৃতবধের অপরাধ না হয়, ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্য এমত গুরুতর কিম্বা এমত হঠাৎ ঘটনা হয়—এই কথা বৃত্তান্ত দ্বারা মীমাংসা হইবে।

উদাহরণ।

(ক) যদু কোন কার্য্য করিয়া আনন্দের রাগ জন্মায়। তাহাতে আনন্দ রাগান্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) যদুর বালকের প্রাণ নষ্ট করে। ইহা জ্ঞানকৃতবধ হয়, যেহেতু ঐ বালক আনন্দের রাগ জন্মায় নাই। আর রাগান্ধ হইয়া সেই কার্য্য করণ কালে ঐ বালকের প্রাণ অকস্মাৎ কি দুর্ভাগ্যক্রমে নষ্ট হয় নাই।

(খ) অর্জ্জুন কোন গুরুতর কর্ম্ম করিয়া হঠাৎ আনন্দের রাগ জন্মায়, তাহাতে আনন্দ অর্জ্জুনের প্রতি পিস্তল ছুড়ে। যদু নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আনন্দ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। এবং তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে আনন্দের কোন অভিপ্রায় ছিল না, ও গুলি তাহাকে লাগিবে এমত জানিত না, কিন্তু আনন্দ যদুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল, এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানকৃতবধ করে নাই, কিন্তু অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(গ) যদু নামে একজন পেয়াদা আনন্দকে আইনমত গ্রেপ্তার করে। ইহাতে আনন্দ হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া যদুর প্রাণ নষ্ট করে। ইহা জ্ঞানকৃতবধ, যেহেতু রাজকীয় কার্য্যকারক আপন ক্ষমতাতে যে কার্য্য করিতেছিল তাহাতে আনন্দের রাগ হইল।

(ঘ) আনন্দ কোন মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেট কহেন যে আনন্দের জবানবন্দির এককথায়ও আমার বিশ্বাস হয় না, সে মিথ্যা শপথ করিয়াছে। আনন্দ এই কথাতে হঠাৎ রাগ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রাণ নষ্ট করে। ইহা জ্ঞানকৃতবধ।

(ঙ) আনন্দ যদুর নাসিকা ধরিতে উদ্যোগ করে। যদু আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে তাহার প্রতিবন্ধক হয়। আনন্দ ইহাতে হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া যদুকে বধ করে। ইহা জ্ঞানকৃত-

বধ, যেহেতু আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে যে কার্য্য করা গিয়াছিল, সেই কার্য্য রাগের কারণ হইয়াছে।

(ছ) যদু বলরামকে মারে। ইহাতে বলরামের অত্যন্ত রাগ হয়। আনন্দ নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, ও বলরামকে রাগান্ধ দেখিয়া তাহার দ্বারা যদুকে হত্যা করাইবার অভিপ্রায়ে সেই সময়ে বলরামের হাতে ছুরী দেয়; বলরাম সেই ছুরীর দ্বারা যদুর প্রাণ নষ্ট করে। এই স্থলে বলরামের অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আনন্দ জ্ঞানকৃতবধের অপরাধী।

২ বর্জ্জিত কথা।—সরলভাবে আত্মরক্ষার কি সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে আইনমতে যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য যদি কোন ব্যক্তি করে, ও পূর্ব্বে মনস্থ না করিয়া ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত যত হানি করা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত করিবার মানস না করিয়া যাহার বিরুদ্ধে সেই অধিকারক্রমে কার্য্য করে তাহার মরণের কারণ হয়, তবে এমত স্থলে অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা তাহা জ্ঞানকৃতবধ হয় না।

উদাহরণ।

যদু চাবুক লইয়া আনন্দকে মারিতে উদ্যত হয়, কিন্তু আনন্দের গুরুতর পীড়াজনকরূপে নহে। আনন্দ পিস্তল বাহির করে। তবু যদু তাহাকে চাবুক মারিতে যায়। তাহাতে আনন্দের সরলভাবে বোধ হয় যে পিস্তল না ছুড়িলে আমার চাবুক খাওয়া হইতে অন্য কোন উপায়ে রক্ষা হয় না, অতএব পিস্তল ছুড়িয়া যদুর প্রাণ নষ্ট করে। ইহাতে আনন্দ জ্ঞানকৃতবধ করে নাই, কিন্তু অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

৩ বর্জ্জিত কথা।—রাজকীয় কার্য্যকারক, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের সহায় ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের সুবিচার উত্তমরূপে হইবার নিমিত্ত আইনমতে যে ক্ষমতা পান, তদতিরিক্ত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া কোন লোকের প্রাণ নষ্ট করেন। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা ঐ লোকের প্রাণ নষ্ট হইল তাহা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপন পদের কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার জন্য আইনসিদ্ধ ও আবশ্যক ইহা সরলভাবে বোধ করিয়া ও যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার প্রতি কিছুমাত্র দ্বেষ না করিয়া, সেই কার্য্য করেন। এমত স্থলে অপরাধযুক্ত যে হত্যা তাহা জ্ঞানকৃতবধ হয় না।

৪ বর্জ্জিত কথা।—হঠাৎ বিবাদ হওনকালে (upon sudden quarrel) অত্যন্ত রাগ হইয়া (in the heat of passion) হঠাৎ যুদ্ধ (মারামারি) উপস্থিত হইলে (in a sudden fight), এক জন পূর্ব্বে মনস্থ না করিয়া, কিম্বা অন্যকে অক্ষম দেখিয়া কোন অনুপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া (অপরাধী অপরের উপর কোন সুবিধা গ্রহণ না করিয়া) ও নিষ্ঠুর কি রীতিবিরুদ্ধ (unusual) কর্ম্ম না করিয়াও তাহার প্রাণ নষ্ট করে, এই স্থলে অপরাধযুক্ত যে হত্যা তাহা জ্ঞানকৃতবধ হয় না।

অর্থের কথা।—এমত স্থলে কে কাহার রাগ প্রথমে জন্মাইয়াছিল, কে বা প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিল, এই কথা অপ্রয়োজনীয়।

৫ বর্জ্জিত কথা।—যাহার মৃত্যু হয় সে যদি আঠারো বৎসরের অধিক বয়স্ক হইয়া আপন সম্মতিক্রমে হত্যা হয়, কিম্বা হত হইবার সঙ্কট স্বীকার করে, তবে তদ্রূপ স্থলে অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা তাহা জ্ঞানকৃতবধ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) যদু আঠারো বৎসরের ন্যূন বয়স্ক। আনন্দ তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া আত্মঘাতী করায়। এই স্থলে যদু অপ্রাপ্তবয়স হওয়া প্রযুক্ত আপনার মরণে আপনি সম্মত হইতে অক্ষম বিধায় আনন্দ জ্ঞানকৃতবধের সহায়তা করিয়াছে।

অর্থ ও উদাহরণ—২৯৯ ও ৩০০ ধারা উভয়ের ব্যবধান ২৯৯ ধারার টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। অনেকগুলি লোকে ক'কে দেখিয়া এমত গুরুতর প্রহার করিল যে ক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। তাহাতেও বিরত না হইয়া আসামীরা ক'কে ৩। ৪ বার পদাঘাত করে, এবং ক মরিয়া যায়। এস্থলে ৩০০ ধারার চতুর্থ ক্লজ অনুসারে আসামীরা জ্ঞানকৃতবধ করার অপরাধে দণ্ডিত হইবে। ৩ উ. রি., ২২। ক, খ এবং গ, ঘ'কে দেখিয়া ঘ ক'র স্ত্রীকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার সহিত বিবাদ করিল। বিবাদের সময় প্রথমোক্ত তিন জন ব্যক্তি ঘুসি, লাঠি ও খড়ম দ্বারা ঘ'কে বিশিষ্টরূপ প্রহার করায় ঘ জখম হইয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া তাহারা ঘ'কে নিজের বাটীতে লইয়া যায় ও তথায় তাহাকে ভাত খাইতে দেয়; কিন্তু ঘ'র ভাত খাইবার শক্তি না থাকায় সে ভাত খাইল না। ইহাতে আসামীরা ভীত হইয়া ঘ'র বাটীতে ঘ'কে পৌছিয়া দিবার জন্য চেষ্টা পায়, কিন্তু পথিমধ্যে ঘ'র মৃত্যু হইল। ডাক্তার জবানবন্দি এই বলিয়া দেন যে ঘ'র মৃত্যু গুরুতর আঘাতপ্রযুক্ত হইয়াছে। হাইকোর্ট উক্ত ক্লজ অনুসারে আসামীগণকে জ্ঞানকৃতবধ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। ৪ উ. রি., ৩৩। এই উদাহরণের সহিত নিম্নলিখিত উদাহরণটি দেখ। ক চুরি করিতেছে, এমন সময় খ তাহাকে ধরিল এবং ধরিয়া এমন প্রহার করিল যে ক'র হাত ভাঙ্গিয়া গেল, মস্তকে দুইটি গুরুতর জখম হইল ও অন্যান্য স্থানও ক্ষতবিক্ষত হইল। ক পীড়িত ছিল না বটে, কিন্তু অর্দ্ধাশনবশতঃ দেহ শুষ্ক ও ক্ষীণ ছিল, সুতরাং খ'র প্রহারে তাহার মৃত্যু হইল। এস্থলে যদি খ ক্রমান্বয়ে ক'র উপর বহুতর আঘাত না করিত, তাহা হইলে ক'র মৃত্যু না হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু খ এত অধিক প্রহার করিয়াছিল যে তদ্দ্বারা শুষ্ক ও ক্ষীণ-দেহ ক'র মৃত্যু হওয়া অবশ্য সম্ভব, সুতরাং ৪র্থ ক্লজ অনুসারে খ ৩০০ ধারার অপরাধে অপরাধী। ৫ উ. রি., ৩৩। ৩০০ ধারার লিখিত গ উদাহরণ দেখ।

প্রাণ নষ্ট করা আসামীর মনস্থ না হইলেও, তৎকর্ত্তৃক ৩০০ ধারার অপরাধ কৃত হইতে পারে। মনে কর, কোন কারণবশতঃ খ এবং ক উভয়ে বিবাদ করিল। বিবাদের অনতিবিলম্বে, খ নিদ্রিত রহিয়াছে এমন অবস্থায় ক তাহাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিল। লাঠিটির শিরোভাগে একটি লৌহ নির্ম্মিত গুলা (knob) সংযোজিত ছিল। প্রহারের তিন দিবসের মধ্যে খ মরিয়া গেল। তৎপরে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে খ'র মস্তকের দুইখানি অস্থি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এস্থলে যদিও খ'র প্রাণ নাশ করা ক'র মনস্থ ছিল না, তথাচ সে যে অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিয়াছিল, তাহাতে লোকের মৃত্যু অবশ্য সম্ভব; সুতরাং সে ৩০০ ধারার

৪র্থ ক্লজ অনুসারে জ্ঞানকৃতবধ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। ৪ উ. রি., ৩৫। সেইরূপ পাঁচ ফুট লম্বা মোটা একটি বাঁশের লাঠির দ্বারা খ কোন ব্যক্তির মাথা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তাহার মৃত্যু হইলে খ ৩০০ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। ১ উ. রি., ২৫০। ক এবং খ উভয়ে মাতাল হইয়া পরস্পরে গালিগালাজ করে। কিছুক্ষণ পরে, ক খ'র গৃহে লাঠি লইয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে এরূপ প্রহার করে যে তৎক্ষণাৎ খ'র মৃত্যু হয়। এস্থলে ২।৩ ক্লজ অনুসারে ক ৩০০ ধারার অপরাধ করিল, বলা যাইবে। ৮ উ. রি., ৭১। ক তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহার শিশুসন্তানকে উচিতমত আহার দেয় নাই এবং যথোচিত যত্নও করে না। সুতরাং শিশুটি ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়। অপর সাধারণে ক'কে বারংবার শিশুটিকে ঐরূপ অযত্ন করিতে নিষেধ করে। বিধিমত যত্ন করা ও আহার দিবার সঙ্গতি ক'র থাকা সত্ত্বেও, সে ঐ নিষ্ঠুর আচরণ করিতে থাকে। সুতরাং কিছুকাল পরে ঐ অযত্ন ও আহারাভাববশতঃ শিশুটি কালগ্রাসে পতিত হয়। এস্থলে ৪র্থ ক্লজ অনুসারে ক ৩০০ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হয়। ৫ উ. রি., ৪৪। সহসা এ নজিরটি অনুমোদন করা যায় না। তবে অবস্থা দৃষ্টে যদি ইহা প্রতীত হয় যে মৃত্যু বা প্রাণনাশক কোন শারীরিক হানি ঐরূপ কার্য্যের অবশ্য সম্ভাবিত ফল এবং ইহা জানিয়া যদি ক ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে ক'কে এই ৪র্থ ক্লজ অনুসারে দায়ী করা যাইতে পারে; নতুবা সে কেবল ২৯৯ ধারামত অপরাধী হইবে। ৩৭ ধারাঃ, উদাঃ (খ) ও (গ) দেখ। একজন সাপুড়ে দম্ভ করিয়া বলে যে সে এমন মন্ত্র জানে যদ্দ্বারা সর্পাহত ব্যক্তিকে সে আরাম করিয়া দিতে পারে এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করে যে তাহারা যে কেহ হউক সাপ ধরুক, সাপ তাহাকে দংশন করুক, সে তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিবে। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া উপস্থিত এক জন ব্যক্তি হাত বাড়াইয়া দেয়; সর্প তাহাকে দংশন করে, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সে মরিয়া যায়। এস্থলে ৫ বর্জ্জিত কথার অবর্ত্তমানে সাপুড়েকে ৪র্থ ক্লজ অনুসারে ৩০০ ধারামত অপরাধী স্থির করা যাইতে পারে। ১২ উ. রি., ৭; ইহার সহিত ৫ ই. ল. রি., কলি., ৩৫১ দেখ। আসামী তাহার স্ত্রীকে ফেলিয়া দিয়া তাহার বক্ষের উপর এক পা দিয়া চাপিয়া ধরে তদবস্থায় তাহার মুখে ২।৩ ঘুসি মারে। তাহাতে তাহার মস্তিষ্কে রক্ত জমিয়া তাহার মৃত্যু হয়। এস্থলে প্রমাণিত হয় যে আসামীর খুন করিবার অভিপ্রায় ছিল না, এবং সে যেরূপ আঘাত করিয়াছিল তাহাতে সাধারণতঃ লোকের মৃত্যু হইতে পারে না। সুতরাং আসামী জ্ঞানকৃতবধ অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইল না, নরহত্যা অপরাধে দণ্ডিত হয়। ১ ই. ল. রি., বো., ৩৪২। ২৯৯ ধারায় যে ৫ উ. রি., ৯৭ ও ৬ উ. রি., ১৬, ৮৩ এবং ৮ উ. রি., ২৮ নজিরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ও ১৯ ই. ল. রি., মা., ৩৫৬ পৃষ্ঠার নজিরটিও ইহার সহিত পাঠকরা আবশ্যক। আরও দেখ, কোন ব্যক্তি আপন অল্প বয়স্ক বালককে অবাধ্যতার নিমিত্ত শাস্তি দিবার মানসে, খুন করিবার অভিপ্রায়ে নহে, তাহার পৃষ্ঠে এক পদাঘাত করে ও মুখে ৩। ৪ চড় মারে। ইহাতে বালকটি মরিয়া যায়। এস্থলে হাইকোর্ট আসামীকে কেবল ৩২৩ ধারামত দণ্ডিত করেন। ১৮ উ. রি., ২৮। ক খ'কে ছেনি দ্বারা আঘাত করায় তাহার ফুস্‌ফুসে (lungs and pleura) ঘা হইয়া খ মরে। নিম্ন আদালত ক'র বিরুদ্ধে ৩০০ ধারার ২য় ও ৩য় ক্লজ অনুসারে যে অভিযোগ প্রস্তুত করেন, তৎসম্বন্ধে হাইকোর্ট বলেন যে ২য় ক্লজ অনুসারে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা লেখা আবশ্যক যে এরূপ আঘাতে আহত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কার্য্যটি কৃত হইয়াছে; অর্থাৎ সাধারণতঃ ঐরূপ আঘাতে লোক মরিতে পারে এরূপ হইলে ২য় ক্লজ বর্ত্তিবে না। সেইরূপ ৩য় ক্লজ সম্বন্ধে অভিযোগপত্র এইরূপ প্রস্তুত করা আবশ্যক যে

আঘাতে সাধারণতঃ স্বভাবের গতিতে মরণ হয় সেইরূপ আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কার্য্যটি কৃত হইয়াছে। আঘাতটি এতদূর পর্য্যন্ত আশঙ্কাজনক না হইলে এ ক্লজ খাটিবে না। এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া হাইকোর্ট ক'কে ৩০২ বা ৩০৪ ধারার অপরাধে অব্যাহতি দিয়া ৩২৬ ধারা-মতে দণ্ডিত করেন। ৮ ই. ল. রি., কলি., ২১১।

১ বর্জ্জিত কথা।—এই বর্জ্জিত কথায় তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে:—"হঠাৎ" রাগ হওয়া, "গুরুতর" রাগ ও তদ্দ্বারা "আত্মদমণে অসমর্থ"। এই তিনটি অবস্থাই বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক; তাহা না হইলে, এই বর্জ্জিত কথার ফল আসামী পাইবে না। মাতাল অবস্থায় ক ও খ পরস্পরে গালিগালাজ করে, কিয়ৎক্ষণ গালাগালি করিয়া ক একরশি তফাৎ হইতে একটি লৌহখণ্ড আনিয়া খ'র মাথায় আঘাত করায় খ তখনই মরিয়া যায়। এস্থলে ক এ বর্জ্জিত কথার ফল পায় নাই। ৮ উ. রি., ৭১। কিন্তু যদি আমাকে কোন ব্যক্তি গালাগালি দেয়, তাহাতে আমার রাগ হইয়া আমি আত্মদমন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ি, এবং তদবস্থায় যে ব্যক্তি আমাকে গালাগালি করিতেছে তাহার প্রাণ নষ্ট করি, তাহা হইলে আমি এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইব। ১ উ. রি., ২৩; ১ উ. প. রি., ৪৯, ৫০; ২ ই. ল. রি., মা., ১২২ নজিরে এরূপ অবস্থায় আসামী এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইয়াছে। অর্থাৎ, অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া আত্ম-দমনাসমর্থাবস্থায় হত্যা কার্য্য কৃত হইলে, এই বর্জ্জিত কথা খাটিবে; নচেৎ নহে। ১২ উ. রি., ৬৯; ১৯ উ. রি., ৩৫। এইটি মোকদ্দমার অবস্থা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। একটি বৃদ্ধ স্ত্রীলোক চুরি করিতেছে দেখিয়া তাহাকে ক ধরিল এবং তাহার প্রাণ নষ্ট করিল; এস্থলে ক'র কার্য্যটি এমন কিছু গুরুতর রাগ জনিত নহে যে সে এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার উপযোগী। ৫ উ. রি., ৩৩। আরও মনে কর, আসামী একটি চোরকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার সহিত হুটাপাটি করিতে করিতে তাহার ভ্রাতাকে একখানি দা আনিতে কহে। সে অপর একটি ঘর হইতে এক খানি দা আসামীর হাতে দেয়। আর সেই দার দ্বারা আসামী চোরের প্রাণ নষ্ট করে। এস্থলে আসামী বর্জ্জিত কথার ফল পাইতে পারে না। কারণ, সে হত্যাকার্য্যটি করিবার সময় আত্মদমনে অসমর্থ ছিল এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায় না। ৫ উ. রি., ৭৩। আর একটি উদাহরণ। ক শুনিল, খ তাহার স্ত্রীর সহিত কুকার্য্য করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া ক খ'কে খুন করিব বলিয়া ভয় দেখায়, পরে প্রকৃতপক্ষে খুন করে। এস্থলে ক'র কার্য্যটি হঠাৎ কৃত হইল না, ভাবিয়া চিন্তিয়া কৃত হইল, সুতরাং ক এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইতে পারে না। ১ উ. রি., ৪৬। কিন্তু মনে কর, যদি ক হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে খ ও তাহার স্ত্রী একত্রে শয়ন করিয়াছে বা কুকার্য্য করিতেছে এবং তদ্দণ্ডেই যদি ক রাগপরবশ হইয়া খ'র প্রাণ নষ্ট করে, তাহা হইলে ক এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার উপযোগী হইবে। ৬ উ. রি., ৪২; ৮ উ. রি., ৩৮; ১ উ. রি., ১৭; ৪ উ. রি., ৩৮; ৩ বো. রি., ৩৩, ১৮ ই. ল. রি., এলা., ৪৯৭। কিন্তু ক যদি ঐরূপ না করিয়া খ'কে ধরিয়া আর একটা ঘরে লইয়া যায় এবং সেখানে লইয়া গিয়া আপন পিতাকে (যে ঐ ঘরে ঘুমাইতেছিল) জাগাইয়া দিয়া তাহাকে একটি লাঠি আনিতে বলে, আর তিনিও একটি লাঠি আনিয়া দেন, এবং তদ্দ্বারা ক খ'র প্রাণ-বধ করে, তাহা হইলে ক বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার উপযোগী হইবে না। ১৯ উ. রি., ৩৫ ইহার সহিত ৮ ই. ল. রি., এলা., ৬২২ ও ৬৩৫ দেখ। কিন্তু অপর একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে তখন পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যে এই বর্জ্জিত কথার অন্তর্গত ধরিতে হইবে। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৫৭১। একটি মোকদ্দমায় এরূপ অবস্থা প্রমাণিত হয় যে ক দেখিল খ তাহার স্ত্রীর সহিত কুকার্য্য করিতেছে, সে দিন কিছু বলিল না। পরদিন সে দেখে যে খ

ও তাহার স্ত্রী একত্রে আহারাদি করিতেছে। ইহা দেখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব দিনের ঘটনা স্মরণ করিয়া তাহার অত্যন্ত রাগ হয় এবং সেই রাগে নিকটে থাকা একখানি কুঠারি লইয়া খ'কে খুন করে। মাদ্রাজ হাইকোর্ট বলেন এস্থলে আসামী এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে। ৩ ই. ল. রি., মা., ৩৪।

এই বর্জ্জিত কথার সহিত যে কয়েকটি বিধি স্বতন্ত্র করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। যথা অপরাধী আপন কার্য্যের দ্বারা অপরের রাগ জন্মাইলে যদি শেষোক্ত ব্যক্তি অপরাধীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করে যাহাতে অপরাধীর রাগ হয় এবং যদি সে ঐ রাগ পরবশ হইয়া উপরোক্ত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে অপবাধী এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে না। মনে কর, ৯৯ ধারাব প্রথম ভাগের টীকায় যে দ্বেষপরবশ পুলিষ অফিসরের কথা বলা হইয়াছে তাহার অসহনীয় কার্য্য দেখিয়া যদি কেহ তাহাকে আক্রমণ করিতে আইসে এবং সে যদি আক্রমণকারীকে তাহার প্রাণ হানি করিবার বা গুরুতর পীড়া দিবার উদ্যোগ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে গুলি করিয়া মারে, তাহা হইলে ঐ পুলিষ কর্ম্মচারী এই বর্জ্জিত কথার বা ১০০ ধারার ফল পাইতে পারে না। ৩ ই. ল. রি., এলা., ২৫৩। ইহার সহিত ২১ ঐ., মা., ২৪৯ দেখ।

২ বর্জ্জিত কথা—কোন কোন স্থলে আত্মরক্ষার অনুরোধে হত্যা করা যাইতে পারে। সেই স্থলে হত্যা করিলে, কোন অপরাধই কৃত হইবে না। কোন কোন স্থলে আত্মরক্ষার অনুরোধে হত্যা ব্যতীত অপর যে কোন প্রকার আঘাত করা যাইতে পারে। সেই স্থলে যদি সরলবিশ্বাসে ও সরলভাবে হত্যা করা হয়, তাহা হইলে সে হত্যাটি এই বর্জ্জিত কথার অর্থের অন্তর্গত হইবে। ৩ উ. রি., ৪১, ৪৭। মনে কর, আমি এক কিতা জমি দখল করি, তাহাতে ধান রোপণ করিয়াছি। অপর একজন ব্যক্তি আমাকে বে-দখল করিবার মানসে সজ্জিত হইয়া আমার ধান বলপূর্ব্বক কাটিয়া লইতে আসিলে, তাহাদের পক্ষের একজন আমার পক্ষের লোকের দ্বারা সাংঘাতিক আহত হইয়া মরিয়া যায়। এস্থলে হত্যাকারী এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে। ১ উ. রি., ৩৪। ক দেখিল তাহার ঘরে চোর সিঁদ ফুটাইয়াছে ও সিদ দিয়া চোর বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহা দেখিয়া ক চোরকে এক কুঠারি দ্বারা একটি আঘাত করে, এবং তাহাতেই চোরের প্রাণ নষ্ট হয়। এই স্থলে ক এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার যোগ্য হইতেছে। ৬ উ. রি., ৫০। ক ও তাহার ভ্রাতষ্পুত্র খ একত্র একানে বাস করে। ক বাটীর দ্বারে একখানি কোদাল লইযা একটি রাস্তা কবিতে যায়, খ তাহাতে আপত্তি করে এবং ক'র হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কোদালি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা পায়; কিন্তু খ'র ভাবভঙ্গি দেখিয়া সে তাহাকে আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কা করিয়া ক খ'র হস্ত হইতে কোদালি ছাড়াইয়া লইয়া খ'কে তদ্দ্বারা আঘাত করায় খ'ব মৃত্যু হয়। এস্থলে ক এই বর্জ্জিত কথার ফল পায়। ৬ উ. বি., ৮৯। এই বর্জ্জিত কথার ফল আসামীকে দিতে হইলে ইহা দেখিতে হইবে যে আসামী "পূর্ব্বে মনস্থ না করিয়া ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত যত হানি করা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত হানি করিবার মানস না করিয়া' প্রাণনাশক কার্য্যটি করিয়াছে। ১ম. বর্জ্জিত কথার টীকার লিখিত (৫ উ. রি., ৩৩, ৭৩) উদাহরণে অতিরিক্ত হানি কবার মানস পূর্ব্ব হইতেই ছিল; সুতরাং উহা বর্জ্জিত বথার অন্তর্গত হইল না। ইহার সহিত ৯৯ ধারার টীকা দেখ।

৩ বর্জ্জিত কথা—ক একজন out-law। ক পলাইয়া গেলে আসামীরা দণ্ডিত হইবে এই আশঙ্কায়, ক'কে গ্রেপ্তার করিবার যে এস্তাহার ছিল তদনুসারে, এবং ক'কে গ্রেপ্তার

করিবার জন্য পুলিষ যে উপায় (plan) স্থির করিয়াছিল সেই উপায়ের অনুগামী হইয়া, আসামীরা ক পলাইতেছে এমন সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ক'র প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলে। এস্থলে আসামীরা এই বর্জ্জিত কথার ফল পায়। ৫ উ. প. রি., ১৩০।

৪ বর্জ্জিত কথা—আসামীর স্ত্রী রন্ধন করিতেছিল, এমন সময় আসামী ঘরে আসিয়া তাহার সহিত কলহ করে, এবং কলহ করিতে করিতে তাহাকে একখানি বেঞ্চ ছুড়িয়া আঘাত করায় তাহার স্ত্রী মরিয়া যায়। এস্থলে কোন মারামারি হয় নাই, এবং স্ত্রীকে অক্ষম দেখিয়া আসামী অনুপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছে, সুতরাং হাইকোর্ট আসামীকে এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার উপযোগী মনে করিলেন না। ৩ উ. বি., ১৮। কিন্তু মনে কর, ক এবং খ মদমত্ত হইয়া উভয়ে মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক, খ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্; সে খ'র কণ্ঠদেশ টিপিয়া ধরে এবং তাহাতেই খ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এস্থলে ক এই বর্জ্জিত কথার ফল পায় নাই। ৫ উ. বি., ৫৮। কেবল হঠাৎ বিবাদ হওন কালে—অর্থাৎ সাজিয়া গুজিয়া বিবাদ করিতে গিয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয় তদ্রূপ বিবাদে নহে—নরহত্যা করিলে এই বর্জ্জিত কথা খাটিবে। সুতরাং যদি কেহ আমার জমিতে পশু চরাইতে আইসে, তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য যদি আমি লোক জন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হই এবং উভয় পক্ষে বিবাদ হয়, এবং সেই দাঙ্গায় যদি আমি বা আমার পক্ষের কোন লোক অপর পক্ষের কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে আমি বা আমার পক্ষের লোকে এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার উপযুক্ত নহে। ২ উ. রি., লি., ২১। মনে কর, ক একখানি তরবারি দ্বারা সজ্জিত হইয়া অন্ধকারে কতকগুলি ব্যক্তির উপর তরবারি আঘাত করে। তাহাতে এক জন আহত হইয়া মরিয়া যায়। এস্থলে জজ জ্যাকসন ও এনসিলি বলেন যে ক কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃতবধ অপরাধ কৃত হইল। কিন্তু জজ কনিংহাম বলেন যে ঐ ক্রিয়াটি পূর্ব্ব-চিন্তিত না থাকায়, আসামী কেবল নরহত্যা করিয়াছে ধরিতে হইবে। ২ কলি. রি., ২১১। আরও মনে কর, দুই দলে হঠাৎ একটি বিবাদ উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষে মারামারি করে। ঐ মারামারিতে ক আহত হইবার পর একখানি ছুরিকা লইয়া তাহার আক্রমণকারীকে মারিলে সে মরিয়া যায়। এস্থলে ক জ্ঞানকৃতবধ অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইল না, কেবল নরহত্যার নিমিত্ত দায়ী হইবে। ২৪ উ. রি., ৪৮।

৫ বর্জ্জিত কথা—উপরের "অর্থ" শীর্ষক টীকায় যে ১২ উ. রি., ৭ লিখিত নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। সতীদাহনে যদি কেহ সহমরণের গুণকীর্ত্তন করিয়া সতীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রলোভন দেখায় এবং সতী যদি সেই প্রলোভনবশ হইয়া আপনাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ রূপ প্রলোভন দেখাইল তৎসম্বন্ধে এই বর্জ্জিত কথা খাটিবে। ১, ওয়াইম্যানের পুলিষ জরন্যাল, ১৭৪ পৃষ্ঠায় সাহেবলালের মোকদ্দমা ও ৩০৬ ধারার টীকা দেখ। একটি বালকের বয়স ২০ বৎসর; সে তাহাকে খোজা করাইবার জন্য ক'কে অনুরোধ করে। ক তদনুরোধপরবশ হইয়া তাহাকে খোজা করিয়া দেয়। কিন্তু ভাল করিয়া কাটিতে না পারায় বালকটি ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। এস্থলে যে ব্যক্তি খোজা করিয়া দিল তৎসম্বন্ধে এই বর্জ্জিত কথা খাটিবে। ৫ উ. রি., ৭। ক'র পুত্র মরিয়া গেলে তাহার স্ত্রী অত্যন্ত শোকাতুরা হইয়া ক'কে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে বলে। ক'ও তাহার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া তাহাকে হত্যা করে। এস্থলে ক এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার পাত্র হইতেছে। ৬ উ. বি., ৫৭। আরও মনে কর, দুই দলে লাঠি দ্বারা সজ্জিত হইয়া হাঙ্গামা করিতে আসিল। ঐ হাঙ্গামায় ২।১ জন খুন হইবার যে বিশেষ সম্ভাবনা আছে, তাহা উভয় পক্ষই জানিত। এরূপ স্থলে হাঙ্গামা করিবার সময় যদি এক দলের লোকে

অপর দলের কোন ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে হত্যাকারী এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে, এবং সে কেবল নরহত্যাকরণ অপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে, জ্ঞানকৃতবধের নিমিত্ত নহে। ৬ ই. ল. রি., কলি., ১৫৪। এরূপ হাঙ্গামায় খুন হইলে, জজ ফিল্‌ড বলেন, কোন্ পক্ষ প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই, তবে দণ্ড বিধান করিবার সময় আদালতের সে বিষয় দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ৫ ই. ল. রি., কলি., ৩১ নজিরটি ইহার বিপরীত। জজ ব্রেটন বলেন, সতী দাহন সদৃশ কার্য্য এই বর্জ্জিত কথার অন্তর্গত। উপরোক্ত হাঙ্গামার মধ্যে কোন ব্যক্তি খুন হইলে, হত্যাকারী ইহার ফল পাইবে না। ১৮ ই. ল. রি., কলি., ৪৮৫ নজিরেও হাইকোর্ট ৬ ই. ল. রি., কলি., ১৫৪ নজিরটি অনুমোদন ও অনুসরণ করেন নাই।

সম্মতি—এ সম্বন্ধে ৮৭—৯১ ধারা দেখ।

৩০১ ধারা।—কোন ব্যক্তি প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়া যে কার্য্য করে, তদ্দ্বারা যাহাকে বধ করিবার অভিপ্রায় ছিল না কিম্বা যাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা না জানিত, এমন ব্যক্তিকে যদি বধ করিয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করে, তবে যাহাকে বধ করিবার অভিপ্রায় ছিল কিম্বা যাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিয়াছিল, তাহার প্রাণনাশ করিলে যে প্রকারের অপরাধযুক্ত নরহত্যা হইত, ঐ অপরাধীর সেই প্রকারের নরহত্যার অপরাধ হয়।

একটি উদাহরণ—খ'র স্ত্রীর সহিত ক'র প্রসক্তি আছে। খ'কে খুন করিবার অভিপ্রায়ে ক তাহাকে একটি নির্জ্জন অন্ধকারময় স্থানে লইয়া যায়। কিন্তু তথায় একটি তপস্বী বসিয়া জপ করিতেছিল। ক অন্ধকারবশতঃ খ'কে আঘাত না করিয়া ভুলক্রমে ঐ তপস্বীর মাথায় কুঠারি মারে ও তাহাতে তপস্বী মরে। এস্থলে ক জ্ঞানকৃতবধের নিমিত্ত দায়ী হইবে। ইহার সহিত উপরের ধারার চতুর্থ বর্জ্জিত কথার টীকায় যে ২ কলি. রি, ২১১ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ।

৩০২ ধারা।—যদি কেহ জ্ঞানকৃতবধ করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণদণ্ড হইবে, অধিকন্তু তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগ পত্র—ইহাতে ৩০০ ধারায় লিখিত বর্জ্জিত কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অভিযোগ পত্রে যদি কোন ভুল হয় কিম্বা যদি কিছু লিখিত না হয়, ও তদ্দ্বারা আসামীর জবাব দেওন পক্ষে যদি কিছু ক্ষতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগপত্রের উপর যে বিচার হইয়াছে তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। মনে কর, ২১শে জানুয়ারি তারিখে খোদাবক্স নামক এক ব্যক্তিকে বধ করিয়াছে বলিয়া ক'র নামে অভিযোগ পত্র প্রস্তুত হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তির নাম হাইদার সেখ এবং তাহার মৃত্যুর তারিখ ২০শে জানুয়ারি। এস্থলে যদি ক'র নামে কেবল একটি মাত্র খুনের অভিযোগ থাকে এবং তাহার বিচার যদি ঐ হাইদার শেখের খুন সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে অভিযোগপত্রে খোদাবক্স নাম ও ২১শে জানুয়ারি লিখিত আছে বলিয়া আসামীর বিচারের যে কোন ত্রুটী হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি হাইদারকে ২০শে এবং খোদাবক্সকে ২১শে খুন করিয়াছে বলিয়া ক অভিযুক্ত হয়, সেস্থলে প্রথম অভিযোগ পত্রের উপর দ্বিতীয় খুনটির বিচার হইলে এবং আসামীর পক্ষের প্রমাণ সম্বন্ধে তদনুযায়ি গোল ঘটিলে, অর্থাৎ খোদাবক্সের মোকদ্দমায় হাইদার সেখের খুন অপ্রমাণিত করিবার

জন্য যে যে প্রমাণের আবশ্যক তাহা উপস্থিত করিয়া থাকিলে, আসামী অভিযোগপত্রের ভুল নিবন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ৫ম. সিডিউলে যে ফরম দেওয়া হইয়াছে তাহা ও ২২৫ ধারা দেখ। প্রকাশ থাকে, ফৌ. কার্য্যবিধি আইন অনুসারে আদালতের অভিযোগপত্র সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার বা তাহাতে অতিরিক্ত বিষয় লিখিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সচরাচর এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে তদন্তকারী মাজিষ্ট্রেট ভুলক্রমে এক ধারামত অভিযোগ বা অসম্পূর্ণ কোন অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া আসামীকে সেসনে দেন, এবং সেসন আদালত তাহা পরিবর্ত্তনাদি করিয়া বিচার করিয়া থাকেন। ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ২২৬ ও ২২৭ ধারা দেখ। এই ২২৭ ধারায় "পরিবর্ত্তন" শব্দের কি অর্থ এতৎ সম্বন্ধে ৮ ই. ল. রি., বো., ২০০ দেখ। যে চার্যে আসামী দায়রা সোপর্দ্দ হয়, সেসন আদালত সে অভিযোগ এককালিন পরিত্যাগ করিতে সক্ষম কি না, এ সম্বন্ধে ৭ কলি. রি., ১৪৩ দেখ।

বিচার—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনানুসারে একটি কিম্বা একই ব্যাপারে (transaction) কৃত ভিন্ন ২ অপরাধের নিমিত্ত একত্রে একাধিক ব্যক্তির বিচার করা যাইতে পারে। ক এবং খ উভয়ে ডাকাতি করিতে গিয়া উভয়ের মধ্যে একজন অপর জনের অজ্ঞাতে এবং বিনা সাহায্যে একটি খুন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে দুইজনেরই ডাকাইতি করার অপরাধের বিচার ও অপর জনের খুন করা অপরাধের বিচার একত্রে করা যাইতে পারে। ফৌ. কার্য্য. বি. আ. ২৩৯ ধারা দেখ। কিন্তু এরূপ হইলে একজন আসামীকে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষী করিয়া তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করিলে, তাহা অবৈধ হইবে। ৫ কলি. রি., ৫৭৪। খ, গ, ঘ, তিন জনের প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ক তাহাদিগকে এক খানি নৌকায় তুলিয়া কিছু দূর গমনান্তর নৌকাখানি উল্টাইয়া দেয় এবং তাহাতে খ, গ, ও ঘ মরিয়া যায়। এস্থলে ক'র নামে তিনটি স্বতন্ত্র অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া একত্রে তাহার বিচার করা যাইতে পারে। ফৌ. কার্য্য. বি. আ. ২৩৫ ধারা দেখ। আরও, ৩৫২ ধারামতে কোন আসামী দণ্ডিত হইবার পর জখমি ব্যক্তি মরিয়া গেলে আসামীর ৩০৪ ধারামত পুনরায় বিচার হইতে পারে। কিন্তু যদি একবার কোন আসামী ৩০৪ ধারামত বিচারান্তে দণ্ড পায় কিম্বা নিষ্কৃতি পায়, তাহা হইলে যে যে অবস্থার উপর ৩০৪ ধারার বিচার হইয়াছিল সেই সেই অবস্থার উপর তাহার আর পুনর্ব্বার ৩০২ ধারামত বিচার চলিতে পারে না। ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ৪০৩ ধারা দেখ। ক অপর রাজার অধিকারে বাস করে। সে বৃটিষ ইণ্ডিয়া হইতে কোন ব্যক্তিকে চুরি করিয়া অন্য রাজার অধিকারে লইয়া যায় এবং তথায় তাহাকে খুন করে। এ দেশস্থ আদালতে ক'র কেবলমাত্র ৩৬০ ধারার লিখিত বিচার হইতে পারে। ১ ঊ. রি., ৩৯। কিন্তু ক যদি ভারতেশ্বরীর দেশীয় প্রজা হইত, তাহা হইলে তাহার ৩০২ ধারাতেও বিচার হইতে পারিত। ৪ ধারার টীকা দেখ।

মনে কর, ক খ'কে ২৪ পরগণা জেলায় প্রহার করে, আর সেই প্রহারেই খ'র মৃত্যু হয়। খ ভিন্ন জেলায় মরে। যে জেলায় খ মরিল, বা যে জেলায় খ সাংঘাতিকরূপে প্রহারিত হইয়াছিল, তথায় আসামীর বিচার হইতে পারে। ফৌ. কা. বি. আ., ১৭৯ ধাঃ দেখ।

প্রমাণ—২৯৯ ধারার টীকা দেখ। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০৫ ধারামতে আসামী কোন বর্জ্জিত কথার ফল পাইতে পারে কি না, তাহা দেখাইবার ভার আসামীর উপর। ৪ ই. ল. রি., কলি., ১২৫ দেখ।

দণ্ড—জ্ঞানকৃতবধের দরুণ সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডই বিধান করা উচিত। তবে যদি আসা-

মীর অবস্থা এবং মোকদ্দমার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আদালতের বিবেচনায় কোন দয়া প্রদর্শনের কারণ প্রতীত হয়, তাহা হইলে অন্যতর দণ্ডবিধান করা যায়। ৪ উ. রি., ৯ পৃষ্ঠায় ১৮৬৫ সালের ১১২৪ নং লিপি দেখ। ঐ পত্রের এবং ২ উ. বি., ঐ সালের ২৮ নং পত্রের মর্ম্ম এই যে যদি অনেকগুলি লোকে একত্র হইয়া ৩০২ ধারার অপরাধ করে, তাহা হইলে অপরাধীব মধ্যে যে যে ব্যক্তি অপরাধকরণে অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগেরই উপর প্রাণদণ্ডের হুকুম দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। মৃত ব্যক্তির সহিত আসামীর মনোবিবাদ ছিল না, কিম্বা কেন খুন করে এমন কোন কারণ দৃষ্ট হয় নাই, কিম্বা ঘটনার সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, এ সকল কাবণে আসামীর উপর লঘুদণ্ড বিধান করা যাইতে পারে না। ২ উ. রি., ১৯। ৩ উ. বি., ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে আসামী অন্তঃসত্বা স্ত্রীলোক হইলে তাহার উপর প্রাণদণ্ড বিধান করা উচিত নহে। কিন্তু ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কেন প্রাণদণ্ড বিধান করা যাইবে না? যদি তর্ক করা যায় যে গর্ভস্থ সন্তানের অনুরোধে প্রাণদণ্ড করা যুক্তিবিরুদ্ধ, তদুত্তরে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যতদিন পর্য্যন্ত আসামী প্রসূতা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার উপর প্রাণদণ্ডের হুকুমটি জারি করা হইবে না। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৩৮২ ধারা এইরূপ যুক্তির সার্থকতার প্রমাণস্বরূপ। ১৫ উ. রি., ১৬৬ পৃষ্ঠায় বেলি ও ফিয়ার জজ এইরূপ বলেন যে অন্তঃসত্বা বলিয়া আসামীর প্রাণদণ্ড না করা অবৈধ। নিম্ন লিখিত অবস্থায় প্রাণদণ্ড বিধান করা হয় নাই :—(১) আসামী স্ত্রীলোক, মৃত ব্যক্তি তাহার উপর অত্যাচার করায় সে তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে মৃত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিলে—৬ উ. রি., ৪৬। (২) আসামী মদমত্তাবস্থায় খুন করিলে—৩ উ. রি., ২৭। (৩) আসামী স্ত্রীলোক, তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তি ডাইন, সে তাহার ছেলেকে খাইয়াছে, তাহাতেই তাহার ছেলে পীড়িত হইয়াছে, মৃত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট না করিলে ছেলে আরোগ্য হইবে না এই বিশ্বাসে মৃত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকিলে—৬ উ. রি., ৮২। (৪) ঈশ্বর তাহাকে দরিদ্র করিয়াছেন, সুতরাং সংসার চালান সঙ্কট বলিয়া আসামী আপন শিশুকে বধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যোগ করে, এমন অবস্থায়—৭ উ. রি., ১০০।* (৫) আসামীর হত্যা করা আদৌ অভিপ্রেত নহে, অথচ বিবেচনা-শূন্য হইয়া মারিতে মারিতে মৃত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলিলে—৫ উ. রি., ২। (৬) আসামী সাধারণতঃ শান্তপ্রকৃতি, সহসা পার্শ্বস্থ লোকের উপর চড়ওয়া হইয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকিলে—৮ উ. রি., ৫৩। (৭) প্রমাণের অবস্থা এইরূপ যে আসামী হত্যাকার্য্যে ঠিক কি কর্ম্মটি করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ পাইল না; এস্থলে প্রাণদণ্ড না করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর করা হয়—১ উ. রি., ৪৮। (৮) ক, খ, গ, ঘ, চ'কে খুন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া ক অগ্রে, খ তাহাব পর চ'র মাথায় লাঠি মারে। চ পড়িয়া যায় ও তদবস্থায় গ ও ঘ তাহাকে মারে। যখন গ ও ঘ আঘাত আরম্ভ করে তখন চ জীবিত ছিল কি না সন্দেহ, এস্থলে গ ও ঘ'কে যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর-প্রেরণ করা হয়। ২ ই. ল. রি., এলা., ৩৬। যদি ৩০২ ধারার অপরাধীর উপর প্রাণদণ্ডের হুকুম না দেওয়া হয়, তাহা হইলে না দিবার কারণগুলি আদালতের রায়ের মধ্যে প্রকাশিত করা কর্ত্তব্য। ফৌ. কা. বি. আ., ৩৬৭ ধারা দেখ।

৩০৩ ধারা।—যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর-প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা যাহার প্রতি হইয়াছে এমত ব্যক্তি যদি জ্ঞানকৃতবধ করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

১৯ উ. রি., ৪৫ দেখ।

৩০৪ ধারা।—জ্ঞানকৃতবধের তুল্য নহে এমন অপরাধযুক্ত নরহত্যা কেহ করিলে, তাহার যে কার্য্যেতে অন্যের মরণ হইয়াছে সেই কার্য্য যদি সে প্রাণ-নাশের অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, কিম্বা শারীরিক যে হানি দ্বারা প্রাণনাশ হইতে পারে তাহা করিবার অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর-প্রেরণ হইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। কিম্বা যদি ঐ কার্য্যেতে প্রাণনাশ হইতে পারে জানিয়া, কিন্তু বধ করিবার কোন অভিপ্রায়ে কিম্বা যাহাতে প্রাণনাশ হইতে পারে শারীরিক এমত হানি করিবার অভিপ্রায়ে নহে, ঐ কার্য্য করা যায়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বিচার—৩০৪ ধারার অপরাধ সম্বন্ধে জুরিকে চার্জ দিবার সময় জজের ঐ ধারার লিখিত তৃতীয় ক্লজ এবং প্রথম দুই ক্লজের উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দেখাইয়া দেওয়া উচিত, এবং জুরি মহাশয়দেরও মত প্রকাশ করিবার সময় কোন ক্লজমত আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। যদি না বলা হয়, তাহা হইলে আসামীকে লঘুতর অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত করা যাইবে। ১৮ উ. রি., ২৭ ; ১৫ উ. বি., ১৭।

৩০৪ক ধারা।—কোন ব্যক্তি দুঃসাহসে কি অমনোযোগে কোন ক্রিয়া করিয়া অন্যের মৃত্যুর কারণ হইলে ও ঐ ক্রিয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যার সমান অপরাধ না হইলে, তাহার দুই বৎসরের অনধিক অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারা লইয়া অত্যন্ত গোলমাল হইয়া থাকে। প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে যে সকল মোকদ্দমা ৩০৪ ধারার ভিতর আইসে, অনেকস্থলেই সেই সকল মোকদ্দমা এই ধারামত বিচার করা হয়। ক, খ'কে লাথি কিল দ্বারা সাংঘাতিক প্রহার করে, খ'র বয়স ৬৫ বৎসর, শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। ক'র প্রহারে খ'র মৃত্যু হয়। এরূপ স্থলে ৩০৪-ক ধারা খাটান চলে না। ৭ মা. রি., ১১৯। খ'র মৃত্যু ক'র অভিপ্রেত না থাকিলেও, খ'র শরীরের অবস্থা ও তাহাকে যেরূপ সাংঘাতিক প্রহার করা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে খ'র মরণটি ক'র কার্য্যের সম্ভাবিত ফল—প্রহার করিবার সময় ক'র এই জ্ঞান ছিল ধরা যাইতে পারে। সুতরাং ক ৩০২ ধারামত দণ্ডার্হ হইতেছে। কলিকাতা হাইকোর্টও এই মতটি অবলম্বন করিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোক একটি ছেলেকে এমন মারিল যে তাহাতেই ছেলেটির মৃত্যু হয়। হাইকোর্ট বলেন, যেরূপ নৃশংস প্রহার করিয়াছে তাহাতে আসামীকে ৩০৪-ক ধারামত দণ্ডিত করিলে বিচারের ত্রুটী হইবে। ১৮ উ. রি., ২৩। যখন কোন ব্যক্তি জানে যে সে যে কর্ম্মটি করিতে যাইতেছে তদ্দ্বারা অমুকের প্রাণনাশ হইতে পারে এবং তাহা জানিয়া যদি সে সেই কর্ম্মটি করে এবং তাহাতেই অপর ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়, তাহা হইলে আসামী ৩০৪-ক ধারার ফল পাইবার উপযোগী কখনই হইতে পারে না। ৫ উ. প. রি., ৩৮ ; ১২ ই. ল. রি., মা., ৫৬। যেস্থলে আপন কার্য্য দ্বারা অপরের মৃত্যু ঘটিবে ইহা আসামী আদৌ জানিত না, কিন্তু পার্শ্বস্থ বিষয় সকল এরূপ অবস্থাগত যে আসামী কিঞ্চিৎ সতর্ক-তার সহিত চলিলেই ঐ শোচনীয় ঘটনা যে ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিত, সেই স্থলে তৎপরিমাণ সতর্কতার সহিত কার্য্যটি না করিয়া থাকিলেই কেবল এই ধারা খাটিবে। ৩৩৮ ধারায় যে

৬ মা. রি., ৩১ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা ইহার সহিত পাঠ করা অবশ্যক। মেন সাহেব এই ধারায় একটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক। ক চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুই জানে না। সে কোন লোকের ব্যথা নিবৃত্তি করিবার জন্য ক্লোরাফরম ঔষধ দিল। ঐ ঔষধে উহার মৃত্যু হয়। এরূপ অবস্থায় ক ৩০৪-ক ধারার অপরাধ করিল। কলিকাতা হাইকোর্টে ডাক্তার দত্তের মোকদ্দমায় প্রমাণিত হয় যে ডাক্তার সাহেব একটি শিশুকে যে পরিমাণে একটি বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, সে পরিমাণে সেই ঔষধ অল্প বয়স্ক বালককে খাওয়ান বিধেয় নহে, ও খাওয়াইলে বালকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। জজ নরিস বলেন, এরূপ স্থলে ডাক্তার দত্ত ৩০৪-ক ধারামতে অপরাধী। আর একটি উদাহরণ। ক একজন কবিরাজ, তিনি অস্ত্রচিকিৎসায় রীতিমত শিক্ষিত নহেন। কোন একটি রোগীর ভিতর-বলি কাটিয়া ভাল করিবার নিমিত্ত একখানি ছুরিকা দ্বারা ঐ বলি কাটেন এবং আঁক্‌ড়াসি দ্বারা টানিয়া বাহির করেন। ইহাতে অত্যন্ত রক্তপাত হইয়া রোগী মরে। সিবিল সার্‌জন বলেন, এরূপ অস্ত্রচিকিৎসা সাংঘাতিক। এরূপ স্থলে হাইকোর্ট বলেন আসামী ৮৮ ধারার ফল পাইবে না, সে এই ধারামত অপরাধী হইতেছে। ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৫৬৬। আর একটি উদাহরণ। কলিকাতায় একটি বড় সরকারি রাস্তা দিয়া একখানি ট্রামগাড়ি অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে। রাস্তাটিতে বহু লোকের সমাগম হয়। ঐ রাস্তায় অতি বেগে গাড়ি চালান উচিত নহে। গাড়ি আসিবার সময় চালক রাস্তার দিকে না দেখিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইযাছিল ও অপর লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। ট্রামগাড়িচালকদিগের হস্তে একপ্রকার বাঁশী থাকে, গাড়ির সম্মুখে কেহ না পড়ে এতদর্থ তাহারা ঐ বাঁশী বাজাইয়া থাকে; কিন্তু উপরোক্ত চালক ঐরূপ করে নাই। গাড়ি ঐরূপ অবস্থায় আসিবার সময় একটি স্ত্রীলোকের উপর আসিয়া পড়িলে, সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এস্থলে চালক ৩০৪-ক ধারার অপরাধ করিল বলা যাইবে। কিন্তু মনে কর, গাড়ি যথোচিত বেগে আসিতেছে, চালকও বাঁশী বাজাইয়া আসিতেছে; এমন সময় সহসা কোন ব্যক্তি গাড়ির সম্মুখে দিয়া রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে দৌড়িয়া গেল; তাহাকে গাড়ির সম্মুখে দেখিয়া চালক গাড়ি বন্ধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু যে স্থান দিয়া ঐ লোকটি পার হইতেছিল ঐ স্থানটি গাড়ির অতি নিকটে থাকায় গাড়ি থামিতে থামিতেই উহার উপর আসিয়া পড়িল। এরূপ অবস্থায় চালক ৮০ ধারার ফল পাইবে। তৎকর্ত্তৃক কোন প্রকার দুঃসাহসের বা অনবধানতার কার্য্য কৃত না হওয়ায়, তাহার উপর ৩০৪-ক বর্ত্তিবে না। ৬ মা. রি., ৩২ নজিরের একাংশে লিখিত আছে যে এরূপ স্থলে যদি চালক মনে করিয়া থাকে যে স্ত্রীলোকটি গাড়ি তাহার উপর আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই সে রাস্তা পার হইয়া যাইতে পারে, এবং এই বিবেচনায় যদি সে গাড়ির বেগ কমাইয়া না দিয়া বা অন্য কোন প্রকারে সতর্ক না হইয়া থাকে, এমন কি যদি ইহাও স্থির হয় যে গাড়ির গতি কমাইলে সম্ভবতঃ ঐ দুর্ঘটনাটি ঘটিত না, তাহা হইলেও চালককে এ ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে এমতটির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। স্ত্রীলোকটি অনবধানতাপূর্ব্বক বা দুঃসাহসে কার্য্য করিয়াছে বলিয়াই আসামী অব্যাহতি পাইতে পারে না। যদি ইহা দেখা যায় যে কিয়দংশেও আসামীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বা দুঃসাহসী কার্য্য দ্বারা ঐ ঘটনাটি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে আসামী কর্ত্তৃক এ অপরাধ কৃত হইল বলিতে হইবে। এক জন ফেরী নৌকাওয়ালা একটি ভাঙ্গা নৌকায় লোক পারাপার করিয়া থাকে। ঐ নৌকা ডুবিয়া লোক মরিলে মাঝিকে এ ধারামত দায়ী করা যাইবে। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ৪৭২। আরও মনে কর ক একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী। কুলি দিয়া গাড়ি একস্থান হইতে

অপর স্থানে সরাইয়া রাখা উঁহার কার্য্য। একদা ঐ কার্য্য করিবার সময় তাহার অনবধানতা-বশতঃ একখানি গাড়ি কোন উচ্চ স্থানে লইয়া যাইতে যাইতে পিছলিয়া পড়ে। ক একজন কুলিকে গাড়ি থামাইতে বলায় ঐ কুলি গাড়ি ধরিতে গেলে চাপা পড়িয়া মরে। এস্থলে ক এ ধারামত দায়ী সাব্যস্ত হয়। ৬ ই. ল. রি., এলা., ২৪৮।

৩০০ ধারার টীকায় যে সাপুড়ের উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে হাইকোর্ট বলেন যে সেই মোকদ্দমায় আসামী ৩০০ ধারার অপরাধী, সে এ ধারামত দায়ী নহে। ৫ ই. ল. রি., কলি., ৩৫১। এই ধারায় যে ৭ মা. রি., ১১৯ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ১ ই. ল. রি., মা., ২২৪ ; ১২ ঐ., ঐ., ৫৬ ; ২ ঐ., এলা., ৭৬৬ ; ৩ ঐ., ঐ., ৫৯৭, ৭৭৬ ; ও ৪ ঐ., কলি., ৭৬৬, ৮১৫ নজির গুলি পাঠ করা আবশ্যক। এই নজিরগুলি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের নজিরটির পোষকতা করিতেছে। আসামী ইচ্ছাপূর্ব্বক একটি অপরাধ করিল। তাহার কার্য্যে, যে উদ্দেশে অপরাধটি কৃত হইল তদতিরিক্ত ফল উৎপন্ন হইয়া পড়িল। মনে কর, ক তাহার কন্যাকে ধমকাইতে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে এমন একটি পদাঘাত করিল যে কন্যাটি পড়িয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। কন্যার শরীরের অবস্থা দৃষ্ট করিয়া যে প্রকারে পদাঘাত করা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া যদি এরূপ বিবেচনা হয় যে ঐরূপ সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল ইহা আসামী জানিত, তাহা হইলে আসামী ৩০৪-ক ধারার ফল পাইবার যোগ্য নহে। ঐরূপ জ্ঞান না থাকিলেও সে এই ধারার ফল পাইবে না। যে সকল কার্য্যে অপরের বিপদ সম্ভাবনা আছে এবং যে সকল কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে, সম্ভাবিত বিপদ যাহাতে না ঘটে এরূপ সতর্ক না হইয়া কেহ সেই সকল কার্য্য করিলে, তৎসম্বন্ধে ৩০৪-ক ধারা বর্ত্তিবে। যে সকল কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য সেই সকল কার্য্যে অসম্ভাবিত ফল উৎপন্ন হইলেই ৩০৪-ক ধারা খাটান বিধেয় নহে। ৩০৪-ক, ৩৩৮ প্রভৃতি ধারায় যে নজিরগুলি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে উপরোক্ত কথাগুলির অর্থ পরিষ্কার হইবে। ইহার সহিত ৩৩৬ ও ৩৩৮ ধারার টীকা দেখ। অর্থাৎ ৩২১ ও ৩২২ ধারার অপরাধে ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে আসামী ঐ ঐ ধারার লিখিত শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে বা হইবার বিশেষ সম্ভব জানিয়া কর্ম্মটি করিয়াছে। ঐরূপ অভিপ্রায় বা জ্ঞান নরহত্যা বা জ্ঞানকৃতবধ অপরাধের আসামীরও থাকা প্রয়োজন। ৩৩৬—৩৩৮ ধারার আসামীর ঐরূপ অভিপ্রায় বা জ্ঞান ছিল বলা যাইতে পারে না ; কেবল সে দুঃসাহসে বা অনবধানতাপূর্ব্বক কর্ম্মটি করিয়াছে।

"দুঃসাহসে ও অনবধানতাপূর্ব্বক"—এ দুইটি শব্দের অর্থ কি ? মান্দ্রাজ হাইকোর্ট (৭ মা. রি., ১১৯) বলেন, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া কোন ব্যক্তি ঐ ঘটনা ঘটিবে না এই আশায়, এমন কি যদি তাহার এরূপ বিশ্বাস থাকে যে সে ঐ ঘটনা বন্ধ করিবার নিমিত্ত যত পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট হইবে, তাহা হইলেও, অর্থাৎ ঐ আশা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া উপরোক্ত সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিলেও, তৎকর্ত্তৃক "দুঃসাহসে" কার্য্য করা হইল বলা যাইবে। ঐ মোকদ্দমায় "অনবধানতাপূর্ব্বক" বা "অমনোযোগ" শব্দের অর্থ এইরূপ স্থির করা হইয়াছে যে যদি কর্ম্মটি করিবার সময় উপরোক্ত "সম্ভাবনা আছে ইহা আসামীর মনে না হয়," অর্থাৎ ঐ সময় যদি তাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে অথচ যদি সে তৎকালিন অবস্থা সমস্ত সতর্কতার সহিত পর্য্যালোচনা করিত তাহা হইলে তাহার ঐরূপ জ্ঞানের উদয় হইতে পারিত এরূপস্থলে সে ঐরূপ পর্য্যালোচনা না করিয়া কার্য্য করিলে, তৎকর্ত্তৃক "অনবধানতা পূর্ব্বক" কার্য্য করা হইল বলা যাইবে। "অমনোযোগ" শব্দে 'পর্য্যালোচনা না করণ,' এবং "দুঃসাহস" শব্দে 'পর্য্যালোচনা

করিয়া মনে যে ভাব উঠে সেই ভাব উপেক্ষা করণ," অর্থাৎ একটিতে উপরোক্ত প্রকারের জ্ঞান আসামীর মনে বর্ত্তমান না থাকা, ও অপরটিতে ঐ জ্ঞান থাকা বুঝাইতেছে।

এখন বলা আবশ্যক যে, যদি দুঃসাহসে বা অনবধানতাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে কেবল শারীরিক কোন এক প্রকার হানি হয়, অর্থাৎ উহাতে কাহারও মরণ না হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিবে তাহার উপর ৩৩৬—৩৩৮ ধারা বর্ত্তিবে। কিন্তু ঐরূপ কার্য্যে কাহারও মরণ হইলে, সে ৩০৪-ক ধারামত অপরাধী হইবে। এইরূপ ঘটনা আসামীর অভিপ্রেত বা উহা ঘটিতে পারে জানিয়া তৎকর্ত্তৃক কৃত না হওয়ায়, উহাকে এক প্রকার দৈব-ঘটনা বলিতে পারা যায়; কিন্তু এ প্রকার দৈব-ঘটনা ও ৮০ ধারার লিখিত দৈব-ঘটনা উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। শেষোক্ত ঘটনা অনিবার্য্য (unavoidable); প্রথমটি নিবার্য্য, অর্থাৎ কর্ত্তা উপযুক্ত সাবধান বা সতর্ক হইয়া কার্য্য করিলে উহা ঘটিত না। ৮০ ধারায় যে উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আনন্দের কিছু ত্রুটী না থাকায়, অর্থাৎ সে যথোচিত সাবধানে কার্য্য করা সত্ত্বেও তাহার কুড়ালির অগ্রভাগ খসিয়া গিয়া কোন ব্যক্তির গায়ে পড়িল এবং তাহাতেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। সুতরাং আনন্দ কোন অপরাধে অপরাধী হইল না। কিন্তু যদি উচিতমত সতর্ক না হইয়া আনন্দের কার্য্য করিবার সময়, মনে কর তাহার কুড়ালির অগ্রভাগটি বাঁটের সহিত উত্তমরূপে সংলগ্ন নাই, অর্থাৎ উহা সহজেই খসিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া সে যদি অনেক লোকের মধ্যস্থলে ঐ কুড়ালি লইয়া কাট চিরিতে থাকার সময়, কুড়ালির অগ্রভাগ খসিয়া গিয়া কাহাকেও লাগে, তাহা হইলে সে অবস্থানুসারে ৩৩৬—৩৩৮, বা ৩০৪-ক ধারামত দায়ী হইবে। অর্থাৎ যদি ঐ কুড়ালির আঘাতে কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে ৩০৪-ক ধারানুসারে দণ্ডনীয়; যদি মৃত্যু না হইয়া কেবল সামান্য পীড়া জন্মায়, তাহা হইলে সে ৩৩৭ ধারামত দায়ী; গুরুতর পীড়া হইলে ৩৩৮ ধারামত, এবং অন্যত্র ৩৩৬ ধারানুসারে দায়ী হইবে। এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কেন ৭ মা. রি., ১১৯ মোকদ্দমায় ৩০৪-ক ধারা বর্ত্তিল না। ইহার সহিত হরিমোহন মাইতীর মোকদ্দমায় জজ উইলসন সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখ। ১৮ ই. ল. রি., কলি., ৪৯।

২৭৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে যে ব্যক্তির অনবধানতাবশতঃ বা দুঃসাহসী কার্য্য দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটিবে, সেই কেবল দায়ী হইবে। অপর কেহ নহে। উহাতে যে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে চালক দায়ী হইবে, আরোহীকে দোষী করা যাইবে না। ৫ বো. রি., ৬৭ দেখ। ইহার সহিত ৩৩৮ ধারার টীকা পাঠ কর।

৩০৫ ধারা।—যদি আঠারো বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন বালক, কিম্বা কোন ক্ষিপ্ত (*insane*), কি বিকৃতচিত্ত (*delirious*), কি জড় (*idiot*), কিম্বা মদ্যাদিতে মত্ত কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, তবে যে কেহ আত্মঘাত করিতে সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণদণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবে, (এবং) তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৩০৬ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, তবে যে কেহ ঐ আত্মঘাত করিতে সহায়তা করে, সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, (এবং) তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—একটি সতীদাহনে তিন জন ব্যক্তি উপস্থিত একটি বালককে চিতায় অগ্নিপ্রদান

করিতে সহায়তা করে, বালকটিও তাহাদের কথামত অগ্নি প্রদান করে। এস্থলে ঐ তিন জন ব্যক্তি নরহত্যার সহায়তা করিয়াছে ধরিতে হইবে, ৩০৬ ধারার লিখিত সহায়তা করে নাই। কিন্তু যদি অপর একজন ব্যক্তি, যিনি ঐ তিন জনের উল্লিখিত কার্য্যে আদৌ লিপ্ত ছিলেন না, দেখেন যে সতী প্রজ্বলিত চিতা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং তদ্দৃষ্টে তাহাকে পুনর্ব্বার চিতারোহণ করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান, তাহা হইলে এই চতুর্থ ব্যক্তি ৩০৬ ধারার লিখিত সহায়তা করিলেন বলিতে হইবে। ৩০০ ধারার ৫ বর্জ্জিত কথার টীকায় সাহেবলালের মোকদ্দমাটি দেখ। আমি আত্মঘাতী হইব, এই অভিপ্রায়ে যদি আমি তোমাকে আমার উপর গুলি করিতে বলি, এবং তুমিও সেই কথায় গুলি করিয়া আমাকে মারিয়া ফেল, তাহা হইলে তুমি নরহত্যারূপ অপরাধ করিলে, ৩০৬ ধারার অপরাধ তোমার কর্ত্তৃক কৃত হইল না। কিন্তু আমি স্বহস্তে আত্মহত্যা করিতেছি তাহাতে যদি কেহ সহায়তা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে। ৩০০ ধারার ৫ বর্জ্জিত কথা এবং ৩০৬ ধারা উভয়ের মধ্যে এই ব্যবধানটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সাক্ষীর জবানবন্দি পাঠ করিয়া দেখা গেল যে একটি স্ত্রীলোক আসামীগণের সমক্ষে আত্মহত্যা করিবার জন্য সজ্জিত হইতেছিলেন। পরে যখন তিনি চিতা আরোহণ করিতে যান, তাহারাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল, এবং তিনি চিতারোহন করিলে তাহারা তথায় দাঁড়াইয়া 'রাম' নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্বের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দেয়। এ স্থলে আসামীরা এই ধারামত অপরাধী। ৩ উ. প. রি., ৩১৬।

৩০৭ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি এমন অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানানুসারে, ও এমন গতিকে কোন কর্ম্ম করে যে, সেই কর্ম্মের দ্বারা কাহারও মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি জ্ঞানকৃতবধের অপরাধী হইত, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। এবং যদি সেই কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে অপরাধী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ডের, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দণ্ডের যোগ্য হইবে।

কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে পর এই ধারার উল্লিখিত অপরাধ করিয়া তদ্দ্বারা পীড়া জন্মাইলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি গুলি করে; আর যে গতিকে গুলি করে তদ্বিবেচনায় তাহাতে যদুর মৃত্যু হইলে আনন্দ জ্ঞানকৃতবধের অপরাধী হইত, এই স্থলে আনন্দের এই ধারামতে দণ্ড হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ কোন দুগ্ধপোষ্য বালককে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে রাখে, ইহাতে ঐ বালক না মরিলেও, আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(গ) আনন্দ যদুর প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বন্দুক ক্রয় করিয়া তাহাতে বারুদ পুরিয়া রাখে। আনন্দ এই ধারামত অপরাধ এ পর্য্যন্ত করে নাই। পরে আনন্দ যদুর উপর ঐ বন্দুক ছুড়ে। তখন এই ধারার লিখিত অপরাধ হয়। এবং সেই বন্দুক ছুড়িয়া যদি যদুকে ক্ষত করে, তবে এই ধারার শেষ ভাগের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হয়।

(ঘ) আনন্দ বিষ দ্বারা যদুর প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিষ ক্রয় করিয়া ভক্ষ্য

দ্রব্য গিশাইয়া আপনার নিকটে রাখে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ এ পর্য্যন্ত করে নাই। পরে আনন্দ সেই ভক্ষ্য দ্রব্য যদুর সম্মুখে রাখে কিম্বা রাখিবার জন্য তাহার চাকরের হাতে দেয়, তখন এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অর্থ—এই ধারার লিখিত উদ্যোগ এবং ৫১১ ধারামত উদ্যোগ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কি? এই ধারার নিম্নভাগে যে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে ইহার প্রকৃত অর্থ অনুভূত হইবে। যে কার্য্যটি কৃত হইবে তাহা এরূপ কার্য্য হওয়া আবশ্যক যদ্দ্বারা প্রাণবিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। তোমাকে খুন করিবার নিমিত্ত বিষ মিশ্রিত আহারীয় দ্রব্য তোমাকে খাইতে দিলাম। যদি তুমি সেই দ্রব্য ভক্ষণ কর তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে। এস্থলে আমি যে কার্য্যটি করিলাম, অর্থাৎ বিষমিশ্রিত দ্রব্য তোমাকে খাইতে দিলাম তদ্দ্বারা প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যদি তোমাকে খুন করিবার অভিপ্রায়ে তোমার উপর একটি ক্যাপ বিহীন গুলি ঠাসা বন্দুক লক্ষিত করা হয়, এবং যে ব্যক্তি বন্দুক তুলিয়াছে তাহার বিশ্বাস যে উহা ক্যাপ দ্বারা সজ্জিত, এস্থলে যে কার্য্যটি কৃত হইল, অর্থাৎ বন্দুক উত্তোলন, তদ্দ্বারা প্রাণ নষ্ট হইতে পারে না, কারণ ক্যাপের অভাব। উপরে যে বিষমিশ্রিত দ্রব্য রাখার উদাহরণ দেওয়া গেল তাহার এবং এই উদাহরণটির মধ্যে ব্যবধান স্বতঃই প্রতীত হইতেছে। উভয় স্থলেই খুন করিবার অভিপ্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের লিখিত কার্য্যটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রাণ নষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং ঐ কার্য্যটি এ ধারার ভিতর পড়িতেছে না; কিন্তু ৫১১ ধারার "উদ্যোগ" শব্দের ভিতর পড়িতেছে। প্রথম উদাহরণের লিখিত কার্য্যদ্বারা প্রাণ নষ্ট হইতে পারে বলিয়া উহা ৩০৭ ধারার ভিতর আসিতেছে। ৪ বো. রি., ১৭, ১৪ ই. ল. রি., এলা., ৩৮। কোন্ স্থলে ৫১১ ধারা বর্ত্তিবে তৎসম্বন্ধে ৫১১ ধারার টীকা দেখ। মনে কর, ক খ'কে প্রহার করায় খ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। খ মরিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া পরে ক খ'র গৃহে আগুন দিল ও খ'কে পোড়াইল। ডাক্তার খ'র মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে খ প্রহারের দরুণ মরে নাই, পুড়িয়া যাওয়ায় মরিয়াছে। এস্থলে খ মরিয়াছে এইরূপ জানিয়া পরে ক খ'কে পোড়াইয়া থাকিলেও ক এই ধারামত দায়ী হইবেক। ১৫ ই. ল. রি., বো., ১৯৪। একটি ২০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোক তাহার পরিবারভুক্ত তিন জনকে ধুতরা খাওয়ায়। এরূপ অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকটির হত্যা করিবার অভিপ্রায় (intention) না থাকিলেও, ঐরূপ কার্য্যে মৃত্যু হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, উহা সে জানিত, অর্থাৎ ঐ জ্ঞান তাহার ছিল—ইহা অবশ্যই ধরা যাইতে পারে। ২০ ই. ল. রি., এলা, ১৪৩।

৩০৮ ধারা—যদি কোন ব্যক্তি এমন অভিপ্রায়ে, কি জ্ঞানানুসারে, ও এমন গতিকে কোন কার্য্য করে যে তদ্দ্বারা অন্যের মৃত্যু হইলে তাহার অপরাধযুক্ত নরহত্যা দোষ হইত, কিন্তু জ্ঞানকৃতবধ হইত না, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে। ও যদি সেই কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ হঠাৎ কোন গুরুতর কারণে রাগ করিয়া যদুর প্রতি পিস্তল ছুড়ে। ইহাতে যদিও

তাহাকে হত্যা করে (করিত), তবে স্থলবিশেষে আনন্দের অপরাধযুক্ত নরহত্যা হয় (হইত), কিন্তু জ্ঞানকৃত বধ হয় (হইত) না। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

৩০৯ ধারা—যদি কেহ আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগ (চেষ্টা) করে এবং সেই অপরাধ করিবার নিমিত্ত কোন কার্য্য করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইবে (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ৭ ধাঃ)।

অর্থ—"অপরাধ করিবার নিমিত্ত কোন কার্য্য করা" কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে কর, ক আত্মহত্যা করিব বলিয়া একটি পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গেল। পুকুরের পাড়ে যাইবা-মাত্র তাহাকে এক জন ধরিয়া ফেলিল। এরূপস্থলে ক'কে এ ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। কারণ, তখনও সে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। সারকথা, আত্মহত্যা অপরাধটি আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা দেখাইতে হইবে। ৮ ই. ল. রি., মা., ৫। ইহার সহিত ৫১১ ধা. টীকা দেখিলে প্রতীত হইবে যে ৫১১ ধারার মোকদ্দমায় যাহা যাহা প্রমাণ করিতে হইবে এধারার মোকদ্দমায়ও সেই সকল বিষয়ের প্রমাণ দিতে হইবে।

দণ্ড—পূর্ব্বে এই ধারার লিখিত অপরাধ মিয়াদ দণ্ড দ্বারা অবশ্য দণ্ডিত হইত। দণ্ডান্তরের বিধান ছিল না। ১ বো. রি., ৪। এখন দণ্ডান্তরের বিধান করা হইয়াছে।

৩১০ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি এই আইন চলন হইবার পর কোন সময়ে বধকরণপূর্ব্বক কিম্বা বধ-সংযোগ দস্যুতা করিবার, কি শিশু হরণ করিবার অভি-প্রায়ে কোন এক কি অধিক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়ত সংসর্গ করে, তবে সে ঠগ (thug)।

৩১১ ধারা।—যে কেহ ঠগ হয়, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বিচার—এই ধারার আসামীকে যেখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তত্রস্থ আদালতে তাহার বিচার হইবে। ফৌ. কা. বি. আ., ১৮১ ধারা দেখ।

গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশুর পরিত্যাগ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।

৩১২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভপাত করায়, তবে সরলভাবে সেই স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্য ঐ গর্ভপাত না করাইলে, সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। এবং যদি তৎকালে গর্ভে জীব সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থের কথা।—স্ত্রী আপনার গর্ভপাত করাইলে এই ধারার অর্থমতে অপরাধী হয়।

অর্থ—"গর্ভপাত" (miscarriage) শব্দে গর্ভধারণের নিয়মিত কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে গর্ভস্থ শিশু বা রক্তপিণ্ড (foetus) বহিষ্করণ করা বুঝায়। গর্ভে জীব-সঞ্চার হইবার পর, অর্থাৎ গর্ভস্থ রক্তপিণ্ড নড়িতে চড়িতে আরম্ভ হওয়া অবস্থায়, যদি কোন অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের গর্ভপাত করান হয়, তাহা হইলে এই ধারার শেষাংশটি খাটিবে। এই সময়ের পূর্ব্বে গর্ভপাত কৃত হইলে, আসামী এই ধারার প্রথমাংশের লিখিত নিয়মানুসারে দণ্ডিত হইবে। কলিকাতা হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় বলেন, এ ধারাটিতে গর্ভস্থ শিশু সর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত ও পূর্ণাবস্থ হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ উহার রক্তপিণ্ড অবস্থায়, তাহাকে গর্ভচ্যুত করণ লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ পূর্ণাবস্থ শিশুকে গর্ভচ্যুত করিলে, এ ধারা খাটিবে না। সেস্থলে আসামীকে এ ধারার উদ্‌যোগী বলিয়া ৫১১ ধারার বিধানমতে দণ্ডিত করা যাইবে। ১৯ উ. রি., ৩২। এমতটি ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ধারায় এমন কোন কথা নাই যদ্দ্বারা এরূপ সীমা নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। নিয়মিতকাল (সচরাচর দশ মাসেই স্ত্রীলোকে প্রসব করিয়া থাকে) পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে সময় হউক না কেন, প্রথম গর্ভসঞ্চারের সময়, অথবা গর্ভে জীবন সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে বা পরেই, অথবা আসন্ন প্রসবাবস্থায়, গর্ভপাত করাইলে এ ধারা খাটিবে। তবে এই মাত্র স্মরণ রাখিতে হইবে যে গর্ভে জীব সঞ্চার হইবার পর ঐ ঘটনা ঘটিলে আসামীর এই ধারার শেষাংশের বিধানমত অধিকতর দণ্ড হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত গর্ভপাত করাইবার কোন কাল ধারায় নির্ণীত হয় নাই। হোয়ারটন বলেন ইংরাজী আইনেও এরূপ কোন সময় ধরিয়া দেওয়া হয় নাই। ৯ ই. ল. রি., মা., ৩৭০ পৃষ্ঠায় এই মতটি গৃহীত হইয়াছে। উপরোক্ত ১৯ উ. রি., ৩২ নজিরে হাইকোর্ট যে ৫১১ ধারা খাটাইয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, সে বিষয়ের মীমাংসা ৫১১ ধারার টীকায় করা হইল। এস্থলে তাহার উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

এ ধারার অর্থের কথা ও ৩১৩ ধারা একত্রে পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে গর্ভিণীর সম্মতিক্রমে গর্ভপাত করাণ এ ধারার লক্ষ্য। গর্ভিণীর সম্মতি থাকায়, আসামীর অপরাধ স্খলন হইবে না। ৯১ ধারা দেখ।

প্রমাণ—এই ধারার মোকদ্দমায় অপরাধ ঘটিবার সময় স্ত্রীলোকটি বস্তুতঃ অন্তঃসত্ত্বা ছিল, ইহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে হইবে। ১৫ উ. বি., ৪। কারণ, প্রায়ই প্রকৃত-পক্ষে অন্তঃসত্ত্বা না হইলেও, শারীরিক পীড়া বা অপর কারণবশতঃ গর্ভাবস্থার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। আর একটি কথা। আসামীকে এ ধারার শেষভাগের বিধানমতে দণ্ডিত করিতে হইলে ইহাও প্রমাণিত করিতে হইবে যে গর্ভে জীব সঞ্চার হইয়াছিল। এ বিষয়টিও প্রমাণ করা বড় সহজ নহে। সাধারণতঃ ৫ কি ৬ মাসে গর্ভে জীব সঞ্চার হইয়া থাকে সত্য। কিন্তু অনেক সময় ইহা ধরা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি ডাক্তারেরাও এ বিষয় স্থির করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হন। সুতরাং বিশেষ করিয়া ডাক্তার দ্বারা স্ত্রীলোকটির পরীক্ষান্তে ডাক্তারের জবানবন্দি গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

৩১৩ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি গর্ভিণীর অনুমতি না লইয়া ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত অপরাধ করে, তবে তৎকালে গর্ভস্থের জীব সঞ্চার হউক অথবা না হউক, সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ

বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৩১৪ ধারা।—যদি গর্ব্ভিণী স্ত্রীর গর্ব্ভপাত করাইবার অভিপ্রায়ে যে কোন কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তি ঐ স্ত্রীর প্রাণ নাশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। ও যদি সেই কার্য্য ঐ স্ত্রীর অনুমতি বিনা হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা।—ঐ কার্য্যেতে গর্ব্ভিণীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা না জানিলেও অপরাধীর এই অপরাধ হইতে পারে।

অর্থ—কোন স্ত্রীলোকেব গর্ব্ভপাত করাইবার অভিপ্রায়ে আসামী তাহাকে একটি বিষাক্ত ঔষধ সেবন করায়। আসামী জানিত না যে ঐ ঔষধ দ্বারা তাহাব মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। এস্থলে আসামী এই ধারার লিখিত অপরাধে অপরাধী। কিন্তু যদি সাক্ষ্য দ্বারা বা অবস্থা দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হয় যে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা জানিয়া আসামী ঐ বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়াছে, তাহা হইলে আসামী ৩০২ বা ৩০৪ ধারামত দণ্ডনীয় হইবে। ১০ ক্ট. বি., ৫৯।

সম্মতি—এ সম্বন্ধে ৩১২ ধারার টীকা দেখ।

৩১৫ ধারা।—অপত্য জীবিত না জন্মে, কি জন্মিলে পর মরে, সেই অভিপ্রায়ে, যদি কেহ কোন শিশুর ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কোনকার্য্য করে, ও যদি সেই কার্য্য প্রযুক্ত শিশু জীবিত না জন্মে, অথবা জন্মিবার পরে মরে, আর যদি সেই কার্য্য মাতার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সরলভাবে না করা যায়, তবে সেই ব্যক্তির দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারার সহিত ২৯৯ ধারাব ৩য় অর্থের কথা পাঠ করা আবশ্যক। গর্ব্ভে শিশুর প্রাণনষ্ট কবিলে, বা গর্ব্ভস্থ অবস্থায তাহার প্রতি যদ্দ্বারা সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর মরিয়া যায় এমন কোন কার্য্য করিলে ৩১৫ ধারাব অপরাধ কৃত হইবে। গর্ব্ভস্থ অবস্থায় নহে, অর্থাৎ সমস্ত দেহ বা কিয়দংশ প্রসূত হইবার পব তাহার প্রাণনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহার উপর কোন সাংঘাতিক কার্য্য করিলে ২৯৯ ধারা খাটিবে। হোয়ারটন বলেন, ইংরাজী আইনে যদি কেহ গর্ব্ভাবস্থায় কাহাকেও বিষ সেবন করায় এবং তাহার যদি এই অভিপ্রায় থাকে যে উহার দ্বাবা গর্ব্ভস্থ শিশুটি গর্ব্ভে মরিবা যায় বা ভূমিষ্ঠ হইয়া মরিয়া যায়, আর যদি সেই বিষ প্রযুক্ত শিশুটি প্রসূত হইয়া মরে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বিষ খাওয়াইয়াছিল সে জ্ঞানকৃতবধ অপরাধ করিল। ভারতবর্ষীয় আইনানুসারে সে ৩১৫ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে।

৩১২ ধারার গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকের অসময়ে ও অপরাধযুক্ত উপায় দ্বারা প্রসব করণের বিষয় বলা হইয়াছে। এ ধারায় গর্ব্ভস্থ সন্তানের উপর হানি করিবাব কথা বলা হইল। এই হানি

করিবার উদ্দেশে যে কার্য্য করা যায়, সেই কার্য্যে গর্ভপাত না হইলেও হইতে পারে। মনে কর, প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, ১০।১৫ মিনিট মধ্যেই স্বভাবতঃ প্রসব হইবে, এমন সময় যদি গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করা হয়, এবং সেই কার্য্যবশতঃ যদি সন্তানটি গর্ভে মরে, বা উক্ত ১০।১৫ মিনিট বাদে স্বভাবতঃ প্রসবিত হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। প্রসব স্বভাবের নিয়মানুসারে হওয়ায়, ৩১২ ধারা বর্ত্তিবে না।

প্রমাণ—এই ধারার অভিযোগ পত্রে এই দুইটি কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত থাকা উচিত—১ম.—যে কার্য্যদ্বারা আসামী গর্ভস্থ শিশুর প্রাণের উপর হানি করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে; ২য়.—সেই কার্য্য শিশুর মাতার জীবন রক্ষার্থ করা হয় নাই, অসদভিপ্রায়েই কৃত হইয়াছে। এই দুটি বিষয় যতক্ষণ না প্রমাণিত হইবে, ততক্ষণ আসামীকে এই ধারার ভিতর আনিতে পারা যাইবে না। ৩ উ. রি., ৫, ১৮৬৫ সালের ৪৭৭ নং চিঠি দেখ।

৩১৬ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য যদি এমন গতিকে করে যে তদ্দ্বারা কাহারও মৃত্যু হইলে, সেই ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী হইত, তবে সেই কার্য্য দ্বারা জীবসঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

যে কার্য্যে গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, জানিয়া আনন্দ এরূপ কর্ম্ম করে। সেই কার্য্যেতে যদি স্ত্রীর মৃত্যু হইত, তবে আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যার অপরাধী হইত। কিন্তু ঐ কার্য্যেতে ঐ স্ত্রীর কিছু হানি হইলেও সে মরিল না, তাহার উদরস্থ জীবিত অপত্য মরে (মরিল)। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

*** ৩১৭ ধারা।**—বার বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর পিতা কি মাতা কি রক্ষক যদি সেই শিশুকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্থলে ফেলিয়া যায় কি পরিত্যাগ করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা।—যদি সেই প্রকারে ত্যাগ হওয়া প্রযুক্ত শিশুর মরণ হয়, তবে অপরাধীর জ্ঞানকৃতবধ, কিম্বা অবস্থা বিশেষে অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধের জন্য বিচার না হয়—এই ধারার এমন অভিপ্রায় নহে।

অর্থ—৩০৭ ধারার (খ) উদাহরণ দেখ। শিশুটিকে অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখা এবং তাহার মৃত্যু উভয়ের মধ্যে কারণ এবং কার্য্য এইরূপ সম্বন্ধ থাকিলেই কেবল আসামী এই ধারার অর্থের কথা মতে ৩০২ বা ৩০৪ ধারার বিচার আমলে আসিবে। মনে কর, অত্যন্ত শীত রজনীতে আমি আমার শিশুকে অনাবৃত* স্থানে সমস্ত রাত্রি ফেলিয়া রাখিলাম। তজ্জন্য তাহার শরীর হিমাঙ্গ হইয়া জ্বর হয় এবং সেই জ্বরেই পর দিবস প্রাতে সে প্রাণত্যাগ করে। ডাক্তার বলিল যে গত রাত্রে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকা প্রযুক্ত ঐ পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল,

মৃত্যুর অপর কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। এস্থলে অর্থের কথা মতে আমার উপর ৩০২ বা ৩০৪ ধারার বিচার হইতে পারে। কিন্তু যদি আমি যদ্দণ্ডে শিশুকে ঐরূপ অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখিলাম অনতিবিলম্বে আর এক জন লোক আসিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেল, কিন্তু আহার বিহনে শিশুটির প্রাণ রক্ষা হইল না ; এস্থলে ৩০২ ধারামতে আমি দণ্ডিত হইব না ; কারণ, আমার কার্য্য, অর্থাৎ অনাবৃত স্থানে তাহাকে নিক্ষেপ করণ শিশুর মৃত্যুর কারণ হইতেছে না। ১০ উ. রি., ৫২। কোন স্ত্রীলোক আপন শিশুকে ফেলিয়া দিল। যখন ফেলিয়া দেয় তখন সে জানিত যে ঐরূপ করিলে শিশুটির প্রাণনষ্ট হইবে। শিশুটি মরিয়া যায়। হাইকোর্ট বলেন, আসামী ৩০৪ ধারামত দণ্ডার্হ হইতেছে—এই ধারা ও ৩০৪ ধারা উভয় ধারামত তাহাকে এককালিন দণ্ডিত করা বিধেয় নহে। ২ ই. ল. রি., এলা., ৩৪৯।

"সম্পূর্ণরূপ ত্যাগ"—এই কথাগুলি লইয়া গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। শিশুকে কাহারও আশ্রয়ে ফেলিয়া যাওয়া এই শব্দের অর্থের ভিতর আসিবেনা। "নিরাশ্রয় রাখিয়া যাওয়া" এই শব্দে বুঝাইতেছে। সুতরাং যদি কাহারও স্ত্রী তাহার স্বামীর নিকট তাহার শিশুকে রাখিয়া, কিন্তু স্বামীকে তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার কথা না বলিয়া পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া যায়, সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ১৬ উ. রি., ১২। অথবা কোন অন্ধ স্ত্রীলোকের নিকট রাখিয়া গেলেও সে দণ্ডিত হইবে না। ১৮ ই. ল. রি., এলা., ৩৬৪। সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় থাকিলেই যথেষ্ট। কোন্ স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইল, কি অপর কোন ব্যক্তি শিশুটি কুড়াইয়া লইল, অর্থাৎ ত্যাগ করার পর কি হইল, তাহা দেখিয়া আসামীর দায়িত্ব স্থির করা যাইবে না। ইংরাজী আইন ও এ ধারা উভয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান আছে। ২৪ ই. ল. রি., মা., ৬৬২।

প্রমাণ—(১) আসামী শিশুর পিতা বা মাতা বা তত্ত্বাবধারক ; (২) আসামী শিশুটিকে পরিত্যাগ করিয়াছে ; (৩) পুনরায় গ্রহণ করিবে এরূপ অভিপ্রায় আসামীর ছিল না—এই কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে, নচেৎ আসামী দায়ী হইবে না। ১ উ. রি., ১০। মনে কর, ক'র মাতা অত্যন্ত পীড়িত থাকা প্রযুক্ত ক'কে লালন পালন করিতে অসমর্থ। এই দুঃখে সে গ'কে বলিল, ক'কে লইয়া বনে দিয়া এস। গ তাহাই করিল। এস্থলে গ'কে তত্ত্বাবধারক বলা যাইতে পারে না। সুতরাং সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ক'র মাতাও এই ধারামত দণ্ডার্হ নহে, কারণ সে নিজে এই ধারার কোন কার্য্য করে নাই। ১৮৬৯ সালে মান্দ্রাজ সেসন কোর্টে এইরূপ একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। গ বা ক'র মাতা সহায়তাকারী বলিয়াও দণ্ডিত হয় নাই ; কিন্তু উহাদের অপর ধারামত দণ্ড করা যাইতে পারে। ৩০৭ ধারা উদাঃ (খ) দেখ।

৩১৮ ধারা।— শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কি পরে কি ভূমিষ্ঠ হইবার কালেই মরিলে, যদি কেহ সেই শিশুর মৃতদেহ গুপ্তরূপে মৃত্তিকায় পুতিয়া কি অন্য প্রকারে স্থানান্তর করিয়া সেই শিশুর জন্ম হইবার কথা জ্ঞানপূর্ব্বক গোপন করে, কি গোপন করিতে উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—গর্ভে জীব সঞ্চার হইবার অগ্রে ৪র্থ মাসে যদি কোন স্ত্রীলোক রক্তপিণ্ড প্রসব

করে, সেই রক্তপিণ্ডকে গুপ্তভাবে পুতিয়া ফেলিলে আসামী এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। এই ধারায় "শিশু" শব্দে, যে শিশুর জীব সঞ্চার হইয়াছে তাহাকে বুঝায়। ৫ মা. রি., ৫৩। এই নজিরটি একটি বিলাতী নজির (৬ কক্ষা., ফৌ. নজির, ৩৮৯) অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই বিলাতী নজিরটি হইবার পর অপর একটি বিলাতী নজিরে "শিশু" শব্দের অর্থ এতদূর সঙ্কীর্ণ করা হয় নাই। উল্লিখিত রক্তপিণ্ডকেও "শিশু" শব্দের অর্থ ভুক্ত করা হইয়াছে। ৯ কক্ষা., ফৌজ. নজির, ৫০৬। সুতরাং এক্ষণে মাদ্রাজ হাইকোর্ট যে নজির করিয়াছেন তাহা প্রবল থাকিবে কি না সন্দেহ। ইহার সহিত ৩১২ ধারার টীকা দেখ।

"অন্য প্রকারে"—কেহ কেহ বলেন এই কথাগুলি "গুপ্তভাবে মৃত্তিকায় পুতিয়া" কথাগুলির সাহায্য লইয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরূপ অর্থ করিবার আবশ্যক কি? সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায় সেই অর্থ গ্রহণ করাই উচিত।

পীড়ার বিধি।

৩১৯ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তির শরীরের বেদনা (pain), কি রোগ (disease), কি দুর্ব্বলতা (infirmity) জন্মায়, তবে সে পীড়া (hurt) জন্মায়, এমত বলা যায়।

অর্থ—৩৪১ ও ৩৫১ ধারা ইহার সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ৩৫১ ধারার বহুতর অপরাধ ৩৪১ বা ৩১৯ ধারার মধ্যে পড়ে। ক খ'কে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিল। ইহা ৩১৯ ধারা এবং ৩৫১ ধারা উভয়েরই ভিতর আনা যায়। ক খ'র ঘাড় ধরিয়া খ যে দিকে যাইতেছিল সে দিকে যাইতে দিতেছে না। ক ৩৪১ ধারা এবং ৩৫১ ধারা উভয় ধারামত দণ্ডনীয়। কিন্তু এমন মোকদ্দমা হইতে পারে যাহা ৩৫১ ধারা ভিন্ন অপর দুই ধারার ভিতর আনা যায় না। মনে কর, ক কু-অভিপ্রায়ে একটি যুবতী স্ত্রীলোকের কোমর জড়াইয়া ধরিল। এতদ্দ্বারা সে ৩১৯ বা ৩৪১ ধারার লিখিত অপরাধ করিল না। তাহার কার্য্যটি ৩৫১ ও অবস্থা বিশেষে ৩৫৪ ধারার ভিতর পড়িতেছে। আরও মনে কর, ক খ'র গায়ে গোবরগোলা জল ঢালিয়া দিল। এস্থলে ৩৪১ বা ৩১৯ ধারা খাটিবে না; কিন্তু ৩৫১ ধারা বর্ত্তিবে। সেইরূপ কতকগুলি ঘটনা কেবল ৩১৯ ধারার ভিতর আইসে; অপর ধারাগত হইতে পারে না। মনে কর, ক খ'কে জব্দ করিবার মানসে খ যে পথে যাতায়াত করিয়া থাকে সেই রাস্তায় ঘাসের ভিতর এই অভিপ্রায়ে একখানি ছুরিকা রাখিয়া দিল, যে খ সেখান দিয়া গমন করিবার সময় ছুরিকা মাড়াইবে, এবং তাহা হইলেই তাহার পা কাটিয়া যাইবে। ফলে তাহাই ঘটিল। এস্থলে ক ৩১৯ ধারামত দণ্ডনীয়, অপর কোন ধারামত দণ্ডিত হইতে পারে না। আরও দেখ, ক খ'কে পীড়া দিবার জন্য খ'র আহারীয় দ্রব্যাদির সহিত একটি বিষাক্ত দ্রব্য খ'কে খাইতে দিল ও তাহা খাইয়া খ'র বমনাদি হইয়া পীড়া জন্মিল। এস্থলে ক ৩৪১ বা ৩৫১ ধারার অপরাধে অপরাধী হইল না সত্য, কিন্তু সে ৩১৯ ধারামত দণ্ডনীয়। এই সকল উদাহরণ অনুধাবন করিলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধান করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। মনে কর, কোন মোকদ্দমায় যে অবস্থা প্রমাণিত হয় তদ্দ্বারা আসামী ৩৫১ ও ৩১৯ বা ৩৪১ ও ৩৪২ ধারামত অপরাধী হইতেছে। এরূপস্থলে

গুরুতর অপরাধের জন্য আসামীকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া কেবলমাত্র লঘু অপরাধে অপরাধী স্থির করিলে, তাহা অবৈধ হইবে। একটি মোকদ্দমায় ক'র বক্ষে ছাতা দলন করিয়া আঘাত করিলে মাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৩৫১ ধারামত অপরাধী করেন। হাইকোর্ট উহা পরিবর্ত্তন করিয়া আসামীকে ৩২৩ ধারামত দোষী স্থির করিয়াছেন। ২৪ উ. রি., ৬২।

৩২০ ধারা।—কেবল নিম্নের লিখিত পীড়া গুরুতর পীড়া বলা যায় ঃ—

অর্থাৎ,

প্রথম। মুষ্কচ্ছেদন (emasculation)।

দ্বিতীয়। কোন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির চিরহানি করণ।

তৃতীয়। কোন কর্ণের শ্রবণশক্তির চির হানি করণ।

চতুর্থ। কোন অঙ্গ (member) কি সন্ধিস্থান (joint) অকর্ম্মণ্য (privation-বিচ্ছিন্ন) করণ।

পঞ্চম। কোন অঙ্গের কি সন্ধিস্থানের শক্তি নষ্ট, কি চিরকাল (চিরকালের নিমিত্ত) খর্ব্ব (impair) করণ।

ষষ্ঠ। মস্তক কি মুখ চির বিকৃতি করণ।

সপ্তম। কোন অস্থি কি দন্ত ভঙ্গ, কি সন্ধি চ্যুত (dislocation) করণ।

অষ্টম। যে কোন পীড়াতে প্রাণের আশঙ্কা হয়, কিম্বা যদ্দ্বারা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি কুড়ি দিন পর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা পায়, কিম্বা আপনার নিয়ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অপারগ হয়, সেই পীড়া।

অর্থ—চিরবিকৃতি করণ, যথা,—নাক বা কান কাটিয়া লওয়া। মনে কর, খ'র মস্তকে ক একটি লাঠি মারিল। যেখানে লাঠি লাগিয়াছিল, সেই স্থানের চুল উঠিয়া গেল এবং আর চুল কখনই বাহির হইবে না এরূপ অনুভূত হইল। ইহাকে বিকৃতিকরণ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি একটি বালিকার গালে কোন ব্যক্তি উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দ্বারা দাগ দেয় এবং সেই দাগগুলি যদি চিরকালের নিমিত্ত তাহার মুখের শ্রী বিকৃতি করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই ধারার অপরাধ করিল। ১ বো. রি., ১০১।

৪র্থ ক্লজ—"অকর্ম্মণ্য" শব্দটি ইংরাজী "privation" এর প্রকৃত অনুবাদ নহে। "প্রাই-ভেসন" শব্দে ঐ অঙ্গ বা সন্ধিস্থল উঠাইয়া লওয়া বুঝাইতেছে। কিন্তু ৫ম. ক্লজে অঙ্গাদি একবারে দেহচ্যুত না করিয়া কেবল উহার শক্তি নষ্ট করণ, বা উহাকে চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে বা কিয়দংশে অকর্ম্মণ্য করণ বুঝাইতেছে।

৮ম ক্লজ—এই ক্লজ অনুসারে আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে প্রাণের আশঙ্কা, না হয় কুড়ি দিন পর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা বা কর্ম্ম করিতে অসমর্থ, প্রমাণ করিতে হইবে। মনে কর, কোন ব্যক্তি আহত হইয়া ১৭ দিন হাঁসপাতালে থাকে, কিন্তু ডাক্তারের জবানবন্দিতে প্রকাশ পায় যে, তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রাণের আশঙ্কা ছিল, এস্থলে যদিও কুড়ি দিন পর্য্যন্ত তাহার শরীরে বেদনা ছিল না, অথবা সে কর্ম্ম করিতে অপারগ হয় নাই, তথাপি তাহার প্রাণের আশঙ্কা হওয়া বশতঃ যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক সে আহত হইয়াছিল, সে ব্যক্তি এই ধারামত দণ্ডিত হইবে। ২ উ. রি., ২৯। আসামী কোন ব্যক্তিকে ভাঙ্ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিল।

ডাক্তার বলেন যে অচেতন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রাণের কোন আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আসামীর এই ধারামত দণ্ড হইতে পারে না। ৪ উ. রি., ৪।

কুড়ি দিন পর্য্যন্ত আহত ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে অপারগ থাকা প্রমাণিত না হইলে, এই ধারার ৮ম. ক্লজের শেষাংশ খাটিবে না। মনে কর, আমি কোন ব্যক্তিকে মারিলাম, তজ্জন্য সে ১৫ দিন কোন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইয়া পড়ে। এস্থলে আমি এই ধারার শেষাংশমত অপরাধে অপরাধী নহি। ১ উ. রি., ৯ ক আহত হইয়া ডাক্তারখানায় যায়, সে তথায় ১৯ দিন থাকিয়া ২০ দিনের দিন আরোগ্য হইল বলিয়া চলিয়া আইসে। এই দিনটি ধারার লিখিত ২০ দিনের মধ্যে ধরিতে হইবে। মান্দ্রাজের চিফ জস্‌টিস স্কটলণ্ড সাহেবের এই মত :—কেবল ২০ দিন হাঁসপাতালে থাকিলেই চলিবে না, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে সে ঐ ২০ দিন আঘাত-বশতঃ আপন কার্য্য করিতে অপারগ ছিল, বা তাহার শরীরে অত্যন্ত বেদনা ছিল। ১৯ ই. ল. রি., বো., ২৪৭।

৩২১ ধারা।—যদি কেহ কোন (any) ব্যক্তির পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে, কিম্বা যাহাতে কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্ভাবনা জানে এমত কোন কর্ম্ম করে, ও তদ্দ্বারা কোন (any) ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক (voluntarily) পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত কহা যায়।

অর্থ—"কোন ব্যক্তির," অর্থাৎ যদি কেহ কোন এক ব্যক্তিকে মারিতে উদ্যত হইয়া বা তাহাকে মারিতে গিয়া অপর এক ব্যক্তির উপর আঘাত করে, তাহা হইলেও সে এ ধারা-মতে দায়ী হইবে। ৩ ই. ল. রি., কলি., ৬২৩।

৩২২ ধারা।—*যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার পীড়া জন্মাইতে চাহে কি যে* পীড়া হইবার সম্ভাবনা আপনা হইতে (নিজে) জানে, তাহা (অভিপ্রেত বা জ্ঞান-মতে সম্ভাবিত পীড়া) যদি গুরুতর পীড়া হয়, ও সে যে পীড়া জন্মায় তাহা যদি গুরুতর পীড়া হয়, তবে সে "ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত বলা যায়।

অর্থের কথা। কেবল গুরুতর পীড়া জন্মাইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অপরাধ হয় না, কিন্তু গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায় করিয়া, কিম্বা গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি গুরুতর পীড়া জন্মায় তবে ঐ অপরাধ হয়। পরন্তু যদি এক প্রকারের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায় থাকে, কি জন্মাইবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয় (জানে), কিন্তু সে অন্য প্রকারের গুরুতর পীড়া বস্তুতঃ জন্মায়, তবে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

যদুর মুখ চিরকাল বিকৃত থাকে, আনন্দ এই মানস করিয়া কিম্বা তাহার মুখের বিকৃত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করে। তাহাতে যদুর মুখের চিরকাল বিকৃতি হয় না, কিন্তু সে ২০ দিন পর্য্যন্ত শরীরে অত্যন্ত যাতনা পায়। এই স্থলে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে।

অর্থ—আসামী এমন একটি কর্ম্ম করিল, যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রাণনষ্ট হইল; অথচ সে কার্য্যটি ৩০৪ বা ৩০২ ধারার অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। এস্থলে কেহ কেহ বলেন আসামীকে এই ধারামত অবশ্য দণ্ডিত করা যাইবে। ২ উ. রি., ৩৯; ৬ উ. রি., ১৬; ৮ উ. রি., ২৯; ৬ উ. রি., ৮৬; ৪ উ. রি., ২৩। কেহ কেহ বলেন, একবারে ৩২২ ধারামতে দণ্ডিত করা উচিত নহে। অনেক মোকদ্দমায় আসামী নিজ কর্ম্ম দ্বারা অপরের প্রাণনষ্ট করিয়া ফেলিলেও সে কেবল ৩২১ ধারামত দণ্ডিত হইয়াছে। ১ উ. রি., ১২৫; ৫ উ. রি., ৯৭; ২৩ উ. রি., ৬৫; ২ ই. ল. রি., এলা., ৫২২; ৩ ঐ., ঐ., ৭৭৬। প্রথমোক্ত মতটি আইনসিদ্ধ নহে। যদি অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রকাশ পায় যে ৩২২ ধারার অপরাধে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সব ঘটিয়াছে, সে স্থলেই কেবল ৩২২ ধারামত আসামীর দণ্ড করা যাইতে পারে; নচেৎ নহে।

৩২২ ধারা সম্বন্ধে দুইটি অবস্থা দেখা আবশ্যক। ১ম.—আসামী যে পীড়া জন্মাইতে মনস্থ করিয়াছিল, বা সে যে পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিত, তাহা গুরুতর পীড়া। এবং ২য়.—সে যে পীড়া প্রকৃতপক্ষে জন্মাইয়াছে তাহা গুরুতর পীড়া। এই দুইটি অবস্থা যতক্ষণ প্রমাণিত না হইবে, ততক্ষণ আসামীর এই ধারামত দণ্ড করা যাইবে না। মনে কর, আমি ক'র নাসিকা কাটিতে গিয়াছি, কিন্তু আমি কাটিতে পারিলাম না, কিম্বা ৩২০ ধারার লিখিত অপর কোন প্রকার পীড়াও জন্মাইতে পারিলাম না। এস্থলে নাসিকা বিকৃত বা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে যদি আমি ক'র নাসিকার উপরে একটি কিল বা চাপড় মারি, কিম্বা ছুরি দ্বারা তাহার নাসিকা আঁচড়াইয়া দিই, তাহা হইলে আমি ৩২২ ধারার অপরাধে অপরাধী হইলাম না। কারণ, উল্লিখিত ২য় অবস্থাটি দৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু এস্থলে আসামীকে ৩২২ ধারার অপরাধের উদ্যোগী বলিয়া ৫১১ ধারামত দণ্ডিত করিতে পারা যায়। ২ উ. রি., ৫২ দেখ। আবার দেখ, আমি কোন ব্যক্তিকে একটি কিল মারিলাম। ৩২০ ধারার লিখিত অপরাধ বা অত্যাচার তাহার উপর করিব এমন আমার অভিপ্রায় ছিল না। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সেই কিল খাইয়া তাহার সাংঘাতিক পীড়া হইবে। তাহার শরীর, তাহার স্বাস্থ্য, তাহার আকারাদি, বা যেরূপ কিল মারা হইয়াছে তদ্দ্বারা যে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। এস্থলে যদি কিল খাওয়া হেতু সে ব্যক্তি মরিয়া যায়, বা তাহার ৩২০ ধারার লিখিত কোন প্রকার পীড়া হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও আমি ৩২২ ধারামত দণ্ডার্হ নহি। কারণ, উল্লিখিত প্রথম অবস্থাটি দৃষ্ট হইতেছে না। সুতরাং প্রত্যেক মোকদ্দমার অবস্থা বিচার করিয়া ৩২২ বা ৩২১ ধারা খাটিবে কি না দেখিতে হইবে। জজ জ্যাকসন সাহেবও এই ধারা সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ২৩ উ. রি., ৬৫।

২৯৯ ও ৩০৪ ধারার টীকায় যে নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইহার সহিত পাঠ করা আবশ্যক। মনে কর, আসামী ক'র প্রতি এমন কর্ম্ম করিল যদ্দ্বারা ক'র মৃত্যু হইলে আসামীর ২৯৯ ধারার অপরাধ হইত; মেন সাহেব বলেন, এস্থলে ৩২০ ধারার ৮ম. ক্লজের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসামী ৩২২ ধারামত দণ্ডিত হইতে পারে কি না দেখিতে হইবে। কিন্তু ৩২২ ধারার অপরাধ করিতে গিয়া যদি আসামী ক'র প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলেই যে সে একবারে ২৯৯ ধারামত দণ্ডনীয় হইবে এরূপ নহে। তিনি এই উদাহরণটি দেন। মনে কর, আসামী এক জনের একটি অঙ্গুলি ভাঙ্গিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতেই তাহার অঙ্গুলিটি ভাঙ্গিয়া যায়। অঙ্গুলি ভঙ্গ হওয়া প্রযুক্ত তাহার অপর একটি পীড়া (যাহা আদৌ অভিপ্রেত বা সম্ভাবিত ছিল না) জন্মায় এবং তাহাতেই সে মরে।

এস্থলে আসামী ২৯৯ ধারার অপরাধী নহে। উপরে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই মতের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে মাত্র।

বিচার—যখন আসামীর কার্য্যবশতঃ আহত ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর ৩২১ বা ৩২২ ধারামত দণ্ড দিয়া ছাড়া উচিত নহে। বিশেষ তদন্ত করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে আসামী ২৯৯ ধারামত অপরাধী হইতে পারে কি না। ১২ উ. রি., ৭। ঐরূপ স্থলে, অর্থাৎ নৃশংস প্রহারে কাহার মৃত্যু হইলে, মাজিষ্ট্রেট আসামীকে অবস্থানুসারে ৩০২, ৩০৪, ৩২৫ বা ৩২৩ ধারামত অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিতে বাধ্য। ২৪ উ. রি., ২৪; ১ কলি. রি., ১৪১। কিন্তু অন্যান্য নজিরে ও ১৮৬৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৯ নম্বর সারকিউলার অনুসারে যদি মাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন যে দায়রায় আসামীর ৩০২ বা ৩০৪ ধারার অপরাধ সাব্যস্ত হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তিনি আসামীকে দায়রায় প্রেরণ করিতে বাধ্য নহেন।

৩২৩ ধারা।—৩৩৪ ধারার লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে যদি কেহ ইচ্ছা-পূর্ব্বক কাহার পীড়া জন্মায়, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৩২৪ ধারা।—৩৩৪ ধারার লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে, যদি কেহ গুলি মারিবার কি বিদ্ধ করিবার কি কাটিবার কোন অস্ত্র দ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যেতে আঘাত করিলে কাহারও মরণ সম্ভাবনা এমত কোন বস্তুদ্বারা, কিম্বা অগ্নি কি উত্তপ্ত কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা কোন বিষ, কি ক্ষয়কারক (corrosive) কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যের আঘ্রাণ লইলে কি যে দ্রব্য গলাধঃকরণ হইলে কি রক্তে মিশ্রিত হইলে মনুষ্যশরীরের হানি হয় এমত কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা কোন জীবজন্তুর দ্বারা কোন ব্যক্তির ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মায়, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অভিযোগ পত্র—ইহাতে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে আসামী যে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল সে অস্ত্র এই ধারার লিখিত অস্ত্রবিশেষ। ৩ উ. রি., ১৫। কেবলমাত্র সাংঘাতিক অস্ত্র বলিয়া সেই অস্ত্রটির বর্ণনা করিলে চলিবে না। ২ উ. রি., ২১; ৮ উ. রি., ১।

এই ধারানুসারে আসামীর দণ্ড করিতে হইলে আসামী কিরূপে অস্ত্রখানি ব্যবহার করিতে-ছিল ইহা দেখিবার আবশ্যক নাই। অনেকে মনে করেন যে ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে যে আসামী এইরূপে সঞ্চালন করিতেছিল যে তাহাতে কাহার না কাহার প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। এরূপ বিবেচনা করা ভুল। ৭ মা. রি., ১১।

৩২৫ ধারা।—৩৩৫ ধারার লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে, যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহার গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগ পত্র—তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে অমুকের প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছ এবং তজ্জন্য তুমি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৫ ধারার অপরাধ করিয়াছ। "ইচ্ছাপূর্ব্বক" ইহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। ২ উ. রি., ২০।

বিচার—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪০৩ ধারার উদাহরণ দৃষ্টে প্রতীত হইবে যে কোন আসামী ২৭০ ধারার অপরাধে খালাস পাইলে, পরে যদি যে কার্য্যবশতঃ আসামীর ২৭০ ধারামত বিচার হইয়াছিল সেই কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনর্বার আসামীকে এই ধারামত বিচারে আনিতে পারা যায়। এতদ্দ্বারা এরূপ বলা হইতেছে না যে আসামী এই ধারামত অবশ্য দণ্ডভাগী হইবে। ৩২২ ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে যে যে বিষয় আবশ্যক, তাহা যদি আসামীর কার্য্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই কেবল আসামী এই ধারামত দণ্ডার্হ হইবে, নচেৎ নহে। ২৭০ ধারা দেখ। একটি ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ কৃত হইলে, কোন্ স্থলে ঐ সকল অপরাধের একত্রে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দণ্ড হইবে তৎসম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ। ৩২৫ ধারার আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে ৩২০ ধারার কোন্ ক্লজের মধ্যে তাহার কার্য্যটি পড়িতেছে তাহা আদালতের রায়ে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা উচিত। ১ উ. বি., ৫।

কোথায় এই ধারার আসামীর বিচার হইবে এ সম্বন্ধে ফৌ. কার্য্য. বি. আইন, ১৭৯ ধারা উদা. (খ) দেখ। ২৪-পরগনা জেলায় ক আহত হইল। তদনন্তর সে বর্দ্ধমান জেলায় গিয়া ঐ আঘাতবশতঃ ২০ দিন পর্য্যন্ত আপন কাজকর্ম করিতে পারিল না। তথায় চিকিৎসা করাইতে থাকে। এস্থলে আসামীর বিচার বর্দ্ধমান বা ২৪-পরগণায় চলিতে পারিবে।

দণ্ড—৩২৫ ধারার আসামীর কেবল অর্থদণ্ড করা যাইতে পারে না। কারাদণ্ড অবশ্য বিধান করিতে হইবে। ২ উ. বি., ৩২, ৩৩।

৩২৬ ধারা।—৩৩৫ ধারার লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে, যদি কেহ গুলি মারিবার কি বিদ্ধ করিবার কি কাটিবার কোন অস্ত্র দ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যেতে আঘাত করিলে কাহারও মরণ সম্ভাবনা এমত কোন অস্ত্র দ্বারা, কিম্বা অগ্নি কি উত্তপ্ত কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা কোন বিষ কি ক্ষয়কারক কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এমন কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা যে দ্রব্যের আঘ্রাণ লইলে কি যে দ্রব্য গলাধঃকরণ হইলে কি রক্তে মিশ্রিত হইলে মনুষ্য-শরীরের হানি হয় এমত কোন দ্রব্য দ্বারা, কিম্বা জীবজন্তু দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩২৭ ধারা।—যদি কেহ কোন লোকের ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মায়, ও তাহাতে এই অভিপ্রায় থাকে যে পীড়িত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন-পত্রাদি হরণ (extort) করে, কিম্বা পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে বে-আইনী কোন কর্ম্ম করায়,

কিম্বা যে কর্ম্মদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় এমত কোন কর্ম্ম করায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ। ক খ'র নিকট কোন সম্পত্তি হরণ করিবার অভিপ্রায়ে বিচুটি (nettle) মারে। এস্থলে ক এই ধারামতে অপরাধী। ১৮ উ. রি., ৮। যে ব্যক্তির নিকট হইতে সম্পত্তি বলপ্রকাশপূর্ব্বক লইবার চেষ্টা করা যাইবে তাহার নাম অভিযোগ পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। ২ উ. রি., ৭।

৩২৮ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন অপরাধ করিবার কিম্বা অপরাধ করা সুগম হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকারের বিষ কি অচেতনকারক কি নেশাজনক কি অস্বাস্থ্যজনক কোন বণিজদ্রব্য কি অন্য দ্রব্য সেবন করায় কি খাওয়ায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ।

"অপর কোন দ্রব্য" ইহা দ্বারা অপর কোন মাদক বা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য বুঝিতে হইবে। সুতরাং আসামী ক'কে যে দ্রব্য খাওয়াইয়াছে, সে দ্রব্যটি কি, বা তাহার কি গুণ, অর্থাৎ তাহা মাদক দ্রব্য বা এমন কোন দ্রব্য যদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে, এবিষয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেওয়া হইল না। আসামী এই অভিপ্রায়ে ক'কে উহা সেবন করাইয়াছিল যে তাহা খাইয়া সে আসামীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িবে। আসামীর বিশ্বাস এই যে সে ঐ দ্রব্যের ঐরূপ প্রেমোদ্দীপক গুণ আছে ও সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সে ক'র প্রেম লাভ করিবার মানসে ক'কে উহা খাওয়াইয়া দেয়। এস্থলে আসামীর এই ধারামত দণ্ড হইতে পারিবে না। যে দ্রব্য খাওয়ান হইবে তাহা মাদক বা স্বাস্থ্যের হানিকর তাহার প্রমাণ অবশ্য দিতে হইবে। ১ উ. রি., ৭। ক'কে মাদক দ্রব্য খাওয়াইলাম। তাহাতে ক'র প্রাণের হানি হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই দ্রব্য খাইয়া ক অচেতন হইয়া পড়িল। এস্থলে আমি এই ধারার অপরাধে, ৩২৬ ধারামতে নহে, অপরাধী। ৪ উ. রি., ৪। একজন তাড়িওয়ালার তাড়ি চুরী যায় দেখিয়া সে চোর ধরিবার অভিপ্রায়ে তাড়ির ভাণ্ডে ধুতুরা দিয়া রাখে। সেই ধুতুরা দেওয়া তাড়ির ভাণ্ড চোর লইয়া যায় এবং তাহা বিক্রয় করায় কতকগুলি সৈনিক পুরুষ তাহা খরিদ করিয়া খায় ও খাইয়া তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে। এস্থলে তাড়িওয়ালা এই ধারামত দণ্ডিত হয়। ৫ বো. রি., ৫৯। বিলাতে একটি মোকদ্দমায় ঘটনার অবস্থা এইরূপ ছিল যে আসামী কোন একপ্রকার অসুস্থকর দ্রব্য একটি স্ত্রীলোককে সেবন করায়। তাহার অভিপ্রায় যে উহা সেবন করিয়া স্ত্রীলোকটির কুকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবে এবং তাহা হইলে তাহার সহিত আসামী প্রেমালাপ করিতে সমর্থ হইবে। দ্রব্য অসুস্থকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। আসামীর এই ধারামত দণ্ড করা হয়। ২১ ল. জবন্যাল, ৭২। আসামী একটি স্ত্রীলোককে একটি মাদক বা অসুস্থকর দ্রব্য তাহার প্রার্থনামতে আনিয়া দেয়। আসামী জানে যে উহা সেবন করিলে

স্ত্রীলোকটির স্বাস্থ্যের হানি হইবে। স্ত্রীলোকটি তাহা আপনি সেবন করে। এস্থলে আসামী উহা "সেবন করাইয়াছে" বলিয়া এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে না। ঐ., ১৪৫।

৩২৯ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া এই অভিপ্রায়ে (ইচ্ছাপূর্ব্বক) জন্মায় যে ঐ পীড়িত ব্যক্তির স্থানে, কিম্বা তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে (নিকট হইতে) কিছু দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি হরণ করে, কিম্বা ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে বে-আইনী কোন কর্ম্ম করায়, কিম্বা যে কর্ম্ম দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় এমত কোন কর্ম্ম করায়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ-দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থ-দণ্ডও হইতে পারিবে।

৩৩০ ধারা।—যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির পীড়া এই অভিপ্রায়ে জন্মায় যে, ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে, এমত কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ কি অপরাধ স্বীকার করায়, কিম্বা অপরাধ কি দোষ যাহাতে ধরা পড়ে এমত কথা প্রকাশ করায়, কিম্বা উক্ত ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখ দুঃখে যাহার কোন সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির (নিকটে) কোন দ্রব্য কি নিদর্শনপত্রাদি বলপূর্ব্বক উদ্ধার (restore) করিয়া লয়, কিম্বা তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক উদ্ধার করায়, কিম্বা কোন দাওয়ার (দাবির) পরিশোধ করায়, কিম্বা কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি যাহাতে উদ্ধার হয় এমত কথা প্রকাশ করায়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থ-দণ্ড হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যদুকে কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য পুলিষের আমলা তাহাকে যন্ত্রনা দৈয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(খ) কোন চোরা জিনিস যে স্থানে লুক্কায়িত আছে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য পুলিষের কোন আমলা বলরামকে যন্ত্রনা দেয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(গ) যদুর কিছু খাজনা বাকি পড়িয়াছে। রাজস্বের কোন আমলা সেই বাকি আদায় করিবার জন্য যদুকে যন্ত্রনা দেয়। ঐ আমলা এই ধারার লিখিত অপরাধে দোষী হয়।

(ঘ) আনন্দ নামক কোন জমীদার রায়তের স্থানে খাজনা বলপূর্ব্বক আদায় করিবার জন্য তাহাকে যন্ত্রনা দেয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধে দোষী হয়।

অর্থ—"অপরাধ"এর অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ। কোন ব্যক্তি জাদু করিতে জানে বিবেচনায় আসামী তাহাকে উহা স্বীকার করাইবার জন্য উৎপীড়ন করে। জাদুকরণ "অপরাধ" বলিয়া গণ্য নহে। সুতরাং আসামীর এই ধারামত দণ্ড হইতে পারে না। তবে উৎ-

পীড়ন করিয়াছে বলিয়া তাহার ৩২৩ ধারামত দণ্ড হইবে। ১৩ উ. রি., ২২। নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় (২০ উ. রি., ৪৩) আসামী এই ধারামত অভিযুক্ত হয়। অবস্থা এই:—কৈলাস নামে এক ব্যক্তির মোহিনী নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের সহিত আসক্তি ছিল। তজ্জন্য কৈলাস ও মোহিনীর পিতা ঈশ্বর উভয়ের মধ্যে মনান্তর থাকে। কোন কারণবশতঃ মোহিনী কিছু দিনের মত যে কোথায় চলিয়া যায়, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে না। এই সুযোগ পাইয়া কৈলাস তারাচাঁদ নামক কোন ব্যক্তিকে বলে যে মোহিনীর পিতা মোহিনীকে খুন করিয়াছে। তারাচাঁদ সেই কথা নিমাইকে জানায়। এইরূপে ঈশ্বর তাহার কন্যাকে খুন করিয়াছে বলিয়া থানায় সংবাদ পৌঁছিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তদন্ত আরম্ভ হয়। তদন্তের সময় মোহিনীকে পাওয়া যায়। সুতরাং তদন্ত স্থগিত হইল। তদনন্তর কৈলাস, তারাচাঁদ ও নিমাইএর নামে ১৯৪ ও ১৯৫ ধারা, এবং ঈশ্বর ও অপর দুই ব্যক্তির নিকট হইতে মোহিনীর খুন সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা প্রযুক্ত ৩৩০ ধারা—এই তিন ধারামত অভিযোগ হয়। অন্যান্য অপরাধের মধ্যে নিমাইকে উক্ত উৎপীড়ন করার জন্য ৩৩০ ধারামত দণ্ডিত করা হয়। সেসন আদালতে ইহার বিচার হয়। পরে নিমচাঁদ হাইকোর্টে আপীল করে। কৌন্সিলি উড্রফ সাহেব তর্ক করেন যে নিমচাঁদের ৩৩০ ধারামত দণ্ড হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মোহিনী খুন হয় নাই, সুতরাং সেই খুন কিরূপে ধরা যাইতে পারে? যখন আদৌ খুন হয় নাই এবং তাহা ধৃত হইতে পারে না, তখন তাহা ধরিবার জন্য কাহার নিকট কোন সংবাদ পাইবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিলে এ ধারা খাটিতে পারে না। অগ্রে অপরাধটি ঘটা আবশ্যক। তার পর যদি কেহ সেই অপরাধটি ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন সংবাদ কোন লোকের নিকট হইতে উৎপীড়ন করিয়া বাহির করে, তবে এই ধারা খাটিবে। হাইকোর্ট বলেন, এই ধারাটি যে সকল অপরাধ প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হয় নাই। অপরাধ প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছে কি না তাহা দেখিবার আদৌ আবশ্যক নাই। কোন অপরাধ সম্বন্ধে (সে অপরাধ প্রকৃতপক্ষে কৃত হইয়া থাকুক বা না থাকুক) কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং স্বীকার করাইবার বা অপর কোন সংবাদ (যদ্দ্বারা অপরাধ ধরা পড়িতে পারে) দেওয়াইবার নিমিত্ত উৎপীড়ন করিলেই, এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। এ বিষয়ে ৭ উ. রি., ৩ পৃষ্ঠায় একটি নজির দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নিমচাঁদকে ৩৩০ ধারামত দণ্ডিত করা অন্যায় হয় নাই। মনে কর, ক খ'র নামে খুন করিয়াছে বলিয়া একটি মিথ্যা অভিযোগ করে। পুলিষ তদন্ত করিবার সময় খ'কে খুন করাটি স্বয়ং স্বীকার করাইবার জন্য অযথা উৎপীড়ন করে। এস্থলে যদিচ খুনটি মিথ্যা, আদৌ হয় নাই, তথাপি পুলিষ এই ধারার অপরাধ করিল। ২০১ প্রভৃতি ধারায় অপরাধ "কৃত হইয়াছে" (committed) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এ ধারায় তাহা হয় নাই। সুতরাং এই নজিরগুলি ঠিক বলিয়া বিবেচনা হয়।

এ ধারায় ও ৩৩১ ধারায় "দাওয়া" (demand) শব্দে সম্পত্তি সম্বন্ধে দাওয়া বুঝাইতেছে। ১১ ই. ল. রি., মা., ২৫৭।

৩৩১ ধারা।—যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাহার (ব্যক্তির) গুরুতর পীড়া এই অভিপ্রায়ে জন্মায়, যে পীড়িত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখদুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ কি অপরাধ স্বীকার করায়, কিম্বা অপরাধ কি দোষ যাহাতে ধরা পড়ে এমত কথা প্রকাশ করায়, কিম্বা পীড়িত ব্যক্তির

স্থানে কি তাহার সুখদু খে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লয়, কিম্বা তাহা দ্বারা বলপূর্ব্বক উদ্ধার করায়, কিম্বা কোন দাওয়ার (দাবির) পরিশোধ করায়, কিম্বা কোন দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি যাহাতে উদ্ধার হয় এমত কথা প্রকাশ করায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৩৩২ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মায়, কিম্বা তাঁহাকে কি অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আইনসিদ্ধমতে নির্ব্বাহকরণকালে যাহা করিয়াছেন কি করিতে উদ্যত হন, তৎপ্রযুক্ত যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পীড়া জন্মায়, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—৯৯, ৩৫৩, ১৮৩ ও ১৮৬ ধারার টীকা দেখ। কর্ত্তব্য কর্ম্মটি "বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে" রাজকীয় কার্য্যকারকের উপর "আইনানুসারে ন্যস্ত" হওয়া আবশ্যক। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে উক্ত রাজকীয় কার্য্যকারককে পীড়া দিলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না; তবে ৯৯ ধারার বলে যে ব্যক্তি পীড়া দিবে সে ৩২৩ ধারামত দায়ী হইবে। ১৮ ই. ল. রি., এলা., ২৪৬।

৩৩৩ ধারা।—রাজকীয় কোন কার্য্যকারক রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মায়, কিম্বা তাঁহাকে কি অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিবারণ কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য আইনসিদ্ধমতে নির্ব্বাহকরণকালে যাহা করিয়াছেন কি করিতে উদ্যত হন, তৎপ্রযুক্ত যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৩৩৪ ধারা।—যাহাতে রাগ জন্মে এমত গুরুতর কোন কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মায়, কিন্তু যে জন (ব্যক্তি) ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্য করিয়াছিল তদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে তাহার অভিপ্রায় না থাকে বা অন্য কোন ব্যক্তির পীড়া হইবার সম্ভাবনাও না জানে, তবে সে এক

মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারার ও ৩৩৫ ধারার অর্থ এই যে যদি কোন ব্যক্তির উপর কেহ এরূপ কোন কার্য্য করে যাহাতে সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং রাগান্বিত হইয়া সে যদি যে ব্যক্তি তাহাকে রাগান্বিত করিয়াছে তাহার প্রতি পীড়া দেয়, তাহা হইলে তাহার লঘু দণ্ড হইবে। কিন্তু ক খ'কে রাগাইয়াছে বলিয়া খ রাগপরবশ হইয়া গ নামে একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তির উপর পীড়া দিলে সে এই ধারামত লঘুদণ্ড পাইবার যোগ্য নহে। বোম্বাইএর একজন মাজিষ্ট্রেট বলেন যে খ যখন গ'র উপর পীড়া জন্মায়, তখন সে কুপিত অবস্থায় ছিল, সুতরাং খ এই ধারার উপকার পাইবার যোগ্য হইতেছে। এ মতটি ভুল। যাহার নিকট হইতে আমার রাগের কারণ উৎপন্ন হইবে তাহারই উপর ক্রোধপরবশ হইয়া পীড়া দিলে আমি এই ধারায় যে লঘুদণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহা পাইবার পাত্র হইব, নচেৎ হইব না। ১ বো. রি., ১৭। ইহার সহিত ৩০০ ধারার ১ম. ও ৪র্থ. বর্জ্জিত কথার টীকা দেখ।

৩৩৫ ধারা।—যাহাতে রাগ জন্মে এমত গুরুতর কোন কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক (১৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ৮ ধাঃ) গুরুতর পীড়া জন্মায়, কিন্তু যে জন (ব্যক্তি) ঐ রাগ জন্মাইবার কর্ম্ম করিয়াছিল সেই জন ভিন্ন যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া জন্মাইতে তাহার অভিপ্রায় না থাকে বা অন্য কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনাও না জানে, তবে সে চারি বৎসরের অনধিক কোন-কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা।—৩৩৪ ও ৩৩৫ ধারার সঙ্গে ৩০০ ধারার ১ বর্জ্জিত কথার বিধি সম্পর্ক রাখে।

অর্থ।—৩৩৪ ধারায় "ইচ্ছাপূর্ব্বক" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এ ধারায় পূর্ব্বে ঐ শব্দটি ছিল না। এখন উহা বসান হইয়াছে। সুতরাং ৪ উ. রি., ২১ নজিরে এই ধারামত আসা-মীকে দোষী প্রমাণিত করিতে হইলে সে যে "ইচ্ছাপূর্ব্বক" গুরুতর পীড়া দিয়াছে ইহা প্রমাণিত করিবার আবশ্যক নাই, কেবল গুরুতর পীড়া দিয়াছে ইহা প্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইবে—যাহা হাইকোর্ট স্থির করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর খাটিবে না। একটি মোকদ্দমায় এরূপ অবস্থা প্রমাণিত হয় যে ক আসামীর স্ত্রীর সহিত প্রসক্তি করিবার অভিপ্রায়ে রাত্রে আসামী ও তাহার স্ত্রী যে আঁধার ঘরে পৃথক্ পৃথক্ শুইয়াছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে। আসামী ইহা জানিতে পারিয়া ক'কে একখানি সাংঘাতিক অস্ত্র দ্বারা একবার আঘাত করিলেই, ক মরিয়া যায়। সেসন আদালত অত্র অবস্থায় আসামীকে ৩০৪ ধারামত দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট ঐ দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া বলেন যে এস্থলে আসামী ৩৩৫ ধারার ফল পাইবে। ৩ উ. রি., ৫৫।

৩৩৬ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি দুঃসাহসে কি অনবধানতায় কোন ক্রিয়া-করিয়া অন্যের প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের (porsonal safety'র) ব্যাঘাত জন্মায়, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—৩০৪-ক ধারার টীকা দেখ। এমন কোন সাংঘাতিক দ্রব্য, যাহাতে কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হইতে পারে, রেলগাড়ীতে বা জাহাজে করিয়া স্থানান্তরে পাঠাইতে হইলে প্রেরকের কর্ত্তব্য যে সে রেলগাড়ী বা জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষকে তৎসম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয়। মনে কর, আমি এক পাত্র নাইট্রিক এসিড্ রেলগাড়ীতে চালান দিলাম। চালান দিবার সময় আমি রেলগাড়ীর কোন কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিই নাই, তাহাদিগকে আমি কি দ্রব্য পাঠাইতেছি তাহা আদৌ বলি নাই। গাড়ীর কম্পনে পাত্রটি ফাটিয়া যায়, এবং উহাতে যে এসিড্ ছিল তাহা অনেক লোকের গায়ে পড়ে। এস্থলে আমি এই ধারামত দায়ী হইতেছি। ৩১ ল. জরন্যাল, ১৩৭। আর পাত্রটি ফাটিয়া গিয়া যদি কাহারও পীড়া জন্মায়, তাহা হইলে আমি ৩৩৭ ধারামত দায়ী হইব।

৩৩৭ ধারা।—কোন ব্যক্তির প্রাণ হানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত যাহাতে হয় এমত কোন কর্ম্ম যদি কেহ দুঃসাহসে কি অনবধানে করিয়া কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারায় "পীড়া জন্মায়" শব্দগুলি আছে, ৩৩৬ ধারায় ঐ কথাগুলি নাই। ৩৩৬ ধারার টীকা দেখ।

৩৩৮ ধারা।—কোন ব্যক্তির প্রাণহানির আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাত যাহাতে হয় এমত কোন কর্ম্ম যদি কেহ দুঃসাহসে কি অনবধানে করিয়া কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মায়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—৩০৪-ক ধারার টীকা দেখ। রাত্রি ৭।৮ টার সময় আসামী গাড়ী করিয়া সহরের সদর রাস্তা দিয়া বাটীতে যাইতেছিল। গাড়ী খানি রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া সচরাচর গাড়ী যেরূপ বেগে গিয়া থাকে সেইরূপ বেগে যাইতেছিল। রাত্রি অন্ধকার, গাড়ীতে লণ্ঠন ছিল না। কিন্তু কোচম্যান (শকটচালক) এবং সইস্ পথিকগণকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে একজন বধির, অতিবৃদ্ধ, গাড়ীর সম্মুখে পতিত হওয়ায় গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীকে প্রথমতঃ এই ধারামত দণ্ডিত করেন; কিন্তু হাইকোর্ট তাহাকে খালাস দিয়া বলেন, যদি এরূপ অবস্থায় আসামীর ৩৩৮ ধারামত দণ্ড দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নরহত্যারূপ অপরাধে, অর্থাৎ ৩০৪-ক ধারামত অনায়াসে অপরাধী করা যাইতে পারে। গাড়ী যেরূপ অবস্থায় যাইতেছিল তাহাতে মৃত ব্যক্তি বধির বা অত্যন্ত বৃদ্ধ না হইলে তাহার কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। ৬ মা. রি., ৩১। এই মোকদ্দমায় আর একটি কঠিন তর্ক উত্থিত হয়। মনে কর যে এই ধারার লিখিত অপরাধ হইতে হইলে যে যে অবস্থা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, তাহা সকলই আছে; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এস্থলে অপরাধী কে? যে ব্যক্তি গাড়ী চালাইতেছিল, না যিনি গাড়ীর ভিতর বসিয়া যাইতেছিলেন? মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে শেষোক্ত ব্যক্তিকে তাঁহারা একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে তিনি গাড়ীর

ভিতর হইতে চালককে অত্যন্ত বেগে চালাইতে হুকুম দিতেছিলেন, তাহা হইলে তজ্জনিত কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তন্নিমিত্ত দায়ী করা যাইবে। অর্থাৎ, যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে উপস্থিত দুর্ঘটনা তাঁহার কৃত কোন কার্য্যের ফলস্বরূপ, তাহা হইলে তাঁহাকে দায়ী করা যাইবে, নচেৎ যাইবে না। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আরোহী ব্যক্তি কর্ত্তৃক এমন কোন কার্য্য কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা তাহাকে কোন প্রকারে দায়ী করা যাইতে পারে। বরং ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে সে কোচম্যানকে বারম্বার গাড়ীতে আলো দিতে বলিয়াছিল এবং সাবধানে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিয়াছিল। সুতরাং উপস্থিত দুর্ঘটনায় কোন অংশেই তাহার সংস্রব ছিল না, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। ৩০৪-ক ধারার টীকা ইহার সহিত পাঠ করা আবশ্যক।

অন্যায়মতে অবরোধ ও অন্যায়মতে কয়েদ করিবার কথা।

৩৩৯ ধারা।—কোন ব্যক্তির যে দিকে যাইবার অধিকার থাকে, সেই দিকে তাহার যাওয়ার নিবারণ যাহাতে করা হয়, এরূপে যে কেহ তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয়, সে তাহাকে অন্যায়মতে অবরোধ করে এমত বলা যায়।

বর্জ্জিত কথা।—জলের কি স্থলের কোন বিশেষ পথ (private way) অবরোধ করিতে আইনসিদ্ধ ক্ষমতা আছে এমত বিশ্বাস যাহার সরলভাবে থাকে, সেই ব্যক্তি সেই পথ অবরোধ করিলে, এই ধারার অপরাধ তাহার প্রতি বর্ত্তে না।

উদাহরণ।

কোন পথ অবরোধ করিতে আনন্দের ক্ষমতা আছে ইহা সরলভাবে বিশ্বাস না করিয়াও সে ঐ পথ অবরোধ করে। যদুর সেই পথে যাইবার অধিকার আছে; কিন্তু সেই অবরোধ প্রযুক্ত তাহার যাওয়া নিবারণ হয়। এই স্থলে আনন্দ যদুকে অন্যায়মতে অবরোধ করে।

৩৪০ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে এমত অবরোধ করে যে সে চতুর্দ্দিকের নির্দ্ধারিত সীমার বাহিরে যাইতে পারে না, তবে সে ঐ ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ প্রাচীরে বেষ্টিত কোন স্থানে যদুকে প্রবেশ করাইয়া সেই স্থান চাবি দিয়া বন্ধ করে, ইহাতে যদু চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের বাহিরে কোন দিকে যাইতে পারে না। এস্থলে আনন্দ অন্যায়মতে যদুকে কয়েদ করে।

(খ) গৃহের যে সকল দ্বার দিয়া লোকেরা বাহির হইতে পারে সেই সকল দ্বারে আনন্দ বন্দুক ধরিয়া লোকদিগকে রাখিয়া যদুকে বলে যে তুমি যদি গৃহ হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ কর, তবে এই লোকেরা তোমাকে গুলি করিয়া মারিবে। এমত স্থলে আনন্দ অন্যায়মতে যদুকে কয়েদ করিয়াছে।

অর্থ।—অবরোধ অনেক প্রকারে করা যাইতে পারে। যথা ক'কে সে যে রাস্তায় যাইতেছে

সেই রাস্তায় তাহাকে আসিতে না দিবার নিমিত্ত খ ক'র প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিল, খ কর্ত্তৃক অবরোধ করা হইল। এবম্বিধ কোন প্রকারের বাধা দিয়া নির্দ্ধারিত সীমার বাহিরে যাইতে না দিলে, অন্যায়মতে কয়েদকরণ অপরাধ হয়।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি অ ইনের ৬১ ধারামতে কোন পুলিষকর্ম্মচারী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টায় অধিককাল পর্য্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখিতে পারে না। পুলিষ যে মুহূর্ত্তে অপরাধী ব্যক্তিকে আপন জেম্মায় প্রাপ্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ হইয়া ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা ঐ ৬১ ধারা কর্ত্তৃক পুলিষের উপর প্রদত্ত হইয়াছে ধরিতে হইবে; অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি পুলিষের হস্তে পড়িবার পূর্ব্বে যতক্ষণ ফরিয়াদীর বা গ্রামের চৌকিদারের জেম্মায় থাকে, সেই সময় ঐ ২৪ ঘণ্টার ভিতর পতিত হইল বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু মনে কর, এক জন পুলিষ কর্ম্মচারী স্বয়ং কোন অপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত না করিয়া তাহাকে ধরিতে অপর এক ব্যক্তিকে হুকুম দেয়, এস্থলে অপরাধী ব্যক্তি ঐ পুলিষ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ধৃত হইল বলিতে হইবে। এবং যতকাল পর্য্যন্ত অপরাধী ব্যক্তি ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট থাকিবে ততকাল উল্লিখিত ২৪ ঘণ্টার অন্তর্গত বলিয়া ধরিতে হইবে। ৭ উ. রি., ৪। যদি কোন পুলিষ কর্ম্মচারী উল্লিখিত ৬১ ধারা উপেক্ষা করিয়া কোন ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করা যায়, তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হইলে ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে যে সে একবারে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নহে) ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। ১ উ. রি., ৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি অ ইনের ৬১ ধারার মর্ম্ম এরূপ নহে যে অকারণ কোন পুলিষ কর্ম্মচারী কাহাকেও ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখিতে পারিবে। সুতরাং অকারণ যদি কোন পুলিষ কর্ম্মচারী কাহাকেও ৮ ঘণ্টা, এমন কি ১ ঘণ্টা কয়েদ করিয়া রাখে, তাহা হইলে সে ৩৪২ ধারা-মত দণ্ডার্হ হইবে। ৬ উ. রি., ৮৮। ক কর্ত্তৃক কোন অপরাধ হইয়াছে এ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত কারণ না পাইয়া, যদি কোন পুলিষ কর্ম্মচারী ক'কে জামিন না দিলে ছাড়িব না বলিয়া আটক করে, তাহা হইলে সে অন্যায়মতে অবরোধ করিল। ১০ উ. রি., ২১। আরও মনে কর, ক একটি অপরাধের জন্য বিচারাধীন হয়। সে বিচারান্তে খালাস পাইলে পর পুলিষ তাহাকে ঐ অপরাধের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার করায় এ ধারামত দণ্ডিত হয়। ১৯ উ. রি., ২৭।

অপরোধ বা কয়েদকরণ দ্বেষ বা ঈর্ষাপূর্ব্বক (malice) কৃত না হইয়া থাকিলেও আসামী দায়ী হইবে। ১৩ ই. ল. রি., বো., ৩৭৭; ১৯ ঐ., ঐ., ৭২। কিন্তু অপর কয়েকটি মোকদ্দমায় আসামী সরল বিশ্বাসে (good faith) কার্য্যটি করিয়াছে বলিয়া অব্যাহতি পায়। ১২ ঐ., ঐ., ৩৭৭। দেন্দারকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গ্রেপ্তারি পরওয়ানা লইয়া আদালতের পিয়াদা ডিক্রিদারের লোকের সহিত দেন্দারের বাটীতে যায়। বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উহারা দেখে যে বাটীর সদর মহল হইতে একখানি দ্বারবন্ধ পাল্‌কি বাহির হইয়া যাইতেছে। ঐ পাল্‌কি করিয়া দেন্দার পলাইতেছে মনে করিয়া পিয়াদা ও ডিক্রিদারের লোকেরা পাল্‌কি আটক করিয়া উহার ভিতর কে আছে দেখে। পাল্‌কি আটক করিবার সময় উহার সঙ্গের লোকেরা আপত্য করে ও বলে যে পাল্‌কিতে একটি ভদ্র মহিলা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে পাল্‌কিতে ঐরূপ একটি স্ত্রীলোক ছিল। এতৎসত্ত্বেও হাইকোর্ট বলেন যে ৭৯ ধারার বলে পিয়াদা ও ডিক্রিদারের কার্য্য অপরাধ (৩৪১ ধারার) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ২৪ ই. ল. রি., কলি., ৮৮৫। ইহার সহিত ২১ ঐ, মা., ৭৮; ২৪ উ. রি., ৫১; ও ৭৯ ও ৯৯ ধারার টীকা দেখ। ক একটি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া পুলিষের নিকট অভিযুক্ত হয়।

ক'র কৃত অপরাধটি এত সামান্য যে তন্নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট ব্যতীত ক'কে পুলিষ গ্রেপ্তার করিতে পারে না। পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত অভিযোগান্তে ক'কে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া এক খানি পত্র পাঠাইয়া দেন এবং তাহার সহিত দুই জন জমাদার পাঠান হয়। যাহাতে ক মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইবার সময় পথিমধ্যে কাহারও সহিত কথা কহিতে না পারে—এই মর্ম্মে জমাদারদের উপর হুকুম দেওয়া হয়, এবং তদনুসারে তাহারা ক'কে কাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে দেয় নাই। হাইকোর্ট বলেন, এইরূপ করাতেই পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ৩৪২ ধারার অপরাধ করিল। ২ মা. রি., ৩৯৬। ইহার সহিত ৩৪৬ ধারায় যে নজিরটি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখ। ক এক জন কয়েদী, তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিছকিরি (oneima) দিবার জন্য জেলের একটি ঘরে আটক করিয়া রাখিলে, এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ক জেলে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া, বা ৭৯ ধারামতে আসামীর অব্যাহতি নাই। ৩০. ই. ল. রি., কলি., ৯৫।

৩৪১ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ করে, তবে সে এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৩৪২ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অভিযোগপত্র—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে তাহার নাম অভিযোগপত্রে প্রকাশিত করিতে হইবে। ৫ উ. রি., ৭।

৩৪৩ ধারা।—যদি কেহ তিন দিন কি তাহার অধিক কাল কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৩৪৪ ধারা।—যদি কেহ দশ দিন কি তাহার অধিক কাল কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩৪৫ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার পরওয়ানা উপযুক্তমতে বাহির হইয়াছে জানিয়াও যদি কেহ সেই ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিয়া রাখে, তবে এই অধ্যায়ের অন্য কোন ধারামতে ঐ ব্যক্তি যতকাল কয়েদ হইতে পারিবে (পাইতে পারে) তদতিরিক্ত সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে।

৩৪৬ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে এমত কয়েদ করে যে ঐ কয়েদী লোকের সুখ দুঃখে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহারা কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক তাহার কয়েদ হইবার কথা জানিতে না পায়,

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন ব্যক্তি কি রাজকীয় কার্য্যকারক তাহার কয়েদ হইবার স্থান জানিতে না পায়, কি ঐ স্থানের সন্ধান না পায়, এমত অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়, তবে সে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার জন্য অন্য যে কোন দণ্ড পাইতে পারিবে (পাইতে পারে), তদতিরিক্ত দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে।

অর্থ—যে ব্যক্তিকে কয়েদ করা হইবে তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইতে না পারে, অভিযুক্ত ব্যক্তির এইরূপ অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। মনে কর, ক একটি স্ত্রীলোককে নালিশ করিতে দিবে না বলিয়া তাহাকে ছলনা করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে একটি বাটীতে রাখে। ২।১ দিন পরে অপর একটি বাটীতে লইয়া যায়। এইরূপে ৩।৪টি গৃহ পরিবর্ত্তন করে; কিন্তু যে যে স্থানে তাহাকে রাখিয়াছিল প্রত্যেক স্থানেই স্ত্রীলোকটি আপন ইচ্ছামত ঘাটে পথে বেড়াইয়া বেড়াইত। বাটী হইতে বাহির হইবার কোন বাধা ছিল না। এস্থলে হাইকোর্ট বলেন ৩৪৬, এমন কি ৩৪০ ধারাও, ক'র উপর খাটিবে না। ৯ ই. ল. রি., কলি., ২২১ দেখ।

৩৪৭ ধারা।—কোন ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে (নিকট হইতে) যদি কেহ কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি লইবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, কিম্বা ঐ কয়েদ করা ব্যক্তিকে কি তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে কোন বে-আইনী কর্ম্ম করাইবার, কি যে সম্বাদ দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় সে সম্বাদ দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধারা দেখ।

৩৪৮ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য, কিম্বা দোষ কি অপরাধ যাহাতে ধরা যায় এমত কোন কথার সন্ধান জানিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, অথবা ঐ কয়েদ করা (কয়েদী) ব্যক্তির স্থানে, কি তাহার সুখ দুঃখে যাহার সম্পর্ক থাকে এমত কোন ব্যক্তির স্থানে কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি উদ্ধার করিবার কিম্বা করাইবার জন্য, কিম্বা কোন দাওয়া (দাবি) পরিশোধ করাইবার জন্য, কিম্বা কোন সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রাদি যাহাতে উদ্ধার হয় এমত কোন সন্ধান জানিবার জন্য, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ। একজন চোর পুলিষ কর্ত্তৃক যথা-

নিয়মে ধৃত হইলে পর ফরিয়াদীকে চোরাই মাল প্রত্যর্পণ করে। পরে ফরিয়াদীর উপর এই ধারামত অভিযোগ উপস্থিত হইলে হাইকোর্ট বলেন যে চোরকে অন্যায়রূপে কয়েদ করিয়া মাল বাহির করা হয় নাই; ন্যায্য কয়েদ অবস্থায় থাকিবার সময় সে মাল বাহির করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ফরিয়াদীর এই ধারামত দণ্ড হইতে পাবে না। ১ উ. রি., ২৬। ইহার সহিত ৩৩০ ধারার টীকা দেখ।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

৩৪৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন লোককে গতি করায় (causes motion), কি তাহাব গতিব ব্যতিক্রম করে, কি গতি রহিত করে, কিম্বা যদি অন্য কোন বস্তুকে গতি করাইযা কি সেই বস্তুর গতির ব্যতিক্রম করাইযা কি গতি রহিত করাইযা সেই বস্তু ঐ অন্য ব্যক্তির শবীরের কোন স্থানে কি তাহার পরিধিত কি বাহিত কোন দ্রব্যাদিতে স্পর্শ করায়, কিম্বা অন্য যে বস্তুতে স্পর্শ হইলে ঐ ব্যক্তির বোধজনকরূপে (so as to affect his sense of feeling) তাহার গাত্রে লাগে এমত বস্তুতে স্পর্শ করায়, তবে সেই ব্যক্তি ঐ অন্যের প্রতি বল প্রকাশ করে এমত কহা যায়। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে যে ব্যক্তি ঐ গতি করায কি ঐ গতির ব্যতিক্রম কি গতি রহিত করায় সে নিম্নের লিখিত তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে ঐ গতি করায় কি গতির ব্যতিক্রম করে কি গতি রহিত করে। অর্থাৎ—

প্রথম।—আপন শবীবের বলে তাহা করে। অথবা,

দ্বিতীয়।—কোন বস্তু এমত ভাবে রাখে (dispose) যে স্বকীয কিম্বা অন্য ব্যক্তির অন্য কোন কার্য্য বিনা ঐ গতি হয়, কি গতির ব্যতিক্রম হয, কি গতি রহিত হয। অথবা,

তৃতীয়।—কোন পশু প্রভৃতিকে চালাইয়া কি তাহার গতির ব্যতিক্রম কি গতি রহিত করাইয়া ঐ কার্য্য করে।

৩৫০ ধারা।—যদি কেহ কোন অপরাধ করিবাব জন্য অন্য ব্যক্তির সম্মতি বিনা তাহার প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক বল প্রকাশ করে, কিম্বা যাহাব প্রতি বলপ্রকাশ হয তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ সেই বলপ্রকাশেব দ্বাবা জন্মাইবার অভিপ্রাযে, কিম্বা সেই বল প্রকাশ হইলে জন্মিবাব সম্ভাবনা জানিযা, যদি সেই অন্য ব্যক্তির প্রতি (তাহার সম্মতি বিনা) বলপ্রকাশ করে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ অন্যের প্রতি অপরাধ-যুক্ত বলপ্রকাশ করে, এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) নদীব ধারে নৌকা বাঁধা আছে। সেই নৌকাতে যদু বসিয়া আছে। আনন্দ সেই বন্ধন খুলিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নৌকা ভাসাইয়া দেয়। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক যদুকে গতি

করাইয়াছে। অর্থাৎ কতক বস্তু এমন ভাবে রাখিল যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্য কোন কার্য্য (কৃত) না হইয়াও তাহার গতি করাইল। অতএব আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। যদি যদুর অনুমতি না পাইয়া আনন্দ কোন অপরাধ করিবার জন্য, কিম্বা যদুর হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐরূপ বলপ্রকাশ করিয়া থাকে, তবে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(খ) যদু শকট আরোহণ করিয়া যাইতেছে, আনন্দ যদুর ঘোড়াকে মারিয়া অধিক বেগে দৌড়ায় (দৌড় করায়)। এইস্থলে আনন্দ পশুদের গতির ব্যতিক্রম করাইয়া যদুর গতির ব্যতিক্রম করিয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। যদি যদুর অনুমতি না পাইয়া আনন্দ তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ কার্য্য করিয়া থাকে, তবে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(গ) যদু পাল্কিতে আরোহণ করিয়া যাইতেছে। আনন্দ তাহার টাকা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে পাল্কির বাঁট ধরিয়া বেহারাদিগকে থামায়। এই স্থলে আনন্দ যদুর গতি রোধ করিয়াছে। তাহা আপন শরীরের বলেতে করিয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে ও যদুর অনুমতি বিনা এবং অপরাধ করিবার জন্য ঐ কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করিয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(ঘ) যদু পথে যাইতেছে। আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে ধাক্কা দেয়। এই স্থলে আনন্দ আপন শরীরের বলেতে আপনার গাত্রের গতি করাইয়া যদুর গাত্রে সংলগ্ন করিয়াছে। অতএব যদুর প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়াছে। ও যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যদি ঐ কার্য্য করিয়া থাকে, তবে অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(চ) আনন্দ ইষ্টক নিক্ষেপ করে ও তাহাতে তাহার এই অভিপ্রায় যে সেই ইষ্টক যদুর গাত্রে লাগে কি তাহার কাপড়ে কি তাহার হস্তে যে বস্তু থাকে সেই বস্তুতে লাগে, কিম্বা ইষ্টক জলে পড়িলে জলের ছিটা যদুর বস্ত্রে লাগে, কি যদুর হাতে যে বস্তু থাকে তাহাতে লাগে, কিম্বা লাগিতে পারে ইহা জানে। এই স্থলে যদি সেই ইষ্টক নিক্ষেপ করাতে কোন দ্রব্য যদুর গাত্রে লাগে কি যদুর কাপড়ে লাগে, তবে আনন্দ যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। আর যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে যদি সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করিয়াছে।

(ছ) কোন স্ত্রীলোকের মুখের আচ্ছাদন আনন্দ বিমোচন করেন এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রতি বল প্রকাশ করে, ও যদি স্ত্রীলোকটির অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা হইবার সম্ভবনা জানিয়া সেই কর্ম্ম করে, তবে তাহার প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(জ) যদু যে জলে স্নান করিতেছে, আনন্দ সেই জলে অতি উত্তপ্ত জল জ্ঞানপূর্ব্বক ঢালিয়া দেয়। এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক আপন শরীরের বলেতে উত্তপ্ত জলের এমন গতি করাইল যে তাহা যদুর গায়ে সংলগ্ন হয় কিম্বা তাহা অন্য জলে এমন সংলগ্ন করে যে যদুর গাত্রে উত্তাপ লাগে। আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে। আর যদি যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে আনন্দ অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

(ঝ) আনন্দ যদুর অনুমতি বিনা তাহার প্রতি কুকুর লেলাইয়া দেয়। এই স্থলে যদি আনন্দ যদুর হানি কি ভয় কি ক্লেশ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্য করে, তবে যদুর প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করিয়াছে।

৩৫১ ধারা।—কোন ব্যক্তি অঙ্গভঙ্গি (gesture) করে কি কোন কার্য্যের উদ্যোগ (preparation) করে, ইহাতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত আছে ঐ ব্যক্তি এমত জ্ঞান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি এমত জ্ঞান জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিয়া যদি তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গি করে কি কার্য্যের উদ্যোগ করে, তবে সে আক্রমণ করে বলা যায়।

অর্থের কথা।—কেবল বাক্যের দ্বারা আক্রমণ হয় না। কিন্তু যে কোন লোক বাক্য উচ্চারণ করে, তাহাতে তাহার অঙ্গভঙ্গির কি উদ্যোগের এমন ভাব হইতে পারে যে তাহার অঙ্গভঙ্গি কি উদ্যোগ আক্রমণের তুল্য হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে মারিবে তাহার এমন জ্ঞান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি জন্মাইবার সম্ভাবনা জানিয়া যদুর মুখের প্রতি মুষ্টি দর্শায়, ইহাতে আনন্দ আক্রমণ করে।

(খ) আনন্দ অতি রাগাল কুক্কুরকে যদুর প্রতি আক্রমণ করাইবার এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা (বিশ্বাস) হইবার সম্ভাবনা জানিয়া আনন্দ ঐ কুক্কুরের মুখাবরণ মুক্ত করণের উদ্‌যোগী হয়, ইহাতে আনন্দ যদুকে আক্রমণ করে।

(গ) আনন্দ যষ্টি তুলিয়া যদুকে বলে, তোকে মারিব। এই স্থলে আনন্দের কেবল সেই কথাতে কোন প্রকারে আক্রমণ হয় না, আর অন্য ভাব প্রকাশ না হইলে কেবল যষ্টি তোলাতে আক্রমণ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ প্রকার দ্বারা ঐ কর্ম্মের যে ভাব প্রকাশ হইল তাহাতে আক্রমণ হয়।

অর্থ—৩১৯ ধারার টীকায় বলা হইয়াছে যে অনেক স্থলেই ৩৫১ ধারার অপরাধ ৩১৯ ও ৩৪১ ধারার অপরাধের ভিতর পড়িয়া থাকে। মনে কর, কোন ব্যক্তিকে এক খানি ছুরিকা দ্বারা আঘাত করা গেল, এস্থলে আমি ৩১৯ ও ৩৫১ ধারার লিখিত অপরাধ করিলাম। আরও, কোন ব্যক্তির গণ্ডদেশে হাত দিয়া সে যে দিকে যাইতেছিল সে দিকে তাহাকে যাইতে দিলাম না। ইহাতে আমি ৩৪১ ও ৩৫১ ধারার অপরাধ করিলাম। কিন্তু এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা ৩১৯ বা ৩৪১ ধারার অপরাধ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, অথচ সেই সকল কার্য্য ৩৫১ ধারার অন্তর্গত। ক কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের কোমর জড়াইয়া ধরিল, কিম্বা সে কোন ব্যক্তির গায়ে ময়লা জল ঢালিয়া দিল, কিম্বা কাহারও প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিল, কিম্বা কাহারও উপর এক গাছি ঘোড়ার চাবুক হাকৃরাইল (flourish), ইহাতে ক কর্ত্তৃক ৩১৯ বা ৩৪১ ধারার অপরাধ কৃত না হইয়া থাকিলেও ক'কে ৩৫১ ধারার অপরাধী গণ্য করা যাইবে।

এই ধারার অর্থের কথানুসারে কেবল বাক্য দ্বারা আক্রমন, অর্থাৎ ৩৫১ ধারার অপরাধ কৃত হইতে পারে না। ধারায় "উদ্যোগ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ অন্যায় বল প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় ব্যঞ্জক বাক্য যদি এমন অবস্থায় নিঃসৃত হয় যাহা দেখিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এরূপ ভয় হয় বা ভয় হইতে পারে যে বক্তা মনে করিলে তদ্দণ্ডেই নিজ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত

করিতে সমর্থ হইতে পারেন, তাহা হইলেই ৩৫১ ধারার অপরাধ কৃত হইবে, নচেৎ নহে। মনে কর, আমি তোমার উপর অন্যায় বল প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে তোমার প্রতি এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিব বলিয়া তোমাকে শাসনা করি। যদি আমি সে স্থানে দাঁড়াইয়া ও যে ভাবে শাসাইতেছি তদবস্থায় প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইলে তোমার গায়ে পড়িবার ভয় হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা জানিয়া ঐ প্রকার শাসনা করি, অর্থাৎ তোমার এরূপ ভয় হইতে পারে যে আমি মনে করিলেই তোমার উপর অন্যায় বল প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে ৩৫১ ধারার অপরাধ কৃত হইল। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে আমি যে অবস্থায় তোমাকে শাসাইতেছি, তাহাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আমি কোন প্রকারেই তোমার উপর অন্যায় বল প্রকাশ করিতে পারিব না, অর্থাৎ তোমার গায়ে প্রস্তর লাগিবে এরূপ ভয়ের কারণ না জন্মে, তাহা হইলে কেবলমাত্র শাসাইতেছি বলিয়া আমি ৩৫১ ধারার অপরাধে অপরাধী হইব না। আরও, তোমাকে গুলি করিয়া মারিব বলিয়া তোমার উপর একটি বন্দুক তুলিলাম। বন্দুকটি বারুদে ও ক্যাপে সজ্জিত থাকুক বা না থাকুক, আমার ধারার লিখিত জ্ঞান বা অভিপ্রায় থাকিলেই আমি ৩৫১ ধারার অপরাধ করিলাম। কিন্তু যদি তোমার সাক্ষাতে বন্দুকের ক্যাপ ও বারুদ ফেলিয়া দিয়া তোমাকে গুলি করিব বলিয়া শাসনা করি, তখন গুলি করা আদৌ সম্ভব নহে এরূপ জ্ঞান তোমার থাকায় আমি ৩৫১ ধারার অপরাধ করিলাম এরূপ বলা যাইতে পারে না। ১ বো. রি., ২০৫ দেখ। এমন কি লাঠি আনিলাম কিন্তু লাঠি হাকুরাইলাম না; এরূপ স্থলে ৩৫১ ধারা বর্ত্তিবে না। ৩০ ই. ল. রি., কলি., ৯৭।

৩৫০ ও ৩৫১ ধারার অপরাধে দুইটি বিষয় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক; উহার মধ্যে একটি বর্ত্তমান থাকিলে চলিবে না। ১ ম, বিনা সম্মতিতে; এবং ২ য়, কোন অপরাধ ইত্যাদি করিবার নিমিত্ত যদি কাহারও উপর বল প্রকাশ করা হয় তাহা হইলেই অন্যায় বল প্রকাশ করা হইল বলা যাইবে। সম্মতি সম্বন্ধে ৯০ ধারার টীকা দেখ। মনে কর, খ একটি নবম বর্ষীয়া বালিকাকে বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহার উপর বলপ্রকাশ করে, তাহাতে বালিকাটি খ'র অভিপ্রায়ে সম্মত হয়। অত্র অবস্থায় তাহার সম্মতির বলে খ অব্যাহতি পাইতে পারে না। খ যদি আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে সে ৩৭৫ ধারামত দণ্ডিত হইবে, এবং তাহার চেষ্টা বিফল হইলে সে ৫১১ ধারামত দণ্ড পাইবে। ২য়, বিষয়টি সম্বন্ধে ইংরাজি ও ভারতবর্ষীয় আইনের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইংরাজি আইনানুসারে আমি যদি কাহারও সম্মতি গ্রহণ না করিয়া তাহাকে স্পর্শ করি, তাহা হইলে আমি তাহার উপর অন্যায় বল প্রকাশ করিলাম। কিন্তু ভারতবর্ষীয় আইনে বিনা সম্মতিতে অঙ্গ স্পর্শ করায় কোন অপরাধ হইবে না, তবে যদি আমি কোন অপরাধ ইত্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে কাহার অঙ্গে তাহার সম্মতি গ্রহণ না করিয়া হস্তক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমি ৩৫০ ধারার অপরাধে অপরাধী হইলাম। আর একটি কথা। "আক্রমণ" কার্য্যে পরিণত হইলে অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করা হইল। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বল প্রকাশ না হইলেও, আক্রমণটি অপরাধ হইবে।

৩৫২ ধারা।—কোন ব্যক্তি অন্য লোক হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার কোন গুরুতর কারণ না পাইলেও (না পাইয়া) যদি তাহার প্রতি আক্রমণ করে, কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা।—অপরাধী যদি অপরাধের ওজর পাইবার জন্য রাগ জন্মাইতে চেষ্টা করে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগ জন্মায়; অথবা

আইন অনুসারে কোন কার্য্য করণ দ্বারা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করে তদ্দ্বারা যদি ঐ রাগ জন্মে; অথবা

আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে আইনমতে যে কার্য্য হইতে পারে এমত কার্য্য হওয়াতে যদি ঐ রাগ জন্মে, তবে উক্ত সকল স্থলে ঐ গুরুতর রাগ হঠাৎ হইলেও এই ধারামতের অপরাধের যে দণ্ড, তাহা লঘু হইবে না।

অপরাধের লাঘব যাহাতে হয় ঐ রাগ এমত উপযুক্ত গুরুতর কারণে হইয়াছে এবং অকস্মাৎ হইয়াছে কি না, এই কথা বৃত্তান্ত দ্বারা নির্ণয় হইবে (অর্থাৎ, এইটি বৃত্তান্তঘটিত কথা—question of fact).

অর্থ—এই ধারার অর্থের কথা ৩০০ ধারা ১ম. বর্জ্জিত কথার সহিত পাঠ কর। হঠাৎ রাগ হইয়া আক্রমণাদি করিলে, ৩৫৮ ধারা খাটিবে। ৩৫৩-৩৫৭ ধারায় আক্রমণ বিশেষের কথা বলা হইয়াছে।

বিচার—৩৫২ ধারার আসামী একবার নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলে পর তাহাকে পুনরায় সেই ঘটনা সম্বন্ধে ৩২১ ধারার আসামী করিয়া দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। ১৬ ঊ. রি., ৩। কিন্তু যদি এমন হয় যে আসামীর প্রথমতঃ ৩৫২ ধারামত বিচার হইয়া সে দণ্ডিত হইল। পরে সে যে ব্যক্তির উপর ঐ অপরাধ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহা হইলে আসামীকে পুনরায় নরহত্যারূপ অপরাধের নিমিত্ত বিচারে উপস্থিত করা যাইতে পারে। ফৌ. কার্য্য বি. আ., ৪০৩ ধারা দেখ।

৩৫৩ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, কিম্বা রাজকীয় কার্যকারকস্বরূপে তাঁহার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহা নিবারণ করিবার কি বাধা দিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা তিনি রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আইনসিদ্ধরূপে করতঃ যে কোন কার্য্য করিয়াছেন কি উদ্যোগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত যদি কেহ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—রাজকীয় কার্য্যকারকদিগের সম্বন্ধে লোকের কতদূর আত্মরক্ষার অধিকার আছে তাহা ৯৯ ধারার টীকায় দেখান হইয়াছে। ক্রোকের সময় শান্তিরক্ষার নিমিত্ত একটি কালেক্টরির পিয়াদা প্রেরিত হয়। পিয়াদা হুকুম লইয়া যখন যাইতেছিল তখন পথের মধ্যে আক্রমণ করিলে আসামীর এই ধারামত দণ্ড হইবে। ১৩ ঊ. রি., ৪৯। কিন্তু মনে কর,

আমি কোন রাজকীয় কার্য্যকারককে তদ্‌কর্ত্তৃক বে-আইনী কার্য্য করিবার সময় আক্রমণ করিলাম। এস্থলে আমি ৩৫২ ধারার অপরাধে অপরাধী, ৩৫৩ ধারা আমার উপর বর্ত্তিবে না। ৯ ই. ল. রি., বো., ৫৫৮। ইহার সহিত ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৪১১; ২৭ ঐ., মা., ৫২; ২৭ ঐ., এলা., ৪৯১; ও ১৮৩-১৮৬, ২২৪ ধারার টীকা দেখ।

৩৫৪ ধারা।—যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা করিবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—প্রায়ই এই ধারার মোকদ্দমা পক্ষরা মিথ্যা করিয়া ৩৭৫ ধারায় আনিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু এই ধারা ও ৩৭৫ ধারার উৎযোগ উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। ৫১১ ধারা পাঠ করিলে ৩৭৫ ধারার উৎযোগে কি কি আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যদি সেই সকল অবস্থা দৃষ্ট না হয়, কেবল এই মাত্র প্রমাণ হয় যে আসামী স্ত্রীলোকটির বস্ত্র হরণ করিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়াছে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য কোন চেষ্টা বা কার্য্য করে নাই, তাহা হইলে আসামী কর্ত্তৃক কেবলমাত্র ৩৫৪ ধারার অপরাধ কৃত হইল। ৫ ই. ল. রি., বো., ৪০৪ দেখ।

৩৫৫ ধারা।—কোন ব্যক্তি হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণ না হইলেও (না পাইয়া) যদি কেহ তাহার অপমান (dishonour) করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—কোন হিন্দুকে জাতিভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার উপর অন্যায়রূপ বল প্রকাশ করিলে, ৩৫৫ ধারার অপরাধ কৃত হইবে।

৩৫৬ ধারা।—কোন ব্যক্তি যে দ্রব্য গাত্রে পরিধান কি বহন করিয়া যাইতেছে তাহা চুরী করিবার উদ্যোগেতে যদি কেহ তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৩৫৭ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করিবার উদ্যোগেতে তাহার প্রতি আক্রমণ করে কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৩৫৮ ধারা।—কোন ব্যক্তি হইতে হঠাৎ রাগ জন্মিবার গুরুতর কারণ হইলে, যদি কেহ তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করে, তবে সে এক

মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থের কথা। এই ধারার সঙ্গে ৩৫২ ধারার অর্থের কথা সম্পর্ক রাখে।

মনুষ্য চুরী ও হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৫৯ ধারা।—মনুষ্য চুরী (kidnapping) দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে মনুষ্যকে চুরী করিয়া লওয়া, ও আইনসিদ্ধ রক্ষক হইতে মনুষ্যকে চুরী করিয়া লওয়া।

৩৬০ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তির অনুমতি বিনা, কিম্বা সেই ব্যক্তির নিমিত্ত যাহার অনুমতি দিবার ক্ষমতা আইনমতে থাকে তাহার অনুমতি বিনা সেহ ব্যক্তিকে ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে প্রেরণ করে (conveys), তবে সেই ব্যক্তি তাহাকে ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে চুরী করে এমত কহা যায়।

৩৬১ ধারা।—যদি কেহ চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন নাবালককে, কিম্বা ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন স্ত্রীলোককে, কিম্বা বিকৃতমনা লোককে, ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের কিম্বা ঐ বিকৃতমনা লোকের আইনমত রক্ষকের অনুমতি বিনা ঐ রক্ষকের জিম্মা (keeping) হইতে লইয়া যায় (takes), কি প্ররোচনা করিয়া লয় (entices), তবে সে ঐ অপ্রাপ্তব্যবহার কিম্বা ঐ বিকৃতমনা লোককে আইনমত রক্ষক হইতে চুরী করে, বলা যায়।

অর্থের কথা।—যে কোন ব্যক্তির প্রতি নাবালক প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আইনমতে দেওয়া যায় তাহাকে এই ধারার লিখিত "আইনমতের রক্ষক" শব্দে বুঝায়।

বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি সরলভাবে এমত বিশ্বাস করে যে আমি অমুক জারজ সন্তানের জনক, কিম্বা যদি সরলভাবে বিশ্বাস করে যে আইনমতে অমুক বালকের রক্ষক হইবার আমার অধিকার আছে, তবে তাহার তদ্রূপ কার্য্যের প্রতি এই ধারার সম্পর্ক নাই। কিন্তু যদি সেই কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ (immoral) কি অবৈধ (unlawful) কর্ম্মের নিমিত্ত করা যায়, তবে এই ধারার সম্পর্ক থাকিবে (খাটিবে)।

অর্থ—(১) ৩৬০, ৩৬১ ও ৩৬২ ধারার পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ—৩৬১ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে (১), অপহৃত লোক পুরুষ হইলে

১৪ বৎসর, ও স্ত্রী হইলে ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক; অথবা বিকৃতমনা; (২), এরূপ ব্যক্তিকে লইয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে; (৩), যাহার নিকট হইতে এরূপ লোক অপহৃত হইয়াছে সে তাহার আইনমত রক্ষক; (৪), অপহরণ সময়ে ঐরূপ অপহৃত লোক তাহার আইনমত রক্ষকের জিম্মায় ছিল; (৫), আসামী ইহা জানিত; ও (৬), অপহৃত ব্যক্তিকে ঐরূপ জিম্মার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নাবালক ও বিকৃতমনা ব্যক্তিদিগের অপহরণ সম্বন্ধেই এই ধারা খাটিবে। কিন্তু ৩৬০ ও ৩৬২ ধারা নাবালক বা সাবালক, বিকৃতমনা বা অবিকৃতমনা, অর্থাৎ "যে কোন ব্যক্তি" সম্বন্ধে বর্ত্তিবে। ৩৬১ ধারায় অপহৃত ব্যক্তির সম্মতির উল্লেখ আদৌ নাই; সুতরাং তাহার সম্মতি অপহারকের দোষস্খালন করিবে না। ইহার সহিত ৩৭৩ ধারায় "সম্মতি" শীর্ষক টীকা দেখ। ৩৬০ ও ৩৬২ ধারায় অপহৃত ব্যক্তির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে কোন সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমনা বা অবিকৃতমনা কোন ব্যক্তিকে তাহার অসম্মতিতে অথবা তাহার পক্ষে যে ব্যক্তি সম্মতি দিতে পারে সেই ব্যক্তির অসম্মতিতে বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে লইয়া গেলে, ৩৬০ ধারা খাটিবে। অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি যদি এই আইনের ৯০ ধারামত অকর্ম্মণ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার সম্মতিক্রমে তাহাকে স্থানান্তর করিলে, ৩৬০ ধারা খাটিবে না। আর যদি অকর্ম্মণ্য হয়, তখন দেখিতে হইবে যে তাহার পক্ষে যে ব্যক্তি সম্মতি দিতে পারে ঐ অপহরণকার্য্যে সেই ব্যক্তির সম্মতি ছিল কি না। যদি সেই ব্যক্তি সম্মতি দিয়া থাকে, তাহা হইলে ৩৬০ ধারা খাটিবে না। এই ধারায় "ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে" শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে; ৩৬১ ও ৩৬২ ধারায় ঐ কথাগুলি নাই। আরও ৩৬০ বা ৩৬১ ধারায় ৩৬২ ধারার লিখিত বল প্রয়োগের বা প্রতারণার আবশ্যক নাই। অর্থাৎ, কু-অভিপ্রায় বিশেষে যদি বলপ্রয়োগ করিয়া বা প্রতারণা দ্বারা অপহৃত ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দিয়া তাহাকে কোন স্থান হইতে গমন করান হয়, তাহা হইলে ৩৬২ ধারা বর্ত্তিবে। ৩৬২ ধারার টীকা ও ২ ঈ. রি., ৫, ৭; ৭ ঈ. বি., ৩৬ দেখ। ইহার সহিত ৪৯৮ ধারার টীকাও দেখ।

(২) সন্তানের উপর পিতা মাতার অধিকার—অন্যান্য সমস্ত দেশের ন্যায় এদেশেও ব্যবস্থাপকগণ নাবালক সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বিবিধ বিধান করিয়াছেন। ১৮৬৫ সালের ৯ আইনমতে জেলার জজসাহেব নাবালককে স্বীয় অধিকারে রাখিবার ক্ষমতা তাহার আইনসম্মত রক্ষককে প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু বিচার করিয়া অবস্থানুসারে ঐ ক্ষমতা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। মনে কর, ৬।৭ বৎসরের কন্যার বিবাহ দিলেই তাহার স্বামী ঐ কন্যার আইনসঙ্গত রক্ষক হইল। কিন্তু ঐ কন্যাকে তাহার মাতার সম্পর্ক বিচ্যুত করিলে তাহার কষ্ট হইবে বলিয়া জজ সাহেব ঐ কন্যাকে তাহার স্বামীর নিকট না দিয়া তাহার মাতার রক্ষণাধীনে রাখিতে পারেন। আরও, একটি এক বৎসর বয়স্ক শিশু সন্তান রাখিয়া যদি মাতার পরলোক প্রাপ্তি হয়, এবং পিতার সংসারে যদি ঐ শিশুর প্রতিপালনসমর্থ কোন স্ত্রীলোক না থাকে, এবং যদি শিশুর প্রতিপালনার্থ কোন স্ত্রীলোককে রাখিবার ক্ষমতাও পিতার না থাকে, তাহা হইলে জজসাহেব শিশুকে পিতার হস্তে না দিয়া তাহার মাতামহীর হস্তে দিতে পারেন। কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক যদি তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আর তাহার প্রতি তদীয় পিতার কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ যদি প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে পিতা আদালতের সাহায্যে তাহাকে আপন গৃহে পুনরায় আনিতে পারেন। ১৮৫৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মান্দ্রাজ সুপ্রিম কোর্টে এইরূপ একটি মোকদ্দমা হয়:—১৪ বৎসর বয়স্ক একটি বালক

খ্রীষ্টান হইয়া মিশনরিদিগের আশ্রয়ে থাকে। তাহার পিতা পুত্রকে স্বীয় অধিকারে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য নালিশ করে। আদালত তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। হেমনাথ বসুর মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মরডণ্ট ওয়েল্‌স সাহেব ঐরূপ একটি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত বালককে মিশনরিদিগের আশ্রয় হইতে লইয়া তাহার পিতার রক্ষণাধীন করিয়া দেন। কিন্তু ১৮৬৫ সালের মে মাসে বোম্বাই হাইকোর্টে ঐরূপ একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে বিচারপতি আরনল্‌ড সাহেব ঐরূপ মতের বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এইরূপ মতের বিভিন্নতা দেখিয়াই ১৮৭৫ সালের ৯ আইনে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় মহারাণীর প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবহারের সহিত অপ্রাপ্তবয়স্কতার কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ, নাবালকেরা ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বনকারী নাবালকগণ কাহার রক্ষণাধীনে থাকিবে ঐ আইনে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। গণেশ সুন্দরীর মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে নাবালক হইলেও যে সকল স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরিপাক হইয়াছে, তাহারা ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির অকালপক্কতার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে কার্য্যের স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, তাহাই ঐ সকল অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের বিপদের ও দুঃখের কারণ হইবার সম্ভাবনা। বিলাতে একটি মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি কোক্‌বরণ সাহেব এই অভিপ্রায়ানুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) কোন্ সময়ে লইলে বা প্ররোচনা করিলে এধারা খাটিবে?—এই ধারার মোকদ্দমায় কোন্ কোন্ বিষয় প্রমাণের প্রয়োজন তাহা উপরে বলা হইয়াছে। উহাতে প্রতীতি হইবে যে যদি কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাক্রমে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করে, এবং তৎপরে অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রলোভিত হয়, তাহা হইলে প্রলোভনকারী এই ধারামতে অপরাধী হইবে না। ১০ উ. রি., ৩৩। এই ধারাতে যে "লইয়া যায় বা প্ররোচনা করিয়া লয়" বলা হইয়াছে এই কার্য্য অপহৃত ব্যক্তির আইনসঙ্গত রক্ষকের আশ্রয়ে থাকিবার সময় আসামী কর্ত্তৃক কৃত হইলেই তাহার প্রতি এই ধারা খাটিবে; নতুবা এই ধারা খাটিবে না। ১৬ উ. রি., ৪২। যদি কোন অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে কোন ব্যক্তি তাহার পিতার আশ্রয় হইতে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে এরূপ ভাবে লইয়া যায় যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সে উপযুক্ত সময়ে ফিরিয়া আসিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ঐ বালিকা তাহার পিতার আশ্রয়ে ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে এই ধারামতে অপরাধ হয় না। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি ঐ বালিকাকে এত অধিক সময় রাখে যাহা তাহার পিতার কখনই অভিমত হইতে পারে না, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি এই ধারামতে অপরাধী হইবে। সুতরাং বরাবর ঐ বালিকাকে তাহার পিতার অধিকারের বাহিরে না রাখিলেও এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। মনে কর, আসামী কোন অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত পরামর্শ করে যে সে স্ত্রীলোকটি তাহার পিতার বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলে সে অমুক স্থানে তাহার সহিত দেখা করিবে। স্ত্রীলোকটি তদনুসারে বাহির হইয়া আসিলে আসামী তাহাকে তিন দিন আপনার নিকট রাখে এবং তাহার সহিত সহবাস করে। তিন দিন পরে তাহাকে তাহার পিতার নিকট দিয়া আইসে। এস্থলে স্ত্রীলোকটিকে চিরকালের নিমিত্ত তাহার পিতার আশ্রয়বিচ্যুত করা আসামীর অভিপ্রেত না হইলেও, যখন সে পিতা ও কন্যার পরস্পর সম্বন্ধের বিপরীত অবস্থায় কন্যাটিকে নীত করিয়াছে, তখন সে এই ধারামতে অপরাধী হইবে। ৮ কল, ৪০৩। কোন ব্যক্তি ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা একটি স্ত্রীলোককে তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহির হইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রলোভিত করে।

স্ত্রীলোকটি বাহিরে গিয়া বিবাহান্তে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আইসে। এস্থলে আদালত এইরূপ বলেন যে যদিও আসামী বিবাহান্তর স্ত্রীর সহিত সহবাস করে নাই, তথাপি যখন বিবাহের পূর্ব্বে বালিকার উপর তাহার পিতার রক্ষণাবেক্ষণের যেরূপ ক্ষমতা ছিল তাহার পরিবর্ত্তন হইল, অর্থাৎ যখন বিবাহের পর তাহার স্বামীই তাহার আইনসঙ্গত রক্ষক হইল, তখন আসামী এই ধারামতে অপরাধী। ৮ কল্ক, ২৩৮। কিন্তু যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক তাহার আইনসঙ্গত রক্ষক কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইয়া তৎপরে অন্য ব্যক্তি দ্বারা প্রলোভিত হয়, তাহা হইলে প্রলোভনকারী অপরাধী হইবে না। মনে কর, একটি নাবালিকা কন্যাকে তাহার মাতা নিজের নিকট রাখিতে অস্বীকৃত হইয়া তাহার মাতামহীর নিকট প্রেরণ করে। স্ত্রীলোকটি মাতামহীর নিকট না গিয়া পথে আসামী কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া তাহার নিকট থাকে। আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হইল না।

(৪) লইয়া যায় কি প্ররোচনা করিয়া লয়—এ ধারায় ইংরাজী "take" শব্দের অনুবাদ "লইয়া যায়" ও "entice" শব্দের অনুবাদ 'প্ররোচনা করিয়া লয়' করা হইয়াছে। ৪৯৮ ধারাতেও ঐ দুইটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে অনুবাদ ঠিক এরূপ হয় নাই; অর্থাৎ সে ধারায় "take"="হরণ করা" (*i.e.* abduct ৩৬২ ধাঃ দেখ) ও "entice"="প্রবৃত্তি জন্মাইয়া লয়"। উপরে যে কয়েকটি ইংরাজী নজির দেওয়া হইয়াছে ও ৪৯৮ ধারায় "প্রবৃত্তি জন্মাইয়া লওয়া" সম্বন্ধে যে টীকা আছে, তাহা দেখিলে "লইয়া যায়" (take) কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

(৫) "প্ররোচনা" ও "প্রতারণার দ্বারা" শব্দের অর্থ—৩৬১ ধারায় "প্ররোচনা" শব্দ ও ৩৬২ ধারায় "প্রতারণাদ্বারা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "প্ররোচনা" বা প্রলোভন অনেক রকমে করা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তিকে না ঠকাইয়াও তাহাকে প্ররোচিত করা যাইতে পারে। মনে কর, আমি একটি বালকের হস্তে দশটি সন্দেশ দিয়া উহাকে আমার সঙ্গে আসিতে বলিলাম। এস্থলে আমি প্রতারণা করিলাম বা ঠকাইলাম এরূপ বলা যাইবে না। কিন্তু মনে কর, আমি কোন স্ত্রীলোককে বলিলাম যে আমি অমুক দেশের রাজা (প্রকৃতপক্ষে আমি রাজা নহি, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে) এবং সে যদি আমার সহিত আইসে তাহা হইলে আমি তাহাকে রাণীর উপযোগী সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিব, এবং সে যদি এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আপন গৃহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে "প্রতারণা দ্বারা" অর্থাৎ ঠকাইয়া স্থানান্তর করিলাম, বলা যাইবে। "প্রতারণা" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ২৫, ৪১৫ ও ৪৬৩ ধারার টীকা দেখ।

(৬) "জিম্মা" শব্দের অর্থ—এই ধারার মোকদ্দমায় "জিম্মা" কথা লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ হইয়া থাকে। ৮ কল্ক, ৪০৩এ যে নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই এই কথার অর্থ স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। নাবালক বালক বালিকা তাহাদের আইনসঙ্গত রক্ষকের প্রকৃত প্রত্যক্ষে হস্তস্থিত (in manual possession) না হইলেও এই ধারা খাটিবে। পিতামাতার কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষার অধীন হইলেই যথেষ্ট। চাকর ছেলেকে বেড়াইতে লইয়া গেল; ছেলেকে দুই এক দিনের জন্য কাহার নিকট রাখিয়া পিতামাতা তীর্থে গেল—এরূপ অবস্থায় পিতামাতার জিম্মা বা অধিকার বিচ্যুত হইল বলা যাইতে পারে না। ২৪ ই. ল. রি., মা., ২৮৪। মনে কর, কোন বালক পিতার বাটীর নিকট রাস্তার উপর খেলা করিতেছে। এস্থলে তাহাকে তাহার পিতার রক্ষণাধীন জিম্মাস্থ ধরিতে হইবে। ৭ উ. রি., ৯৮। সেইরূপ, কোন বালক তাহার

পিতৃবাস হইতে কোন প্রতিবেশীর বাটীতে যাইতেছে। তখন তাহাকে তাহার পিতার জিম্মাস্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু মনে কর, একটি বালিকা তাহার মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহার বাপের বাটী ছাড়িয়া পলায়ন করে। পথে আসামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। আসামী কুলি এজেণ্ট। বালিকা তাহার কথায় কুলি হইতে স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে যায়। এই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন, আসামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার সময় বালিকা তাহার পিতার জিম্মায় ছিল এরূপ বলা যাইতে পারে না। ৪ উ. রি., ৬। এইরূপ আর একটি উদাহরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন দশ বৎসরবয়স্ক বা তদ্রূপ অল্প-বয়স্ক বালক বালিকাকে কোন না কোন রক্ষকের রক্ষণাধীন বা জিম্মাস্থ বলিয়া অবশ্য মনে করিতে হইবে। সুতরাং ঐরূপ বালক বালিকাকে যে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, সে তাহার আইনসঙ্গত রক্ষকের জিম্মা হইতে চুরি করিল বলিয়া দায়ী হইবে। অপহৃত ব্যক্তির কোন আইনসঙ্গত রক্ষক আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন তদন্ত করি নাই বলিয়া জবাব দিলে আসামীর অব্যাহতি নাই। ৩ ই. ল. রি., বো., ১৭৮। তবে যদি মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রতীত হয় যে বালক বালিকাকে লইবার সময় তাহাদের কোন আইনসঙ্গত রক্ষক আছে ইহা আসামী জানিত না বা ইহা মনে করিবার আসামীর কোন কারণ ছিল না, তাহা হইলে সে অব্যাহতি পাইতে পারে। বিলাতে হিবার্ট ও গ্রীণের মোকদ্দমায় জজেরা এইরূপ মত প্রকাশ করেন। এই টীকার সহিত ৩৭৮ ধারার "অধিকার" শব্দের টীকা দেখ।

(৭) আইনসঙ্গত রক্ষক—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্বামী বিবাহিতা বালিকার আইনসঙ্গত রক্ষক। সুতরাং বালিকার পিতা বালিকার স্বামীর বাটী হইতে আপন কন্যাকে অপহরণ করিয়া আনিলে, ৩৬১ ধারার অপরাধ হইবে। ১৭ ই. ল. রি., কলি., ৩০০। মুসলমান আইনের বিধান এরূপ নহে। কন্যার দ্বিতীয় সংস্কার (puberty) যে পর্য্যন্ত উপস্থিত না হয়, ততকাল তাহার মাতাই তাহার আইনসঙ্গত রক্ষক। ৩২ ঐ., ঐ., ৪৪৪। পিতার বিরুদ্ধে কন্যার উপর মাতার কতদূর অধিকার আছে তাহা ৮ ই. ল. রি., কলি., ৯৭০ পৃষ্ঠায় স্থির করা হইয়াছে। জজ উইল্‌সন বলেন সাধারণতঃ মার নিকট কন্যা থাকিলে পিতার নিকট কন্যা থাকিল বলা যাইবে। অর্থাৎ, মা যদি কন্যাকে এবাটী ওবাটী লইয়া যায় তাহা হইলে পিতার কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে স্থানান্তরিত করা হইল বলা যাইবে না। কিন্তু পিতার অসম্মতিতে কন্যার বিবাহ দিবার উদ্দেশে যদি মা কন্যাকে কোন লোকের বাটীতে লইয়া যায় এবং অপরের সহিত তাহার বিবাহ দেয়, তাহা হইলে কন্যাটি আইনসঙ্গত রক্ষক হইতে এই ধারামত স্থানান্তরিত হইল বলা যাইবে। ৮ ই. ল. রি., কলি., ৯৬৯। জারজ সন্তানের মাতাকে এই ধারা অনুসারে তাহার আইনসঙ্গত রক্ষক বলা যাইবে। সুতরাং মৃত্যুকালে সেই মা যদি কোন ব্যক্তির হাতে আপন সন্তানের ভারার্পণ করিয়া যায় আর সেই ব্যক্তি যদি ঐ ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে এই ধারামতে নাবালকের রক্ষক বলা যাইবে। ৮ ই. ল. রি., কলি., ৯৭১। যদি কোন বালক বালিকার আইনসঙ্গত রক্ষক তাহাদিগকে কোন ব্যক্তির রক্ষণাধীনে রাখিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় থাকিবার সময়ে ঐ বালক বা বালিকা চুরি যায়, তাহা হইলে ঐ শেষোক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অভিপ্রেত আইনসঙ্গত রক্ষক বলিয়া গণনা করা যাইবে। যদি কোন নাবালক তাহার আইনসঙ্গত রক্ষকের অনুমতি লইয়া তাহার (রক্ষকের) বন্ধুর বাটীতে যায় এবং সেই সময়ে যদি কেহ তাহাকে চুরি করে, তাহা হইলেও এই ধারা খাটিবে এবং উক্ত বন্ধুকে ঐ নাবালকের সাময়িক রক্ষক বলিয়া মনে করিতে হইবে। ৩ উ. রি., ১৫।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি ঐ সাময়িক রক্ষকের অনুমতি লইয়া কেহ উক্ত বালককে

চুরি করে, তাহা হইলে চোর ও সাময়িক রক্ষক শাস্তি পাইবে কি না? আইন কমিশনরেরা এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদাহরণটির উল্লেখ করিয়াছেন। ৬।৭ বর্ষীয়া একটি হিন্দু বালিকাকে তাহার পিতা মাতা কিছুদিনের জন্য তাহাদের কোন কুটুম্বের বাটীতে রাখিয়া যায়। ঐ কুটুম্ব উক্ত রক্ষকদিগের অনুমতি না লইয়া তাহার আত্মীয় ত্রিশ বৎসর বয়স্ক কোন লোকের সহিত তাহার বিবাহ দেয়। এস্থলে যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে ঐরূপ অযোগ্য বিবাহ দিবার উদ্দেশেই ঐ কুটুম্ব ছলনাপূর্ব্বক কন্যাটিকে তাহার নিকট রাখিবার জন্য তাহার পিতা মাতাকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের সম্মতি লইয়া নিজ বাটীতে রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কুটুম্বকে ৩৬১ ধারার মুখ্য অপরাধী ও বিবাহকারীকে ঐ অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ২৪ ই. ল. রি., মা., ২৮৪ পৃষ্ঠার নজিরটিও এই মর্ম্মে। বিলাতে একটি মোকদ্দমা হয়; তাহাতে একটি নাবালিকা কন্যার মাতা যাহাতে কন্যাটি বাহির হইয়া না যায় তজ্জন্য তাহাকে অন্য এক স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে রাখে। ঐ স্ত্রীলোক আপনার পুত্রের সহিত কন্যাটির বিবাহ দেয়। বিবাহ প্রকাশ্যরূপে দেওয়া হয়। কোন প্রকার প্রলোভন দেখান হইয়াছে এরূপ কোন অবস্থা দৃষ্ট হয় নাই। জজেরা বলেন যে ঐ শেষোক্ত স্ত্রীলোক কন্যাটিকে তাহার মাতার নিকট হইতে চুরি করিয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। আর একটি বিলাতি নজিরেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। একটি বালিকাকে তাহার মাতা নিজের বাটীতে রাখিতে অসম্মত হইয়া তাহার পিতামহীর বাটীতে যাইতে বলে। বালিকা সেখানে না গিয়া তাহার পিতৃব্যের বাটীতে গিয়া থাকে। মাতা এই কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিতে বলে। কিন্তু বালিকা আসিল না; পরে তাহার অন্য এক পিতৃব্য তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বিবাহ দেয়। শেষোক্ত পিতৃব্য এই বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হয় যে সে বালিকাকে তাহার মাতার জিম্মা হইতে লইয়া গিয়াছে এবং প্রথমোক্ত পিতৃব্য তাহার সহায়তাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হয়। এরূপ অবস্থায় আদালত আসামীদিগকে এই ধারামতে দণ্ডিত করেন নাই।

(৮) সম্মতি—এ সম্বন্ধে ৯০, ৩৭৫ ও ৩৭৮ ধারার টীকা দেখ। আইনসঙ্গত রক্ষকের সম্মতি আছে কি না দেখিতে হইলে উক্ত রক্ষকের ব্যবহার দেখিতে হইবে। বিলাতে একটি মোকদ্দমায় প্রকাশ পায় যে একটি বালিকা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাটীর বাহিরে থাকিত এবং তাহার চরিত্রও মন্দ ছিল। তাহার পিতা তদ্বিষয়ে উদাসীন ছিল। যখন বালিকার পিতার এরূপ অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য তখন কোন ব্যক্তি ঐ কন্যাকে বাহির করিয়া লইয়া গেলে সহজেই এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে ঐ কার্য্যে প্রকাশ্য না হউক, ভাবতঃ পিতার সম্মতি ছিল। সুতরাং ঐরূপ সন্দেহ আছে বলিয়া আসামী দণ্ডিত হইবে না। ৮ কক্কা, ৪৪। যদি কোন ব্যক্তি কোন বালিকাকে কাহারও বাটীতে চাকরি করিয়া দিব এই মিথ্যা ছলনা করিয়া তাহার পিতামাতার নিকট হইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে এই ধারামত দোষী হইবে; কারণ এস্থলে ৯০ ধারামতে পিতামাতার সম্মতি কার্য্যকর নহে।

আসামীর পক্ষ—এরূপ মোকদ্দমায় যদি আসামী এরূপ জবাব দেয় যে তাহার বিশ্বাস ছিল যে সে কন্যার পিতামাতার সম্মতি পাইয়াছে কিম্বা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যদি তাহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে কন্যাটি কোন আইনসঙ্গত রক্ষকের তত্ত্বাবধানে নাই, তাহা হইলে এই বিশ্বাস ভ্রমমূলক হইলেও ঐ জবাব কার্য্যকর হইবে। কিন্তু যদি এরূপ জবাব দেয় যে তাহার এরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ছিল যে বালিকাটির বয়ঃক্রম ষোল বৎসরের অধিক, তবে কেবল এই

কথা কোন কার্য্যকর হইবে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইবে যে বালিকাটি নাবালক, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আসামীকে এই ধারামতে দোষী করা যাইতে পারে না। আসামী যদি এরূপ জবাব দেয় যে বালিকার সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, সে জবাব কার্য্যকর হইবে না। ৩ উ. রি., ৯ পৃষ্ঠার নজিরে দেখা যায় যে অপহৃত বালিকার আপন খুড়া এইরূপ অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। এমন কি পিতা আপন নাবালিকা কন্যাকে তাহার স্বামীর সম্মতি না লইয়া স্বামীর গৃহ হইতে নিজ গৃহে লইয়া যাওয়ায় এ ধারামত অপরাধী হইয়াছে। ১৭ ই. ল. রি., কলি., ৩০০। আসামীর সহিত অপহৃত বালিকার যদি পূর্ব্ব প্রণয় থাকে এবং তাহাদের বিবাহ হইবে এই অভিপ্রায়ে আসামী যদি বালিকাকে লইয়া যায়, তাহাতে আসামীর দোষস্খালন হইবে না। তবে উদ্দেশ্যের অনুরোধে অপরাধের গুরুতার হ্রাস হইতে পারে। বিলাতে একটি মোকদ্দমায় জজেরা এইরূপ বিচার করেন। কিন্তু এদেশে যখন স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরবাসের প্রথা প্রচলিত আছে, তখন এরূপ মীমাংসা এতদ্দেশীয় আদালতে গ্রাহ্য হইবে কি না সন্দেহ।

বিচার—এ সম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ।

সহায়তা—পূর্ব্বে কোন কোন মোকদ্দমায় এই অপরাধটি ফৌ. কাঃ. বিঃ. আঃ ১৮২ ধাঃ, ৩য়. ক্লজের "ক্রমিক হইলে" শব্দের ভিতর পড়িতেছে বলিয়া যতক্ষণ ঐ অপরাধ হইতে থাকিবে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপহৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া কার্য্যটি হইতে থাকিবে সেই সময়ের মধ্যে এ অপরাধের সহায়তা করা যায়, এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। ২২ উ. রি., ২৬। ১ ই. ল. রি., মা., ১৭৩; পরে অনেকগুলি নজিরে ঐ সব নজির রদ হইয়াছে। ১৯ ই. ল. রি., এলা., ১০৯; ২৬ ঐ., এলা., ১৯৭; ২৭ ঐ., কলি., ১০৪১। সুতরাং একবার বাহির করিয়া আনিলেই অপরাধটি সম্পন্ন হইল; পরে কেহ বালিকাটিকে স্থানান্তরে লইয়া গেলে, তাহাকে সহায়তাকারী বলা যাইবে না। তবে যদি সে বাহির করিয়া আনিবার ষড়যন্ত্রে পূর্ব্ব হইতে লিপ্ত থাকে তাহা হইলে সে ১০৭ ধারামত দায়ী হইবে।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে এধারার টীকার প্রথমাংশ দেখ।

অভিযোগপত্র—অভিযোগপত্র এইরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে—"তুমি অমুক তারিখে অমুক স্থানে ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্কা অমুক নাবালিকা কন্যাকে তাহার আইনসঙ্গত রক্ষক অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়াছ" ইত্যাদি। ৮ উ. রি., ৭৭৬। অপহৃত ব্যক্তি যদি বিকৃতচিত্ত হয়, তাহাও অভিযোগ পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। চুরি বলপূর্ব্বক কৃত হইয়াছে কি না, ইহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। ৫ উ. রি., ২১১।

৩৬২ ধারা।—যদি কেহ বলপূর্ব্বক, কিম্বা কোন প্রতারণা (deceitful means) দ্বারা প্রবৃত্তি দিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হইতে গমন করায়, তবে সে ঐ লোককে হরণ করে বলা যায়।

অর্থ—"বল পূর্ব্বক বা প্রতারণা করিয়া" প্রবৃত্তি জন্মাইলে এ ধারা খাটিবে। ৩৬০ বা ৩৬১ ধারায় এরূপ বলপ্রয়োগের বা প্রতারণার আবশ্যক নাই। এ ধারাতে অপহৃত ব্যক্তির বয়ঃক্রম দেখিবার প্রয়োজন নাই। আরও এ ধারায় আইনসঙ্গত রক্ষকের জিম্মা হইতে লইয়া যাওয়া বা ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না, ইহা দেখিবার আবশ্যক নাই। অর্থাৎ ঐরূপ জিম্মা হইতে না লইয়া গেলেও অথবা ভারতবর্ষের

ভিতর এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া গেলেও, এ ধারা খাটিবে। ৩৬১ ধারার টীকা দেখ।

বিশেষ কথা—এ ধারায় যে মনুষ্য হরণের কথা বলা হইল, তাহা সাধারণতঃ অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। ১৫ উ. রি., ৪। তবে যদি ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯ ধারার লিখিত কোন্ অভিপ্রায়ে বা উদ্দেশে ৩৬২ ধারামত মনুষ্য হরণ করা হয়, তাহা হইলেই কেবল ইহা অপরাধ গণ্য হইয়া দণ্ডনীয় হইবে। ঐরূপ কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য না থাকিলেও ৩৬০ ও ৩৬১ ধারার কার্য্য ৩৬৩ ধারামত দণ্ডনীয়। ঐরূপ অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকিলে, অপরাধটি গুরুতর হইয়া পড়ে ও ৩৬৪ প্রভৃতি ধারানুসারে অধিকতর দণ্ডের যোগ্য।

৩৬৩ ধারা।—যদি কেহ ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে কিম্বা আইনমতের রক্ষক হইতে কোন ব্যক্তিকে চুরি করিয়া লয়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ক কর্ত্তৃক খ অপহৃত হয়। ক'র কথায় গ খ'কে ক্যাণ্ডিতে লইয়া যাইতে সম্মত হয়। যাইবার সময় পথিমধ্যে গ'কে গেপ্তার করা হয়। মাজিষ্ট্রেট গ'কে এই ধারার সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত করেন। সেসন আদালত বলেন যে যখন ক'কে অপহরণ করিবার পূর্ব্বে গ ও ক উভয়ের মধ্যে কোন পরামর্শ বা সন্ধি হয় নাই, তখন গ'কে কিরূপে সহায়তাকারী বলা যায়। কিন্তু হাইকোর্ট বলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাবালককে তাহার আইনমত রক্ষকের জিম্মার বাহিরে লইয়া যাওয়া কার্য্যটি চলিবে, ততক্ষণ উক্ত অপরাধের সহায়তা করা যাইতে পারে ১ ই. ল. রি., মা., ১৭৩। কলিকাতা হাইকোর্টেরও মত এইরূপ। ৪ উ. বি., ৭। কিন্তু ৩৬১ ধারায় সহায়তাশীর্ষক টীকায় যে সকল নজির দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রতীত হইবে যে ৩৬০ ধারার লিখিত কার্য্যটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে, অর্থাৎ অপহৃত ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধারার লিখিত সীমার বাহিরে প্রেরণ করা সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য কৌ. কা. বি. আইনের ১৮২ ধারার লিখিত "ক্রমিক হইলে" শব্দগুলির ভিতর পড়িতে পারে; কিন্তু ৩৬১ ধারার কার্য্য সম্বন্ধে এরূপ নহে। ঐ সকল নজির দেখ।

৩৬৪ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে বধ করা যায়, কিম্বা যাহাতে তাহার বধ হইবার আশঙ্কা হয় এমত অবস্থায় রাখা যায়, এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই ব্যক্তিকে চুরি করে (kidnaps) কি হরণ করে (abducts), তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যদুকে কোন দেবতার উদ্দেশে নরবলি দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা দিবার সম্ভাবনা জানিয়া আনন্দ সেই যদুকে ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে চুরি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) রামকে বধ করা যায় এই কারণে আনন্দ তাহাকে ঘর হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় কি প্রবৃত্তি দিয়া লয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

৩৬৫ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই ব্যক্তিকে চুরি করে কি হরণ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৩৪৬ ও ৩৬৮ ধারার টীকা দেখ।

৩৬৬ ধারা।—কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাগতে তাহাকে বল দ্বারা কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন লোকের সঙ্গে বল দ্বারা বিবাহ দেওয়া যাইবার সম্ভাবনা জানিয়া, কিম্বা তাহাকে বলপূর্ব্বক কোন পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করাইবার কি সংসর্গ করিতে লওয়াইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা বলপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ হইবে কি সংসর্গ করিতে তাহাকে লওয়ান যাইবে এমত সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ স্ত্রীলোককে হরণ করে কি চুরি করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারা ও ৪৯৮ ধারা উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। যদি স্ত্রীলোকটির বাহির হইয়া যাইবার সময় বিবাহ বা দুষ্কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা না থাকে, এবং তাহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ বা দুষ্কর্ম্ম করাইবার জন্য বাহির করিয়া লইয়া যায়, তবে এই ধারা বর্ত্তিবে। অপহৃত ব্যক্তি বিবাহিত বা অবিবাহিত তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অপহৃত ব্যক্তি অন্যের বিবাহিত স্ত্রী না হইলে ৪৯৮ ধারা বর্ত্তিবে না। আর এক কথা। যদি আসামী কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোককে নিজের বা অপরের সহিত দুষ্কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে লইয়া যায়, এবং স্ত্রীলোকটি যদি তাহাতে সম্মত হইয়া বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলেও আসামী ৪৯৮ ধারামতে দোষী হইবে। সুতরাং ২০ বৎসর বয়স্কা কোন বিবাহিতা স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য যদি কোন কুট্‌নী বাহির করিয়া লইয়া যায়, আর সেই স্ত্রীও যদি তাহার পরামর্শ অনুসারে সম্মত হইয়া আপনার ইচ্ছায় কলিকাতায় গিয়া বেশ্যা হয়, তাহা হইলে বাহির হইবার সময় যখন তাহার দুষ্কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় ছিল, তখন কুটনী ৩৬৬ ধারামতে দণ্ডিত হইবে না। তাহার প্রতি ৪৯৮ ধারা খাটিবে। ১ উ. রি., ৪৫। অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ৩৬১ ধারার টীকা দেখ।

আসামীর ধারার লিখিত অভিপ্রায় ছিল কি না, তাহা অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। ১৪ ই. ল. রি., এলা., ২৫১।

অভিযোগ—যে ব্যক্তির সহিত বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহার নাম অভিযোগপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। ৩ উ. রি., ৫১৮।

৩৬৭ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস করিবার কিম্বা কোন লোকের অস্বাভাবিক অভিগমনের নিমিত্ত, কিম্বা যাহাতে তাহার গুরুতর পীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা হয় তাহাকে এমত অবস্থায় রাখিবার জন্য, কিম্বা তাহার সেই গুরুতর পীড়া প্রভৃতি হইতে কি তাহার সেই অবস্থা হইতে

এমত সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ তাহাকে চুরি কি হরণ করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৩১৮ ধারা।—কোন ব্যক্তিকে চুরি কিম্বা হরণ করা গিয়াছে জানিয়া, যদি কেহ সেই ব্যক্তিকে অন্যায়মতে গোপন রাখে (conceals) কিম্বা কয়েদ করিয়া রাখে, তবে যে অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানমতে কিম্বা যে মানসে তাহাকে গোপন করে কি কয়েদ করিয়া রাখে, সেই অভিপ্রায়ে কি জ্ঞানে কি মানসে সে আপনি তাহাকে চুরি কিম্বা হরণ করিলে তাহার যেরূপ দণ্ড হইত, সেইরূপ দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারামতে আসামীর এরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে তাহার কর্ত্তৃক লুক্কায়িত বা অবরুদ্ধ ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে; অপহরণকারী যদি নিজেই তাহাকে লুক্কায়িত বা অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তবে সে এ ধারার লক্ষ্য নহে। ৬ উ. রি., ১৭। ক পূর্ব্বে খ'র নিকট চাকরি করিত, ক গ'কে অপহরণ করিয়া খ'র বাটীতে লইয়া যায়। ক খ'র নিকট মূল্য স্বরূপে কিছু টাকা লয়। খ জানিত যে সে গ'কে আনিয়াছে। গ খ'কে বলে যে তাহার পিতামাতা নাই। এস্থলে ক ও খ'র মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাতে খ'র অবশ্য এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে ক গ'কে শঠতা করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু ক যে গ'কে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হওয়াতে খ খালাশ পায়। ৩ উ. প. রি., ১৪৬। এই ধারায় কোন ব্যক্তি বিশেষ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। অপহরণ করা হইয়াছে এবং আসামী তাহা জানিত ইহা প্রমাণ হইলেই যথেষ্ট। এমন কি, যদি কোন ব্যক্তি ঐ অপহৃত ব্যক্তিকে চুরি করার অপরাধে খালাস পাইয়াছে ইহা প্রকাশ হয়, তাহা হইলেও এ ধারার আসামী অব্যাহতি পাইতে পারে না। ৪ উ. রি., ৩। এ সম্বন্ধে ২০১ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক।

গোপনে রাখা—কোন অপহৃত বালিকা কাহারও বাটীতে অল্প দিনের জন্য থাকিলেই ইহা বলা যাইতে পারে না যে এই শেষোক্ত ব্যক্তি অপহৃত ব্যক্তিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। মনে কর, কতকগুলি লোক ক'কে চুরি করিয়া গ ও ঘ'র বাটীতে লইয়া যায়। সেখানে রাখিয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য সম্বন্ধাদি আরম্ভ করে। এস্থলে গ ও ঘ'কে এই ধারামতে দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে না। কারণ, গ ও ঘ ক'কে এরূপ ভাবে রাখে নাই যাহাতে অন্যে তাহাকে দেখিতে না পায়। আর তাহারা ইহাও জানিত না যে ক'র অনুসন্ধান হইতেছে। ৫ উ. প. রি., ১৮৯। ৩৪৬ ধারার যে নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা ইহার সহিত পাঠ করা আবশ্যক। আর একটি উদাহরণ—কাহারজাতীয় বালিকা ক অপহৃত হইয়া অপহারক কর্ত্তৃক খ'র নিকট ন্যস্ত হয়, ক খ'র বাটীতে ৮ দিন থাকে। তৎপরে ক গ'র হস্তে ন্যস্ত হয়। গ দশ টাকা পণ লইয়া ক'কে খ'র নিকট বিক্রয় করে। পরে খ চ'র অনুরোধে ক'কে তাহার হস্তে প্রদান করে। চ রাজপুত বালিকা বলিয়া পণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে ছ'র সহিত বিবাহ দেয়। প্রথমে ইহারা সকলেই এই ধারামতে দণ্ডিত হয়। কিন্তু হাইকোর্ট বলেন, খ ব্যতীত অপর কেহই এই ধারামত দণ্ডনীয় নহে; কারণ, তাহারা কেবল টাকা পাইবার জন্যই মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছে, ক'কে লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায় তাহাদের ছিল না। প্রতারণা অপরাধে (৪১৫ ধারামতে) তাহারা দণ্ডিত হইতে পারে, এ ধারামতে নহে। কিন্তু

ক'কে অনুসন্ধান করা হইতেছে ইহা জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ পাইয়া এবং সেই অনুসন্ধান ব্যর্থ করিবার জন্য সে ক'কে আপনার কুটুম্ব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, সেই কারণে হাইকোর্ট খ'র সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের হুকুম বজায় রাখেন। ৫ উ. প. রি., ১৩৩। আরও আসামী কোন শূদ্রজাতীয় বালিকাকে ব্রাহ্মণী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া কোন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করে। এস্থলে আসামী ৪১৬ ধারার অপরাধ (এই ধারার অপরাধ নহে) করিল। ১৬ উ. রি., ৪২।

বিচার—কোথায় হইবে তৎসম্বন্ধে ফৌ. কা. বি আ. ১৮০ ধারায় (গ) উদাহরণ দেখ।

৩৬৯ ধারা—দশ বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন বালকের গাত্রে যে গহনা প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা শঠতাক্রমে (dishonestly) লইবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ ঐ বালককে চুরি করে কি হরণ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—আসামী একটি বালককে লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার অঙ্গের গহনা হরণ করে। সে এই ধারামতে অপরাধী হইল। ৬ উ. রি., ২।

দণ্ড—এ সম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ।

৩৭০ ধারা।—যদি কেহ কোন লোককে দাসস্বরূপে দেশান্তর হইতে আনয়ন কিম্বা দেশান্তরে প্রেরণ করে, কি স্থানান্তর করে, কি ক্রয় কি বিক্রয় কি হস্তান্তর করে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসস্বরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, কি গ্রহণ করে, কি রাখে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—মির্জ্জা সেকন্দর বক্সের মোকদ্দমায় এ ধারার লিখিত "দাস" শব্দের অর্থ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। একজন পুরাতন ভৃত্য কোন অপহৃত বালিকাকে তাহার প্রভুর বাটীতে আনিয়া প্রভুপত্নীর নিকট বিক্রয় করে। অপহৃত বালিকা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। সে ভরণপোষণ পাইত, বেতন পাইত না, বাটী ছাড়িয়া বাহিরে যাইতেও পারিত না। চারি বৎসর পরে সে পলাইয়া যায়। উপরোক্ত প্রভু এই ধারামতে দণ্ডিত হয়। আপিলে হাইকোর্টের সম্মুখে আসামীর পক্ষ হইতে এই আপত্তি উঠে, কার্য্যের স্বাধীনতা হরণ করিলেই দাস করা হইল না, তাহার জীবন, শ্রম ও সম্পত্তির ব্যবহার সম্বন্ধেও স্ব স্ব প্রভুর অধিকার প্রদর্শন আবশ্যক। হাইকোর্ট বলেন, এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ দাসত্বের বোধক। কিন্তু দাসত্বাবস্থা বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি অন্য লোকের দৈহিক স্বাধীনতার অবরোধ করে, কিম্বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তদীয় পরিশ্রমের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তি তাহাকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করে—বলিতে হইবে। পিতামাতা, তত্ত্বাবধারক বা শ্রেণীরক্ষক যদিও তাহাদের রক্ষণাধীন ব্যক্তির উপর ঐরূপ ব্যবহার করে, তথাপি আইনের অনুমোদিত বলিয়া তাহাদের ঐরূপ ব্যবহার "দাসত্ব" শব্দে অভিহিত হইতে পারে না। এই মোকদ্দমায় সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হয় যে আসামী ঐ বালিকার উপর উক্তরূপ ব্যবহার করি-

বার অধিকার দেখাইয়াছে। এবং বালিকা দাসরূপে তাহার বাটীতে অবরুদ্ধ ছিল। সুতরাং আসামী এই ধারামতে দণ্ডনীয়। আসামীর পক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি উঠে যে আসামীর স্ত্রী (আসামী স্বয়ং নহে) বালিকাকে গ্রহণ করে; সুতরাং আসামী দোষী হইতে পারে না। হাইকোর্ট বলেন, ইহা সত্য; কিন্তু যখন তৎপরে কয়েক বৎসর ধরিয়া আসামীর বাটীতে বালিকাটি অবরুদ্ধ ছিল, তখন গৃহস্বামী, যিনি বালিকার শ্রমের ফলভোগ করিয়াছেন, তিনি তাহার অবরোধের জন্য অবশ্যই দায়ী। ৩ উ. প. রি., ১৪৭। ১৮৮০ সালে একটি মোকদ্দমায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ এই মতটি গ্রহণ করেন নাই। উঁহারা বলেন "দাসত্ব" শব্দে জীবন, শ্রম ও সম্পত্তির উপর প্রভুর সমস্ত অধিকার থাকা বুঝিতে হইবে। এরূপ অধিকার না থাকিলে এ ধারা খাটে না। ২ ই. ল. রি., এলা., ৭২৩। ইহার সহিত ৭ ই. ল. রি., মা., ২৭৯ দেখ। অনেক মুসলমানের বাটীতে বাঁদি থাকে। অনেকে তাহাদের উপর নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকে। একজন মুসলমান প্রলোভন দেখাইয়া একটি স্ত্রীলোককে কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়া বাখরগঞ্জে আপন বাটীতে বাঁদি করিয়া রাখে। তথায় তাহার ইচ্ছার-বিরুদ্ধে যথেচ্ছ পরিশ্রম করায় ও তাহাকে তথা হইতে আসিতে দেয় নাই। এস্থলে মুসলমানের কার্য্য এই ধারার মধ্যে আসিতেছে বলা যাইবে। ১৬ উ. রি., ৭৬।

৩৭১ ধারা।—যদি কেহ দাসদিগকে নিয়ত (habitually) দেশান্তর হইতে আনয়ন কি দেশান্তরে প্রেরণ করে, কি স্থানান্তর করে, কি ক্রয় কি বিক্রয় করে, কি দাসের বাণিজ্যব্যবসায় করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"নিয়ত" শব্দটি এ ধারার ভিত্তিস্বরূপ। ৪১৩ ধারার টীকা দেখ।

৩৭২ ধারা।—ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ব্যভিচারাদি (prostitution) কার্য্যার্থ, কিম্বা কোন বে-আইনী (unlawful) মতের কি নীতিবিরুদ্ধ (immoral) কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার কি ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি তদ্রূপ কোনকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে কি ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কেহ তদ্রূপ অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে বিক্রয় করে, কি পণ গ্রহণপূর্ব্বক সাময়িক ব্যবহারার্থ দেয়, কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করে (otherwise disposes of), তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"হস্তান্তর" করণ কাহাকে বলে? প্রমাণে দেখা যায় ক এক ছড়া হার ও ২৫ টাকা লইয়া খ নামক একজন নর্ত্তকীকে আপনার দুটি বালিকা কন্যা সমর্পণ করে; খ তাহাদিগকেও নর্ত্তকী করিল। এই বালিকাদ্বয় বেশ্যারূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এস্থলে ক এই ধারা-মতে ও খ ৩৭৩ ধারামতে অপরাধী হয়। ৫ মা. রি., ৪১৫। আরও, ক, খ নামক একটি পোষ্য বালিকাকে দেবমন্দিরের কার্য্য করিবার জন্য সমর্পণ করে। ঐরূপে দেবমন্দিরে সমর্পিত বালিকাগণ সকলেই বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে, ক'ও তাহা জানিত। এস্থলে আসামীর

পক্ষে এই আপত্তি উঠে যে এই ধারাতে যে "প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা" কথাগুলি আছে তদ্দ্বারা কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া বুঝায়। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় এই বালিকাটি কোন তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হয় নাই, কেবল দেবমন্দিরের সেবার্থে সমর্পিত হইয়াছিল। ক খ'কে একবারে পরিত্যাগ করে নাই, পরন্তু খ'র উপর তাহার অধিকার ছিল। হাইকোর্ট বলেন, ক'কে এই ধারামতে দণ্ডিত করা যাইবে; কারণ, দেবমন্দিরে সমর্পন করিবার সময় সে জানিত যে খ সম্ভবতঃ বেশ্যাবৃত্তি করিতে প্রবর্ত্তিত হইবে। বর্ত্তমান অধিকার একবারে ছাড়িয়া না দিলেও কেবল সমর্পণই (dedicationই) যথেষ্ট। ৬ বো. রি., ৬১। ইহার সহিত ১ ই. অ. রি., মা., ১৬৪; ১৫, ঐ., ঐ., ৪১, ৭৫, ৩২৩; ১৬ ঐ., বো., ৭৪৩ দেখ। ১৫ ই. অ. রি., মা., ৭৫ নজিরটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। আসামী নিজের নাবালিকা কন্যাকে একটি দেবতার সহিত বিবাহ দিয়া বাসিভি (Basivi) করে। প্রমাণে দেখা যায় যে ঐরূপ বিবাহিতা কন্যারা কোন ব্যক্তির সহিত আর বিবাহ করিতে পারে না, তাহারা বেশ্যার ন্যায় অপর পুরুষের সহিত সহবাস করিয়া থাকে, ও তাহাদের ছেলেরা তাহাদের পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। আসামী আপন কন্যাকে ঐরূপ বিবাহ দিয়া নিজের বাটীতে রাখে। *এস্থলে যদিও কন্যাটি তাহার হাত ছাড়া হয় নাই, তথাপি আসামীর কার্য্যটি "otherwise disposes of" শব্দের অন্তর্গত হইতেছে* ও সে এ ধারার অপরাধে অপরাধী। সুতরাং ঐ শব্দগুলিতে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ বুঝাইতেছে না, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আর একটি উদাহরণ। খ একজন বিবাহিতা বালিকা, তাহার স্বামীর সহিত না থাকিয়া পিতামহীর নিকট বাস করিত। সেই অবস্থায় দুই জন হিন্দুর সহিত তাহার প্রসক্তি হয়। তাহারা খ'কে বেশ্যা হইবার জন্য তাহাকে ও তাহার পিতামহীকে প্রবৃত্তি দেয়। তদনুসারে খ ও তাহার পিতামহী একজন বেশ্যার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া থাকে। উক্ত বেশ্যা খ'র উপার্জ্জিত টাকা লইয়া তাহাকে ও তাহার পিতামহীকে ভরণপোষণ করিত। জজ জ্যাকসন সাহেব বলেন যে এস্থলে পিতামহী খ'র উপর আপনার স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছে এরূপ বলা যায় না। খ উক্ত দুই জন হিন্দুর প্রার্থনায় স্বাধীনভাবে আপনার ইচ্ছাক্রমে কাজ করিয়াছিল; সে উক্ত পুরুষদ্বয়ের অভীষ্টসিদ্ধির সুবিধার জন্য, তৎপরে আপনার উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বীয় ইচ্ছাক্রমে নিজের বাটী পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাগৃহে গিয়াছিল। পিতামহীর কার্য্য ঘৃণনীয় হইলেও সে এই ধারামতে দণ্ডনীয় নহে। আর এই কারণে বেশ্যাও ৩৭৩ ধারামতে দণ্ড পাইতে পারে না। কিন্তু জজ গ্লোভার সাহেব বলেন, এই ধারায় লিখিত যে "প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা" কথাগুলি আছে, এই ঘটনা তাহার ভিতর পড়িতেছে। এখানে পিতামহী খ'কে বেশ্যাবৃত্তি করাইবার জন্যই স্বীয় বাটী ত্যাগ করিয়া বেশ্যার গৃহে গিয়া বাস করে এবং সেখানে তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে দেয়। তাহারই কার্য্যের দ্বারা খ বেশ্যাগৃহে গিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। সুতরাং পিতামহীকে এই ধারামতে দণ্ডিত করা যাইবে। ১৪ ঈ. রি., ৩৯। এই মোকদ্দমায় বালিকা নাবালক ছিল। সুতরাং তাহার সম্মতি কোন কার্য্যকর নহে। সম্মতি সম্বন্ধে ৩৭৩ ধারার টীকা দেখ। পিতামহীই প্রকৃতপক্ষে তাহার রক্ষক। রক্ষকদিগের অনুচিত ব্যবহার হইতে নাবালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই এই ধারার সৃষ্টি। ইহার সহিত ৩৭৩ ধারার টীকা দেখ। আর একটি কথাও এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে কর, ক একজন বাড়িওয়ালী, সে খ নামক একটি নাবালিকাকে কোন প্রকারে পাইয়া বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করে, পরে ক খ'কে অপর একটি বাড়িওয়ালী গ'র হস্তে সমর্পণ করে ও গ'ও খ'কে বেশ্যাবৃত্তি করাইবার জন্য গ্রহণ করে ও বেশ্যারূপে আপন বাটীতে রাখে। এস্থলে ক এ ধারামত ও গ

৩৭৩ ধারামত দায়ী হইবে কি না? ধারাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় উহারা অবশ্য দায়ী। উপরে যে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিও এই মতের পোষক। তবে ৫ মা. রি., ৪৭৩ নজিরে জজ হলওয়ে সাহেবের মতটি ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, একবার বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলে পর সে বালিকার সম্বন্ধে এ ধারা বর্ত্তিবে না।

ব্যভিচারাদিকার্য্যার্থ—এর অর্থ সম্বন্ধে ৩৭৩ ধারার টীকা দেখ। ৩৭২ ও ৩৭৩ উভয় ধারাতেই ষোল বৎসর বয়সের ভিতর নাবালক বা নাবালিকাকে ব্যভিচারাদি কার্য্যে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। ষোল বৎসর বয়সে বা তাহার পর হইলে এ ধারাগুলি খাটিবে না। আসামী দুটি নাবালক বালিকাকে ক্রয় করিয়া বিদেশে লইয়া যায়। সেখানে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ জাতীয় বলিয়া তদনুসারে বিবাহ দেয়। বর যদি তাহাদের প্রকৃত জাতি জানিত, তাহা হইলে কখনই বিবাহ করিত না। এস্থলে আইনবিরুদ্ধ অবৈধ অভিপ্রায় ছিল না বলিয়া আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রতারণা অপরাধে তাহার দণ্ড হইবে। ৭ উ. রি., ৫৫; ২ ই. ল. রি., এলা., ৬৯৪।

বিচার—যেখানে হস্তান্তরকরণ কার্য্যটি কৃত হয়, তত্রস্থ আদালতে এ ধারার অভিযোগ ও বিচার চলিবে। ২৪ ই. ল. রি., বো., ২৮৭।

৩৭৩ ধারা।—ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ব্যভিচারাদি কর্ম্মে কিম্বা বে-আইনীমতের ও নীতিবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মে নিয়োজিত কি ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা তদ্রূপ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে কি ব্যবহার হইতে পারিবে জানিয়া, যদি কেহ তদ্রূপ অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিকে ক্রয় করে, কি পণ দিয়া সাময়িক ব্যবহারার্থ লয়, কিম্বা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—আসামী দৌলতবিবি নামে একাদশবর্ষীয়া একটি বালিকাকে পথে দেখিতে পাইয়া তাহাকে একটি পয়সা দিব এই প্রলোভন দেখাইয়া নিকটবর্ত্তী একখানি শূন্যগৃহে তাহাকে লইয়া যায়। সেখানে তাহার সহিত সংসর্গ করিবার সময়ে ধরা পড়ে। প্রমাণে প্রকাশ পায় যে বালিকার তখনও ঋতু হয় নাই এবং তৎপূর্ব্বে সে কখন পুরুষসংসর্গও করে নাই। আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হয়। হাইকোর্টে (৫ মা. রি., ৪৭৩) এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন উঠে।

প্রথম প্রশ্ন—"ক্রয়, ভাড়া লওয়া, বা অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া" কি কেবল তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতেই হইবে, অথবা নাবালকের নিকটও হইতে পারে? এই প্রশ্নে জজদিগের মত বিভিন্ন হইয়া যায়, প্রধান বিচারপতি স্কট্‌লণ্ড সাহেব বলেন তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত কেবল নাবালকের নিজের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিলেও এই ধারা খাটিবে। আর ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কুকর্ম্ম করিলে তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে ঐ কাজ করিলে যে অপরাধ হইত তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে অপরাধ হইবে না। জজ হলওয়ে বলেন, "ক্রয়, ভাড়া লওয়া" প্রভৃতিতে তিন সামগ্রীর প্রয়োজন। ১ম, যে ক্রয় করিবে ও ভাড়া লইবে; ২য়, যাহাকে ক্রয় করিবে বা ভাড়া লইবে। ৩য়, যাহার নিকট ক্রয় করিবে বা ভাড়া লইবে। এস্থলে নাবালক দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সুতরাং এই ধারার অপরাধ করিতে

গেলে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তির প্রয়োজন। ৩৭২ ধারায় যাহার নিকট ক্রয় করিবে বা যে ভাড়া দিবে সেই লক্ষিত হইয়াছে। ৩৭৩ ধারার লক্ষ্য যে ক্রয় করিবে বা ভাড়া লইবে। ৩৬১ হইতে ৩৬৯ পর্য্যন্ত কয়েকটি ধারা নাবালকের উপর তাহার রক্ষকদিগের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ৩৭২ ধারা নাবালককে রক্ষকদিগের কার্য্য হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় যদি আসামীকে ষ্টুলণ্ড সাহেবের মতানুসারে ৩৭৩ ধারা-মতে দণ্ডিত করা যায়, তবে নাবালক দৌলত বিবি ৩৭২ ধারামতে দণ্ডনীয়। ইহার সহিত ৩৭২ ধারায় ১৪ উ. রি., ৩৯ পৃষ্ঠায় যে নজির উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু ৬ বো. রি, ৬১ ও ১৫ ই. ল. রি., মা., ৭৫ নজির গুলি দেখিলে এ মতটির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ঐ দুই নজির দেখিলে প্রতীত হয় যে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে না দিলেও "dispose" করা হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—"প্রকারান্তরে প্রাপ্ত" শব্দের অর্থ কি? প্রধান বিচারপতি ষ্টুলণ্ড বলেন যে এই ধারামতে অপরাধ প্রমাণিত করিতে হইলে ইহা দেখাইতে হইবে যে উভয় পক্ষের মধ্যে এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে যে পক্ষের নিকট নাবালকটি থাকিবে, তাহার নিকট কিছুকাল নাবালক এরূপ সম্পূর্ণ অধীনে থাকিবে যাহাতে এই ধারার লিখিত কোন অভি-প্রায় সাধিত হইতে পারে। জজ ইন্নিস বলেন যে হস্তান্তর করা যাইতে পারে এরূপে যদি কেহ কোন নাবালককে আপনার অধীনে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। সুতরাং কেবল সহবাসের সময়ে কোন ব্যক্তি কোন বালিকাকে যে নিজের অধীনে প্রাপ্ত হয়, সেরূপ প্রাপ্তি এ ধারার উদ্দেশ্য নহে। এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। ইহার সহিত ৩৭২ ধারার "প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা" কথার যে টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করা আবশ্যক। আর একটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতেই যে প্রাপ্ত হইতে হইবে এমন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি ষ্টুলণ্ডের মতটি জজ হলওয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু মসম্মত সুন্দরের মোকদ্দমায় (১ এলাহাবাদ, ল. জরন্যাল, ১৯০) এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রূপে নিষ্পত্তি করিয়া-ছেন, তাহা দেখিলে মনে হয় যে তাঁহারা উক্ত প্রধান বিচারপতির মতটির স্বপক্ষ। অবস্থা এই। ১৮৯৬ সালে বালিকাটি তাহার মার সঙ্গে মথুরায় আইসে, তার পর তাহার মা মরিয়া যায় ও সে তাহার ছোট ভগ্নী ও ভাই ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে। এরূপ অবস্থায় বালিকাটিকে একটি বেশ্যার বাটীতে লইয়া গেলে, ঐ বেশ্যা ও বেশ্যার ভাই তাহাকে বলে যে সে তাহাদের ওখানে থাকিলে তাহারা উহাকে খাইতে পরিতে দিবে। সে থাকিল। ৪ দিন বাদে তাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেইখানে থাকিবে এতদর্থে মাজিষ্ট্রেটের সম্মতি পাইবার জন্য দরখাস্ত করিলে সমস্ত অবস্থা প্রকাশ পায়। বালিকাটির বয়স তখন ১৩ বৎসর। এস্থলে হাই-কোর্ট বলেন, ঐ বেশ্যা ও তাহার ভাই ৩৭৩ ধারামতে অপরাধী হইয়াছে।

তৃতীয় প্রশ্ন—"ব্যভিচারাদি কার্য্যার্থে কিম্বা বে-আইনমতের কি নীতিবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায়ে"—এই কথার অর্থ কি? প্রধান বিচারপতি ষ্টুলণ্ড বলেন যে আসামীর কর্ম্ম আইনবিরুদ্ধ নহে। ঐ কার্য্য কোন আইনে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা তাহার জ্ঞানাতীত। ঐ কার্য্যের নিমিত্ত আসামীর নামে দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ করা যাইতে পারে কি না, তাহার নিশ্চয় নাই। ধরিতে গেলে অন্যের সহিত সহবাস ও বেশ্যাবৃত্তি একই বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু এই ধারামতে আসামীকে দণ্ডিত

করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক প্রমাণের প্রয়োজন। লোকের সহিত অবিচারিতরূপে (অর্থাৎ যাহার তাহার সহিত) সহবাসের নিমিত্ত স্বীয় শরীর অর্পণ করাই বেশ্যাবৃত্তি বলিয়া সাধারণতঃ গ্রাহ্য হইয়া থাকে। এ ধারাতেও ঐরূপ অর্থ করিতে হইবে। ধারার লিখিত "নিয়োজিত কি ব্যবহার" কথাটি বেশ্যারূপে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এরূপ অর্থ না করিলে, যদিও এ কর্ম্ম দূষিত, তথাপি যে কোন ব্যক্তি ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কোন বালিকার সহিত সহবাস করিলেই তাহাকে দণ্ডিত করিতে হয়; এমন কি ঐ বালিকা সহবাসকালে সম্মতি দিলে, অথবা আসামী কর্ত্তৃক উপপত্নীভাবে রক্ষিত হইলে এবং আসামীর সহিত সহবাসের পূর্ব্বেও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিলেও, আসামীর অব্যাহতি নাই। এরূপ অবস্থায় সকলের উপরই দণ্ডবিধান করা আইনের উদ্দেশ্য নহে। বালিকাদিগকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করিবার ব্যবসায় নিবারণ করাই এই ধারার অভিপ্রেত। জজ ইন্নিস সাহেব এই মতের পোষকতা করিয়া বলেন যে কেবল একবার সহবাসের জন্য নাবালককে ক্রয় করিয়া, কিম্বা পণ দিয়া সাময়িক ব্যবহারে লইলে, কিম্বা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে আসামীর উপর এই ধারা খাটিবে না। এ সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায় না। তবে জজ হুলওয়ে বলেন, যে সব নব বালিকা পূর্ব্বে বেশ্যাবৃত্তি করে নাই, যাহাদের ঐরূপ কোন দোষ নাই (innocent), তাহাদিগকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োযিত করিবার অভিপ্রায় থাকিলেই এধারা বর্ত্তিবে। কিন্তু ধারায় এরূপ কোন কথার উল্লেখ নাই। সুতরাং বালিকার পূর্ব্ব চরিত্র কি রূপ, ইহা এ ধারা বা ৩৭২ ধারার অপরাধের একটি উপাদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ৩৭২ ধারার টীকা দেখ।

উল্লিখিত দৌলতবিবির মোকদ্দমায় প্রথমতঃ আসামী বালিকাকে তাহার নিজের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াই প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাহার সহিত একবার সংসর্গ করাই আসামীর অভিপ্রেত ছিল, তাহাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা তাহার অভিপ্রায় ছিল না। তৃতীয়তঃ, বালিকাকে হস্তান্তর করিতে পারে—এরূপে তাহাকে স্বীয় অধীনে প্রাপ্ত হয় নাই, কেবলমাত্র নিজে একবার সহবাস করিবার জন্যই স্বীয় অধিকারে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, অর্থাৎ ২য়. ও ৩য়. কারণবশতঃ হাইকোর্ট আসামীকে অব্যাহতি দেন। ৫ মা. রি., ৪৭৬। কলিকাতা হাইকোর্টও সুখী রাঁড়ের মোদ্দমায় উপরোক্ত দুইটি কারণবশতঃ আসামীকে খালাস দেন। ২১ ই. ল. রি., কলি., ৯৭। কিন্তু মাকফার্সন ও মরগান সাহেব বলেন যে নিজের কামপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য নাবালককে প্রাপ্ত হইলেও তাহার উপর এই ধারা খাটিবে।

অভিপ্রায়—এ সম্বন্ধে ১১ ই. ল. রি., মা., ৩৯৩; ১২ ঐ., ঐ., ২৭৬; ১৬ ঐ, বো., ৭৪২; ২৩ ঐ., মা., ১৫৯ দেখ। অভিপ্রায় অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। মনে কর, ক এক বাড়ীওয়ালী। সে ছোট ছোট বালিকা ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বয়স হইলে বেশ্যা করিয়া ফেলে। ক খ নামক একটি ১ বৎসর বয়স্কা বালিকা ক্রয় করিল। ক প্রথমতঃ বলে যে খ বড় হইলে উহাকে বেশ্যা করিবার অভিপ্রায়ে ক্রয় করিয়াছে। পরে ক এ কথা অস্বীকার করে। হাইকোর্ট বলেন, প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১০৬ ধারামতে ক'র অপর কোন অভিপ্রায় ছিল ইহা দেখাইবার ভার ক'র উপর। যদি সে না দেখায়, তাহা হইলে ক একজন বাড়ীওয়ালী, সে খ'কে লইবার অগ্রে ঐরূপ বালিকা লইয়া কুকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে এ সমস্ত অবস্থা হইতে ক'র ধারার লিখিত অভিপ্রায় থাকা ধরিয়া তাহাকে দোষী করা যাইতে পারে। ২২ ই. ল. রি., কলি. ১৬৪। এই মোকদ্দমায় আর একটি তর্ক উঠে। খ'র বয়ঃক্রম ১ বৎসর থাকায়, সে যে কতকাল পরে বেশ্যা বৃত্তি করিতে সক্ষম হইবে তাহা ঠিক নাই।

এরূপ স্থলে ক'কে এ ধারামতে দায়ী করা যাইতে পারে না। কিন্তু হাইকোর্ট বলেন, এরূপ তর্ক কার্য্যকর নহে। খ অত্যন্ত ছোট, অনেক সময় এমন কি ১০।১১ বৎসর না গেলে সে ব্যভিচার কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না সত্য; কিন্তু যদি অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রতীত হয় যে ক খ'কে কোন সময়ে, অর্থাৎ খ'র বয়স হইলে তাহাকে ঐরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিবে, তাহা হইলে সম্প্রতি বালিকাটি ছোট বলিয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে অক্ষম বিধায় ঐরূপ কার্য্যে ক তাহাকে নিয়োজিত করে নাই বলিয়া ক অব্যাহতি পাইতে পারে না। ২২ ই. ল. রি., কলি., ১৬৪। এমন কি পরিণামে যদি খ বেশ্যাবৃত্তি না করে, তাহা হইলেও ক অব্যাহতি পাইবে না। ধারার লিখিত "অভিপ্রায়ে" বা "জ্ঞানমতে" ক বালিকাটিকে ক্রয়াদি করিয়া থাকিলেই সে এ ধারামতে দায়ী হইবে। আরও ১৮ ই. ল. রি., এলা., ২৪ দেখ।

সম্মতি—যেমন ৩৬১ বা ৪৯৮ ধারায় অপহৃত বা প্রলোভিত ব্যক্তির সম্মতি আছে কি না দেখিবার আবশ্যক নাই, ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় নাবালকের সম্মতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই আইনের যে যে ধারায় "সম্মতি"র উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে "সম্মতি"টি কার্য্যকর কি না তাহা স্থির করিবার জন্য ৯০ ধারায় বিধান দেখিতে হইবে।

৩৭৪ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বে-আইনী-মতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করায়, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ— (১) "বলপূর্ব্বক"—দৈহিক বলপ্রয়োগ না করিয়া প্রলোভন, যুক্তি প্রভৃতি মানসিক বলপ্রয়োগ করিলে এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। অল্প পরিমাণে দৈহিক বলপ্রয়োগ করিয়া (অর্থাৎ অঙ্গ প্রহারাদি দ্বারা) কোন বালক, ছাত্র বা তাইদলবিশকে তাহার পিতা বা শিক্ষক কার্য্য করিতে বাধ্য করিলেও এই ধারার অপরাধ হইবে না। ন্যূনকল্পে এত পরিমাণে বলপ্রয়োগ আবশ্যক যে ঐরূপ বলপ্রয়োগপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি করিলে সে চুক্তি কার্য্যকর হইবে না। ইংরাজীতে যাহাকে duress বলে, সেইরূপ বলপ্রয়োগ না হইলে এই ধারা খাটিবে না। মনে কর, খ ক'র নিকট কার্য্য করিতে স্বীকার করে। এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে খ ক'র বাটীতে থাকিবে ও ক তাহাকে খাইতে পরিতে দিবে। তদনুসারে খ ক'র বাটীতে আইসে, ও কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। এরূপ অবস্থায় যদি ক খ'কে কাজ করাইবার জন্য পীড়াপিড়ি করে, তাহা হইলে ক এধারা মত অপরাধী হইবে না। তবে মারপীট করিলে ক ৩৫২ ধারামতে দায়ী হইবে। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ৫৭২। (২) "পরিশ্রম" শব্দের অর্থ এই আইনে করা হয় নাই। পরিশ্রম শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার। ৪৪ ধারায় হানি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে। তাহাতে মানসিক কষ্টও যে আইনের অভিপ্রেত, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষনে জিজ্ঞাস্য যে পরিশ্রম শব্দে মানসিক পরিশ্রম বুঝাইবে কি না? মেন সাহেব বলেন যে শারীরিক পরিশ্রম লক্ষ্য করিয়াই আইনকর্ত্তৃগণ এখানে "পরিশ্রম" শব্দের উক্তি করিয়াছেন।

বলাৎকারের কথা।

৩৭৫ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত বর্ণিত স্থল ভিন্ন নিম্নের

লিখিত পাঁচ অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ করে, তবে সে বলাৎকার করে বলা যায়।—অর্থাৎ,

প্রথম। স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাতে ;

দ্বিতীয়। স্ত্রীলোকের বিনা সম্মতিতে ;

তৃতীয়। স্ত্রীলোককে বধ করিবার কি পীড়া দিবার ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহার সম্মতি পাইলেও ;

চতুর্থ। কোন ব্যক্তি যদি জানে যে সে ঐ স্ত্রীর স্বামী নহে, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক তাহাকে চিনিতে না পারিয়া যাহার সঙ্গে আইনসিদ্ধমতে বিবাহ হইয়াছে ঐ ব্যক্তিকে সেই স্বামী বোধ করিয়া সম্মতা হয়, তবে স্ত্রীলোকের সম্মতি হইলেও ;

পঞ্চম। স্ত্রীলোকের যদি দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স হয়, তবে তাহার সম্মতি হইলে কি না হইলেও ঐ স্ত্রীসংসর্গ বলাৎকার হয়।

অর্থের কথা। যে সংসর্গতে বলাৎকার অপরাধ হয় তাহা পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই হয়।

বর্জ্জিত কথা। স্ত্রীলোকের বয়স দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন না হইলে, তাহার সঙ্গে স্বীয় স্বামীর যে সংসর্গ তাহা বলাৎকার নহে।

অর্থ—"স্ত্রীলোকের সম্মতির বিরুদ্ধে বা অসম্মতিতে স্ত্রীসংসর্গ কৃত হইলেই তাহা বলাৎকার হইবে। সুতরাং যখন কোন স্ত্রীলোক সম্মতি দিবার অনুপযুক্ত বা অসমর্থ, অর্থাৎ সে অচেতনকর মাদক দ্রব্যের গুণবশবর্ত্তিনী হয়, অথবা যদি সে বিকৃতমনা, কিম্বা অপরাধের স্বরূপ-বোধে অসমর্থ দুর্ব্বলমনা হয়, তবে তাহার সম্মতিতে আসামীর দোষক্ষালন হইবে না। প্রতারণা বা ভয় প্রদর্শন বা অবস্থানুসারে বাধা দেওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে যদি অসম্ভব হয়, তদ্রূপ অবস্থায় সম্মতি প্রদত্ত হইলে আসামীর উপকারক হইবে না। প্রথমে স্ত্রীলোকটি সম্মত হইয়া তাহার পর যদি অসম্মত হয় এবং সেই অসম্মতির অবস্থায় সংসর্গের পর যদি শেষে সম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলেও আসামী অব্যাহতি পাইবে না। স্ত্রীলোক সংসর্গ সময়ে বাধা না দিলেই যে তাহার সম্মতি ছিল, একথা ধরিয়া লওয়া যায় না ; অবস্থা দেখিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। ১ ঈ. রি., ২১। ইংলণ্ডে একটি মোকদ্দমায় দেখা যায় যে একজন ডাক্তার চিকিৎসা করিতে গিয়া ১৪ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকাকে বলে যে তাহার সহিত সংসর্গ করিলে রোগের উপশম হইবে। বালিকা সরলভাবে ঐ কথা বিশ্বাস করিয়া বাধা দিল না। এস্থলে তাহার সম্মতি প্রতারণাপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আসামী দণ্ডিত হয়। ৪ কক্স, ২২৩। আর একটি মোকদ্দমায় এক ব্যক্তি কোন বালিকাকে তাহার সহিত সংসর্গ করিবার প্রস্তাব করে। বালিকা অসম্মত হয়, তখন বালিকার কামোদ্দীপন করিবার মানসে ঐ ব্যক্তি তাহাকে মাদকদ্রব্য সেবন করায়। তজ্জনিত মানসিক বিকৃতির সময়ে তাহার উপর বলাৎকার করে। আসামী দণ্ড পায়। কারণ, মত্তাবস্থায় প্রদত্ত সম্মতি কার্য্যকর নহে। অন্য একটি মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির স্ত্রী নিদ্রিতাবস্থায় আসামী তাহার উপর বলাৎকার করে। বিলাতে আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হইল না।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় আইনমতে সে দণ্ডনীয়, কারণ স্ত্রীলোকের বিনা সম্মতিতে আসামী তাহার সহিত সংসর্গ করিয়াছে, ধরিতে হইবে। ৮ কল্ম., ২২৩। ইহার সহিত ৯০ ও ৪৯৩ ধারার টীকা দেখ।

যদি পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট না হইয়া থাকে, কিন্তু প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ আসামী কুকার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আপন অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য বিশেষ-রূপে চেষ্টা করিয়াছিল প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আসামীকে ৫১১ ধারামত বলাৎকার করিবার উদ্যোগী বলিয়া দায়ী করা হইবে। এতদূর না যাইয়া যদি কেবল টানাটানি করিয়া থাকে, তাহা হইলে ৩৫৪ ধারার অপরাধ কৃত হইল ধরিতে হইবে। ৫ ই. ল. রি., বো., ৪০৩।

পূর্ব্বে এই ধারার ৪র্থ. ক্লজে ও বর্জ্জিত কথায় "দশ বৎসর" লিখিত ছিল। সম্প্রতি আইন দ্বারা ঐ সীমা পরিবর্ত্তন করিয়া "দ্বাদশ বৎসর" স্থির করা হইয়াছে।

প্রমাণ—অধিকাংশ মোকদ্দমায় বলাৎকারের সাক্ষাৎ প্রমাণ কেবল সংস্পৃষ্ট স্ত্রীলোকটি দিতে পারে। উক্ত স্ত্রীলোকের জবানবন্দি সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, সচরাচর এরূপ ঘটনা হয় যে স্ত্রীলোক প্রথমে সম্মত হইয়া ভিন্ন পুরুষ সংসর্গে প্রবৃত্ত হয়; পরে ধরা পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে অসম্মতির ভান করে। সুতরাং স্ত্রীলোকের জবানবন্দির পোষকতার অবস্থাঘটিত প্রমাণ লওয়া আবশ্যক। পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না তৎসম্বন্ধে ডাক্তারের সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক। কারণ স্ত্রী-অঙ্গ ও পুরুষাঙ্গের অবস্থা দেখিয়া সংসর্গ হইয়াছে কি না ডাক্তার অনায়াসে বলিতে পারেন। সুতরাং বলাৎকারের কার্য্য ধৃত হইলেই প্রথমে উভয় পক্ষকে ডাক্তারের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্ত্রীলোকের সম্মতি ছিল কি না, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে অবস্থা দেখা আবশ্যক। সংস্পৃষ্ট স্ত্রীলোকের চরিত্র, আসামীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতার পরিমাণ, কোন্ স্থলে অপরাধ কৃত হয়, তথায় বা তাহার কত দূরে লোক যাতায়াত করিতেছিল, স্ত্রীলোকের চীৎকার বা আর্ত্তনাদ, বলাৎকারের অব্যবহিত পরে তাহার আকার প্রকার—এই সমস্ত বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক মীমাংসা করা আবশ্যক। সংস্পৃষ্ট স্ত্রীলোক বেশ্যা কি না, এবং অপরাধের পূর্ব্বে আসামীর সহিত তাহার কখন সংসর্গ হইয়াছিল কি না—এই সকল বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, এতদ্দ্বারা সম্মতি সম্বন্ধে বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বেশ্যা হইলেই যে তাহার উপর বলাৎকার হইতে পারে না, এমন নহে। যদি তাহার অসম্মতিতে বা অনিচ্ছায় সংসর্গ করা হয়, তাহা হইলে সংস্পৃষ্ট স্ত্রী আসামীর রক্ষিতা বেশ্যা হইলেও বলাৎকার হইবে। যদি কোন বেশ্যা একদিন সম্মত হইয়া আসামীর সহিত সংসর্গ করে, এবং পরদিন আসামী আসিলে সংসর্গ করিতে অসম্মত হয়, তবে ঐ অসম্মতির উপর তাহার সহিত সংসর্গ করিলে বলাৎকার হইবে। তবে স্ত্রীলোকের অসতীত্ব বা বেশ্যাবৃত্তি তাহার সম্মতির কিয়ৎ পরিমাণে সাময়িক প্রমাণ হইতে পারে। এই কারণে সংস্পৃষ্ট স্ত্রী অসতীত্ব নিবন্ধন তাহার স্বামী কর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হইয়াছে কি না, এরূপ প্রশ্নও উত্থাপিত করিতে পারা যায়। ১ আ. রি., ১৮৫১ খ্রীঃ, অঃ, ২৮৬; ২ আ. রি., ৩৯; ২৮০।

প্রমাণ সম্বন্ধে বিলাতের আইন ও অন্যস্থ আইনে একটু প্রভেদ আছে। বিলাতে বলাৎকারের অব্যবহিত পরে নালিশ করিলেই সেই অভিযোগপত্রের বিবরণ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না, তাহার অভিযোগ করাই প্রমাণস্বরূপে জ্ঞান করিতে হইবে। এদেশে অভিযোগ কার্য্য, অভিযোগপত্রের বিবরণ এবং যে যে অবস্থায় অভিযোগ করা হইবে, সমস্তই প্রমাণস্বরূপে

গ্রাহ্য। কিন্তু যদি নালিশ না করিয়া স্ত্রীলোকটি বলে যে অমুক তাহার উপর বলাৎকার করিয়াছে, তবে সে কথা ফরিয়াদীর কার্য্য (conduct) স্বরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় হইবে না; কেবল পোষকপ্রমাণ বা মুমূর্ষ-উক্তি স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৮, ৩২, ১৫৪, ১৫৭ ধাঃ দেখ। ১ আ. রি., ১৮৩১ খ্রীঃ, অঃ., ৩৫; ২ আ. রি., ৪১১; আ. রি., ১৮২৯ খ্রীঃ., ২১৫; ১ আ. রি., ৫২১। কোন কোন স্থলে আসামীর শারীরিক অসামর্থ্য তাহার অব্যাহতির কারণ হইতে পারে। বিলাতে ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক বলাৎকার করিতে অসমর্থ বলিয়া ধরা হয়। ভারতবর্ষে ঐরূপ ধরা যায় না। তবে বালক যদি ৭ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হয়, তাহার কর্ত্তৃক কোন অপরাধই কৃত হইতে পারে না। আসামীর শারীরিক অসামর্থ্য প্রমাণ করিতে হইবে। নুরবাইয়ের মোকদ্দমায় ১০ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে সেসন আদালত বলাৎকার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত করেন। কিন্তু আপিল আদালত বালককে বলাৎকার কার্য্যে অসমর্থ স্থির করিয়া ঐ অপরাধের উদ্যোগ করিয়াছে বলিয়া ৫১১ ধারামতে তাহাকে অপরাধী স্থির করেন। ১ আ. রি., ৮৭। আর্চিবলড সাহেব বলেন যে যদিও ১০ বৎসরের অধিকবয়স্কা স্ত্রীর উপর স্বামীর বলাৎকার হইতে পারে না, কিম্বা অতি তরুণ বয়স্ক বালক বলাৎকার করিতে অসমর্থ, তথাপি অন্য কর্ত্তৃক বলাৎকার কার্য্যের সহায়তাকারী বলিয়া তাহাদিগকে দোষী স্বরূপে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ৩৫৪ ধারার টীকা দেখ।

বিচার ও তদন্ত—স্ত্রীর উপর স্বামী বলাৎকার করিলে, ঐ অপরাধ ফৌ. কা. বি. আইনের ৫৬১ ধারানুসারে কেবল Chief Presidency Magistrate বা District Magistrate গ্রহণ করিতে বা আসামীকে দায়রাসোপর্দ্দ করিতে সমর্থ। আর যদি ঐ অপরাধ সম্বন্ধে পুলিষ তদন্তের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ইন্সপেক্টরের নিম্নপদস্থ কোন পুলিষ অফিসরকে তদন্তে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে না।

৩৭৬ ধারা।—যদি কেহ বলাৎকার করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগপত্র ও দণ্ড—"তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে অমুকের উপর বলাৎকার করিয়াছ" ইত্যাদি। ৮ উ. রি., লি., নং ৮। বলাৎকার দ্বিতীয়বার কৃত হইলে আসামীকে বেত সাজা দেওয়া যাইতে পারে। ১৮৬৪ সালের ৬ আইন, ৪ ধাঃ।

অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের কথা।

৩৭৭ ধারা।—যদি কেহ স্বভাবের নিয়মের বৈপরীত্য কোন পুরুষে কি স্ত্রীতে কি পশুতে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপগত হয়, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থের কথা।—তদ্রূপে উপগত হওয়াতে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই এই ধারার লিখিত অপরাধ হয়।

অর্থ—এই ধারার অপরাধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছার বা সম্মতির প্রয়োজন নাই। সম্মতি থাকিলে উভয় পক্ষই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপগত হয় ও যে ব্যক্তির উপর ঐ কার্য্য কৃত হয়, উভয়েই দণ্ডিত হইবে।

দণ্ড—এই ধারার অপরাধ দ্বিতীয়বার কৃত হইলে আসামীকে বেত মারা দেওয়া যাইতে পারে। ১৮৬৪ সালের ৩ আইন, ৪ ধাঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সম্পত্তির উপর অপরাধের কথা।

চৌর্য্যের কথা।

৩৭৮ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তির সম্মতি বিনা কোন অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে (dishonestly) তাহার অধিকার (possession) হইতে লইবার অভিপ্রায়ে ঐ দ্রব্য স্থানান্তর (moves) করে, তবে তাহার চৌর্য্য অপরাধ হয়, এমত বলা যায়।

১ অর্থের কথা।—অস্থাবর দ্রব্য ভিন্ন কোন বিষয় (thing) যতকাল ভূমিতে সংলগ্ন থাকে, ততকাল তাহাতে চৌর্য্য অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা ভূমি হইতে পৃথক করা গেলেই তাহাতে চৌর্য্য অপরাধ হইতে পারে।

২ অর্থের কথা।—যে কার্য্যের দ্বারা বস্তু ভূমি হইতে পৃথক্ (severance) করা যায়, সেই কার্য্যেতে তাহা অন্তর (অন্তরিত) করা গেলে সেই অন্তর করা (moving) চৌর্য্য (অপরাধ) হইতে পারে।

৩ অর্থের কথা।—কোন ব্যক্তি কোন বস্তু বাস্তবিক স্থানান্তর করিলে তাহা অন্তর করিয়াছে ইহা যেমন বলা যায়, তেমনি সেই বস্তু অন্তর করিবার বাধাজনক দ্রব্য স্থানান্তর করিলে কিম্বা তাহা অন্য দ্রব্য হইতে পৃথক্ করিলে, তাহা অন্তর করিয়াছে ইহা বলা যায়।

৪ অর্থের কথা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে কোন জন্তুকে চালায়, তবে সেই জন্তু চালাইবাতে (চলিলে) ঐ জন্তু যে সকল বিষয় অন্তর করে (অন্তরিত হয়), তাহা (সেই সকল বস্তু) ঐ জন্তু সমেত (এবং ঐ জন্তুকে) সেই ব্যক্তি অন্তর (অন্তরিত) করে, এমত বলা যায়।

৫ অর্থের কথা।—৩৭৮ ধারার মূল পাঠে যে সম্মতির কথা আছে, তাহা স্পষ্টরূপে কিম্বা কথার ভাবেও প্রকাশ হইতে পারে। এবং বস্তু যাহার অধি-

কারে থাকে, তাহার দ্বারা ঐ সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে, কিম্বা সম্মতি জানাইবার (দিবার) যাহার স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ ক্ষমতা থাকে, এমত ব্যক্তি দ্বারা ঐ সম্মতি প্রকাশ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর জমিতে বৃক্ষ আছে। আনন্দ শঠতাক্রমে সেই বৃক্ষ যদুর অধিকার হইতে লইবার অভিপ্রায়ে যদুর অনুমতি না পাইয়া ঐ বৃক্ষ ছেদন করে, এস্থলে আনন্দ ঐ বৃক্ষ লইবার জন্য যে সময়ে (যখনই) বৃক্ষ ছেদন করিল সেই সময়েই (তখনই) চুরি করিয়াছে।

(খ) আনন্দ কুকুরকে ভুলাইয়া লইবার জন্য আপন কাপড়ে কিছু আহার বাঁধিয়া রাখে, এই প্রকারে যদুর কুকুরকে ভুলাইয়া লয়। এই স্থলে যদি আনন্দ যদুর অনুমতি না পাইয়া শঠতাক্রমে যদুর কুকুরকে তাহার অধিকার হইতে লইয়া যাইবার মনস্থ করিয়া থাকে, তবে যে সময়ে যদুর কুকুর তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে আরম্ভ করে, সেই সময়েই আনন্দ চুরি করিয়াছে।

(গ) বলদ মালের বাহা বহন করিয়া যাইতেছে, আনন্দ সেই বলদকে দেখিয়া শঠতাক্রমে ঐ মাল লইবার অভিপ্রায়ে, ঐ বলদকে এক দিকে চালায়। বলদ যে সময়ে সেই দিকে যাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়েই আনন্দ ঐ মাল চুরি করিয়াছে।

(ঘ) আনন্দ যদুর চাকর; যদুর তাবৎ রূপার পাত্র তাহার জিম্মায় থাকে। সে যদুর অনুমতি না পাইয়া তাহার রূপার পাত্র লইয়া শঠতাক্রমে পলায়। আনন্দ এই স্থলে চুরি করিয়াছে।

(চ) যদু কোন বিদেশ যাইতে উদ্যত হইয়া আপনার রূপার পাত্র আনন্দ নামে এক আড়ৎদারের নিকটে রাখিয়া যায়। আনন্দ সেই রূপার পাত্র লইয়া একজন স্বর্ণ বণিকের নিকট বিক্রয় করে। এই স্থলে ঐ সকল পাত্র যদুর অধিকারে ছিল না, অতএব তাহার অধিকার হইতে হরণ হইতে পারে নাই; এই কারণে চৌর্য্য অপরাধ হয় নাই, কিন্তু অপরাধযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতা হইয়া থাকিবে।

(ছ) যদু যে ঘরে থাকে সেই ঘরে এক মেজের উপর আনন্দ যদুর একটা অঙ্গুরীয় পায়। এমত স্থলে সেই অঙ্গুরীয় যদুর অধিকারে থাকা বিধায়, আনন্দ যদি শঠতাক্রমে তাহা অন্তর করে, তবে চুরি করিয়াছে।

(জ) আনন্দ পথিমধ্যে পতিত একটা অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হয়, তাহা কোন ব্যক্তির অধিকারে নাই; অতএব তাহা লইলে আনন্দের চুরি করা হয় না, কিন্তু ইহাতে সম্পত্তি অপরাধভাবে আত্মসাৎ করার দোষ হইতে পারে।

(ঝ) আনন্দ যদুর ঘরের কোন মেজের উপর তাহার একটা অঙ্গুরীয় দেখিতে পায়। সেই অঙ্গুরীয়র অন্বেষণ হইয়া তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে এই ভয়ে আনন্দ সেই সময়ে তাহা আত্মসাৎ না করিয়া, যে স্থানে তাহার সন্ধান লওয়া অসম্ভব, এমত কোন স্থানে তাহা গোপন করিয়া রাখে। তাহার অভিপ্রায় এই যে কিছু দিন পরে ঐ অঙ্গুরীয় হারাইবার কথা মনে না থাকিলে সেই গুপ্ত স্থান হইতে তাহা লইয়া বিক্রয় করিবে। এই স্থলে আনন্দ যে সময়ে ঐ অঙ্গুরীয় প্রথমে অন্তর করিয়াছিল সেই সময়েই চুরি করিয়াছে।

(ট) আনন্দ আপনার ঘড়ি সুধারামতে চালাইবার জন্য যদুকে দেয়। যদু আপন

দোকানে লইয়া যায়। আনন্দ ঐ ঘড়িওয়ালার নিকটে ঋণগ্রস্ত নহে, অতএব ঘড়িওয়ালা আইনমতে কর্জ্জশোধের জামিনীস্বরূপে ঐ ঘড়ি রাখিতে পারে না। ইহাতে আনন্দ প্রকাশ্য রূপে দোকানে গিয়া যদুর হাত হইতে ঐ ঘড়ি বলপূর্ব্বক লইয়া চলিয়া যায়। এই স্থলে আনন্দ অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকিবে, আক্রমণও করিয়া থাকিবে, কিন্তু চুরি করে নাই, কেন না যাহা (যে কার্য্য) করিয়াছিল, তাহা শঠতাক্রমে করে নাই।

(ঠ) যদি ঘড়ি মেরামৎ করিবার জন্য আনন্দ যদুর নিকটে ঋণগ্রস্ত হয় ও যদু ঐ ঋণ-শোধের জামিনীস্বরূপে ঐ ঘড়ি আইনসিদ্ধরূপে রাখে, আর যদি ঐ দেনার টাকার জামিনীস্বরূপ ঐ দ্রব্য যদুর নিকট হইতে লইবার (যদুকে নৈরাশ করিবার) অভিপ্রায়ে আনন্দ ঐ ঘড়ি তাহার (যদুর) অধিকার হইতে লয়, তবে সে চুরি করে, কেন না শঠতাক্রমে ঘড়ি লইল।

(ড) যদি আনন্দ ঐ ঘড়ি যদুর নিকটে বন্ধক দিয়া থাকে ও সেই বন্ধকের উপর যে টাকা লইয়াছিল তাহা যদি শোধ না করিয়া যদুর অনুমতি বিনা ঐ ঘড়ি তাহার নিকট হইতে লইয়া যায়, তবে ঘড়ি তাহার নিজের হইলেও সে শঠতাক্রমে তাহা লইয়াছে; ইহাতে চুরি করা হয়।

(ঢ) আনন্দ যদুর অনুমতি বিনা তাহার অধিকার হইতে তাহার কোন দ্রব্য লয়, ও তাহার স্থানে কিছু পারিতোষিক না পাইলে সেই দ্রব্য দিবে না এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করে। এই স্থলে আনন্দ শঠতাক্রমে হরণ করিয়াছে। অতএব চুরি করা হয়।

(ণ) যদুর সহিত আনন্দের প্রণয় আছে। তাহাতে যদুর পুস্তকালয়ে গিয়া যদুর অনুপস্থিতিকালেও তাহার স্পষ্ট অনুমতি না পাইয়া আনন্দ একখানি পুস্তক পাঠান্তর (পাঠের পর) ফিরাইয়া দিবার মানসে বাহির করিয়া লইয়া যায়। এই স্থলে যদুর পুস্তক লইয়া পাঠ করিলে যদু তাহাতে অসম্মত হইবে না, আনন্দ এমত জানিয়া থাকিবে। তাহা হইলে চুরি করা হইল না।

(ত) আনন্দ যদুর স্ত্রীর কাছে কিছু ভিক্ষা চাহে। ঐ স্ত্রী তাহাকে কিছু টাকা, আহার ও বস্ত্র দেয়। আনন্দ জানে যে সেই বস্ত্র যদুর বস্ত্র, কিন্তু ঐ সকল বিষয় দান করিতে স্ত্রীর ক্ষমতা আছে, সে এমত জানিয়া থাকিবে। যদি আনন্দের এইমত জ্ঞান থাকে, তবে তাহার চুরি করা হয় না।

(থ) আনন্দ যদুর স্ত্রীর উপপতি। যদুর স্ত্রী আনন্দকে কিছু বহুমূল্যের সম্পত্তি দেয়। আনন্দ জানে যে তাহা যদুর সম্পত্তি, ও যদু তাহা অন্যকে দিতে আপন স্ত্রীকে কখনই অনুমতি করে নাই। এমত স্থলে যদি আনন্দ তাহা শঠতাক্রমে লয়, তবে তাহার চুরি করা হয়।

(দ) আনন্দ যদুর কোন দ্রব্য সরলভাবে আপনার দ্রব্য জানিয়া বলরামের অধিকার হইতে লয়, এই স্থলে আনন্দ শঠতাক্রমে লয় নাই। ইহাতে চুরি করা হয় না।

অর্থ—(১) শঠতাক্রমে—২৪ ধারার টীকা দেখ। শঠতাক্রমে লইবার অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। অন্য কোন অভিপ্রায়ে কোন বস্তু নাড়িলে চৌর্য্যাপরাধ হয় না। আসামী ফরিয়াদীকে তাহার গাড়ী লইয়া যাইবার বাধা দেয় এবং গাড়ীর কুত-স্বরূপে দুই গাঁঠরি লবণ গাড়ী হইতে ফেলিয়া দেয়। এস্থলে যখন আসামীর লবণ চুরি করিবার অভিপ্রায় ছিল না, কেবল কুত আদায় করাই তাহার অভিপ্রেত ছিল, তখন আসামী কর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইল বলা যাইতে পারে না। ১০ ঊ. বি., ৩৫। আরও, আইন সঙ্গত কোন পরওয়ানার বলে যদি কোন বস্তু ক্রোক করিয়া লইয়া যাওয়া যায়, আর যদি ঐ ক্রোক কার্য্য সম্পূর্ণরূপে

আইনসঙ্গত না হয় (মনে কর, ঐ বস্তু পূর্ব্বে অন্য ডিক্রীর দায়ে ক্রোক হইয়া আদালতে আনীত হইয়াছিল, সুতরাং অপর কোন ডিক্রীর বলে ঐ বস্তু আর স্থানান্তর করা যায় না) তাহা হইলে উক্ত বস্তু দ্বিতীয়বার ক্রোক করিয়া লইয়া যাওয়া চৌর্য্য-কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না। বো. রি., ১৮৭৩।

স্বত্ববলে কৃত—সচরাচর আসামীগণ এই ধারামতে অভিযুক্ত হইয়া বলিয়া থাকে যে তাহারা নিজের স্বত্ববলে বিরোধীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ স্থলে আদালতের দেখা আবশ্যক যে যাহাতে বিরোধীয় দ্রব্য নিজের বলিয়া আসামীর বিশ্বাস জন্মাইতে পারে, এমন কোন অবস্থা ছিল কি না। ঐরূপ অবস্থা না থাকিলে আসামী অব্যাহতি পাইতে পারে না। স্বত্ব আছে বলিলেই চলিবে না। কিন্তু আসামীর দাবি যথার্থ এতদূর দেখিবারও আবশ্যক নাই। এইমাত্র দেখিতে হইবে যে সে মিছামিছি না করিয়া সরল বিশ্বাসে ঐ দাবি উত্থিত করিয়াছে। অর্থাৎ, ঐরূপ দাবি করিবার তাহার যথোচিত বা সঙ্গত কারণ ছিল। যে সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে ঐ কারণ প্রতীত হইতে পারে, তাহা জেরায় বা স্বাধীন প্রমাণ দ্বারা আসামীকে প্রমাণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ২৮ ই. ল. রি., মা., ৩০৪ দেখ। ঐরূপ প্রমাণ না দিয়া "বিরোধীয় সম্পত্তি আমার" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। ৭ বে. ল. রি., ৫৫; ১৬ উ. রি., ১৮; ২ ই. ল. বি., এলা., ১০৩। মনে কর, আসামী কস্মিন্‌কালে কোন পুষ্করিণী দখল করে নাই; আসামী যাহার নিকট হইতে উহার পাট্টা লইয়াছে, সেও কখন ঐ পুষ্করিণী দখল করে নাই—আসামী ইহা জানিত। এরূপ অবস্থায় আসামী উক্ত পাট্টার বলে পুষ্করিণী যে ব্যক্তি দখল করিতেছে তাহার বিনা সম্মতিতে ও তাহাকে বেদখল করিবার উদ্দেশে, মৎস্য ধরিলে আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে। আরও মনে কর, ক এক খণ্ড ভূমি দখল করে; ঘ, ক'র শত্রু, ক'কে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার চাষের শস্য বলপূর্ব্বক কাটিয়া লইয়া যায়। ঐ জমি ঘ কখন দখল করে নাই; কেবল শস্য কাটিবার অল্প দিন পূর্ব্বে জমিদারের সহিত যোগ করিয়া ঐ জমির পাট্টা লয়। এরূপ স্থলে ঘ ঐ পাট্টার বলে উক্ত কার্য্য করিয়াছে বলিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে না। ৭ উ. রি., ৫৭; ১৮ উ. রি., ১০; ১৯ উ. রি., ৪৭ ও ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৫০১। ইহার সহিত ৪২৫ ও ৪৪১ ধারার টীকা দেখ। আরও মনে কর, এক পরিবারভুক্ত না থাকিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি দূরদেশে চলিয়া গিয়া আপন পরিশ্রম দ্বারা কিছু সম্পত্তি উপার্জ্জন করিল। এইরূপে ৩০ বৎসর আলাহিদা থাকিয়া ঐ সম্পত্তি সহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিজবাটীতে আসিলেন ও পরিবারভুক্ত হইলেন, কিন্তু উক্ত সম্পত্তি পারিবারিক সম্পত্তির সহিত মিশ্রিত না করিয়া সতন্ত্র ভাবে আপনি দখল করিতে লাগিলেন। এরূপ স্থলে যদি তাহার ভ্রাতা ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে ঐ সম্পত্তি অন্তরিত করে, তাহা হইলে তদ্‌কর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইবে। ৩ ই. ল. রি., এলা., ১৮১। ইহার সহিত ২ ই. ল. রি., এলা., ১০১ দেখ। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে যদি এজমালি সম্পত্তি কোন এক জন সরিক অন্যান্য সরিকের সম্মতি না লইয়া নিজে বিক্রয় করে এবং বিক্রয়ান্তে পোনের সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে সে চৌর্য্যাপরাধে দোষী হইবে। ১০ ই. ল. রি., মা., ১৮৬। আরও মনে কর, রাজা প্রজা সম্বন্ধীয় আইনের বলে কোন গোমস্তা প্রজার ধান মাঠে ক্রোক (distraint) করিল। এরূপ ক্রোক করিতে গিয়া গোমস্তা আইনাতিরিক্ত কার্য্য করিলে প্রজা তাহার নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে চৌর্য্যাপরাধের নিমিত্ত দায়ী করা যাইবে না। ৮ কলি. রি., ২০৪। রাজস্ব বাকি পড়ায় রাজস্ব আদায়ের (Madras Revenue Recovery Act) আইনানুসারে ধান ক্রোক করা গেলে পর জমির

স্বত্বাধিকারী ও দখলিকারেরা ঐ ধান উঠাইয়া লইয়া খামারে গাদা দেয়। তাহারা রাজস্ব বাকি ফেলে নাই। অপর ব্যক্তি যাহার নামে পাট্টা ও যাহার নাগ গবর্ণমেণ্টের সেরেস্তায় ও জা বলিয়া পত্তন আছে, তাহার খাজনা বাকি পড়ায় ঐ ধান ক্রোক হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় উপরোক্ত দখলিকারেরা খালাস পায়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট বলেন, বিচার ঠিক হয় নাই। আসামীরা ক্রোকের বিষয় অবগত ছিল কি না, ও তাহা জানিয়া শঠতাক্রমে ধান সরাইয়া ছিল কি না—ইহা দেখা নিম্ন আদালতের উচিত ছিল। একাধিক উহাদের উপর ক্রোকের বা ব কিপড়া রাজস্বের তলবের (demand) নোটিশ দেওয়া হয় নাই বলিয়া উহাদিগকে খালাস দেওয়া অবৈধ হইয়াছে। ১৬ ই. ল. রি., মা., ৩৬৪।

ক খ'কে একটি ঘড়ি বিক্রয় করে। খ ঘড়ি ক্রয় করিবার সময় ক'কে উহার মূল্য দিতে পারে নাই। ক্রয় করিবার পর খ উক্ত ঘড়ি গ'কে বিক্রয় করে। ক গ'র নিকট হইতে ঐ ঘড়ি অপহরণ করায় এই ধারামতে অভিযুক্ত হয়। বিচারকালে জবাব দেয় যে খ'র নিকট তাহার টাকা পাওনা আছে বলিয়া সে ঐ ঘড়ি লইয়াছে। এ জবাব ক'র অপরাধ স্খালন করিবে না। মা. রি., ১৮৬২ খৃঃ। আসামী যদি এরূপ জবাব দেয় যে তাহার নিকট ফরিয়াদীর যে দেনা আছে তাহার পরিশোধার্থ সে ফরিয়াদীর দ্রব্য লইয়াছে, তাহা হইলে আসামী নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ১ উ. রি., ৬০; ৯ ই. ল. রি., বো., ৩১৬। নিম্নে যে ২২ ই. ল. রি., কলি., ৬৬৮ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে প্রথমতঃ এই মতটি সম্যকরূপে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু পরে ফুলবেঞ্চ শেষোক্ত নজিরটি রদ করিয়া দিয়াছেন। ২২ ই. ল. রি., কলি., ১০১৭। ক খ'কে মাতাল অবস্থায় দেখিয়া যাহাতে তাহার পরিধেয় কাপড় নষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে সে খ'র কাপড় গ'র নিকট রাখে। এ স্থলে ক'কে চোর বলিয়া অপরাধী করা যাইতে পারে না। মা. রি., ১৮৫৮ খৃঃ, ১১৮।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আসামীর কার্য্য শঠতাক্রমে কৃত হইয়াছে প্রমাণিত হইলেই এই ধারার অপরাধ হইবে। উক্ত কার্য্য দ্বারা আসামীর নিজের কোন উপকার হইয়াছে, বা নিজের উপকারার্থ উহা কৃত হইয়াছে কি না, ইহা দেখিবার আবশ্যক নাই। মনে কর, ক খ'র একটি অশ্ব চুরি করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। গ ক'র বন্ধু, ক'কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত খ'র অশ্বালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার অপর একটি অশ্ব লইয়া গিয়া নিকটস্থ একটি বয়লার খনিতে নিক্ষেপ করে। অশ্বটি তাহাতে মরিয়া যায়। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে ক'র মোকদ্দমায় আদালত এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে ফরিয়াদী তাহার যে অশ্বটি ক চুরি করিয়াছে বলে, সে অশ্বটি শেষোক্ত অশ্বটির মত নষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। এস্থলে যদিও গ'র কার্য্য দ্বারা তাহার নিজের কোন উপকার হইল না, তথাপি সে এই ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। অপহৃত বস্তু একবারে নিজ অধিকার ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় না থাকিলেও, অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্যও অপরের দ্রব্য তাহার অসম্মতিক্রমে সরাইয়া রাখিলেও এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। তবে যদি অবস্থাক্রমে আসামীর এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে তাহার সরাইয়া রাখিবার অধিকার আছে এবং সেই বিশ্বাসে যদি সে রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অব্যাহতি পাইবে। ১৫ ই. ল. রি., বো., ৩৪৪। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমায় এমতটি অনুসৃত হয় নাই। তাঁহারা বলেন যদি আসামী আপন ব্যবহারার্থ কোন দ্রব্য না সরায়, কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত, অর্থাৎ একবারে লইবার জন্য নহে, সরাইয়া থাকিলে, সে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ক খ'র নিকট কিছু টাকা ধারে। সেই টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে খ বলপূর্ব্বক ক'র কয়েকটা গরু লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখে। ইহাতে ক এ

ধারামত দায়ী নহে। ২২ ই. ল. রি., কলি., ৬৬৮। পরে ফুলবেঞ্চ এই নজিরটি রদ করিয়া বলেন যে উল্লিখিত অবস্থায় খ চৌর্য্যাপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে। ২২ ই. ল. রি., কলি., ১০১৭। এলাহাবাদ হাইকোর্টও তাই বলেন। ১৮ ই. ল. রি., এলা., ৮৮। তবে যদি তামাসা করিবার জন্য কেহ কাহারও দ্রব্য সরাইয়া রাখে, কিন্তু পরে ফিরাইয়া দিবার অভিপ্রায় থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ কার্য্য দ্বারা যদি মালিকের কোন প্রকার, এমন কি সাময়িক ক্ষতি করিবারও অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে চৌর্য্যাপরাধ কৃত হইল বলা যাইবে না। ২৫ ই. ল. রি., কলি., ৪১৬।

আপন দ্রব্য চুরি—আমার দ্রব্য যদি অন্য কেহ অন্যায়রূপে প্রাপ্ত হয়, তবে আমি উক্ত দ্রব্য পুনরায় স্বাধিকারে আনিলে এই ধারামত দণ্ডিত হইব না। আরও মনে কর, ক ও খ দুই ভ্রাতা একত্রে এক অন্নে থাকে। উহাদের পারিবারিক দ্রব্যে পরস্পরের তুল্য অংশ। এরূপ অবস্থায় পরিবারের কোন দ্রব্য ক বা খ একাকী দখল করিলে তাহার উপর চৌর্য্য অপরাধ দাঁড়াইতে পারে না। ১৫ উ. রি., ৫১। কিন্তু যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে খ কোন মালামাল সরাইয়া রাখে, তাহা হইলে খ এই ধারামত দণ্ড পাইবে। ৩ মা. রি., ১৮৬১ খৃঃ। ইহার সহিত উপরে যে ৩ ই. ল. রি., এলা., ১৮১ প্রভৃতি নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ। বিলাতে একটি মোকদ্দমায় এইরূপ দেখা যায় যে আসামী তাহার চাকরের নিকট কিছু টাকা রাখিয়া পরে তাহাকে না বলিয়া ঐ টাকা অপহরণ করে। এবং টাকা এই প্রকারে হারাইলে আসামী ঐ চাকরের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লয়। এরূপ স্থলে আসামীর এই ধারামত দণ্ড করা হয়। আরও মনে কর, ক'র নিকট একটি ঘড়ি দেখিয়া খ তাহা অপহরণ করে। ক ঐ ঘড়ি অন্যায়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহা নিজ অধিকারে রাখিবার আইনসঙ্গত কোন স্বত্ব ছিল না। অপহরণ করিবার সময় খ'ও জানিত না যে ঐ ঘড়িটি ক'র নিজের ঘড়ি। এরূপ অবস্থায় খ'কে এই ধারামত দণ্ড করা যাইতে পারে কি না? সেভিগ্‌নি বলেন, না। তাঁহার মতে, খ ঘড়িটি অপহরণ করায় অপর কোন ব্যক্তির কোন প্রকার স্বত্বের হানি হইল না। কিন্তু ইহাতে ৩৭৮ ধারার চৌর্য্য অপরাধের যে যে লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা সকলই আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কাহার স্বত্বের হানি হইয়াছে ইহা দেখাইবার আবশ্যক নাই। ঐরূপ হানি করিবার ইচ্ছা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। সুতরাং খ এই ধারামত দণ্ডার্হ হইতেছে। তবে কার্য্যে কোন আদালত এরূপ অবস্থায় খ'কে চোর বলিয়া দণ্ডিত করিবেন না। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আইনের অসম্পূর্ণতা দেখান হইল মাত্র। ধারার উদাঃ (ট), (ঠ), (ড), দেখ। আর একটি উদাহরণ। মনে কর, ক তাহার ঘড়ি খ'র দোকানে মেরামত করিবার জন্য দিল। পরে, চুপি চুপি ক খ'র দোকানে গিয়া ঘড়িটি খ'র অজ্ঞাতে আনিল। তদনন্তর ক খ'র নিকট ঘড়ি চাহে ও বলে সে যদি ঘড়ি দিতে না পারে তাহা হইলে ক'কে উহার মূল্য দিতে হইবে। এরূপ স্থলে ক এ ধারামত অপরাধী হইতেছে।

(২) সম্মতি—সম্মতিসম্বন্ধে ৯০, ৩০০ ও ৩৭৫ ধারার টীকা দেখ। যদি প্রলোভন দেখাইয়া সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে ৪১৫ ধারার অপরাধ কৃত হইবে, এ ধারার অপরাধ হইবে না। ফরেষ্ট ইন্‌স্পেক্টরের দখলে যে কাষ্ঠ থাকে, তাহা গবর্ণমেণ্টের দখলে থাকা বলা যায়। সুতরাং ঐ ইন্‌স্পেক্টরের সম্মতি বিনা, অথবা তাহার যদি সম্মতি দিবার অধিকার না থাকে তদবস্থায় তাহার সম্মতি লইয়া, অথবা তাহার সহিত যোগ করিয়া তাহার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক, যদি আসামী কাষ্ঠের দাম না দিয়া তাহা শঠতাক্রমে স্থানান্তর করে, তাহা হইলে সে

এই ধারার অপরাধ করিল বলিতে হইবে। ১ ই. ল. রি., বো., ৬১০। কিন্তু তাহার যদি এরূপ সরল বিশ্বাস থাকে, যে উক্ত ইন্‌স্পেক্টর দাম না লইয়া কাষ্ঠ অপরকে দিতে ক্ষমবান, এবং সেই বিশ্বাসে যদি সে তাহার নিকট হইতে কাষ্ঠ লইয়া যায়, তাহা হইলে সে শঠতাক্রমে কার্য্য করিল বলা যাইতে পারে না। সুতরাং সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না।

(৩) অধিকার—এই ধারার অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে অপহৃত দ্রব্য অপহৃত হইবার সময়ে অন্য ব্যক্তির অধিকারে ছিল, এবং সেই অধিকার এতদূর যে ঐ ব্যক্তির মত না লইয়া ঐ দ্রব্য অন্য কেহ ন্যায়মতে লইতে পারিত না, ইহা দেখাইতে হইবে। কিরূপ অবস্থা ঘটিলে "অধিকার" বলা যাইবে, এ আইনে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। ৩৬১ ধারার টীকায় "জিম্মা" সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে "অধিকার" শব্দের অর্থ অনেক পরিমাণে বুঝা যাইবে। আমি কোন ব্যাঙ্কে কতকগুলি টাকা জমা রাখিবার জন্য পাঠাইলাম। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে আমার নামে জমা হইল। জমা হইয়া গেলে ঐ টাকাগুলি আমার সম্পত্তি এরূপ বলা যাইবে না; উহা ব্যাঙ্কের সম্পত্তি ধরিতে হইবে। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ৮৮। আরও মনে কর, কোন অস্থাবর সম্পত্তির দখলিকার থাকার অবস্থায় ক'র মৃত্যু হয়। ক'র মৃত্যুর পর আইনানুসারে ঐ সম্পত্তি যাহার হওয়া উচিত সে ব্যক্তি উহা অধিকার করিবার পূর্ব্বে, যদি খ ঐ দ্রব্য অপহরণ করে, তাহা হইলে খ যে উক্ত সম্পত্তি কাহারও অধিকার হইতে স্থানান্তর করিল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং খ কর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইবে না। সে ৪০৪ ধারামত দায়ী হইতে পারে। আরও, মোট লইয়া যাইবার সময়ে মুটিয়া যদি ঐ মোট অপহরণ করে, তবে সে চৌর্য্য অপরাধে দোষী হইবে না। কারণ, অপহরণ সময়ে মোট তাহারই অধিকারে ছিল। ৪০৩ বা ৪০৭ ধারা অনুসারে সে দণ্ডিত হইতে পারে। ধারার (ঘ) উদাহরণে চাকরের যেরূপ অধিকার বা জিম্মা, সেরূপ অধিকার মুটিয়ার না থাকায়, তাহার উপর ৩৭৮ ধারা বর্ত্তে না। নিম্নলিখিত "অধিকার নানা প্রকার" শীর্ষক টীকা দেখ। নাব্যা নদীর কোন স্থানে যদি কাহারও অগকর জমা থাকে, আর ঐ জমার মধ্যে যদি অন্য কোন ব্যক্তি মৎস্য ধরে, তাহা হইলে অপরাধী এই ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে না; কারণ, ঐ মৎস্য জমাগ্রাহীতার অধিকারে আছে বলা যাইতে পারে না। ১৯ উ. রি., ৪৭; ১৬ ঐ., ৭৮; ২. ই. ল. রি., বো., ৪৮; ৫ ঐ., মা., ৩৯১; ১৫ ঐ., ৩৮৮; ২৪ ঐ. মা., ৮১ দেখ। সেইরূপ ধর্ম্মের বা শ্রাদ্ধের যাঁড় ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি বা অধিকারস্থ বলা যাইতে পারে না। ৮ ই. ল. রি., এলা., ৫১; ৯, ঐ, ৩৪৮; ১৭ ঐ., ৮৫২। কিন্তু জমার পুষ্করিণীর মধ্যে মৎস্য ধরিলে আসামী চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হইবে; কারণ, ঐ মৎস্য জমাগ্রাহীতার অধিকারস্থ বলিতে হইবে। নদীতে বাহিরের মৎস্য জমার স্থানের মধ্যে আসিতে পারে এবং জমার ভিতরের মৎস্য জমার বাহিরে যাইতে পারে। পুষ্করিণীতে তাহা সম্ভব নহে। সেই জন্যই অপরাধের ইতরবিশেষ হইবে। ১৬ উ. রি., ৭৮; ১৫ ই. ল. রি., বম্বি., ৪০২। সেইরূপ মুক্ত বা শাক সমুদ্রের ধারে, অর্থাৎ coastএ জমাইয়া থাকে ও তাহা ধরিবার জন্য লোকে সমুদ্রের সেই সব coast জমা লয়। সেই জমার অন্তঃস্থিত মুক্ত বা শাঁক অপর কোন ব্যক্তি ধরিলে, সে এ ধারামত দায়ী হইবে। ২৭ ই. ল. রি. মা., ৫৫১। "অধিকার" সম্বন্ধে উপরের লিখিত ১ ই. ল. রি., বো., ৬১০ দেখ। এক-খণ্ড জমিতে আপনাআপনী লবণ জন্মায় দেখিয়া কেহ লবণ লইয়া যাইতে না পারে, এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ঐ জমি পুলিষের হেফাজতে রাখেন। এ অবস্থায় ঐ লবণ জমির এক অংশ গণ্য করিয়া সরকারি ফরেষ্টের কাষ্ঠের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের দখলে থাকা ধরা যাইবে। সুতরাং ঐ জমি

হইতে কেহ লবণ শঠতাক্রমে স্থানান্তর করিলে, তদ্‌কর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইবে। ৪ ই. ল. রি., মা., ২২৮। কিন্তু মনে কর, এক খণ্ড পতিত জমি হইতে ক দুই ঝোড়া মাটি কাটিয়া লইয়া গেল। এস্থলে ক চৌর্য্যপরাধে অপরাধী কি না? মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন, এরূপ অবস্থায় ক কর্ত্তৃক "অস্থাবর সম্পত্তি" গৃহীত হইল ইহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং তদ্‌-বর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। তবে যদি কেহ আপন জমি হইতে বা অন্য স্থান হইতে মাটি কাটিয়া আনিয়া জমা করিয়া রাখে, তাহা হইলে শঠতাক্রমে ঐ মাটি অন্তরিত করিলে চৌর্য্যাপরাধ কৃত হইবে। ১০ ই. ল. রি., মা., ২৫৫। কিন্তু অপর একটি মোকদ্দমায় অপরের জমি হইতে মাটি কাটিয়া লইলে চৌর্য্যাপরাধ কৃত হইল, এরূপ স্থির হইয়াছে। ১৫ ই. ল. রি., বো., ৭০২। সেইরূপ অপরের মন্তপ অর্থাৎ quarry হইতে পাথর কাটিয়া আনিলে, এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ২৭ ই. ল. রি., মা., ৫৩১। ইহার সহিত নিম্ন-লিখিত "অস্থাবর সম্পত্তি" শীর্ষক টীকা দেখ।

নদীর মৎস্যের ন্যায়, বনের পাখী বা পশু সম্বন্ধে চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইতে পারে না; কিন্তু গৃহপালিত বা পোষা পাখী বা পশু চুরি করা যাইতে পারে। বন হইতে তাহা ধরিয়া আনিলে চুরি করা হইল না; কিন্তু পশুালয় হইতে ব্যাঘ্র অপহরণ করিলে, আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে। আরও মনে কর, ক'র একটি গরু মরিয়া গেলে সে উহাকে মাটিতে পুতিয়া ফেলে। পরে খ মাটি খনন পূর্ব্বক উক্ত গরুটি লইয়া যায়। এস্থলে খ'র অপহরণ সময়ে গরুর মৃতদেহে ক'র কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার ছিল না বলিয়া, খ এ ধারামত দণ্ডিত হইল না। ৪ মা. রি., ৩০। আমার জমির গাছধান্য ক্রোক করা হইল। আমি তাহা ক্রোক অবস্থায় কাটিয়া লইলে আমার দ্বারা চৌর্য্যাপরাধ কৃত হইল না; তবে আমি ৪২৪ বা ৪০৩ ধারামত দায়ী হইব। ২২ ই. ল. রি., মা., ১৫১। কিন্তু যদি ক্রোক আইনানুসারে না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপন সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছি বলিয়া কোন অপরাধই আমার কর্ত্তৃক কৃত হইল না। ২৫ ঐ., ঐ., ৭২৯।

স্ত্রী, ভৃত্য প্রভৃতির অধিকার—২৭ ধারায় অধিকারীর স্ত্রী, ভৃত্য বা মুহুরির হস্তে যে কোন বস্তু অধিকারীর নিজের নিমিত্ত থাকে, তাহা ঐ ব্যক্তির অধিকারে থাকে বলিতে হইবে। যদি অপরের নিমিত্ত কোন বস্তু ঐ ব্যক্তির স্ত্রী প্রভৃতির অধিকারে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু স্বামীর অধিকারে আছে বলা যাইবে না। আসামী একজন কনেষ্টবল; কোন অস্বামীক (unclaimed) সম্পত্তি আনিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করা হয়। কনেষ্টবল ঐ সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক পলায়ন করে। এস্থলে হাইকোর্ট বলেন যে ঐ সম্পত্তি যখন আইন অনুসারে প্রথমে তাহার অধিকারে আসিয়াছিল, তখন সে ৩৭৮ ধারামতে অপরাধী না হইয়া ৪০৩ ধারামতে অপরাধী। ১ উ. রি., ২। কিন্তু একজন বরকন্দাজ কোন সম্পত্তি চৌকি দিতে দিতে তাহা লইয়া পলায়ন করিলে সে চৌর্য্যাপরাধে দোষী হইবে। ২ উ. রি., ৫৪। এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে নেজামত আদালতে একটি মোকদ্দমা হয়, তাহাতে একজন ভৃত্য স্বামিকর্ত্তৃক তাহার নিকট ন্যস্ত বস্তু আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে গোপনে স্বামীর বাটী হইতে স্থানান্তর করে। আসামী চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হয়। আগ্রা হাইকোর্ট বলেন, যদি ভৃত্য ঐ বস্তু স্বামীর বাটী হইতে স্থানান্তর না করিয়া আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তৃক ৪০৩ বা ৪০৮ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। আ. বি. ১৮৪০ খৃঃ ১৬৫। আরও যদি কোন ভৃত্য তাহার স্বামীর সম্পত্তি স্থানান্তর করিয়া বিক্রয়াদি দ্বারা আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে সে চৌর্য্য অপরাধে দোষী হইবে। কিন্তু যদি সে স্বামীর অনুমতিক্রমে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া

তজ্জ্যোপয় টাকা লইয়া পলায়ন করে, তবে সে ৪০৩ ধারামতে অপরাধী হইবে। আর একটি উদাহরণ। ক'র মুনিবের সম্পত্তি চুরি করিবার জন্য খ ক'র সাহায্য চাহে। ক মুনিবকে ঐ কথা জানায়। ক'র মুনিব খ'কে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশে চোরকে সম্পত্তি লইয়া যাইবার জন্য ক'কে সাহায্য করিতে বলে। ক'ও খকে সাহায্য করে, এবং তদনুসারে খ ক'র মুনিবের বাটীতে চুরি করে। এস্থলে খ চৌর্য্যাপরাধে দোষী হইবে না; কারণ, সে ক'র মুনিবের সম্মতিক্রমে তাহার সম্পত্তি অন্তরিত করিয়াছিল বলিতে হইবে। তবে হাইকোর্ট উহাকে চৌর্য্যাপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত করেন। ৪ ই. ল. রি., কলি., ৩৬৬।

ধারার 'খ' উদাহরণে আনন্দকে এই ধারামতে অপরাধী স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু যদি আনন্দ যদুর স্ত্রীর উপপতি না হইত, তাহা হইলে তৎপ্রতি কিরূপ ব্যবস্থা হইত? বিলাতে একটি মোকদ্দমায় এই বিষয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মীমাংসা হইয়াছে। আসামীগণ ক'র স্ত্রীর কুটুম্ব। ক'র স্ত্রী স্বামীর বাটী একবারে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হয়। আসামীগণ ঐ স্ত্রীকে তাহার স্বামীর দ্রব্যাদি গাঁঠরিবন্দি করিয়া স্থানান্তর করিতে সাহায্য করে। জুরিরা বলেন, আসামীরা ঐ দ্রব্য স্বামীর সম্মতি ও জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে স্থানান্তর করাতে তাহারা অপরাধী। প্রধান জজ কোকবরণ বলেন, "এই মীমাংসা স্বীকৃত হইতে পারে না। আসামীগণ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে যখন আইনবিরুদ্ধ সংসর্গ ঘটে নাই, আর ঐরূপ সংসর্গ যখন উদ্দিষ্টও নহে, এবং যখন তাহারা ফরিয়াদীর স্ত্রীর সম্মতিক্রমে উক্ত দ্রব্যাদি স্থানান্তর করিয়াছে, তখন (যেহেতু স্ত্রীকে তাহার স্বামীর দ্রব্যাদি গ্রহণ নিমিত্ত চৌর্য্যাপরাধে দোষী করা যায় না) আসামীরাও ঐ কার্য্যে কেবল সহায়তা করিয়াছে বলিয়া কখনই দণ্ড পাইতে পারে না।" কিন্তু ভারতবর্ষীয় স্ত্রীপুরুষ-সংঘটিত আইন ইউরোপের আইন হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে বিভিন্ন। ভারতবর্ষে স্ত্রী পুরুষের স্বত্বসম্বন্ধীয়-একতা নাই; সুতরাং অবস্থাবিশেষে যদি কোন হিন্দু বা মুসলমানের স্ত্রী তাহার স্বামীর দ্রব্য (যাহাতে তাহার কোন অধিকার নাই) শঠতাপূর্ব্বক অপহরণ করে, তবে সে এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে। ৬ বো. রি., ৭৬। ১৭ ই. ল. রি., মা., ৪০২। আরও, হিন্দুস্ত্রীলোক যদি তাহার স্বকীয় স্ত্রীধন (যাহাতে তাহার স্বামীর কোন স্বত্ব নাই) স্থানান্তর করে, তাহা হইলে সে এই ধারামতে অপরাধী হইবে না। ৮ বো. রি., ১১। মান্দ্রাজে একটি মোকদ্দমা হয়, তাহাতে ফরিয়াদী বলে যে তাহার স্ত্রী ১ নং আসামীর সহিত মিলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এবং যাইবার পূর্ব্বে ২ নং আসামী তাহাকে যে চাবি দেয় তাহার দ্বারা ঘর খুলিয়া অলঙ্কার ও টাকা লইয়া ঐ আসামীর নিকট গচ্ছিত করে। ১ নং আসামী ৪৯৭। ৪৯৮ ধারার অপরাধে অব্যাহতি পায়। সেসন আদালত বলেন যে যখন ৪৯৭। ৪৯৮ অপরাধ প্রমাণিত হইল না, তখন আসামীরা চৌর্য্য অপরাধেও দোষী হইতে পারে না। কিন্তু হাইকোর্ট এই মত রদ করিয়া বলেন যে যদি আসামীরা উপস্থিত থাকিয়া ফরিয়াদীর দ্রব্যাদি শঠতাক্রমে স্থানান্তর করিয়া থাকে, কিম্বা তৎকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে, তবে তাহারা অবশ্য দণ্ডনীয়। ৫ মা. রি., ২২। এই সকল নজির দেখিয়া প্রতীত হয় যে 'খ' উদাহরণে আনন্দ যদুর স্ত্রীর উপপতি হউক বা না হউক, চৌর্য্যাপরাধে দোষী হইবে, এবং ঐরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সহায়তা করিলে সেও দণ্ডনীয় হইবে।

অধিকার নানাপ্রকার :—(১) আমার বাক্সে আমি কোন দ্রব্য রাখিলাম। সে বাক্সের চাবি আমার নিকট রহিল। আমি মনে করিলে যখন তখন ঐ বাক্স খুলিয়া আমার ইচ্ছানুসারে ঐ দ্রব্যটি ব্যবহার করিতে পারি। এস্থলে ঐ দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে আমার অধিকারস্থ বলিতে হইবে। (২) তারপর মনে কর, আমার ভৃত্যের বা স্ত্রীর নিকট আমি কোন দ্রব্য রাখিলাম।

এরূপ ভাবে রাখিলাম যে আমি যখন উহা চাহিব তখনই তাহারা আমাকে দিবে, অর্থাৎ যখনই আমি মনে করিব তখনই আমি উহাদিগের নিকট হইতে লইয়া নিজে ব্যবহার করিতে পারিব। এরূপ অধিকার ২৭ ধারার লক্ষ্য, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এস্থলে যদিও আমার হাতে ঐ সম্পত্তি নাই, তথাপি উহাতে আমার অধিকার লোপ হয় নাই। অর্থাৎ অপরের হাত দিয়া আমি স্বয়ং অধিকার করিতেছি, বলা যাইবে। (৩) আর এক রকম অধিকার এই। মনে কর, আমি ক'কে আমার ঘড়ি পাঠাইলাম। এই বলিয়া দিলাম যে ক পোষ্ট মাষ্টারের নিকট গিয়া আপনার পরিচয় দিলে তিনি ক'কে ঘড়িটি দিবেন। এই মর্ম্মে পোষ্টমাষ্টারকেও একখানি পত্র লিখিলাম। এস্থলে যতক্ষণ পোষ্ট মাষ্টারের হস্তে ঘড়িটি থাকিবে, ততক্ষণ যে উহার উপর আমার অধিকার লোপ হইল, এরূপ বলা যাইবে না। (৪) আরও মনে কর, পথে যাইতে যাইতে আমার পকেট হইতে ঘড়ি পড়িয়া গেল। ক উহা কুড়াইয়া পাইল। এস্থলে ঐ ঘড়িতে আমার আদৌ অধিকার নাই, ইহাও বলা যাইবে না। (৫) তারপর মনে কর, ঐরূপ না হইয়া যদি আমি ক'র নিকট এই বলিয়া ঘড়িটি রাখি যে "আমি বিদেশে যাইতেছি, ১ বৎসর আসিব না, ১ বৎসর বাদে আসিয়া তোমার নিকট হইতে উহা ফেরত লইব"। এরূপ অবস্থায় যতদিন ঐ ঘড়ি ক'র নিকট থাকিবে, ততদিন যে উহাতে আমার কোন অধিকার নাই, এমন বলা যাইবে না। (৬) আরও ভাব, ক আসিয়া আমাকে বলিল "তোমার ঘড়িটি আমাকে বিক্রয় কর"; দামও চুক্তি হইল। আমি বলিলাম, "টাকা দিয়া ঘড়ি লইয়া যাও"। ক বলিল, "আচ্ছা ঘড়িটি দাও, আমি এখনি ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে টাকা দিতেছি।" আমি ঘড়িটি দিলাম, কিন্তু ক আর আসিল না। এস্থলে আমি এককালে অধিকারচ্যুত হইলাম, এরূপ ধরা যাইতে পারে না। এইরূপে অধিকার নানারকমের হইতে পারে।

অধিকারের অবস্থা ও যে উপায়ে আসামী অধিকারস্থ সম্পত্তি আত্মসাৎ বা অন্তরিত করিবে, তাহা দেখিয়া আসামীর অপরাধের ইতর বিশেষ বিচার করিতে হইবে। যথা, আসামী উপরের লিখিত প্রথম দুইটি অবস্থায় আমার বাক্সো বা স্ত্রীর নিকট হইতে চুপি চুপি সম্পত্তি সরাইলে, সে ৩৭৮ ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। অথবা যদি সে আমার অজ্ঞাতে আমার নাম করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক আমার স্ত্রীর নিকট হইতে সম্পত্তি বাহির করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ৪১৫ ধারামত অপরাধী হইবে। আরও মনে কর, তৃতীয় অবস্থাটিতে আসামী মিথ্যা করিয়া আপনাকে ক বলিয়া পরিচয় দিয়া পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে আমার ঘড়িটি বাহির করিয়া লইয়া গেল। এস্থলে আসামী ৪১৫ ধারামত অপরাধী বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে যদি ঐরূপ প্রতারণা না করিয়া পোষ্টমাষ্টারের গৃহে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া ঘড়িটি সরায়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক ৩৭৮ ধারার অপরাধ কৃত হইল এরূপ বলা যাইবে। চতুর্থ অবস্থাতেও ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলে আসামী ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দোষী হইতে পারে। মনে কর, ক জানিতে পারিল যে সে যে ঘড়িটি কুড়াইয়া পাইয়াছে তাহা আমার, এবং এইরূপ জানিতে পারিয়া যদি সে ঐ ঘড়িটি নিজের বলিয়া অপরকে বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে ৪০৩ ধারামত দায়ী হইবে। সেইরূপ পঞ্চম অবস্থাটিতে ক ঘড়িটি বিক্রয় করিলে সে ৪০৫ ধারার, ষষ্ঠ অবস্থায় আমায় টাকা না দিলে ৪১৫ ধারার অপরাধে দোষী হইবে। এই সকল উদাহরণ দেখিয়া প্রতীত হয় যে ৩৭৮ ধারামত আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে যে "অধিকার" হইতে সে সম্পত্তি অন্তরিত করিয়াছে সে অধিকার কি প্রকার অবস্থাজাত, ইহা বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক। অধিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন আইনের অনুরোধে

উঠে, কার্য্যতঃ তাহা লইয়া গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই। "বিচার" শীর্ষক টীকা দেখ।

(৪) অস্থাবর সম্পত্তি—এতৎসম্বন্ধে বিলাতের ও ভারতবর্ষীয় আইনে প্রভেদ আছে। যাহাতে স্থাবর সম্পত্তির গন্ধমাত্র আছে, তৎসম্বন্ধে চৌর্য্য অপরাধ হয় না। এই মতে বৃক্ষ, শস্য, ঘাস, ফল, বা ভূমির অন্যরূপ উৎপন্ন দ্রব্য বা খনিজ দ্রব্য, এবং বাটী প্রভৃতি ভূমিসংলগ্ন সম্পত্তি সম্বন্ধে চৌর্য্য অপরাধ কৃত হয় না। ঐ সকল সম্পত্তি স্থানান্তর করিলে অনধিকার প্রবেশ অপরাধ হইবে। বিলাতের আইনের এই নিয়ম। কিন্তু উপরে যে মাটিকাটা, জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ অপহরণ করা, ও পতিত জমি হইতে লবণ লওয়া প্রভৃতি নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ও ধারার ১ম. অর্থেন কথা ও উদাঃ (ক) দেখিলে প্রতীত হইবে যে ঐরূপ কোন সাধারণ নিয়ম এই আইনের অনুমোদিত নহে।

সম্পত্তির মূল্য থাকুক বা না থাকুক তৎসম্বন্ধে চৌর্য্যাপরাধ হইতে পারে। তবে ৯৫ ধারা এই ধারার অপরাধের অসঙ্গত ব্যবহার নিবারণ করিতেছে। সুতরাং যদি সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন দ্রব্য স্থানান্তরিত করা যায়, তবে তৎসম্বন্ধে চৌর্য্যাপরাধ কৃত হইবে না। ৯৫ ধারার টীকা দেখ। ৪৪২ ধারায় "নৌকা" গৃহবিশেষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও "নৌকা" চৌর্য্যাপরাধের বিষয়োপযোগী অস্থাবর সম্পত্তি হইতেছে। ১৬ উ. রি., ৬১। আরও, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ধর্ম্মের বা শ্রাদ্ধের ষাঁড় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য নহে। ৮ ই. ল. রি., এলা., ৫১। মানবদেহ, জীবিত বা মৃত অবস্থায়, অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া ধরা যায় না। ২৫ ঐ. এলা., ১২৯। ক্যান্সেল্ করা চেক (cheque) সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। ২৭ ঐ, ঐ., ২৮। ২২ ধারার টীকা ও উপরের লিখিত "অধিকার" শীর্ষক টীকা দেখ।

(৫) অন্তরিত করা—দ্রব্য অন্তরিত না হইলে চৌর্য্য অপরাধ হইবে না। কেবল অপরাধ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এবং সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে কার্য্যে পরিণত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আসামী দণ্ডিত হইবে না। ঐরূপ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কিছু করা আবশ্যক। দ্রব্য দখলিকারের অধিকার হইতে এককালে স্থানান্তরিত হইয়াছে—ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। দ্রব্য যে স্থানে ছিল, সেই স্থান হইতে কিঞ্চিত স্থানান্তরিত হইলেই চুরি করা হইল। মনে কর, সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া চোর কোন দ্রব্য গৃহের মেজের উপর রাখিয়াছে। কিন্তু দ্রব্যগুলি লইয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িল। সেইরূপ কোন ব্যক্তি গাড়ির এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে মাল সরাইয়া রাখিলে এ ধারামত দায়ী হইবে। একজন ডাকের পত্রবাহক চিঠির ব্যাগ হইতে একখানি পত্র লইয়া নিজের জামার বগলিতে রাখে; জুরিরা চৌর্য্যাভিপ্রায়ে সে ব্যক্তি পত্র রাখিয়াছে এই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু যে স্থলে সম্পত্তি অন্য ভাবে রাখা হইয়াছে, অথচ স্থানান্তরিত করা হয় নাই, সে স্থলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। যথা, আসামী যেস্থানে দ্রব্যটি ছিল, সেই স্থানেই উহা কাৎ করিয়া রাখে; এরূপ অবস্থায় দ্রব্যটি স্থানান্তরিত করা হইল এরূপ বলা যাইবে না। এক ব্যক্তি শিকলীসংলগ্ন চাবি লইতে চেষ্টা করে, কিন্তু চাবিটি শিকলে সংলগ্ন থাকা প্রযুক্ত লইতে পারিল না। তাহার কার্য্য ৩৭৮ ধারার ভিতরে আসিবে। যদি কেহ গ্যাস্ (gas) মিটারে আসিবার পূর্ব্বে নল ও কাক্ দ্বারা গ্যাস-কোম্পানির গ্যাস লইয়া পোড়ায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কার্য্যে এই ধারার লিখিত "অন্তর করা" শব্দের ভিতর পড়িবে।

(৬) বিচার—উপরের টীকায় যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে

প্রতীত হইবে যে এই ধারার কোন কোন মোকদ্দমায় ৪০৩ বা ৪০৫ প্রভৃতি ধারার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ এতৎসম্বন্ধে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, একই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আদালত আসামীর উপর এই ধারা বা ৪০৩ প্রভৃতি ধারা অনুসারে চার্জ্জ করিতে পারেন। এবং অন্যতর অপরাধের উল্লেখ করিয়া ৭২ ধারামতে আসামীর দণ্ডবিধান করিতে পারেন। অথবা, যদি প্রকৃতপক্ষে আসামী ৪০৩ ধারামতে দোষী হয় কিন্তু অনুচিতরূপে আসামীকে চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী করা হয়, তাহা হইলেও এই ক্রমবশতঃ আসামীর দণ্ডাজ্ঞা রদ হইবে না। ফৌ. কার্য্য. বি. আ. ২৩৬—২৩৮ ও ৫৩১ ধারা দেখ।

(৭) চোরাই মাল কে পাইবে—এ সম্বন্ধে ৪১১ ধারার টীকা দেখ।

৩৭৯ ধারা।—যে কেহ চুরি করে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অভিযোগ পত্র—এইরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে :—"তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে চৌর্য্য অপরাধ করিয়াছ"। কিরূপে চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইয়াছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রমাণ—৩৯১ ধারার টীকা দেখ। চুরির অব্যবহিত পরেই যদি কোন ব্যক্তির নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায়, ও সে যদি নিজের দখল সম্বন্ধে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ (account) দিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিই যে চোর অথবা ঐ দ্রব্য অপহৃত জানিয়া গ্রহণ করিয়াছে এরূপ অনুমান সহজেই হইতে পারে। ১৮৭২ সাঃ, ১ আইন, ১৪৪ ধা, উদা. (ক) দেখ। ৭ উ. রি., ১৫৯। কিন্তু এজমালি পরিবার মধ্যে বা অনেক লোকে যে ঘরে বসবাস করে এমন ঘরের মধ্যে চোরাই মাল পাওয়া গেলে কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর সন্দেহ করিয়া তাহাকে দায়ী করা যাইতে পারে না। ১৫ ই. ল. রি., এলা., ১২৯; ২২ ঐ. ঐ., ৪৪৫; ৬ ঐ., ৭৩১ ইহার সহিত দেখা আবশ্যক। একটি মোকদ্দমায় এইমাত্র প্রমাণ হইল যে আসামী অপরের ক্ষেতে পুলিসকে লইয়া গিয়া সেই ক্ষেত হইতে চোরাইমাল বাহির করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন অপর কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। হাই-কোর্ট বলেন, একায়িক এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। যদি সে নিজের গৃহ বা বাক্স হইতে মাল বাহির করিয়া দিত, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু অপরের ক্ষেত হইতে মাল দেওয়ায় এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে যে সে অন্যকে ঐ স্থানে মাল রাখিতে দেখিয়াছিল, পরে নিজে বাহির করিয়া দিয়াছে। ১৭ ই. ল. রি., এলা., ৫৭৬। ইহার সহিত ২৩ ঐ., ঐ., ৩০৬ দেখ। ১৮৬৫ সালের ১৩ আইনের ৩৫ ধারার প্রথম প্রকরণের লিখিত মালামাল সম্বন্ধে আসামীর উপর কৈফিয়ৎ (account) দিবার ভার কখন পড়িবে তৎসম্বন্ধে ২০ ঐ., বো., ৩৪৮ দেখ। ক চৌর্য্য অপরাধের আসামী; ক যখন খ'কে অপহৃত দ্রব্য দেয়, সেই সময়ে অন্যে তাহা দেখিয়াছিল। খ ক'র স্ত্রীকে ঐ দ্রব্য দেয়, ইহাও লোকে দেখিয়াছিল। খ যখন ঐ দ্রব্য ক'র স্ত্রীকে দেয় তখন বলিয়া দিয়াছিল যে এই দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে ক বলিয়া দিয়াছে। খ'র কথাগুলি ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৯ ধারামতে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য। কবুল জবাব ও চোরাইমাল উপস্থিত থাকা সম্বন্ধে ২৯৯ ধারার "প্রমাণ" বিষয়ক টীকা দেখ। হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় বলেন যে যদি কোন সাক্ষী

যে মাল আদালতে উপস্থিত নাই সেই দ্রব্যটি আসামীর নিকট দেখিয়াছে বলিয়া সনাক্ত (identify) করে, তাহা হইলে ঐ সনাক্তিকরণ আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ৮ উ. রি., ১৭। কিন্তু এ মতটি ঠীক বলিয়া মনে হয় না। ২৯৯, ৫১১ ও ৪৬৫ ধারার "প্রমাণ" বিষয়ক টীকা দেখ।

বিচার ও দণ্ড—একটি মোকদ্দমায় আসামী একই গৃহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্পত্তি চুরি করে প্রমাণিত হয়। হাইকোর্ট এস্থলে মীমাংসা করেন যে সে একটিমাত্র অপরাধ করিয়াছে ও তজ্জন্য দণ্ডিত হইবে, ভিন্ন ভিন্ন চুরির জন্য নহে। ১১ উ. রি., ৩৮। ১ ই. ল. রি., বো., ২১৪। অভিযোগ ও দণ্ড সম্বন্ধে ১৫ ঐ., এলা., ৩১৭; ২৯ ঐ., বো., ৪৪৯ ও ৭১ ধারার টীকা ও ফৌ. কা. বি. আইনের ৩৫ ও ২৩৩-২৩৯ ধারা দেখ। কোন আদালতে বিচার হইবে, তৎসম্বন্ধে ফৌ. কা. বি. আইনের ১৮১ ধারা দেখ।

৩৮০ ধারা।—কোন ঘর কি তাম্বু কি নৌকাদি লোকদিগের আবাসরূপে কি কোন দ্রব্যাদি রাখিবার স্থানস্বরূপে ব্যবহার হইলে, যদি কেহ সেই ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে কিছু চুরি করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারার অভিযোগ পত্রে এই কথাটি বলিতে হইবে—মনুষ্যের বাস বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য ব্যবহৃত বাটীতে চুরি করা হইয়াছে। ছাদের উপর প্রসারিত বস্ত্র যদি কেহ প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি গৃহে চুরি করিয়াছে বলা যায় না ১ মা., জু., ২৮২। বারান্দায় চুরি করিলেও ঐ নিয়ম। উইর., ১৬০। কিন্তু দরদালান যাহা ফাঁকা বারন্দ নহে ও যাহার চারিদিকে দেওয়াল আছে "ঘর" শব্দের অন্তর্গত পঞ্জাব রেকাউ ১৮৭৯ সাঃ, নং ১০ দেখ। আর একটি মোকদ্দমায় রেলগাড়ী বা ব্রেকভান (railway carriage or brank-van) এ ধারা লিখিত "ঘর" প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত নহে, এরূপ স্থির করা হইয়াছে। উইর, ১৬০—১৬১। গোয়ালঘর সম্পত্তি রক্ষণার্থ ব্যবহৃত ঘর বলিয়া গৃহীত হইবে। কিন্তু একটি খোলা স্থানের চার পার্শ্বে বেড়া দিয়া ঐ স্থানে পশ্বাদি রাখিলে, ঐ খোলা স্থানটি "ঘর" শব্দের অন্তর্গত নহে। পঞ্জাব রেকর্ড, ১৮৮৭ সাঃ, ১৫১।

দণ্ড—এই ধারার ও ইহার পূর্ব্ব ধারার অপরাধে অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে বেত সাজা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার অপরাধ কৃত হইলে অন্য সাজার সহিত বেত সাজা হইতে পারে। ১৮৬৪ সাঃ, ৪ আইন দেখ। এ ধারার অপরাধ আসামীর উপর প্রমাণ হইলে, কয়েদ দণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড করা যাইতে পারে না। অর্থদণ্ড কয়েদ দণ্ডের উপর অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপে বিধান করা যাইতে পারে। ১৬ উ. রি., ১৭।

৩৮১ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কেরাণী কি চাকর হইয়া, কি চাকরস্বরূপে কর্ম্ম পাইয়া আপন কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থিত কোন দ্রব্য চুরি করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—চাকর কে? ঠিকা মাঝি এই ধারার লিখিত "চাকর" বা "কেরাণী" শব্দের মধ্য

নহে। ৮ উ. রি., ৩২। সুতরাং মাঝি নৌকার উপর কোন আরোহীর সম্পত্তি চুরি করিলে, সে ৩৮০ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। আসামীগণ তাহাদের চৌকীর অধীন খাজনাখানার মধ্যে একটি বাক্সে রক্ষিত টাকা চুরি করে। হাইকোর্ট বলেন, তাহারা ৪০৯ ধারার অপরাধে দোষী নহে, এই ধারার অপরাধে অপরাধী। ২ উ. রি., ৫৫। ফরিয়াদী আসামীর সহিত বন্দোবস্ত করে যে যখন তাহার কোন কাজ না থাকিবে, তখন ফরিয়াদীর গাঠরি লইয়া যাইবে এবং এই কার্য্যের জন্য ফরিয়াদী তাহাকে ইচ্ছানুরূপ মূল্য দিবে। এরূপ অবস্থায় ফরিয়াদী আসামীকে ছুটি মুদ্রা আনিতে বলে। আসামী মুদ্রা ছুটি স্বাধিকারে পাইয়া পলায়ন করে। এ স্থলে আসামীকে ফরিয়াদীর "চাকর" বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কোন রূপে অন্য কোন ব্যক্তির আয়ত্তাধীন না হয়, কেবল একবার টাকা আনিতে অনুরুদ্ধ হইয়া থাকে, সে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির চাকর এরূপ বলা যাইবে না। যদি কোন ব্যক্তি বিনামূল্যে অন্য এক ব্যক্তির উপকারার্থ তাহার টাকা তহশীল করে, তাহাকেও চাকর বলা যায় না। একটি কমিটি আপনাদের মধ্যে কতকগুলি লোককে টিকিট বিক্রয়ার্থ নিযুক্ত করে। এই কার্য্যের নিমিত্ত ঐ লোকেরা মূল্য পায় না। সুতরাং তাহারা "চাকর" শব্দে অভিহিত হইতে পারে না। একদিনের জন্য গাড়ি ভাড়া করিলে ঐ গাড়োয়ান "চাকর" শব্দের বাচ্য হইবে না। আসামী এক ব্যক্তির বাটীতে তাহার পীড়িত কন্যার শুশ্রূষা করিত এবং তন্নিমিত্ত আহারীয়, থাকিবার স্থান, ও সময়ে সময়ে কিছু কিছু টাকা পুরস্কারস্বরূপে পাইত; কিন্তু বেতন পাইত না। আসামীকে চাকর বলা যাইতে পারে না। বিলাতে একটি মোকদ্দমায় প্রকাশ পায় যে ক তাহার ৪।৬ জন চাকরের মাহিনার এক খানি বিল দিল। ঐ চাকরদিগের মধ্যে এক জন সকলের টাকা আনিবার জন্য বিল ভাঙ্গাইতে গেল ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিল। কিন্তু ঐ টাকা অপর চাকরদিগকে না দিয়া রাস্তা হইতে পলায়ন করে। এরূপ অবস্থায় ক চৌর্য্যাপরাধ করিল এরূপ বলা যাইবে না, তবে তাহাকে ৪০৯ ধারামত দণ্ড করা যাইবে। তদনুসারে সে দণ্ডিত হয়। ইহার সহিত ৩৭৮ ধারার "ভৃত্য প্রভৃতির অধিকার" শীর্ষক টীকা দেখ।

অভিযোগ পত্র—এইরূপে লিখিতে হইবে :—"তুমি অমুকের ভৃত্য হইয়া অমুক দিন অমুক স্থানে তোমার প্রভুর অধিকারস্থিত সম্পত্তি চুরি করিয়াছ।"

৩৮২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি চুরি করিতে পারে, কি চুরি করিলে পর পলায়ন করিতে পারে, কি চুরি করিয়া যে দ্রব্য লয় তাহা রাখিতে পারে' এই অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার, কি পীড়া দিবার, কি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্যোগ, কিম্বা মৃত্যুর কি পীড়ার কি অবরোধ করিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ প্রথমে করিয়া চুরি করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর অধিকৃত কোন সম্পত্তি আনন্দ চুরি করে। যে সময়ে চুরি করে সেই সময়ে আপনার বস্ত্রাচ্ছাদিত গুলিভরা পিস্তল থাকে, যদু তাহার বাধা দিতে গেলে সে যদুকে পীড়া দিবে এই জন্য ঐ পিস্তল সঙ্গে লইয়াছিল। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

(গ) আনন্দ যদুর জেব হইতে কিছু চুরি করিতে চাহে, কিন্তু যদু জানিতে পারিয়া বাধা দিলে, কি আনন্দকে ধরিতে উদ্যোগ করিলে তাহাকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য আনন্দ আপনার সঙ্গী কয়েক জনকে নিকটে রাখিয়া ঐ কর্ম্ম করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে।

অর্থ—চুরি করিবার সময় যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পীড়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ অপরাধ এই ধারামতে দণ্ডিত না হইয়া দস্যুতারূপে দণ্ডিত হইবে। ১ উ. রি., ৮৫।

দণ্ড—এই ধারা ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার অপরাধে জন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে বেত সাজা দেওয়া যাইতে পারে এবং কখন কখন অবস্থাবিশেষে অতিরিক্ত দণ্ড স্বরূপেও বেতসাজা প্রদত্ত হইতে পারে। ১৮৬৪ সা., ৪ আইন দেখ।

অপহরণের কথা।

৩৮৩ ধারা।—যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) কোন ব্যক্তিকে তাহার হানি করিবার কিম্বা অন্য ব্যক্তির কোন হানি হইবার (করিবার) ভয় জন্মায়, (দেখায়) ও তদ্দ্বারা যাহার ভয় জন্মে তাহা (তাহার নিকটে) হইতে কিছু দ্রব্য, কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র, কিম্বা দস্তখৎ করা কি মোহর করা যে কোন বস্তু লইয়া মূল্যবান নিদর্শন পত্র করা যাইতে পারে তাহা শঠতাক্রমে কোন ব্যক্তিকে দেওয়ায়, তবে সেই ব্যক্তি অপহরণ করে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে বলে যে তুমি যদি আমাকে কিছু টাকা না দাও, তবে তোমার কোন অপবাদ রাষ্ট্র করাইব। ইহা বলিয়া যদুর স্থানে টাকা পায়। আনন্দ এই স্থলে অপহরণ করিয়াছে।

(খ) আনন্দ যদুকে বলে যে তুমি আমাকে কতক টাকা দিবার এক করারপত্র লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া না দিলে, আমি তোমার বালককে অন্যায়রূপে কয়েদ করিয়া রাখিব। যদু সেই করারপত্র লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দেয়। আনন্দ এই স্থলে অপহরণ করিয়াছে।

(গ) আনন্দ যদুকে বলে যে তুমি আপন ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য বলরামকে দিব বলিয়া কতক টাকার এক করারপত্র লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া বলরামকে না দিলে, আমি লাঠিয়ালদিগকে পাঠাইয়া তোমার ক্ষেত্রে লাঙ্গলদ্বারা চাস দিয়া শস্য নষ্ট করিব, ইহাতে যদু সেইরূপ করারপত্রে দস্তখৎ করিয়া দেয়। আনন্দ এই স্থলে অপহরণ করিয়াছে।

(ঘ) আনন্দ যদুর গুরুতর পীড়া জন্মাইবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে শঠতাক্রমে সাদা কাগজে দস্তখৎ ও মোহর করাইয়া, সেই কাগজ আপনাকে দিতে তাহাকে প্রবৃত্তি দেয়। যদু তাহাতে দস্তখৎ করিয়া আনন্দকে সেই কাগজ দেয়। এই স্থলে সেই কাগজ লইয়া মূল্যবান নিদর্শনপত্র করা যাইতে পারে। ইহাতে আনন্দ অপহরণ করিয়াছে।

অর্থ—এই ধারার অপরাধে দুটি বিষয়ের প্রয়োজন :—প্রথম, ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও ভয়

জন্মান; দ্বিতীয়, যাহাকে ভয় দেখান হয় তৎকর্ত্তৃক ধারাপ লিখিত দ্রব্যাদি প্রদান। একজন প্রাচীন উকিল তাহার সহকারী নূতন উকীলকে মোকদ্দমা মুলতবির প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেন। তিনি তাহা না করিয়া মক্কেলের নিকট ভয় দেখাইয়া এই মর্ম্মে একখানি খত লিখিয়া লয়েন যে টাকা না দিলে তিনি তাহার পক্ষে ওকালতি করিবেন না। ও ঐরূপে খত লইয়া মোকদ্দমাটি করেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন, এ অবস্থায় উকীল ৩৮৩ ধারামতে অপরাধী নহেন। ৫ মা. বি., ১৪। কোন ব্যক্তি যদি সত্য ঘটনামূলক হউক বা অমূলক হউক অন্যের নামে ফৌজদারী অভিযোগ করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট টাকা লয়, তবে সে এই ধারামতে অপরাধী। অর্থাৎ যাহা বলিয়া ভয় দেখান হয়, তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা দেখিবার আবশ্যক নাই। ভয়প্রদর্শনটি বে-আইনী হইলেই এ ধারা বর্ত্তিবে। ৫০৬ ধারার টীকা, ও ২০ ই. ল. রি, বো., ৭৯৪ ও ৩০ ঐ, কলি., ৪৮৮ দেখ। একজন কনেষ্টবল বলে যে তাহাকে ৩০ টাকা না দিলে সে আসামীকে ছাড়িয়া দিবে না। আসামী টাকা দেয় ও কনষ্টেবল তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। কনষ্টেবল এই ধারামতে দোষী। ৭ উ. বি., ২৮। ইহার সহিত ১৬১ ধারার টীকা ও ২৭ ই. ল. বি., কলি, ৯২৫, ও ৩০ ঐ., ঐ, ৬৪৯ দেখ। যাহাকে ভয় দেখান যায়, সে দোষী বা নির্দ্দোষী—ইহা যখন এই ধারার অপরাধ সম্বন্ধে কার্য্যকর নহে, তখন তৎসম্বন্ধে প্রমাণ অনাবশ্যক। ১০ কল্প, ৪০৮। ক খ'কে এই বলিয়া ভয় দেখায় যে তাহাকে কিছু টাকা না দিলে সে কর্ম্মচ্যুত হইবে। খ টাকা দিলে ক এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে।

ধারাতে "শঠতাক্রমে" কথাটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শঠতাক্রমে কার্য্য কৃত না হইলে এ ধারার অপরাধ হইবে না। আসামী সরলভাবে বিশ্বাস করে যে সে ফরিয়াদীর নিকট টাকা দাবি করিতেছে। এই বিশ্বাসে যদি তাহার নিকট টাকা গ্রহণ করে, তবে সে এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে না। ৩ বো. রি., ৪৫। ইহার সহিত ৩ মা. রি., ২৫৪ দেখ।

এ ধারা ও অন্যান্য ধারার মধ্যে প্রভেদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই ধারার অপরাধ করিতে হইলে ধারার লিখিত দ্রব্যাদির "প্রদান" আবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তি হানির ভয়ে ভয়প্রদর্শক কর্ত্তৃক সম্পত্তি গ্রহণ কার্য্যে বাধা না দেয়, কিন্তু নিজে প্রদান না করে, তবে ঐ সম্পত্তি লইয়া গেলে ভয়প্রদর্শক-গৃহীতা এই ধারামতে দণ্ডিত না হইয়া চুরি করা ও অবস্থা-বিশেষে দস্যুতাপরাধে দণ্ডিত হইবে। ভয়প্রদর্শক ও দ্রব্যাদি গৃহীতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারে। অবস্থা অনুসারে গৃহীতাকে এই ধারার অপরাধের সহায়তাকারী বলা যাইতে পারে। ভয় প্রদর্শন ও দ্রব্যাদি প্রদান কার্য্যকারণস্বরূপে সংরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নতুবা এই ধারার অপরাধ হইবে না। মনে কর, একজন কনষ্টেবল কয়েক ব্যক্তির টাকার হার নির্ণয় করিবার জন্য পরওয়ানা পাইয়া তাহাদিগের নিকট গিয়া বলে যে তাহাদের উপর অল্প হারে টাকা ধার্য্য হইয়াছে; তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রজারা টাকা দেয়। হাইকোর্ট বলেন, যখন তাহারা ভয়প্রদর্শনে টাকা না দিয়া কনষ্টেবলের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছে, তখন কনষ্টেবল ৪১৫ ধারামতে অপরাধী, এ ধারামতে অপরাধী নহে। ৪ উ. রি., ৫। একজন চৌকিদার কোন ব্যক্তির টাকা লয়। সে হয় ভয় দেখাইয়া, না হয় প্রতারণাপূর্ব্বক নিশ্চয়ই উভয়ের অন্যতর উপায়ে টাকা লইয়াছে। কিন্তু কোন্ উপায়ে লইয়াছে, ইহা নিশ্চয় হয় নাই। এস্থলে তাহাকে অন্যতররূপে ৪১৫ অথবা এই ধারামতে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ৩ উ. রি., ৩২। ফৌ. কা. বি. আ., ২৩৬ ধাঃ দেখ। সারকথা, ৩৭৮ ধারার চুরি অপরাধে "বিনা সম্মতিতে," ৩৮৩ ধারার অপহরণ অপরাধে "ভয় দেখাইয়া" ও ৪১৫ ধারার বঞ্চনা অপরাধে "প্রতারণা দ্বারা" সম্মতি পাওয়া—এই তিন ধারার মধ্যে সম্মতি সম্বন্ধে এই মাত্র প্রভেদ।

৩৮৪ ধারা।—যদি কেহ অপহরণ করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

বিচার—ক'কে থ জেলায় ভয় প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু সম্পত্তি-প্রদান গ জেলায় হয়। আসামীর বিচার অন্যতর জেলায় হইতে পারে। ফৌ. কা. বি. আ., ১৭৯ ধা., (গ) উদাহরণ দেখ।

৩৮৫ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার জন্য কোন কাহার (লোকের) হানি করিবার ভয় জন্মায়, কি ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৩৮৬ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার কি অন্য কোন কাহারও প্রাণনাশের বা গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া (দেখাইয়া) অপহরণ করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৩৮৭ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে (জন্য) অন্য লোককে তাহার কি অন্য কাহারও প্রাণনাশের বা গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মায় (দেখায়) কি ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—টাকা অপহরণের উদ্দেশে আত্মহত্যার উদ্যোগের ভাণ করিলেও এই ধারার অপরাধ হইবে। অপহরণ কার্য্য কৃত হইলে, ৩৮৬ ধারা বর্ত্তিবে। ১ ইণ্ডি. জু., ৪২৩।

৩৮৮ ধারা।—যে অপরাধে প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হওনের দণ্ড হয়, এমত অপরাধ করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করার নালিশ কোন ব্যক্তির নামে করিব বলিয়া যদি কেহ তাহার কিম্বা অন্য কোন লোকের ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে, এবং সেই অপরাধের দণ্ড যদি ৩৭৭ ধারামতে হইতে পারে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারার লিখিত "নালিশ" বিচারালয়ে না হইয়া কোন ব্যক্তির নিকট করিব বলিয়া ভয় দেখাইলেও এ ধারার অপরাধ হইবে। "নালিশ করিব" এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন এই ধারার উদ্দিষ্ট। সুতরাং নালিশ হইবার পর সাক্ষী যোগাড় করিবার নিমিত্ত ভয় প্রদর্শন করিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। কিন্তু মনে কর, আসামী নিজের নির্দ্দেশিত ঘরে একটি মোড়া

ক'র পিতাকে ক্রয় করিতে বাধ্য করিবার জন্য এই বলিয়া ভয় দেখায় যে ক'র পুত্র ঐ খোটকীতে উপগত হইয়াছে। আসামী এই মামলাতে দণ্ডিত হইবে। ইহার সহিত ৩৮৩ ধারায় যে ১০ কথা, ৪০৮ নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করা আবশ্যক। "অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ।

অভিযোগ পত্র—ইহাতে "যে অপরাধ প্রাণদণ্ড" ইত্যাদি, সেই অপরাধের উল্লেখ করিতে হইবে।

দণ্ড—এই ধারার অপরাধে অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে বেত সাজা দেওয়া যাইতে পারে; দ্বিতীয় বারের অপরাধে অন্য দণ্ডের সহিত বেত সাজা হইতে পারে। ১৮৬৪ সাঃ, ৬আঃ দেখ।

৩৮৯ ধারা।—যে অপরাধে প্রাণদণ্ড, কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হওনের দণ্ড হয়, এমত অপরাধ করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার নালিশ কোন কাহার (ব্যক্তির) নামে করিব বলিয়া, যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিবার জন্য তাহার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির ভয় জন্মায়, কিম্বা জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। এবং সেই অপরাধের দণ্ড যদি ৩১৭ ধারামতে হইতে পারে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—"অপরাধ"এর অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ। ৩৮৬ ও ৩৮৭ ধারার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, ৩৮৮ ও ৩৮৯ ধারার মধ্যেও সেই ব্যবধান। অর্থাৎ, অপহরণ কৃত হইলে ৩৮৮ ধারা, আর অপহরণ করিবার জন্য ধারার লিখিত ভয় দেখাইলে ৩৮৯ ধারা বর্ত্তিবে।

অভিযোগ—৩৮৮ ধারার টীকা দেখ।

দণ্ড—এই ধারার অপরাধে অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে বেত সাজা হইতে পারে। দ্বিতীয় বারের অপরাধে অন্য দণ্ডের সহিত বেত সাজা দেওয়া যাইতে পারে।

দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা।

৩৯০ ধারা।—যখন দস্যুতা হয়, তখন চৌর্য্য কিম্বা অপহরণ দোষ হয়। যদি চুরি করিবার জন্য কিম্বা চুরি করণকালে কি চৌর্য্যের দ্বারা প্রাপ্ত কোন বস্তু লইয়া যাওনেতে, কি লইয়া যাইবার উদ্যোগ করণেতে, অপরাধী সেই কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে, কি তাহাকে পীড়া দেয়, কি অন্যায়মতে অবরোধ করিয়া রাখে, কিম্বা হত্যা করিতে কি পীড়া কিম্বা অবরোধ করিয়া রাখিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা কোন ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ (instant) পীড়ার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হইবার ভয় জন্মায় কি জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে এমত স্থলে ঐ চৌর্য্য দস্যুতা হয়।

ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করিবার সময়ে, অপরাধী যাহার ভয় জন্মায় তাহার সাক্ষাতে (in his presence) যদি থাকে, ও সেই ব্যক্তির কিম্বা অন্য ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের, কি তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার, কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরোধ করিবার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করে, ও তদ্রূপে তাহার এমন ভয় জন্মায় যে সে (ভীত ব্যক্তি) তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই (then and there) অপহৃত দ্রব্য আপনি দেয়, তবে এমত স্থলে ঐ অপহরণ করা দস্যুতা হয়।

অর্থের কথা। অপরাধী যদি উপযুক্তমতে নিকটে (sufficiently near) থাকাতে অন্য ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়া পাইবার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হইবার ভয় জন্মে, তবে সেই অপরাধী সাক্ষাতে থাকে, বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুকে ধরিয়া (রাখিয়া) তাহার অনুমতি বিনা তাহার বস্ত্র হইতে তাহার টাকা ও গহনা প্রতারণাপূর্ব্বক লয়, এই স্থলে আনন্দ চুরি করিয়াছে ও সেই চুরি করিবার জন্য জ্ঞানপূর্ব্বক (voluntarily) যদুকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়াছে। অতএব আনন্দ দস্যুতা করিয়াছে।

(খ) যদু রাজপথ দিয়া যাইতেছে, আনন্দ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে পিস্তল দেখাইয়া কহে যে তোমার নিকটে যত টাকা থাকে তাহা দেও। যদু ঐ টাকা সমর্পণ করে। এই স্থলে আনন্দ যদুর তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার ভয় জন্মাইয়া তাহার স্থান হইতে তাহার টাকা অপহরণ করিয়াছে ও সেই অপহরণ করিবার সময়ে তাহার সাক্ষাতে ছিল। অতএব আনন্দ দস্যুতা করিয়াছে।

(গ) যদু আপনার বালককে লইয়া পাহাড়ের উপর রাজপথ দিয়া যায়। আনন্দ ঐ বালককে ধরিয়া যদুকে বলে তুমি এক্ষণে টাকা না দিলে আমি এই বালককে এই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ করিব। তাহাতে যদু আপনার টাকা দেয়। এই স্থলে যে বালক বর্ত্তমান ছিল তাহার তৎক্ষণাৎ পীড়া দিবার বিষয়ে যদুর ভয় জন্মাইয়া আনন্দ যদুর স্থান হইতে টাকা লইয়াছে। অতএব আনন্দ যদুর উপর দস্যুতা করিয়াছে।

(ঘ) আনন্দ যদুকে বলে যে তোমার বালক আমার দলের হাতে পড়িয়াছে, তুমি দশ হাজার টাকা না পাঠাইলে ঐ বালককে হত্যা করা যাইবে, ইহা বলাতে যদুর স্থানে টাকা পায়। ইহা অপহরণ করার অপরাধ হয়, এবং তদনুসারে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে। কিন্তু বালকের তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে যদুর এমত ভয় না জন্মাইবাতে (জন্মাইলে) দস্যুতা অপরাধ হয় না।

অর্থ—দস্যুতা মাত্রেই চৌর্য্য বা অপহরণ অপরাধ হইবে। কিন্তু মনে কর, ক খ'কে আক্রমণ করিয়া বলে যে যদি সে তাহাকে অঙ্গস্থিত সমস্ত অলঙ্কারাদি না দেয়, তাহা হইলে খ'কে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে; এবং এই কথা বলিয়া খ'র অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিতে আরম্ভ করে। খ ভীত হইয়া বলিল, "তুমি আমাকে প্রাণে মারিও না, আমি তোমাকে আমার সমস্ত অলঙ্কার দিতেছি।" এই বলিয়া খ নিজ অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিল। এস্থলে যে

সমস্ত অলঙ্কার খ'র বিনা সম্মতিতে গ্রহণ করা হইল, তৎসম্বন্ধে চৌর্য্য অপরাধ করা হইল, ও যে সকল অলঙ্কার খ ভীত হইয়া স্বয়ং খুলিয়া দিল, তৎসম্বন্ধে অপহরণ অপরাধ করা হইল। ৩৮৩ ধারার টীকা দেখ। সুতরাং খ কর্ত্তৃক কৃত দস্যুতা অপরাধের কিয়দংশ চৌর্য্য ও কিয়দংশ অপহরণদোষঘটিত বলিতে হইবে। অর্থাৎ, যখন একটি দস্যুতা অপরাধ কৃত হয়, তখন উহাতে কেবল চৌর্য্য অপরাধ হইয়াছে, কি কেবল অপহরণ অপরাধ হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করা কঠিন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নৌকা চাহিয়াছেন বলিয়া আসামীরা একখানি নৌকার গতিরোধ করে। তৎপরে তাহারা ঐ নৌকাস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি লুট করিয়া লয়। নৌকার লোকেরা কোন প্রকার বাধা দিল না। হাইকোর্ট বলেন, আসামীরা এই ধারার লিখিত অপরাধ করিয়াছে। কারণ, নাবিকেরা যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, তখন আসামীদের কর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইয়াছে। ৫ উ. রি., ১৯। কাহারও অঙ্গ হইতে অলঙ্কার বলপূর্ব্বক লইবার সময় তাহার পীড়া জন্মাইলে আসামী এই ধারামত অপরাধী হইবে। ক খ'র নথ লইবার সময় তাহার নাসিকার উপর এরূপ আঘাত করে, যে খ'র নাসিকা হইতে রক্তপাত হয়। এস্থলে ক এই ধারামতে দোষী। ৫ উ. রি., ৯৫।

"চুরি করিবার জন্য হত্যাদি"—ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে পীড়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য চৌর্য্য বা অপহরণ কার্য্যের পূর্ব্বে কৃত হইয়া থাকিলে দস্যুতা অপরাধ কৃত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় আইনানুসারে অপহৃত দ্রব্য লইয়া যাইবার সময়েও পীড়া দিলে, আসামী এই ধারার লিখিত অপরাধে অপরাধী হইবে। মনে কর, ক'র বাটীতে চুরি হয়। অপহৃত দ্রব্য লইয়া চোরেরা যখন চলিয়া যায়, তখন ক তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। এমন সময় তাহাদের মধ্যে একজন ফিরিয়া ক'কে লাঠি দ্বারা প্রহার করে। এস্থলে কি অভিপ্রায়ে ক'র উপর শেষোক্ত অত্যাচারটি হয়? অর্থাৎ, অপহৃত সম্পত্তি লইয়া যাইবার জন্য উহা কৃত হইয়াছে কি না, ইহা লইয়া অজদিগের মধ্যে মতের বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। সুতরাং যাঁহারা ভাবেন যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ে ক'র উপর আঘাত করা হইয়াছে, তাঁহাদের মতে আসামীরা ৩৯০ ধারার অপরাধে দোষী। ৩ উ. রি., ১৪। কিন্তু মনে কর, চোর অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া অপহৃত দ্রব্য ফেলিয়া পলায়ন করে এবং যাহাতে পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক কেহ তাহাকে ধরিতে না পারে এই জন্য সে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া অনুগামী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন কোন লোককে আঘাত করে। এস্থলে সে ৩৯০ ধারামত দোষী হইবে না। মা. রি., ১৮৬৫ খৃঃ। আরও মনে কর, ক সরলভাবে এরূপ বিশ্বাস করে যে খ'র অধিকারস্থ কোন সম্পত্তি তাহার নিজের বা তাহার প্রভুর সম্পত্তি। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলপ্রকাশ ও ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক খ'র নিকট হইতে সেই সম্পত্তি লয়। কার্য্যটি শঠতাক্রমে কৃত হইল না বলিয়া সে ৩৭৮ বা ৩৮৩ ধারার অপরাধে দোষী হইবে না। সুতরাং সে ৩৯০ ধারার অপরাধেও অপরাধী হইতে পারে না। ৩ মা. রি., ২৫৪। ইহার সহিত ৩ বো. রি., ৪৫ দেখ।

৩৯১ ধারা।—যদি পাঁচ কি তদোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া দস্যুতা করে কি করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যাহারা একত্র হইয়া দস্যুতা করে কি করিবার উদ্যোগ করে ও যাহারা বিদ্যমান থাকিয়া সেই অপরাধের কি সেই উদ্যোগের সাহায্য করে, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ যদি পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি হয়, তবে যে প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ কার্য্য করে কি করিবার উদ্যোগ করে কি সাহায্য করে, সে "ডাকাইতী" করে কহা যায়।

অর্থ—ন্যূনপক্ষে পাঁচ জন ব্যক্তি মিলিত না হইলে এই ধারার অপরাধ হইবে না। মনে কর, পাঁচ জনে একটি দস্যুতা অপরাধ করে। ইহা প্রমাণিত হইল যে উহাদের মধ্যে চারি-জনের এই বিশ্বাস ছিল যে তাহারা যে দ্রব্য লইয়াছিল সে দ্রব্য তাহাদের দলের পঞ্চম ব্যক্তির স্বাধিকারভুক্ত এবং তাহা লইতে তাহাদিগের অধিকার আছে। সুতরাং তাহাদের কার্য্যটি এই ধারার লক্ষ্য নহে। ঊ. রি., খৃঃ ১৮৬৪, ৮। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সকলেরই উদ্দেশ্যের একতা থাকা আবশ্যক। আরও মনে কর, মুসলমান কর্ত্তৃক গো-বধ নিবারণ করিবার জন্য পাঁচ বা তদধিক হিন্দু উহাদের অধিকার হইতে বলপূর্ব্বক কয়েকটি গরু কাড়িয়া লয়। এখানে হিন্দুরা শঠতাক্রমে, অর্থাৎ অন্যায্য লাভ বা ক্ষতি করিবার জন্য কার্য্যটি না করায়, ৩৭৮ বা ৩৯০ ধারার অপরাধ হইল না। সুতরাং হিন্দুরা এ ধারামতে দায়ী হইল না, কিন্তু ১৪৭ ধারামতে দায়ী। ১৫ ই. ল. রি., এলা., ২২। ঐরূপ কার্য্য শঠতাক্রমে কৃত হইলে, এ ধারা বর্ত্তিবে। ১৫ ঐ., ঐ., ২৯৯।

উদ্যোগ—দস্যুতা করিলে বা দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকিলে এই ধারা খাটিবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আসামীরা বলপ্রকাশ না করিলেও, তাহারা এই ধারামত দণ্ডার্হ হইতে পারে। মনে কর, কতকগুলি লোক (যাহাদের সংখ্যা ও সজ্জা দেখিয়া সাধারণতঃ তাহাদের কর্ত্তৃক পীড়া বা অবরোধ অপরাধ কৃত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে) মিলিত হইয়া যদি দস্যুতার উদ্যোগ করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার বলপ্রকাশ না করিয়া থাকিলেও এই ধারার লিখিত অপরাধ কারণ ধরিতে হইবে। মনে কর, অনেকগুলি লোক একত্র হইয়া ক'র গৃহ আক্রমণপূর্ব্বক তত্রস্থ সমুদয় সম্পত্তি লইয়া যায়। কিন্তু গৃহস্থরা ঐ ঘটনা ঘটিবে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং কারণ না থাকায়, আসামীদের আদৌ বলপ্রকাশ করিতে হয় নাই। হাইকোর্ট বলেন, গৃহস্থরা গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করায় ইহা প্রতীত হইতেছে যে তাহাদের মনে পীড়া বা অবরোধ ঘটিবার আশঙ্কা হইয়াছিল। সুতরাং আসামীরা বলপ্রকাশ করিয়া না থাকিলেও, এই ধারামতে অপরাধী। ৭ ঊ. রি., ৫৩। অপর একটি উদাহরণ—পাঁচ জন লোক সজ্জিত হইয়া রাত্রিতে কোন ব্যক্তির গৃহে সিঁদ দিতেছে, এমত সময় অপর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে গ্রামস্থ অন্যান্য লোক তাহাদিগকে তাড়া করে। উক্ত পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে একজন যাহারা তাড়া করিয়াছিল তাহাদের একজনকে কাটিয়া ফেলে। হাইকোর্ট বলেন, যখন চুরি করিবার নিমিত্ত বা অপহৃত দ্রব্য লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইবার জন্য উক্ত খুন কৃত হয় নাই, কেবল যাহাতে আসামীরা ধৃত না হয়, তদভিপ্রায়ে কৃত হইয়াছে, তখন আসা-মীরা দস্যুতা অপরাধে (সুতরাং ডাকাইতী অপরাধেও) অপরাধী নহে। তাহারা ৪৫৬ ধারা-মতে দোষী হইবে। ঊ. রি., ১৮৬৪ খৃঃ, ৩৯। ৩৯০ ধারার টীকা দেখ।

আসামী যদি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে, তবে তাহার এই ধারামত (৪১১ ধারামত নহে) দণ্ড হইবে। ৭ ঊ. রি., ৪৮; ৮ ঊ. রি., সিপি., নং ৭৩৭। অপর একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে যদি আসামী সম্পত্তি লইয়া যাইতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে ডাকাইতী কৃত হইবে না। ৯ ঊ. রি, সিপি., নং ২৬১। মনে কর, আসামী অপ-হৃত দ্রব্য লইয়া যাইবার নিমিত্ত স্কন্ধে তুলিতেছে এমন সময় ফরিয়াদী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া উক্ত দ্রব্য ফেলিয়া পলায়, কিম্বা ধৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, এরূপ স্থলে অপরাধটি সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং সে ব্যক্তি ৪১১ ধারামত দণ্ডার্হ হইতে পারে, ৩৯০ ধারামত তাহার দণ্ড-

বিধান করা যাইতে পারে না। বোধ হয় ইংরাজি আইন লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু এ ধারায় "উদ্যোগ" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে স্মরণ রাখিতে হইবে। সুতরাং যদি পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি সজ্জিত হইয়া কাহার বাটী লুট করিবার জন্য আক্রমণ করিলে গৃহস্থরা বা অপর লোকে তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেয় ও আক্রমণকারীরা কোন দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলেও উহাদের কর্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল। এই ধারার সহিত ৪০২ ধারা পাঠ করা আবশ্যক।

প্রমাণ—সম্বন্ধে ৩৭৯ ও ২৯৯ ধারার টীকা দেখ। ডাকাইতী হইবার ছয় ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে আসামীর নিকট অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া গেলে, অনায়াসে এই রূপ বিবেচনা করা যাইবে যে সে উক্ত ডাকাইতীতে সংসৃষ্ট ছিল। ৩ উ. রি., ১০। এমন কি আট দিন পরে যদি কাহারও নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার নামে ডাকাইতীর অভিযোগ আনা যাইতে পারে। ৫ উ. রি., ৬৬। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৭, ৮ ও ১১৪ ধারা ইহার সহিত পাঠ করা আবশ্যক। এখানে বলা প্রয়োজন যে দ্রব্যের অবস্থা বুঝিয়া সময় অল্প কি না স্থির করিতে হইবে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ১৬১। ৪১১ ধারার টীকা দেখ।

দণ্ড—এই ধারা ও ৩৯০ ধারার অপরাধে আসামী দ্বিতীয়বার দোষী প্রমাণ হইলে তাহার অপর দণ্ডের উপর বেত সাজা বিধান হইতে পারে। ১৮৬৪ সালের ৬ আইন, ৪ ধারা। ডাকাইতী বা দস্যুতা করিবার সময় পীড়া জন্মাইলে তজ্জন্য ৩২৩ বা ৩২৫ ধারার লিখিত স্বতন্ত্র অভিযোগ করা যাইতে পারে। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২৩৫ ধারা দেখ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডবিধান করা যাইবে কি না, তৎসম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ।

৩৯২ ধারা।—যে কেহ দস্যুতা করে, সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। এবং যদি সূর্য্য অস্ত হইবার কালাবধি উদয় হইবার কাল পর্য্যন্ত কোন সময়ে রাজপথে (high-way) ঐ দস্যুতা অপরাধ করা যায়, তবে চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ কয়েদ হইতে পারিবে।

অভিযোগপত্র—এইরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে :—"তুমি অমুক দিন, অমুক স্থানে দস্যুতা করায় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২ ধারার অপরাধ করিয়াছ এবং সেই অপরাধের বিচার করিতে সেসন আদালত সমর্থ; সুতরাং ইত্যাদি।" রাজপথে দস্যুতা কৃত হইলে অভিযোগপত্রে তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা উচিত। ক এবং খ উভয়ে দস্যুতা কার্য্য করে। দস্যুতা করিবার সময় ক একাকী (খ'র সাহায্যে অথবা সম্মতি বা জ্ঞানমতে নহে, কিম্বা উহাদের যে অভিপ্রায় ছিল তাহা সাধন করিবার উদ্দেশ্যেও নহে), গ নামক কোন ব্যক্তিকে খুন করে। এস্থলে ক ও খ'র দস্যুতা করার নিমিত্ত ও খুন করার অপরাধের জন্য ক'র স্বতন্ত্র বা একত্রে বিচার হইতে পারে। ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ২৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তি খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারান্তে অব্যাহতি পায়। পরে প্রকাশ হয় যে খুন করিবার সময় সে দস্যুতা কার্য্যে লিপ্ত ছিল। এস্থলে পুনরায় আসামীকে দস্যুতা অপরাধের নিমিত্ত বিচারাধীন করা যাইবে। ফৌ. কা. বি. আ., ৪০৩ ধা. উদাঃ (খ)।

৩৯৩ ধারা।—যদি কেহ দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করে, তবে সে সাত

বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

দণ্ড—পেত সাজা সম্বন্ধে ৩৯০ ও ৩৯১ ধারার অপরাধ সম্বন্ধে যে নিয়ম, ৩৯৩ ও ৩৯৪ ধারার অপরাধেও সেই নিয়ম।

৩৯৪ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার কালে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেয়, তবে সেই ব্যক্তি ও তাহার সঙ্গে অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ দস্যুতা করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার কার্য্যেতে লিপ্ত থাকে, সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ (দণ্ড) হইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

দণ্ড—৩৯৩ ধারা দেখ।

৩৯৫ ধারা।—যদি কেহ ডাকাইতী করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগ।—"তুমি অমুক দিন, অমুক স্থানে ডাকাইতী করায় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারার অপরাধ করিয়াছ ও ঐ অপরাধ সেসন আদালতের বিচার্য্য" ইত্যাদি।

প্রমাণ ও দণ্ড—এ সম্বন্ধে ৩৯১ ধারার টীকা দেখ।

বিচার—৩৯৬ ধারার টীকা দেখ।

৩৯৬ ধারা।—পাঁচ কি তদধিক যে ব্যক্তিরা একত্র হইয়া ডাকাইতী করিতেছে, তাহাদের মধ্যে যদি কোন এক ব্যক্তি সেইরূপে ডাকাইতী করিবার সময়ে (করিতে করিতে) কাহাকেও বধ করে, তবে তাহাদের প্রত্যেক জনের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা তাহারা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, তাহাদের অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এবম্প্রে ডাকাইতী করিতে করিতে বা করিলেই এ ধারা খাটিবে (২ উ. রি., ৩৯), অন্যত্র নহে। যখন ডাকাইতী হইতেছিল এমন সময়, অর্থাৎ যাহারা ডাকাইতী করিতেছিল তাহাদিগের সমক্ষে বা উপস্থিত থাকিবার সময় বধ করিলেই তাহাদিগের উপর এই ধারা খাটিবে। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ৪৩৭। কিন্তু অপর একটি মোকদ্দমায় জজেরা বলেন যে খুনটি আসামীর সমক্ষেই যে হইতে হইবে এমন নহে, একত্র হইয়া ডাকাইতী করিতেছে এমন সময় যদি তাহাদের মধ্যে কেহ খুন করে, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকেই, তাহার সমক্ষে খুন হউক বা না হউক, দায়ী হইবে। ১৭ ই. ল. রি., এলা., ৮৬। ইহার সহিত ৩৪, ১১৪, ১৪৯ ও ৩৯৭ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক।

বিচার—যেখানে আসামী পাঁচ বা ততোধিক বা পাঁচের কম বা পলাতক হয়, সেই স্থানস্থ দৌজ-

দারী আদালতে এই ধারার ও ৩৯৫ ধারার অপরাধের বিচার হইতে পারে। ফৌ. কার্য্য. বি. আ., ১৭ ও ১৮১ ধারা দেখ।

৩৯৭ ধারা।—যদি দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার সময়ে অপরাধী কোন সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করে, কিম্বা কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মায় কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে সেই অপরাধীর কয়েদ হইবার কাল সাত বৎসরের ন্যূন হইবে না।

অর্থ—হাইকোর্ট বলেন, ডাকাইতী করিবার উদ্যোগে যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও গুরুতর আঘাত করে, সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ডাকাইতী করিবার সময় গুরুতর আঘাত করিয়া থাকিলে এই ধারা খাটিবে। ৭ উ. রি., লিপি., নং ২১৬। সেইরূপ, ডাকাইতী না করিয়া পলাইবার সময় অস্ত্র ব্যবহার করিলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ৩৯৮ বা ৩৯৯ ধারামত দায়ী হইতে পারে। ২৩ ই. ল. রি., এলা., ৭৮। কিন্তু ৩৯১ ধারা দেখিলে এই মত ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হয়। পাঁচ ব্যক্তি মিলিত হইয়া দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করিলে তাহাদের কর্ত্তৃক ডাকাইতী কৃত হইবে। প্রাণনাশক অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকিলে চোরকে দস্যুতা অপরাধে অপরাধী করা যাইবে। সুতরাং সে এই ধারামতেও দণ্ডনীয়। ২ উ. রি., ৪৯।

"সেই অপরাধী"—শব্দের অর্থ কি? যে গুরুতর পীড়া জন্মাইবে কেবল সেই ব্যক্তিকে, না অপর ডাকাইতকেও বুঝাইতেছে? মনে কর, ডাকাইতী করিবার সময় ক ঐ দলভুক্ত হইয়া, গৃহস্বামী খ'কে প্রহার করিল। অপর ডাকাইতগণও খ'কে প্রহার করিল। এই প্রহারে খ'র গুরুতর পীড়া জন্মিল। ইহাদের মধ্যে কে যে গুরুতর আঘাতটি করিল, তাহা স্থির করা দুরূহ। এরূপ স্থলে ক স্বহস্তে গুরুতর প্রহার না করিয়া থাকিলেও সে ৩৪ ধারার বলে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া দায়ী হইবে। সুতরাং সে এ ধারামতেও দায়ী হইবে। অর্থাৎ যে ডাকাইত ৩৪ ধারামতে গুরুতর পীড়া জন্মাইবার জন্য দায়ী সে নিজে ঐ পীড়া না জন্মাইয়া থাকিলেও এই ধারার লিখিত "সেই অপরাধী" শব্দের অন্তর্গত হইতেছে। ২১ ই. ল. রি., এলা., ২৬৩। ইহার সহিত ৩৪, ১১৪ ও ১৪৯ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক।

৩৯৮ ধারা।—যদি দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ সময়ে অপরাধীর নিকটে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকে, তবে সেই অপরাধীর কয়েদ হইবার কাল সাত বৎসরের ন্যূন হইবে না।

অর্থ—এ ধারার অস্ত্র ব্যবহার করা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। ৩৯৭ ধারায় "ব্যবহার" শব্দ লিখিত আছে। ৩৯৭ ধারার টীকা দেখ। ইহার সহিত ১৪৮ ধারার টীকা দেখাও আবশ্যক।

৩৯৯ ধারা।—যদি কেহ ডাকাইতী করিবার কোন প্রকারের উদ্যোগ (preparation-আয়োজন) করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এ ধারার "উদ্যোগ" শব্দ "preparation"এর অনুবাদ, "attempt"এর নহে।

প্রমাণ—লোকজন একত্র করা, অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা প্রভৃতি দ্বারা উদ্যোগ প্রমাণ করিতে হইবে। ৩৯৭ ধারার টীকা দেখ। আয়োজনের পরিমাণ, ভাব গতিক দেখিয়া যদি এরূপ প্রতীত হয় যে ডাকাইতী করিবার জন্যই ঐ সমস্ত জোগাড় যন্ত্র করা হইয়াছে, তাহা হইলেই এ ধারা খাটান যাইবে। এতদূর প্রমাণ করিতে না পারিলে চলিবে না। ইহার সহিত ২৩ ই. ল. রি., এলা., ৭৮, ও ৪০২ ধারার টীকা দেখ।

৪০০ ধারা।—যাহারা নিয়ত ডাকাইতী করিবার জন্য দলবদ্ধ (associated) থাকে, এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে যে কেহ তাহাদের দলভুক্ত হয় (belongs), তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ-দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"নিয়ত" শব্দটির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একবার মাত্র ডাকাইতী করিয়াছে বলিয়া আসামী ধারার লিখিত ডাকাইতদের দলভুক্ত—এরূপ বলা যাইবে না। ২ উ. প. রি., ৬১৩। ডাকাইতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তিকে এই ধারামত দণ্ডিত করা যাইবে না। একদল লোক "নিয়ত" ডাকাইতী করিয়া থাকে। ক ইহা জানে, এবং তাহা জানিয়াও যদি সে দলভুক্ত হয়, তাহা হইলে ক এই ধারামত অপরাধী। ৩ উ. রি., ১৮। কিন্তু দলভুক্ত হইবার পূর্ব্বে যদি ক'র এরূপ জ্ঞান না থাকে যে ঐ দল নিয়ত ডাকাইতী করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা হইলে ক'কে এই ধারামত অপরাধী করা যাইবে না। তবে যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে সরল ভাবে দলভুক্ত হইবার পর ক জানিতে পারে যে ঐ দল নিয়ত ডাকাইতী করিবার জন্য সংঘটিত, এবং ইহা জানিয়া সে যদি দল পরিত্যাগ না করিয়া দলভুক্তই থাকে, তাহা হইলে সে এই ধারার অপরাধে দোষী। আগ্রা. বি., ১৮৫০ খ্রীঃ, ২৯২।

প্রমাণ—৪০১ ধারার টীকা দেখ। অনেক মোকদ্দমায় আসামী কুচরিত্র, ডাকাইতদের সহিত তাহার সম্পর্ক, ডাকাইত বলিয়া পূর্ব্বে খ্যাত হইয়া থাকিলে সেই বিষয়, ডাকাইত বলিয়া পূর্ব্বে দণ্ডিত হইয়া থাকিলে তাহা, ও এবম্বিধ বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ এই ধারায় আসামীর বিরুদ্ধে গৃহীত হইয়াছে। ২ মা. রি., ২৩৫, ৬১২; ১ আগ্রা. রি., ১১২, ও আগ্রা. রি., ১৮৫৯ খৃঃ, ৮৮। এ ধারার আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে প্রমাণের পরিমাণ এত অধিক হওয়া আবশ্যক যে তদ্দৃষ্টে আদালতের এরূপ বিশ্বাস হইতে পারে যে আসামী ডাকাইতের দলভুক্ত। কেবল তাহার দলের অপর অপর ব্যক্তির জবানবন্দির উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে দণ্ডিত করা যদিও আইনসঙ্গত, তথাপি কেবল ঐ প্রমাণের উপর কার্য্য করা উচিত বা শ্রেয়ঃ নহে। স্বাধীন সাক্ষ্য যদি উহাদের জবানবন্দির পোষকতা করে, তাহা হইলে আদালত ঐ জবানবন্দির উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিলে, কোন প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। মনে কর, যদি স্বাধীন সাক্ষীরা দলভুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দির পোষকতা করিয়া এই কথা বলে যে আসামী একজন ডাকাইত, অমুক স্থানে ডাকাইতী হইবার সময়ে সে উপস্থিত ছিল, এবং সেই ডাকাইতীতে যে যে দ্রব্য অপহৃত হয় তাহার কিয়দংশ তাহার নিকট পাওয়া যায়, তাহা হইলে আসামীর উপর দোষী বলিয়া অনায়াসে এই ধারামত দণ্ডবিধান করা যাইতে পারে। ১১ উ. রি., ২.১। ইহার সহিত ২৯৯ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ—"অমুক তারিখ ও অমুক তারিখ এর মধ্যে নিয়ত ডাকাইতী করিবার সম্বন্ধে ব্যক্তিদিগের দলভুক্ত হইয়াছ ও তদ্দ্বারা তুমি কি তোমরা এই আইনের ৪০০ ধারার অপরাধ করিয়াছ"—এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে।

বিচার—কোথায় বিচার হইবে তৎসম্বন্ধে ফৌ. বা. বি. আইনের ১৭৭ ও ১৮১ ধারা ও ৩৯৬ ধারার টীকা দেখ। যেখানে দলের লোকেরা জমায়েত হইয়া পরামর্শাদি করে, তথাস্থ আদালত এ ধারার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন।

৪০১ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে যদি কেহ ঠগের (thug) কি ডাকাইতের দল ব্যতিরিক্ত নিয়ত চুরি কি দস্যুতা করিবার জন্য দলভুক্ত (associated) কোন ভ্রমণকারী কি অন্য লোকদের দলে (gang এ) প্রবিষ্ট হয়, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

প্রমাণ— (১) "নিয়ত চুরি কি দস্যুতা করিবার জন্য" দল থাকা, ও (২) "ঐ দলে প্রবিষ্ট হওয়া"—এই দুইটি বিষয় প্রমাণিত করিতে হইবে। নিয়ত চুরিকরণ বিষয়টি কার্য্যপরম্পরার দ্বারা প্রমাণিত করিতে হইবে। ৬ মা. রি., ১২০; ২৩ উ. বি., ১৮। পূর্ব্বে দণ্ড পাইয়া থাকিলে সে দণ্ডাজ্ঞা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে না, কারণ এ ধারার মোকদ্দমায় আসামীর বদস্বভাব বা কুচরিত্র মূল বিচার্য্য বিষয় নহে (*i. e.* character is not the fact in issue); কিন্তু আসামীর বদস্বভাবের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত না হইলেও, প্রমাণবিষয়ক আইনের ১৪ ধারানুসারে দলের উদ্দেশ্য কি, বা আসামী দলে হটাৎ আসিয়া পড়িয়াছে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছে, এ সব অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বের দণ্ডাজ্ঞা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায়। ১ উ. নো., ১৪৬; ৪ ঐ., ঐ., ৯৭; ২৭ ই. ল. রি., কলি., ১৩৯; ২৮ ঐ., নো., ১৩১ দেখ। মেন সাহেব ও উডরফ সাহেব এই মতটি অনুমোদন করেন। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। অভিযোগে যে কাল (period) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ঐ সময়ের পূর্ব্বে বা অভিযোগ প্রস্তুত করণের তারিখের পূর্ব্বে যে যে দণ্ডাজ্ঞা (previous conviction) হইয়াছে, তাহাই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণীয়; পরের দণ্ডাজ্ঞাগুলি ঐরূপে ব্যবহৃত হইবে না। ১ উ. নো., ১৪৬।

অভিযোগ ও বিচার—এ সম্বন্ধে ৪০০ ধারার টীকা দেখ।

৪০২ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে পাঁচ কি তাহার অধিক যে ব্যক্তিরা ডাকাইতী করিবার জন্য একত্রিত হয়, তাহাদের মধ্যগত ব্যক্তি যে কেহ হয়, সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এ ধারার অপরাধ ৩৯৯ ধারার অন্তর্গত। ঐ ধারার টীকা দেখ।

প্রমাণ—সম্মিলিত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্য জানিয়া তাহাদের মধ্যে আসামী ছিল, এই পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। ৭ উ. রি., ৯৭। ২৩ ই. ল. বি., এলা., ৭৮। প্রকাশ্যভাবে তৎকর্ত্তৃক কোন কার্য্য কৃত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ১ আগ্রা. রি., ৩০৭। আগ্রায় ক্রমাগত ডাকাইতী হইতেছে। এই অবস্থায় রাত্রি ১১ টার

সময় কতকগুলি লোক পরিহিত কাপড়ের নিচে বন্দুক ও তরবারি লুক্কায়িত ভাবে লইয়া যাইবার সময় ধৃত হয়। কেন ঐরূপ ভাবে তাহারা অস্ত্রাদি লইয়া যাইতেছে তাহার কোন কৈফিয়ৎ (explanation) দিতে পারে নাই। এইরূপ অবস্থায় হ ইকোর্ট তাহাদিগকে এ ধারামত দায়ী সাব্যস্ত করেন। ২৩ ই. ল. রি, এলা., ১২৪।

অপরাধভাবে অন্যের দ্রব্য অবিহিতরূপে ব্যবহার করিবার কথা।

৪০৩ ধারা।—যদি কেহ কাহারও অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে (dishonestly) অবিহিতরূপে (misappropriates) কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে (converts to his own use), তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর নিকটে কিছু ধন ছিল, আনন্দ সরলভাবে সেই ধন আপনার জানিয়া যদুর স্থান হইতে লয়। ইহাতে আনন্দ চুরি করে নাই। পরে তাহাতে ভ্রম হইয়াছে ও সেই ধন আপনার নয়, আনন্দ ইহা জানিতে পারিয়াও যদি শঠতাক্রমে ঐ ধন আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে এই ধারামতে দোষী হয়।

(খ) আনন্দ ও যদুর পরস্পর প্রণয় আছে। যদু ঘরে না থাকিতে আনন্দ তাহার পুস্তকালয়ে গিয়া তাহার স্পষ্ট অনুমতি না পাইয়াও একখানি পুস্তক লইয়া যায়। কিন্তু ঐ পুস্তক পাঠ করিবার জন্য লইয়া গেলেও যদুর কোন আপত্তি হইবে না, আনন্দ যদি ইহা নিশ্চয়রূপে জানে, তবে তাহার চৌর্য্য অপরাধ হয় না। পরে যদি আপনার লাভের জন্য সেই পুস্তক বিক্রয় করে, তবে তাহার এই ধারামতে অপরাধ হয়।

(গ) আনন্দ ও বলরাম দুই জনের সাধারণ এক ঘোড়া আছে। আনন্দ সেই ঘোড়া স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্ত বলরামের নিকট হইতে লয়। ঐ ঘোড়া ব্যবহার করিতে আনন্দেরও অধিকার আছে, অতএব সে শঠতাক্রমে তাহা অবিহিতরূপে ব্যবহার করে নাই। পরে যদি আনন্দ ঐ ঘোড়া বিক্রয় করিয়া সমুদয় মূল্য আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে এই ধারার লিখিত অপরাধে দোষী হয়।

১ অর্থের কথা। কোন দ্রব্য কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার হইলে, তাহাও এই ধারাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহারের অপরাধ হয়।

উদাহরণ।

যদুর এক খণ্ড কোম্পানির কাগজ আনন্দ কুড়াইয়া পায়, তাহার পৃষ্ঠে যদুর দস্তখৎ আছে। সেই কাগজ যদুর জানিয়া আনন্দ কিছু দিন পরে যদুকে প্রত্যর্পণ করিবার কল্পনা করিয়া, প্রথমতঃ কোন বণিকের নিকটে তাহা বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ লয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

২ অর্থের কথা। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য পাইয়াছে, তাহা তৎকালে কাহারও

অধিকারে নাই। অতএব ঐ দ্রব্য স্বামীর জন্য রক্ষা কিম্বা তাহাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত আপনি রাখে, কিন্তু তাহা শঠতাভাবে এবং অবিহিতরূপে ব্যবহার করে নাই। সেই ব্যক্তির কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু ঐ দ্রব্যের স্বামীর পরিচয় পাইলে কি পাইতে পারিলে, কিম্বা স্বামীর পরিচয় পাইবার ও তাহাকে ঐ কথা জানাইবার উপযুক্তমতে উদ্যোগ না করিয়া, এবং স্বামী যে কালের মধ্যে তাহার দাওয়া করিতে পারে এমত উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য না রাখিয়া, যদি সেই দ্রব্য আপন কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে উক্ত অপরাধের দোষী হয়।

এমত স্থলে উপযুক্ত উদ্যোগ (reasonable means) কাহাকে বলে ও কত কাল হইলে উপযুক্ত কাল (reasonable time) হয়, এই দুই কথা বৃত্তান্তক্রমে নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য পায় সে ঐ দ্রব্যের স্বামীর পরিচয় না পাইলেও, কিম্বা ঐ দ্রব্যের স্বামী বলিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে না জানিলেও, যদি আপনার দ্রব্য নহে জানিতে পারে, কিম্বা প্রকৃত স্বামীর সন্ধান পাওয়া যায় না ইহা সরলভাবে বিশ্বাস না করে, তবে সেই দ্রব্য আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করিলে সে অপরাধী হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ রাজপথে একটি টাকা কুড়াইয়া পায়, কিন্তু ঐ টাকা কাহার, তাহা জানে না। এই স্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে না।

(খ) আনন্দ পথে একখানি পত্র পায়, তাহার মধ্যে এক কেতা ব্যাঙ্ক নোট থাকে। পত্রের শিরোনামা দেখিয়া এবং তৎপত্রের কথা পাঠ করিয়া জ্ঞাত হয় যে এই নোট অমুকের, তথাপি তাহা আপনি লয় (appropriates-অবিহিতরূপে ব্যবহার করে)। এইস্থলে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(গ) আনন্দ এক কেতা বরাতচিঠি (cheque) কুড়াইয়া পায়। সেই বরাতচিঠিতে যে ব্যক্তি তাহা দাখিল করিবে, তাহাকে টাকা দিবার কথা লেখা আছে। ঐ বরাতচিঠি কে হারাইয়াছে তাহা অনুমান করিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ চিঠি দিয়াছিল তাহার নাম তাহাতে আছে, এবং আনন্দ জানে যে উহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ চিঠি কাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিবে। তথাপি স্বামীর সন্ধান লইবার উদ্যোগ না করিয়া, সে আপনি ঐ বরাতচিঠির টাকা আনিয়া ব্যবহার করে (appropriates); ইহাতে আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধের দোষী হয়।

(ঘ) পথে যাইতে যাইতে যদুর টাকার গেঁজে পড়িয়া গেল, তাহাতে টাকা ছিল। আনন্দ তাহা যদুকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত কুড়াইয়া লয়, কিন্তু পরে আপনি তাহা ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারার অপরাধ করিয়াছে।

(ঙ) আনন্দ টাকার গেঁজে কুড়াইয়া পায়, কিন্তু কাহার তাহা জানে না। পরে তাহা যদুর (বলিয়া) জানিতে পারিলেও আপনি ঐ টাকা ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী হয়।

(ছ) আনন্দ বহুমূল্যের একটি অঙ্গুরীয় কুড়াইয়া পায়। কিন্তু কাহার না জানিয়া ও তৎস্বামীর সন্ধান লইবার কিছুমাত্র উদ্যোগ না করিয়া তাহা অগৌণেই বিক্রয় করে। আনন্দ এই ধারামতে অপরাধী হয়।

অর্থ—(১) শঠতাক্রমে—চৌর্য্য অপরাধে বা প্রতারণা অপরাধে সম্পত্তি আপন অধিকারস্থ করিবার সময় আসামীর শঠ অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। যদি ঐরূপ অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে আসামী দোষী নহে। কি এই ধারার অপরাধ সম্বন্ধে আসামীর ঐরূপ অভিপ্রায় থাকার প্রয়োজন নাই। সরলভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি আসামীর অধিকারস্থ হইলে, পরে সে যদি উক্ত সম্পত্তি শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে বা আপন কর্ম্মে ব্যবহার করে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল ধরিতে হইবে। যখন সম্পত্তি তাহার অধিকারে আইসে তখন কি তৎপূর্ব্বে অবিহিতরূপে বা আপন কর্ম্মে ব্যবহার করা আসামীর অভিপ্রেত না হইয়া থাকিলে এবং সম্পত্তি তাহার অধিকারস্থ হইবার পর উক্ত রূপ অভিপ্রায়ে আসামী ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করিলে, সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী হইবে। ৩ উ. প. রি., ৩০। আর যদি ঐ সম্পত্তি আসামীর অধিকারে অপর কর্ত্তৃক সমর্পিত হইয়া থাকে ও সমর্পনের পর যদি সে উহা শঠতাক্রমে আপন ব্যবহারার্থ নিয়োজিত করে, তাহা হইলে আসামী ৪০৫ ধারার লিখিত অপরাধ করিল। ইহার সহিত ৪০৫ ধারার টীকা দেখ।

(২) কুড়াইয়া পাওয়া দ্রব্য—সাধারণতঃ যে সকল অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিকে ইহা যদি প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি কুড়াইয়া পাইবে সেই ব্যক্তিই তাহার অধিকারী হইবে। কিন্তু ১৮১৭ সালের ৫ আইনানুসারে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা বা সোনা বা রূপা বা বহুমূল্য প্রস্তরাদি, অথবা ঐরূপ অপর কোন মূল্যবান সম্পত্তি মাটির ভিতর পাওয়া গেলে, যে ব্যক্তি উহা পাইবে তাহাকে সেই বিষয় জেলার জজের নিকট জানাইতে হইবে, এবং জানাইলে পর যদি উহার মূল্য একলক্ষ টাকার কম হয়, তাহা হইলে সে উহা পাইবে। ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ১৬৮ ধারামতে আমি কোন অস্থাবর সম্পত্তি কুড়াইয়া পাইলে যদি যাহার সম্পত্তি সে ব্যক্তি আমার নিকট উহা লইতে আইসে, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি কাহার ইহা অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিবার জন্য আমার যে ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছিল তন্নিমিত্ত উল্লিখিত ব্যক্তি যতক্ষণ আমাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপে ন্যায্য পরিমাণে অর্থ না দিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে তাহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না করিবার আমার অধিকার আছে। এবং যে ব্যক্তির সম্পত্তি হারাইয়াছে সে যদি এরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে যে যে কেহ তাহার সম্পত্তি তাহাকে পুনরায় আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে সে এতটাকা পুরস্কার দিবে, তাহা হইলে আমি তাহার নামে ঐ পুরস্কারের টাকা পাইবার জন্য নালিশ করিতে পারি, এবং যত দিন ঐ পুরস্কারের টাকা না পাইব, ততদিন আমি ঐ সম্পত্তি আমার নিকট রাখিতে পারি। ঐ আইনের ১৬৯ ধারামতে অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ যদি অনুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত অধিকারী নির্ণয় না হয়, অথবা নির্ণিত প্রকৃত অধিকারী যদি ন্যায় ও আইনানুসারে আমার প্রাপ্য টাকা দিতে অস্বীকার হন, তবে কুড়াইয়া পাওয়া সম্পত্তি অধিক দিন ঐরূপে থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে এবং আমার প্রাপ্য টাকার পরিমাণ সম্পত্তির মূল্যের তৃতীয়াংশের দুই অংশের সমান হইলে, ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আমার অধিকার আছে।

(খ) ও (গ)—(ছ) উদাহরণগুলি উপরোক্ত নিয়মের ভিতর না পড়ায়, আসামী কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল। কিন্তু মনে কর, ক একজন দরিদ্র বিধবা। সে মাঠে, রাস্তায়

নহে, একটি মোহর কুড়াইয়া পাইল ও পরদিন তাহা বিক্রয় করিল। এস্থলে সে এ ধারামত দায়ী কি না? এস্থলে এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে যখন ক মোহরটি পায় তখন তাহার বিশ্বাস যে উহা যে ব্যক্তির মোহর সে ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে না। মাঠে পড়িয়া রহিয়াছে, সম্ভবতঃ যিনি হারাইয়াছেন তিনি না পাইয়া হতাশ হইয়া তাহার সম্পত্তি এককালে গিয়াছে স্থির করিয়া বসিয়াছেন। সুতরাং ক এ ধারামত অপরাধী হইতেছে না। ১৮ ই. ল. রি., বো., ২১২।

(৩) ব্যবহার করে—সরলভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি আপন কর্ম্মে ব্যবহৃত না হইয়া থাকিলেও, এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। অবিহিতরূপে ব্যবহৃত হইলেই যথেষ্ট। ১১ উ. রি., ১; ১২ উ. রি., ৩৯। কিন্তু যদি আসামী উহা আপন কর্ম্মে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যবহার প্রমাণ করিতে হইবে। মনে কর, ক কোন সম্পত্তি কুড়াইয়া পাইয়া নিজের নিকট রাখে। ক যদি ঐ সম্পত্তির অধিকারী কে ইহা নির্ণয়ার্থ যত্ন না করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে "আপন কর্ম্মে ব্যবহার করিয়াছে" বলিয়া দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ, অপরের দ্রব্য যদি আমার হস্তগত হয় এবং হস্তগত হইবার পর যদি আমি ঐ দ্রব্য ফিরাইয়া না দিয়া নিজের নিকট রাখি এবং উহা অবিহিতরূপে ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আমার কর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইবেক না। ঐ দ্রব্য আমার নিজের নিকট রাখিবার অধিকার না থাকিলে উহা ফেরৎ পাইবার জন্য যাহার দ্রব্য তিনি আমার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু অন্যায়পূর্ব্বক যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ঐ দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার না করি, ততক্ষণ আমার এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না বুঝিতে হইবে। কেবল অন্যায়পূর্ব্বক রাখিয়াছি বলিয়া আমি এ ধারামত দায়ী হইব না। ১০ উ. রি., ২৩; ১০ ই. ল. রি., বো., ২৫৬। এক জন ইনকম্ ট্যাক্স ক্লার্ক, তাহার কার্য্য এই যে আপিসে যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা রেজেষ্টরিতে লিখিয়া পক্ষগণকে রসিদ দেন। যখন টাকা আদায় হইবে, তখনই ঐ টাকা জমা করা তাহার কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় যদি তিনি কোন টাকা আদায় হইলে পর জমা না করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনার নিকট রাখেন, এবং পরে ধরা পড়িবার আশঙ্কায় আদায়ের তারিখ ঠিক না লিখিয়া অপর একটি তারিখে আদায় হইয়াছে এরূপ উল্লেখ করিয়া টাকা জমা করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি শঠতাক্রমে টাকা আত্মসাৎ করায় তদ্কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল। ১২ ই. ল. রি., মা., ৫০। তবে যদি টাকাগুলি কোন রকমে ব্যবহার বা খরচ না করিয়া ঠিক মজুত করিয়া রাখেন তাহা হইলে তিনি এ ধারামতে দায়ী হইবেন না। ধারায় যতগুলি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ২ অর্থের কথার (খ) ও (গ) উদাহরণ ব্যতীত সকল গুলিতেই "আপন কর্ম্মে ব্যবহার করার" কথা বলা হইয়াছে। কেবল ঐ দুইটি উদাহরণে অন্যায়রূপে ব্যবহার করায়, আপন উপকারার্থ নহে, আসামী এ ধারামত দোষী স্থির করা হইয়াছে। "আপন কর্ম্মে ব্যবহার,"—যথা, বিক্রয় কর, বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি। "অবিহিত রূপে ব্যবহার"—যথা, শঠতা করিয়া নিজের নিকট রাখা (অথচ স্বয়ং ব্যবহার করিলাম না), নষ্ট বা জলে নিক্ষেপ করা (ইহাতে নিজের কোন উপকার বা লাভ হইল না, কিন্তু অন্যের ক্ষতি হইল), ইত্যাদি। শঠতাক্রমে এই প্রকার ব্যবহারের মধ্যে কোন এক প্রকারে ব্যবহার করিলেই এ ধারা খাটিবে। ইহার সহিত ৪০৫ ধারার টীকা দেখ।

(৪) এজমালি সম্পত্তি—(গ) উদাহরণ দৃষ্টে প্রতীত হইবে যে এজমালি সম্পত্তি সম্বন্ধেও এই ধারার অপরাধ কৃত হইতে পারে। হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় বলেন যে এজ-

মালি সম্পত্তি অবিহিতরূপে কোন সরিক শঠতাক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকিলে, সে এ ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৯ উ. রি., ৩৭। এ মতটি ভ্রমমূলক বলিয়া ফুল বেঞ্চ স্থির করিয়া দিয়াছেন। ২১ উ. রি., ৫৯। কিন্তু আপনার নিজের সম্পত্তি বিশ্বাস করিয়া যদি আসামী উহা আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে এ ধারা খাটিবে না। ১০ কলি. রি., ১৮৮।

(৫) সরল বিশ্বাসে কার্য্য করা—ভ্রমক্রমে ক খ'কে কতকগুলি টাকা দেয়। ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিবার পূর্ব্বে খ ঐ ভ্রম জানিতে পারিয়া যদি ঐ টাকা শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে এ ধারামত দণ্ডনীয়। ২ উ. প. রি., ৪৭৫। আরও মনে কর, একজন গোমস্তা কোন তৈনিতীকে খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত পাঠায়। তৈনিতী ৮৶০ আদায় করিয়া গোমস্তার প্রদত্ত দাখিলা না দিয়া আপনি নিজে একখানি রসিদ প্রজাকে দেয়। পরে গোমস্তার নিকট আসিয়া বলে যে টাকা আদায় হয় নাই। বিচারাধীন হইয়া তৈনিতী বলিল যে তাহার মুনিবের নিকট ৮৶০ পাওনা ছিল, সেই টাকা পরিশোধার্থ সে উল্লিখিত ৮৶০ লইয়াছে। হাইকোর্ট বলেন, এরূপ অবস্থায় আসামী সরলভাবে ঐ কর্ম্মটি করিয়াছে বলা যাইতে পারে না। সুতরাং আসামী এই ধারামত দণ্ডিত হয়। ১১ উ. রি., ৫১। কিন্তু যদি ক ও খ উভয়ের মধ্যে চামড়ার ব্যবসায় চলিতে চলিতে খ'র নিকট চামড়া লইয়া ক মূল্য দিতে অস্বীকার করে, তবে ক কর্ত্তৃক ৪০৩ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। খ ক'র নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। ১৭ উ. রি., ১১।

(৬) অস্থাবর সম্পত্তি—অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধেই এই ধারা বর্ত্তিবে। ৬ বো. রি., ৩৩; ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৩৭২। ক্রোক করা গাছদাম স্থানান্তর করিলে তৎসম্বন্ধে অবস্থা-বিশেষে এ ধারা বর্ত্তিতে পারে। ২২ ই. ল. রি., মা., ১৫১। ইহার সহিত ৩৭৮ ও ৪২৪ ধারার টীকা দেখ।

প্রমাণ—কোন সম্পত্তি হারাইয়া গেলে তৎসম্বন্ধে যে ঘোষনাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত করা যাইবে। কারণ, উহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া আসামীর কার্য্য সরল বিশ্বাসে কৃত হইয়াছে কি না, তাহা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার সহিত ১৮৭০ সালের ১ আইনের ১৪ ধারা ও ৪০৬ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ—অভিযোগপত্রে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ কৃত হইবে তাহার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী কে ইহা প্রকাশিত করিতে হইবে। ১৪ উ. রি., ১৩। অভিযোগ কোন্ স্থানের আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কার্য্যবিধি আইনের ১৮১ ধারা দেখ।

৪০৪ ধারা।—কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকারে কি (যে) সম্পত্তি ছিল ও আইনমতে যাহার ঐ সম্পত্তি পাইবার অধিকার আছে এমত কোন ব্যক্তির হস্তগত তাহা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, ইহা জানিয়া যদি কেহ শঠতাক্রমে সেই সম্পত্তি অবিহিতরূপে কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ঐ মৃত ব্যক্তির মরণ কালে ঐ অপহারক যদি তাহার নিকটে কেরাণী কি চাকর স্বরূপে কর্ম্ম করিত এমত হয়, তবে সেই কয়েদের কাল সাত বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

যদু গৃহসামগ্রী ও টাকা রাখিয়া মরে, সেই সম্পত্তি পাইবার স্বত্ব যাহার আইনমতে থাকে এমত ব্যক্তির হস্তগত হওনের পূর্ব্বে আনন্দ নামে তাহার চাকর ঐ টাকা শঠতাক্রমে অবিহিত-রূপে ব্যবহার করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অর্থ—এ ধারায় "সম্পত্তি" শব্দে অস্থাবর সম্পত্তি বুঝাইতেছে। সুতরাং ক খ'র মৃত্যুর পর যদি তাহার গৃহ অবিহিতরূপে ব্যবহার করে, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৬ বো. রি., ৩৩; ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৩৭২। অথবা সম্পত্তির মালিক জীবিত থাকিলে, তৎসম্বন্ধেও এ ধারা খাটিবে না। কিন্তু তাহার মরণের পর, এ ধারা খাটাইতে হইলে ৪০৩ ধারার অপরাধে যে যে অবস্থা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, সেই সমস্ত অবস্থা প্রমাণিত করিতে হইবে। ১২ উ. রি., ৩৯।

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যের কথা।

৪০৫ ধারা।—কাহার নিকট কিছু সম্পত্তি কোন প্রকারে সমর্পিত থাকিলে কিম্বা সম্পত্তির উপর তাহার কোন প্রকারে প্রভুত্ব (dominion) থাকিলে, যদি সেই ব্যক্তি শঠতাক্রমে ঐ সম্পত্তি অবিহিতরূপে কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, কিম্বা ঐ সমর্পণক্রমে আইনমতে যে প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করিয়া, কিম্বা ঐ সমর্পণক্রমে কার্য্য করিবার বিষয়ে আইনমতের যে কোন করার স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ করিয়া থাকে তাহা লঙ্ঘন করিয়া, যদি শঠতা-ক্রমে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার কি হস্তান্তর করে (disposes of), কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক (wilfully) অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে দেয়, তবে সে ব্যক্তি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন মৃত ব্যক্তির উইলের অছি (executor) হয়। আইনেতে তাহার প্রতি ঐ উইল অনুসারে সম্পত্তি বিভাগ করিবার আজ্ঞা থাকে, কিন্তু আনন্দ সেই আইন শঠতাক্রমে অমান্য করিয়া আপনি ঐ সম্পত্তি লয়। আনন্দ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(খ) আনন্দ আড়তদারী করে। যদু বিদেশে যাইবার কালে তাহার হাতে আপনার তাবৎ গৃহসামগ্রী রাখিয়া তাহার সঙ্গে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করে যে তোমার আড়তে আমার এই সকল দ্রব্য থাকিল, আমি পরে জায়গার ভাড়া বলিয়া এত টাকা তোমাকে দিয়া ঐ সকল দ্রব্য পুনরায় লইব। আনন্দ শঠতাক্রমে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(গ) যদু দিল্লিতে থাকে। কলিকাতায় আনন্দ তাহার গোমস্তা। যদুর সঙ্গে আনন্দের স্পষ্টরূপে কি ভাবক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে যদু যত টাকা আনন্দের নিকটে পাঠাইবে আনন্দ সেই সকল টাকা লইয়া যদুর আদেশমতে কার্য্য করিবে। যদু এক পত্র

টাকা আনন্দের নিকটে পাঠাইয়া কহে যে ঐ টাকাতে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবে। কিন্তু আনন্দ শঠতাক্রমে ঐ আদেশ না মানিয়া আপনার ব্যবসায়ে ঐ টাকা ব্যয় করে। আনন্দ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(ঘ) কিন্তু উক্ত স্থলে যদি আনন্দ শঠতা না করিয়া সরলভাবে বোধ করে যে ঐ সকল টাকা লইয়া বাঙ্গাল-ব্যাঙ্কের সেয়ার (share) ক্রয় করিলে যদুর অধিক লভ্য হইবে ও এমত জ্ঞানে যদি যদুর আদেশ অমান্য করিয়া কোম্পানির কাগজ ক্রয় না করিয়া যদুর নামে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের সেয়ার ক্রয় করে, তবে তাহাতে যদুর ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতির নিমিত্ত আনন্দের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবে। কিন্তু আনন্দ শঠতাক্রমে কর্ম্ম করে নাই, অতএব অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই।

(ঙ) আনন্দ কালেক্টরীর একজন আমলা। তাহার হস্তে গবর্ণমেণ্টের টাকা থাকে। আইনমতে আদেশ হইয়াছে, অথবা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহার স্পষ্টরূপে কি ভাবক্রমে এমত করার হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের যত টাকা তাহার হস্তে আইসে সে সকল টাকা কোন খাজানা-খানাতে দাখিল করিতে হইবে। আনন্দ শঠতাক্রমে আপনি ঐ টাকা (appropriates) লয়। অতএব অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(চ) আনন্দ একজন বাহক। যদু জলপথে কি স্থলপথে পাঠাইবার নিমিত্ত কোন দ্রব্য ঐ বাহককে সমর্পণ করে, সে শঠতাক্রমে আপনি ঐ দ্রব্য লয় (অবিহিতরূপে ব্যবহার করে)। সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

অর্থ—৪০৩ ধারার টীকা দেখ। ৩৭৮ ও ৪০৩ ধারায় "অস্থাবর সম্পত্তি" স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইয়াছে। এ ধারায় কেবল "সম্পত্তি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু "অস্থাবর" শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া থাকিলেও, হাইকোর্ট বলেন যে ঐরূপ সম্পত্তি এ ধারার লক্ষ্য বুঝিতে হইবে। ৬ বো. রি., ৩৩ ; ২৩ ই. ল. রি., কলি., ৩৭২। নিম্নে যে ৫ উ. রি., ২৩০ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা ইহার বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। ক্যানসেল করা চেক (choque) ও এ ধারার "সম্পত্তি" শব্দের অন্তর্গত। ২৭ ঐ., এলা., ২৮। এক্ষণে বলা আবশ্যক যে এই ধারার অপরাধে তিনটি অবস্থা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। প্রথম,—সমর্পণ বা প্রভুত্ব। দ্বিতীয়,—সমর্পিত সম্পত্তি বে-আইনমতে বা তৎসম্বন্ধে যে নিয়ম করা হয়, তাহার বিপরীতভাবে ব্যবহৃত বা হস্তান্তরিত হওয়া। তৃতীয়,—ঐ ব্যবহার বা হস্তান্তর-করণ শঠতাক্রমে কৃত হওয়া।

প্রথম—সম্পত্তির উপর প্রভুত্ব।—খাজনাখানার মধ্যে একটি বাক্সে কতকগুলি টাকা থাকে। আসামী ঐ খাজনাখানায় পাহারা দিতে দিতে তত্রস্থ বাক্সের টাকাগুলি লইয়া প্রস্থান করে। হাইকোর্ট বলেন, এতদ্দ্বারা আসামী ৩৮১ ধারামতে অপরাধী হইল, সে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ করিয়াছে ইহা বলা যাইবে না। কারণ, অপহৃত টাকা আসামীর জিম্মায় বা আসামীর নিকট সমর্পিত ছিল এরূপ বলা যাইতে পারে না। ২ উ. রি., ৫৬। কিন্তু মনে কর, আসামী একজন পুলিষ কর্ম্মচারী। সরকারী কার্য্য করিতে যাইয়া সে কতকগুলি দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক থানায় আনিয়া চালিবন্ধ করিয়া রাখে। পরে উক্ত সম্পত্তি তাহার অধিকারে থাকিবার অবস্থায় হারাইয়া গেলে অনুসন্ধানে উহা আসামীর মাতার গৃহের নিকট একটি পোতায় পাওয়া যায়। হাইকোর্ট বলেন, আসামীকে চৌর্য্য অপরাধে দোষী করা যাইবে না ; সে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী ; কারণ, উক্ত সম্পত্তির উপর তাহার এক প্রকার প্রভুত্ব বা অধিকার ছিল ; আইনমতে উহা তাহার নিকট সমর্পিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। ১ উ. রি., ২। ক এক-

জন কনেষ্টবল। খ অপর একজন পুলিস কর্ম্মচারী। খ'র মাহিনা ক'র হস্তে দেওয়া হয়। ক তাহা না দিয়া আত্মসাৎ করে। এস্থলে ক বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ৩ উ. রি., ৩৪। অপর একটি উদাহরণ ঃ—ক'কে দিবার জন্য আমি খ'র হস্তে টাকা দিলাম। খ ঐ টাকা ক'কে না দিয়া আপন কর্ম্মে ব্যবহার করিলে সে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী হইবে। ৮ উ. রি., ১। ইহার সহিত ৩৮১ ধারায় যে ইংরাজী নজিরটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ। অপর একটি উদাহরণ ঃ—ক ও খ উভয়ের মধ্যে কারবার আছে ও দেনা পাওনা চলিতেছে। ক'র বিশ্বাস যে খ'র নিকট তাহার ১০০ টাকা দেনা আছে। ঐ দেনা পরিশোধ করিবার জন্য ক খ'র নিকট আপন গোমস্তাকে ১০০ টাকা দিয়া পাঠাইল ও বলিয়া দিল খ'র সহিত হিসাব মোকাবেলা করিয়া যাহা পাওনা স্থির হইবে তাহা পরিশোধ করিয়া আসিবে। ক'র গোমস্তা হিসাবান্তে দেখে যে প্রকৃতপক্ষে খ'র ৯০ টাকা প্রাপ্য হইতেছে ও ঐ ৯০ টাকা খ'কে দিয়া আসিয়া ক'কে বলিল যে সে ১০০ টাকা দিয়া আসিয়াছে। এ স্থলে সে ঐ ১০ টাকা সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিল বলিতে হইবে; কারণ ঐ ১০ টাকা ক'র টাকা হইতেছে। কিন্তু যদি হিসাবান্তে খ'র ১০০ টাকা প্রাপ্য হইতেছে দেখিয়া ক'র গোমস্তা খ'কে বলে,—"আমি ঐ ১০০ টাকা এখনই দিতেছি, আপনি আমাকে কি দিবেন বলুন," এবং ইহাতে যদি খ ১০০ টাকা লইয়া তাহার মধ্য হইতে ক'র গোমস্তাকে ১০ টাকা দেন, তাহা হইলে গোমস্তা কর্ত্তৃক কোন অপরাধ কৃত হইল না। কারণ, ঐ টাকা খ'র, খ স্বয়ং উহাকে দিল, ঐ টাকার সহিত ক'র কোন সংস্রব নাই। ৮ ই. ল. রি., এলা., ১২০।

দ্বিতীয়—অবৈধ ব্যবহার বা হস্তান্তরকরণ।—এই কার্য্যটি আইন বা সমর্পণের নিয়ম বিরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ৯ কক্স, ৫০৫। সুতরাং যদি ক খ'র নিকট কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখে, এবং যে নিয়মে বন্ধক রাখে খ যদি সেই নিয়ম অতিক্রম করিয়া শঠতাক্রমে বন্ধকি সম্পত্তি অবিহিতরূপে ব্যবহার বা হস্তান্তর করে, তবে খ এই ধারার লিখিত অপরাধে অপরাধী হইবে। ১ মা. রি., ২৮। মাদ্রাজ হাইকোর্ট অপর একটি মোকদ্দমায় এইরূপ স্থির করিয়া দেন যে যদি আসামীর নিকট ফরিয়াদী একটি পাগড়ী বন্ধক রাখে এবং আসামী যদি উহা ব্যবহার করে, তাহা হইলে পাগড়ী ব্যবহার করিলেও নষ্ট হয় না বলিয়া আসামীর এই ধারামত দণ্ডবিধান করা যাইতে পারে না। ৩ মা. রি., ৬। কিন্তু ওকেনলী সাহেব বলেন, পাগড়ী ব্যবহৃত হইলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে; সুতরাং যদি বন্ধক দিবার সময় উভয় পক্ষের মধ্যে এরূপ নিয়ম হইয়া থাকে যে আসামী উক্ত পাগড়ীটি ব্যবহার করিতে পারিবে না, এবং আসামী যদি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পাগড়ীটি ব্যবহার করে, তাহা হইলে ১ মা. রি., ২৮ পৃষ্ঠার লিখিত মোকদ্দমায় আসামীকে যেরূপ দণ্ডিত করা হইল, এ আসামীও সেইরূপ দণ্ডিত হইবে। ইহার সহিত আর একটি উদাহরণ দেখ। ক খ'র নিকট তাহার ঘড়ি বন্ধক রাখে। ঘড়ি ব্যবহার না করিলে খারাপ হইয়া যাইতে পারে ও ব্যবহার করিলে ঠিক থাকিবে, এই বিশ্বাসে যদি খ ক'র বন্ধকি ঘড়ি ব্যবহার করে, তাহা হইলে খ এ ধারামত দায়ী হইবে না। কিন্তু যদি খ ঘড়িটি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে এ ধারামত অপরাধী হইবে। আরও মনে কর, কতকগুলি কাগজ পোড়াইয়া নষ্ট করিবার জন্য আমি ক'কে দিলাম। ক তাহা না পোড়াইয়া অন্যস্থানে লইয়া গেল। এজন্য ক এধারামত দায়ী হইবে না। ২৯ ই. ল. রি., কলি., ৪৯০। কোন ব্যক্তি তাহার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার জন্য পাঠাইলে ব্যাঙ্ক ঐ টাকা জমা করিয়া লইল। এস্থলে উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে যে ঐরূপ জমা দেওয়া টাকা (deposits) ব্যাঙ্ক আপন কারবারে খাটাইতে পারিবেন; কিন্তু ঐ টাকা

হইতে সেয়ার হোলডারদিগকে (share-holders) তাহাদের সেয়ারের টাকার সুদ (dividend) দিতে পারিবেন না। সুদ অর্থাৎ dividend ব্যাঙ্কের কারবারের আয় (profits) হইতে দেওয়া যাইবে। সুতরাং শঠতাক্রমে ঐরূপ ডিপোজিটের টাকা হইতে সুদ দিলে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ কৃত হইবে। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ৮৮। ইহার সহিত ৪০৩ ধারায় "ব্যবহার করা" শীর্ষক টীকা দেখ।

তৃতীয়—শঠতাক্রমে।—কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ক'কে কতকগুলি টাকা দেওয়া হয়। ক ঐ টাকা উক্ত কার্য্যে ব্যবহার করিল না। এবং যখন ক'র নিকট হিসাব তলব করা হয়, তখন সে ঐ কথা অমান্য করিয়া যদি হিসাব না দেয়, কিম্বা মিথ্যা একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার এই ধারামত দণ্ড হইবে। মনে কর, কাষ্ঠ ক্রয় করিবার নিমিত্ত আমার নিকট হইতে আসামী ৬০০ শত টাকা গ্রহণ করে। কিন্তু সে কাষ্ঠ ক্রয় করিল না। আমি তাহার নিকট টাকা চাহিলে সে মিথ্যা করিয়া বলিল যে সে ঐ টাকা দিয়া অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিয়াছে। এস্থলে আসামীর এই ধারামত দণ্ড হইবে। ১০ উ. রি., ২৮। গোমস্তা নিজের পাইককে দাখিলা দিয়া খাজনা আদায় করিতে পাঠাইলে পাইক খাজনা আদায় করিয়া গোমস্তার প্রদত্ত দাখিলা না দিয়া আপনি একখানি দাখিলা দেয় এবং বলে যে টাকা আদায় হয় নাই। এস্থলে পাইকের এই ধারামত দণ্ড হইবে। ১১ উ. রি., ৫১। কিন্তু মনে কর, ক খ'র নিযুক্ত করা মোক্তার। ক খ'র বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। ক খ'র কতকগুলি টাকা কালেক্টরী হইতে বাহির করিয়া লয় এবং তাহার কিয়দংশ ক'র নিকট পাঠাইয়া দেয়। চালানে "অমুক টাকার বাবত এত টাকা পাঠান হইল" এইরূপ লেখা থাকে। এ অবস্থায় ক'র কার্য্য শঠতাক্রমে কৃত হইল বলা যাইবে না। সুতরাং ক এই ধারানুসারে দণ্ডিত হইবার যোগ্য নহে। ১৬ উ. রি., ৩৯। আরও মনে কর, একজন জমিদার তাহার গোমস্তার উপর এইরূপ অনুমতি দেন যে সে তাঁহার প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করিয়া তাহার অর্থাৎ গোমস্তার নিজের তহবিলের টাকার সহিত রাখিয়া দিবে। যদি ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়া উহা গোপন করিবার নিমিত্ত গোমস্তা মিথ্যা খাতা ও হিসাব প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে এই ধারামত অপরাধী। কিন্তু যদি তাহার অসদভিপ্রায় না থাকে, তাহার কাগজপত্র হিসাবাদি সমস্তই ঠিক থাকে, তাহা হইলে সে উক্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেও এ ধারামত দণ্ডনীয় হইবে না। তাহার নামে দেওয়ানী নালিশ করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে। ৩ উ. প. রি., ৩০; ৯ ই. ল. রি., এলা., ৬৬৬। ইহার সহিত ২২ ই. ল. রি., কলি., ৩১৩ দেখ। সেইরূপ, গচ্ছিত টাকা প্রত্যর্পণ করিতে কেবল বিলম্ব করিলে (১০ ই. ল. রি., বো., ২৫৬), বা কেবল অস্বীকার করিলে (৮ ঐ., এলা., ১২৪, ১৩৫; ৯ ঐ., ঐ., ৬৬৬), এ ধারা বর্ত্তিবে না। আরও মনে কর, আসামীর নিকট সমর্পিত দ্রব্য তাহার অধিকারে থাকিবার সময় অধিক পরিমাণে কম হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র ইহা প্রমাণ করিলে আসামী দণ্ডিত হইবে না। অবিহিতরূপে আসামী কর্ত্তৃক উহা ব্যবহৃত হইয়াছে ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে হইবে। ৫ উ. রি., ২১। ইহার সহিত ৮ ই. ল. রি., এলা., ১৩৮ দেখ। ভৃত্য যদি প্রভুর ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে এরূপ অবহেলা করে যাহাতে তাঁহার সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সে এ ধারার অপরাধ করিল এরূপ বলা যাইবে না। কিন্তু মনে কর, ক ম্যানেজারস্বরূপে খ'র নিমাদির তত্ত্বাবধারণ করে। ক ইচ্ছা করিয়া খ'র এক খানি জমিদারির খাজনা বাকি ফেলে ও তজ্জন্য ঐ সম্পত্তি নিলাম হইলে নিজে উহা বেনামী করিয়া খরিদ করে। এরূপ শঠতাপূর্ণ কার্য্য এ ধারামত দণ্ডনীয়। ৫ উ. রি., ২৩০।

বিশেষকথা—(১) আসামী যদি শঠতাক্রমে তাহার নিকট সমর্পিত সম্পত্তি অবিহিতরূপে ব্যবহার করে এবং তাহাতে যদি আসামীর নিজের কোন প্রকার উপকার না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আসামী এই ধারার অপরাধে দোষী হইবে। ১৬ উ. রি., ৩৯; ১২ উ. রি., ৩৯। ইহার সহিত ৪০৩ ধারার টীকা—অর্থ. (৩) দেখ। (২) যে সম্পত্তি সম্বন্ধে এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে, তাহার মূল্য কম বলিয়া আসামী অব্যাহতি পাইবে না। ক খ'কে দুইটি পয়সা দিয়া বলে "তুমি ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিয়া এই পত্র খানি ডাকে পাঠাইয়া দিও।" খ তাহা না করিয়া ঐ পয়সা আত্মসাৎ করে। এস্থলে খ দণ্ডিত হয়। ১৭ উ. রি., ৫০। (৩) কোন ব্যক্তি শঠতাক্রমে তাহার নিকট গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করে। যিনি টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তিনি উক্ত ব্যক্তিকে ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কিছু সময় দেন। কিন্তু তাহাতেও সে টাকা দিল না। অবশেষে তাহার নামে এই ধারার অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। আসামীকে ফরিয়াদী সময় দিয়াছিল বলিয়া তাহার অপরাধের গুরুতার কিছুই লাঘব হইতে পারে না। শ্রীকণ্ঠ বিশ্বাসের মোকদ্দমায় এইরূপ মীমাংসা হয়। ৫ উ. রি., ৫৬। কিন্তু যদি আসামী এরূপ প্রমাণ দেয় যে সে সরল বিশ্বাসে স্বকীয় সম্পত্তি বলিয়া বিরোধীয় সম্পত্তি আপন কর্ম্মে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা হইলে আসামী অব্যাহতি পাইবে। মনে কর, ক বলে খ'র নিকট জমি বন্ধক রাখিয়া ঐ জমি সম্বন্ধীয় দলীলাদি সমস্ত দিয়াছে। খ বলে সে বন্ধক গৃহীতা নহে, বন্ধকের কথা সে আদৌ স্বীকার করে না। এরূপ অবস্থায় উক্ত দলীলাদি সম্বন্ধে খ'র উপর বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধের অভিযোগ কার্য্যকর হইতে পারে না। ২ বো. রি., ১২৭। আর মনে কর, ক খ'কে কতকগুলি জিনিষ বিক্রয় করিতে দিল। খ তাহা বিক্রয় করিয়া সমস্ত টাকা নিজ হস্তে রাখেন, পরে যখন ক ঐ টাকা চাহে তখন খ বলে গ ঐ টাকা দাবি করে, সুতরাং আমি তোমাকে টাকা দিব না।" গ'ও ঐ টাকার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে। এরূপ স্থলে ক'কে এ ধারামত দায়ী করা যাইবে না। ২৮ ই. ল. রি. কলি., ৩৬২। (৪) স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ হইতে পারে কি না, এ সম্বন্ধে ৩৭৮ ধারার টীকা দেখ। (৫) এজমালি বিষয় সম্বন্ধে কোন এক সরিক কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ হইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে ৪০৩ ধারার টীকা দেখ। (৬) শ্যাম সেনের মোকদ্দমায় তর্ক উঠে যে কয়েক মাসের হিসাব নিকাস করিয়া দেখা গেল যে এত টাকা তহবিলে কম হইতেছে। কবে কত টাকা অপহৃত হইয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে না; এরূপ অবস্থায় যে টাকা কম হইতেছে তৎসম্বন্ধে এ ধারা খাটিবে কি না? জজ প্রীন্সেফ বলেন, "না, খাটিবে না; অমুক দিন অমুক টাকা অপহৃত হইয়াছে, ইহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণিত না হইবে, ততক্ষণ আসামীকে এ ধারামত দায়ী করা যাইবে না। দেওয়ানী নালিশ করিয়া তাহার দায়িত্ব স্থির করিতে হইবে।" এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৭ ই. ল. রি., এলা., ১৫৩, ১৮ ঐ., ঐ., ১১৬ পৃষ্ঠায় ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সহিত ১৯ ই. ল. রি., বো., ৭৪৯ দেখ। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট এ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের মতটি অনুসরণ করেন নাই। ২৪ ই. ল. রি., কলি., ১৯৩। কিন্তু ঐ মতটি অবলম্বন করিয়া ফৌ. কা. বি. আইনের ২২২ ধারার ২য়. দফায় নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৪০৬ ধারা।—যদি কেহ অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অভিযোগ—অভিযোগপত্রে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ কৃত হইবে, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ৮ উ. রি., লিপি., নং ৬৫৬। হিসাব দেখিয়া প্রতীত হইল যে ভিন্ন ভিন্ন দফায় লিখিত টাকা মিলিতেছে না। প্রত্যেক দফার টাকা আত্মসাৎ করিয়া থাকিলে, আসামী উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দফার টাকা সম্বন্ধে এক একটি স্বতন্ত্র অপরাধ করিয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু তদন্তকারী আদালত ভিন্ন ভিন্ন দফা ধরিয়া চার্জ না করিয়া যে যে দফায় টাকা সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সেই সেই দফা সম্বন্ধে চার্জ প্রস্তুত করিয়া আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিতে পারেন। ১৫ উ. রি., ৮। অথবা ইচ্ছা করিলে, ফৌ. কা. বি. আইনের ২২২ ধারা-মতে ১২ মাসের ভিতর যত টাকা মোটের উপর গরমিল (deficiency) হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি মাত্র চার্জ করিয়া করিতে পারেন। কোন্ স্থানের আদালতে এই ধারার লিখিত অপরাধের বিচার হইবে, তৎসম্বন্ধে কার্য্যবিধি আইনের ১৮১ ধারা দেখ।

প্রমাণ—এ সম্বন্ধে ১৬১ ধারায় যে ৬ ই. ল. রি., কলি., ৬৫৫. নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ। ৪০৫ ধারার "শঠতাক্রমে" শীর্ষক টীকায় যে নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে প্রতীত হইবে যে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দেওয়া, মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য আত্মসাৎ করণের প্রমাণমাত্র; আত্মসাৎ করা একটি আলাহিদা কার্য্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে গচ্ছিত সম্পত্তি আত্মসাৎ না করিয়া, তৎসম্বন্ধে মিথ্যা কৈফিয়তাদি. দিলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না।

৪০৭ ধারা।—মুটিয়া (carrier) কি মাল তুলিবার ঘাটরক্ষক (wharfinger) কি আড়তদারের (warehouse-keeper) জিম্মায় যদি দ্রব্য রাখা যায়, ও সে যদি ঐ দ্রব্য লইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪০৮ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কেরাণী কি চাকর হয়, কিম্বা কেরাণীর কি চাকরের কর্ম্ম পায়, ও সেই কর্ম্ম প্রযুক্ত (in such capacity) যদি কিছু দ্রব্য কোন প্রকারে তাহার জিম্মায় সমর্পণ করা যায়, কিম্বা কিছু দ্রব্যের উপর তাহাকে কোন প্রকারের প্রভুত্ব দেওয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যের বিষয়ে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"চাকর"—ইহার অর্থ সম্বন্ধে ৩৮১ ধারার টীকা দেখ।

সেই কার্য্য প্রযুক্ত—এই শব্দগুলি অত্যাবশ্যক। বিরোধীয় সম্পত্তি আসামীর নিকট অন্য প্রকারে সমর্পিত হইয়া থাকিলে এই ধারা খাটিবে না। যদি সে নিজের চাকরির কার্য্য-বশতঃ ঐ সম্পত্তি আপন অধিকারে পাইয়া থাকে, তাহা হইলেই কেবল তাহার উপর এই ধারা খাটিবে। ৩ উ. রি., লিপি., ৬২৭। গোমস্তা, অর্থাৎ এজেন্ট কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ-কৃত হইলে তাহার উপর ৪০৯ ধারা (এ ধারা নহে) খাটিবে। মনে কর, ক খ'র বেতনভোগী গোমস্তা। গ খ'র একজন প্রজা। গ'র নামে খ'র একখানি ১০০ টাকার ডিক্রি আছে। ক গ'কে বলে যে ডিক্রি ১২৫ টাকার বাবৎ। গ এই কথা বিশ্বাস করিয়া ক'কে ১২৫ টাকা দেয়। ক আপন মুনিবকে ১০০ টাকা দিয়া বক্রি ২৫ টাকা আত্মসাৎ করে; এস্থলে গ'কে ঠকা-

ইয়া ২৫ টাকা অধিক গ্রহণ করায়, ক ৪১৫ ধারামত অপরাধী। কিন্তু যখন ঐ ২৫ টাকা খ'কে দিবার জন্য গ ক'র হস্তে বিশ্বাস করিয়া দিয়াছিল, তখন ক খ'কে ঐ টাকা না দেওয়ায়, অর্থাৎ যে নিয়োগ তাহাকে টাকা দিয়াছিল সে নিয়মের অমান্য করিয়া আপনি ঐ টাকা আত্মসাৎ করায়, সে এ ধারামতেও দোষী হইতেছে। ৮ উ. রি., ১। ইহার সহিত ৪০৫ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক।

অভিযোগ—"অমুক দিন অমুক স্থানে অমুকের নিকট কেরাণী স্বরূপে চাকরি করিতে করিতে তোমার কর্ম্মপ্রযুক্ত অমুক সম্পত্তি তোমার নিকট সমর্পিত হয়, তুমি ঐ সম্পত্তি শঠতা-ক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করাতে তোমার কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইয়াছে ইতি"—অভিযোগপত্র এইরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে। ২ উ. রি., লিপি., নং ২০৩; ৮ উ. রি., লিপি., নং ৭২০।

৪০৯ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী কি কার্য্যকারক কি দালাল কি এটর্ণি কি গোমস্তা বলিয়া কোন ব্যক্তির ব্যবসায়ের উপলক্ষে যে কিছু দ্রব্য কোন প্রকারে তাহার জিম্মায় সমর্পণ করা যায়, কিম্বা যে কিছু দ্রব্যের উপর তাহাকে কোন প্রকারের প্রভুত্ব দেওয়া যায়, তাহা লইয়া সে যদি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—৪০৫ ও ৩৮০ ধারায় যে নজিরগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা এই স্থলে পাঠ করা আবশ্যক। "রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে" এই কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। রাজকীয় কার্য্যকারক কাহাকে বলা যায়, তৎসম্বন্ধে ২১ ধারা দেখ। সম্পত্তিটি গবর্ণমেণ্টের হইবে এরূপ নহে। অপরের সম্পত্তি কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে তাহার হস্তে আসিলে এবং তৎসম্বন্ধে সে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিলে, তাহার উপর এই ধারা খাটিবে। ২ কলি. রি., ৫১৭। থানায় কতকগুলি সম্পত্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে ইনস্পেক্টর বাবু তাহার অধীনস্থ একজন পাহারাওয়ালার নিকট জামিন লইয়া উক্ত সম্পত্তি তাহার জিম্মায় রাখিয়া দেন। পাহারাওয়ালা সেই সম্পত্তি লইয়া পলাইল। হাইকোর্ট বলেন, সে যখন রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে ঐ সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে প্রাপ্ত হয় নাই, তখন তাহাকে এ ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারে না; কেবল মাত্র ৪০৮ ধারামতে তাহার দণ্ড হইবে। ৮ উ. রি., ১। কিন্তু এই মোকদ্দমা হইবার পর অপর দুইটি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত মতটি অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। কোন আফিসের হেড ক্লার্ক তাঁহার আফিসের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইয়া আপন অধীনস্থ একজন কেরাণীর হস্তে আফিসের ষ্টাম্প জিম্মা করিয়া দেন। উক্ত কেরাণী ষ্টাম্প লইয়া পলায়ন করিলে হাইকোর্ট বলেন যে তৎ-কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল। ১৩ উ. রি., ৭৭। নাযেব নাজিরকে সরকারি চাকর বলা যাইবে, নাজিরের নিজের চাকর বলা যাইবে না। ২ উ. প. রি., ২৯৮। রেজেষ্ট্রারি আফিসের কোন মুহুরীকে ফি জমা করিয়া লইতে হুকুম দেওয়া হয়। এ অবস্থায় ফি সংক্রান্ত যে টাকা তাহার হস্তে আসিবে, তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সে এই ধারামত দণ্ড পাইবে। ২০ উ. রি., ৪৯। একজন গ্রাম্যমণ্ডল (রাজস্ব আদায় কার্য্যে সহায়তা করা যাহার

কর্ত্তব্য) কতকগুলি প্রজার নিকট হইতে ধান্য লইয়া তাহাদিগকে রসিদ দেয়। রসিদ পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে সে নিজে প্রজাদিগের (সরকারের পক্ষ হইতে নহে) সহিত কোন এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া সেই বন্দোবস্তের বলে ঐ ধান্য লইয়াছে। রাজস্বের টাকা আদায় না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধান্য গ্রহণ করার ক্ষমতা ঐ মণ্ডলের ছিল না। সুতরাং যে সকল প্রজা তাহাকে ধান্য দিয়াছিল তাহাদিগের উপর সরকার বাহাদুরের দাবীর কিছুই ইতর বিশেষ হয় নাই। এই সমস্ত কারণবশতঃ হাইকোর্ট বলেন, মণ্ডলের ৪০৯ ধারামত দণ্ড হইতে পারে না। ৪ মা. বি., ৩০। পৌণ্ডস্থিত গরু যদি পুলিষের লোক ক্রয় করে, তাহা হইলে সে ৪০৬ ধারামতে দণ্ডিত না হইয়া ১৮৭১ সালের ১ আইনের ১৯ ধারা ও এই আইনের ১৬৯ ধারামত দণ্ডিত হইবে। ১৬ উ. বি., ৫২। কোন ব্যক্তি তাহার দলীল ফেরৎ পাইবার নিমিত্ত রীতিমত দরখাস্ত না করিয়া থাকিলে, যদি মহাফেজখানার কোন কেরাণী ঐ দলীল তাহাকে দেয়, তাহা হইলে ঐ কেরাণী এই ধারামত দায়ী হইবে। ২৭ ই. ল. রি., এলা., ২৬০।

বিচার—বোম্বাই প্রদেশে একজন মাজিষ্ট্রেট কোন পেটেলকে এই ধারা ও ১৮২৭ সালের ১৭ আইনের ১৮ ধারা এই উভয় ধারার উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসামীকে অন্যতররূপে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট বলেন যে ঐরূপ অন্যতররূপে দণ্ডবিধান এই আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধারা লইয়াই হইতে পারে। দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আইনের ধারা লইয়া ঐরূপ অন্যতররূপে দণ্ডবিধান করা অবৈধ। বো. রি., ১৮৭১ পৃঃ। কিন্তু এখন এরূপ হইবে না, কারণ ৪০ ধারায় "অপরাধ" শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ। যদি আসামী প্রকৃতপক্ষে এই ধারার অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট ৪০৬ ধারামতে দণ্ডিত করিলে সে দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ হইবে। ২ কলি. রি., ৫১৭।

চোরা জিনিস গ্রহণ করিবার কথা।

৪১০ ধারা।—চৌর্য্য, কিম্বা বলপূর্ব্বক অপহরণ, কি দস্যুতার দ্বারা যে দ্রব্য অন্যের হস্তগত হয়, ও যে দ্রব্য অপরাধভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করা যায়, ও যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কৃত হয়, তাহা "চোরা জিনিস" বলা যায়; ঐ হস্তান্তর বা অবৈধ ব্যবহার বা বিশ্বাসঘাতকতা বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে বা বাহিরে যেখানে করা যাউক না কেন (১৮৮২ সাঃ ৮ আঃ ৯ ধাঃ); কিন্তু আইনমতে যাহার সেই দ্রব্য পাইবার অধিকার থাকে, এমত ব্যক্তির অধিকারে যদি সেই দ্রব্য পরে আইসে, তবে তখন তাহা আর "চোরা জিনিস" নহে।

অর্থ—ধারার লিখিত অপরাধ বিশেষের দ্বারা যে মাল হস্তান্তরিত হইবে, তাহাই "চোরা" জিনিস"। বঞ্চনা বা কৃত্রিম দলিলের দ্বারা কোন সম্পত্তি হস্তগত হইলে, তাহা "চোরা জিনিস" নহে। ২৪ উ. রি., ৩৩। চৌর্য্যাদি অপরাধ দ্বারা যে মাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ৪১০ ধারার "চোরা জিনিস"। ঐ সকল অপরাধের সহায়তা দ্বারা কোন দ্রব্য হস্তগত হইলে, উহাকে চোরা জিনিস বলা যাইবে না। সুতরাং এস্থলে চৌর্য্য অপরাধের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হইলেও তদ্বারা ৪১১ ধারার অপরাধ কৃত হইয়াছে বলা যাইবে না।

৪১১ ধারা।—যে কোন দ্রব্য চোরা জিনিস জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ

পাইয়া যদি কেহ শঠতাক্রমে গ্রহণ করে, কি রাখে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এ ধারা প্রকৃত চোরের উপর খাটিবে না। ২৩ ই. ল. রি., এলা., ২৬৬। এ ধারামত আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে তিনটি বিষয়ের প্রমাণ দিতে হইবে। প্রথম, দ্রব্যটি যথার্থই অপহৃত দ্রব্য; দ্বিতীয়, আসামী শঠতাক্রমে গ্রহণ করিয়াছে বা রাখিয়াছে; তৃতীয়, গ্রহণ করিবার বা রাখিবার সময় ঐ মাল চোরাই বলিয়া সে জানিত বা তাহার ঐরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। ১৫ ই. ল. রি., বো., ৩৭০।

প্রথম, অপহৃত দ্রব্য—এই ধারার মোকদ্দমায় যদি দ্রব্যটি অপহৃত বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আসামী নিষ্কৃতি পাইবে। ২ উ. প. রি., ১৮৭; ১৮ উ. রি., ৬৩; ১৯ উ. রি., ৩৭। আর যে সম্পত্তি সম্বন্ধে চৌর্য্যাদি অপরাধ আদৌ হইতে পারে না, যথা ধর্ম্মের ষাঁড় ইত্যাদি, সে সকল সম্পত্তি "চোরা জিনিস" শব্দের ভিতর পড়িবে না। ৯ ই. ল. রি., এলা., ৩৪৮, ও ৩৭৮ ধারার টীকা দেখ।

দ্বিতীয়, শঠতাক্রমে আসামী চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছে বা রাখিয়াছে—গ্রহণ করা ও রাখা দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়। কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাইলে "গ্রহণ" (receive) করা হইল। সুতরাং "গ্রহণ" করিয়াছে বলিয়া আসামীকে দায়ী করিতে হইলে, সে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। ১৫ ই. ল. রি., কলি., ৫১১। যদি গ্রহণ করিবার সময় আসামী ঐ সম্পত্তি চোরাই মাল বলিয়া না জানিতে পারিয়া থাকে, তবে সে চোরাই মাল গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হইবে না। কিন্তু সরলভাবে প্রাপ্ত হইবার পর যদি আসামী জানিতে পারে যে প্রাপ্ত সম্পত্তি চোরাই জিনিস এবং ইহা জানিতে পারিয়া যদি সে উক্ত সম্পত্তি পুলিষে বা যাহার মাল তাহার নিকট আনিয়া না দিয়া আপনার নিকট রাখে, তাহা হইলে আসামী চোরাই জিনিস "রাখিয়াছে" বলিয়া—"গ্রহণ" করিয়াছে বলিয়া নহে—দণ্ডিত হইবে। ৪ মা. রি., ৪৩। কিন্তু মনে কর, ক খ'র সম্পত্তি চুরি করিয়া ধৃত হয়। ধৃত হইলে পর ক'র নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয়। পরে খ'র সম্মতিক্রমে পুনরায় উক্ত সম্পত্তি ক'কে এই অভিপ্রায়ে দেওয়া হয় যে সে উহা লইয়া গ'র নিকট বিক্রয় করে। ক তাহাই করে। তাহার পর গ'র উপর ৪১১ ধারামতে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। এস্থলে যখন খ'র সম্মতিক্রমে গ'র হস্তে উক্ত সম্পত্তি আসিয়াছে, অর্থাৎ যখন উক্ত সম্পত্তি গ'র হস্তে আসিবার সময় উহা আর চোরাই সম্পত্তি ছিল না, তখন গ এ ধারামতে দণ্ডার্হ হইবে না। যদি আসামীর অধিকারে চোরাই জিনিস তদবস্থায় উপস্থিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে সে এ ধারামতে দণ্ডিত হইবে না। ১৩ উ. রি., ৭০। আরও মনে কর, আসামী জানিত যে ক ও খ চোরাই মাল অমুক স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছে। ইহার জন্য আসামীকে এই ধারামতে দণ্ড করা যাইতে পারে না। ৯ উ. রি., ১৬। আরও, ক'র স্ত্রী চোরাই মাল গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। তাহার বিরুদ্ধে এইমাত্র প্রমাণ হইল যে সে যে ঘরে তাহার স্বামীর সহিত বসতি করে, সেই ঘরে উক্ত মাল পাওয়া গিয়াছে। হাইকোর্ট বলেন, এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে ৪১১ ধারামতে দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। তাহার স্বামীর গৃহে মাল পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে বরং এরূপ বলা যাইতে পারে যে আসামীর স্বামী ঐ সম্পত্তি রাখিয়াছিল। ৫ উ. প. রি., ১২০। অপর একটি উদাহরণ—ক'র নিকট

খ কতকগুলি চোরাই মাল বিক্রয় করিতে আসে। ক তাহা হস্তে লইয়া খ'র সহিত দরদাম করিতেছে এমন সময় উহারা ধৃত হয়। এস্থলে যখন বিক্রয় কার্য্যটি শেষ হয় নাই, কেবল ক মালগুলি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই যে সে চোরাইমাল গ্রহণ করিয়াছে বা রাখিয়াছে, এরূপ বলা যাইবে না; ঐ মাল খ'র অধিকারে রহিয়াছে ধরিতে হইবে। সুতরাং ক'র এ ধারামত দণ্ড হইবে না। আরও দেখ, ক ৫ খানি নোট চুরি করিয়া তাহা ভাঙ্গাইয়া যে টাকা উৎপন্ন হইল তন্মধ্যে ২০ টাকা খ'কে দিল। এস্থলে নোটগুলি চোরাই মাল হইতেছে। উহা খ'র হস্তে আসে নাই। সুতরাং নোট পরিবর্ত্তন করিয়া তদুৎপন্ন টাকা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, খ ৪১১ ধারামত দণ্ডিত হইবে না। কিন্তু মনে কর, ক খ'র স্ত্রীর নিকট কতকগুলি চোরাই মাল বিক্রয় করে। বিক্রয় করিবার সময় খ উহার কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। কিন্তু বিক্রয়ান্তে খ বাটী আসিতেছে এমন সময় পথিমধ্যে ক'র সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সে খ'র স্ত্রীর নিকট চোরাই মাল বিক্রয় করার কথা সমস্ত জানায়, এবং খ'ও তাহার পর কিঞ্চিৎ টাকা যাহা বাকি ছিল তাহা ক'কে দেয়। এই স্থলে ক'র সহিত কথোপকথনের পর হইতে খ এই ধারার অপরাধের নিমিত্ত দায়ী বুঝিতে হইবে।

তৃতীয়, দূষনীয় জ্ঞান ও বিশ্বাস।—আসামী জানিত বা তাহার এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল যে সে যে সম্পত্তি গ্রহণ করিতেছে কিম্বা যাহা তাহার অধিকারে আছে সেই সম্পত্তি চোরাই। "বিশ্বাস" শব্দে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, কিন্তু সন্দেহ অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ধারণা বুঝাইতেছে। সুতরাং আসামীর অধিকারস্থ মাল চোরাই বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে, বা প্রকৃত পক্ষে ঐ মাল কাহার ইহার তদন্তের চেষ্টা না করিয়া থাকিলে, এমন কি আসামীর অনবধানতা প্রমাণ হইলেও, তাহাকে এ ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থা প্রমাণিত করিতে হইবে যদ্দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে আসামীর অধিকারস্থ সম্পত্তি চোরাই থাকা এরূপ বিশ্বাস আসামীর জন্মিয়াছিল। ৬ ই. ল. রি., বো., ৪০২। এরূপ জ্ঞান বা বিশ্বাস আসামীর ছিল কি না, ইহা অবস্থার দ্বারা স্থির করিতে হইবে। টীকার উপরিভাগে কতকগুলি অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে যদ্দ্বারা আসামীর উল্লিখিত জ্ঞান বা বিশ্বাস থাকা প্রতীত হয়। কোন কুচরিত্র লোকের নিকট আসামী কোন মাল ক্রয় করিয়াছে; বা কোন কুচরিত্র ব্যক্তির অধিকারে ঐ মাল আসিবার সম্ভাবনা নাই এবং কিরূপে উহা তাহার অধিকারে আসিল, সে বিষয় সম্বন্ধে আসামী কোন অনুসন্ধান করে নাই; বা ঐ মালের যথাযথ মূল্য ১৫০৲ টাকা কিন্তু আসামী উহা ৫০৲ টাকা পণে ক্রয় করিয়াছে;—এ সব করিয়াছে বা করে নাই বলিয়াই যে আসামীর দোষনীয় জ্ঞান ছিল, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ২ উ. প. রি., ৮৭; ৭ উ. রি., ৮৭।

বিচার—কোন্ স্থানের আদালতে এই ধারার অপরাধের বিচার হইবে, তৎসম্বন্ধে ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১৮০ ধারা দেখ। বিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থলে চুরি করিয়া যদি চোর চোরাই মাল সহ ঐ সীমার ভিতরে গ্রেপ্তার হয়, তাহা হইলে তাহাকে এই ধারাগত চোরা মাল দখলে রাখিয়াছে বলিয়া দণ্ড করা যাইবে। চৌর্য্য অপরাধের বিচার অত্রস্থ আদালতে চলিতে পারে না। ১ ই. ল. রি., মা., ১৭১; ১ ই. ল. রি., বো., ৫০; ৬ ঐ., কলি., ৩০৭। ৫ ই. ল. রি., বো., ৩১৮ পৃষ্ঠার বিপরীত নজিরটি ১৮৮২ সালের ৮ আইন দ্বারা রদ করা হইয়াছে। বৃটিষ ভারতবর্ষের সীমার ভিতর চৌর্য্যাপরাধ কৃত হইল, কিন্তু চোরা মাল গ্রহণ করার বা রাখার অপরাধটি উক্ত সীমার বাহিরে কৃত হইল। এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে ৪১১ ধারার আসামীরা উক্ত চৌর্য্যাপরাধে লিপ্ত ছিল, বা উক্ত সীমার

মধ্যে চোরাই মাল গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় উক্ত সীমার ভিতর তাহাদের বর্ত্তমান কোন অপরাধ কৃত না হওয়ায় আসামীরা খালাস পায়। ৯ ই. ল. রি., এলা., ৫২৩ দেখ। চোর ও যে ব্যক্তি চোরাই মাল গ্রহণ করে বা রাখে তাহাদের একত্রে বিচার করা অবৈধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৮৩৯; ২৮ ঐ., ঐ., ৭, ১০। আর একটি কথা। মনে কর, ক'র নিকট কতকগুলি চোরা জিনিস পাওয়া গেল। যদি ঐ সমস্ত জিনিস ক'র হস্তে এক সময়েই আসিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ সব মাল সম্বন্ধে একটি মাত্র অভিযোগ হইবে। ১৫ ঐ., এলা., ৩১৭। তবে যদি এক সময়ে পাওয়া প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মাল সম্বন্ধে আলাহিদা আলাহিদা অভিযোগ প্রস্তুত করিতে হইবে। ৯ ঊ. বো., ১০২৭; ২৯ ই. ল. রি., বো., ৪৭৯।

প্রমাণ—আসামী এই ধারামত বিচারাধীন হইলে, দ্রব্যটি যে অপহৃত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মূল চুরি মোকদ্দমার নথী পূর্ব্বে প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে দণ্ডিত করা যাইত না। ইদানীন্তন নজির দেখিয়া বোধ হয় যে উল্লিখিত প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। যেমন ২১১ ধারার মোকদ্দমায় মূল মোকদ্দমার নথী প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণীয় নহে, সেইরূপ ৪১১ ধারার মোকদ্দমায় মূল চৌর্য্যাপরাধের মোকদ্দমার নথী প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হইবে না। আসামী কোন অপরাধ সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দেয় বলিয়া অভিযুক্ত হয়। তাহার বিরুদ্ধে মূল অপরাধ বিচারের নথী (যাহা দেখিলে ঐ অপরাধটি প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হইতে পারিত) প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ৮ ঊ. রি., ৬৮। সেইরূপ, ৪১১ ধারার মোকদ্দমায় দ্রব্যটি যে অপহৃত ইহা স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে। ৪১১ ধারার আসামীর বিরুদ্ধে মূল চুরি মোকদ্দমায় আসামীর জবাব ব্যবহার করা অবৈধ, বা তাহাকে সাক্ষী করিয়া একাগ্রিক তাহার জবানবন্দির উপর নির্ভর করিয়া এ আসামীকে দোষী স্থির করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ৫ কলি. রি., ৫৭৪। ২৯৯ ধারায় "প্রমাণ" বিষয়ক টীকায় যে ৭ ই. ল. রি., মা., ১০২ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ও ঐ টীকা দেখ। চুরির অব্যবহিত পরেই যাহার নিকট চোরাই মাল পাওয়া যায়, সে তৎ-সম্বন্ধে সঙ্গত কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে সে স্বয়ং চোর, অথবা চোরা দ্রব্য জানিয়া শুনিয়া আপন অধিকারে রাখিয়াছে এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। এক স্থানে ডাকাইতী হইল। তাহার ৮ দিন পরে অপহৃত দ্রব্যগুলি ক'র গৃহে পাওয়া গেলে, হয় ক চোর, না হয় সে জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল চোরাই দ্রব্য রাখিয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইবে। ৫ ঊ. রি., ৬৬। কিন্তু যদি ২ বৎসর কাল অতীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ২ ঊ. প. রি., ৩২৫। সার কথা, কি প্রকারের মাল তাহা বিবেচনা করিয়া সময়ের নৈকট্য বুঝিতে হইবে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ১৬০। ৩৭৯ ও ৩৯১ ধারার টীকা দেখ। হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় বলেন, যখন অপহৃত দ্রব্য আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হয় নাই, তখন উক্ত সম্পত্তি সোনাক্ত (identify) করিবার প্রমাণ গ্রহণ করা যাইবে না। ৮ ঊ. রি., ১৬। বোধ হয় যে সম্পত্তি বিচারকালে আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম। অপহৃত সম্পত্তি যদি নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, অর্থাৎ এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে উক্ত সম্পত্তি আদালতে আনয়ন করা সাধ্যাতীত, তাহা হইলে সোনাক্তির প্রমাণ কেন গ্রহণ করা হইবে না, বুঝিতে পারা যায় না। নরহত্যা অপরাধের মোকদ্দমায় যখন মৃতদেহ আদালতের সমক্ষে আনিবার প্রয়োজন নাই, তখন চোরা জিনিস কেন উপস্থিত করিতে হইবে? ২৯৯ ও ৪৬৫ ধারার টীকা দেখ।

অন্যান্য সময়ে যদি আসামী অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারও প্রমাণ এই ধারার মোকদ্দমায় দেওয়া যাইবে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারা দেখ। যদি ফরিয়াদী এই প্রমাণ উপস্থিত করিতে চাহে যে আসামী অপহৃত দ্রব্য তাহার অধিকারে ছিল না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অপহৃত সম্পত্তি সোনাক্ত (idontify) করার প্রমাণ আদালত লইতে পারেন, অথবা অগ্রে ঐ প্রমাণ লইয়া পরে উক্ত সম্পত্তি সোনাক্ত করাইয়া লইতে পারেন। ঐ আইনের ১৩৫ ধারা দেখ।

কে চুরি করিয়াছিল ইহা অবিদিত থাকিলেও, অপহৃত সম্পত্তি যে ব্যক্তি রাখিবে তাহাকে এই ধারামত বিচারাধীন করিয়া দণ্ডিত করা যাইতে পারে। মূল মোকদ্দমায় যে চুরি করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইলে তাহার অব্যাহতি ৪১১ ধারার আসামীর অনুকূলে কতদূর কার্য্যকর হইবে তাহা এ পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমায় স্থির হয় নাই। তবে বিলাতে একটি মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি এই ধারামত অভিযুক্ত হয়। ঐ মোকদ্দমায় ক মহারাণীর পক্ষের সাক্ষী হইয়া বলে যে সে নিজে অপহৃত দ্রব্য চুরি করিয়াছিল। জেরায় আরও বলে যে সে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারান্তে খালাস পাইয়াছে। আদালত বলেন, "অব্যাহতি পাইয়াছে বলিয়া ক'কে একবারে নির্দ্দোষী বলা যাইতে পারে না, বিচারকালে এমন অনেক অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা যদ্দ্বারা সম্পূর্ণ দোষী ব্যক্তি আইনানুসারে দণ্ডিত না হইতে পারে, তথাপি ক'র অব্যাহতির বিষয়টি ক'র দোষ স্বয়ং স্বীকার করণ বিষয়টির সহিত একত্রে জুরির সমক্ষে সমর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য"। মান্দ্রাজে একটি মোকদ্দমায় এইরূপ অবস্থা প্রকাশিত হয়:—ক একজন নবম বর্ষীয় বালক, সে অপর একটি বালকের গলা হইতে হার চুরি করিয়া খ'র নিকট বিক্রয় করে। খ ঐ চুরির বিষয় জানিত। ক'র নামে চুরির মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৮৩ ধারার বলে অব্যাহতি দেন। তদনন্তর খ'র নামে ৪১১ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। হাইকোর্ট বলেন, "ক'র কার্য্য দেখিয়া প্রতীত হইতেছে যে সে স্বকৃত কার্য্যের ফলাফল বুঝিতে পারিত। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অন্যায় করিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে, সুতরাং খ এই ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে"। ৬ ই. ল. রি., মা., ৩৭৪। এই নজিরটি পাঠ করিয়া মনে হয় যে যদি ক'র বয়ক্রম ৭ বৎসরের কম হইত তাহা হইলে খ'র এ ধারামতে দণ্ড হইত না; কারণ, ৮২ ধারার বিধান অনুসারে ক'র কার্য্যটি অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ১০৮ ধারার তৃতীয় অর্থের কথায় যেরূপ বিধান আছে সেরূপ স্পষ্ট বিধান এ ধারা সম্বন্ধে নাই। যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে খ ঐ ক'কে হার লইতে পরামর্শ দেয় এবং ক তদনুসারে হার লইয়া ক'কে দেয়, তাহা হইলে খ চৌর্য্য অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া দণ্ডিত হইবে।

দণ্ড—অপর দণ্ডের পরিবর্ত্তে এই ধারার আসামীর উপর বেত সাজা বিধান করা যাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার অপরাধ করিয়া থাকিলে অপর দণ্ডের সহিত বেত সাজাও দেওয়া যাইতে পারে। ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারা দেখ। আসামী ৪১১ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হয়। বিচারকালে সে বলিয়াছে যে ইতিপূর্ব্বে সে আর দুইবার চুরি করিয়া দণ্ডিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের সহিত তাহার উপর বেত সাজা দেন। হাইকোর্ট বলেন, এ দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ। কারণ চুরি করা ও চোরাই মাল রাখা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধ। ১ ই. ল. রি., এলা., ৬৬৬। মাল সহ চোর ধরা পড়িলে তাহাকে ৩৭৮ এবং ৪১১ ধারা, উভয় ধারামত অপরাধী করা যাইবে না, অথবা কোন ব্যক্তিকে ৪১১ ধারা এবং চৌর্য্য অপরাধের সহায়তাকারী বলিয়া উভয় অপরাধের নিমিত্ত এক সময়ে দায়ী করা যাইতে পারে না। ৩ ই.

ল. রি., এলা., ১৮১। কিন্তু আসামী চৌর্য্যাপরাধে খালাস পাইলে তাহাকে পুনর্ব্বার ৪১১ ধারামত বিচারাধিন করা যাইতে পারে। ২৫ ঊ. রি., ৪৭। ইহার সহিত ফৌ. ব্য. আ. ২৩৩-২৩৯, ৪০৩ ধারা, আর ৩৫ ধারা ও এই আইনের ৭১ ধারা দেখ।

চোরাই জিনিস কে পাইবে?—ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৪৩ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৮৭২ সালের কার্য্যবিধি আইন জারি হইবার পূর্ব্বে চোরাই সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারীকেই উহা প্রত্যর্পণ করা হইত। আ. বি., ১৮৩৫ খৃঃ, ১। ওকিনেলী সাহেব বলেন, ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪১৮ ধারা এবং ঐ সালের ৯ আইনের ১০৮ ধারা একত্রে পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে চোরাই সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারীকেই উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, অপর কোন ব্যক্তিকে নহে। এবং এই মতের পোষকতা স্বরূপে তিনি ২০ ঊ. রি., ৩৮ নজিরটি উল্লেখ করিয়াছেন। ক যদি খ'কে চোরাই মাল বিক্রয় করে, তাহা হইলে ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ১০৮ ধারামত ঐ মাল খ'র রাখিবার অধিকার নাই সত্য; কিন্তু যেখানে বিক্রয় দ্বারা মাল হস্তান্তর না হইবে, সেখানে কি করা যাইবে? মনে কর, ক একখানি নোট চুরি করিয়া গবর্ণমেণ্টের খাজনাখানায় উহা পরিবর্ত্তন করে। ক'র বিচারের সময় ঐ নোট আদালতে উপস্থিত করা হয়। বিচারান্তে উক্ত নোট কে পাইবে? সেসন আদালত বলেন, উহার যে প্রকৃত অধিকারী সেই উহা পাইবে। আপীল আদালত বলেন—"না, গবর্ণমেণ্টের খাজনাখানায় উহা প্রত্যর্পিত হইবে"। ৭ মা. রি., ২৩৩। আরও, ক'র একখানি নোট চুরি যায়। খ উহা চুরি করে। গ একজন পোদ্দার। তাহার দোকানে খ ঐ নোট ভাঙ্গাইয়া লয়। পরে খ চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইলে, উক্ত নোট পাইবার নিমিত্ত ক ও গ উভয়ে দরখাস্ত করিলে, বিচারকারী আদালত উহা গ'কে দেন। হাইকোর্ট বলেন, "গ'ই উহা পাইবার যোগ্য হইতেছে; কারণ সে নির্দ্দোষভাবে—শঠতাক্রমে নহে—উহা পাইয়াছিল। ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ১০৮ ধারা এ অবস্থায় খাটিবে না। যেস্থলে খরিদ বিক্রয় হইবে, সেই স্থলেই কেবল ঐ ধারা খাটিবে। নোট দিয়া তৎপরিবর্ত্তে টাকা গ্রহণ করা খরিদ বিক্রয় নহে"। ৩ ই. ল রি., কলি., ৩৭৯। নোট প্রচলিত মুদ্রার সমান। কিন্তু যে সকল মুদ্রা প্রচলিত (current) নহে, তৎসম্বন্ধে এ নিয়ম বর্ত্তিবে না। ২৫ ই. ল. রি., বো., ৭০২। হাফ-নোট সম্বন্ধে, ২৭ ঐ., এলা., ৬৩০ দেখ। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ৫১৭ ধারার অর্থের কথায় লিখিত হইয়াছে যে ঐ ধারার "দ্রব্য" শব্দ যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ কৃত হইয়াছে, তাহা প্রথমতঃ যাহার অধিকারে বা তত্ত্বাবধানে ছিল কেবলমাত্র সে দ্রব্যই বুঝাইবে না, কিন্তু উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যে দ্রব্য হইয়াছে, বা সে দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় (যথা, ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পোনের টাকা), এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন বা বিনিময় করণ দ্বারা অব্যবহিত পরেই বা অন্য সময়ে যাহা লব্ধ হয়, এ সমস্তই বুঝাইতেছে। একটি গাভী গর্ভাবস্থায় চুরি যায়, কিন্তু সে সময় তাহার গর্ভে জীব-সঞ্চার হয় নাই। পরে চোরের বাটীতে থাকার সময় সে একটি বৎস প্রসব করে। হাইকোর্ট বলেন বৎসটি চোরাই মাল বলিয়া ধরা যাইবে না। ১০ ই. ল. রি., মা., ২৬। ঐ আইনের ৫১৯ ধারার বিধানানুসারে যদি কেহ সরল ও নির্দ্দোষভাবে কোন চোরাই মাল ক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থাবিশেষে পোনের টাকা পাইতে পারে। আদালতের সমক্ষে চোরাই দ্রব্য যদি উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে ৫১৭ ধারানুসারে কোন হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না। ১৯ ঊ. রি., ৩। ৫২০ ধারামতে আপীল আদালতেরও চোরাই মাল প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে বিহিত হুকুম দিবার ক্ষমতা আছে। ৮ ই. ল. রি., বো., ৫৭৫। মোকদ্দমা সেসনে সোপর্দ্দ হইয়া যতদিন পর্য্যন্ত উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয় ততদিন অপেক্ষা

না করিয়া ফৌ কা. বি. আইনের ৫১৭ ধারানুসারে তদন্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গেলে, তদন্তকারী আদালত চোরাই মাল যাহার প্রাপ্য তাহার নিকট প্রত্যর্পিত করিতে পারেন। কিন্তু সে ব্যক্তি অপর সাক্ষীর ন্যায় আবশ্যক হইলে উহা সেসন আদালতে উপস্থিত করিতে বাধ্য। ৫১৮ ধারার বিধানানুসারে বিচারকারী আদালত সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং কোন হুকুম না দিয়া যথোচিত হুকুম হইবার জন্য ঐ সম্পত্তি জেলার মাজিষ্ট্রেট বা সবডিভিজন-মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারেন। সেরূপ স্থলে অথবা চোরাই মাল সন্দেহ করিয়া উহা ধৃত হইলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে ৫২৩-৫২৫ ধারায় বিধান করা হইয়াছে। ৫২৩ ধারামতে সম্পত্তির প্রকৃত মালিক কে, তাহার নির্ণয় করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিতে পারেন। ৮ ই. ল. রি., বো., ৩৩৮। এবং ঐ তদন্তে সম্পত্তির মালিকত্ব সম্বন্ধে পুলিষের নিকট যদি কোন এজাহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ এজাহার প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করা যাইবে। ৯ ই. ল. রি., বো., ১৩১। সাধারণতঃ আসামী খালাস পাইলে, যাহার নিকট পাওয়া গিয়া থাকে তাহাকে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা বিধেয়। ১ ই. ল. রি., বো., ৬৩০। উপরোক্ত ৫২৩ ধারা ও ৫১৭ ধারা কোন্ কোন্ মাল সম্বন্ধে খাটিবে, তৎসম্বন্ধে ১৭ ঐ., ঐ., ৭৪৮; ২৬ ঐ., ঐ., ৫৫২; ২৪ ঐ., কলি., ৪৯৯ ও ৩০ ঐ., ঐ., ৬৯০ দেখ।

৪১২ ধারা।—ডাকাইতী করণের দ্বারা কোন দ্রব্য অন্যের স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে জানিয়া কিম্বা জানিবার (বিশ্বাস করিবার) কারণ পাইয়া, যদি কেহ শঠতাক্রমে সেই চোরাই জিনিস গ্রহণ করে কি রাখে, কিম্বা যে ব্যক্তি ডাকাইত-দিগের দলভুক্ত আছে কি ছিল জানিয়া কিম্বা জানিবার (বিশ্বাস করিবার) কারণ পাইয়া তাহার স্থানে যদি কেহ কোন দ্রব্য চোরাই জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া শঠতাক্রমে গ্রহণ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—প্রকৃতপক্ষে যাহারা ডাকাইত তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া এই ধারার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং আমি ডাকাইতী করিয়াছি বলিয়া অভিযুক্ত হইলে পর বিচারান্তে খালাস পাইয়া থাকিলেও, আমার উপর পুনরায় এই ধারার অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে। ১ উ. রি., ১২১। উপরের ধারার "দণ্ড" শীর্ষক টীকা দেখ।

অভিযোগ।—"তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে অমুক সম্পত্তি ডাকাইতীকরণ দ্বারা" গৃহীত হইয়াছে জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাক্রমে গ্রহণ করায় এই ধারার অপরাধ করিয়াছ ইতি—এইরূপে অভিযোগপত্র লিখিতে হইবে। ২ উ. রি., ৩৫২; ৪ উ. রি., ১২১।

প্রমাণ—এই ধারার অভিযোগ সাব্যস্ত করিতে হইলে, ডাকাইতী হইয়াছে তাহা আসামী জানিত বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল, কিম্বা আসামী যাহার নিকট হইতে জিনিস পাইয়াছিল সে ডাকাইত বা ডাকাইতের দলভুক্ত ব্যক্তি ইহা আসামী জানিত বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল—এতৎসম্বন্ধে পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে আসামী খালাস, অর্থাৎ ৪১১ ধারার অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইবে। অল্প মূল্যের কতকগুলি চোরাই মাল পাওয়া গেলেই যে আসামী উক্ত মাল ডাকাইতের নিকট

পাইয়াছে, বা উক্ত মাল সম্বন্ধে ডাকাইতী হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। ৭ উ. রি., ১০৯; ৬ ই. ল. রি., বো., ৭৩১; ১৮ উ. রি., ২৫।

দণ্ড—উপরের ধারার টীকা দেখ। ৪১৩ ধারার অপরাধ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

৪১৩ ধারা।—যদি কেহ কোন দ্রব্য চোরাই জানিয়া কি জানিবার (বিশ্বাস করিবার) কারণ পাইয়া তাহা নিয়ত গ্রহণ করে কি তাহার ব্যবসায় করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"নিয়ত" ও "ব্যবসা" শব্দগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। ইহার সহিত ৪০০ ধারার টীকা দেখ। অর্থাৎ, যদি এক দিন বা একবার কোন ব্যক্তি কতকগুলি চোরের নিকট হইতে কতকগুলি চোরাই মাল গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে যে "নিয়ত" ঐরূপ করিয়া থাকে এরূপ বলা যাইবে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট চোরাই মাল লইলে, তবে তাহাকে এই ধারামত দোষী করা যাইতে পারে। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ১৯০। ইহার সহিত ১৫ ঐ., এলা., ৩১৭ দেখ।

৪১৪ ধারা।—যদি কেহ কোন দ্রব্য চোরাই জানিয়া কি এমত জানিবার (বিশ্বাস করিবার) কারণ পাইয়া, তাহা লুকাইবার কি হস্তান্তর করিবার কি নষ্ট করিবার কার্য্যেতে ইচ্ছাপূর্ব্বক (voluntarily) সাহায্য করে, তবে সে ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—কোন ব্যক্তি চোরা জিনিস নিজে গ্রহণ না করিয়া বা আপনার নিকট না রাখিয়া যদি অন্য প্রকারে উক্ত সম্পত্তি লুকাইবার বা হস্তান্তর বা নষ্ট করিবার কার্য্যে সাহায্য করে, তাহা হইলেই সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করিল। ৪ মা. জরন্যাল, ৭৯। ক একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি। তাহাকে চোর বলিয়া দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে খ ক'র গৃহে কতকগুলি চোরাই জিনিস লুকাইয়া রাখে। এতদ্দ্বারা খ এই ধারার ও ১৯৩ ধারার অপরাধ করিল। ১ ই. ল. রি., এলা., ৩৭৯। "বিশ্বাস করিবার কারণ" থাকা আবশ্যক। কেবল সন্দেহ হইলে, বা মালের প্রকৃত অধিকারী কে ইহার অনুসন্ধান না করিয়া থাকিলে, বা অনবধানতাপূর্ব্বক ধারার লিখিত কোন কার্য্য করিয়া থাকিলে ইত্যাদি অবস্থায় এ ধারা খাটিবে না। ৬ ই. ল. রি., বো., ৪০২ ও ৪১১ ধারার "দূষনীয় জ্ঞান" শীর্ষক টীকা দেখ।

বঞ্চনা করণের কথা।

৪১৫ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া (by deceiving) কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে দিতে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে রাখিবার অনুমতি দিতে প্রতারণাভাবে (fraudulently) কি শঠতাক্রমে (dishonestly) সেই বঞ্চিত

ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মায়, কিম্বা সেই বঞ্চিত ব্যক্তির ভ্রান্তি না হইলে সে অকর্ত্তব্য যে কর্ম্ম করিত না কিম্বা কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম করিত এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কিম্বা এমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিতে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক (intentionally) তাহার প্রবৃত্তি জন্মায়, ও তদ্রূপে যে কার্য্য করা যায় কি যে কার্য্যের ত্রুটি হয় তাহাতে যদি ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির শরীরের কি মনের কি সুখ্যাতির (reputation) কি সম্পত্তির হানি (harm) কি ক্ষতি (damage) হয় কি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বঞ্চনা করে এমত বলা যায়।

অর্থের কথা। কোন ব্যাপারের বৃত্তান্ত শঠতাক্রমে গোপনে রাখিলেও এই ধারার অর্থমতে বঞ্চনা করা হয়।

উদাহরণ।

(ক) কোন সাহেব ছল করিয়া আপনাকে (মিথ্যা করিয়া) সিবিলসম্পর্কীয় রাজকার্য্যকারক জানাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রম জন্মাইয়া তাহার কোন দ্রব্যের মূল্য পরে দিব বলিয়া তাহা গ্রহণ করে। (শঠতাক্রমে ঐ দ্রব্য তাহাকে দিতে যদুর প্রবৃত্তি জন্মায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল্য দিবে না এইরূপ অভিপ্রায় তাহার মনোমধ্যে বর্ত্তমান থাকিলে) ঐ সাহেব বঞ্চনা করে।

(খ) আনন্দ কোন দ্রব্যে কোন কৃত্রিম চিহ্ন বসাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর এমত ভ্রান্তি জন্মায় যে সেই দ্রব্য কোন প্রসিদ্ধ কর্ম্মকারকের প্রস্তুত করা। তাহাতে যদুকে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে ও তাহার মূল্য দিতে শঠতাক্রমে লওয়ায়, আনন্দ বঞ্চনা করে।

(গ) আনন্দ কোন দ্রব্যের উত্তম নমুনা যদুকে দেখাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাবৎ (ঐ) দ্রব্য ঐ নমুনার সমান তাহার এমত বিশ্বাস জন্মায়। এমতে যদুকে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে ও তাহার মূল্য দিতে শঠতাক্রমে লওয়ায়, আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ঘ) আনন্দ যদুর নিকটে কিছু দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে, কিন্তু তাহার মূল্য দিতে না চাহিয়া যদুকে কোন কুঠিওয়ালার উপর টাকার হুণ্ডী দেয়, কিন্তু সে কুঠিওয়ালার নিকটে আনন্দের টাকা নাই। সুতরাং আনন্দ জানে যে যদু ঐ হুণ্ডী দিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে, তথাপি জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া যাহাতে যদু সেই দ্রব্য দেয়, তাহার এমত প্রবৃত্তি শঠতাক্রমে জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(চ) আনন্দ হীরা বলিয়া কয়েকটা পাথর যদুকে দেয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হীরা নয়, আনন্দ ইহা জানিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদুর ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহার স্থানে শঠতাক্রমে কর্জ্জ লয়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ছ) আনন্দ যদুর স্থানে কিছু কর্জ্জ লইতে চাহিয়া ছলপূর্ব্বক তাহার এমত বিশ্বাস জন্মায় যে ঐ কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিবে এবং যদু তাহাকে কর্জ্জ যাহাতে দেয় তাহার এমত প্রবৃত্তি শঠতাক্রমে জন্মায়, ফলতঃ ঐ টাকা পরিশোধ করা আনন্দের অভিপ্রেত নহে। এস্থলে আনন্দ বঞ্চনা করে।

(জ) আনন্দ যদুকে কতক নীলের গাছ দিব বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মায় কিন্তু তাহার ঐ গাছ দিবার অভিপ্রায় নাই। তথাপি যদুর সেইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া যাহাতে যদু তাহাকে টাকা দেয় আনন্দ শঠতাক্রমে তাহার এমত প্রবৃত্তি জন্মায়, আনন্দ বঞ্চনা করে।

কিন্তু যদি আনন্দ ঐ টাকা পাইবার সময়ে ঐ নীলের গাছ তাহাকে দিতে মনস্থ করিয়া থাকে ও পরে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ঐ গাছ না দেয়, তবে আনন্দের বঞ্চনা করা হয় না। চুক্তিভঙ্গের নিমিত্ত তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে।

(ঝ) আনন্দ যদুর সঙ্গে কোন করার করিয়াছে ও সেই করারমতে কার্য্যও করিয়াছে, যদুর এমত বিশ্বাস জ্ঞানপূর্ব্বক জন্মায়, (কিন্তু) বস্তুতঃ সেই করারমতে কার্য্য করে নাই। এই প্রকারে যাহাতে যদু তাহাকে টাকা দেয় তাহার এমত প্রবৃত্তি শঠতাক্রমে জন্মায়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

(ট) আনন্দ বলরামের নিকটে এক জমিদারী বিক্রয় করিয়া লিখিত পঠিত করিয়া দেয়। আনন্দ জানে যে তাহা বিক্রয় করাতে ঐ জমিদারীতে তাহার আর স্বত্ব নাই, তথাপি বলরামের নিকটে ঐ জমি বিক্রয়ের ও হস্তান্তর করণের কোন কথা যদুকে না কহিয়া যদুর নিকটে তাহা পুনরায় বিক্রয় করে কি বন্ধক দেয়, ও যদুর কাছে ঐ বিক্রয়ের কি বন্ধকের টাকা লয়। আনন্দ বঞ্চনা করে।

অর্থ—(১) "শঠতাক্রমে" বা "প্রতারণাভাবে"—ধারায় এই দুইটি শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই শব্দের অর্থের প্রভেদ কি তৎসম্বন্ধে ২৫, ৪১৬ ও ৪৬৩ ধারার টীকা দেখ।

(২) অপহরণ ও বঞ্চনা এই দুই অপরাধের বিভিন্নতা ৪০৩ ধারার টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যে কার্য্যের জন্য আসামীকে এই ধারামতে অভিযুক্ত করিতে হইবে সেই কার্য্য করিবার সময়ে আসামীর বঞ্চনাকরণাভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। (জ) উদাহরণের শেষাংশ দেখিলে এই কথার সার্থকতা প্রতীত হইবে। আনন্দ যদুকে নীলের গাছ দিব বলিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা লইবার সময় যদি এরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকে যে সে যদুকে ঐ গাছ দিবে না, তাহা হইলে আনন্দ এই ধারার অপরাধ করিল। কিন্তু যদুর সহিত চুক্তি করিবার সময় যদি আনন্দের ঐ অভিপ্রায় না থাকে, অর্থাৎ যদুর নিকট হইতে টাকা লইবার সময় আনন্দ প্রকৃতপক্ষে তাহাকে গাছ দিবে এরূপ বিশ্বাসে টাকা লইয়া থাকে, পরে কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ ঐ চুক্তিভঙ্গ করে, তাহা হইলে আনন্দ কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল না। আরও মনে কর, ক'র নিকট খ'র কতকগুলি জিনিস বন্ধক আছে। বন্ধকী দ্রব্যগুলি প্রত্যর্পণ করিতে ক'র ইচ্ছা ছিল না, এবং ঐ অনিচ্ছুক অবস্থায় সে খ'কে বলে যে খ তাহার বরাবর একখানি খত লিখিয়া দিলে, সে ঐ সকল দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবে। খ সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া একখানি খত লিখিয়া দেয়। খত লিখিত হইলে পর, ক বলে যে খ'র অপর পাওনা আদায়ের নিমিত্ত সে ঐ খত লিখাইয়া লইয়াছে। এস্থলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থ হাইকোর্ট বলেন, ক এই ধারামতে অপরাধী। খ'কে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে যদি ক এরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই এই ধারানুসারে দণ্ডার্হ হইবে। ইহার সহিত "অর্থের বথার" টীকায় যে ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৯৪১ নজির দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। কিন্তু ক'র অপর কোন উদ্দেশ্য থাকিলে, তাহার কার্য্য এই ধারার অন্তর্গত হইবে না। মনে কর, ক খ'র মুনিবের নিকট কিছু টাকা ধারে। সহজে ঐ টাকা আদায় হইতেছে না দেখিয়া খ তাহার মুনিবের টাকা আদায় করণাভিপ্রায়ে ক'র স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলে যে তাহার মুনিব ক'র নিকট হইতে দুই মণ ময়দা ক্রয় করিয়া উহা লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছে। ক'র স্ত্রী এই কথায় বিশ্বাস করিয়া স্বামীর গৃহ হইতে দুই বস্তা ময়দা বাহির করিয়া দেয়। এস্থলে ক'কে খ'র বঞ্চনা করণাভিপ্রায় না থাকায় জজ কোলরিজ বলেন, সে

৪১৫ ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে না। ১৮৫৮ সালে মান্দ্রাজে একটি মোকদ্দমা হয়, যাহাতে জজেরা কোলরিজ সাহেবের মতটি সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। মোকদ্দমাটি এই—আসামী রেলওয়ে কোম্পানির কুলি সরবরাহ করিত। কুলিদিগকে যে টাকা দেয় তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার একখানি বিল প্রস্তুত করিয়া কোম্পানির নিকট হইতে টাকা বাহির করিয়া লয়। তজ্জন্য রেলওয়ে কোম্পানি কর্ত্তৃক ঐ ব্যক্তি আদালতে এই ধারামতে অভিযুক্ত হয়। বিচারকালে আসামী জবাব দেয় যে সে ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি দ্রব্য সরবরাহ করিব বলিয়া উক্ত কোম্পানির সহিত চুক্তি করে। সেই চুক্তি অনুসারে মালও দেওয়া হয়, কিন্তু ভ্রমবশতঃ ঐ মালের জন্য তাহার যে টাকা প্রকৃত পাওনা হইয়াছিল তদপেক্ষা কম টাকার এক বিল প্রস্তুত করিয়া টাকা লয়। কোম্পানির অসন্তোষ ভয়ে সে কোম্পানিকে এ বিষয় না জানাইয়া তাহার যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার মানসে এখন কুলিদিগের বিলে অধিক টাকা দর্শাইয়া টাকা লইয়াছে। সুতরাং রেলওয়ে কোম্পানিকে বঞ্চনা করণাভিপ্রায় তাহার ছিল না। জজ বিটলষ্টন বলেন যে এই মোকদ্দমা ও কোলরিজ সাহেব যে মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। শেষোক্ত মোকদ্দমার আসামী ক'র ময়দা একবারে আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে লয় নাই, ঐ ময়দা আপন মুনিবের অধিকৃত হইলে ক তাহার প্রকৃত দেনা পরিশোধ করিয়া ঐ জিনিস ফেরত লইয়া যাইতে পারিবে, আসামীর এরূপ বিশ্বাস ছিল। উপস্থিত মোকদ্দমায় আসামীর ঐরূপ বিশ্বাস ছিল বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু সে পূর্ব্ব ক্ষতির বিষয় রেলওয়ে কোম্পানিকে আদৌ জানায় নাই। পূর্ব্ব মোকদ্দমায় ক তাহার প্রকৃত দেনার বিষয় জানিত; কারণ, আসামীর মুনিব পুনঃ পুনঃ ক'র নিকট টাকা চাহিয়াছিল। এই প্রভেদবশতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হয়। আরও ২৩ উ. রি., ৪৩ দেখ। এই দুইটি মোকদ্দমা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে ৪১৫ ধারার মোকদ্দমার আসামীর বঞ্চনাকরণাভিপ্রায় ছিল কি না, ইহা মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। মনে কর, ক এই রূপ ভান করে যে সে খ'র একান্ত অনুগত। খ ও এইরূপ বিশ্বাস করিয়া ক'কে এক উইল দ্বারা অনেকগুলি টাকা দেয়। এস্থলে ক'র কার্য্যটি নীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু ঐরূপ কপটতা প্রযুক্ত উইলকৃত টাকা সম্বন্ধে তাহার দাবী কোন অংশে নষ্ট হইতে পারে না। দেওয়ানী আইনানুসারে ক নিজের কাপট্য স্বীকার করিলেও, সে উক্ত টাকা পাইবার অধিকারী হইতেছে। সুতরাং ক বঞ্চনা করা অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না। কিন্তু মনে কর, ক খ'র মনে এইরূপ মিথ্যা বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে খ'র পুত্র গ মরিয়াছে এবং খ'কে যাবতীয় সম্পত্তি নিজের নামে উইল করিয়া দিবার প্রবৃত্তি দেয়। খ তদনুসারে এক উইল ক'র নামে করে। দেওয়ানী আইনানুসারে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমক্রমে তাহার সন্তানসন্ততি মরিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তাহার বিষয়াদি অপর ব্যক্তিকে দেয়, তাহা হইলে সে দান কার্য্যকর নহে। সুতরাং খ'র উইলের বলে ক খ'র সম্পত্তি পাইতে পারে না। উক্ত সম্পত্তি অপরের প্রাপ্য হইতেছে এবং সে যাহাতে তাহা না পায় এই উদ্দেশ্যে ক আপন নামে উইলখানি করাইয়া লওয়ায়, ক এই ধারার অপরাধ করিল বলিতে হইবে। আরও মনে কর, কোন সামগ্রী দোকানদারের সহিত দর দাম করিবার সময় খরিদ্দার বলে যে সামগ্রীটি অত্যন্ত খারাপ এবং দোকানদার বলে যে উহা অত্যন্ত ভাল জিনিস। এই প্রকার বাদানুবাদের পর একটি মূল্য স্থির হয়। ঐ দামে জিনিস খরিদ করা গেলে দেওয়ানী আদালতে এরূপ বলিবার অধিকার নাই যে তদ্দ্বারা খরিদ্দারের বা বিক্রেতার অধিক লাভ হইয়াছে ও ঐ লাভ আইনসঙ্গত নহে।

সুতরাং উঁহারা কেহই বঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া অপরাধী নহে। কিন্তু মনে কর, ক আমাকে এক রকম নমুনা দেখায়। পরে আমি নমুনা দেখিয়া মাল ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ক আমাকে কতকগুলি মাল দিয়া বলে যে উহা উক্ত নমুনার সহিত ঠিক মিলিতেছে। প্রকৃত-পক্ষে ঐ মাল নমুনা অপেক্ষা খারাপ, তাহা ক জানে। এস্থলে ক আমাকে বঞ্চনা করিতেছে বলিতে হইবে। সেইরূপ, আমি হীরক ক্রয় করিতে গেলে দোকানদার কতকগুলি চুনি পাথর ডায়মণ্ড বলিয়া আমাকে দেয়; সে এই ধারার অপরাধ করিল। আরও, ক'র ব্যাঙ্কে কোন টাকা নাই। কিন্তু সে খ'কে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকট গিয়া কতকগুলি মাল লয় এবং উহার মূল্য যত টাকা ধার্য্য হয় তত টাকার নিমিত্ত ব্যাঙ্কের উপর একখান চেক লিখিয়া খ'কে দেয়। ক জানে যে খ ঐ চেকের টাকা ব্যাঙ্ক হইতে পাইবে না। সুতরাং ক এই ধারার অপরাধ করিল। ১১ কক্স, ১১৫। যে ব্যক্তি পরিশোধ করিতে হইবে না মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কোন প্রকার ছলনা দ্বারা অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করে, অথবা যে ব্যক্তি মিছামিছি মাল দিব বলিয়া অপরের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করে, অথবা যে ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে এই বলিয়া টাকা লয় যে সে তাহার অমুক কর্ম্মটি করিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে উক্ত কর্ম্মটি আদৌ করে নাই, ইহারা সকলেই এই ধারার অপরাধ করিল। অনেকে মিছামিছি অমুক বহি ছাপাইব বলিয়া এইরূপ প্রকাশ (advertise) করিয়া থাকেন যে অগ্রিম টাকা দিলে সস্তায় বহি দিব। এরূপ বঞ্চনা সম্বন্ধে ১৩ ই. ল. রি., মা., ২৭ দেখ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কার্য্য উপলক্ষে আসামী এই ধারামত অভিযুক্ত হইবে সেই কার্য্যটি করিবার সময় আসামীর শঠ অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। কার্য্যটি করিবার পর যদি আসামীর উক্ত অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। কিন্তু পূর্ব্ব অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য আসামী কার্য্যটি করিবার পর যাহা করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইবে। ৪ উ. রি., ১৩; ৫ উ. রি., ৫; ৯ বো. রি., ৪৪৮। আরও কয়েকটি উদাহরণ এখানে প্রদত্ত হইল।

ক কলেক্টরের নিকট গিয়া জানায় যে অমুক জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং সে উহা লইতে প্রস্তুত আছে। কলেক্টর ক'র কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ঐ জমিটি দেন। যদি কলেক্টর জানিতেন যে উক্ত ভূমিখণ্ড প্রকৃতপক্ষে পতিত অবস্থায় নাই, তাহা হইলে তিনি কখনই উহা ক'কে দিতেন না। এস্থলে ক বঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হয়। ৬ মা. রি., ১২। আরও মনে কর, ক খ'র বরাবর একখানি কবালা লিখিয়া দেয়। পরে উহা রেজিষ্টরি করিয়া দিবার জন্য রেজিষ্টরি আফিসে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া পড়ে, এবং নিজে রেজিষ্টরি আফিসে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া ক গ'কে বলে যে গ তথায় গিয়া আপনাকে ক বলিয়া পরিচয় দিয়া উক্ত দলীলখানি রেজিষ্টরি করিয়া দেন। এস্থলে ক বা গ কেহই এই ধারামত দণ্ডার্হ নহেন, উহারা রেজিষ্টরি আইনের বিধানানুসারে দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতেছেন। ২ বে. ল. রি., ২৪। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। গ আপনাকে ক বলিয়া পরিচয় না দিলে রেজিষ্টর বাবু কখনই ঐ দলিল রেজিষ্টরি করিতেন না। ঐরূপ মিথ্যা পরিচয় দিয়া গ রেজিষ্টর বাবুকে তাহার অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে বলিতে পারা যায়। সুতরাং, যখন ঐরূপ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করায় তাহার সুখ্যাতির হানি হইবার সম্ভাবনা, তখন ৪১৫ ধারার শেষাংশের বিধানানুসারে গ বঞ্চনা করিয়াছে অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তবে "হানি" বা "ক্ষতি" হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, অর্থাৎ হানি বা ক্ষতি

যদি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের বা কর্ত্তব্য কার্য্য না করার নিশ্চিতফলস্বরূপ (necessary consequence) না হয়, তাহা হইলে ৪১৫ ধারা বর্ত্তিবে না। ১৭ ই. ল. রি., কলি., ৬০৬। আর একটি মোকদ্দমার অবস্থা এই যে কোন জমিদারী রাজস্ব বাকি পড়ায় বিক্রয় হইয়া যায়। পোণ ফাজিলের টাকা কলেক্টরির খাজনাখানায় মজুদ থাকে। ঐ জমিদারী একান্নভুক্ত ৮ জন সরিকের; উহারাই ঐ গচ্ছিত টাকা পাইবার হকদার। উক্ত একান্নভুক্ত পরিবারের কর্ত্তা ঐ টাকা পাইবার জন্য দরখাস্ত করিলে, কলেক্টর তাহাকে সকল সরিকের পক্ষে একখানি ওকালতনামা (power of attorney) দিয়া, বা সকল সরিক উপস্থিত হইয়া টাকা উঠাইয়া লইবার আদেশ দেন। দুই জন সরিক নাবালক থাকায়, অপর দুই ব্যক্তি ক ও খ ঐ দুই সরিক সাজিয়া, কর্ত্তা ও অপর সরিকগণের একত্রে কলেক্টরের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া রসিদ লিখিয়া দিয়া টাকা উঠাইয়া লয়। এস্থলে টাকাটি উক্ত পরিবারের ন্যায্য পাওনা বিধায়, ও কলেক্টরকে বঞ্চনা করিবার কোন অভিপ্রায় না থাকায় ও ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করায় কলেক্টরের কোন হানি বা ক্ষতি না হওয়া, জজ হেণ্ডারসন উপরোক্ত ২ বে. ল. রি., ২৪ নজিরটির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে এ ধারার অপরাধ কৃত হয় নাই। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৭১৫। ইহার সহিত ৪১৬ ধারার টীকা দেখ।

(৩) এই ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে ইহাও দেখা আবশ্যক যে ফরিয়াদী কর্ত্তৃক সম্পত্তি প্রদান করা বা রাখা বা কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা বা কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করা আসামীর প্রতারণাবশতঃই হইয়াছে। যদি ফরিয়াদীর ও আসামীর কার্য্যে পরস্পরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে আসামী দণ্ডিত হইবে না। মনে কর, আমি ক'কে কোন কথা বলিলাম। ক তাহা বিশ্বাস করিল না, এমন কি আমার কথাটি মিথ্যা বলিয়া তাহার বোধ হইল। এরূপ অবস্থায় ক যদি আমাকে কোন সম্পত্তি দেয়, তাহা হইলে সে যে আমার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া উহা আমাকে দিল, এরূপ বলা যাইবে না। অর্থাৎ আমার কথাটি ক'র সম্পত্তি প্রদানের কারণস্বরূপ বলা যাইবে না। সুতরাং আমি ক'কে ঠকাইয়াছি বলিয়া অপরাধী নহি। ৭ কল্কা., ২৬৩। ইহার সহিত ৩৩ ই. ল. রি., কলি., ৫০ দেখ।

(৪) এই ধারার অপরাধ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যদি আসামীর কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তি প্রতারিত না হয়, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। মনে কর, ক জল মিসাইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহাকে আইনানুসারে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে খ গ'কে ক'র নিকট দুগ্ধ কিনিতে পাঠায়। খ ও গ উভয়েই জানে যে ক'র দুগ্ধে জল মিশ্রিত আছে। এস্থলে কেহই প্রতারিত হইল না। সুতরাং ক ৪১৫ ধারামতে দণ্ডার্হ নহে। ১৮ উ. রি., ৬১। ক একজন দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত আফিসর। খ ক'র নিকট প্রতি টাকায় ১৬ সের করিয়া চাউল ক্রয় করে। এবং উভয়ের মধ্যে এই নিয়ম হয় যে সে ১ টাকা কম দরে বিক্রয় করিবে। ঐ দরে বিক্রয় না করিয়া সে ১২ সেরের দরে বিক্রয় করিলে, তাহার নামে ৪২০ ধারামতে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। হাইকোর্ট বলেন, যখন ক'র কার্য্যে কাহারও অন্যায় ক্ষতি বা লাভ হইতেছে না, তখন সে আদৌ ৪২০ ধারামতে অপরাধী হইতে পারে না। ২২ উ. রি., ৮২। আর মনে কর, একটি এক্‌জিবিসনে (exhibitionএ) টিকিট না লইয়া কোন ব্যক্তি প্রবেশ করে। এস্থলে সে কাহাকেও প্রতারণা করিয়াছে বলা যাইতে পারে না। কিন্তু সে যদি টিকিট ক্রয় না করা সত্ত্বেও দ্বাররক্ষককে এরূপ বলে যে সে টিকিট ক্রয় করিয়াছে, এবং সেই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া যদি দ্বাররক্ষক তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয়, তাহা হইলে সে এ ধারামত অপরাধী; কারণ, যদি ঐরূপ কথা না বলিত, তাহা

লইলে দ্বারবান তাহাকে প্রবেশ করিতে কখনই দিত না। ৬ বো. রি., ৬। টিকিট ক্রয় না করিয়া যদি আমি রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করি, তাহা হইলে আমি এই ধারামত দণ্ডিত হইব না। ১৮৯০ সালের ৯ আইনমত আমার দণ্ড হইবে। ১ বো. রি., ১৪০। কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার সময় রেলওয়ের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি আমি বলি যে আমার নিকট টিকিট আছে (বাস্তবিক আমার নিকট টিকিট নাই), তাহা হইলে আমি এই ধারামত দোষী হইব; কারণ, আমি ঐ কথা না বলিলে সে কখনই আমাকে গাড়ীতে উঠিতে দিত না।

(৫) ভারতবর্ষীয় আইন ও ইংরাজী আইন উভয়ের মধ্যে বঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ আছে। শেষোক্ত আইন অনুসারে অস্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অপর কোন বিষয় লইয়া বঞ্চনা অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় আইন অনুসারে বঞ্চনা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করিতে বা কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম না করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইলে, এই ধারার অপরাধ কৃত হইতে পারে। মনে কর, যদি কেহ বঞ্চনা করিয়া কোন উচ্চ জাতীয় ব্যক্তির বিবাহ নীচ জাতীয় একটি স্ত্রীলোকের সহিত দেয়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক ৪১৬ ধারার অপরাধ কৃত হইল। ৩ উ. রি., ৩২; ৫ উ. রি., ৯৮। আসামী ফরিয়াদীকে বলে যে ক একটি ব্রাহ্মণ কন্যা। প্রকৃতপক্ষে ক শূদ্রজাতীয়। ফরিয়াদী আসামীর কথার উপর বিশ্বাস করিয়া ক'র সহিত আপন ভ্রাতার বিবাহ দেয় এবং ঐ বিবাহের পণের দরুণ ১০০ টাকা লয়। যদি আসামী ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া ক'র পরিচয় না দিত, তাহা হইলে ফরিয়াদী কখন আপন ভ্রাতার সহিত উহার বিবাহ দিত না।। সুতরাং এস্থলে আসামী ৪১৬ ধারামত অপরাধী। ১৬ উ. রি., ৪২। ক ফরিয়াদীকে বলে, খ গ'র কন্যা হইতেছে। এই বলিয়া খ'র সহিত ফরিয়াদীর বিবাহ দেয়। প্রকৃতপক্ষে খ ক'র কন্যা হইতেছে এবং এ বিষয় ফরিয়াদী জানিতে পারিলে সে খ'কে বিবাহ করিত না। সুতরাং ক ৪১৬ ধারামত দণ্ডিত হইবে। ৭ উ. রি., ৫১। ক উকিল বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া খ'কে নিজের হস্তে তাহার একটি মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি দেয়। এস্থলে ক কোন টাকা না লইয়া থাকিলেও, সে যখন প্রকৃতপক্ষে উকিল না হইয়া আপনাকে উকিল বলিয়া পরিচয় দিয়াছে এবং ঐ রূপ পরিচয় না দিলে যখন খ তাহার হস্তে কখনই মোকদ্দমা দিত না, তখন ক ৪১৬ ধারামত দণ্ডার্হ হইতেছে। কিন্তু এই সকল অবস্থায় ইংরাজী আইনানুসারে আসামী বঞ্চনাকরণাপরাধের নিমিত্ত দায়ী হইবে না। ইহার সহিত ৪০৫ ধারার টীকা ও ২৬৯ ধারায় যে ১১ ই. ল. রি., বো., ৫৯ নজিরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দেখ।

অর্থের কথা—মুখে কোন কথা না বলিলেও, আসামী কর্ত্তৃক প্রতারণা কৃত হইতে পারে। অর্থাৎ আসামীর আপন কার্য্য দ্বারা অপরকে প্রতারিত করিতে পারে। মনে কর, ক খ'র দোকানে গিয়া কতকগুলি জিনিস লইল, এবং উক্ত জিনিসের মূল্য স্বরূপে ক খ'কে ব্যাঙ্কের উপর একখানি চেক দিল। উভয়ের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইল না। ক যখন ঐ চেক দেয় তখন তাহার হিসাবে ব্যাঙ্কে কোন টাকা ছিল না। সে জানিত যে ঐ চেক দেখাইয়া খ টাকা পাইবে না। সুতরাং ক কর্ত্তৃক বঞ্চনা অপরাধ কৃত হইল। উপরের লিখিত টীকা দেখ। আরচিবাল্ড সাহেব এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিয়াছেন এস্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য (follow) নহেন। কিন্তু সে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা যেরূপ গাউন ও টুপি পরিধান করিয়া থাকেন সেইরূপ বেশভূষা করিয়া খ'র দোকানে গিয়া কতকগুলি জিনিস ধারে ক্রয় করে। ক যদি ঐরূপ বেশভূষা না করিয়া খ'র দোকানে যাইত, তাহা হইলে খ তাহাকে কোনক্রমেই ধারে জিনিস ছাড়িয়া দিত না। এস্থলে যদিও ক

মুখে খ'কে কিছু বলে নাই, কিন্তু যখন সে তাহার ব্যবহার দ্বারা খ'কে ধারে জিনিস ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তখন সে বঞ্চনা করিয়াছে বলিতে হইবে। আরও, যদি মিথ্যা আয়ব্যয়ের খতিয়ান (balance-sheet) প্রস্তুত করিয়া, অর্থাৎ ঐ কাগজে ব্যাঙ্কের আয় ব্যয়ের প্রকৃত অবস্থা না দর্শাইয়া শঠতাক্রমে লোকের এরূপ ভ্রম জন্মায় যে ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল ও সেই বিশ্বাসে যদি লোকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে পাঠায় ও ব্যাঙ্ক জমা করিয়া লয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল বুঝিতে হইবে। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ৮৮। (চ) উদাহরণ সম্বন্ধে ২৭ ই. ল. রি., এলা., ৩০২ নজিরটি পাঠ করা আবশ্যক। ক খ'র নিকট হইতে একটি সম্পত্তি খরিদ করেন, পরে ক ঐ সম্পত্তি গ'র নিকট বন্ধক দেন। তারপর ঘ ক'র নামে তাহার ঐ সম্পত্তি খরিদ-করণ সম্বন্ধে একটি pre-emption suit, অর্থাৎ ঐ বিষয় প্রথমতঃ খ'রই খরিদ করিবার অধিকার, ক'র নহে, এই মর্ম্মে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমা শোলেনামা সূত্রে এইরূপ নিষ্পত্তি হয় যে ঘ ক'কে ১৫০০ টাকা দিলে ঘ pre-emptionএর ডিক্রি পাইবেন ও ঘ বক্রি পোমের টাকা দিয়া ক'র খরিদের সময় ঐ সম্পত্তির উপর যে সমস্ত দায় ছিল সে সকল দায় উদ্ধার করিয়া লইবেন। এই বন্দোবস্তের সময় ক গ'র নিকট সম্পত্তিটি বন্ধক থাকার কথা উল্লেখ করেন নাই; পরে ঐ বন্ধকের ব্যাপারটি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ও ঘ ক'র নামে বঞ্চনাকরণ অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করেন। গ'র বন্ধকের সহিত উক্ত pre-emptionএর মোকদ্দমার বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকায় ও ক ঐ বন্ধকের বিষয় প্রকাশ করিতে বাধ্য না থাকায়, তাহার কর্তৃক বঞ্চনাপরাধ কৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে মনে কর, ক খ'কে এক খণ্ড জমি বিক্রয় করে। বিক্রয় করিবার সময় ঐ জমি গ'র নিকট বন্ধক থাকে, কিন্তু এই বন্ধকের কথার আদৌ উল্লেখ হয় নাই। হাইকোর্ট বলেন, যখন ক ঐ বিষয় ব্যক্ত করিতে আইনমতে বাধ্য নহে, তখন সে ঐ কথা না প্রকাশ করায় তৎকর্তৃক ধারার অর্থের লিখিত "শঠতাক্রমে গোপন" করা হইল এরূপ বলা যাইবে না। তবে যদি খ তাহাকে দায় সংযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করে ও সে মিথ্যা করিয়া বলে যে কোন বন্ধক বা দায় নাই, কিম্বা জমিটি দায়সংযুক্ত নহে, এইরূপ বলিয়া খ'র মনে মিথ্যা বিশ্বাস জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে। ২৭ ঐ., ঐ., ৫৬১। আর একটি উদাহরণ:—ক খ'র নিকট একখানি খত দিয়া কিছু টাকা লয়। পরে ক খ'র নিকট গিয়া ঐ দেনার হিসাব করিয়া এত টাকা পাওনা হইতেছে ইহা লইয়া ঐ খত ফেরত দিতে বলে। খ'ও হিসাব ঠিক হইয়াছে বলে। সে সময় খ অন্য কোন বাবৎ ক'র নিকট টাকা পাইবে এরূপ কিছু বলে নাই। ক ঐ টাকা দিল। কিন্তু খ ঐ খত ফেরত না দিয়া আর একখানি খত দেয় ও বলে যে শেষোক্ত খতখানি ক ও অন্যান্য লোকে তাহার বরাবর লিখিয়া দিয়াছিল ও তাহারই পরিশোধার্থ এই টাকা গৃহীত হইল। ক বলে শেষোক্ত খতখানি প্রকৃত নহে। এরূপস্থলে, শেষোক্ত খতখানি প্রকৃত হউক বা না হউক, খ মুখে কোন কথা প্রকাশ্যভাবে না বলিয়া থাকিলেও, তাহার ব্যবহারে প্রতীত হইতেছে যে সে প্রথমোক্ত খতখানি ফেরত দিবে এইরূপ বিশ্বাস ক'র মনে প্রতারণাপূর্ব্বক জন্মাইয়া টাকাটি গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সে এ ধারার অপরাধে অপরাধী। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৯৪১।

প্রমাণ—আসামীর শঠাভিপ্রায় ছিল কি না, ইহা মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। আসামীর সহিত প্রতারিত ব্যক্তির কিরূপ সম্বন্ধ, যে কার্য্য উপলক্ষে আসামী প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয় সে কার্য্য কিরূপ অবস্থায় কৃত হইয়াছে, ঐ কার্য্য কৃত হইবার পূর্ব্বে বা পরে আসামী কি কি করিয়াছে, আসামী কর্তৃক প্রতারণা কৃত হইবার কোন

কারণ ছিল কি না—প্রভৃতি বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত অবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন ; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যদি অভিযোগের কার্য্যটি করিবার সময় আসামীর কু-অভিপ্রায় না থাকে, উক্ত কার্য্যটি কৃত হইবার পর তাহার ঐরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকিলেও, সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। কোন বিশেষ কার্য্য করিবার সময় কর্ত্তার মনে কি অভিপ্রায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমি ক'র সহিত একটি চুক্তি করিলাম, যখন আমি ঐ চুক্তি করি, তখন ঐ চুক্তি অনুসারে আমি কার্য্য করিব না মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম কি না, ইহা সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত কঠিন। এমন হইতে পারে যে যখন চুক্তি করি, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি চুক্তির নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারিব। পরে কোন ঘটনাবশতঃ আমি ঐ নিয়ম পালন করিতে অসমর্থ হইলাম। এস্থলে চুক্তি করিবার সময়, যখন আমার মনে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা আদৌ উত্থিত হয় নাই, তখন আমি চুক্তি ভঙ্গ করিলে এই ধারামত অপরাধী হইব না। চুক্তি ভঙ্গ হইল বলিয়াই যে ঐ চুক্তির সংঘটন করিবার সময়ে আমার উহা ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায় ছিল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্কটলাণ্ড সাহেব ১৮৭০ সালে উইলসন্ সাহেবের মোকদ্দমায় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের সার্থকতা ৯ বো. রি., ৪৪৮ নজিরটি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ক খ'র নিকট কতকগুলি টাকা কর্জ্জ করে। যখন কর্জ্জ করে, তখন ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল কি না, স্থির করিবার জন্য এরূপ প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে যে কর্জ্জ লইবার সময় ক'র কোন সম্পত্তি ছিল না। সে ইন্‌সলভেণ্ট, তাহার এমন কোন উপায় দৃষ্ট হয় না যদ্দ্বারা এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে সে উক্ত দেনা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে।

৪১৬ ধারা।—কোন ব্যক্তি ছল করিয়া যদি আপনাকে অন্য ব্যক্তি জানাইয়া (by pretending) কিম্বা জ্ঞানপূর্ব্বক (knowingly) এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির ন্যায়, কিম্বা সে কি অন্য ব্যক্তি যথার্থ যে ব্যক্তি হয় তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি স্বরূপ দেখাইয়া (by representing) বঞ্চনা করে, তবে সে "ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে," এমত কহা যায়।

অর্থের কথা। কোন ব্যক্তি আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া দেখায়, সে প্রকৃত কি কল্পিত ব্যক্তি হইলেও ঐ অপরাধ হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে এক জন ধনাঢ্য বণিক আছে। সেই নামের অন্য এক সামান্য ব্যক্তি আপনাকে সেই বণিক বলিয়া জানায়। সে ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে।

(খ) বলরাম মরিয়াছে। আনন্দ আপনাকে বলরাম বলিয়া জানায়। আনন্দ ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে।

অর্থ—২৫, ৪৬৩ ও ৪১৫ ধারার যে সমস্ত নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইহার সহিত পাঠ করা আবশ্যক। অপর কয়েকটি উদাহরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। ক পাটওয়ারি বলিয়া নিজের নাম দস্তখত করিয়া বঞ্চনা করিলে, সে এ ধারামত দায়ী হইবে।

২১ উ. বি., ৪১। আরও দেখ, ক খ'কে তাহার নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প খরিদ করিবার জন্য চারি আনা পয়সা দেয়। ভেণ্ডার খ'কে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে খ বলে তাহার নাম ক। এস্থলে খ ৪১৬ ধারামত দণ্ডার্হ নহে; ১৭৭ ধারামত তাহার দণ্ড হইতে পারে। ১১ উ. রি., ২৪। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন যে এতদ্দ্বারা ১৯২ ধারার অপরাধও কৃত হইল। ২ ই. ল. রি., এলা., ১০৫। কিন্তু যখন ঐরূপ নাম ভাঁড়াইবার কথা জানিতে পারিলে ভেণ্ডার খ'কে ষ্ট্যাম্প দিত না এবং দিলে যখন তাহার হানি বা ক্ষতি হইতে পারে, তখন এ'ধারার অপরাধ কেন হইবে না, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। অপর একটি উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যদু গোপাল বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া গোপালের নামীয় পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার টিকিট আনিয়া পরীক্ষাস্থলে প্রশ্নের উত্তর গোপালের হইয়া লিখিয়া উহাতে গোপালের নাম ও নম্বর লিখিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় হাইকোর্ট বলেন যদু কর্ত্তৃক ৪১৭ ও ৪৬৩ ধারার অপরাধ কৃত হইল। ১২ ই. ল. বি., মা., ১৫১; ১৫ ঐ., এলা., ২১৩; ২২ ঐ., কলি., ৩১৩। কিন্তু অপর দুইটি মোকদ্দমায় ভিন্ন মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ৬ ই. ল. রি., এলা., ৯৭; ১৯ ঐ., কলি., ৩৮০। প্রথমোক্ত নজিরগুলি ঠিক বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি ২৫ ই. ল. রি., কলি., ৫১২ নজিরে ১৯ ই. ল. রি., কলি., ৩৮০ নজিরটি রদ করা হইয়াছে। ইহার সহিত ২২ ই. ল. রি., বো., ৭৬৮; ২১ ঐ., এলা., ১১৩; ২৫ ঐ., মা., ৭২৬; ২৮ ঐ., মা., ৯০ দেখ।

৪১৭ ধারা।—যে কেহ বঞ্চনা করে, সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অভিযোগ—তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে অমুক প্রকারে মিথ্যা ভান করিয়া বঞ্চনা অপরাধ করিয়াছ, এইরূপে অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। কি প্রকারে বঞ্চনা করা হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ২২৩ ধাঃ, (খ) উদাঃ, ২২৫ ধাঃ (খ) ও (গ) উদাঃ দেখ।

বিচার—যে আদালতের অধিকারে প্রতারণা কার্য্যটি করা হইবে, সেই আদালতে এই ধারার বিচার চলিবে; কিন্তু এক স্থানে প্রতারণাটি করা হইলে ও অপর স্থানে প্রতারিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পত্তি প্রদত্ত হইলে, উভয় স্থানের মধ্যে যে কোন স্থানের আদালতে বিচার চলিতে পারে। ফৌ. কার্য্যবিধি আঃ, ১৭৯ ধাঃ দেখ।

৪১৮ ধারা।—যে ব্যাপারেতে বঞ্চনা করা হয় সেই ব্যাপার সম্পর্কে কোন লোকের স্বত্ব রক্ষা করা যাহার আইনমতে কি আইনসিদ্ধ করারমতে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে যদি ঐ ব্যাপারে বঞ্চনা করিলে ঐ ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া বঞ্চনা করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪১৯ ধারা।—যে কেহ ছদ্মবেশে বঞ্চনা করে, সে তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪১৬ ধারায় ১১ উ. রি., ২ পৃষ্ঠায় যে নজির দেওয়া হইয়াছে তাহা ও ১৭০ ধারার টীকা এই ধারার সহিত পাঠ করা আবশ্যক।

৪২০ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে দিতে, কিম্বা কোন মূল্যবান নিদর্শন পত্রের সমুদয় কি কোন অংশ (প্রস্তুত) করিতে, কি পরিবর্ত্তন করিতে, কি নষ্ট করিতে, কিম্বা যে কোন কাগজাদিতে দস্তখৎ ও মোহর থাকাতে মূল্যবান নিদর্শনপত্র করা যাইতে পারে এমত কাগজ-প্রভৃতি করিলে, কি পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করিতে, শঠতাক্রমে ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মায়, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এ ধারাটি ৪১৫ ধারার প্রথম অংশ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ৪১৫ ধারার প্রতারণাভাবে বা শঠতাক্রমে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কথা বলা হইয়াছে। এ ধারার প্রবৃত্তি জন্মান "শঠতাক্রমে"—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে,—কৃত হওয়া আবশ্যক। সার কথা,—এ ধারার প্রথমাংশেই "বঞ্চনা" শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় প্রথমতঃ "প্রতারণাভাবে" বা "শঠতাক্রমে" বঞ্চনা (অর্থাৎ ৪১৫ ধারার কার্য্য) করা ও তদ্দ্বারা এই ধারার লিখিত কার্য্য "শঠতাক্রমে" করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া—এই দুইটি অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলেই, এই ধারা বর্ত্তিবে। টাকা (money) ধারার লিখিত "সম্পত্তি" শব্দের অন্তর্গত। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ২২।

অভিযোগ—প্রাপ্ত সম্পত্তি যে প্রতারিত ব্যক্তির সম্পত্তি—ইহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে। ১ মা. রি., ৩১।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কথা।

৪২১ ধারা।—কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি আপনার (তাহার) কি অন্য কোন ব্যক্তির মহাজনদের মধ্যে আইনমতে বিভাগ না হইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা বিভাগ নিবারণ হওয়া সম্ভাবনা জানিয়া যদি কেহ সেই সম্পত্তি শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া স্থানান্তর (removes) কি গোপন করে (conceals) কিম্বা তাহার উপযুক্ত মূল্য না লইয়া কোন ব্যক্তিকে দেয় (delivers) কি হস্তান্তর করে (transfers) কি করাইয়া দেয়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪২২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি আপনার কি অন্য ব্যক্তির কোন পাওনা (debt) কি দাওয়ার টাকা (demand) আপনার কি ঐ অন্য ব্যক্তির ঋণ আইন-মতে পরিশোধ হইবার জন্য আদায়ের পক্ষে শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া বাধা জন্মায় (prevents), তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—৪২১-৪২৪ ধারাগুলির সহিত ২০৬-২০৮ ধারা ও Involvency আইন দেখা আবশ্যক। "শঠতাক্রমে" কি "প্রতারণা করিয়া" ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে আসামী দণ্ডিত হইবে না। মনে কর, খ ক'র নিকট টাকা ধারে। ক খ'র সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করে যে সে গ'র নামে যে নালিশটি করিয়াছে তাহা সে আপোষে মিটাইয়া ফেলিবে না ও সেই নালিশে তাহার অর্থাৎ ক'র যে ফললাভ হইবে, তাহাই খ'র পাওনা টাকার জামিন স্বরূপ (security) থাকিল। পরিণামে ক গ'র সহিত মোকদ্দমাটি মিটাইয়া লয়। এস্থলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা প্রমাণিত না হইবে যে ক শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক গ'র সহিত আপোষে নিষ্পত্তি করিয়াছে, ততক্ষণ তাহাকে এ ধারামতে দায়ী করা যাইতে পারে না। ২২ ঊ. রি., ৪৬। আরও, আসামীরা তাহাদের সম্পত্তি ক'র নিকট বন্ধক দেয়। ঐ বন্ধকে এই কথা থাকে যে উক্ত সম্পত্তি খ ম্যানেজ ও দেখাশুনা করিবেন ও খ যে সব টাকা আদায় করিবেন তাহা অমুক বাবতে ব্যয় করিবেন। খ আসামীদের নাম উল্লেখ করিয়া একটি ডিক্রী হাসিল করিয়া ঐ ডিক্রীজারীতে ৩০০০৲ টাকার একটি পত্তনি নিলামে বিক্রয় করান। এই ডিক্রীর দেনদারেরা আসামীদের সহিত এইরূপ বন্দবস্ত করে যে ১০০০৲ টাকা দিলে বিক্রয় রদ হইবে, এবং তদনুসারে তাহারা ১০০০৲ টাকা আদালতে জমা করিয়া দিলে আসামীরা ঐ টাকা উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত করে। আদালত ঐ দরখাস্তের উপর কোন হুকুম দেন নাই। এরূপ অবস্থায় মাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে এই ধারার উদ্যোগকরণ অপরাধের নিমিত্ত দায়ী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু হাইকোর্ট উক্ত ২২ ঊ. রি., ৪৬ নজিরটি উল্লেখ করিয়া বলেন, আসামীরা এইরূপ করায় তাহারা ক'র সহিত যে চুক্তি করিয়াছিল সে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই যে তাহারা শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক কার্য্যটি করিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। খ'র ম্যানেজমেণ্ট রহিত করিবার অভিপ্রায়ে, ক'কে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে নহে, তাহারা টাকা উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত করিয়া থাকিবে। সুতরাং তাহারা খালাস হয়। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৩১৪।

৪২৩ ধারা।—কোন সম্পত্তি কি তাহাতে যে কোন প্রকার সম্পর্ক (interest) থাকে, তাহা হস্তান্তর (transfer) করিবার কি তাহা হইতে কোন ব্যয় নিরূপণ (যাহাতে কোন দায়সংযুক্ত) করিবার দলীলে (document) কি দস্তাবেজে (instrument) সেই হস্তান্তর করণ কি ব্যয় নিরূপণের (charge) জন্য যত টাকার উল্লেখ হয়, তদ্বিষয়ে, কিম্বা যে ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের ব্যবহারের কি উপকারের জন্য ঐ হস্তান্তর কার্য্য অথবা ব্যয় নিরূপণ বস্তুতঃ অভিপ্রেত হয় তাহার (বা তাহাদের) বিষয়ে, যদি কোন অযথার্থ (false) বিবরণ লিখিত থাকে, তবে যে কেহ তাহাতে শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া স্বাক্ষর করে (signs), কি তাহা নিষ্পন্ন করে (executes), কি তাহার সম্পর্কীয় এক পক্ষ হয় (becomes a party thereto), সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারার অপরাধে দুইটি বিষয় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। প্রথম, শঠ অভিপ্রায়; দ্বিতীয়, পণের টাকা সম্বন্ধে বা দলীল যে ব্যক্তির উপকারার্থ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন মিথ্যা বিবরণ। ২৫ ই. ল. রি., এলা., ৩১। আমাদের দেশে বে-নামিতে সর্ব্বদা খরিদ বিক্রয়

হইয়া থাকে। বে-নামি হইলেই যে দোষের হইল এমত বলা যায় না। অবস্থা বিশেষে বে-নামি করণ দূষণীয়। মনে কর, একজন দেনদার যাহাতে মহাজন তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিজের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহার যাবতীয় সম্পত্তি অপরের নামে খরিদ বা বিক্রয় করিয়া রাখে, কিম্বা কোন কাল্পনিক দেনা উপলক্ষ্য করিয়া অপর কাহারও নিকট বন্ধক রাখে। এস্থলে দেনদার কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল। আরও মনে কর, কোন হিন্দু পরিবারের অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে যাহার ঐ পারিবারিক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অধিকার নাই, যদি তিনি ঐ প্রকার বিশেষ কারণ প্রকৃত না থাকিলেও মিছামিছি ঐ প্রকার কারণ আছে উল্লেখ করিয়া ঐ সম্পত্তি শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক অপরকে কবালা করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি এই ধারামত দায়ী হইবেন। 'ইহার সহিত ৬ মুর, ইণ্ডিয়ান আপীল, ৫৩; ৫ উ. রি., ৬১ ও ১ উ. রি., (দেওয়ানী), ৯৫ পাঠ করা আবশ্যক।

৪২৪ ধারা।—যদি কেহ আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া গোপন কি স্থানান্তর করে (removes), কিম্বা তাহা গোপন কি স্থানান্তর করিবার কার্য্যে শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া সাহায্য করে, কিম্বা যে দাওয়া (demand) কি দাবী (claim) যথার্থ থাকে (to which he is entitled) তাহা যদি শঠতাক্রমে ত্যাগ করে (releases), তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এ সম্বন্ধে ২০৬ ধারার টীকা দেখ। কোন কারবারের একজন ভাগীদার কারবারের খাতাপত্র রাত্রে স্থানান্তর করিলে পর অপর ভাগীদার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে সে উক্ত কাগজাদি স্থানান্তর করে নাই। হাইকোর্ট বলেন, এস্থলে সে এই ধারার অপরাধ করিল। ২১ উ. রি., ১০। সেইরূপ, যদি কোন প্রজা, যাহাতে জমিদার খাজনার জন্য তাহার ধান ক্রোক করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ধান সরাইয়া রাখে, তাহা হইলে সে এই ধারামত অপরাধী। ক্রোক করা ধান কাটাইয়া স্থানান্তর করিলে এই ধারা বর্ত্তিবে। ২২ ই. ল. রি., মা. ১৫১; ২৬ ঐ., ঐ., ৪৮১। কিন্তু ক্রোক বে-আইনী হইয়া থাকিলে, কোন অপরাধই কৃত হইবে না; কারণ এরূপ স্থলে আত্মরক্ষার অধিকার বর্ত্তিবে। ২৫ ঐ., ঐ., ৭২৯। একটি পুরাতন নজিরে কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন, দেওয়ানী আদালতের ক্রোকে কার্য্যপ্রণালী আইনমত হইয়াছে কি না ইহা দেখিবার ফৌজদারী আদালতের অধিকার নাই। ৮ উ. রি., ১৭। কিন্তু ৯৯, ১৮৩ প্রভৃতি ধারার টীকায় যে সব হালের নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে এ মতটি ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

অপকারের কথা।

৪২৫ ধারা।—যদি কেহ সাধারণ লোকের কি বিশেষ কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি (loss) কি অপচয় (damage) করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা করিবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন সম্পত্তির নাশ (destruction) করায়, কিম্বা যাহাতে

সম্পত্তির মূল্য কি কর্ম্মণ্যতা নষ্ট কি ন্যূন হয়, কিম্বা সম্পত্তি যাহাতে মন্দ হইতে পারে (affects it injuriously) এমতে তাহা পরিবর্ত্তন কি স্থানান্তর (change in the situation thereof) করে, তবে সে "অপকার করে"।

১ অর্থের কথা।—ক্ষতি করা কি নষ্ট করা সম্পত্তির স্বামীর ক্ষতি কি অপচয় করিতে অপরাধীর অভিপ্রায় না থাকিলেও, ঐ অপকার করিবার দোষ হইতে পারে। যদি সম্পত্তির ক্ষতিকরণ দ্বারা কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে ক্ষতি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায় কিম্বা করিবার সম্ভাবনার জ্ঞান থাকে, তবে, সেই সম্পত্তি যাহার হউক, এই দোষ হয়।

২ অর্থের কথা।—কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তি লইয়া কিম্বা অন্য ব্যক্তিদের ও আপনার যে সাধারণ সম্পত্তি থাকে (belonging to him and others jointly), তাহা লইয়া যে কার্য্য করে এমত কার্য্যেও অপকার করিতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার মূল্যবান নিদর্শনপত্র পোড়ায়। সে অপকার করে।

(খ) যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার বরফ রাখিবার ঘরের মধ্যে আনন্দ কোন প্রকারে জল প্রবেশ করাইলে বরফ গলিয়া যায়। আনন্দ অপকার করে।

(গ) যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ তাহার আঙটি লইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ করে। আনন্দ অপকার করে।

(ঘ) আনন্দের নামে যদু কর্জ্জের বাবত ডিক্রী পাইয়াছে। ঐ ডিক্রী জারী করিবার জন্য তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবে জানিয়া যদু ঐ কর্জ্জের টাকা না পায় ও তাহার ক্ষতি হয় এই নিমিত্ত আনন্দ আপনার সম্পত্তি নষ্ট করে। আনন্দ অপকার করে।

(চ) আনন্দ জাহাজের বিমা (insure) করাইয়া ঐ বিমা করণীয়াদের (underwriters) ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জাহাজ যাহাতে মারা পড়ে এমত কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক করে। আনন্দ অপকার করে।

(ছ) যদু জাহাজস্থিত মালের জামিনীতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছে। আনন্দ তাহার ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জাহাজ যাহাতে মারা পড়ে এমত কর্ম্ম করে। আনন্দ অপকার করে।

(জ) আনন্দ ও যদু এই দুই জনের এক ঘোড়া আছে। যদুর অন্যায়মতে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দ ঐ ঘোড়াকে গুলি করে। আনন্দ অপকার করে।

(ঝ) যদুর শস্য নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ও নষ্ট হইতে পারিবে জানিয়া আনন্দ তাহার ক্ষেতের মধ্যে গরু প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। আনন্দ অপকার করে।

অর্থ—(১) সম্পত্তি—৩৭৮ ধারার টীকা দেখ। মান্দ্রাজ হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমায় অতি সুন্দর তর্ক উঠে। ক একখানি একরারনামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে বলিয়া ৪২৬ ধারামত

অভিযুক্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে আসামীর পক্ষ হইতে তর্ক করা হয় যে ঐ একরারনামা চুক্তি বিষয়ক আইন অনুসারে অবৈধ হইতেছে; কারণ, উহাতে ফরিয়াদী আপন স্ত্রীকে ক'র সহিত থাকিতে অনুমতি দেয়। এরূপ চুক্তি নীতি-বিরুদ্ধ, সুতরাং অবৈধ। এইরূপে একরারনামা অকর্ম্মণ্য হওয়ায় ইহার কোন মূল্য নাই; সুতরাং ইহাকে "সম্পত্তি" বলিয়া ধরা যাইবে না। হাইকোর্ট বলেন, ঐ একটি বিষয় সম্বন্ধে একরারনামা অকর্ম্মণ্য হইলেও উহা যে একবারে সর্ব্বপ্রকারে অকর্ম্মণ্য এরূপ বলা যাইবে না। মনে কর, ফরিয়াদীর স্ত্রীর কুচরিত্র তদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যাইত। আরও যদি এতদ্দ্বারা ফরিয়াদীর উপর তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের ভরণ রহিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলেও ঐ একরারনামা ঐ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিত। সুতরাং হাইকোর্ট দণ্ডাজ্ঞা বাহাল রাখিলেন। ৫ ই. ল. রি., মা., ৪০১। ইহার সহিত ২৯ ও ৩০ ধারার টীকা দেখ।

(২) অভিপ্রায়—৪২৫ ধারার লিখিত অভিপ্রায় বা জ্ঞান না থাকিলে আসামী দণ্ডিত হইবে না। ২৫ উ. রি., ৬৯। মনে কর, ক অনবধানতাবশতঃ খ'র সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। খ'র অব্যর্থ ক্ষতি করিবার অভিপ্রায় বা জ্ঞান ক'র ছিল না। সুতরাং অনবধানতাপ্রযুক্ত ক উক্ত অপকার করায় সে এই ধারামত দণ্ডার্হ নহে। ৭ ই. ল. রি., বো., ১২৬; ৬ মা. রি., ৩৬, ৩৭; ৬ বে. ল. রি., ৩; ৯ ই. ল. রি., বো., ১৭৩। ক কতকগুলি সাল কাঠ ভাসাইয়া আনিতেছে। এমন সময় একটি পোলের ভিতর দিয়া ঐ কাষ্ঠ লইয়া যাইতে যাইতে উহা পোলের গায়ে লাগে এবং ঐ আঘাতে পোলের খিলান ভাঙ্গিয়া যায়। এস্থলে যখন ঐ পোলের খিলান ভঙ্গ করা আসামীর অভিপ্রায়মতে বা জ্ঞানমতে হয় নাই, তখন সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ৫ মা. রি., ৪০। আমি গরু ছাড়িয়া দিই। ঐ গরু ক'র জমির উপর গিয়া তত্রস্থ ফসল নষ্ট করে। এস্থলে ঐ গরু ক'র ক্ষতি বা অনিষ্ট করে আমার এরূপ জ্ঞান বা অভিপ্রায় ছিল না। সুতরাং আমি এই ধারামত দণ্ডার্হ নহি। ৬ মা. রি., ৩৬। কিন্তু যদি আমার অনবধানতাবশতঃ না হইয়া আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক'র জমিতে গরু প্রবেশ করাই এবং যদি আমার এরূপ জ্ঞান থাকে যে গরু জমিতে গিয়া ফসল নষ্ট করিবে, তাহা হইলে আমি এই ধারামতে অপরাধী। ১৪ উ. রি., ৩১; ১০ ই. ল. রি., কলি., ৪০৮; ৭ ঐ., বো., ১২৬; ৯ ঐ., ঐ., ১৭৩। প্রকাশ থাকে যে সম্পত্তি একবারে নষ্ট করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, অর্থাৎ উহার মূল্য কমাইবার ইত্যাদি অভিপ্রায় থাকিলেই আসামী এ ধারামত অপরাধী হইবে। ১২ ই. ল. রি., কলি., ৫৫।

স্বত্ববলে কৃত—এরূপ হইলে অপরাধ হইবে না। কিন্তু স্বত্ব আছে বলিলেই চলিবে না। এসম্বন্ধে ৩৭৮ ধারার টীকা ও ১০ ই. ল. রি., বো., ১৩৮ দেখ। মৎস্য ধরিবার জন্য কোন খালে ক একটি বাড় বাঁধে। ঐ স্থানে তাহারই মৎস্য ধরিবার অধিকার আছে এই বিশ্বাসে খ ঐ বাড়টি উঠাইয়া দেয়। এস্থলে ক'র ক্ষতিকরণ খ'র অভিপ্রেত নহে বলিয়া সে এই ধারামত দণ্ডিত হইল না। ১২ উ. রি., ১। যদি আসামী আপন স্বত্বের বলে (ফরিয়াদীর ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে নহে) ফরিয়াদীর কোন সম্পত্তি নষ্ট করে, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডার্হ নহে। ক খ'কে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেয় যে খ'র পায়রা ক'র জমির উপর আসিয়া বড়ই উৎপাত করে, খ যদি পায়রা আটক না করে তাহা হইলে ক ঐ সকল পায়রা তাহার নিজ জমির উপর পুনর্ব্বার আসিলে উহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে। পরে এক দিন আপন জমিতে খ'র পায়রা উৎপাত করিতেছে দেখিয়া তাহার মধ্যে একটিকে ক গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে।

ক আপন স্বত্বের বলে ইহা করিয়াছে বলিয়া তাহাকে এই ধারামতে দণ্ডিত করা হইল না। ৯ কল্কা., ৩১৪। ক খ'র বাঁশ কাটিয়াছে বলিয়া এই ধারামত অভিযুক্ত হয়। ক ও খ উভয়ে বাঁশ নিজের বলিয়া দাবি করায় ক আপন স্বত্বের বলে উহা কাটিয়াছে বিবেচনায় আদালত ক'কে অব্যাহতি দেন। ২১ উ. রি., ৩৮। কিন্তু যদি ক নিজেই খ'কে বাঁশ দখল করিতে দিয়া থাকে, তাহা হইলে ক কর্ত্তৃক ৪২৫ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ২৫ উ. রি., ৪৬। আরও ২ ই. ল. রি., এলা., ১০১ ও ৩ ঐ., ঐ., ৫৭৩ দেখ। আর একটি উদাহরণ। মনে কর, কোন দেশে এরূপ প্রথা আছে যে গরু মরিয়া গেলে ঐ মরা গরুর চামড়া গ্রামের মুচিরা পাইয়া থাকে। ক'র একটি গরু মরিল। এবং সে মুচিদিগকে চামড়া না দিয়া গরুটি পুতিয়া ফেলিল। তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট ক'কে এই ধারামত দণ্ডিত করিলে, হাইকোর্ট বলেন এ দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ; কারণ, ক'র কার্য্য দ্বারা মুচিদিগের কোন স্বত্ব রহিত করা হইল কি না, এবং সে স্বত্ব কি, অথবা সে স্বত্ব নষ্ট হইলে তাহারা কি প্রকার প্রতিকার পাইতে পারে—এ সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত বিচারস্থান দেওয়ানী আদালত হইতেছে। ৮ ই. ল. রি., বো., ২৯৫।

ক্ষতি বা নষ্ট করিবার অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। আসামীর কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি নষ্ট প্রভৃতি হইয়াছে ইহা দর্শাইতে হইবে। সম্পত্তির নাশ বা সম্পত্তির মূল্যের বা কর্ম্মণ্যতার হ্রাস না হইলে এ ধারার অপরাধ হয় না। ৭ মা. রি., ৩৯। আসামী জানে যে কোন খালে বাঁধ দিলে পার্শ্বস্থ জমি জল প্লাবিত হইবে। এই জ্ঞানসত্ত্বেও সে বাঁধ দিয়া খাল বন্ধ করে। কেহ কেহ বলেন, যে ভাবি ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসামীকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে না; কিন্তু জজ কলেট বলেন যে সম্ভাবিত ক্ষতি জানিয়া আসামী যদি ঐ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে এই ধারামত দায়ী হইবে। ৪ মা. রি., ১৬। কলেট সাহেবের মতটি ভাল বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। কলেক্টরির খাজনা বাকি পড়ায় ক'র জমি বিক্রয় হইলে খ উহা প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করে। নিলামের সময় ক উপস্থিত ছিল। পরে ঐ নিলাম আইনানুসারে অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৬০ দিন না হইতে হইতেই, ক ঐ জমির উপরিস্থ বৃক্ষাদি ছেদন করে। এস্থলে, যদিও খ'র স্বত্ব পাকা হয় নাই, তথাপি ক'র কার্য্যটি ৪২৫ ধারার ভিতর আসিতেছে। (ঘ) উদাঃ দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ১২ ই. ল. রি., কলি., ৬৬০। কিন্তু ক্ষতি সম্ভাবিত না হইলে, অর্থাৎ সম্ভাবিত ক্ষতি তাহার কার্য্যের আসন্ন ফল-স্বরূপ না হইলে (if it is only a remote consequence of his act), আসামীকে এ ধারামত দায়ী করা যাইবে না। ৭ মা. রি., ৩৯; ১৫ ই. ল. রি., কলি., ৩৮৮, ৪০১। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মৎস্য ধরিবার জন্য কোন একটি নদীর খানিকটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ক জলকর জমা করিয়া লয়। খ ঐ নদীর গতি (course) বাঁকাইয়া দিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত নদীর তলস্থ জমি (bed) শুষ্ক জমি (dry land) করিয়া তুলে এবং এতদ্দ্বারা ক'র জলকরের অনেক মাছ ধরে। এস্থলে খ'কে এ ধারামতে দায়ী করা হয়। ২৮ ই. ল. রি., এলা., ২০৪। কোন পল্লীর কতকগুলি ভদ্রলোক একখানি নৌকারোহণপূর্ব্বক সমুদ্রে বেড়াইতে যায়। ঐ সমুদ্রে যাহাদের মৎস্য ধরিবার অধিকার আছে তাহারা খোঁটা পুতিয়া রাখিয়াছিল। উক্ত বিচরণকারী ব্যক্তিরা খোঁটা উঠাইয়া দেওয়ায় তাহাদের কার্য্য অন্যায়মতে কৃত হইল বলিয়া তাহারা এই ধারামতে দণ্ডিত হয়। ৮ বো. রি., ৬৩। পাকা ধান্য কাটিলে অপকার করণ হইবে না; কারণ, পাকা ধান্য কাটায় ধান্যের কোন অনিষ্ট হইল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ১৮ উ. রি, ১০। ক্রোক করা ধান কাটিলে কি অপরাধ হইবে, তৎসম্বন্ধে ৩৭৮ ও ৪২৪

ধারার টীকা দেখ। সেইরূপ, খ'র গোচারণ ভূমিতে খাজনা না দিয়া আমি গরু চরাইলে আমি এই ধারামতে দণ্ডিত হইব না। ৫ মা. রি., ২৯। ২৯৮ ধারার টীকায় যে ২৪ ই. ল. রি., এলা., ১৫৫ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আসামীর এ ধারার লিখিত অভিপ্রায় না থাকায়, সে ৪২৫ ধারামত দায়ী নহে। ক ও খ উভয়ে একখণ্ড জমির অধিকারী হইতেছে। খ'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক ঐ জমির উপর একটি নহবতখানা প্রস্তুত করে। তজ্জন্য ক ও খ উভয়ের মধ্যে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারার মোকদ্দমায় ঐ নহবতখানার তলস্থ জমি ক'র দখলে রাখিবার হুকুম হয়। পরে উক্ত জমি সম্বন্ধে খ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইলে তাহার চাকরেরা ঐ জমিতে প্রবেশপূর্ব্বক নহবতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলে। জজ জ্যাক্সন বলেন, এতদ্দ্বারা খ'র চাকরেরা কোন অন্যায় ক্ষতি করিয়াছে বলা যায় না। সুতরাং তাহারা ৪২৫ ধারামতে দণ্ডিত হইল না। কিন্তু জজ কনিংহ্যাম বলেন, আসামীরা উল্লিখিত অবস্থায় ৪২৫ ধারামতে দণ্ডার্হ হইতেছে। ৩ ই. ল. রি., কলি., ৫৭৩। কিন্তু মনে কর, ডিক্রীর বলে ক খ'র জমি দখল করিল। দখল করিবার সময় খ কোন আপত্য করিল না। পরে যদি খ ক'র দখলি জমিতে গিয়া তদুপরিস্থ কোন বৃক্ষ ছেদন করে, তাহা হইলে খ এ ধারার অপরাধ করিল বলা যাইবে। ২৫ উ. রি., ৬৫। এই নজিরটি পাঠ করিলে মুনিবের হুকুমমত চাকর কার্য্য করিলে, সে কতদূর দায়ী হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। চাকরের কার্য্যের নিমিত্ত মুনিবের দায়ীত্ব সম্বন্ধে ৬ উ. রি., ৬০ দেখ। ইহার সহিত ৪৪১ ধারায় যে ২ ই. ল. রি., এলা., ৫৬৫ নজির আছে, তাহা দেখ।

৪২৬ ধারা।—যে কেহ অপকার করে, সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪২৭ ধারা।—যদি কেহ অপকার করিয়া তদ্দ্বারা ৫০ টাকার কি তাহার অধিক ক্ষতি কি অপচয় করায়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—আসামী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কৃত অপকার করিয়া যদি ফরিয়াদীর ৫০ টাকা বা অধিক মেকদারের ক্ষতি করে, তাহা হইলে এই ধারা খাটিবে না। এককালে আসামীর কার্য্য দ্বারা ফরিয়াদীর ঐ পরিমাণ ক্ষতি হইলে, সে এই ধারামতে দণ্ডার্হ হইবে। ৯ কল্ল., ৩৩৮।

৪২৮ ধারা।—যদি কেহ দশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের কোন জন্তুকে কি জন্তুদিগকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন করিয়া কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—আসামী কোন ঘোড়ার কর্ণে কতকটা নাইট্রিক এসিড্ ঢালিয়া দেয়। তন্মধ্যে কতকটা তাহার চক্ষে লাগায় ঘোড়াটি অন্ধ হয়। এতদ্দ্বারা আসামী কর্ত্তৃক ঘোড়াটি অঙ্গহীন হইয়াছে, এরূপ বলা যাইবে। কিন্তু মনে কর, আসামী কোন জন্তুর উপর আঘাত করে এবং ঐ আঘাতে যদি ঐ জন্তু অকর্ম্মণ্য বা অঙ্গহীন বা হত না হয়, তাহা হইলে কেবল আঘাত করিয়াছে বলিয়া আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে না।

৪২৯ ধারা।—কোন হাতীর কি উটের কি ঘোড়ার কি খচ্চরের কি মহিষের কি ষাঁড়ের কি গরুর কি বলদের, যে কোন মূল্যের হউক, যদি কেহ তাহাকে, কিম্বা পঞ্চাশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের অন্য কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি তাহার কোন অঙ্গহীন করিয়া কি তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারার লিখিত "ষাঁড়", "গরু", ও "বলদ" শব্দে "বাছুর"ও বুঝাইবে। ২২ ই. ল. রি., কলি., ৪৫৭।

অভিযোগ—যে জন্তু সম্বন্ধে অপকার কৃত হইয়াছে, সেই জন্তুটি কি (অর্থাৎ ঘোড়া, উট, হস্তী ইত্যাদি) তাহা অভিযোগপত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

৪৩০ ধারা।—ক্ষেতের (agricultural) কার্য্যের নিমিত্ত, কিম্বা মনুষ্যদের, কি যে পশু সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হয় সেই পশুর আহারের কি পানের নিমিত্ত কিম্বা স্নানাদির (oleanliness) জন্য, কি কোন শিল্প কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত, যে জল থাকে, সেই জল যাহাতে স্বল্প হয় বা হইবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয় এমত কার্য্য যদি কেহ করিয়া অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—ক'র জমির উপর দিয়া খ'র জমিতে জল প্রবিষ্ট হয়। ঐ জলপথে খ'র আইনমত অধিকার জন্মিয়াছে, ইহা জানিয়াও ক উহা বন্ধ করে। ঐরূপ বন্ধ করায় খ'র জমিতে জলাভাব হইবে, ইহাও ক জানিয়াছিল। সুতরাং সে এই ধারামত দণ্ডিত হয়। ৬ উ. রি., ৫৯। আসামী অকারণ জল নষ্ট করিতেছে ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। কার্য্যটি অধিকার বা স্বত্ববলে কৃত না হইলেই যথেষ্ট। ১ ই. ল. রি., মা., ২৬২; ১০ ঐ., বো., ১৮৩।

৪৩১ ধারা।—কোন রাজপথ (public road), কি সাঁকো, কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত (navigable) নদী কি খাল (natural or artificial) দিয়া যাহাতে লোকদিগের গমনাগমন কি দ্রব্যাদি চালান হইতে না পারে, কিম্বা পূর্ব্বগত নিরাপদে গমনাগমন কি চালান হইতে না পারে, কি না পারিবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয়, এমত কোন কার্য্য করিয়া যদি কেহ অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—রাজপথে গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে বা খোঁটা পুতিয়াছে বলিয়া আসামীরা এই ধারামতে অভিযুক্ত হয়। বিচারকালে জজ মার্টিন সাহেব বলেন যে "রাজপথ" শব্দে কেবলমাত্র গাড়ী বা মনুষ্যের যাতায়াত জন্য ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত পথ বুঝাইবে, এরূপ নহে। রাস্তার দুই পার্শ্বের যে সীমা নির্দ্ধারিত আছে তাহার মধ্যস্থিত সমস্ত স্থানই "রাজপথ" শব্দে অভিহিত এবং ঐ সমস্ত জায়গার উপরেই সাধারণের অধিকার আছে। সুতরাং যদি কেহ উহার কোন অংশ বন্ধ করিয়া যাতায়াতের অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণেও ঘটায়, তাহা হইলে সে এই ধারামত

দণ্ডিত হইবে। ৯ কল্ক, ১৩৭, ১৮১ ; ৭ কলি. রি., ২৭২। প্রকাশ থাকে যে গর্ত্তটি ৪২৫ ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানপূর্ব্বক খনন করা হইয়াছে। ঐরূপ অভিপ্রায় বা জ্ঞান না থাকিলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। ২৬৮ ও ২৮৩ ধারায় যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তাহা ইহার সহিত পাঠ করা আবশ্যক। যে খাল দিয়া নৌকাদি গমনাগমন করিয়া থাকে, বাঁধ দিয়া তাহা রুদ্ধ করিলে খালের উপকারিত্ব নষ্ট বা স্বল্প হওয়ায় এ ধারার অপরাধ হইবে। ১৪ উ. রি., ৬৩।

"রাজপথ" শব্দের অর্থ এ আইনের কোন স্থানেই করা হয় নাই। তবে ইংরাজী আইন ও ভারতবর্ষীয় তামাদি আইনের ২১ ধারা ও মিউনিসিপাল আইন দেখিয়া এই বিশ্বাস হয় যে কোন পথে ২।৪টি গ্রামের লোক গমনাগমন করিলেই ঐ পথ যে "রাজপথ" বলিয়া গণ্য হইবে, এমন নহে। ২৫ উ. রি., ২৩৩। আমার নিজের জমির উপর দিয়া সাধারণ লোকে যাইতে আসিতে পারে। ঐ জমিতে সাধারণের গমনাগমন করিবার অধিকার জন্মাইয়া থাকিতে পারে, অর্থাৎ বন্ধ করিলে আদালত উহা খোলযা করিয়া দিতে পারেন ; কিন্তু ঐ জমি আমার নিজ স্বত্বীয় হইতেছে, উহাতে সাধারণের গমনাগমনের অধিকার ব্যতীত অপর কোন স্বত্ব বা সংস্রব নাই। এরূপ অবস্থায় ঐ জমির উপরের পথটি "রাজপথ" বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আর একটি উদাহরণ। মনে কর, আমার কতক জমি পতিত পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ জমির দুই পার্শ্বে রাস্তা। পতিত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া লোকে ঘুরিয়া যাইতে না হয় এই সুবিধার জন্য ঐ জমির মধ্য দিয়া গমনাগমন করে, এইরূপ যাতায়াত করায় ঐ স্থানে একটি পথ পড়িল। ঐ পথে সাধারণের গমনাগমন করিবার অধিকার জন্মাইতে পারে না। আমি ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে ঐ পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারি। ১৪ উ. রি., ১২৪, ১৯৯ ; ১৭ উ. রি., ১১ দেখ। যদিও সাধারণের ঐ অধিকার জন্মিয়া থাকে, তথাপি ঐ পথ "রাজপথ" বলিয়া গণ্য নহে। কোন পথ "রাজপথ" কি না ইহা স্থির করিতে হইলে প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয় দেখা আবশ্যক :—১ম.,—ঐ পথে রাজ্যের সমস্ত প্রজারাই গমনাগমন করিতে পারে কি না ; ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষ গমনাগমন করিলে ঐ পথ "রাজপথ" বলা যাইবে না। ২য়.,—কি অবস্থায় ঐ পথ পড়িয়াছে। যদি এরূপ প্রতীত হয় যে ঐ পথ সাধারণের ব্যবহারার্থ সাধারণকে অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে উহাকে "রাজপথ" বলা যাইবে। প্রকাশ্য ভাবে অন্যের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া নির্ব্বিবাদে ও নিজস্বত্ববলে যদি সকল লোকেই ঐ পথে বহুকাল যাবৎ গমনাগমন করে, তাহা হইলে ঐ পথ সাধারণের ব্যবহারার্থ অর্পিত হইয়াছে ধরিতে হইবে। ৩য়.,—ঐ পথ কে মেরামত ইত্যাদি করে। "রাজপথ" রাজভাণ্ডার হইতে মেরামত হইয়া থাকে, অথবা স্থান বিশেষে মিউনিসিপালিটি মেরামত করিয়া থাকে। "রাজপথ" সম্বন্ধে আরও অধিক বিবরণ জানিতে হইলে "স্মিথস্ লিডিং কেস" পুস্তকে "ডোবাষ্টন ও পেন" (*Dovaston vs. Payne*) এর মোকদ্দমার টীকা পাঠ করা আবশ্যক। ৬ কলি., রি., ২৮২।

৪৩২ ধারা।—যে ক্রিয়ার দ্বারা হানি কি অপচয় সংযুক্ত বন্যা, বা রাজকীয় কোন জলপথ বন্ধ (ঐরূপ অবরোধ) হয় (inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage), কি হইবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয়, এমত ক্রিয়া যদি কোন ব্যক্তি করিয়া অপকার করে,

তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

৪৩৩ ধারা।—কোন দীপগৃহ কিম্বা সমুদ্রে নিশানীর (sea-mark) মত ব্যবহার্য্য অন্য আলো কিম্বা সমুদ্রে নাবিকদিগের পথ দেখাইবার কোন নিশানী কি বয়া কি অন্য দ্রব্য নষ্ট করিয়া কি স্থানান্তর করিয়া, কিম্বা তদ্রূপ কোন দীপগৃহ কি জলের নিশানী কি বয়া কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য দ্রব্য যাহাতে নাবিকদিগের পথ দেখাইবার জন্য পূর্ব্বমত উপযুক্ত না হয়, এমত কোন কর্ম্ম যদি কেহ করিয়া অপকার করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪৩৪ ধারা।—রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞামতে ভূমির সীমার নিমিত্ত যে কোন চিহ্ন স্থাপন করা যায় তাহা যদি কেহ নষ্ট করিয়া কি স্থানান্তর করিয়া, কিম্বা জমির সীমার সেই চিহ্ন যাহাতে তাদৃশ কর্ম্মণ্য না হয় এমত কোন কার্য্য করিয়া অপকার করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—"আজ্ঞামতে" শব্দে আইনানুসারে যে হুকুম রাজকীয় কার্য্যকারকের দিবার অধিকার আছে, সেই হুকুমমতে বুঝিতে হইবে। সুতরাং যদি মাজিষ্ট্রেট ফৌ. কা. বি. আইনের ১৪৫ ধারার মোকদ্দমায় বিরোধীয় সম্পত্তির সীমানার চিহ্ন স্থাপন করেন, ঐ চিহ্ন নষ্ট করিলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না; কারণ, ঐরূপ চিহ্ন স্থাপন করিবার মাজিষ্ট্রেটের কোন অধিকার নাই। ২৭ ই. ল. রি., এলা., ৩০৮।

"রাজকীয় কার্য্যকারক"—২১ ধারার টীকা দেখ।

দণ্ড—এই ধারার আসামীকে অর্থদণ্ড করিয়া মাজিষ্ট্রেট হুকুম দেন যে ঐ আসামী কর্ত্তৃক জমির যে চিহ্ন নষ্ট হইয়াছে তাহা পুনঃ সংস্করণ করার জন্য অর্থ দণ্ডের কিয়দংশ দ্বারা আমীন নিযুক্ত করা যায়। এরূপ দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ। ৬ উ. রি., ৯৩।

৪৩৫ ধারা।—যদি কেহ একশত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন সম্পত্তির, কিম্বা কৃষিজাত সম্পত্তি হইলে দশটাকা কি তাহার অধিক মূল্যের কোন সম্পত্তির (১৮৮২ সাঃ, ৮ আঃ, ১০ ধাঃ,) অপচয় করাইবার অভিপ্রায়ে কি অপচয় হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যের দ্বারা অপকার করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৩৬ ধারা।—ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত যে গৃহ সাধারণরূপে ব্যবহৃত হয়, কি যাহাতে মনুষ্য বাস করে, কি দ্রব্যাদি রাখা যায়, এমত কোন গৃহ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ অগ্নি দ্বারা

কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত কোন দ্রব্যের দ্বারা অপকার করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগ—গৃহ নষ্ট করণ অভিপ্রায়ে বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া আসামী কর্ত্তৃক অমুক কার্য্য কৃত হইয়াছে ইহা অভিযোগপত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। ৩ ঊ. রি., ৬৮৮। এই ধারায় যেরূপ গৃহের কথা লিখিত হইয়াছে সেই প্রকার গৃহ সম্বন্ধে অপকার কৃত হইলেই (অপর কোন রূপ গৃহ সম্বন্ধে নহে) এই ধারা খাটিবে। ৮ ঊ. রি., ৩০।

প্রমাণ—আসামীর উল্লিখিত জ্ঞান বা অভিপ্রায় ছিল কি না, ইহা অবস্থা দৃষ্টে স্থির করিতে হইবে। ১৮৭২ সালের ১ আইন, ১৫ ধারার উদাঃ (ক) দেখ।

দণ্ড—এই ধারামতে দণ্ড বিধান করিতে হইলে কেবল অপকারের পরিমাণ দেখিতে হইবে, এমন নহে। আসামীর কার্য্য দ্বারা কত পরিমাণ বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাও দেখিতে হইবে। ৮. ঊ. রি., লি., নং ৮১২।

৪৩৭ ধারা।—যে নৌকাদির তুতক (ডেক) থাকে, কিম্বা যে নৌকাদিতে বিশ টন কি তাহার অধিক বোঝাই ধরে, এমত নৌকাদি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহাতে যাইবার শঙ্কট জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা যে কার্য্যেতে তাহা নষ্ট হইবার কিম্বা তাহাতে যাইতে শঙ্কট হইবার সম্ভাবনা জানে, এমত কার্য্য করিয়া যদি কেহ ঐ নৌকাদির অপকার করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৩৮ ধারা।—পূর্ব্বোক্ত ধারাতে যে অপকারের কথা লেখা আছে তাহা যদি কেহ অগ্নির দ্বারা কিম্বা যে দ্রব্য শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা করে, কি করিবার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৩৯ ধারা।—কোন নৌকাদিতে যে কোন দ্রব্য বোঝাই থাকে তাহা চুরি করিবার কিম্বা শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহা চুরি করা যায় কি অবিহিতরূপে ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে, যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক সেই নৌকাদি চড়াতে কি ডাঙ্গায় ঠেকায়, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৪০ ধারা।—যাহাতে কোন ব্যক্তির মরণ কি পীড়া কি অন্যায়মতে অবরোধ হয়, কিম্বা মরণের কি পীড়ার কি অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মে, এমত কার্য্যের উপায় প্রথমে করিয়া (having made preparation) যদি কেহ অপ-

কার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে অনধিকার-প্রবেশের কথা।

৪৪১ ধারা।—যদি কেহ কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে (দখলে) থাকে তাহাকে ভয় প্রদর্শন (intimidate) কি তাহার অপমান (insult) করিবার কি তাহাকে ক্লেশ দিবার (annoy-বিরক্ত করিবার) অভিপ্রায়ে, তাহার ঐ সম্পত্তির সীমানার মধ্যে (বা উপর) প্রবেশ করে, কিম্বা সেই সীমানার মধ্যে (বা উপর) আইনমতে প্রবেশ করিয়া যদি তদ্রূপ কোন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শন কি অপমান করিবার কি ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে বে-আইনমতে ঐ সম্পত্তিতে (মধ্যে বা উপরে) থাকে, তবে সে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করে এমত বলা যায়।

অর্থ—(১) অপরের অধিকারে থাকা—সম্পত্তিতে কাহার স্বত্ব আছে এ বিষয় না দেখিয়া, উহা কাহার দখলে আছে এই মাত্র এই ধারার মোকদ্দমায় দেখিতে হইবে। ৭ ঊ. রি., ২৮। বিরোধীয় সম্পত্তি দখল করিবার ফরিয়াদীর কি স্বত্ব তাহা ফরিয়াদী প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলে, ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে অনধিকার-প্রবেশ-করণ অপরাধের নালিশ চলিতে পারে কি না? জজ জ্যাক্‌সন সাহেব বলেন, পারে। ফরিয়াদী অন্যায়মতে সম্পত্তি নিজ অধিকারাধীন করিয়া থাকিতে পারে। সে প্রকৃত অধিকারীকে বলপূর্ব্বক বে-দখল করিয়া ঐ জমিতে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এ ধারার মোকদ্দমায় তদ্বিষয় আদালতের দেখিবার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র দেখিতে হইবে যে ঐ জমি ফরিয়াদীর দখলে আছে কি না, এবং তাহার দখলে থাকিবার অবস্থায় আসামী এই ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে উহাতে প্রবেশ করিয়াছে কি না। ১১ ঊ. রি., ১১। ইহার সহিত ১৫৩ ধারার টীকা দেখ। এই ধারায় যে "অধিকারের" কথা লিখিত আছে তাহাতে প্রকৃত অধিকার বুঝাইবে। মনে কর, ক খ'র উত্তরাধিকারী হইতেছে। খ'র একখানি ঘর আছে। তাহাতে সে বাস করিত। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে সে ঐ ঘর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ঐ ঘরে কেহ বাস করিত না। খ মরিয়া গেলে ক উত্তরাধিকারী সূত্রে ঐ ঘর পায়। কিন্তু সে ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যদি অপর কোন ব্যক্তি ক'কে না বলিয়া উহাতে বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল না; কারণ, সে যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করে, তখন উহা কাহারও অধিকারে ছিল এরূপ বলা যায় না। আইনানুসারে উহা ক'র দখলে আছে বলা যায়, কিন্তু ক যতক্ষণ উহাতে প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ঐ ঘর সম্বন্ধে এই ধারার অপরাধ কৃত হইতে পারে না। ৮ বে. ল. রি., ৬২। সেইরূপ, মিউনিসিপাল আফিসের কোন কুঠারীতে যদি ১।২ জন কমিসনার তলবমতে গিয়া দরখাস্ত শুনিতে বসেন, তাহা হইলে ঐ স্থানটি তাহাদিগের অধিকারে আছে, এরূপ বলা যাইবে না। সুতরাং ঐ ঘরে গেলে অনধিকার-প্রবেশ অপরাধ হইতে পারে না। ২২ ই. ল. রি., কলি., ১২৪। বাদী বা ফরি-

য়াদীকেই যে দখলে থাকিতে হইবে এমন নহে; অপরের দখলে থাকিলেও মোকদ্দমা বাদী চালাইতে পারে, বোম্বাই হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ২১ ই. ল. রি., বো., ৪৩৬।

(২) অভিপ্রায়—অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে ইত্যাদি—"অপরাধ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪০ ধাঃ দেখ। কোন ব্যক্তি এক খানি জাল গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট লইয়া ক'র গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক এক জন গৃহস্থকে ধরিয়া লইয়া যায়। এস্থলে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনধিকার-প্রবেশ অপরাধ কৃত হইল। ১২ উ. রি., ৬৩। আমি ক'র জমিতে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ গাছপালা কাটিয়া ফেলিলে, এই ধারাগত অপরাধী হইব। ১ উ. রি., ৪৬। কোন গ্রামের মিউনিসিপাল কমিসনারেরা এক হুকুম ঘোষণা করিয়া দেন যে অমুক মাঠের উপর দিয়া গরুর গাড়ী যাইতে পারিবে না। হুকুমের বিষয় জানিয়া ক উক্ত মাঠের উপর দিয়া গরুর গাড়ী চালাইয়া যায়। এস্থলে উক্ত হুকুম কমিসনারেরা আইনমতে দিতে পারেন না, সুতরাং ঐ হুকুম অবহেলা করিয়াছে বলিয়া ক এই ধারার অপরাধে অপরাধী নহে। ৫ মা. রি., ৩৮। কাহারও স্ত্রীর সহিত কুকর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার বাটীতে গেলে অনধিকার প্রবেশ কৃত হইল। ৫ মা. রি., ৫; ১৬ ই. ল. রি., কলি., ৬৫৭; ২২ ঐ., ঐ., ৩৯১, ৯৯৪ দেখ।

অপরাধ করিবার, কি ভয় দেখাইবার, কি অপমান বা ক্লেশ দিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, অনধিকার-প্রবেশ অপরাধ কৃত হইতে পারে না। ১৫ উ. রি., ৬; ১৪ উ. রি., ২৫। এমন কি যদি অপমান করা বা ক্লেশ দেওয়া "অভিপ্রেত" না হয়, কিন্তু আসামী "জানে" যে তাহার কার্য্যবশতঃ অপমান বা ক্লেশ হইবে, তাহা হইলেও এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। আইনের অন্যান্য ধারায় "জ্ঞান" শব্দের উল্লেখ আছে—এ ধারায় কেবল "অভিপ্রায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯ ই. ল. রি., মা., ২৪০। অর্থাৎ, অভিপ্রেত না হইয়া যদি অনধিকার-প্রবেশবশতঃ দখলিকারের অপমান বা ক্লেশ ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে ৪৪১ ধারার অপরাধ সম্পন্ন হইল না, বুঝিতে হইবে (that is to say, the insult, intimidation or annoyance must be *intended* and not simply one that has *resulted* from the trespass).

"অভিপ্রেত" শব্দের অর্থ কি? একজন ডিক্রীদার দেন্দারের মাল ক্রোক করাইতে গিয়া দেখে যে দেন্দারের বাটীর দরজা বন্ধ। তখন সে অপর একজনের বাটীর ভিতর দিয়া গিয়া দেন্দারের বাটীতে প্রবেশ করে। ঐ অপর ব্যক্তি ডিক্রীদারকে তাহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে নিষেধ করে, কিন্তু সে নিষেধ না মানিয়া প্রবেশ করে। এস্থলে ডিক্রীদার ৪৪১ ধারার অপরাধ করিল, বলিতে হইবে। কার্য্যের স্বাভাবিক ফলাফল বা পরিণতি (natural consequence or result) জানিয়া সেই কার্য্য করিলে, ঐ ফলাফল কর্ত্তার অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে। ২৬ ই. ল. রি., বো., ৫৫৮। মনে কর, ক ও খ উভয়ের মধ্যে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতেছে। ক'র পক্ষের কতকগুলি লোক লাঠিশোটা লইয়া জরিপাদি করিবার জন্য খ'র অনুপস্থিতিকালে ও তাহার অনুমতি না লইয়া খ'র জমিতে প্রবেশ করে। খ'র চাকরেরা নিষেধ করিলে উহারা তাহা না মানিয়া জরিপাদি করিতে থাকে ও মিথ্যা করিয়া বলে যে তাহাদের ঐরূপ করিবার হুকুম আছে। এস্থলে ক'র লোকেরা এ ধারাগত দায়ী হইল। ১৬ ঐ., কলি., ৭১৫। সুতরাং স্বত্ব বলবৎ করিবার অভিপ্রায়ে বা সরলভাবে অপরের ভূমিতে প্রবেশ করিলে, তাহা অনধিকার-প্রবেশ হইবে না। ২ উ. প. রি., ৮২; ১৩ কলি., রি., ২১২; ২ ই. ল. রি., এলা., ১০১, ও ৩৭৮ ও ৪২৫ ধারার টীকা দেখ। ক, খ'র নামে কোন জমিতে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে। জমি

খ'র দখলে আছে, কিন্তু ক আপন আরজিতে দখল পাইবার প্রার্থনা করিল না। ক'র মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে সে ঐ ডিক্রীর বলে খ'কে বেদখল করিয়া বিরোধীয় জমিতে প্রবেশ করে। পরে খ'ও পুনর্ব্বার তাহাকে ঐ জমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। হাইকোর্ট বলেন, ক স্বত্ব সম্বন্ধীয় ডিক্রীর বলে খ'কে আইনমতে বেদখল করিতে পারগ নহে; সুতরাং খ'র পুনঃপ্রবেশের অধিকার নষ্ট হয় নাই, এবং পুনঃপ্রবেশ করায় তৎকর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইল না। ৬ মা. রি., ১৯। আরও মনে কর, ক, খ, গ তিন জনে বিবাদী জমিতে অনিভক্ত সরিক। এরূপ স্থলে ক দখল পাইবার ডিক্রী পাইয়া খ'কে বেদখল করিয়া দিলে পর, যদি খ ও গ উভয়ে পরস্পরের স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য একযোগে ক'কে বেদখল করিয়া ঐ জমিতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহাদের কর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ২ ই. ল. রি., এলা., ৪৬৫। আসামীরা বলিল যে খাজনা দিয়া অমুক জলাশয়ে তাহাদের মৎস্য ধরিবার স্বত্ব জন্মিয়াছে। তাহারা আবহমানকাল ঐরূপ ধরিয়া আসিতেছে। ফরিয়াদী বলে, "উক্ত জলাশয় আমার, আসামীরা উহা প্রজাসূত্রে দখল করে; এবং মৎস্য ধরিবার কালে তাহাদের উপর এক নোটিশ জারি করি"। এস্থলে আসামীরা নোটিশ পাইবার পর বিরোধীয় জলাশয়ে মৎস্য ধরিলেও তাহারা এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। ১৮ উ. রি., ২৫। ক একজন মুন্সেফ আদালতের ডিক্রীজারীর পিয়াদা। কোন ডিক্রীজারীতে খ ক'র সঙ্গে যায়। দেনদারের বাটীতে পৌঁছিয়া ক'র কথামতে খ দেনদারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত মালামাল দেনদারের বলিয়া নিসানদিহিত হয় তাহা বাহির করিয়া আনে। খ অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হইবে না। ১৪ উ. রি., ২৫; ৬ মা. রি., ১৩; ৭ বো. রি., ৮১। ডিক্রীদার পিয়াদা লইয়া দেনদারের মাল ক্রোক করিবার জন্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলে, অনধিকার-প্রবেশ হইবে না। ২ ই. ল. রি., মা., ৩০। ক একটি নদীর একাংশে জলকর জমা লয়। ক বলে, সেই স্থানে অন্য কাহারও মৎস্য ধরিবার অধিকার নাই। যদি কেহ ঐ স্থানে মৎস্য ধরে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক অনধিকার-প্রবেশ অপরাধ কৃত হইবে না। ২ ই. ল. রি., কলি., ৩৫৪। আরও মনে কর, ক, খ'কে বলিল "তুমি আমার জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" ইহার পর এক দিন খ মৃগ-শীকার করিতে গিয়া ক'র জমির ধারে একটি মৃগকে গুলি করে। আহত হইয়া মৃগটি ক'র জমিতে ছুটিয়া যায়। খ তাহাকে ধরিবার জন্য ক'র জমিতে প্রবেশ করে। এস্থলে খ অনধিকার-প্রবেশ অপরাধে অপরাধী হইবে না। ৪ ই. ল. রি., কলি., ৮৩৭। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে "অপমান বা ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে," এই শব্দে যে ব্যক্তির অধিকারে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাকে অপমান করিবার বা ক্লেশ দিবার অভিপ্রায় বুঝাইতেছে। ২৪ উ. রি., ৭৮। ২২ ই. ল. রি., কলি., ১২৪।

যদি এইমাত্র প্রমাণ হয় যে আসামী ও ফরিয়াদীর জমির মধ্যে যে ড্রেন আছে তাহাতে আসামী বেড়া দিয়াছে (৯ উ. রি., ২), বা সরকারের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আসামী কোন সরকারি পতিত জমিতে চাষ করিয়াছে (৪ মা. জরন্যাল., ২৮৫), বা আসামী টিকিট ক্রয় না করিয়া কোন একজিবিসনে প্রবেশ করিয়াছে (৬ বো. রি., ৬), অথবা দরখাস্ত দিবার জন্য কোন মিউনিসিপাল আফিসে বারণ করা সত্ত্বেও প্রবেশ করিয়াছে (২২ ই. ল. রি., কলি., ১২৪), অথবা কোন প্রজার পরিত্যক্ত জমি জমিদার অন্যায় করিয়া দখল লইলে (২৬ ঐ., এলা., ১৯৪, ২৭ ঐ., ঐ., ২৯৮)—এরূপ স্থলে আসামীর ধারার লিখিত কোন অভিপ্রায় ছিল কি না তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ না দিলে, তাহাকে এই ধারার অপরাধে অপরাধী করা যাইতে না। কিন্তু মনে কর,

কলেক্টর সাহেব হুকুম দেন যে অমুক পতিত জমি কেহ চাষ করিতে পারিবে না। পতিত জমি গবর্ণমেণ্টের হইতেছে। সুতরাং কলেক্টর সাহেব উক্ত জমি সম্বন্ধে ঐরূপ হুকুম দিতে পারেন। ক ঐ হুকুমের বিষয়টি জানে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও সে ঐ জমিতে চাষ দেয়। হাইকোর্ট বলেন, ক এই ধারায় অপরাধ করিল। ৫ মা. রি., ১৭। আসামী খানিকটা কবরস্থান খেরিয়া লইয়া তাহা চষিতে আরম্ভ করে। যে সকল ব্যক্তি ঐ কবরস্থানে আপন আপন বাটীর মড়া পুতিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই অধিকারে ঐ জমি আছে বলিতে হইবে। আসামী তাহাদের মধ্যে কেহ নহে। সুতরাং সে উল্লিখিত কার্য্য দ্বারা এই ধারার অপরাধ করিল বলিতে হইবে। ৬ মা. রি., ২৫। যদি আসামীরও উক্ত কবরস্থানে মড়া পুতিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডিত হইত না। ৩ ই. ল. রি., মা., ১৭৯। মনে কর, ক একটি সরকারি রাস্তার কিয়দংশ আপন ভদ্রাসনের সামিল করিয়া ঘেরিয়া লয়। হাইকোর্ট বলেন যে অপর অপর ব্যক্তিরাও যেমন ঐ রাস্তা ব্যবহার করিতে ক্ষমবান, আসামীও সেইরূপ ক্ষমবান। সুতরাং সে এই ধারার অপরাধে অপরাধী নহে। ৬ মা. রি., ২৬। আরও, এজমালি জমিতে কোন সরিক প্রবেশ করিলে, তৎকর্ত্তৃক অনধিকার-প্রবেশ হইল না। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে এজমালি পরিবারভুক্ত একজন সরিক এজমালি বাটীর কোন একটি ঘর সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে। অপর কোন সরিক ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ১৫ ঊ. রি., ৬। আরও ৩ ই. ল. রি., মা., ১৭৯ দেখ। ৪১৫ ধারায় একজিবিসনে প্রবেশ করার যে নজির দেওয়া হইয়াছে তৎদৃষ্টে প্রতীত হইবে যে কোন ব্যক্তি টিকিট না লইয়া ঐরূপ প্রকাশ্য স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকিলেই যে তৎকর্ত্তৃক অনধিকার প্রবেশ অপরাধ কৃত হইল, এরূপ বলা যাইবে না। টিকিট ক্রয় না করায় তাহার দোষ হইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তাহার ধারার লিখিত কোন অভিপ্রায় ছিল ইহা প্রমাণিত না হইবে, ততক্ষণ আসামীকে এ ধারামত দায়ী করা যাইবে না। সেইরূপ, সার্কাস, জুওলজিকাল গারডেন, বা লোকাল ফণ্ড, বাজার প্রভৃতি স্থানে, কি কি টোল না দিয়া কেহ প্রবেশ করিলে, সে এই ধারামত দণ্ডণীয় হইবে না। ৫ ই. ল. রি., মা., ৩৮৩ দেখ। ক'র স্ত্রীকে তাহার কুচরিত্রের জন্য জাতিচ্যুত করিয়া ক'র বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলে সে স্বতন্ত্র একটি বাটীতে বাস করে। এরূপ অবস্থায় একদিন ক'র বাটীর মধ্যে গিয়া সে খোরাকী চাহে। ক তাহার নামে অনধিকার-প্রবেশের দোষীতে নালিশ করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট বলেন, এ দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ; কারণ জাতিচ্যুত হইলেই যে স্বামীর সম্পত্তির উপর কোন স্ত্রীর প্রবেশ করিবার অধিকার যাইবে, দেওয়ানী আইনে এরূপ কোন বিধান নাই। আইন অনুসারে তাহার কুচরিত্র সাব্যস্ত অন্তে স্বামীর নিকট হইতে পৃথক হইলেই সে এরূপ অধিকারে বঞ্চিত হইবে। ৪ ই. ল. রি., মা., ২৪৩। বরং ধারার লিখিত কোন অভিপ্রায় দৃষ্ট না হওয়ায় দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলে ভাল হইত।

বিশেষ কথা—ফেরিঘাটের ১ ক্রোশের মধ্যে যদি কেহ পারাপার করিবার নিমিত্ত নৌকা রাখে, তাহা হইলে সে ১৮৬৬ সালের ১ আইনের ২ ও ৫ ধারামত অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া দণ্ডিত হইবে। সুতরাং তিন মাইল তফাতে রাখিলে সে অপরাধী হইবে না। ১ ই. ল. রি., এলা., ৫২৭। ইহার সহিত ২৭ ঐ., কলি., ৩১৭ দেখ। এস্থলে বিশেষ আইনানুসারে কার্য্যটি অনধিকার-প্রবেশরূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইল, বুঝিতে হইবে। এ ধারার লিখিত "অনধিকার-প্রবেশ" শব্দের ভিতর পড়িতেছে না। কোন ব্যক্তিকে এ ধারামত দায়ী করিতে হইলে, সে ধারার লিখিত কোন একটি অভিপ্রায়ে কার্য্যটি করিয়াছে তাহা

দেখাইতে হইবে, ও তৎসম্বন্ধে আদালতেরও নিশ্চিত (definite) সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক।

৪৪২ ধারা।—যে কোন ঘর (building) কি তাম্বু কি নৌকাদি (vessel) মনুষ্যের নিবাসের জন্য কি যে ঘর ঈশ্বরের ভজনার নিমিত্ত কিম্বা কোন দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য ব্যবহার হয়, তাহাতে যদি কেহ প্রবেশ করিয়া কি থাকিয়া অনধিকার-প্রবেশের অপরাধ করে, তবে সে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ করে বলা যায়।

অর্থের কথা—যে ব্যক্তি অপরাধভাবে অনধিকার-প্রবেশ করে, তাহার শরীরের কোন অঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেই পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ হয়।

অর্থ—এই ধারার লিখিত "ঘর" শব্দে মরাই বুঝাইবে না। মা. রি., ১৮৬৫ খৃঃ। এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৩৮০ ধারার টীকা দেখ। আরও বিচারাধীন আসামীকে হাজতে (lock-up) কেহ খাবার দিবার জন্য প্রবেশ করিলে এ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। ২ ই. ল. রি., এলা., ৩০১।

৪৪৩ ধারা।—যে ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে প্রবেশ করা যায়, তাহাতে ঐ প্রবেশকারীকে প্রবেশ করিবার নিষেধ করিতে (exclude) কিম্বা তাহা হইতে বাহির করিতে (eject) যাহার ক্ষমতা (right) থাকে, এমত ব্যক্তি হইতে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের কার্য্য গুপ্ত রাখিবার উপায় (precaution) করিয়া যে কেহ পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে, "সে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ করে" এমত বলা যায়।

৪৪৪ ধারা।—যে কেহ সূর্য্য অস্ত হইবার পর ও উদয় হইবার পূর্ব্বে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে, সে "রাত্রি যোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ করে" এমত বলা যায়।

৪৪৫ ধারা।—পশ্চাৎ লিখিত ছয় প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকারে যদি কেহ ঘরে কি তাহার কোন ভাগে (অংশে) প্রবিষ্ট হইয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ-রূপ দোষ করে, কিম্বা যদি সেই ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবার জন্য ঐ ঘরে কি তাহার কোন ভাগে অবস্থিত হইয়া, কিম্বা ঘরে কোন অপরাধ করিয়া ঐ ছয় প্রকারের কোন এক প্রকারে ঘর কি তাহার কোন ভাগ হইতে বাহির হয়, তবে সে "দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশের (house-breaking) দোষ" করে বলা যায়। ঐ ছয় প্রকার এই এই ঃ—

প্রথম। যদি পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করিবার জন্য আপনার কিম্বা ঐ গৃহ-প্রবেশের কার্য্যে সাহায্যকারী কোন ব্যক্তির কৃত কোন পথ দিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

দ্বিতীয়। ঐ প্রবেশকারী কি ঐ অপরাধের সহায় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ, যে পথ মনুষ্যের যাতায়াতের পথরূপে না জানে (অভিপ্রেত নহে), এমত কোন পথ

দিয়া যদি প্রবেশ করে কি বাহির হয়, কিম্বা কোন্ প্রাচীর কি গৃহাদি উল্লঙ্ঘন কি আরোহণ করিয়া যে পথ দিয়া যাওয়া যায়, এমত পথ দিয়া যদি প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

তৃতীয়। গৃহে বাসকারী ব্যক্তি যে উপায়ে পথ মুক্ত (open) করিবার কল্পনা করে নাই এমত কোন উপায়ে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করিবার জন্য কোন ব্যক্তি কিম্বা তৎকার্য্যের সহায় কোন ব্যক্তি যে পথ মুক্ত করে, এমত পথ দিয়া যদি সে প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

চতুর্থ। যদি সে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করিবার জন্য কিম্বা তৎকার্য্য করিবার পরে বাহির হইবার জন্য কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

পঞ্চম। যদি সে অপরাধভাবে বলপ্রকাশ কিম্বা আক্রমণ করিয়া কিম্বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবার ভয় দর্শাইয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

ষষ্ঠ। কাহারও প্রবেশ না করিবার কি বাহিরে না যাইবার জন্য কোন পথ করা গিয়াছে জানিয়াও আপনি, কিম্বা পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কার্য্যের সহায় ব্যক্তি, সেই রুদ্ধ পথ মুক্ত করিয়াছে জানিয়া, যদি সেই ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়, তবে সে দোষভাবে-পরগৃহে-প্রবেশের অপরাধ করে।

অর্থের কথা।—কোন বাহির বাটী (out-house) কিম্বা বসতবাটীর সীমাভুক্ত অন্য যে ঘর (building) থাকে, ঐ উভয় বাটীর (অর্থাৎ বাহির বাটী বা ঐরূপ ঘর এবং বসতবাটীর) মধ্যে যাতায়াতের অন্তর্গত পথ থাকিলে তাহাও এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐ ঘরের এক অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যদুর ঘরের দেয়ালে ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রে হস্ত প্রবেশ করাইয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(খ) আনন্দ জাহাজের দুই তুতকের (decks) মধ্যে যে ছিদ্র (port-hole) থাকে, তাহাতে হামাগুড়ি দিয়া গিয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ।

(গ) আনন্দ জানালা দিয়া যদুর গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ।

(ঘ) যদুর ঘরের দ্বার বন্ধ। আনন্দ দ্বার মুক্ত করিয়া ঐ গৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ।

(চ) যদুর ঘরের দ্বারে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া আনন্দ শিক দ্বারা হুড়কা খুলিয়া ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ।

(ছ) যদু আপন ঘরের দ্বারের চাবি হারাইয়াছে। আনন্দ সেই চাবি কোন স্থানে

পাইয়া তদ্দ্বারা দ্বার খুলিয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ।

(জ) যদু আপন ঘরের দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। আনন্দ তাহাকে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ।

(ঝ) ঈশানের দ্বারপাল যদু তাহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান আছে। আনন্দ গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে; দ্বারপাল তাহার বাধা না দেয় এই কারণে আঘাত করিবার ভয় দেখাইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশের দোষ করে। ইহা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ।

অর্থ—প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিলে "দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশের দোষ" হয়। ২ উ. রি., ৬৫। গৃহে প্রবেশ প্রমাণ করিতে হইবে। কেবল মাত্র ছাদের উপর আসামীকে দেখা গেলে, সে এ ধারামতে দায়ী নহে। মা. রি., ১৮৬৬ খৃঃ। আরও মনে কর, ক খ'র বাটী প্রবেশ করিল। প্রথম প্রবেশ করিবার সময় সে এ ধারার কোন উপায় অবলম্বন করে নাই। কিন্তু প্রবেশ করিয়া যদি একটি ঘর হইতে অপর ঘরে যাইবার নিমিত্ত কোন দ্বার বা তালা ভাঙ্গে, তাহা হইলে ক'কে এ ধারামত অপরাধী স্থির করা যাইবে।

৪৪৬ ধারা।—যদি কেহ সূর্য্য অস্ত হইবার পর ও উদয় হইবার পূর্ব্বে দোষ-ভাবে পরগৃহে প্রবেশ করে, তবে সে "রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করে" বলা যায়।

৪৪৭ ধারা।—যদি কেহ অপরাধভাবে অনধিকার-প্রবেশ করে, তবে সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪৪৮ ধারা।—যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪৪৯ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করিবার জন্য পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৫০ ধারা।—যে অপরাধের নিমিত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধ করিবার জন্য যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৫১ ধারা।—যে অপরাধের জন্য কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধ করিবার নিমিত্ত যদি কেহ পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার

অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও যদি চুরি করিবার কল্পনায় ঐ অপরাধ করে, তবে কয়েদ হইবার কাল সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারায় আসামীর কি অপরাধ করিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা স্থির করা আবশ্যক। ২ উ. রি., ১৩। কারণ, অপরাধ বিশেষ অভিপ্রেত হইলেই, অর্থাৎ যে অপরাধে গিয়াদ দণ্ড হইবে এমন অপরাধ অভিপ্রেত হইলেই, আসামীর উপর এই ধারা খাটিবে। "কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে" এ শব্দে যে অপরাধে গিয়াদ দিতেই হইবে এবম্বিধ অপরাধ বুঝাইতেছে না। পক্ষান্তরে গিয়াদযোগ্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও, এ ধারা খাটিবে। যদি ৪৯৭ ধারার অপরাধ করিবার জন্য গিয়াছে বলিয়া আসামী এ ধারামত অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে যে সংস্পৃষ্ট স্ত্রীলোকটির স্বামীর সম্মতি (consent) বা উপেক্ষা (connivance) ছিল না। এরূপ প্রমাণ না থাকিলে, আসামী ঐরূপ অভিযোগে দণ্ড পাইবে না। ১৯ ই. ল. রি., এলা., ৭৪। এতদ্দ্বারা যেন এরূপ ধারণা না হয় যে স্ত্রীলোকটির স্বামীকে আসামীর উপর স্বতন্ত্র একটি ৪৯৭ ধারার অভিযোগ আনিতে হইবে। ২৩ ঐ., ঐ., ৮৩। ধারার শেষাংশে চৌর্য্যাপরাধের উল্লেখ করায় এ বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

দণ্ড—আসামী যে অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে পরগৃহ-প্রবেশ করিয়াছে সেই অপরাধের নিমিত্ত বেত্রাঘাত দণ্ডবিধান থাকিলে, এই ধারার অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড বিধান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়বার এই ধারার অপরাধ করিলে, অন্য দণ্ডের সহিত বেত্রাঘাত দণ্ডবিধান করা যাইবে। ১৮৬৪ খৃঃ, ৬ আইনের ২-৪ ধাঃ। ১৬ উ. রি., ৬৩। ৭১ ধারার টীকা দেখ।

৪৫২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে পীড়া দিবার, কিম্বা কাহারও উপর আক্রমণ করিবার, কিম্বা কাহাকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিবার, কিম্বা কাহারও পীড়া পাইবার কি কাহারও প্রতি আক্রমণ হইবার কিম্বা কাহারও অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মাইবার, উদ্যোগ (prepnration) করিয়া পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—৪৫১ ও ৪৫২ ধারা উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। ৪৫১ ধারার অপরাধ করিবার জন্য পূর্ব্বে কিছু উদ্যোগের আবশ্যক নাই। কিন্তু ৪৫২ ধারার অপরাধে ধারার লিখিত কোন কার্য্য বা অপরাধ করিবার পূর্ব্বে উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে আসামী প্রবেশ করিতে আসিয়াছে, প্রমাণ করিতে হইবে। ৪৫১ ধারার মিয়াদে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ অপরাধ বিশেষ করণ অভিপ্রায়ে পরগৃহে প্রবেশ করা আবশ্যক। ৪৫২ ধারানুসারে ৪৫১ ধারার লিখিত অভিপ্রায় ব্যতীত অপর কোন অভিপ্রায় থাকিলেও, আসামী দণ্ডনীয় হইবে। মনে কর, ক খ'র স্ত্রীর সহিত কুকর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে খ'র গৃহে প্রবেশ করিল। এ স্থলে ক ৪৫১ ধারামত দাষী হইবে। কিন্তু মনে কর, ক ঐ অভিপ্রায়ে, অথবা খ'কে বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে (অর্থাৎ, ৪৫১ ধারার লিখিত অভিপ্রায় না থাকিলেও) খ'র গৃহে প্রবেশ করিব স্থির করিল। ঐ কার্য্যে খ তাহাকে বাধা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় আক্রমণকারীকে মারিব বলিয়া এক খানি তরবারি লইয়া গেল। এ স্থলে ক

৪৫২ ধারার অপরাধ করিল বলিতে হইবে। এক খানি জাল গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট লইয়া ক খ'কে ধরিবার জন্য খ'র বাটীতে প্রবেশ করিলে, এ ধারার অপরাধ কৃত হইল। ১২ ষ্ট. রি., ৩৩।

৪৫৩ ধারা।—যদি কেহ লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশের অপরাধ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

আসামী এক খানি দোকানের বাহিরে ধৃত হয় এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে দোকানের দ্বার ভাঙ্গা রহিয়াছে। এমত অবস্থায় আসামী দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ-করণ অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হয়। ৪ ষ্ট. রি., ১৪।

৪৫৪ ধারা।—যে অপরাধের জন্য কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে, এমত কোন অপরাধ করিবার নিমিত্ত যদি কেহ লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করে, তবে ঐ ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। ও যদি চুরি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ করে, তবে কয়েদ হইবার কাল দশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

দণ্ড—এ সম্বন্ধে ৪৫১ ও ৭১ ধারার টীকা দেখ।

৪৫৫ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করিবার, কি কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির পীড়া পাইবার কি কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ হইবার কি তাহার অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মাইবার, উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কি দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৫২ ধারার টীকা দেখ।

৪৫৬ ধারা।—যে কেহ রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কি রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এই ধারার মোকদ্দমায় ৪৪১ ধারার লিখিত কোন একটি অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। কোন একটি বিশেষ অভিপ্রায় সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে ৪৪১ ধারার লিখিত কোন অভিপ্রায় আসামীর ছিল কি না, স্থির করা যাইতে পারে। ১৬ ই. ল. রি., কলি., ৬৫৭ দেখ। কিন্তু ৪৫৭ ধারার মোকদ্দমায় অভিপ্রায় বিশেষ অর্থাৎ ধারার লিখিত অভিপ্রায়টি প্রমাণিত করিতে হইবে; নচেৎ ৪৫৭ ধারা খাটান যাইবে না। ২২ ই. ল. রি., কলি., ৩৯১, ৯৯৪ দেখ।

৪৫৭ ধারা।—যে অপরাধের জন্য কয়েদরূপ দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধ করিবার নিমিত্ত, যদি কেহ রাত্রিকালে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কি রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করে, তবে ঐ ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। যদি চুরি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ করা হয়, তবে কয়েদ হইবার কাল চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে।

অর্থ—৪৫৬ ধারার টীকা দেখ। আসামী রাত্রিতে ফরিয়াদীর বাটীতে ধৃত হয়। কিন্তু সে বলে যে ফরিয়াদীর স্ত্রীর সহিত প্রসক্তি করিবার জন্য সে তথায় গিয়াছিল। ফরিয়াদী, তাহার স্ত্রীর সহিত কুসংসর্গ করণাভিপ্রায়ে তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, এবম্প্রকার অভিযোগ না করিয়া কেবলমাত্র অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, বলিয়া আসামীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। এস্থলে মাজিষ্ট্রেট কেবল অনধিকার-প্রবেশের জন্য আসামীকে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্ট বলেন যে মাজিষ্ট্রেটের বিচার ঠিক হইয়াছে। কারণ, যে অপরাধের জন্য ফরিয়াদী নিজে অভিযোগ উপস্থিত করে নাই এবং যে অপরাধের অভিযোগ ফরিয়াদী স্বয়ং আনয়ন না করিলে মাজিষ্ট্রেট স্বতঃই গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন, তাহার জন্য আসামীকে দণ্ডিত না করায় মাজিষ্ট্রেটের অন্যায় হয় নাই। ৫ মা. রি, ৫। ইহার সহিত ৪৫১ ধারার টীকায় যে ২৩ ই. ল. রি., এলা., ৮৩ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ।

অভিযোগ—যে অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে আসামী পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে, অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ২ উ. রি., লি. ১৩।

দণ্ড—এসম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ। বেত্রাঘাত দণ্ড সম্বন্ধে ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ধারা দেখ।

৪৫৮ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে পীড়া দিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করিবার, কি কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার, অথবা কোন ব্যক্তির পীড়া কি তাহার প্রতি আক্রমণ কি অন্যায়মতে অবরোধ হইবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া, রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ করে কি রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহে-প্রবেশ করে, তবে সে চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৫৯ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কিম্বা দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ করণকালে কাহাকেও গুরুতর পীড়া দেয়, কিম্বা কাহারও প্রাণনাশ করিতে কি গুরুতর পীড়া দিতে উদ্যত হয়, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"করণকালে" শব্দগুলির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধারার লিখিত পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার উদ্যোগে (attempt) গুরুতর পীড়াদি দিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ▶ ই. ল. রি., এলা., ৬৪৯।

৪৬০ ধারা।—রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কিম্বা রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ করণকালে উক্ত অপরাধের দোষী কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও প্রাণনাশ করে কি গুরুতর পীড়া জন্মায়, কিম্বা প্রাণনাশ করিতে কি গুরুতর পীড়া দিতে উদ্যত হয়, তবে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার-প্রবেশ কিম্বা রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহ-প্রবেশ করিয়া ঐ অপরাধ যে সকল ব্যক্তি মিলিত হইয়া করে, তাহাদের প্রত্যেক জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা তাহারা দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহাদের অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—একজন সিঁদেল যাহার গৃহে সিঁদ কাটিতেছে তৎকর্ত্তৃক ধৃত হইবার সময় তাহাকে সিঁদকাটি দ্বারা আঘাত করিয়া প্রস্থান করে। হাইকোর্ট বলেন যে সিঁদকাটি সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র। সুতরাং গুরুতর পীড়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে বলিয়া সিঁদেলকে এই ধারামত দণ্ডিত করা হয়। ২ উ. বি., ৫২। ইহার সহিত ৪৫৯ ধারার টীকা দেখ। যে সকল ব্যক্তি মিলিত হইয়া ঐ অপরাধ করে তাহাদের প্রত্যেক জনই—(অর্থাৎ সকলের এক সাধারণ উদ্দেশ্য না থাকিলেও, ৩৫ ধারার ও এই ধারার মধ্যে এই প্রভেদ বুঝিতে হইবে)—সমান দণ্ডের যোগ্য হইবে। ১১ বে. ল. রি., ৩৫৫।

৪৬১ ধারা।—বন্ধকরা কোন আধারে (closed receptacle) কোন সম্পত্তি আছে কি থাকিতে পারে বোধ করিয়া, (believes to contain), যে কেহ শঠতা-ক্রমে কিম্বা অপকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহা ভগ্ন করে কি খুলে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৪৬২ ধারা।—যদি বন্ধকরা কোন আধার কাহারও জিম্মা করিয়া দেওয়া যায়, ও তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কিম্বা থাকিতে পারে বোধ করিয়া, যদি সেই ব্যক্তি তাহা খুলিবার অনুমতি না পাইয়া, শঠতাক্রমে কিম্বা অপকার করিবার অভি-প্রায়ে ঐ আধার ভগ্ন করে কিম্বা তাহা খুলিয়া ফেলে, তবে সেই ব্যক্তি তিন বৎস-রের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দলীল দস্তাবেজ সম্পর্কীয় এবং শিল্পব্যবসায়ীর কি স্বামিত্ব সূচক চিহ্ন সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

৪৬৩ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের কি ব্যক্তিবিশেষের অপচয় (ক্ষতি-damage) কি হানি (injury) করিবার, কি কোন দাওয়ার (claim) কি

স্বত্বের (title) পোষকতা করিবার, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি ত্যাগ করাইবার, কিম্বা স্পষ্ট কি ভাবতঃ কোন চুক্তি করাইবার অভিপ্রায়ে; কিম্বা প্রতারণা করিবার (to defraud) অভিপ্রায়ে, কি প্রতারণা (fraud may be committed) হয় এই অভিপ্রায়ে, কোন কৃত্রিম (false) দলীল কিম্বা দলীলের অংশ প্রস্তুত করে, তবে সে কৃত্রিম অর্থাৎ জাল-করণ দোষ করে।

অর্থ—(১) জালকরণ অপরাধে দুইটি বিষয় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। প্রথম—কৃত্রিম দলীল; দ্বিতীয়—হানি বা ক্ষতি করিবার বা দাওয়া কি স্বত্ব পোষক করিবার বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়। এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইলে জালকরণ অপরাধ হইবে না। ৪৬৪ ধারায় কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐ ধারার সমস্ত অংশে (clause এ) "প্রতারণাভাবে বা শঠতাক্রমে" শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রতারণা বা শঠতা জালকরণ অপরাধের ভিত্তিস্বরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ৪৬৩ ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে প্রতারণাভাবে বা শঠতাক্রমে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিলে জালকরণ অপরাধ হইবে। ইহার মধ্যে কোন একটি বিষয়ের অভাব থাকিলে, ৪৬৩ ধারা বর্ত্তিবে না। নিম্নে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তাহা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

কৃত্রিম দলীল—(২) ক খ'র গোমস্তা। খ'র সম্মতি না লইয়া ক খ'র নাম প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে কোন দলীলে ব্যবহার করিলে, সে কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করিল ও তাহার ধারার লিখিত অভিপ্রায় থাকায়, সে জাল করিল, বলিতে হইবে। সেইরূপ, যদি ক খ'র সম্মতি না লইয়া প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে একখানি ওকালতনামায় খ'র নাম ব-কলমে নিজে দস্তখত করিয়া দেয়, তাহা হইলে ক এই ধারার অপরাধ করিল। ৬ উ. রি., ৭৮। কিন্তু যদি দলীলখানি কৃত্রিম না হয়, মনে কর যদি মহাজনকে ফাঁকি দিবার জন্য কেহ একখানি বেনামি কবলা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে যদিও দলীলে লেখকের ফাঁকি দিবার অভিপ্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি দলীলখানি প্রকৃত বলিয়া তৎকর্ত্তৃক জালকরণ-অপরাধ কৃত হইল না। ৫ উ. রি., ২। পক্ষান্তরে মনে কর, আমি এক খানি মিথ্যা নিমন্ত্রণ পত্র প্রস্তুত করিয়া ক'র নিকট পাঠাই। এস্থলে যদিও দলীলখানি মিথ্যা তথাপি যখন আমার ধারার লিখিত কোন অভিপ্রায় ছিল না, কেবল তামাসা করিবার জন্য ঐরূপ করিয়াছি, তখন আমি জাল করিয়াছি বলিয়া অপরাধী নহি। ৩ উ. রি., ৮। ক একখানি সাদা কাগজে একটি জামিননামা লিখিয়া দেয়। পরে ঐ জামিননামা ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার আদেশ হয়। সেই আদেশানুসারে ক সাদা কাগজে যাহা লিখিত ছিল তাহা অবিকল এক খানি ষ্ট্যাম্প কাগজে নকল করে; সাদা কাগজে সাক্ষীরা নাম দস্তখত করিয়াছিল, ষ্ট্যাম্প কাগজে তাহারা দস্তখত করে নাই। ক তাহাদের নাম স্বহস্তে লিখিয়া দেয়। এস্থলে ক মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিল, কিন্তু যখন তাহার প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় ছিল না, তখন সে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়াই জাল করণ অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইল না। উ. প. রি., ১৮৫৪ খৃঃ ৯৫। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি হইয়াছে—ইহা গোপন করিবার জন্য আসামী তাহার আফিসের রিপোর্ট পরিবর্ত্তন করে। এস্থলে আসামী মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কাহারও হানি বা ক্ষতি বা কাহাকেও বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় না থাকায়, সে জাল করণ দোষে দোষী নহে। ২ উ. প. রি., ১১; ৬ উ. রি., ৫৬; ৪ ই. ল. রি., বো., ৬৫৭; ৫ ঐ, এলা., ৫৫৩, ২২১; ১১ ঐ, মা., ৪১১। ইহার সহিত ১৯২ ধারায় যে ৬ ই. ল. রি., এলা., ৪৫ নজির

দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। সে মোকদ্দমায় ক'কে জাল করিয়াছে বলিয়া অপরাধী করা যাইবে না। কিন্তু যদি হানি বা ক্ষতি বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আসামী ৪৬৮ ধারামত দণ্ডার্হ হইবে। ১৮ উ. রি., ৪৬। আসামী ক'র প্রণীত এক খানি Idiomsএর বহি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত বলিয়া সম্বাদ পত্রে ছাপায়। আরও বলে যে ঐ বহি যাঁহারা কিনিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলিকাতায় অমুক ঠিকানায় ক'র নামে মনি অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে পারেন। আসামী ক'র নাম দিয়া কলিকাতার পোষ্টমাষ্টারকে এই বলিয়া একখানি পত্র লেখে যে ক'র নামে যে সব মনি অর্ডার আসিবে সে সমস্ত অর্ডার রাজাম পোষ্ট আফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজামের পোষ্ট মাষ্টারকে লেখে যে ক'র নামীয় মনিঅর্ডারগুলি ক'র কেরাণী খ'কে দেওয়া হয়। পরিণামে আসামী খ'র নাম দস্তখত করিয়া নিজে কয়েকখানি ক'র নামীয় মনিঅর্ডারের টাকা গ্রহণ করে। প্রমাণ হয় যে ক ও খ কাল্পনিক ব্যক্তি মাত্র। এবং ইহাও প্রমাণ হয় যে ঐ আসামীর উক্ত Idiomsএর কোন বই বিক্রয়ার্থ ছিল না। এরূপ অবস্থায় আসামী ৪১৬ ধারা ও ৪৬৭ ও ৪৬৮ ধারার অপরাধ করিল বলিতে হইবে। ১৩ ই. ল. রি., মা., ২৭। ক খ'র নাম দস্তখত করিয়া একখানি দরখাস্ত কোন মামলাদারের নিকট পাঠায়। তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে ঐ দরখাস্ত পাইয়া মামলাদার খ'র প্রজার নিকট হইতে খাজানা যাহাতে সহজে আদায় হইতে পারে এমন উপায় করিয়া দিবেন। এস্থলে খ'র নাম ক দস্তখত করায় কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করা হইল সত্য; কিন্তু ক'র ধারার লিখিত কোন অভিপ্রায় না থাকায়, সে জালকরণ-অপরাধে অপরাধী নহে। ১১ বো. রি., ৩। কেবলমাত্র মিথ্যা বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কোন রিপোর্ট বা দলীল ফাট্‌কুট্ করিলে জাল করণ অপরাধ হইবে না। ৭ ই. ল. রি., এলা., ৪০৪, ৪৫৯; ১০ ই. ল. রি., কলি., ৫৮৪; ৮ ই. ল. রি., এলা., ৬৫৩। মনে কর, এক খানি খত ৬ই আগষ্টে লিখিত পঠিত হইল। রেজিষ্টরি করিতে হইলে ইহা ৪ মাসের মধ্যে রেজিষ্টরের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে। সুতরাং যদি ঐ ৪ মাসের ভিতর আনিবার অভিপ্রায়ে ৬ই আগষ্ট পরিবর্ত্তন করিয়া ২৬এ আগষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ১৯২ ধারার অপরাধ কৃত হইবে, এ ধারা খাটিবে না। ৬ ই. ল. রি., কলি., ৪৮২। আরও মনে কর, একখানি দলীলে কোন তালুকের তৌজি নম্বর লিখিত আছে, ঐ নম্বরটি প্রকৃত নহে; দলীলখানি আদালতে দাখিল করিবার সময় ঐ ভুল কাটিয়া প্রকৃত নম্বর বসান হইল। এস্থলে জাল করা হইল না। ৫ ই. ল. রি., এলা., ২১৭। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এরূপ স্থলে ১৯২ ধারা খাটিতে পারে। ৭ ই. ল. রি., মা., ২৮৯। এখানে ১৯২ ধারার টীকায় যে ২ ঐ., এলা., ১০৫ ও ২৫ ঐ., ঐ., ৭৫ নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক। আর একটি মোকদ্দমায় এইরূপ অবস্থা প্রমাণিত হয়। ক বদরকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আফিসে একজন নকল নবিস। ঐ আফিসে একটি কর্ম্ম খালি হইলে সে তন্নিমিত্ত দরখাস্ত করে এবং ঐ দরখাস্তের পৃষ্ঠে "দরখাস্তকারী কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত" লিখিয়া তাহার নিম্নভাগে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নাম নিজে লেখে। ঐ দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট মঞ্জুর করনার্থ পাঠান হয়। ক "দরখাস্তকারীকে বাহাল করা হইল" এই মর্ম্মে একখানি চিঠি প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে কালেক্টরের নাম নিজে লিখিয়া পত্রখানি ডেপুটি বাবুর নিকট উপস্থিত করায়। কালেক্টরের দস্তখত সম্বন্ধে ডেপুটি বাবুর সন্দেহ হয় এবং তিনি কালেক্টর বরাবর একখানি পত্র ডাকে প্রেরণ করেন। ক, তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রতারণার কার্য্য ধরা পড়িবার আশঙ্কায় ডেপুটি বাবুর নাম লিখিয়া আর একখানি পত্র পোষ্টাফিসে লেখে। এই পত্রের মর্ম্ম এই যে কালেক্টর সাহেব বরাবর ডিপুটি বাবু যে পত্র লিখিয়াছেন পোষ্ট মাষ্টার যেন ঐ পত্র

রওনা না করেন। এই অবস্থায় সেসন আদালত ক'কে এই তিনটি ব্যাপারের জন্যই জাল-করণ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। হাইকোর্ট বলেন যে আসামীর প্রথম দুইটি কার্য্য "শঠতাক্রমে" হইয়া থাকুক বা না থাকুক, তদ্দ্বারা তাহার "প্রতারণা" করিয়া, অর্থাৎ কালেক্টর ও ডেপুটি বাবুকে বঞ্চনা করিয়া কয়টি পাইবার উদ্দেশ্য ছিল ইহা প্রতীত হইতেছে। সুতরাং তদ্বারা এই ধারার অপরাধ কৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহার তৃতীয় কার্য্যটি ধারায় লিখিত কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ কৃত হয় নাই; নিজের পূর্ব্বকৃত প্রতারণার কার্য্য গোপন করিবার জন্য সে এই শেষ কার্যটি করিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহার উপর এধারা বর্ত্তিবে না। ১৩ ই. ল. রি., কলি., ৩৫২। ইহার সহিত ২২ ঐ., বো., ৭৬৮ দেখ।

"প্রতারণাপূর্ব্বক" ও "শঠতাক্রমে (৩)"—এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ২৪ ও ২৫ ও ৪১৫ ধারার টীকা দেখ। এ দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়—এক নহে, ইহা সম্প্রতি একটি মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট স্থির করিয়াছেন। ২২ ই. ল. রি., কলি, ৩১৩। এই নজিরে ১৩ ই. ল. রি., বো., ৫১৫ ও ১১ ই. ল. রি., মা., ৪১১ অনুসরণ করা হইয়াছে, কিন্তু অপর দুইটি নজির, অর্থাৎ ৫ ই. ল. রি., এলা, ২২১ এবং ৮ ই. ল. রি., এলা., ৬৫৩ অনুমোদিত হয় নাই। ইহার সহিত ২৫ ঐ., কলি., ৫১২, ও ৪১৬ ধারার টীকা দেখ। ২২ ই. ল. রি., বো., ৭৬৮ নজিরটিতেও এই মতটি অনুসৃত হইয়াছে। আরও ২১ ই. ল. রি., এলা., ১১৩; ২ ঐ., মা., ১২৬; ২৮ ঐ., মা., ৯০ দেখ। উপরের "কৃত্রিম দলীল" শীর্ষক টীকায় যে সব নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলিতে এই দুইটি শব্দের অর্থ একই ধরা হইয়াছে। কিন্তু হালের নজিরগুলিতে ঐ শব্দ দুইটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ এরূপ স্থির হইয়াছে। সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমায় প্রকাশ পায় যে ক'র স্ত্রী খ ক'র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায়। ক তাহার স্ত্রীর তল্লাসের জন্য পুলিসে জানায় ও গ নামক একজন উকিলকে তাহার স্ত্রীর সন্ধান করিতে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত করে। গ'র পুত্র ঘ পুলিস আফিসে কর্ম্ম করে, সে পুলিস সাহেবের নাম জাল করিয়া দুই খানি মিথ্যা হুকুমনামা বাহির করে। প্রথম খানিতে লিখিত থাকে যে খ শিবি নামক একটি স্ত্রীলোকের নিকট আছে এবং সবইন্‌স্পেক্টরের উপর এরূপ হুকুম দেওয়া হউক যে খ'কে ক'র নিকট দেওয়া হয়, দ্বিতীয় খানিতে কিড্‌গঞ্জের সব্‌ ইন্‌স্পেক্টরকে খ'কে ক'র নিকট দিতে হুকুম দেওয়া হয়। এরূপ স্থলে হাইকোর্ট বলেন যে ঘ ঐ দুই খানি হুকুমনামা তৈয়ার করায় প্রতারণাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছে। ২৮ ই. ল. রি., এলা., ৩৫৮। আরও মনে কর, আমার কতকগুলি আসল দাখিলা নষ্ট হইয়া যায়, পরে আমি ঐ সকল দাখিলার পরিবর্ত্তে অপর কতকগুলি দাখিলা প্রস্তুত করি। ইহাতে টাকা বা জমি জমার পরিমাণ সমস্তই ঠিক লিখিয়া দেই। এরূপস্থলে আমি জাল করিলাম বলা যাইবে না, কারণ ধারার লিখিত অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না। ৭ ই. ল. রি., এলা., ৪৫৯। কিন্তু মনে কর, আমার কোন বিষয়ে প্রকৃত অধিকার বা স্বত্ব আছে; ঐ সম্পত্তি পাইবার জন্য আমি খ'র নামে নালিশ করিলাম ও আমার প্রকৃত স্বত্ব দেখাইবার জন্য মিথ্যা করিয়া একখানি কাগজ প্রস্তুত করিলাম। এস্থলে আমি জালকরণ অপরাধে দোষী। ৯ ই. ল. রি., কলি, ৫৩।

আরও কয়েকটি নজির এখানে উদ্ধৃত করা গেল। ক, খ, গ, তিন জনে একখানি ডিক্রী পায়। ক একা খ ও গ ডিক্রীদারের সম্মতি না লইয়া তিন জনের পক্ষে একখানি ওকালতনামা দস্তখত করিয়া দিয়া ঘ'কে উকিল নিযুক্ত করে। পরে ক ঘ'কে এইরূপ উপদেশ দেয় যে তাহারা ডিক্রীর সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়াছে, ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা খারিজ করা যায়। ঘ সেই মর্ম্মে আদালতে এক দরখাস্ত করে। ক দেনদারের সহিত যোগ করিয়া নিজে বিক্রিং

টাকা লইয়া খ ও গ'কে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে একপ করিয়াছে প্রমাণিত হয়। এরূপ অবস্থায় ক জাল-করণ অপরাধে অবশ্য দণ্ডিত হইবে। ৬ উ. বি., ৭৮। আর একটি উদাহরণ। ক একজন পুলিষ জমাদার। তাহার অধীনস্থ পৌণ্ডে এক দিন ৭৩টি গরু প্রেরিত হয়। তিনি সেই দিন আপন পুলিষ বহিতে ৭৩টি গরু পৌণ্ডে আনিত হইয়াছে লিখিয়া রাখেন। পরদিন যাহার গরু পৌণ্ডে আনিত হইয়াছে তিনি আসিয়া ক'র সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করেন এবং উহার পর ক তাহার অধীনস্থ একজন কনষ্টেবলকে ৭৩ কাটিয়া ১৩ লিখিতে অনুরোধ করেন। কনষ্টেবল তাহা শুনিল না। তদনন্তর ক স্বয়ংই ৭৩ স্থানে ১৩ বসাইয়া দেয়। এস্থলে ক ৪৬৫ ধারামতে দণ্ডার্হ হইতেছে। ১১ উ. বি, ৪৪। আর একটি মোকদ্দায় আসামী কতকগুলি কাগজের সহিত একখানি এরূপ কাগজ তাহার উপরিতন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত করিয়া লয় যে কাগজের মর্ম্ম উক্ত স্বাক্ষরকারী দস্তখতের পূর্ব্বে জানিতে পারিলে তাহাতে দস্তখত করিতেন না। তজ্জন্য আসামী কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। হাইকোর্ট বলেন, স্বাক্ষরকারীর প্রতি আসামী কর্ত্তৃক এমন কোন বঞ্চনার কার্য্য করা হয় নাই যদ্দ্বারা স্বাক্ষরকারী উক্ত কাগজের মর্ম্ম অবগত হইতে না পারেন। সুতরাং আসামী অব্যাহতি পাইল। ৯ উ. রি., ২০। মনে কর, রেজেষ্টরি আফিসের কোন মুহুরি একখানি দলীলের পর পৃষ্ঠায় কতকগুলি মিথ্যা বিষয় লিখিয়া রেজিষ্টরের দ্বারা উক্ত লেখার নিম্নে স্বাক্ষর করাইয়া লয়। এস্থলে ৪৬৪ ধারার তৃতীয় ক্লজ অনুসারে আসামীকে কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করার নিমিত্ত দোষী করিতে হইলে, এরূপ প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামী কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া রেজিষ্টর ঐ লেখার মর্ম্ম না জানিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ২০ উ. বি., ৪৯। ক আপনাকে পাটওয়ারি বলিয়া পরিচয় দিয়া এক খানি দলীল লিখিয়া দেয়। দলীলে "ক পাটওয়ারি" শব্দ লিখিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যে সময় দলীল লেখাপড়া হয় তখন ক পাটওয়ারি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল না। এখানে দলীলখানিকে কৃত্রিম দলীল বলা যাইবে না। তবে যদি আপনাকে পাটওয়ারি বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহারও ভ্রম জন্মাইয়া শঠতাক্রমে কোন অন্যায় লাভ করিবার অভিপ্রায়ে ক ঐরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ৪১৫ ধারাগত দণ্ডিত হইবে। ২১ উ. রি., ৪১। আসামী ক কর্ত্তৃক সাদা কাগজে একখানি রসিদ স্বাক্ষরিত করাইয়া লয়। পরে উহাতে আপনি ১৯৮০ টাকার অঙ্ক বসাইয়া দেয়। এ অবস্থায় যদি ঐ অঙ্ক বসাইবার জন্য আসামী ক'র নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে দলীলটি কৃত্রিম হইল না; কিন্তু আসামী ঐরূপ ক্ষমতা না পাইয়া থাকিলে উহাকে কৃত্রিম বলা যাইবে। ১০ উ. রি., ৭। ক, খ যেরূপ দাখিলা ব্যবহার করে সেইরূপ কতকগুলি দাখিলা ছাপাইয়া আনে। খ বলে যে ঐসব দাখিলা দিয়া খ'র প্রজার নিকট হইতে ক টাকা আদায় করিয়া লইবার উদ্দেশে সে এইরূপ করিয়াছে। হাইকোর্ট বলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক ঐ সকল ছাপান ফরমে যাহা ২ লিখিবার আবশ্যক তাহা না লিখিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তদকর্ত্তৃক কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত হইল, একপ বলা যাইবে না। ৪৬৪ ধারার "প্রস্তুত" শব্দের অর্থে কতকগুলি কথা লেখা বা ছাপান বুঝায় না। সহি, মোহর বা দস্তখত না করিলে দলীল প্রস্তুত হইল, একপ বলা যাইবে না। ৭ ই. এ. বি., কলি., ৩৫২। এক খানি জাল দলীল প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এক খানি মুসবিদা করা হইল ও ষ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া ঐ মুসবিদা ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইল; কিন্তু সহি, মোহর বা দস্তখত হইবার পূর্ব্বেই আসামী ধরা পড়ে। অত্র অবস্থায় আসামী কর্ত্তৃক জাল দলীল প্রস্তুত হইল, অথবা ৫১১ ধারামত জাল করণের উদ্যোগ কৃত হইল, একপ বলা যাইবে না। তবে যদি আসামী অপর ব্যক্তির সহিত জোট বদ্ধ হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ১০৭ ধারার দ্বিতীয়

কৃতমত দায়ী হইতে পারে। ৩ ই. ল. রি., মা., ৫। সেইরূপ যদি কেহ কোন জাল দলীল লেখে এবং দলীল খানি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়, কিন্তু নিজে দলীল দাতার নামটি জাল না করে কি ঐ নাম জাল হইবার সময় তথায় উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে সে কেবল ১০৯ ধারামতে সহায়তাকারী বলিয়া দায়ী হইবে। ২৫ ই. ল. রি., কলি., ২০৭। আরও, ইনকমট্যাক্স এসেসরের হুকুমের বিরুদ্ধে ক কমিসনরের নিকট আপীল করে। আপীল করিবার নিয়মিত সময় অতিবাহিত হইলে পর, ক এসেসরের হুকুমের নকল পাইবার নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প দাখিল করিয়াছিল। কিন্তু সে আপীল আদালতে বলে যে সে উক্ত সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্প দাখিল করিয়াছে এবং সেই কথার পোষকতার নিমিত্ত একখানি সার্টিফিকেট বাহির করে। ঐ সার্টিফিকেটে সে শঠতাক্রমে আমলাদের সহিত যোগ করিয়া এমন একটি তারিখ বসাইয়া লইয়াছে যে তারিখ ধরিয়া আপীলের সময় গণ্য করিলে তাহার আপীলে তামাদী দোষ বর্ত্তিতে পারে না। এস্থলে ক জালকরণ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হয়। ১০ উ. রি., ২৩। উপরে যে ৬ ই. ল. রি., কলি., ৪৮২ নজির দেওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত এ নজিরটির সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

বিশেষ কথা—(৪) অভিপ্রায়; সম্পত্তি, দাওয়া—উপরে বলা হইয়াছে যে ৪৬৩ ধারার অপরাধে দুইটি বিষয় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। প্রথম ৪৬৪ ধারার লিখিত কৃত্রিম দলীল; দ্বিতীয় ৪৬৩ ধারার লিখিত কোন একটি অভিপ্রায়। এই দুইটি অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলেই এই ধারার অপরাধ সম্পন্ন হইল। (১) ঐ দলীল জনসমাজে বাহির হইল কি না, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। মনে কর, আসামী একজন মৃত ব্যক্তির নাম দিয়া এই মর্ম্মে একখানি দলীল প্রস্তুত করিয়াছে যে ক অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তিকে খুন করিয়াছে। এইরূপ দলীল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে উহা ক'কে দর্শাইয়া আসামী তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা অপহরণ করে। যখন সে এইরূপ দলীল লিখিতেছিল এমন সময় আসামী ধৃত হইয়া পড়ে। এস্থলে যদিও আসামীর লিখিত দলীলখানি কাহারও সমক্ষে বাহির করা হয় নাই, তথাপি আসামী জাল করণ অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইবে। ১০ উ. রি., ৬১; ৭ ই. ল. রি., কলি., ৩৫২। (২) এই ধারামত আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে ইহা দেখাইতে হইবে যে কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করিবার সময় আসামীর মনে ধারার লিখিত অভিপ্রায় বর্ত্তমান ছিল। ৭ কল্কা., ১২৫। মনে কর, ক এক জন প্রসিদ্ধ জালিয়াত। তাহাকে ধরিবার জন্য এক জন পুলিস ইনস্পেক্টর ষড়যন্ত্র করিয়া খ'কে ক'র নিকট পাঠায়। খ ক'কে বলে যে একখানি আদালতের নোটিষ জাল করিতে হইবে, কারণ সেই নোটিষ খ তাহার নিজের একটি মোকদ্দমায় দাখিল করিয়া আদালতে ভ্রম বিশ্বাস জন্মাইবেন স্থির করিয়াছেন। খ'র আদেশানুসারে ও তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া ক ২৫৲ টাকা লইয়া ঐরূপ জাল নোটিষ প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে খ'র কোন মোকদ্দমা ছিল না; সুতরাং উক্ত জাল নোটিষ আদালতে দাখিল করিয়া আদালত বা অপর কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করা সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে হাইকোর্ট বলেন, খ'র প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে কি না তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই; যখন জাল নোটিষ প্রস্তুত করিবার সময় ক'র মনে আদালতকে ঠকাইতে হইবে এরূপ অভিপ্রায় বর্ত্তমান ছিল, তখন ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক বা না হউক সে এধারামত অপরাধী হইবে। ১৪ ই. ল. রি., কলি., ৫১৬। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জাল করিবে তাহার মনে কি অভিপ্রায়, তাহার কি উদ্দেশ্য ইহাই দেখিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহাকে ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে, সে ব্যক্তির অভিপ্রায় ধরিয়া তাহার অপরাধের বিচার করা যাইবে না। আরও

দেখিতে হইবে যে আসামীর কার্য্যটি প্রধানতঃ ধারার লিখিত কোন একটি অভিপ্রায়ে কৃত হইয়াছে কি না। ঐরূপ অভিপ্রায় তাহার থাকিলেও থাকিতে পারে, অভিপ্রায়টি অনিশ্চিত, দূরবর্ত্তী (remote or less probable) এরূপস্থলে আসামী দায়ী হইবে না। ঐ অভিপ্রায়টি তাহার মুখ্য প্রধান অভিপ্রায় ও ঐ অভিপ্রায়েই যে কার্য্যটি করিয়াছে, এরূপ প্রতীত হইলেই সে অপরাধী। ৭ ই. ল. রি., এলা., ৬৬১; ৮ ঐ., ঐ., ৬৫৩; ৬ উ. মো., ৩৮৪। যদি কৃত্রিম দলীল লিখিবার সময় আসামীর ঐরূপ অভিপ্রায় না থাকে, অর্থাৎ পরে যদি তাহার মনে প্রতারণা করিবার ইচ্ছা উদিত হয়, তাহা হইলে আসামী এই ধারামত দণ্ডার্হ নহে। ৫ কল., ২৯১। ৪১৫ ধারার টীকা দেখ। (৩) এক মোকদ্দমায় এইরূপ স্থির হয় যে ধারার লিখিত "দাওয়া" শব্দে "সম্পত্তি সম্পর্কীয় দাওয়াই" কেবল বুঝাইতেছে, এমন নহে। স্ত্রী বা ছেলে পাইবার দাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার দাবি ইত্যাদি দাওয়াও এই শব্দের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। (৪) ধারায় যে "সম্পত্তি" ত্যাগ করাইবার কথা লিখিত আছে, কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করিবার সময় ঐ সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও (in other words, it is not necessary that the property should exist at the time when the false document was made, জাল-করণ অপরাধ হইতে পারে। আরও সার্টিফিকেট সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। ১৫ ই. ল. রি., এলা., ২১০।

দলীল—এ সম্বন্ধে ২৯ ধারা দেখ। যদি কোন লেখাপড়া আইনানুসারে প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করা বা ব্যবহৃত হইতে পারে না, তথাপি যদি লেখকের উহা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য বা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইতে পারে এ প্রকার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলেই ঐ লেখাপড়া "দলীল" শব্দের অন্তর্গত হইবে। ১০ উ. রি., ৬।

নকল জাল—দলীলের নকল সম্বন্ধে এই ধারার অপরাধ হইতে পারে কি না—এ সম্বন্ধে ফটিক বিশ্বাসের মোকদ্দমায় হাইকোর্ট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক। আসামী দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমায় কতকগুলি জরিপি চিঠার নকল দাখিল করে। পরে অপর একটি মোকদ্দমায় উক্ত নকলের জাবেদা নকল লইয়া দাখিল করিলে ঐ নকল মূল নকলের অবিকল অনুলিপি নহে, দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য আসামীর নামে জাল দলীল ব্যবহার করণাপরাধের অভিযোগ উপস্থিত হয়। হাইকোর্ট বলেন, ঐরূপ নকলকে কৃত্রিম দলীল বলা যাইতে পারে না। কারণ, উক্ত নকল মূল কাগজের অনুলিপি বলিয়া আদালতের সেরেস্তার কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত কর্ম্মচারীরাও জবান-বন্দি দিবার সময় বলিয়াছে যে আমরা ঐ জাবেদা নকলে দস্তখত করিয়াছি। যদিও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত নকল মূল কাগজের অনুলিপি নহে, তথাপি তাহারা যে ঐ নকল প্রস্তুত বা উহাতে দস্তখত করে নাই, এমন কোন প্রমাণ নাথতে নাই। সুতরাং ঐ নকলকে কৃত্রিম দলীল বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে আসামী উক্ত নকলের স্বাক্ষরকারীদের নিকট গিয়া তাহাদের মনে এরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দেয় যে ইহা মূল নকলের অনুলিপি, এবং ঐ ভ্রমবশতঃ যদি স্বাক্ষরকারীগণ উহাতে দস্তখত করিয়া থাকে, তাহা হইলে, ৪৬৪ ধারার তৃতীয় ক্লজ (clause) অনুসারে আসামী কর্ত্তৃক কৃত্রিম দলীল দস্তখত করা হইল বলিতে হইবে। প্রাণনাথ চৌধুরীর মোকদ্দমায় এতদ্বিষয়ক তর্ক উঠে। কএক খণ্ড জমি পাইবার নিমিত্ত একটি মোকদ্দমা উপস্থিত করে। ঐ মোকদ্দমায় আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য একখানি দানপত্রের ও একখানি জামিননামার নকল দাখিল করে। মূল দানপত্র ও

জামিননামা কাজির নিকট ছিল। বিচারকালে প্রকাশ পাইল যে যে সকল নকল দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে দুইজন অতিরিক্ত সাক্ষীর নাম বর্ত্তমান আছে। মূল দলীলে ঐ দুইজন সাক্ষীর নাম লিখিত নাই। সুতরাং ক ৪৬৩ ধারামত অভিযুক্ত হয়। এই অভিযোগের বিচারকালে আসামীর পক্ষ হইতে তর্ক করা হয় যে ৪৬৩ ধারা নকল সম্বন্ধে খাটিবে না, মূল দলীল সম্বন্ধেই কেবল উহা খাটিবে। প্রধান বিচারপতি পিকক্ সাহেব এই তর্ক খণ্ডন করিয়া বলেন যে "কোন দলীলের নকল বা নকলের কোন অংশ কৃত্রিম করিলে, তাহা এই ধারার লিখিত অপরাধের অর্থের ভিতর আসিবে। কোন দলীলের নকল স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে প্রকৃত নকল বলিয়া ৪৬৩ ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিবার জন্য যদি উহা শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে উক্ত কার্য্যটি ৪৬৩ ধারার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" মারস্যাল রি, ২৭০। ইহার সহিত ৬ উ. রি., ৪১ ও ৫ বো. বি., ৫৬ দেখ। মনে কর, আমি একখানি ডিক্রীর জাবেদা নকল আদালত হইতে বাহির করিয়া লইলাম। তারপর ঐ ডিক্রীর বিষয়াংশ এ ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে কাটকুট করিয়া ৪৬৪ ধারামত ডিক্রীটি কৃত্রিম করিলাম। সুতরাং আমি জালকরণাপরাধে অপরাধী। কিন্তু মনে কর, ক ১৯০৬ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া সার্টিফিকেট পাইল। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়া খ নকল করিয়া লইল; কেবল ক'র নাম না লিখিয়া ঐ নকলে খ'র নিজের নামটি লিখিল ও কর্ত্তৃপক্ষের (Registrar এর) স্বাক্ষর স্থানে "signed" বলিয়া তাঁহার নাম ও পদটিও নকল করিল। *"signed" শব্দ লেখায়, ঐ দস্তখত Registrar এর নিজের হাতের লেখা নহে, নকল দস্তখত এরূপ বুঝাইতেছে।* খ আদৌ বি. এ. পরীক্ষা দেয় নাই, বা ১৯০৬ সালে খ নামে কোন ব্যক্তিই রিপণ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে নাই। একটি কর্ম্ম খালি হওয়ায় ক ও খ উভয়েই দরখাস্ত করে ও দরখাস্তের সহিত ক নিজের প্রকৃত সার্টিফিকেট ও খ উক্ত নকল সার্টিফিকেট দাখিল করে, তদুপলক্ষে খ'র চতুরতা ধরা পড়ে। এ স্থলে খ এ ধারার অপরাধ করিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে কি না? খ এ ধারার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ৫ বো. রি., ৫৬ দেখ।

সহায়তা—ক'র পরামর্শে যদি খ কোন কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করে, তাহা হইলে ক ৪৬৩ ধারামত দণ্ডিত হইবে না; কারণ, তৎকর্ত্তৃক কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করা হয় নাই। ক ৪৬৩ ধারার অপরাধের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হইতে পারে। ১০ উ. রি., ৭। ১১৪ ধারার টীকা দেখ।

৪৬৪ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রকারের কর্ম্ম করে, তবে সে কৃত্রিম দলীল করে বলা যায়, অর্থাৎ,

প্রথম। যাহা দ্বারা কি যাহার অনুমতিতে (authority) কোন দলীল প্রস্তুত (made) হয় নাই, ও সহী (signed) মোহর (sealed) ও দস্তখত (executed) হয় নাই ইহা জ্ঞাত আছে, ও যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হয় নাই ও তাহাতে সহী, মোহর, ও দস্তখত হয় নাই ইহা অবগত আছে, সেই সময়ে সেই ব্যক্তির কি তাহার অনুমতিতে ঐ দলীল কি তাহার কোন অংশ প্রস্তুত করা গিয়াছিল ও তাহাতে সহী ও মোহর ও দস্তখত করা গিয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, যদি কেহ শঠতাক্রমে কি প্রতারণা করিয়া কোন দলীল কি দলীলের কোন অংশ করে,

কি তাহাতে সহী কি মোহর কি দস্তখত করে, কিম্বা দলীলে দস্তখত হইবার কোন চিহ্ন (mark) করে ; অথবা,

দ্বিতীয়। যদি কেহ আপনি কোন দলীল করিয়া তাহাতে দস্তখত করিলে পর (after it has been made or executed), কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দস্তখত হইলে পর আইনসিদ্ধ ক্ষমতাভিন্ন (without lawful authority) শঠতা কি প্রতারণাক্রমে ঐ দলীলের কোন গুরুতর (material) অংশ, রহিত করিয়া কি প্রকারান্তরে (by cancellation or otherwise), ঐ ব্যক্তির জীবৎমানে কি মরণান্তে (whether such person be living or dead), পরিবর্ত্তন (alters) করে ; অথবা,

তৃতীয়। কোন ব্যক্তি মনের বিকৃতি কি মত্ততাবস্থা প্রযুক্ত কোন দলীলের মর্ম্ম কি তাহা যেরূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা জানিতে পারে নাই, কিম্বা তাহার প্রতি বঞ্চনার কার্য্য হওয়া প্রযুক্ত জানে নাই, ইহা অবগত হইয়া যদি কেহ শঠতাভাবে কি প্রতারণাক্রমে সেই ব্যক্তিকে সেই দলীলে সহী কি মোহর কি দস্তখত করায়, কিম্বা সেই দলীল পরিবর্ত্তন করায়, তবে ঐ সকল স্থলে ঐ ব্যক্তি কৃত্রিম দলীল করে।

উদাহরণ।

(ক) যদু বলরামের উপর ১০,০০০ টাকার মাতব্বরীর নিমিত্ত এক বরাৎ চিঠি (letter of credit) আনন্দের নিকট দেয়। আনন্দ বলরামকে প্রতারণা করিয়া তাহার টাকা লইবার জন্য ঐ ১০,০০০ টাকা অঙ্কে আর এক শূন্য বৃদ্ধি করিয়া ১০০,০০০ টাকা করে, যদু ১০০০০০ টাকা লিখিয়াছিল বলরামের এমত বিশ্বাস হয় ঐ আনন্দের অভিপ্রায়। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(খ) যদুর কোন স্থাবর সম্পত্তি আনন্দ বলরামকে বিক্রয় করিয়া তাহার স্থানে মূল্যের টাকা লইবার অভিপ্রায়ে ঐ আনন্দ আপনার নামে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ পত্রস্বরূপ এক পত্রেতে (conveyance) যদুর অনুমতি বিনা (যদুর) মোহর বসায়। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(গ) বলরাম কোন মহাজনের উপর এক বরাৎ চিঠিতে (cheque) সহী করে, কিন্তু তাহাতে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখে নাই, ও যাহাকে টাকা দিতে হইবে এমত কোন ব্যক্তির নামও নির্দ্দিষ্ট করে নাই, কেবল যাহার হস্তে ঐ চিঠি থাকে, তাহাকে টাকা দিতে হইবে এই কথা লেখে। আনন্দ সেই চিঠি কুড়াইয়া পাইয়া প্রতারণাপূর্ব্বক তাহাতে দশ হাজার টাকা লেখে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ঘ) বলরাম আনন্দের গোমস্তা। আনন্দ কোন ব্যাঙ্কের উপর এক বরাৎ চিঠি বলরামের নামে লিখিয়া দেয়। তাহাতে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা নাই, কিন্তু বলরামকে বলে যে অমুক অমুক লোকের পাওনা টাকা দিবার জন্য দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোমার যত প্রয়োজন হয়, তাহা ঐ চিঠিতে লিখিয়া ব্যাঙ্ক হইতে লইতে পারিবে। বলরাম প্রতারণা করিয়া তাহাতে ২০,০০০ টাকা লেখে। বলরাম কৃত্রিম করে।

(ঙ) আনন্দ বলরামের অনুমতি না পাইয়া বলরামের যোগে (নামে) একখান হুণ্ডী আপনারই উপর লিখিয়া মনস্থ করে যে ঐ হুণ্ডী প্রকৃত বলিয়া কোন মহাজনের কাছে লইয়া

ধমকাইয়া এইক্ষণে টাকা লই, পরে হুণ্ডীর মিয়াদ পূর্ণ হইলে ঐ টাকা দিব। এস্থলে বলরামের মাতব্বরীতে (authority) ঐ হুণ্ডীর টাকা দেওয়া যাইতে পারে, আনন্দ মহাজনকে বঞ্চনা করিয়া তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ঐ হুণ্ডী প্রস্তুত করে। অতএব আনন্দ কৃত্রিম করণের অপরাধী হয়।

(ছ) যদুর উইলের মধ্যে এই কথা লেখা আছে, "আমি আদেশ করি যে আমার অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি আনন্দ ও বলরাম ও চাঁদের মধ্যে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া যায়।" আনন্দ শঠতাপূর্ব্বক বলরামের নাম বিলুপ্ত (erase) করিয়া অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি কেবল তাহাকে ও চাঁদকে দেওয়া গিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার মনস্থ করে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(জ) আনন্দ এক কেতা কোম্পানির কাগজের পৃষ্ঠে এই কথা লেখে, "ইহার টাকা যদুকে বিস্বা তাহার আজ্ঞামতে অন্যকে দেও," ও তাহাতে দস্তখৎ করে। বলরাম শঠতা-পূর্ব্বক ঐ কথা বিলুপ্ত করিয়া দেয়, কেবল আনন্দের দস্তখৎ মাত্র রাখে। তাহাতে ঐ টাকা কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রাপ্তিযোগ্য না হইয়া সাধারণের প্রাপ্তিযোগ্য (blank endorsement) করে। এস্থলে বলরাম কৃত্রিম করিয়াছে।

(ঝ) আনন্দ কোন স্থাবর সম্পত্তি যদুকে বিক্রয় করিয়া হস্তান্তরকরণপত্র লিখিয়া দিয়াছে। পরে সেই যদুকে প্রতারণা করিয়া ঐ সম্পত্তি লইবার অভিপ্রায়ে আনন্দ যে তারিখে সেই হস্তান্তরকরণ পত্র লিখিয়াছিল তাহার পূর্ব্বের ছয়মাসের তারিখ দিয়া সেই সম্পত্তির অন্য হস্তান্তরকরণপত্র লিখিয়া বলরামকে দেয়। ইহাতে তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে যদুকে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহা বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মায়। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ট) যদু আপনার উইল করিতে বাঞ্ছা করিয়া আনন্দের দ্বারা তাহা লেখায়। যদু যে ব্যক্তিকে আপনার সম্পত্তি দিয়া যাইতে চাহে, আনন্দ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার নাম উইলেতে না লিখিয়া অন্য ব্যক্তির নাম লিখে, কিন্তু যদুকে বলে যে তুমি যেমন আদেশ করিয়াছ, তদ্রূপ সকল লিখিয়াছি, তাহাতে যদু ঐ উইলে দস্তখৎ করে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ঠ) আনন্দ সচ্চরিত্র লোক, কিন্তু অভাবনীয় দুর্দৈবক্রমে বিপদে পতিত হইয়াছে, এই মর্ম্মের এক পত্র আনন্দ আপনি লিখিয়া ঐ পত্রদ্বারা যদু প্রভৃতির স্থানে, টাকা লইবার আশয়ে, তাহাতে বলরামের অনুমতি না পাইয়া তাহার (বলরামের) নাম দস্তখত করে। এই স্থলে যদু প্রভৃতি আপনাদের কোন দ্রব্য দেয়, এই কারণে আনন্দ কৃত্রিম দলীল করিয়াছে। অতএব আনন্দ কৃত্রিম করিয়াছে।

(ড) আনন্দ আপনার সচ্চরিত্রের প্রশংসাপত্র আপনি লিখিয়া যদুর নিকটে কর্ম্ম পাইবার আশয়ে, বলরামের অনুমতি বিনা ঐ পত্রেতে বলরামের নাম সহী করে। এই স্থলে তাহাকে স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ কর্ম্ম দিবার অঙ্গীকার যদু করে, এমত প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য আনন্দ কৃত্রিম প্রশংসাপত্র দ্বারা যদুকে প্রবঞ্চনা করিবার মনস্থ করে। ইহাতে আনন্দ কৃত্রিম করে।

১ অর্থের কথা।—স্থলবিশেষে ব্যক্তি স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিলেও তাহার কৃত্রিম-করণ দোষ হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে অন্য কোন ব্যক্তি হুণ্ডী দিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আনন্দ ঐ হুণ্ডীতে আপন নাম স্বাক্ষর করে। এস্থলে আনন্দ কৃত্রিম করে।

(খ) বলরাম কোন কাগজে যদুর নামে হুণ্ডী লেখে ও যদুর স্বীকার করা হুণ্ডীর মত বলরাম তাহা ব্যবহার করিতে পারে, এই কারণে আনন্দ কোন সাদা কাগজে 'স্বীকৃত' এই কথা লিখিয়া তাহাতে যদুর নাম স্বাক্ষর করে। আনন্দ কৃত্রিম করণের দোষী হয় ও বলরাম তাহা জানিয়া যদি আনন্দের অভিপ্রায়মতে ঐ কাগজে হুণ্ডী লিখিয়া দেয়, তবে বলরামও কৃত্রিম করণের দোষী হয়।

(গ) আনন্দ নামে কোন ব্যক্তির আজ্ঞামতে কোন হুণ্ডীর টাকা দেনা হয়। তাহা আনন্দ নামে অন্য ব্যক্তি কুড়াইয়া পায়, ও প্রকৃত যে আনন্দের আজ্ঞামতে ঐ টাকা দেনা হয় সে ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ অন্য আনন্দ তাহাতে স্বাক্ষর করে। ঐ আনন্দ কৃত্রিম করে।

(ঘ) ডিক্রী জারীক্রমে বলরামের কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে আনন্দ তাহা ক্রয় করে। বলরাম যদুর সঙ্গে যোগ করিয়া ঐ সম্পত্তির অত্যল্প (nominal) মালগুজারী (rent) নির্দ্ধারিত করে ও অনেক কালনিবন্ধে (অনেক দিন মিয়াদে) যদুর নামে পাট্টা করিয়া দেয়, ও ঐ সম্পত্তি যে দিবসে বিক্রয় হইয়াছিল তাহার ছয় মাস পূর্ব্বের তারিখ ঐ পাট্টাতে লিখিয়া দেয়; অভিপ্রায় এই যে, আনন্দকে প্রতারণা করিয়া, সেই সম্পত্তি ক্রোক হইবার পূর্ব্বে পাট্টা দেওয়া গিয়াছিল, এমত বিশ্বাস জন্মায়। বলরাম ঐ পাট্টায় আপনি স্বাক্ষর করিয়াছে, তথাপি অগ্রের তারিখ দেওয়াতে কৃত্রিম করিল।

(চ) আনন্দ নামক একজন ব্যবসায়ী তাহার ঋণপরিশোধাক্ষম (insolvent) হইবার উপক্রম হইয়াছে জানিয়া আপন লাভের জন্য ও মহাজনদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য আপনার কোন কোন দ্রব্য বলরামের নিকটে রাখে ও সেই কার্য্য অকৃত্রিম দেখাইবার জন্য সে বলরামের স্থানে যে টাকা পাইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবেক এই মর্ম্মের এক স্বীকৃতপত্র লিখিয়া বলরামকে দেয়, এবং তাহা যে তারিখে লিখিয়া দিয়াছিল তাহার পূর্ব্বের কোন তারিখ তাহাতে দেয়। অভিপ্রায় এই যে ঋণ পরিশোধাক্ষম হইবার উপক্রম হওনের পূর্ব্বে ঐ স্বীকৃতপত্র লিখিয়া দেওয়া গিয়াছিল এমত বিশ্বাস হয়। আনন্দ এই ধারার প্রথম লক্ষণানুসারে কৃত্রিম করে।

২ অর্থের কথা।—প্রকৃত কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন দলীল প্রস্তুত হইয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কল্পিত (fictitious) ব্যক্তির নামে কৃত্রিম দলীল করা কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবৎমানে দলীল করিয়া গিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মৃত ব্যক্তির নামে কৃত্রিম দলীল করা কৃত্রিমকরণ দোষ গণ্য হইতে পারে।

উদাহরণ।

আনন্দ কল্পিত কোন ব্যক্তির নামে হুণ্ডী করে ও তাহার ব্যবহার হইবার অভিপ্রায়ে ঐ কল্পিত ব্যক্তির নামে প্রতারণা করিয়া ঐ হুণ্ডী স্বীকার করে। আনন্দ কৃত্রিম করে।

অর্থ—১৯২ ধারার টীকা ও ৪৬৩ ধারার কৃত্রিম দলীল শীর্ষক টীকা দেখ। ধারায় ও অর্থের কথার নিচে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই "কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করা" শব্দগুলির অর্থ কি তাহা বুঝা যায়। তবে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) "শঠতাক্রমে" বা "প্রতারণাপূর্ব্বক" দলীল খানি প্রস্তুত না করিলে বা তৈয়ারী দলীল পরিবর্ত্তন না করিলে, বা বিকৃতমনা বা এবম্বিধ কোন ব্যক্তিকে দলীলে সহি বা দস্তখতাদি না

করাইলে, কৃত্রিম দলীল করা হইল এরূপ বলা যাইবে না। ধারার প্রত্যেক দফাতেই "শঠতা-ক্রমে" বা "প্রতারণাপূর্ব্বক" শব্দগুলি লিখিত আছে। এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪৬৩ ধারার টীকা দেখ। (২) প্রথম দফার লিখিত "প্রস্তুত" (made) বা "দস্তখত" (executed) শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভক্ত টাকায় যে ৭ ই. ল. রি., কলি., ৩৫২, ও ৩ ঐ., মা., ৫ নজির দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। সুতরাং যদি কেহ কোন কল্পিত বা মৃত ব্যক্তির লিখিয়া দেওয়া এক খানি মিথ্যা কবালা লেখে, কিন্তু পরে ঐ দলীলে মৃত বা কল্পিত ব্যক্তির দস্তখত অপর কেহ করে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লেখক যদি ঐ দস্তখত করণের সময় উপস্থিত না থাকে বা তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করা হইল বলা যাইবে না; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ দলীলে মৃত বা কল্পিত ব্যক্তির দস্তখত লেখা বা বসান না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ৪৬৪ ধারার প্রথম দফানুসারে কৃত্রিম দলীল করা হইল এরূপ বলা যাইতে পারে না। ২৫ ই. ল. রি., কলি., ২০৭, ও ১৬ ঐ., এলা., ৪০৯ দেখ। সুতরাং যে সব দলীল এরূপ প্রস্তুত করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে জালকরণ অপরাধ হইতে পারে না। মনে কর, ক ও খ উভয়ের মধ্যে দেনা পাওনা আছে। উহাদের হিসাব মোকাবিলা করিয়া উভয়ে একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া উহাতে দস্তখত করিল। ঐ ফর্দ্দ যদি ক কি খ শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক অন্যের অজ্ঞাতে কিছু কাট্‌কুট্‌ করে, তাহা হইলে সে ৪৬৪ ধারামতে কৃত্রিম দলীল করিল। কিন্তু ক বা খ যদি কারবারের দৈনিক খাতায় কিছু মিথ্যা করিয়া লিখিয়া রাখে, তাহা হইলে সে ১৯২ ধারামতে দায়ী হইবে, সে এ ধারামত কৃত্রিম দলীল করিল এরূপ বলা যাইবে না। কবালা প্রভৃতি দলীলের ন্যায় ঐরূপ খাতায় কাহারও সহি বা দস্তখতের আবশ্যক হয় নাই। ৭ কলি. বি., ৩৬৫ ও ১৯২ ধারার টীকা দেখ। (৩) দ্বিতীয় দফায় প্রস্তুত ও দস্তখত করা দলীল পরিবর্ত্তন বা কাট্‌কুট্‌ করার কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ দলীল খানি প্রকৃত; তবে প্রস্তুত হইবার পর উহাতে কাট্‌কুট্‌ বা পরিবর্ত্তন করিলে উহা কৃত্রিম হইয়া পড়িল। স্মরণ রাখিতে হইবে আবশ্যকীয় মূল বৃত্তান্ত ঘটিত (material) অংশ কাট্‌কুট্‌ বা পরিবর্ত্তন করিলেই, দলীলখানি কৃত্রিম দলীল বলিয়া গণ্য হইবে, নচেৎ নহে। ৫ ই. ল. রি., এলা., ২১৭, ও ৬ ঐ., কলি., ৪৮২ দেখ। (৪) তৃতীয় দফা সম্বন্ধে ৪৬৩ ধারার "কৃত্রিম দলীল" শীর্ষক টীকায় যে ৯ উ. রি., ২০ ও ২০ ঐ., ৪৯ নজির দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। (৫) স্থল বিশেষে নিজের নাম সহি করিলেও কৃত্রিম করণ দোষ হয়। ১ অর্থের কথা ও উদাহরণ দেখ। (৬) সেইরূপ মৃত বা কাল্পনিক কোন ব্যক্তির নামে দলীল করিলেও ঐ দোষ হয়। ২ অর্থের কথা ও উদাহরণ, ও ২ বে. ল. বি., ১২, ও ১৩ ই. ল. রি., মা., ২৭ দেখ। (৭) ক খ'কে প্রকৃতপক্ষে এক খণ্ড জমি বিক্রয় করিয়া একখানি কবালা লিখিয়া-দস্তখত ও রেজেষ্টারি করিয়া দিল। দলীলের ভিতর ক দুই একটি কথা মিথ্যা করিয়া লিখিয়া দেয়। এস্থলে ক কৃত্রিম দলীল করিল এরূপ বলা যাইবে না। কারণ, ক'র কার্য্য ধারার লিখিত কোন দফার ভিতর পড়িতেছে না। (৮) দলীলের নকল সম্বন্ধে এ ধারা বর্ত্তিবে কি না, ইহা ৪৬৩ ধারার টীকায় দেখান হইয়াছে। সেইরূপ অবস্থা বিশেষে দলীলের মুসবিদাও (draft) এ ধারামত কৃত্রিম করা যাইতে পারে। ২ বে. ল. রি., ১২ দেখ। (৯) এ ধারামত কৃত্রিম দলীল করিলেই ৪৬৩ ধারার অপরাধ হইবে না। ৪৬৩ ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে, অন্য অভিপ্রায়ে নহে, এ ধারামত কৃত্রিম দলীল করিলেই জালকরণ অপরাধ হইবে। অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক বা না হউক, দলীলখানি অভিপ্রেত কার্য্যে ব্যবহৃত হউক বা না হউক, উল্লিখিত অভিপ্রায়ে কৃত্রিম দলীল করিলেই অপরাধটি সম্পন্ন হইল বুঝিতে হইবে।

৪৬৫ ধারা।—যে কেহ কৃত্রিম করে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অভিযোগ—অভিযোগপত্রে অপরাধের ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই। কেবল মাত্র অমুক ব্যক্তি অমুক দলীলের অমুক অংশ জাল করিয়াছে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ৮ ঊ. রি., লি., ৭। যদি আসামী ভিন্ন ভিন্ন দলীল জাল করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক দলীল সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। ২ ঊ. রি., লি., ১৮।

অনুমতি—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারানুসারে এই আইনের ৪৬৩, ৪৭১, ৪৭৫, ৪৭৬ ধারার লিখিত দলীল সম্বন্ধে কোন অপরাধের বা তাহার উদ্যোগ বা সহায়তাকরণ অপরাধের অভিযোগ আনিতে হইলে যে আদালতে উক্ত দলীল প্রমাণস্বরূপে দাখিল করা যাইবে, ঐ আদালতের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। অথবা ফৌ. কা. বি. আইনের ৪৭৬ ধারামত আদালতের হুকুমের আবশ্যক। "আদালত" শব্দে অনুমতি প্রদান সম্বন্ধে দেওয়ানী, রেবিনিউ, ফৌজদারী আদালত বুঝাইতেছে। ১ ঊ. রি. ৪৭; ফৌ. কা. বি. আ., ১৯৫ ধারা। ফৌ. কা. বি. আইনের ৪৭৬ ধারায় ঐ তিনটি প্রকার আদালতের উল্লেখ আছে। কিন্তু যদি রেবিনিউ কোর্টস্বরূপে কার্য্য না করণ সময়ে কালেক্টরের নিকটে কোন দলীল দাখিল হয়, ঐ দলীল সম্বন্ধে ৪৬৩ প্রভৃতি ধারার লিখিত অপরাধের অভিযোগ করিতে হইলে অনুমতি লইবার আবশ্যক নাই। ৮ ঊ. রি., ২। রেজিষ্টরি আইনের সময় "রেজিষ্ট্রার" বা "সব-রেজিষ্ট্রার" ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারার লিখিত "আদালত" বলিয়া গণ্য নহে। যে জাল দলীল দাখিল বা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার হইবে তৎসম্বন্ধে ৪৬৩ প্রভৃতি ধারার লিখিত অপরাধের অভিযোগ করিতে হইলে ফৌ. কা. বি. আ., ১৯৫ ধারামত অনুমতি বা ঐ আইনের ৪৭৬ ধারামত হুকুম আবশ্যক। আর কয়েকটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। (১) ঐ ১৯৫ ধারায় ৪৬৩ ধারার উল্লেখ করায় সর্ব্বপ্রকার জালকরণ, অর্থাৎ ৪৬৫-৪৬৯ ধারার অপরাধও বুঝাইতেছে। ১২ ই. ল. রি., বো., ৩৮। (২) ঐ ১৯৫ ধারা মোকদ্দমার পক্ষদিগের উপর খাটিবে, কিন্তু ৪৭৬ প্রভৃতি ধারা পক্ষ বা সাক্ষী, অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহারই উপর বর্ত্তিবে। ২২ ই. ল. রি., কলি., ১০০৪। (৩) ৪৭৬ ধারায় কেবল জুডিসিয়াল্ প্রোসিডিংএর উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫ ধারায় "যে কোন (any) প্রোসিডিং" কথাগুলি লিখিত হইয়াছে। অনুমতি কিরূপ ভাবে দেওয়া হইবে, কোন বিশেষ ধারার উল্লেখ না করিয়া সাধারণতঃ অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে কি না, অভিযোগ উপস্থিত করিবার অগ্রে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে কি না, বা কোন্ আদালতের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়সম্বন্ধে ১৯৩ ও ২১১ ধারার যে টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখা আবশ্যক। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৭৬। ৪৭৮ ধারায় যেরূপ তদন্তের নিয়ম আছে সেইরূপ তদন্ত না করিয়া দেওয়ানী আদালত কোন ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি আইনের ৪৭১, ৪৬৫ ও ১৯১ ধারার অপরাধের নিমিত্ত বিচারের জন্য সেসন আদালতে সোপর্দ্দ করিতে পারেন না। ২২ ঊ. রি., ৫২। কিন্তু অবস্থানুসারে, পূর্ব্বে কোন তদন্ত না করিয়া ৪৭৬ ধারার লিখিত আদালত আসামীকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলে, তাহা অবৈধ হইবে না। ২০ ই. ল. রি., কলি., ৪৭৪; ১৫ ঐ., এলা., ৩৯২।

প্রমাণ—৪৬৩ ধারার টীকায় যে দুইটি বিষয় জালকরণ অপরাধের উপাদান বলিয়া লিখিত

হইয়াছে, সেই দুইটি বিষয়ই প্রমাণিত করিতে হইবে। ১০ উ. রি., ৭। এই অপরাধের সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। প্রায়ই অবস্থাঘটিত প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়া থাকে। জালের মোকদ্দমা দায়রায় বিচার হইলে জাল দলীল খানি সেসন আদালতের মোকদ্দমার নথিস্থ করিতে হইবে। সোপর্দ্দকারী আদালতের নথির সহিত উহা রাখা যাইবে না। ৭ উ. রি., ১১২। দেওয়ানী আদালতে কোন দলীল জাল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে, সেই রায় ফৌজদারী আদালতে জালকরণ অপরাধের বিচারকালে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ৬ ই. ল. রি., কলি., ২৪৭। ১৮৭২ সালের ১ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে হস্তাক্ষর মিলাইবার সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম ছিল যে যে লিখন আসামী নিজ হস্তাক্ষর বলিয়া স্বীকার না করিবে, তাহার সহিত বিচার্য্য লেখা মিলাইতে পারা যাইবে না। ৬ উ. রি., ৬; ৮ ঐ., ১২। কিন্তু ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৭৩ ধারা অনুসারে আসামী কোন লেখা নিজ হস্তাক্ষর বলিয়া স্বীকার করুক বা না করুক, যদি ঐ লেখা আসামীর হস্তাক্ষর বলিয়া আদালতে সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ঐ লেখার সহিত বিচার্য্য লেখা মিলাইতে পারা যাইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে যে দলীল জাল করিয়াছে বলিয়া আসামী অভিযুক্ত হয়, সেই দলীল আদালতে দাখিল না হইলে উক্ত অভিযোগ দাঁড়াইবে না। দলীলে কি লেখা বা দলীলে কোন কাটা-কুটি বা পরিবর্ত্তন ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারে না। উ. আ. রি., ১৮৩৮ খৃঃ, ১১২। কিন্তু এ মতটি ভুল বলিয়া বিবেচনা হয়। মৃত দেহ না পাইলে যেমন খুনকরণাভিযোগের বিচার চলিতে পারে, তেমনি জাল দলীলখানি আদালতের সমক্ষে না থাকিলেও জাল করণাপরাধের বিচার চলিতে পারে। মনে কর, আসামী একখানি ডিক্রীর নকল জাল করিয়া ঐ জাল নকল সহ ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিল। পরে ডিক্রীর নকল জাল করা হইয়াছে ইহা প্রকাশ হইবার আশঙ্কায় আদালতের আমলাগণের সহিত যোগ করিয়া আসামী ঐ ডিক্রীজারীর নথি হইতে ঐ জাল নকলখানি বাহির করিয়া লয়। বাচনিক প্রমাণ দ্বারা যদি ইহা সাব্যস্ত হয় যে উক্ত নকলের অমুক অংশ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল,—অর্থাৎ ঐ নকলের অমুক অংশ মূল ডিক্রীর সহিত অনৈক্য, ও আসামী যখন ঐ নকল ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বে আদালত হইতে গ্রহণ করে তখন উহাতে ঐরূপ পরিবর্ত্তন ছিল না, আরও ঐ নকল প্রাপ্ত হওয়া অবধি ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করার তারিখ পর্য্যন্ত ঐ নকল বরাবর আসামীর নিকট ছিল, এবং ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিবার সময় আদালতে উক্ত নকলে কাটা-কুটি দেখিয়া আসামীকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করায় সে উহা প্রকৃত থাকা বলিয়াছিল, তাহা হইলে আসামী কেন যে ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডিত না হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায় না। একখানি দলীল জাল করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। বিচার অন্তে সে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইল। ঐ অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে অপর একখানি জাল দলীল দাখিল করা হয়। ফরিয়াদী বলে যে আসামী শেষোক্ত দলীলখানিও জাল করিয়াছে। ঐ দুই দলীলে আসামীর যে হস্তাক্ষর আছে তাহা তাহার স্বীকৃত কোন হস্তাক্ষরের সহিত মিলাইলে উভয় দলীলই জাল প্রতিপন্ন হইবে। বিচারকালে দুইখানি দলীল সম্বন্ধেই প্রমাণ দেওয়া হয়। আসামী খালাস পাইলে পর, তাহার উপর অপর দলীলখানি সম্বন্ধে পুনরায় অভিযোগ উপস্থিত করা হয় ও তাহাতে সে দোষী সাব্যস্ত হয়। দণ্ডাজ্ঞা বাহাল রাখিয়া, হাইকোর্ট বলেন যে এরূপ অবস্থায় প্রথমোক্ত দলীল সম্বন্ধে আসামী খালাস পাইয়াছে বলিয়া, শেষোক্ত দলীল সম্বন্ধেও আসামী নির্দ্দোষী এরূপ বলা যাইতে পারে না। জজ মার্কবি সাহেব এই মতের অনুমোদন করেন নাই। ৭ উ. রি., ১৫। কিন্তু উক্ত প্রথম অভিযোগের বিচারের

সময় দ্বিতীয় দলীল খানি জাল অথবা আসামীর নিকট অন্যান্য জাল দলীল পাওয়া গিয়াছে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। ১১ বো. রি., ৯০ ; ১৫ ই. ল. রি., বো., ১৮৯ দেখ। তবে যদি অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রকাশ পায় যে আসামী ও অন্যান্য লোক ষড়যন্ত্র করিয়া ঐরূপ দলীল জাল করিয়া থাকে, তাহা হইলে ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০, ১১, ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে ঐরূপ প্রমাণ গ্রহণ করা যাইবে। ১৬ ঐ., ঐ., ৪১৪, ৪৩১ দেখ।

৪৬৬ ধারা।—আদালত সম্পর্কীয় কোন কাগজ কি রুবকারীরূপে কথিত (record or proceeding of or in a court of justice) কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপে ঐ কার্য্যকারকের রক্ষিত জন্মের কি খৃষ্টীয় জলসংস্কারের (baptism) কি বিবাহের কি সমাধি অর্থাৎ কবর (burial) দেওনের, রেজেষ্টরিরূপে কথিত কোন দলীল, কিম্বা যে কোন সার্টিফিকেট কি দলীল রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদোপলক্ষে করিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কি তাহার জবাব (defend) দিবার কি তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিবার কি দাওয়া স্বীকার (confess judgment) করিবার ক্ষমতাপত্র কি মোক্তারনামা যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—৪৬৬-৪৬৭ ধারায় দলীল-বিশেষের জালকরণ ও ৪৬৮ ও ৪৬৯ ধারায় উদ্দেশ্য (purpose) বিশেষে জাল করা অপরাধের কথা বলা হইয়াছে। রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক কৃত কোন দলীল তাহার দস্তখত ও মোহর অস্পষ্ট থাকিলেও যদি ঐ দলীল দেখিয়া এরূপ প্রতীত হয় যে উহা রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইলেই ঐ দলীল এই ধারার লিখিত দলীল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ৫ উ. রি., ৯৬। ক একজন কালেক্টরীর তাইদ-নবীস। সে কোন জমিদারী বাকি খাজনার দায়ে বিক্রয় না হয়, এই অভিপ্রায়ে আপনার বহিতে উহার খাজনা আদায় হইয়াছে, লিখিয়া রাখিল। পরে প্রকাশ পায় যে প্রকৃতপক্ষে খাজনা আদায় হয় নাই। ক মিথ্যা করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছে। হাইকোর্ট বলেন, এরূপ স্থলে সে জালকরণ অপরাধে অপরাধী নহে, তাহাকে ১৯২ ধারামতে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ৭ কলি. রি., ৩৫৬।

৪৬৭ ধারা।—মূল্যবান নিদর্শনপত্র, কি গৌণ বিভাগপত্র অর্থাৎ উইল, কি দত্তক পুত্র করিবার অনুমতিপত্ররূপে যাহা দৃষ্ট হয়, (which purports to be) কিম্বা কোন ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র করিবার কি তাহা হস্তান্তর করিবার কিম্বা সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট আসল টাকা কি সুদ কি ডিবিডেণ্ট (dividends) আদায় করিবার কিম্বা কোন টাকা কি অস্থাবর দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র গ্রহণ করিবার কি সমর্পণ (delivery) করিবার ক্ষমতা প্রদানের পত্ররূপে যাহা দৃষ্ট হয়, কিম্বা ফারখত (acquittance) কি টাকা পাইবার (প্রাপ্তি স্বীকারের) রসীদ বলিয়া যাহা দৃষ্ট হয় এমত দলীল, কিম্বা কোন অস্থাবর দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র সমর্পণের ফারখত কি রসীদ (বলিয়া দৃষ্ট হয় এমত দলীল) যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ-দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশ বৎসরের

অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থ—"নিদর্শন পত্র" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৩০ ধারার টীকা দেখ। যাহা দৃষ্ট হয় (which purports to be) শব্দগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে কর এক খানি ১০৲ টাকার উপরের কবলা রেজিষ্টরি করা হয় নাই। রেজিষ্টরি করা না হইলে, ঐ কবলা সিদ্ধ নহে; অর্থাৎ উহাকে মূল্যবান নিদর্শন পত্র বলা যাইবে না। কিন্তু রেজিষ্টরি না হইয়া থাকিলেও ঐ কবলা এই ধারামত "মূল্যবান নিদর্শন রূপে দৃষ্ট হয়" শব্দের ভিতর পড়িবে। এবং কেহ ঐরূপ রেজেষ্টরি কবলা জাল করিলে সে এই ধারানুসারে দায়ী হইবে। ২৫ ই. ল. রি., কলি., ২০৭। কালেক্টরীর "চালান" শঠতাক্রমে পরিবর্ত্তন করিলে আসামী এই ধারামত দণ্ডিত হইবে। উ, রি., ১৮৬৪ খৃঃ ১২২। এই মোকদ্দমায় ঐরূপ "চালান" ধারার লিখিত টাকা গ্রহণ বা সমর্পণ করিবার ক্ষমতা প্রদর্শন পত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে দলীলখানি ধারার লিখিত কোন এক প্রকারের দলীল হওয়া আবশ্যক। অপর প্রকারের দলীল সম্বন্ধে এ ধারা খাটিবে না। সুতরাং অভিযোগপত্রে ধারার লিখিত কোন্ প্রকারের দলীল ইহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। ১ উ. রি., লি., ৯; ৩ উ. রি., লি., ৭।

৪৬৮ ধারা।—কৃত্রিম দলীল দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা যায় (বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে for the purpose of cheating, ব্যবহার করিবার) এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—ক খ'র কাগজপত্র রাখে। খ তাহার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা যাহাতে না পায় তদভিপ্রায়ে ক খ'র খাতাপত্রে মিথ্যা হিসাব লিখিয়া রাখে। এস্থলে ক এই ধারামত দণ্ডার্হ হইতেছে। ১৮ উ. রি., ৪৬। ইহার সহিত ৪৭৭-ক ধারা দেখ। আরও ১৩ ই. ল. রি., মা., ২৭ দেখ।

৪৬৯ ধারা।—কৃত্রিম দলীল দ্বারা কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির (reputation) হানি হয় এই অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই দলীল সেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যবহার হইতে পারে এই জ্ঞানে, যদি কেহ কৃত্রিম করে, তবে সে তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

১০ উ. রি., ৬১ দেখ।

৪৭০ ধারা—যে কোন দলীল সমুদয় কি এক অংশ কৃত্রিম করণের দ্বারা প্রস্তুত করা যায়, তাহা কৃত্রিম দলীল নামে কহা যায়।

৪৭১ ধারা।—যদি কেহ কোন দলীল কৃত্রিম জানিয়া কি এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া সেই দলীল প্রকৃত বলিয়া প্রতারণাক্রমে কি শঠতাভাবে ব্যবহার করে, তবে আপনি সেই দলীল করিলে তাহার যে দণ্ড হইত (তাহার) সেই দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারার অপরাধে চারিটি বিষয় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। ১ম.—যে দলীল ব্যবহৃত হইবে সে দলীল খানি জাল দলীল। ২য়.—আসামী ঐ দলীল ব্যবহার করিয়াছে।

৩য়.—ব্যবহার করিবার সময়ে সে ঐ দলীল জাল বলিয়া জানিত বা তাহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। ৪র্থ—প্রতারণা কি শঠতাভাবে সে ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন একটির অভাব থাকিলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। ৯ ই. ল. রি., কলি., ৫৩। এই মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে তর্ক উঠে যে আসামী মুনসেফি আদালতে আপন পক্ষ সমর্থনার্থ যে কৃত্রিম দলীল দাখিল করিয়াছিল তাহা তাহার দাখিল করিবার কোন প্রয়োজন না থাকায়, অর্থাৎ বিনা দলীলে সে দেওয়ানী আদালতে আপন পক্ষ সমর্থন করিতে পারিত বলিয়া তাহার কর্ত্তৃক ঐ দলীল প্রতারণাক্রমে বা শঠতাভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। হাইকোর্ট বলেন, আসামীর ঐ দলীল দাখিল করিবার প্রয়োজন ছিল কি না দেখিবার আবশ্যক নাই; যখন সে ব্যবহার করিয়াছে তখন তাহার প্রতারণা করার অভিপ্রায় ছিল ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু মনে কর, ক কতকগুলি দাখিলা হারায়, পরে সে প্রকৃত দাখিলার জমি জমা ও টাকা ঠিক রাখিয়া নূতন দাখিলা প্রস্তুত করিয়া একটি বাকি খাজনার মোকদ্দমায় দাখিল করে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন যে এরূপ স্থলে আসামী প্রতারণাক্রমে বা শঠতাভাবে জাল দলীল করিল এরূপ বলা যাইবে না। ৭ ই. ল. রি., এলা., ৪৫৯। প্রতারণাক্রমে বা শঠতাভাবে জাল দলীল ব্যবহার করিলেই এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। যদি প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে বা শঠতাক্রমে জাল দলীল জানিয়া শুনিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলেই আসামী দণ্ডিত হইবে। ১৭ উ. রি, ৩২। মনে কর, আসামী কোন মোকদ্দমায় কতকগুলি দলীল দাখিল করিল। ঐ সমস্ত দলীলের মধ্যে কোন কোন দলীলে তারিখ কাটিয়া অন্য তারিখ বসান হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন করিবার কি কারণ তাহা প্রমাণিত হইল না। উহা দ্বারা কাহাকেও বঞ্চিত বা প্রতারিত করিবার অভিপ্রায় যে আসামীর ছিল, তাহাও দৃষ্ট হইল না। সুতরাং আসামী এই ধারামত দণ্ডিত হইল না। ৮ উ. রি., ৮১। একজন চাষা লিখিতে বা পড়িতে জানে না। সে একটি মোকদ্দমায় একখানি জাল দলীল দাখিল করিয়া বলে যে উহা একখানি খত হইতেছে, ও ঐ খত মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া সে উক্ত মহাজনের নিকট হইতে পাইয়াছে। এস্থলে আসামীর মন্দ অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং সে এই ধারামত দণ্ডার্হ নহে। ১৭ উ. রি., ৩২। আসামী একখানি জাল দলীল দাখিল করিল। যদি উক্ত জাল দলীল প্রকৃত বলিয়া আদালত বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আসামীর উপকার হইবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় জাল দলীল দাখিল করিলে ধরা যাইতে পারে যে আসামী জানিয়া শুনিয়া জাল দলীল দাখিল করিয়াছে। উ. প. রি., ১৮৬২ খৃঃ, ৪৫৭। "বিশ্বাস" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ৪১১ ধারারও "কৃত্রিম" দলীল সম্বন্ধে ৪৬৩। ৪৬৪ ধারার টীকা দেখ।

ব্যবহার করা—রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত রেজিষ্ট্রারের সমক্ষে দলীল দাখিল করিলেই ব্যবহার করা হইল। ১১ উ. রি., ১৫। ১৮৬১ সালে মুন্সেফ আদালতে ক খ'র দত্তখতি একখানি দলীল দাখিল করে। খ এই বিষয় জানিতে পারিয়া ১৮৬৩ সালে সদর আমীনের আদালতে উক্ত দলীল কৃত্রিম থাকা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত ক'র নামে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে। প্রথমে সদর আমীনের নিকট ক উক্ত দলীলের নকলের নকল দাখিল করে, কিন্তু পরে সদর আমীন নিজেই রুবকারি করিয়া মূল দলীল আনয়ন করেন। এরূপ অবস্থায় সদর আমীনের সমক্ষে ক জাল দলীল ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হয়। ৬ উ. রি., ৪১। সেইরূপ আর একটি মোকদ্দমায় এরূপ প্রকাশ পায় যে ক খ'র বিরুদ্ধে কয়েকটি আম গাছের ফলের মূল্যের দাবি দিয়া আদালতে নালিশ করে। খ তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য কতকগুলি

গ্রাম্য খসরার (village khasras) জাবেদা নকল আদালতে দাখিল করে। আদালত মূল খসরাগুলি তলব করিয়া স্থির করেন যে ঐ খসরা কাটকুট্ করিয়া লেখা হইয়াছে ও উহা জাল। পরে খ'র উপর জাল দলীল ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া মোকদ্দমা হইয়া সে দণ্ডিত হয়। হাই-কোর্ট বলেন দণ্ডাজ্ঞা ঠিক হইয়াছে, কারণ নকলগুলি মূল খসরার প্রকৃত নকল হইলেও খ মূল খসরাগুলি জাল জানিয়া আদালতে তাহার জাবেদা নকল দাখিল করায় জাল খসরাগুলি ধারার লিখিতজ্ঞানে ব্যবহার করিয়াছে বলিতে হইবে। ২৮ ই. ল. রি., এলা., ৪০২। কোন বন্দবস্ত হইবার সময় ক'র জিম্মায় কতকগুলি গরু রাখা হয়। পরে আসামী ফতেয়ালি কনষ্টেবলের উপর এই মর্ম্মের একখানি হুকুমনামা আনয়ন করে যে উক্ত কনষ্টেবল যে স্থানে বন্দবস্ত জারী হইতেছে তথায় গিয়া ক'র নিকট হইতে গরুগুলি খালাস করিয়া দেয়। উক্ত হুকুমনামা যেন ঐ কনেষ্টবলের উপরিতন কোন কর্ম্মচারী পাঠাইতেছে। ইহাতে যে মোহর আছে তাহা অফিসিয়াল মোহরের মত নহে, এবং দস্তখতও পড়া যায় না। তথাপি আসামী ৪৬৬ ধারার লিখিত জাল দলীল ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হয়। ৫ উ. রি., ৯৬। যে মোকদ্দমায় জাল দলীল দাখিল হইবে, সেই মোকদ্দমার নথি তলব করাইয়া ঐ দলীল যে ব্যবহার হইয়াছে ইহা দেখান যাইবে। ক একজন সরকারী চাকর। তাহাকে ১৬৭ ধারামত দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে খ একখানি জাল দীলল প্রমাণস্বরূপে আদালতে দাখিল করে। এস্থলে খ ১৯৬ ও ৪৭১ ধারার অপরাধ করিল। উভয় অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে বিচারাধীন করা যাইতে পারে; কিন্তু উভয় অপরাধ সম্বন্ধে তাহার দোষ প্রমাণ হইলেও, সে কেবল উহার মধ্যে একটি ধারার অপরাধ করিলে যে দণ্ড পাইত তাহার অধিকতর দণ্ড পাইবে না। ৭১ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ ও বিচার—এই ধারার লিখিত অবস্থা ঘটিলে, মাজিষ্ট্রেট আসামীকে এই ধারামত বিচারে না আনিয়া ১৯৬ ধারামত বিচারাধীন করিয়া দায়রায় না দিয়া স্বয়ং দণ্ড করিতে পারিবেন না। ৫ ই. ল. রি., কলি., ৭১৭। এই ধারার আসামীর উপর কি দণ্ডবিধান করা যাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। আসামী স্বয়ং জাল করিলে যে দণ্ড পাইত, সেই দণ্ডই তাহার উপর বিধান করিতে হইবে। এই ধারার অভিযোগপত্রে দলীল বিশেষে ৪৬৫ বা ৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারার উল্লেখ করিতে হইবে। ১ উ. রি., ১০; ৩ উ. রি., ৮; ৬ বো., রি., ৪৩। অভিযোগপত্রে জালকরণ অপরাধের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল অমুক জাল দলীল ব্যবহার করিয়াছে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ৮ উ. রি., ৭। অনেকগুলি জাল দলীল এক সঙ্গে ব্যবহৃত হইলে, তৎসম্বন্ধে একটি অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া এককালীন বিচার চলিবে। ২০ ই. ল. রি., কলি., ৪১৩; ১৬ ঐ., ঐ., ৪১৪। প্রকৃতপক্ষে যে জাল করিয়াছে, সে জালকরণ অপরাধ ও এ ধারার অপরাধ অর্থাৎ উভয় অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবে না। তবে উহার উপর পক্ষান্তরে (in the alternative) দুইটি ধারারই অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কারণ, এ ধারা প্রকৃত জালিয়াতের উপর খাটে না। ২৩ ই. ল. রি., এলা., ৮৪। ব্যবহার করিবার নিমিত্ত উকিলের হাতে দলীল দিলে দলীল খানি এ ধারামত ব্যবহার হইল। ২৬ ই. ল. রি., কলি., ৮৬৩। কিন্তু উকিল ঐ দলীল দাখিল করিল বলিয়া ৪৭১ ধারামত দায়ী হইবে না। তবে যদি দেখা যায় যে তিনি ঐ দলীল জাল করার কার্য্যে বা ঐ জাল দলীল শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহারকরণে লিপ্ত আছেন বা সহায়তা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি দায়ী হইবেন। ২২ ই. ল. রি., বো., ৩১৭ দেখ।

৪৭২ ধারা।—৪৬৭ ধারাগতে যে কৃত্রিম করণ দোষের দণ্ড হইতে পারে

এমত কোন কৃত্রিম করিবার জন্য ব্যবহার হয়, এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন মোহর (seal) কি পট্ট (plate) কি ছাপ দিবার অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ কি কৃত্রিম করে, কিম্বা সেই প্রকারের কোন মোহর কি পট্ট কি অন্য যন্ত্র কৃত্রিম জানিয়া সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকটে রাখে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—ক'র নিকট কতকগুলি কৃত্রিম মোহর এবং মোহর কৃত্রিম করিবার যন্ত্র পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় আসামী কি প্রকারে ঐ সকল ছাপ ও যন্ত্র আপন অধিকারে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সন্তোষজনকরূপে বলিতে না পারিলে, কৃত্রিম ছাপ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে ক'র নিকট ঐ সকল যন্ত্র ছিল সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। ২ উ. রি., ৫।

অভিযোগ—৪৭৩ ধারার টীকা দেখ।

৪৭৩ ধারা।—এই অধ্যায়ের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য কোন ধারামত যে কৃত্রিম-করণ দোষের দণ্ড হইতে পারে এমত কোন কৃত্রিম করিবার জন্য ব্যবহার হয় এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোন মোহর কি পট্ট কি ছাপ দিবার অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ কি কৃত্রিম করে, কিম্বা সেই প্রকারেব কোন মোহর কি পট্ট কি অন্য যন্ত্র কৃত্রিম জানিয়া সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকটে রাখে, তবে সেই ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অভিযোগ—আসামীর নিকট নানাবিধ ছাপ পাওয়া যায়। জাল করিবার অভিপ্রায়ে আসামী ঐ সকল ছাপ রাখিয়াছিল। প্রত্যেক ছাপ সম্বন্ধে আসামীর উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চার্য্য প্রস্তুত করা যাইবে। কিন্তু যদি কোন একটি বিশেষ জালকার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ঐ সমস্ত ছাপ আসামী অধিকারস্থ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল ছাপ সম্বন্ধে একটি মাত্র চার্য্য করিলেই যথেষ্ট। ১৩ উ. বি., ১৬।

৪৭৪ ধারা।—কোন দলীল কৃত্রিম করা জানিয়া প্রতারণামতে কি শঠতাভাবে প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার হয়, এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ সেই দলীল নিকটে রাখে, তবে সেই দলীল ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে, সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। উক্ত দলীল যদি ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হয়, তবে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইবে, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

প্রমাণ—এই ধারার ও ৪৭৫ ধারার মোকদ্দমায় কি কি প্রমাণ করিতে হইবে তাহা ১৬ ই. ল. রি., বো., ১৬৫ পৃষ্ঠায় যে নজির আছে তাহাতে বলা হইয়াছে। ৪৭৪ ধারায় (১) দলীল খানি জাল দলীল, (২) আসামী উহা জাল বলিয়া জানিত; (৩) ঐ দলীল তাহার দখলে ছিল; (৪) ঐ দলীল শঠতাক্রমে সত্য বলিয়া ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়, (৫) ঐ দলীল-

খানি ৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারার লিখিত দলীল—এই পাঁচটি বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে। ৪৭৫ ধারায় (১) বস্তুটি আসামীর দখলে থাকা; (২) উহাতে যে চিহ্ন বা অঙ্ক আছে তাহা কৃত্রিম চিহ্ন বা অঙ্ক; (৩) ঐরূপ অঙ্ক বা চিহ্ন দিয়া ঐরূপ দলীল সিদ্ধ করা যায়; (৪) এবং ঐ (কৃত্রিম) অঙ্ক বা চিহ্ন দিয়া দলীলটি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়—এই কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে। ১৫ উ. রি., ১৯ ও দেখ। আসামী তাহার মোকদ্দমার বিচারের দিন একখানি জাল দলীল সঙ্গে করিয়া আদালতে উপস্থিত হয়। কিন্তু সে উহা দাখিল বা অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার করিল না। এস্থলে আসামী এই ধারামত দণ্ডিত হইবে। ৮ উ. রি., ১১। ৪৭২ ধারার টীকা দেখ। অবস্থার দ্বারা আসামীর অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। ইহার সহিত ৪৬৫ ধারার "প্রমাণ" শীর্ষক টীকা দেখ।

৪৭৫ ধারা।—১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন দলীল সিদ্ধ করিবার জন্য যে কোন অঙ্কের (device) কি চিহ্নের (mark) ব্যবহার হয়, তাহা যদি কেহ কাগজাদি কোন দ্রব্যেতে কি তাহার মূল বস্তুতে (upon or in the substance of any material) কৃত্রিম করে, ও ইহাতে যদি তাহার এই অভিপ্রায় থাকে যে সেই দ্রব্যের উপর যে দলীল কৃত্রিম করা কিম্বা পরে কৃত্রিম করা যাইবে, তাহা প্রকৃত দেখাইবার জন্য সেই অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয়, কিম্বা যে দ্রব্যে কি যে দ্রব্যের মূল বস্তুতে তদ্রূপ কোন অঙ্ক কি কৃত্রিম চিহ্ন হইয়াছে এমত কোন দ্রব্য যদি কেহ সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকটে রাখে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

প্রমাণ ও অভিযোগ—এ সম্বন্ধে ৪৭৪ ও ৪৭১ ধারার টীকা দেখ।

৪৭৬ ধারা।—৪৬৭ ধারার লিখিত দলীল ভিন্ন অন্য কোন দলীল সিদ্ধ করিবার জন্য যে কোন অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয়, তাহা যদি কেহ কাগজাদি কোন দ্রব্যে কি তাহার মূল বস্তুতে কৃত্রিম করে, ও ইহাতে যদি তাহার এই অভিপ্রায় থাকে যে সেই দ্রব্যের উপর যে দলীল কৃত্রিম করা গিয়াছে, কিম্বা পরে কৃত্রিম করা যাইবে, তাহা প্রকৃত দেখাইবার জন্য সেই অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয়, কিম্বা যে দ্রব্যেতে কি যে দ্রব্যের মূল বস্তুতে তদ্রূপ কোন অঙ্ক কি চিহ্ন কৃত্রিম হইয়াছে এমত কোন দ্রব্য যদি কেহ সেই অভিপ্রায়ে আপনার নিকট রাখে, তবে সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৭৭ ধারা।—উইল কিম্বা দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতিপত্র কিম্বা কোন মূল্যবান্ নিদর্শনিপত্র, কিম্বা উইল প্রভৃতি (অর্থাৎ উক্ত অনুমতি পত্র ও মূল্যবান নিদর্শন পত্র) বলিয়া যাহা দৃষ্ট হয় এমত কোন দলীল যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া কিম্বা শঠতাক্রমে কিম্বা সর্ব্বসাধারণের কি ব্যক্তি বিশেষের হানি (injury) কি অপচয় (damage) করিবার অভিপ্রায়ে অসিদ্ধ কি নষ্ট কি বিকৃত করে বা

করিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা গোপন করে, কি গোপন করিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা সেই দলীলের সম্পর্কে অপকার (mischief) করে, তবে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—নিদর্শনপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেই যে এই ধারার অপরাধ কৃত হইল এমন নহে। ঐ কার্য্যটি শঠতাক্রমে বা প্রতারণাপূর্ব্বক ক্ষতি বা হানি করিবার অভিপ্রায়ে কৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই এই ধারার অপরাধ হইল। ৪ উ. রি., ২। পাট্টা এ ধারার লিখিত মূল্যবান নিদর্শনপত্র হইতেছে। ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলে এ ধারার অপরাধ হইল। ৩ উ. রি., ৩৮। ক ও খ উভয়ের মধ্যে এক কারবার আছে। হিসাব করিবার সময় খ এক খান হিসাব প্রস্তুত করিয়া নিজে দস্তখত করে। ঐ হিসাব অনুসারে ক'র ১৬৪ টাকা দেনা দৃষ্ট হয়। পরে হিসাব করিবার সময় পরস্পরের সহিত কথান্তর হওয়ায় ক আপন প্রস্তুতি হিসাব ছিঁড়িয়া ফেলে। হাইকোর্ট বলেন, এতদ্দ্বারা সে এই ধারামত দায়ী হইতেছে। ১২ ই. ল. রি., মা., ১৪৮।

৪৭৭-ক ধারা। যে কেহ কেরাণী, কর্ম্মচারী বা চাকর হইয়া কিম্বা কেরাণী, কর্ম্মচারী বা চাকরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া বা কার্য্য করিতে থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ও প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে যে কোন বহী, কাগজ, লিখন, মূল্যবান সিকুরিটী বা হিসাব তাহার নিযুক্তকারীর অধিকারে বা নিকটে থাকে কিম্বা তাহার নিযুক্তকারীর জন্য বা নিযুক্তকারীর পক্ষে পাইয়াছে তাহা নষ্ট করে, পরিবর্ত্তিত করে, অঙ্গহীন করে, বা মিথ্যা করিয়া লেখে, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ কোন বহী, কাগজ, লিখন, মূল্যবান সিকুরিটী বা হিসাবের মধ্যে কিছু মিথ্যা করিয়া লেখে বা লিখন বিষয়ে সহায়তা করে কিম্বা উহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিবরণ ছাড়িয়া দেয় কি উহাতে কোন প্রয়োজনীয় বিবরণ পরিবর্ত্তিত করে কিম্বা ছাড়িয়া দিবার বা পরিবর্ত্তিত করিবার বিষয়ে সহায়তা করে, তাহার সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

"ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি বিশেষকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহার নাম না করিয়া কিম্বা যে বিশেষ টাকাটা প্রতারণার বিষয়ীভূত হইবে বলিয়া অভিপ্রায় থাকে তাহার উল্লেখ না করিয়া কিম্বা যে বিশেষ দিবসে অপরাধ করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিয়া প্রতারণা করিবার যে সাধারণ অভিপ্রায় আছে এই ধারামত কোন অভিযোগে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।"

অভিযোগ—ফৌ. কা. বি. আইনের ২২২ (২) ধারায় যে নূতন বিধানটি করা হইয়াছে, তাহা এ ধারার অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে খাটিবে না। কেবল বিশ্বাসঘাতকতা বা অপরাধভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগেই বর্ত্তিবে। ২৬ ই. ল. রি., কলি., ৫৬০।

ব্যবসা, স্বামিত্ব এবং অন্য মার্কার কথা।

৪৭৮ ধারা।—কোন মাল কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা গড়া হইয়াছে বা কোন ব্যক্তি বিশেষের বাণিজ্য দ্রব্য ইহা জ্ঞাপন করণার্থ যে মার্কা ব্যবহার করা হয় তাহাকে ব্যবসায়ের মার্কা (trade mark) বলে, এবং ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের প্রয়োজনার্থ, "ব্যবসায়ের মার্কা" এই কথায় পেটেণ্ট, ছক ও ব্যবসায়ের মার্কা বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনানুসারে ব্যবসায়ের মার্কার যে রেজেষ্টরী বহি রাখা হয় তাহাতে যে কোন ব্যবসায়ের মার্কা রেজেষ্টরী করা হয় তাহা, এবং মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত হইয়া প্রদত্ত হুকুম অনুসারে যে বৃটিশ অধিকারে বা ভিন্নরাজ্যে পেটেণ্ট, ছক ও ব্যবসায়ের মার্কা বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১০৩ ধারার বিধান উপস্থিত সময়ে খাটান যাইতে পারে (for the time being applicablo) তথায় যে ব্যবসায়ের মার্কা রেজেষ্টরী হইয়া হউক বা না হইয়াই হউক আইন দ্বারা রক্ষিত হয় তাহাও বুঝাইবে।

অর্থ—৪৭৮-৪৮৯ ধারা ১৮৮৯ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৮৯১ সালের ৯ আইনের দ্বারা সংশোধিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া যেরূপ আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা এখানে দেওয়া হইল। "ব্যবসায়ের মার্ক" শব্দে ব্যক্তি বিশেষের গড়া (manufacture) বা ব্যক্তি বিশেষের বাণিজ্য দ্রব্য (merchandise) সাধারণকে জ্ঞাত করিবার জন্য যে মার্ক ব্যবহৃত হয়, তাহা বুঝায়। সুতরাং যদি কোন ব্যাঙ্ক কোন এক প্রকার মার্ক অঙ্কিত করিয়া সোনার বাট (bars) আমদানি করে, কিন্তু ঐ মার্ক তাহাদের নিজের সৃজন নহে, অপর একটি ব্যাঙ্ক যাহারা ফেল হইয়া গিয়াছে তাহারাই ঐ মার্ক পূর্ব্বে ব্যবহার করিত, তাহা হইলে, যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যাঙ্ক শেষোক্ত ব্যাঙ্কের স্থলাভিষিক্ত না হয়, অথবা ঐ মার্ক যদি তাহারা আইনমতে খরিদ না করিয়া থাকে, ঐ মার্ক নূতন ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের মার্ক বলিয়া গণ্য হইবে না। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৭৭৬। আরও মনে কর, ক নিজের নামে টিকিট (labels) বসাইয়া বিলাত হইতে মাল আনাইল। মাল এখানে পৌঁছিলে, ক মাল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ঐ টিকিট মারা মালগুলি খ খরিদ করিয়া বিক্রয় করে। এ স্থলে খ মিথ্যা মার্ক ব্যবহার করিয়াছে এরূপ বলা যাইবে না। ৩২ ঐ., ঐ., ৯৬৯। এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ২৬ ঐ., বো., ২৮৯ও দেখ।

৪৭৯ ধারা।—কোন অস্থাবর সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি এই কথা জ্ঞাপনার্থ যে মার্কা ব্যবহার করা হয় তাহাকে স্বামিত্বের মার্কা (property mark) বলে।

৪৮০ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন মালে কিম্বা কোন মালভরা বাক্সে বা বস্তায় বা অপর আধারে এমন করিয়া কোন মার্কা দেন, কিম্বা মার্কা বিশিষ্ট কোন বাক্স, বস্তা বা অপর আধার এমন করিয়া ব্যবহার করেন যে তজ্জন্য এরূপ বিশ্বাস জন্মান যুক্তিযুক্তরূপে সম্ভব যে এইরূপে মার্কা করা মাল বা এইরূপে মার্কা করা আধারস্থিত মাল যে ব্যক্তি দ্বারা গড়া হয় নাই বা যে ব্যক্তির বাণিজ্য দ্রব্য নয় উহা সেই ব্যক্তির দ্বারা গড়া হইয়াছে বা উহা সেই ব্যক্তির বাণিজ্য দ্রব্য, তাহা হইলে তিনি ব্যবসায়ের মিথ্যা মার্কা ব্যবহার করেন এই কথা বলা যায়।

অর্থ—৪৮০ ও ৪৮১ ধারার "কৃত্রিম মার্ক" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ২৮ ধারার টীকা দেখ।

৪৮১ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি অস্থাবর সম্পত্তিতে বা মালে কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি বা মালভরা কোন বাক্সে, বস্তায় বা অপর আধারে এমন করিয়া মার্কা দেন, অথবা কোন মার্কাযুক্ত বাক্স, বা বস্তা বা অপর আধার এমন করিয়া ব্যবহার করেন যে তজ্জন্য এরূপ বিশ্বাস জন্মান যুক্তিযুক্তরূপে সম্ভব যে এইরূপে মার্কা করা সম্পত্তি বা মাল বা এইরূপে মার্কা করা আধারস্থিত সম্পত্তি বা মাল যে ব্যক্তির নয় উহা সেই ব্যক্তির, তাহা হইলে তিনি স্বামিত্বের মিথ্যা মার্কা ব্যবহার করেন এই কথা বলা যায়।

৪৮২ ধারা।—যে ব্যক্তি ব্যবসায়ের মিথ্যা মার্কা অথবা স্বামিত্বের মিথ্যা মার্কা ব্যবহার করেন, তিনি যদি এরূপ প্রমাণ না করেন যে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপ করেন নাই, তাহা হইলে তাহার এক বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড, কিম্বা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—৪৭৮ ধারার টীকায় যে ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৯৬৯ দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। আর একটি কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। এই ধারায় প্রতারণা করিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না ইহা প্রমাণ করিবার ভার আসামীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার সহিত ২৮ ধারা দেখ।

অভিযোগ—৪৮২ প্রভৃতি অপরাধের অভিযোগ অপরাধ করণের তিন বৎসর পরে, কিম্বা অপরাধটি যখন প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহার এক বৎসর পরে, অর্থাৎ এই দুইটি সময়ের মধ্যে যে সময়টি অগ্রে অতিবাহিত হইয়া যায় তাহার পরে উপস্থিত করিলে চলিবে না। ১৮৮৯ সাঃ, ৪ আঃ, ১৫ ধাঃ ও ২২ ই. ল. রি., মা., ৪৮৮ দেখ।

৪৮৩ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কোন ব্যবসায়ের মার্কা বা স্বামিত্বের মার্কা কৃত্রিম করেন তাহা হইলে তাঁহার দুই বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা জরিমানা, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৪৮৪ ধারা।—কোন রাজকীয় কার্য্যকারক যে স্বামিত্বের মার্কা ব্যবহার করেন যদি কোন ব্যক্তি তাহা কৃত্রিম করেন কিম্বা কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা অথবা কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে প্রস্তুত করা হইয়াছে কিম্বা সম্পত্তিটি ভালমন্দ বিবেচনায় কোন একটি বিশেষ রকমের বা কোন একটি বিশেষ আপিসের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা উহা কোন নিষ্কৃতি পাইতে স্বত্ববান এই কথা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত কোন রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন মার্কা ব্যবহার করেন, যদি কোন ব্যক্তি তাহা কৃত্রিম করেন কিম্বা এরূপ কোন মার্কা কৃত্রিম ইহা জানিয়া যদি কোন ব্যক্তি তাহা প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহার অনধিক তিন বৎসরের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইবে, [illegible] হইতে পারিবে।

৪৮৫ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ের মার্কা বা স্বামিত্বের মার্কা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন ছেনি (die), পট্টা (plate), বা অপর যন্ত্র প্রস্তুত করেন বা আপন দখলে রাখেন, কিম্বা যে ব্যক্তি কোন মাল যে ব্যক্তি দ্বারা গড়া নয় বা যে ব্যক্তির বাণিজ্য দ্রব্য নয় উহা সেই ব্যক্তির দ্বারা গড়া হইয়াছে, বা সেই ব্যক্তির বাণিজ্য দ্রব্য, অথবা উহা যে ব্যক্তির নয় উহা সেই ব্যক্তির ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য কোন ব্যবসায়ের মার্কা বা স্বামিত্বের মার্কা আপন দখলে রাখেন, তাহার অনধিক তিন বৎসরের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা জরিমানা, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৪৮৬ ধারা।—যে মালে বা দ্রব্যে, অথবা যে মালের বাক্সে, বস্তায় বা অপর আধারে কোন কৃত্রিম ব্যবসায়ের মার্কা বা স্বামিত্বের মার্কা সংযুক্ত বা ছাপ দেওয়া থাকে, যদি কোন ব্যক্তি সেই মাল বা দ্রব্য বিক্রয় করেন, অথবা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কিম্বা ব্যবসায় বা শিল্পের (manufacture-এর) কোন প্রয়োজনে (purpose) প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দেন, বা আপন দখলে রাখেন, তাহা হইলে তিনি যদি এরূপ প্রমাণ না করেন যে—

(ক) এই ধারার বিরুদ্ধে পাছে অপরাধ করা হয়, তজ্জন্য সমস্ত যুক্তিযুক্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও কথিত অপরাধ করিবার সময় মার্কার প্রকৃততা সন্দেহ করিবার তাঁহার কোন হেতু ছিল না। এবং

(খ) অভিযোগকারীর দ্বারা বা পক্ষে চাওয়া হইলে পর যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি ঐ সকল মাল বা দ্রব্য পাইয়াছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে যত সন্ধান দেওয়া তাঁহার ক্ষমতায় ছিল তিনি তত সন্ধান দিয়াছেন। অথবা

(গ) অন্যান্য বিষয়ে তিনি নির্দ্দোষভাবে কার্য্য করিয়াছেন,

তবে তাঁহার অনধিক এক বৎসরের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা জরিমানা, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—কৃত্রিম স্বামিত্ব মার্ক দিয়া পুস্তক বিক্রয় করা এই ধারার অপরাধ। ২৬ ই. ল. রি., কলি., ২৩২। এই সব শব্দের অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে ২৬ ই. ল. রি., কলি., ২৩২; ২৪ ঐ., ঐ., ৩৬৪; ৩১ ঐ., ঐ., ৪১১ দেখ। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কার্য্যটি সরলভাবে করা হইয়াছে ইহা আসামীকে প্রমাণ করিতে হইবে। তবে যদি মার্কটি ব্যবহার করা সম্বন্ধে উভয় পক্ষই সরলভাবে দাবি করিতেছে এরূপ প্রতীত হয়, তাহা হইলে ঐ বিবাদের মীমাংসা ফৌজদারী আদালতে না হইয়া দেওয়ানী আদালতে হওয়া উচিত। ৩২ ই. ল. রি., কলি., ৪৩১।

প্রমাণ—কেবল ব্যবহার প্রমাণ করিলে চলিবে না; মার্কটি ব্যবসায়ের বা স্বামিত্বের মার্ক ইহা যতক্ষণ প্রমাণিত না হইবে, ততক্ষণ আসামীকে এ ধারামত দায়ী করা যাইতে পারে না। ২৭ ই. ল. রি., কলি., ৭৭৬।

অভিযোগ—কৃত্রিম মার্ক সংযুক্ত মাল দখলে রাখা অপরাধের অভিযোগ ও বিচার

যেখানে মাল রাখা হয় তত্রস্থ আদালতে চলিবে। ঐ মাল কোন স্থানে বিক্রয় করা যাইবে, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। ২৫ ই. ল. রি., কলি., ৬৩৯।

৪৮৭ ধারা।—যে বাক্স, বস্তা, বা অপর আধারে মাল থাকে যদি কোন ব্যক্তি তদুপরি এমন করিয়া কোন মিথ্যা মার্কা দেন যে তজ্জন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারক বা অপর ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস জন্মান যুক্তিযুক্তরূপে সম্ভব হয় যে ঐ আধারে যে মাল নাই উহাতে সেই মাল আছে কিম্বা যে মাল উহাতে আছে সে মাল উহাতে নাই, অথবা ঐ আধারে সে মাল আছে তাহা প্রকৃত পক্ষে যে প্রকৃতির বা ভাল মন্দ বিবেচনায় যে রকমের উহা তাহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বা রকমের, তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ প্রমাণ না করেন যে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কার্য্য করেন নাই, তবে তাহার অনধিক তিন বৎসরের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা জরিমানা, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৪৮৮ ধারা।—ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় যে কোন প্রণালী নিষিদ্ধ হইয়াছে যদি কোন ব্যক্তি সেই প্রণালীতে এরূপ কোন মিথ্যা মার্কা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি যদি এরূপ প্রমান না করেন যে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি কার্য্য করেন নাই, তবে তাহাকে এই ভাবে দণ্ডিত করা যাইবে যেন তিনি ঐ ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছেন।

৪৮৯ ধারা।—কোন স্বামিত্বের মার্কা তুলিয়া ফেলিয়া, নষ্ট করিয়া বিকৃত করিয়া বা উহাতে কিছু যোগ করিয়া কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা উহা তুলিয়া ফেলিলে, নষ্ট করিলে, বিকৃত করিলে, বা উহাতে কিছু যোগ করিলে কোন ব্যক্তির হানি হওয়া সম্ভব জানিয়া, যদি কোন ব্যক্তি উহা তুলিয়া ফেলেন, নষ্ট করেন, বিকৃত করেন, বা উহাতে কিছু যোগ করেন, তাহা হইলে তাহার অনধিক এক বৎসরের নিমিত্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা জরিমানা, কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৪৭৮—৪৮০ ধারা ১৮৮৯ সাঃ, ৪ আঃ, ৩ ধারা ও ১৮৯১ সালের ৯ আইনের ধারা উপরোক্তমতে সংশোধিত হইয়াছে।

করেন্সী নোট ও ব্যাঙ্ক নোটের কথা।

৪৮৯-ক ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন করেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট কৃত্রিম করিলে কিম্বা জানিয়া কৃত্রিম করিবার প্রণালীর কোন অংশ করিলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড অথবা দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার এবং ৪৮৯-খ ধারা, ৪৮৯-গ ধারা এবং ৪৮৯-ঘ ধারার প্রয়োজনার্থ "ব্যাঙ্ক নোট" শব্দে যে প্রমিসরি নোট অর্থাৎ বাহক চাহিবামাত্র টাকা দিবার অঙ্গীকার পত্র পৃথিবীর কোন অংশে ব্যাঙ্ক ওয়ালার কাজ করেন এরূপ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় বা কোন রাজ্যের বা রাজ-ক্ষমতাপরিচালক কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি দ্বারা বা অনুমতি অনুসারে প্রদত্ত হয় এবং টাকার তুল্য বা টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত হয় তাহাকে বুঝাইবে।

৪৮৯-খ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন জালকরা বা কৃত্রিম করেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জালকরা বা কৃত্রিম জানিয়া কিম্বা জালকরা বা কৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া অপর কোন ব্যক্তিকে তাহা বিক্রয় করিলে কিম্বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহা ক্রয় করিলে কি গ্রহণ করিলে অথবা তাহা লইয়া অন্যরূপে ব্যবসায় চালাইলে বা তাহা অকৃত্রিম বলিয়া ব্যবহার করিলে, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৮৯-গ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন জালকরা বা কৃত্রিম করেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল করা বা কৃত্রিম জানিয়া কিম্বা জাল করা বা কৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া তাহা অকৃত্রিম বলিয়া ব্যবহার করিবার বা অকৃত্রিম বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারিবার অভিপ্রায়ে নিকটে রাখিলে, তাহার সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা ঐ উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

৪৮৯-ঘ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন করেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল বা কৃত্রিম করণার্থ ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন করেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল বা কৃত্রিম করণার্থ ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া কোন কল বা যন্ত্র বা দ্রব্য প্রস্তুত করিলে বা প্রস্তুত করিবার প্রণালীর কোন অংশ করিলে বা ক্রয় করিলে বা বিক্রয় করিলে বা তাহার কোনরূপ বিলি-ব্যবস্থা করিলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড অথবা দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের বিধি।

৪৯০ ধারা।—যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্বয়ং (personal service) লইয়া যাইতে (conveying) কি সঙ্গে লইতে (conducting) কিম্বা জলপথে কি স্থলপথে যাইবার সময়ে কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আইনমতের চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া পীড়িত কি অত্যাচারগ্রস্ত না হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করে, তবে সে এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে এক জন পালকীর বেহারা যদুকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আইনমতের চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া পথের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত গমন করিয়া পলায়ন করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(খ) আনন্দ নামে এক জন বাহক যদুর মোট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আইনমতের চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া সেই মোট ফেলিয়া দেয়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(গ) আনন্দের অনেক বলদ আছে। সে আপন বলদের দ্বারা কোন মহাজনের কিছু বাণিজ্য দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আইনমতের চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া সেই কর্ম্ম করিতে বে-আইনীমতে ত্রুটি করে। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(ঘ) আনন্দ আইনবিরুদ্ধমতে বলরাম নামক বাহক দ্বারা বলপূর্ব্বক আপনার মোট বহন করায়। বলরাম পথিমধ্যে মোট রাখিয়া পলায়ন করে। এই স্থলে বলরাম ঐ মোট বহন করিতে আইনমতে বদ্ধ ছিল না; অতএব তাহার কোন অপরাধ হয় না।

অর্থের কথা।—যাহার নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে চুক্তি না হইলেও এই অপরাধ হইতে পারে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে, সে কোন ব্যক্তির সঙ্গে স্পষ্টরূপে কিম্বা ভাবতঃ আইনমতের চুক্তি করিলেই ঐ চুক্তি ভঙ্গে তাহার ঐ অপরাধ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

কোন ডাকগাড়ীর কোম্পানির সঙ্গে আনন্দ এমত চুক্তি করে যে এক মাস পর্য্যন্ত আপনি গাড়ী চালাইবে। বলরাম কোন স্থানে যাইবার জন্য ঐ কোম্পানির ডাকগাড়ী ভাড়া করে।

তাহাতে আনন্দ যে গাড়ী চালায়, সেই গাড়ী ঐ কোম্পানি ঐ মাসের মধ্যে বলরামকে দেয়। পথিমধ্যে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক গাড়ী ছাড়িয়া যায়। এই স্থলে যদিও বলরামের সঙ্গে আনন্দ কোন চুক্তি করে নাই, তথাপি আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অর্থ—(১) যে সকল চুক্তি আইনসঙ্গত, সেই সকল চুক্তি সম্বন্ধেই এই ধারা খাটিবে। ইংরাজী আইনানুসারে বিবাহিতা স্ত্রীলোক চুক্তি করণে সমর্থ নহে। সুতরাং তাহার উপর এই ধারা বর্ত্তিবে না। ১৮৭২ সালের ৯ আইনে কোন্ কোন্ অবস্থায় চুক্তি কার্য্যকর, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি চুক্তি করণে সমর্থ তাহা স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে। এই ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিরোধীয় চুক্তি আইনসঙ্গত এবং আসামী ঐ চুক্তি করিতে সমর্থ ছিল কি না, ইহা দেখা আবশ্যক।

(২) "জলপথে বা স্থলপথে যাইবার সময়"—একটি মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন, এই কথাগুলি ধারার লিখিত সমস্ত ক্লজের সহিত পাঠ করিতে হইবে। ধারাটি যে প্রকারে অনুবাদিত হইয়াছে তাহাতে উহার এরূপ অর্থ করা যায় না, কিন্তু হাইকোর্ট এই ধারার ঐরূপ অর্থ করিয়া বলেন যে পরিব্রাজকদের (travellers) উপকারার্থই এই ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং জলপথে বা স্থলপথে যাইবার সময় ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় যদি এরূপ চুক্তি হয় যে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবে, তাহা হইলে সে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিলে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে না। মনে কর, ক্ষেত্র হইতে নীল তুলিবার জন্য আমি দুই জন মজুর নিযুক্ত করিলাম। তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিল। এস্থলে তাহাদের এই ধারা অনুসারে দণ্ড করা যাইতে পারে না। ৬ উ. রি., ৮০। অপর একটি মোকদ্দমায় উল্লিখিত কথাগুলি সমস্ত ক্লজের সহিত পাঠ করিতে হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। ৯ উ. রি., ১২। শেষোক্ত মোকদ্দমায় চুক্তি এইরূপ ছিল যে আসামী ২ বৎসরের জন্য তাহার গরুর গাড়ীগুলি ফরিয়াদীর ব্যবহারার্থ রাখিবে ও ফরিয়াদী ইচ্ছামত যেখান সেখান হইতে কয়লা আনিতে ও পাঠাইতে পারিবে। হাইকোর্ট বলেন, এরূপ চুক্তি এ ধারার অভিপ্রেত নহে। মাসিক বেতনে নিযুক্ত চাকরের প্রতিও এ ধারা খাটে না। আমার একটি চাকর আছে, ঐ চাকরকে সঙ্গে করিয়া আমি জলপথে যাত্রা করি। পথে ঐ চাকর আমাকে না জানাইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এস্থলে এই ধারা খাটে না। কিন্তু কেবল জলপথে যাইবার সময় আমার সমভিব্যাহারে থাকিয়া ভৃত্যের কার্য্য করিবে যদি এরূপ চুক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে।

(৩) Personal service :—যে ব্যক্তি ধারার লিখিত চুক্তি করিবে সেই কেবল এই ধারার মধ্যে গণনীয়। সুতরাং যদি কেহ এরূপ চুক্তি করে যে সে স্বয়ং না লইয়া অপরের দ্বারা কোন দ্রব্য আমার বাটীতে পৌঁছিয়া দিবে এবং পরে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে এই ধারামত দণ্ডনীয় হইবে না। ৯ উ. রি., ১২।

(৪) ইচ্ছাপূর্ব্বক—এ কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। ৪৯১ ধারার টীকা দেখ।

অভিযোগ—৪৯০—৪৯২ ধারার অভিযোগ কে আনিবে, তৎসম্বন্ধে ফৌ. কা. বি. আইনের ১৯৮ ধারা দেখ।

৪৯১ ধারা।—অল্প বয়স, কিম্বা বিকৃতমনা কি রোগ কি শারীরিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি অসক্ত হয়, কিম্বা আপনার নিরাপদে থাকার উপায়

করিতে না পারে, কিম্বা আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে তাহার সেবা করিতে কিম্বা সেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতে যে কেহ আইনমতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করে, সে তিন মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—সাধারণতঃ বাটীর কার্য্য করিবার জন্য (কেবল মাত্র ধারায় লিখিত কার্য্যের জন্য নহে) যে সকল চাকর নিযুক্ত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে এ ধারা খাটিবে না। ৪৯০ ধারার আসামী "পীড়িত" বা "অত্যাচারগ্রস্ত" হইয়া চুক্তি ভঙ্গ করিলে সে অব্যাহতি পাইবে। ৪৯১ ধারায় এই দুইটি শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু উভয় ধারাতেই "ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং যদি দৈববলে বা ভুলক্রমে বা প্রতারিত হইয়া বা কোনরূপ অনিবার্য্য কারণবশতঃ এ ধারার আসামী চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করে, তবে সে দণ্ডার্হ হইবে না। বোধ হয় পীড়ার বা অত্যাচারের ওজর এ ধারায় খাটিবে না। বিলাতে একটি মোকদ্দমা হয়, তাহাতে আসামী চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে স্বীকার করিয়া বলে যে সরলভাবে তাহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে সে ঐরূপ চুক্তি ভঙ্গ করিতে সমর্থ এবং সেই বিশ্বাসেই সে চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল। আসামী খালাস পায়। কিন্তু পরে সিমন্স সাহেবের মোকদ্দমায় ঐ রায় রদ হইয়া গিয়াছে।

৪৯২ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশে কোন স্থানে কোন ব্যক্তির নিমিত্ত শিল্পকারের (artificer) কি মিস্ত্রী প্রভৃতি কর্ম্মকারের (workmen) কি মজুরের (labourer) কর্ম্ম করিতে আইনমতে চুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়া বদ্ধ হয় ও সেই চুক্তিক্রমে যদি সেই নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে সেই ব্যক্তি ঐ দেশে প্রেরিত হয় কি হইবার স্থির হয়, পরে তাহার সেই চুক্তির মিয়াদ থাকিতেও যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক সে চাকরী পরিত্যাগ করে, কিম্বা যে কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত কর্ম্ম হইলেও যদি সে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে ঐ কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করে, তবে সে এক মাসের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা সেই ব্যয়ের দ্বিগুণের অনধিক তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। কিন্তু যদি নিয়োগকর্ত্তা তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কিম্বা ঐ চুক্তি ক্রমে নিয়োগকর্ত্তার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহা করিতে ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তাহার সেই দণ্ড হইবে না।

অর্থ—(১) "মজুর" শব্দে কুলি বুঝাইবে। ৮ ঊ. বি., ৬। গোমস্তা এই ধারার লিখিত ব্যক্তির মধ্যে গণনীয় নহে। "মাহুত" এ ধারার লিখিত ব্যক্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে না। ৮ কলি. বি., ২৫৪। অথবা পুলিস কনেষ্টবল ডুটির পর আপন কর্ম্মে আসিলে, তাহার উপর এ ধারা খাটিবে না। ৮ কলি. বি., ৫৬। আসামী এই ধারামত একবার দণ্ডিত হইয়া

কারাগার হইতে ফেরত আসিয়া যদি যে চুক্তি ভঙ্গকরণ হেতু তাহার দণ্ড হইয়াছিল সেই চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে পুনরায় অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার পুনরায় দণ্ড বিধান হইবে না। ২ উ. রি., ২৪। এই মতটি এককালিন গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যদি প্রথমবার দণ্ডের পর চুক্তিটি বলবৎ থাকে, তাহা হইলে ঐ চুক্তি দ্বিতীয়বার ভঙ্গ করিলে, আসামী কেন পুনরায় দণ্ডিত হইবে না, বুঝিতে পারা যায় না। বিলাতে দুই একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহাতে আসামীকে দুই বার দণ্ডিত করা হইয়াছে। মেন সাহেবও এতৎসম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) উপরের দুই ধারার লিখিত অপরাধের সহিত এ ধারার প্রভেদ এইঃ—১ম., এই ধারা কেবল লিখিত চুক্তি সম্বন্ধেই খাটিবে। ২য., আসামী চুক্তিকরণ সময়ে যে স্থানে থাকে তথা হইতে অন্য স্থানে গেলেও ঐ চুক্তির নিয়ম আসামীকে প্রতিপালন করিতে হইবে। ৩য., "উপযুক্ত কারণবশতঃ" আসামী চুক্তি করিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে; কিন্তু ৪৯০ ধারার পীড়ন বা পীড়া ব্যতীত অন্য কোন কারণেও এবং ৪৯১ ধারামতে কোন কারণেই আসামীর অব্যাহতি নাই। ৪ র্থ., শিল্পকার, মজুর বা মিস্ত্রী প্রভৃতি কার্য্যকারকদিগের কর্ম্ম করিবার চুক্তি সম্বন্ধেই এই ধারা খাটিবে।

(৩) আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।—১৮৫৯ সালের ১৩ আইনের বিধানের সহিত এ ধারার কোন সম্পর্ক নাই। এ ধারা সত্বেও উক্ত আইনানুসারে নিয়োগ কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিংশ অধ্যায়।

বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

৪৯৩ ধারা।—কোন স্ত্রীর সঙ্গে যে পুরুষের বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই, সেই পুরুষ যদি সে স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হইয়াছে বঞ্চনা দ্বারা ঐ স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া, সেই বিশ্বাসে ঐ স্ত্রীকে আপনার সহিত সহবাস করায় (cohabit) কি তাহার সঙ্গে সংসর্গ (sexual intercourse) করে, তবে সেই পুরুষ দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—এ ধারা, ৩৭৫ ধাঃ ৪র্থ ক্লজ, ও ৪৯৬ ধারা পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান আছে। ৪৯৩ ধারায় আসামী কর্ত্তৃক বঞ্চনা কৃত হওয়া আবশ্যক। ৩৭৫ ধাঃ. ৪র্থ ক্লজানুসারে আসামী কর্ত্তৃক বঞ্চিত না হইয়া থাকিলেও যদি স্ত্রীলোকটি অপর কোন কারণবশতঃ ভ্রমক্রমে আসামীকে আপন স্বামী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উহার সহিত সংসর্গ করিতে সম্মত হইয়াছে জানিয়া ও যদি নিজে ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী নহে ইহাও জানিয়া আসামী ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত সংসর্গ করে, তাহা

হইলে সে বলাৎকারকরণ অপরাধে অপরাধী হইবে। ৩৭৫ ধারার ৪র্থ ক্লজে সংসর্গ-ঘটন (sexual intercourse) হইয়াছে দেখাইতে হইবে। কিন্তু উহা না হইয়া থাকিলেও অর্থাৎ যদি আসামী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া উভয়ে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় কেবল একত্রে বাস করে, তাহা হইলেও আসামী এ ধারার লিখিত অপরাধে দায়ী হইবে। আরও মনে কর, ক ও খ উভয়ে ভিন্ন জাতীয় হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে আইনানুসারে বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু ক খ'কে আপন জাতি ও কুল ভাড়াইয়া বলে যে খ'র সহিত তাহার বিবাহ হইলে আইনসঙ্গত বিবাহ হইবে। এই বিশ্বাসে খ ক'কে বিবাহ করে। ঐরূপ স্থলে ক ৪৯৬ ধারামত অপরাধী হইবে ও খ'র সহিত সহবাস বা সংসর্গ করিলে, সে ৪৯৩ ধারামতে দায়ী হইবে। এমন কি ক'র যদি "প্রতারণা করিবার" অভিপ্রায় না থাকে, ও প্রকৃতপক্ষে যদি সে স্ত্রীলোকটিকে বঞ্চিত না করিয়া কেবল কিছু সম্পত্তি অন্যায় মতে লাভ করিবার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ শঠতাক্রমে ঐরূপ অসিদ্ধ বিবাহের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও সে ৪৯৬ ধারামত দায়ী হইবে। কারণ ৪৯৬ ধারায় "শঠতাভাবে" বা "প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে" কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। উ. রি., ১৮৬৪ পৃঃ, ১৩। কিন্তু ক কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া খ ক'কে বিবাহ করিবার পর উভয়ে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকিলে অথবা সংসর্গ করিলে, অর্থাৎ কেবল বিবাহ হইলেই হইবে না—ক'র উপর ৪৯৩ ধারা বর্ত্তিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ৩৭৫ ধারার আসামী প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকটির বিবাহিত স্বামী নহে। সে একজন অপর ব্যক্তি। কিন্তু ৪৯৩ ধারার স্ত্রীলোকটির বিবাহিত স্বামী সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যক্তিগত ভ্রমমূলক বিশ্বাসের কথা বলা হয় নাই। অবৈধ বিবাহ আইনসিদ্ধ বিবাহ বলিয়া প্রবঞ্চনা দ্বারা স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস উৎপাদন করাই এই ধারার ভিত্তিস্বরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং ৪৯৩ ধারার মোকদ্দমায় বিবাহটি অসিদ্ধ থাকা অবশ্য প্রমাণ করিতে হইবে। ধারায় "বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই" লিখিত আছে। যদি আদৌ বিবাহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ ধারা বর্ত্তিবে কি না সন্দেহ; তবে অবস্থা বিশেষে ৩৭৫ ধারা খাটিবে। ৪৯৬ ধারায় বিবাহের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। ও বিবাহটি প্রতারণা পূর্ব্বক হওয়া ও তদ্ধেতু অসিদ্ধ এরূপ আসামীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যেখানে আসামীর আইনমত বিবাহ করিবার অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকে এবং এরূপ প্রতীত হয় না যে কেবল প্রতারণা করিবে বলিয়া বিবাহের ছলনা করিতেছে, সে স্থলে ৪৯৬ ধারা বর্ত্তিবে না। ১০ উ. নো., ৯৮২। ৩৭৫ ধারায় বিবাহ সম্বন্ধে আদৌ প্রমাণ দিতে হইবে না।

অভিযোগ—৪৯৩—৪৯৬ ধারার অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই কেবল উপস্থিত করিতে সক্ষম। ফৌ. কা. বি. আ. ১৯৮ ধারা দেখ।

৪৯৪ ধারা।—যে স্থলে স্বামী কি ভার্য্যা বর্ত্তমানে পুনশ্চ বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ হয়, এমত স্থলে যাহার স্বামী কি ভার্য্যা জীবিত থাকে সে পুনশ্চ বিবাহ করিলে, সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

বর্জ্জিত কথা।—কোন পুরুষের কি স্ত্রীর পূর্ব্ব বিবাহ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক অসিদ্ধ প্রকাশ হইলে তাহার সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে না। অথবা যদি কোন পুরুষ কি স্ত্রী ক্রমশঃ সাত বৎসর পর্য্যন্ত আপন স্ত্রী কি স্বামীর নিকটে অনুপস্থিত থাকে ও সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার জীবিত থাকার সংবাদ

না পায়, তবে এমত স্থলে পূর্ব্ব স্বামী কি স্ত্রী জীবিত থাকিলেও বিবাহ করিলে এই বিধি খাটিবে না ; পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ দ্বিতীয়বার বিবাহ যে পুরুষ কি স্ত্রী করিবে, সে যাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করে, তাহার নিকট ঐ তাবৎ বৃত্তান্ত যে পর্য্যন্ত জানে তাহা যথার্থমতে প্রকাশ করে।

অর্থ—যদি প্রথম বিবাহ আইন অনুসারে অসিদ্ধ হয়, তবে পূর্ব্ববিবাহকর্ত্তা স্বামী পূর্ব্ব-বিবাহিতা স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে অসিদ্ধ হইবে না। ঐরূপ অবস্থায় স্ত্রীও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে। ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের বিবাহ কোন্ কোন্ অবস্থায় সিদ্ধ ও কোন্ কোন অবস্থায় অসিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। ১৮৬৫ সালের ১৫ আইনে পার্সি জাতির বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোন খৃষ্টান বা পার্সি যদি এরূপ অবস্থায় প্রথমে বিবাহিত হয়, যে অবস্থায় উক্ত দুই আইন অনুসারে যথাক্রমে তাহাদের বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে স্ত্রীর বা স্বামীর এই ধারামতে অপরাধ হইবে না। হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় পুরুষদিগের সম্বন্ধে এই ধারা বর্ত্তে না ; কারণ, পূর্ব্ব বিবাহিতা স্ত্রীসত্ত্বেও পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে তাহাদের স্ব স্ব জাতীয় আইন অনুসারে তাহারা অনুমত হইয়াছে। কিন্তু তজ্জাতীয় স্ত্রীগণ স্বামীর জীবিতাবস্থায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে এই ধারামত দণ্ডিত হইবে। ২ উ. রি., ৪৮ ; মা. রি., ১৮৭০, ২৮ জুন। মুসলমান পুরুষ বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে ; সুতরাং ঐরূপে পরিত্যক্তা স্ত্রীলোক যদি পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তবে তাহার এই ধারামতে অপরাধ হইবে না। হিন্দু স্বামীও ব্যভিচারদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ঐরূপে পরিত্যক্তা স্ত্রী যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তবে সে এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে না। কিন্তু পরিত্যাগ করা আইনসম্মত না হইলে, দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে। ৬ ই. ল. রি., বো., ১২৬। যথা, পুরুষের ক্লীবত্ব প্রভৃতি কারণে যদি প্রথম বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীগণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে এই ধারামত অপরাধী হইবে না। অথবা আদালতের ডিক্রী অনুসারে যদি বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ডিক্রীর পর স্বামী বা স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে এই ধারামত অপরাধী হইবে না। ইহার সহিত ব্রাহ্মবিবাহ ও বিধবাবিবাহ আইনটি পাঠ করা আবশ্যক। মহম্মদীয় আইনানুসারে সাধারণতঃ যদি কোন বালিকার তাহার নাবালিকা অবস্থায় বিবাহ হয়, তাহা হইলে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ বিবাহ রহিত করিতে পারে। সুতরাং যদি ঐ বিবাহ রহিত করিয়া অপর একটি বিবাহ করে, তাহা হইলে সে এ ধারামত দায়ী হইবে না। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ৭৯। কিন্তু হানাফি আইনমতে নাবালিকা কন্যার বিবাহের সময় যদি তাহার পিতা উপস্থিত থাকে ও তাহার সম্মতি থাকে, তবে বিবাহটি সিদ্ধ করিতে কোন কন্যা পাঠাদির আবশ্যক করে না, এবং সে বিবাহ কন্যা নাবালিকা হইয়া রহিত করিতে পারে না। ১০ উ. নো., ৯৮২।

যে স্থলে স্বামী কি ভার্য্যা বর্ত্তমানে পুনশ্চ বিবাহ অসিদ্ধ হয়।—এই কথাগুলির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রথম বিবাহ অসিদ্ধ হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ এই ধারামতে অপরাধ হইবে না। কিন্তু প্রথম সিদ্ধ বিবাহের পর দ্বিতীয়বার যে বিবাহ হয়, তাহা যদি প্রথম বিবাহিত স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকা বশতঃ, অপর কোন কারণ বশতঃ নহে, আইন অনুসারে অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহসংলিপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ অপরাধী হইবে। অপর কোন কারণবশতঃ দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ হইলে, তৎসংসৃষ্ট স্ত্রী বা পুরুষ এ ধারা-

মত অপরাধী হইবে কি না? রস্কো সাহেব নিজের গ্রন্থে এই প্রশ্নটির উল্লেখ করিয়াছেন। বল সাহেবের মোকদ্দমায় আসামী বিরুদ্ধ সম্পর্কীয় একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করাতে ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হয়। আদালতের বিচারে আসামী দণ্ডিত হয়। রস্কো, ২৯২। কিন্তু ইংরাজি আইনে "যে স্থলে স্বামী কি ভার্য্যা বর্ত্তমানে পুনশ্চ বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ হয়" কথাগুলি নাই। সুতরাং ঐ নজিরে এ ধারা খাটিবে কি না সন্দেহ। এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে এখানে কোন নজির হয় নাই। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। আসামী একজন হিন্দু, পরে রোমান কাথলিক হইয়া খ্রীষ্টানবিবাহের নিয়মানুসারে একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে। তৎপরে পুনর্ব্বার আপনাকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রচার করে, এবং শাস্ত্র অনুসারে হিন্দুজাতীয় অপর একটি স্ত্রীকে বিবাহ করে। আসামী এই ধারামতে অভিযুক্ত হইলে হাইকোর্ট তাহাকে এই বলিয়া অব্যাহতি দেন—"কোন ব্যক্তি অনায়াসে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিতে পারে। সুতরাং যদি আসামী পুনর্ব্বার হিন্দু হইয়া থাকে, তবে সে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সমর্থ, তাহার প্রথম বিবাহ যদি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হইত তাহা হইলেও যখন তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ অসিদ্ধ হইত না, তখন খ্রীষ্টধর্ম্মের নিয়মানুসারে বিবাহ করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ করিলে কখনই অপরাধ হইবে না; কারণ, হিন্দুশাস্ত্র খ্রীষ্টীয় বিবাহকে আদৌ বিবাহ বলিয়া স্বীকার করে না। তর্কানুসারে যদি ইহাও ধরা যায়, যে আসামী দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় খ্রীষ্টান ছিল, তাহা হইলেও খ্রীষ্টানের সহিত হিন্দুস্ত্রীর বিবাহ খ্রীষ্টান বিবাহের আইন অনুসারে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যেরূপেই হউক, ঐরূপ স্থলে "ভার্য্যার বর্ত্তমানে পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ—" এই বিধান বা নিয়ম খাটিতে পারে না।" ৩ মা. রি., ৭। মেন সাহেব এই মতের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন যে যদি একজন ইংরাজ খ্রীষ্টীয় আইন অনুসারে বিবাহ করিবার পর মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক কোন মুসলমানজাতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে ৪৯৪ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হইবে; কারণ, খ্রীষ্টীয় বিবাহ সম্বন্ধ ধর্ম্মপরিবর্ত্তনে ব্যাহত হয় না। বোম্বাই হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় বলেন, ক একজন হিন্দু স্ত্রীলোক, তাহার স্বামীর জীবিত অবস্থায় সে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একজন মুসলমানকে নিকা করে। এস্থলে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করায় তাহার হিন্দুধর্ম্মমতে যে বিবাহ হইয়াছিল, সে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং মুসলমানের সহিত তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়ায়, সে এই ধারামত অপরাধী হইতেছে। ৪ ই. ল. রি., বো., ৩৩১। কলিকাতা হাইকোর্টও এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। ১৮ ই. ল. রি., কলি., ২৬৩। আরও মনে কর, ক একটি স্ত্রীলোক, তিনি তাঁহার বাল্যাবস্থায় রোমানকাথলিক ধর্ম্মে অভিষিক্ত হন। পরে তিনি সপরিবারে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং হিন্দুধর্ম্মমতে খ তাহার পাণিগ্রহণ করেন। কিছু কাল গত হইলে খ ক'কে এই বলিয়া পরিত্যাগ করেন যে ক পূর্ব্বে রোমান কাথলিক ছিলেন তাহা তিনি বিবাহের সময় জানিতেন না, ও জানিতে পারিলে তিনি কখনই ক'কে বিবাহ করিতেন না। এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া ক পুনর্ব্বার রোমান কাথলিক ধর্ম্মে অভিষিক্ত হন এবং গ ক'র অনুমতি লইয়া একজন রোমান কাথলিকের সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন, দ্বিতীয়বার রোমান কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করায় পূর্ব্বে হিন্দুমতে যে ক'র বিবাহ হইয়াছিল, সে বিবাহ ব্যাহত হইতে পারে না। সুতরাং ক এ ধারামত অপরাধী ও গ ঐ অপরাধের সহায়তাকারী হইতেছে। ১০ ই. ল. রি., মা., ২১৯। আরও ১২ ই. ল. রি., কলি.,

৭০৬ দেখ। এ সমস্ত নজিরগুলিতে প্রথম বিবাহ সম্বন্ধ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে ব্যাহত বা ছিন্ন না হওয়ায়, ঐ বিবাহসংলিপ্ত স্ত্রী বা স্বামী জীবিত থাকাবশতঃ দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ, সুতরাং ৪৯৪ ধারায় অপরাধ কৃত হইয়াছে, এরূপ সাব্যস্ত করা হইল বলা যাইতে পারে; কিন্তু যদি অপর কারণবশতঃ দ্বিতীয় বিবাহটি স্বতঃই অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এ ধারা বর্ত্তিবে কি না—এ বিষয়টির পরিষ্কার মীমাংসা করা হয় নাই।

এ দেশে জাতীয় প্রথানুসারে অনেক প্রকার বিবাহ হইয়া থাকে। যথা, বিহার প্রদেশে কোইরদের (কাহারবিশেষ) মধ্যে ভাতৃবিধবাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। ৩ কলি. রি., ৪১০। হলুইদিগের মধ্যে শ্যাকা (নিকাবিশেষ) দ্বারা কোন বিধবা স্ত্রীলোককে সহধর্ম্মিণী করা যাইতে পারে। ৫ কলি., রি., ৫০৬; ২৩৩। গান্ধর্ব্ব বিবাহ এখন প্রচলিত নাই। ৩ ই. ল. রি., এলা., ৭৩৮।

এরূপ জাতীয় প্রথা আছে যে কোন কোন জাতীয় স্ত্রীলোক প্রথম বিবাহের স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সেই অবস্থায় যদি স্বামীর অনুমতি না লইয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তবে সে বিবাহ জাতীয় প্রথানুসারে হইলেও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ বলিয়া আসামী এই ধারামতে দণ্ডিত হইবে। ১ বো. রি., ১১৮; ৭ বো. রি., ১৩২; ১১ বে. ল. রি., ১২৮। সুতরাং এরূপ মোকদ্দমায় আসামী জাতীয় প্রথার দোহাই দিয়া অব্যাহতি পাইবে না। ১ ই. ল. রি., বো., ৩৪৭। কিন্তু ৭ কলি. রি., ৩৫৪ ও ১৯ ই. ল. রি., কলি., ৬২৮ নজির ইহার বিপরীত।

সহায়তা—এসম্বন্ধে ১০৭ ধারার টীকা দেখ।

উদ্যোগ—৫১১ ধারা দেখ।

অভিযোগপত্র—৪৯৩ ধারার টীকা দেখ। "তুমি অমুক দিন অমুক স্থানে তোমার স্বামী বা স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছ; সেই বিবাহ তোমার স্বামী বা স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় অসিদ্ধ। তদ্বশতঃ তোমার কর্ত্তৃক এই ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইয়াছে ইত্যাদি"। ৮ ঊ. রি. লি., ৯।

প্রমাণ—এই ধারার মোকদ্দমায় দুটি বিষয় প্রমাণিত করিতে হইবে। প্রথম, দুইবার বিবাহ; দ্বিতীয়, বিবাহকারী স্ত্রীপুরুষের ব্যক্তি নির্ণয়। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৫০ ধারায় বিবাহ নির্ণয়ের প্রমাণের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেওয়ানী মোকদ্দমায় যেরূপ প্রমাণ আবশ্যক, এই ধারার মোকদ্দমায় তদপেক্ষা অধিক প্রমাণের প্রয়োজন। স্ত্রীপুরুষের ন্যায় একত্র বাস করিতেছে, কেবল ইহা প্রমাণ করিলেই তাহাদের বিবাহসম্বন্ধ প্রমাণিত হইবে না। ৫ ই. ল. রি., কলি., ৫৬৬; ১৩ কলি. রি., ১২৫; ৫ ই. ল. রি., এলা., ২৩৩। শেষোক্ত মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর স্ত্রী উভয়েই উহাদিগের পরস্পরের বিবাহের কথা বলে এবং আসামীও আপন জবাবে স্বীকার করে যে ঐ স্ত্রীলোকটি ফরিয়াদীর স্ত্রী। এসমস্ত সত্ত্বেও, হাইকোর্ট বলেন যে ফরিয়াদীর বিবাহ যথোচিত প্রমাণ হয় নাই। ইহার সহিত ৬ ই. ল. রি., মা., ৩৭৬, ২০ ঐ., এলা., ১৬৬ দেখ। কিন্তু মনে কর, ফরিয়াদীর স্ত্রী বলিল "ফরিয়াদী আমার বিবাহিত স্বামী। ৪ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। আমার স্ত্রীধর্ম্ম হইলে পর, আমি ফরিয়াদীর সহিত শয়ন করিতে আরম্ভ করি"। ফরিয়াদী বলিল, "আমি আমার স্ত্রীকে ৫ বৎসর বিবাহ করিয়াছি। তাহার বয়ঃক্রম ১৮, সম্বন্ধ উপস্থিত হইবার

অল্পদিন পরেই সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল"। ফরিয়াদীর শ্বাশুড়ী এজাহার করে যে সে ফরিয়াদীর সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিবাহ হইয়াছিল কি না, বা হইয়া থাকিলে ঐ বিবাহ সিদ্ধ কি না, তৎসম্বন্ধে আসামীর পক্ষ হইতে কোন জেরা করা হয় নাই। অত্র অবস্থায় হাইকোর্ট বলেন, বিবাহ যথেষ্টরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। ৯ ই. ল. রি., মা., ১০। বিবাহ রীতিমত, অর্থাৎ বিবাহকালে যে সমস্ত আইন বা শাস্ত্রসঙ্গত নিয়ম প্রতিপালনের বিধান আছে সে সকল নিয়মানুসারে কার্য্য হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। মুসলমানদের বিবাহে মোল্লা উপস্থিত থাকিয়া কল্মাপাঠ, উকিলনিযুক্ত করণ, সাক্ষী উপস্থিত করা, আক্‌দ প্রতিপালন ইত্যাদি প্রমাণ করা আবশ্যক। ১৯ ই. ল. রি., কলি., ৭৯। ইহার সহিত ৪৯৪ ধারায় যে ১০ উ. নো., ৯৮২ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখ। স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে এবং স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে এইরূপ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে পারে।

কোন স্ত্রী যদি স্বামীর সাত বৎসরব্যাপী অনুদ্দেশের পর বিবাহ করে, তবে ফরিয়াদীর পক্ষে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামীর স্বামী জীবিত আছে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০৮ ধারা দেখ। কিন্তু সাত বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিলে আসামীকে দেখাইতে হইবে যে তাহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ নির্ণয়ার্থ সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। সুতরাং এই ধারার মোকদ্দমায় যদি আসামী দেখাইতে পারে যে বিবাহের সময় তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাহার প্রথম স্বামী মরিয়া গিয়াছে, তবে তাহাই আসামীর অব্যাহতি-সাধক উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইবে।

৪৯৫ ধারা।—যাহার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবে, তাহার পূর্ব্ব বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া যদি কেহ ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত অপরাধ করে, তবে সে দশ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

৪৯৬ ধারা।—যদি কোন পুরুষ শঠতাভাবে, কি প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহের অনুষ্ঠান করে, অথচ ইহা জানে যে তাহাতে বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় না, তবে সেই পুরুষ সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, ও তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

অর্থ—"শঠতাভাবে" ও "প্রতারণা" এ সম্বন্ধে ২৪। ২৫ ধারা দেখ।

১৮৭৩ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে জজেরা এই ধারা ও ৪৯৪ ধারার মধ্যে এই বিভিন্নতা নির্ণয় করেন যে ৪৯৪ ধারার মোকদ্দমায় উভয় পক্ষেরই প্রকৃত ঘটনার অবগতি থাকে। কিন্তু এ ধারায় এক পক্ষ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে প্রতারিত হয়। বো. রি., জুলাই, ১৮৭৩ খৃঃ ও ৪৯৩ ধারার টীকা দেখ।

৪৯৭ ধারা।—যদি কোন পুরুষ, স্বামীর অনুমতি কি তাহার উপেক্ষা (connivance) ব্যতিরেকে কোন স্ত্রীকে তাহার (স্বামীর) পত্নী বলিয়া জানিয়া বা তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ সত্ত্বে তাহার ঐ স্ত্রীতে উপগত হয় ও সেই উপগত হওয়া যদি বলাৎকারের তুল্য অপরাধ না হয়, তবে সেই পুরুষের পরস্ত্রী-গমনের অপরাধ হয়, ও সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। এমত স্থলে ঐ স্ত্রী সাহায্যকারিণীরূপে দণ্ডনীয় হইবে না।

অর্থ—(১) স্বামীর সম্মতি বা উপেক্ষা অনুসারে তাহার স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। মনে কর, খ'র স্ত্রীর সহিত ক'র প্রসক্তি আছে জানিয়াও খ তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। এস্থলে ক এই ধারামতে অপরাধী হইবে না। সুতরাং এই ধারার মোকদ্দমায় সচরাচর আসামীর উক্তরূপ জবাব দেখিতে পাওয়া যায়। উপেক্ষা (connivance) সম্বন্ধে ৩ ই. ল. রি., কলি., ৬৯১ দেখ। কয়েক সম্প্রদায় আছে, তাহাদের স্ত্রীগণ স্বামীর সহায়তায় পরপুরুষ সংসর্গ করিয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থায় এই ধারার লিখিত অপরাধ হইবে না। (২) ভারতবর্ষীয় আইনে অপরাধের পর ক্ষমা-করণ (condonation) প্রমাণিত হইলে, আসামীর অব্যাহতি নাই। ২১ উ. রি., ১৪। (৩) আসামী যে স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করে, সে যে অপরের পত্নী ইহা তাহার অবগত থাকা বা তদ্রূপ বিশ্বাসের কারণ থাকা আবশ্যক। সুতরাং বিধবা বা অবিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে, কিম্বা যে স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করে তাহাকে যদি অপরের স্ত্রী বলিয়া আসামীর জ্ঞান বা বিশ্বাস না থাকে, তবে সে এই ধারামতে অপরাধী হইবে না। বোম্বাই হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমায় ঐরূপ অবস্থা প্রকাশ পায় যে যদিও সংসৃষ্ট স্ত্রীর সহিত তাহার স্বামীর সমস্ত সম্বন্ধ যথানিয়মে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তথাপি স্বামী স্ত্রীকে আপনার বাটীতে আসিতে দিত না। পরে গ্রামের পঞ্চায়েতের সমক্ষে তাহাদের জাতীয় নেতৃবিবাহের নিয়মানুসারে আসামী স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করে। বিবাহের পর সংসর্গ ঘটাতে আসামীর নামে এই ধারামতে অভিযোগ উপস্থিত হয়। জুরিরা বলেন যে যখন জাতিপ্রচলিত নেতৃবিবাহের নিয়মানুসারে আসামীর সহিত স্ত্রীলোকটির বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীলোকটি অপরের স্ত্রী—এরূপ বিশ্বাস আসামীর ছিল না। বরং তাহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে নেতৃবিবাহবলে তাহার পূর্ব্ববিবাহবন্ধন খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া জুরিগণ আসামীকে অব্যাহতি দেন। ৫ বো. রি., ১৭। আরও ৬ ই. ল. রি., মা., ৩৭৪ দেখ। এই মীমাংসা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সম্প্রদায়গত কোন প্রথা বলে শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহবন্ধন খণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা এখন মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যখন স্ত্রীলোকটি স্বামীকর্ত্তৃক আইনানুসারে পরিত্যক্তা হয় নাই, তখন নেতৃ-বিবাহের পূর্ব্বেও যেমন সে অন্যের বিবাহিত পত্নী ছিল, নেতৃ-বিবাহের পরেও সেইরূপ তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইবে। আইনের এইরূপ মর্ম্ম জানিত না বলিয়া ৭৯ ধারার ব্যবস্থানুসারে আসামী অব্যাহতি পাইবে না। সুতরাং নেতৃ-বিবাহের দোহাই দিয়া আইনের মর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করায় আসামী খালাস পাইতে পারে না। সম্প্রতি বোম্বাই হাইকোর্টে আর একটি মোকদ্দমায় উক্তরূপ মীমাংসার পোষকমত গৃহীত হইয়াছে। ১ ই. ল. রি., বো., ৩৪৭। ৪৯৪ ধারার টীকা দেখ।

প্রমাণ—মহান্ত মাধবগিরির মোকদ্দমায় এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয় যে স্ত্রীলোকটি কোন বিশেষ ব্যক্তির স্ত্রী তাহা না জানিলেও আসামী যদি এরূপ জানে যে স্ত্রীলোকটি অপরের বিবাহিত পত্নী, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। ২১ উ. রি., ১৩। এই ধারার মোকদ্দমায় (১) সংসৃষ্ট স্ত্রীলোকটির বিবাহ; (২) তাহার স্বামীর জীবিতাবস্থা; (৩) স্ত্রীলোকটি যে বিবাহিতা, আসামীর তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা বিশ্বাস থাকা; (৪) স্ত্রীলোকটির সহিত আসামীর সংসর্গ—প্রমাণ করিতে হইবে। (১), (২) ও (৩) প্রমাণ সম্বন্ধে ৪৯৪ ধারার টীকা দেখ। পূর্ব্বে এই ধারা ও ৪৯৮ ধারার মোকদ্দমায় যদি এরূপ প্রমাণ হইত যে ফরিয়াদী ও সংসৃষ্টা স্ত্রীলোকটি স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বসবাস করিতেছে, তাহা হইলে উক্ত অবস্থায় তাহাদের বিবাহ হওয়া অনুমান করা যাইত। ১৭ উ. রি., ২। এক্ষণে ঐরূপ হইবে না, বিবাহের বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে হইবে।

(৪) সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। সংস্পৃষ্ট স্ত্রীলোকটি যদি আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সংস্পৃষ্ট স্ত্রীগণ আসামীর অনুকূল সাক্ষ্যই দিয়া থাকে। সুতরাং অবস্থা বিবেচনায় (৪) প্রমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অবস্থা এইরূপ—স্ত্রীলোকটি ও আসামী যদি একত্র বসিয়া বিরলে কথোপকথন ও উপহাসাদি করিতেছে ইহা দৃষ্ট হয়, রাত্রিতে যদি উভয়ে দ্বার রোধ করিয়া এক গৃহে শয়ন করিয়া থাকে ইত্যাদি। অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ খণ্ডনের মোকদ্দমায় যেরূপ প্রমাণের আবশ্যক, এই ধারার মোকদ্দমাতেও সেইরূপ প্রমাণের প্রয়োজন। ২১ উ. রি., ১৩ দেখ। স্ত্রীর সাক্ষ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সত্য; কিন্তু মনে কর ফরিয়াদী আপন স্ত্রীর এজাহার দেওয়াইল না। অপর প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য না থাকায় মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইলে পর, স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া মোকদ্দমা পুনর্জ্জীবিত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ১১ ই. ল. রি., কলি., ৮১।

অভিযোগ—"তুমি অমুক দিন অমুক সময়ে অমুককে অমুক ব্যক্তির স্ত্রী বলিয়া জানিয়া কিম্বা তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ সত্ত্বে এবং ঐ স্ত্রীর স্বামীর সম্মতি বা উপেক্ষা ব্যতিরেকে তাহার সহিত সংসর্গ করিয়াছ" ইত্যাদি। ৪ উ. রি., ৫।

কে অভিযোগ আনিবে—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯৯ ধারা অনুসারে এই ধারার ও ৪৯৮ ধারার মোকদ্দমা সংস্পৃষ্ট স্ত্রীলোকের স্বামী বা অপরাধকালে সে যাহার তত্ত্বাবধানে ছিল কেবল সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে একবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তৎপরে মোকদ্দমা চালাইতে অস্বীকৃত হইলে আদালত নিজেই ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারেন কি না? বর্ত্তমান কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৫ ধারানুসারে দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭। ৪৯৮ ধারার মোকদ্দমা স্ত্রীলোকটির স্বামী রফা করিতে পারেন। ইহা নিবারণ করা আদালতের ক্ষমতা নাই। মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমায় এইরূপ অবস্থা ঘটে; মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ফরিয়াদীর মৃত্যু হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে যদিও মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অভিলষনীয়, তথাপি স্বামীর মৃত্যু হইলেই যে মোকদ্দমা বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা নহে। ৪ মা. রি., ৫৫। ক খ'র নামে ৪৯৭ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করিলে, খ দণ্ডিত হয়। তৎপরে খ আপীল করে। আপীল শ্রুত হইবার সময়, ক মোকদ্দমা রফা করিতে চাহে। হাইকোর্ট বলেন, এ অবস্থায় ক'কে মোকদ্দমা রফা বা উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। ২ ই. ল. রি., এলা., ৩৩৯। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৫ ধারার (৫) দফানুসারে আসামী সেসন সোপর্দ্দ হইলে বা দণ্ডিত হইবার পর আপীল করিলে, সেসন আদালতের কিম্বা আপীল আদালতের অনুমতি ব্যতীত মোকদ্দমা রফা করা যাইতে পারে না।

ক খ'র নামে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করে যে খ তাহার স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য নিজের নিকট রাখিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নানুসারে বলে যে তাহার স্ত্রী খ'র সহিত সংসর্গ করিয়াছে এবং ঐ কথানুসারে খ'র নামে ৪৯৭ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করায় মাজিষ্ট্রেট খ'কে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। হাইকোর্ট বলেন যে ক যখন স্বতন্ত্র দরখাস্ত দ্বারা খ'র নামে ৪৯৭ ধারার অভিযোগ করে নাই, তখন মাজিষ্ট্রেটের দায়রা সোপর্দ্দের আদেশ অবৈধ হইয়াছে। আ., রি., ১৮২৮ খ্রীঃ, ১৭৭। কিন্তু ঐ হাইকোর্টের ১১৯৯ ব্যাখ্যা (construction) অনুসারে ঐরূপ সোপর্দ্দ করা আইন সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। এই ধারার একটি মোকদ্দমায়

বিচারকালে প্রমাণ হয় যে ফরিয়াদীর স্ত্রী ৪৯৪ ধারার অপরাধ করিয়াছে, এস্থলে ফরিয়াদী আপন স্ত্রীর নামে ৪৯৪ ধারার নালিশ করিবার কোন দরখাস্ত না করিয়া থাকিলেও মাজিষ্ট্রেট একায়িব ঐ স্ত্রীলোকটিকে ৪৯৪ ধারামতে সেসন সোপর্দ্দ করিতে পারেন। ১ কলি. রি., ৫২৩। কিন্তু ৫ ই. ল. রি., এলা., ২৩৩ ও ১০ ই. ল. রি., এলা., ৩৯ পৃষ্ঠার নজির পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই মতটি ভ্রমমূলক বিবেচনা করেন। আরও ২০ ই. ল. রি., কলি., ৪৮৩ দেখ। ক আপনার স্ত্রীকে খুন করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে আদালতে জবাব দেয় যে তাহার স্ত্রী গ'র সহিত ভ্রষ্টা ছিল বলিয়া সে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট হলপ দিয়া ক'র এই জবাব গ্রহণ করেন। এবং ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া গ'র নামে ৪৯৭ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করেন। উল্লিখিত ব্যাখ্যামতে নেজামত আদালত বলেন যে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অবৈধ হয় নাই। স্বতন্ত্র দরখাস্ত করিয়া অভিযোগ করা অনাবশ্যক। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন, এ মতটি ভ্রমমূলক। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে কার্য্যবিধি আইনের ৪ ধারার লিখিত "নালিশ" (complaint) ব্যতীত ৪৯৭। ৪৯৮ ধারার মোকদ্দমা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ৩০ ই. ল. রি., কলি., ৯১০। নালিশটিতে ৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারার অপরাধের স্পষ্ট উল্লেখ করা আবশ্যক। ২৭ ঐ., মা., ৬১।

বিশেষ কথা—(১). যদি কোন স্ত্রীলোক বাহির হইয়া গিয়া কোন ব্যক্তির-সহিত ব্যভিচার করে এবং আইনানুসারে ঐ ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয়, তৎপরে কারামুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করে, এবং যদি তাহার কারাবরোধের সময় স্ত্রী তাহার স্বামীগৃহে প্রত্যাগত না হইয়া থাকে, তবে এরূপ অবস্থায় আসামী দ্বিতীয়বার অপরাধী হইবে কি না? ১৮৬৪ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে এই প্রশ্ন উঠে। জজ হোর সাহেব বলেন, আসামী পুনর্ব্বার দণ্ডিত হইবে; কিন্তু মেন সাহেব এই মতের অনুমোদন করেন নাই। সার কথা, এরূপ অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরস্পরের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও অধিকার আছে, তাহা এককালে স্বামী কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে কি না? যদি ঐ সম্বন্ধ একবারে নষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি ব্যভিচারকার্য্য করণার্থ স্বামী স্ত্রীকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া থাকে (*i. e.* if the husband has abandoned the wife to immoral life, thereby putting an end to the marital relations between them), তাহা হইলে ঐ স্ত্রীর পুনর্ব্বার সংসর্গ করায় আসামী এ ধারামত আর দায়ী হইবে না। কিন্তু তাহা না হইলে, সে দায়ী হইবে।

(২). সম্মতি—সংস্পৃষ্ট স্ত্রীলোকটির সম্মতি এ ধারা বা ৪৯৮ ধারার অপরাধের দোষক্ষালন করিবে না। ইহার সহিত ৩৭৩ ধারার টীকা দেখ।

৪৯৮ ধারা।—যে স্ত্রী অন্যের পত্নী ও যাহাকে অন্য পুরুষের পত্নী বলিয়া জানা যায়, কি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, এমত স্ত্রী অবৈধমতে কোন পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করে এই অভিপ্রায়ে যদি কেহ তাহাকে আপন স্বামী হইতে কিম্বা স্বামীর পক্ষে ঐ স্ত্রীর কোন রক্ষক হইতে হরণ করে, কি প্রবৃত্তি জন্মাইয়া লয়, কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে তদ্রূপ কোন স্ত্রীকে গোপনে রাখে, কি আটক করিয়া রাখে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—(১) "গোপনে রাখে কি আটক করিয়া রাখে"—এখানে গোপন বা আটক শব্দে দৈহিক অবরোধ বুঝাইতেছে না। ৩৬১ ধারায় "জিম্মা" শব্দের টীকা দেখ। যাহাতে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার বিলুপ্ত হয়, এমন কার্য্য করিলেই এই ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ২ মা. রি., ৩৩১; ৪ মা. রি., ২০। (২) "প্রবৃত্তি জন্মাইয়া লওয়া"—আসামী যদি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটিকে প্রলোভিত না করিয়া থাকে, স্ত্রীলোকটি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসামীর সহিত বাহির হইয়া যায়, তবে আসামী দণ্ডিত হইবে কি না? এই প্রশ্ন মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক এইরূপে মীমাংসিত হইয়াছে—"যদি স্বামীর সহিত অবস্থানকালে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার স্ত্রী বাহির হইয়া যাইবার সময় এরূপে তাহার সহগামী হয় যাহাতে স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্ত্তৃত্বাধিকার বিলুপ্ত হয়, তবে আসামী "লওয়া" শব্দানুসারে অপরাধী হইবে।" ২ মা. রি., ৩৩১। উক্ত মোকদ্দমায় এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল—স্ত্রীলোকটি আসামীকে বলে যে আসামী যেন তাহাকে তাহার (আসামীর) সহিত যাইতে দেয়। প্রস্তাবটি স্ত্রীলোক কর্ত্তৃকই কৃত হইয়াছিল। আসামী স্ত্রীলোকটিকে আদৌ কোন প্রকার প্রবৃত্তি দেয় নাই, বা তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করে নাই। কেবল স্ত্রীলোকটির অনুরোধানুসারেই বাহির হইবার পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তথাপি হাইকোর্ট এই ধারামতে আসামীর দণ্ড বিধান করেন। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট ঐরূপ এক মোকদ্দমায় স্ত্রীলোকটি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল বলিয়া আসামীকে অব্যাহতি দেন। ২ ঊ. রি., ৩৫। শেষোক্ত মোকদ্দমায় এইরূপ অবস্থা ঘটে। স্ত্রীলোকটি স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বাহির হইয়া গিয়া আসামীর সহিত বাস করে। ওকিনেলি সাহেব বলেন যে স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই আসামী অব্যাহতি পায়। সুতরাং উক্ত দুই হাইকোর্ট মতের মধ্যে কোন অনৈক্য নাই। মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত ভাল বলিয়া বোধ হয় না। আসামীকে দণ্ডিত করিতে হইলে ইহা প্রমাণ হওয়া আবশ্যক যে আসামী হয় স্ত্রীলোকটিকে হরণ করিয়াছে, বা তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া লইয়া গিয়াছে, অথবা তাহাকে গোপনে বা আটক করিয়া রাখিয়াছে। এই চারিটির কোন একটি কার্য্য করিলেই আসামী দণ্ডিত হইতে পারে। সুতরাং যদি আসামী উহার কোন কার্য্যই না করিয়া থাকে, তবে আসামী এই ধারামতে কেন দণ্ডিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি কোন স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাক্রমে স্বামীগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সে ঐ ব্যক্তি তাহাকে স্বামীগৃহে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেও যদি সে তাহাতে অসম্মত হয় এবং ঐ ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকে, এবং তাহার অগোচরে ব্যভিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কখনই এই ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে না। কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্ট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে ঐ ব্যক্তিকে দণ্ডিত হইতে হয়। তবে যদি উক্ত ব্যক্তি স্ত্রীলোকটিকে ব্যভিচারকার্য্যে প্রবৃত্তি করাইবার অভিপ্রায়ে আপন আশ্রয়ে রাখে, তাহা হইলে সে এ ধারামত দায়ী হইবে। ইহার সহিত ৩৬১ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক। স্ত্রী স্বামীর গৃহে বাস করিবার কালে বা স্বামীর গৃহীত ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিবার কালে এবং স্বামীর অর্থে পুষ্ট হইয়া তাহার সাময়িক অনুপস্থিতি সময়ে যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া বাহির হইয়া যায়, তবে সে স্বামীর হস্তাবধান হইতে বহিষ্কৃত হইল, ইহা ধরিতে হইবে। ৫ ঊ. রি., ৫০। ইহার সহিত ৩৬১ ধারার টীকা দেখা আবশ্যক। (৩) "তদ্রূপ"—অর্থাৎ যে স্ত্রী অন্যের পত্নী বলিয়া জানা বা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে এমন স্ত্রী বুঝাইতেছে। ১০ ই. ল. রি., এলা., ৫৮০। ৪ ই. ল. রি., এলা., ২৫১ পৃষ্ঠার নজিরটি পড়িলে সহজে মনে হয় যে "তদ্রূপ" শব্দে "অপহারিত"

স্ত্রীলোক বুঝাইতেছে; কিন্তু এ অর্থ ঠিক নহে। (৪) ৪৯৯ ধারার লিখিত কথাগুলি "এমত স্থলে ঐ স্ত্রী সাহায্যকারিণীরূপে দণ্ডনীয় হইবে না" ৪৯৮ ধারায় লিখিত হয় নাই। একটি মোকদ্দমায় এইরূপ স্থির হইয়াছে যে স্ত্রীলোকটিকে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া বাহির করিয়া লইলে, (enticed away) স্ত্রীলোকটি ঐ কার্য্যের সহায়তাকারিণী বলিয়া দণ্ডার্হ নহে। তবে যদি কেহ তাহাকে হরণ করে (takes away), তৎসম্বন্ধে তাহাকে সহায়তাকারিণী বলা যাইতে পারে কি না ইহার মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় না। ২৬ ই. ল. রি., মা., ৪৬৩।

অভিযোগ—৪৯৭ ধারা দেখ। স্ত্রীলোকটি নিজেও অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে না। ৩ উ. রি., ১৩। এই ধারার মোকদ্দমা রফা হইতে পারে।

প্রমাণ—৪৯৭ ধারায় যেরূপ প্রমাণের প্রয়োজন এই ধারার মোকদ্দমাতেও সেইরূপ প্রমাণ আবশ্যক। প্রলোভিত স্ত্রীকে রাখিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে, প্রলোভন দেখান হইয়াছিল ইহা প্রমাণিত করিতে হইবে। ৩ ই. ল. রি., এলা., ২৫১।

দণ্ড—বর্ত্তমান কার্য্যবিধি আইনের ২৩৫ ধারা অনুসারে আসামী এখন ৪৯৭ ও ৪৯৮ উভয় ধারা অনুসারেই দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ৭১ ধারার টীকা দেখ।

একবিংশ অধ্যায়।

অপবাদের কথা।

৪৯৯ ধারা।—কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাহার কোন দোষারোপ হইলে ঐ ব্যক্তির (সুখ্যাতির) অনিষ্ট হইবে জানিয়া কিম্বা জানিবার কারণ প্রাপ্ত হইয়া, যদি কেহ বাক্যতে, কিম্বা পাঠ হইবার অভিপ্রায়ের কোন কথাতে, কিম্বা ইঙ্গিতের (by signs), কিম্বা দৃশ্য ছবি প্রভৃতি কোন অনুরূপ দ্বারা (by visible representations) তাহার প্রতি দোষারোপ করে কি তাহা প্রকাশ করে, তবে সে ঐ ব্যক্তির অপবাদ করে বলা যায়। কিন্তু পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত কথার স্থলে অপবাদ বলা যায় না।

১ অর্থের কথা।—মৃত ব্যক্তির নামে দোষারোপ করিলে, যদি সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে সেই দোষারোপেতে তাহার সুখ্যাতির অনিষ্ট হইত, ও যদি তাহাতে তাহার পরিবারের কি অন্য নিকট জ্ঞাতিবর্গের মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ দোষারোপ করণেতে অপবাদ করিবার দোষী হইতে পারে।

২ অর্থের কথা। কোন কোম্পানির কি সমাজের একত্রীভূত লোকদের উপর দোষারোপ করা গেলে অপবাদ করিবার দোষ হইতে পারে।

৩ অর্থের কথা। দ্ব্যর্থ (in the form of an alternative) কথাতে, কি ব্যঙ্গোক্তিতে যে দোষারোপ হয়, তাহাতে অপবাদ হইতে পারে।

৪ অর্থের কথা। যদি দোষারোপ করণেতে অন্য লোকদের জ্ঞানে স্পষ্টরূপে কি ভাবক্রমে কোন ব্যক্তির সদাচারের প্রতি কলঙ্ক কি বুদ্ধির প্রতি দোষার্পণ না হয়, কিম্বা জাতি কি ব্যবসা সম্পর্কে সুখ্যাতির কলঙ্ক না হয়, কিম্বা তাহার মান্যতা খর্ব্ব না হয়, কিম্বা তাহার শরীর অতি ঘৃণ্য অবস্থায় কিম্বা সাধারণমতে যাহা লজ্জাকর বোধ হয় এমত অবস্থায় থাকার বিশ্বাস না জন্মায়, তবে সেই দোষারোপ করণেতে তাহার সুখ্যাতির অনিষ্ট হয় এমন বলা যায় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কহে, যদু অতি সজ্জন, সে কখন বলরামের ঘড়ী চুরি করে নাই। কিন্তু এই কথার ভাব এই, যদু বলরামের ঘড়ী চুরি করিয়াছে। অতএব এই কথা যদি বর্জ্জিত কথার মধ্যগত না হয়, তবে অপবাদ বলা যায়।

(খ) কেহ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করে যে বলরামের ঘড়ী কে চুরি করিয়াছে? আনন্দ যদুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যদু চুরি করিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে। এই বিষয় যদি বর্জ্জিত কথার মধ্যগত না হয়, তবে অপবাদ বলা যায়।

(গ) আনন্দ ছবি লিখিয়া ইহা অনুসূচন করায় যে যদু বলরামের ঘড়ী লইয়া পলায়ন করিতেছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে যদু বলরামের ঘড়ী চুরি করিয়াছে এমত বিশ্বাস জন্মে। এই কার্য্য যদি বর্জ্জিত কথার মধ্যগত না হয়, তবে অপবাদ বলা যায়।

অর্থ—কোন ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই ব্যক্তির নাম করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে জুতা মারিলে ৪৯৯ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। ২ উ. প. রি., ৪৩৫। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে লিখিয়া লোকের অপবাদ করা যেরূপ দূষনীয়, মুখের কথায় অপবাদ করাও সেইরূপ দূষণীয়। উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ক আমার নামে একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। ইহাতে আমার রাগ হওয়ায় আমি যদি ক'কে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অপবাদসূচক কথা বলি, তাহা হইলে আমি ৪৯৯ ধারামত দণ্ডিত হইব। কিন্তু সেই কথা যদি আমার উপর ক যে অভিযোগ আনিয়াছে তৎসম্পর্কীয় হয়, তাহা হইলে আমি অপরাধী হইব না। কারণ, আমি ধারার লিখিত অভিপ্রায়ে সে কথা বলি নাই। মনে কর, ক আমার নামে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করে যে আমি অমুক দিন রাত্রে ক'র বাটিতে চুরি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে বাঁচাইবার জন্য এই জবাব দিই যে আমি চুরি করিতে যাই নাই, ক'র ভগিনীর সহিত আমার প্রসক্তি আছে, তাহার সহিত প্রণয়-আলাপন করিবার জন্য আমি অমুক দিন রাত্রে ক'র বাটীতে গিয়াছিলাম। এস্থলে আমি ৪৯৯ ধারামতে অপরাধী হইব না। নয়, বর্জ্জিত কথা দেখ। তবে যদি ঐরূপ কোন জবাব না দিয়া আমি বলি, "ক, তুই শালা গরুচোর,"* তাহা হইলে আমি ৪৯৯ ধারার অপরাধে অপরাধী। ২ উ. রি., ৩৩ দেখ। রাগবশতঃ ঐ কথা বলিয়াছি বলিয়া আমি অব্যাহতি পাইব না।

"দোষারোপ করে কি তাহা প্রকাশ করে"—এই শব্দগুলি বিশেষ করিয়া অনুধাবন করা নিতান্ত আবশ্যক। মনে কর, আমি আপন ঘরে বসিয়া একখানি কাগজে "ক চোর,

অত্যন্ত মন্দ লোক, মদ্য পান করিয়া থাকে, বেশ্যাসক্ত" প্রভৃতি নানা অপবাদের কথা লিখিলাম ; কিন্তু কাহাকেও দেখাইলাম না ও কাহাকেও জানান আমার অভিপ্রেত নহে। যতক্ষণ না আমি ঐ অপবাদ প্রকাশ করিব, বা অন্য লোক যাহাতে পড়িতে পারে এমন কোন স্থানে রাখিব, ততক্ষণ আমি ৪৯৯ ধারামতে অপরাধ করিলাম না। ঘরে বসিয়া আমি রাজা উজীর মারিতে পারি, তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি, যদি আমি নির্জ্জনে ক'র নিকট গিয়া ঐ সকল কথা বলি, এবং অন্য কাহাকেও না বলি, তাহা হইলেও সে আমার নামে ৪৯৯ ধারামত অভিযোগ আনিতে পারে না। সে ৫০৪ ধারামত অভিযোগ আনিতে পারে, কিন্তু ৪৯৯ ধারামত নহে। ব্রুক সাহেবের মোকদ্দমায় এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে। ৭ কল্ক, ২৫১। আসামী কর্ত্তৃক দোষারোপে "অন্যের নিকটে" ফরিয়াদীর মানের ও মর্য্যাদার লাঘব না হয় ইহাই ৪৯৯ ধারার উদ্দেশ্য। আমি ক'র উপর যে সকল দোষারোপ করিলাম, কেবল ক'ই জানিল, অপর কেহ জানিতে পারিল না। অন্যের নিকট ক'র মানমর্য্যাদা পূর্ব্ববৎ বজায় থাকিল। ঐ সকল অপবাদের কথা শুনিয়া ক'র রাগ হইতে পারে এবং সে রাগ সম্বরণ করিতে না পারিলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্য ক আমাকে ৫০৪ ধারামত দায়ী করিতে পারে ; কিন্তু এ ধারামতে অভিযোগ আনিলে তাহা অবৈধ হইবে।

"প্রকাশ করা" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ১ ই. ল. রি., বো., ৪৭৭ দেখ। মনে কর, ক খ'কে নিন্দাবাদ করিয়া একখানি পত্র খামে বন্ধ করিয়া ডাকে খ'র নিকট পাঠায়। আর কাহাকেও ঐ পত্র পাঠায় নাই বা জানায় নাই। এ অবস্থায় ক অপবাদ 'প্রকাশ' করিল এরূপ বলা যায় না। ৭ ই. ল. রি., এলা., ২০৫। ১৮ ঐ., বো., ২০৬। আর একটি মোকদ্দমায় গ্রামের পঞ্চাইত চৌকিদারি ট্যাক্সের রসিদে ট্যাক্স দাতাকে "বুলিয়ান বেনে" বলিয়া উল্লেখ করে ও তাহাকে রসিদ খানি দেয়। এরূপ "দেওয়া" প্রকাশ করা" বলিয়া গণিত হয় নাই। ৩০ ঐ., কলি., ৪০২। দরখাস্তে অপবাদসূচক কথা লিখিয়া আদালতে দাখিল করিলে, "প্রকাশ করা" হইল। ১৪ উ. রি., ২৭।

১৮২। ২১১ ও ৪৯৯ ধারার প্রভেদ :—৮ম. বর্জ্জিত কথার ১ম. উদাহরণ দেখিলে, ১৮২ ও ২১১ ধারা এবং এই ধারা পরস্পরের মধ্যে কি প্রভেদ সহসা এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উদয় হয়। ১৮২ ও ২১১ ধারার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বেই ১৮২ ধারার টীকায় সবিশেষ বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ঐ উভয় ধারা ও ৪৯৯ ধারার মধ্যে কি ব্যবধান আছে। কোন ব্যক্তির হানি করিবার মানসে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে অকারণ বা অন্যায়রূপে অভিযোগ উপস্থিত করিলে বা করাইলে, তাহার উপর ২১১ ধারা বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির অনিষ্ট (হানিবিশেষ) করিবার অভিপ্রায়ে যদি কেহ কোনরূপে দোষারোপ (কেবল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধকরণ নহে) কথায়, লেখায় বা ইঙ্গিতে (কেবল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট অভিযোগ দ্বারা নহে) করে, তাহা হইলে তাহার উপর ৪৯৯ ধারা বর্ত্তিবে। ২১১ ধারায় আসামী ফরিয়াদীর উপর যে অভিযোগ উপস্থিত করে তাহা সত্য থাকা বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রচুর কারণ দর্শাইতে পারিলে, সে অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু অনেক স্থলে ৪৯৯ ধারার আসামী কর্ত্তৃক ফরিয়াদীর উপর যে দোষারোপ হয়, সেই অপবাদ সত্য কি মিথ্যা তাহা আদালতের দেখিবার প্রয়োজন করে না। ঘটনা সত্য হইলে আসামী সাধারণের উপকারার্থ ও সরলভাবে যদি ঐ কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে আসামীর অব্যাহতি নাই। ৪ ই. ল. রি., বো., ২৯৮। উভয় ধারাতেই আসামী সরলভাবে কার্য্য করিয়াছে, ইহা তাহার পক্ষ হইতে

দেখাইতে হইবে। সংক্ষেপে বলিলে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট যে ৪৯৯ ধারার ব্যাপ্তি ২১১ ধারা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত। ইহার সহিত ১৯ ঐ., ঐ., ৫১ দেখ।

দায়িত্ব—সংবাদপত্রে কোন অপবাদের কথা লিখিত হইলে, লেখক ও প্রকাশক উভয়ই দায়ী হইবে। কি লিখিত হইয়াছে—তাহা জানি না বা বুঝি না বলিয়া প্রকাশক অব্যাহতি পাইবে না। ১৯ ই. ল. রি., বো., ৭০৩। কিম্বা অপর একখানি সংবাদপত্র হইতে অপবাদসূচক কথা গুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে বলিলেও অব্যাহতি নাই। ১২ ঐ., ঐ., ১৬৭। ৯ম. বর্জ্জিত কথার টীকায় যে হল সাহেবের মোকদ্দমার কথা বলা হইয়াছে তাহাতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সংবাদপত্রের প্রকাশক কে তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। ১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে সংবাদপত্রের প্রকাশক ও প্রিণ্টারকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দুইখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে হয়। উহার একখানি মাজিষ্ট্রেটের আফিসে থাকে, অপরখানি হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। ফি দিয়া ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রের জাবেদা নকল লইলেই কে প্রিণ্টার ও কে প্রকাশক তাহা জানা যাইবে। ঐ জাবেদা নকল ১৮৬৭ সালের ২৫ আইনের ৭ ধারার বিধানমতে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যাইবে। কিন্তু যদি এরূপ অবস্থা হয় যে প্রতিজ্ঞাপত্রের স্বাক্ষরকারীরা প্রকৃতপক্ষে প্রিণ্টার বা প্রকাশক নহে, তাহারা কাল্পনিক ব্যক্তি, অথবা যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত প্রিণ্টার বা প্রকাশক অন্য কোন কার্য্যবশতঃ কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপবাদটি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইলে অপর প্রমাণ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে অপবাদটি কে ছাপাইয়াছে বা প্রকাশ করিয়াছে—তাহা স্থির করিতে হইবে। ৯ ই. ল. রি., মা., ৩৯০। ক একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মালিক। তাহার কাগজ কলিকাতার একটি ছাপাখানায় ছাপা হইয়া থাকে ও তথা হইতে ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ক'র সংবাদপত্রের যে সকল গ্রাহক আছে তাহাদের নিকট প্রেরিত হয়। যদি অপর প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে কলিকাতার ছাপাখানা হইতে যে সকল কাগজ অপর স্থানে প্রেরিত হয়, তাহা ক কর্ত্তৃক সেই সেই স্থানে প্রেরিত বা প্রকাশিত হইল বুঝিতে হইবে ও তজ্জন্য ক'কে দায়ী করা যাইবে। ১৫ ই. ল. রি., বো., ২৮৬; ৫ উ. রি., ৪৪।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অপবাদটি আসামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত করা হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। যদি এরূপ অবস্থা হয় যে আসামী একখানি পত্রে ফরিয়াদীর নামে অপবাদ লিখিয়া ঐ পত্র আর কেহ পড়িতে না পারে এই জন্য বন্ধ করিয়া কেবল ফরিয়াদীর নিকট পাঠায়, তাহা হইলে আসামীর কার্য্য "প্রকাশ করে" কথাগুলির ভিতর আসিবে না; সুতরাং সে অব্যাহতি পাইবে। ৭ ই. ল. রি., এলা., ২০৫। আমি ক'কে একখানি নোটিশ পাঠাইলাম। ঐ নোটিশে কতকগুলি অপবাদসূচক কথা লিখিত আছে। ঐ নোটিশ ক'কে পাঠাইলাম বলিয়াই যে আমি ঐ অপবাদ "প্রকাশ করিলাম" এরূপ ধরা যাইবে না। ১৮ ই. ল. রি., বো., ২০৬।

অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে—প্রকৃতপক্ষে দোষারোপ করায় ফরিয়াদী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কি না—তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। ধারার লিখিত অভিপ্রায়, জ্ঞান বা বিশ্বাস আসামীর থাকিলেই যথেষ্ট। ২৮ ই. ল. রি., কলি., ৬৩; ৬ উ. প. রি., ৮৬।

প্রথম বর্জ্জিত কথা।—যদি সাধারণ লোকদের মঙ্গলের জন্য (for the public good) কোন ব্যক্তির কোন দোষ জন্মাইতে (দোষারোপ করিতে) কি প্রকাশ করিতে হয়, তবে সেই ব্যক্তির সত্য যে দোষের কথা কহা যায় তাহাতে অপবাদ

হয় না। কিন্তু তাহা সাধারণ লোকদের মঙ্গলের জন্য হয় কি না হয়—এই কথা বৃত্তান্তঘটিত।

সাধারণের মঙ্গলের জন্য—মনে কর, এক ব্যক্তি কেপ কলনিতে জুয়াচুরি করিয়া তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশ করে যে সে এখানে সওদাগরি হৌস খুলিবে। এক ব্যক্তি অসচ্চরিত্রতা নিবন্ধন ইংলণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া একটি স্কুল সংস্থাপন করে, এবং ছাত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। একজন জাহাজের কাপ্তেন এদেশ হইতে কুলি লইয়া যাইবার জন্য তাহাদিগকে বলে যে তোমরা অমুক দেশে চল, সেখানে কাজ কম, কিন্তু বেতন অধিক পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে দেশে তাহাদিগকে লইয়া যায় সে দেশে তাহাদিগকে দাসবৎ ব্যবহৃত হইতে হয়। এক ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত মহিলামণ্ডলী মধ্যে একজন বেশ্যাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া লজ্জাস্পদ করে। উচ্চপদারূঢ় কোন ব্যক্তি কোন সওদাগরি হৌসের তরুণ-বয়স্ক কর্ম্মচারীদিগকে জুয়াখেলায় উৎসাহিত করে। এই সমস্ত স্থলে যে ব্যক্তি প্রকৃত ঘটনা লিখিয়া প্রকাশ করেন, তিনি সমাজের উপকারক। সুতরাং এই বর্জ্জিত কথার বলে তাঁহার কার্য্য এ ধারার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে যাহাতে কোন ব্যক্তির সত্য দোষারোপণ করিলে সমাজের উপকার হয় না, কিন্তু সংসৃষ্ট লোকের ক্ষতি হয়। মনে কর, যদি কেহ বলে যে ক'র এক জন রক্ষিত বেশ্যা আছে, কিম্বা ক অতিশয় মাতাল, কিম্বা ক'র সংসার কষ্টে চলে, কিম্বা ক দেখিতে কদাকার ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে দোষ প্রকাশে সমাজের কোন উপকার ঘটে না বলিয়া দোষজ্ঞাপক ব্যক্তি বর্জ্জিত কথার আশ্রয় পাইবে না।

সত্য দোষারোপ—এই বর্জ্জিত কথায় যে দোষারোপ করা যায়, তাহার সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। ঐ প্রমাণের পর উক্ত দোষারোপ সামাজের হিতকর কি না তাহা অবস্থানুসারে আদালত মীমাংসা করিবেন। অন্যান্য কয়েকটি বর্জ্জিত কথায় খ্যাপিত দোষ প্রকৃত কি না তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আসামী সরল বিশ্বাসে (in good faith) দোষারোপ করিয়াছে ইহা প্রমাণিত হইলেই যথেষ্ট হইল। মনে কর, ক একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক। ক আপন পত্রিকায় লেখেন যে "খ ফৌজদারী আদালতে একবার অভিযুক্ত হন।" ক জানিতেন সেই অভিযোগ চলে নাই। সুতরাং ক যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য ছিল বলিয়া তিনি এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবেন না; কারণ, অভিযোগ চলে নাই ইহা গোপন করায় তিনি যে "সরল বিশ্বাসে" (in good faith) ঐরূপ লিখিয়াছেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ৪ ই. ল. রি., বো., ২৯৮।

দ্বিতীয় বর্জ্জিত কথা।—রাজকীয় কার্য্যকারকের পদোপলক্ষে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে তাহার ব্যবহারের বিষয়, কিম্বা সেই কার্য্য দ্বারা তাহার চরিত্র যে পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেই পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে কোন মত সরলভাবে ব্যক্ত করা যায়, তাহাতে অপবাদ করা হয় না।

অর্থ রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই অধিকারের ছল করিয়া দ্বেষভাব প্রকাশ বা নিন্দাখ্যাপন করা না হয়। মনে কর, যদি একপ প্রবাশ পায় যে কোন সংবাদপত্র লেখক যদি একটু যত্ন করিতেন তাহা হইলে তিনি প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া

তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন রাজকীয় কর্ম্মচারীর কার্য্যসম্বন্ধে মিথ্যা বর্ণন করেন। এস্থলে উক্ত লেখক এই ধারার ফল পাইতে পারেন না। ৪ ই. ল. রি., বো., ২৯৮। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমাতেও এইরূপ মত প্রকাশ করা হয়। ১০ ই. ল. বি., কলি., ১০৯।

তৃতীয় বর্জ্জিত কথা।—সাধারণ লোকের ক্ষতি লাভের কোন কথার সম্পর্কে (অর্থাৎ, touching any public question) কোন ব্যক্তির কর্ম্মবিষয়ে (conduct) ও সেই কর্ম্মে তাহার চরিত্র (character) যে পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেই পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কোন মত সরলভাবে ব্যক্ত করা যায়, তাহাতে অপবাদ করা হয় না।

উদাহরণ।

সাধারণ লোকদের ক্ষতি লাভের কোন বিষয়ে যদু গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করে, কিম্বা সাধারণ লোকদের ক্ষতি লাভের কোন কার্য্যের নিমিত্ত সভা হইবার কোন আদেশপত্রে স্বাক্ষর করে, কিম্বা সেই সভাতে সভাপতি হয়, কি তাহাতে উপস্থিত থাকে, কিম্বা যে সভার কার্য্য চালাইবার জন্য সাধারণ লোকদের সাহায্য প্রার্থনা হয় এমত কোন সভা করে কি ঐ সভাভুক্ত হয়, কিম্বা যে পদের কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করণেতে সাধারণ লোকদের ক্ষতি লাভ হয় এমত কোন পদে ব্যক্তি বিশেষকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে আপনার মত জানায়। যদুর এই সকল কর্ম্ম বিষয়ে আনন্দ সরলভাবে যে কোন মত প্রকাশ করে তাহাতে অপবাদ হয় না।

চতুর্থ বর্জ্জিত কথা।—আদালতের বিচার কার্য্যের (proceedings) কিম্বা তদ্রূপ কোন কার্য্যের ফলের (result) যে রিপোর্ট বস্তুতঃ সত্য হয়, তাহা প্রকাশ করা অপবাদ হয় না।

অর্থের কথা।—আদালতে কোন মোকদ্দমার বিচার হইবার পূর্ব্বে যে জষ্টিস অফ দি পীস (a Justice of the Peace) কি অন্য কার্য্যকারক কাছারীতে প্রকাশ্যরূপে কোন কথা তদারক করেন, তিনি উক্ত ধারার অর্থের অনুসারে আদালত রূপে গণ্য হন।

পঞ্চম বর্জ্জিত কথা।—দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে যে কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার দোষ গুণের বিষয়ে, কিম্বা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমাতে বাদী কি প্রতিবাদী, কি সাক্ষী, কি মোক্তারস্বরূপ (agent) কোন ব্যক্তির ব্যবহারের বিষয়ে, কিম্বা সেই ব্যবহারে সেই ব্যক্তির চরিত্র যে পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেই পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে কোন মত সরল ভাবে ব্যক্ত করা যায়, তাহাতে অপবাদ দোষ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কহে, "ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে যদু এমন বিপরীত ভাবের সাক্ষ্য দিয়াছিল যে সে অবশ্য মূর্খ কি শঠ"। এই কথা যদি আনন্দ সরলভাবে কহিয়া থাকে, তবে এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়, যে হেতু সাক্ষীর স্বরূপ যদুর যে কার্য্য দৃষ্ট হইল সেই কার্য্যে যদুর চরিত্রের বিষয়ে ঐ কথা ব্যক্ত হইয়াছে, অন্য ভাবে নহে।

(খ) কিন্তু যদি আনন্দ এমত কহে—"যদু কখন সত্য কথা কহে না তাহা জানি, অতএব ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে যাহা কহিয়াছে তাহার কোন কথায় বিশ্বাস করি না"—তবে আনন্দ এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয় না। যেহেতু যদুর চরিত্রের যে কথা ব্যক্ত করে তাহা সাক্ষী স্বরূপে যদু যে কথা বলিয়াছিল তাহা ধরিয়া কহে না।

ষষ্ঠ বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিয়া (performance) সাধারণের বিচারার্থে সমর্পণ করে, তবে তাহার গুণের বিষয়ে কিম্বা সেই কর্ম্মে ঐ কর্ত্তার চরিত্র যে পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় কেবল সেই পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে কোন মত সরলভাবে ব্যক্ত করা যায়, তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

অর্থের কথা।—কোন কর্ম্ম সাধারণের বিচারার্থে স্পষ্টরূপে অর্পণ হইতে পারে, কিম্বা তাহা সাধারণের বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছে ইহা ঐ কর্ত্তার কোন কার্য্য দ্বারা ভাবেতেও জানা যাইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) যে কোন ব্যক্তি পুস্তক প্রকাশ করেন, তিনি সাধারণের বিচারার্থে ঐ পুস্তক সমর্পণ করেন।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে বক্তৃতা করেন, তবে তিনি সাধারণের বিচারার্থে ঐ বক্তৃতা সমর্পণ করেন।

(গ) কোন নট (actor) কি গায়ক সাধারণের সাক্ষাতে নাট্যক্রিয়া কি গান করে, সে সাধারণের বিচারার্থে আপনার নাট্যক্রিয়া কি গান সমর্পণ করে।

(ঘ) যদু কোন পুস্তক প্রকাশ করে। আনন্দ বলে "যদুর সেই পুস্তকে অজ্ঞানতা প্রকাশ হয়, যদু অবশ্য নির্ব্বোধ হইবে। যদুর পুস্তকে অতি নির্লজ্জভাব প্রকাশ হয়, যদু অতি কুমতির লোক হইবে।" আনন্দ যদি এই কথা সরলভাবে বলে, তবে এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়। যেহেতু যদুর পুস্তকে তাহার যে পর্য্যন্ত দোষ প্রকাশ হয় কেবল সেই পর্য্যন্ত তাহার দোষের বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছে, অন্য ভাবে নহে।

(চ) কিন্তু যদি আনন্দ কহে, "যদুর পুস্তকে অজ্ঞানের নির্লজ্জভাবের কথা প্রকাশ হয় ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় না, যেহেতু সে নির্ব্বোধ ও লম্পট।" তবে আনন্দ এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয় না, যেহেতু যদুর দোষের যে কথা প্রকাশ করে, তাহা যদুর পুস্তকের কথা অবলম্বন পূর্ব্বক কহে না।

সপ্তম বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তির অন্য লোকের উপর আইনমতের অর্পিত ক্ষমতা কিম্বা সেই অন্যের সঙ্গে আইনমতের যে চুক্তি করা হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতা থাকে, তবে সেই আইনমতের ক্ষমতা যে যে কার্য্যে সম্পর্ক রাখে সেই সেই কর্ম্মের বিষয়ে তিনি যদি সেই অন্য ব্যক্তির কর্ম্মের সম্পর্কে কোন অনুযোগ সরলভাবে করেন, তবে তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

উদাহরণ।

বিচারকর্ত্তা সাক্ষীর কিম্বা আদালতের কোন আমলার কর্ম্মের নিমিত্ত তাহাদিগকে সরলভাবে

অনুযোগ করেন। কিম্বা দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারক আপনার অধীন লোকদিগকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। পিতা কি মাতা অন্য বালকদের সাক্ষাতে আপন বালককে সরলভাবে অনুযোগ করেন। শিক্ষক পিতা মাতা হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন ও তিনি অন্য ছাত্রদের সাক্ষাতে কোন এক ছাত্রকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। প্রভু চাকরের কর্ম্মের ত্রুটিপ্রযুক্ত সরলভাবে তাহাকে অনুযোগ করেন। ব্যাঙ্কে খাজাঞ্চীস্বরূপে যে কর্ম্ম করে,তাহার ঐ কর্ম্ম-সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ তাহাকে সরলভাবে অনুযোগ করেন। ইহাঁরা সকলেই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হন।

অর্থ—এই বর্জ্জিত কথা খাটিবে কি না দেখিতে হইলে দুইটি বিষয় দেখা আবশ্যক। যে ব্যক্তিকে অনুযোগ করা যাইবে তাহার কার্য্যটি অনুযোগকারীর ক্ষমতার ভিতর পড়ে কি না? এবং অনুযোগ সরলভাবে করা হইয়াছে কি না? মনে কর, ক একজন সাক্ষী। সে আদালতে জবানবন্দি দিল। তাহার জবানবন্দি বিশ্বাস করা না করা আদালতের অধিকার। যদি অবস্থা দৃষ্ট করিয়া আদালত ক'কে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহার কথা অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আদালত ক'র অপবাদ করিলেন, এরূপ বলা যাইবে না। অথবা, যখন ক সাক্ষ্য দিতেছে, এমন সময় যদি আদালত দেখেন যে ক কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহা হইলে ক'কে ধমকাইয়া দিলে আদালত কর্ত্তৃক অপবাদ কৃত হইবে না। কিন্তু যদি জবানবন্দি গ্রহণ করিবার অগ্রে আদালত ক'কে মিথ্যাবাদী বলিয়া উপহাস করেন বা ধমকাইয়া দেন, তাহা হইলে আদালত এই ধারার আশ্রয় পাইতে পারেন না। মফস্বলে অনেক হাকিম আছেন যাঁহারা সাক্ষীকে অকারণ গালাগালি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এইটি স্মরণ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য যে এই বর্জ্জিত কথার ছলে ঐরূপ ব্যবহার করা অসঙ্গত ও অন্যায়। ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে রেকর্ডর আদালতের কোন জজ মোকদ্দমার কোন সময়ে যে কোন কথা বলেন, তাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত হউক, সেরূপ কথা বলিবার কারণ থাকুক বা না থাকুক, তৎসম্বন্ধে দায়ী হইবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের আইন অনুসারে রেকর্ডর আদালতের জজদিগের ঐরূপ ক্ষমতা নাই। ৩ মা., জর্ণ্যাল., ৪০১। জজ যখন বিচার করেন, তখন তিনি রাজ প্রতিনিধি; সুতরাং বিচার কার্য্য করিবার সময়ে যদি তিনি কোন ক্ষমতাতীত কাজ করেন, তাহা হইলে রাজাই তাঁহাকে দণ্ডিত করিতে পারেন, ব্যক্তি বিশেষের নিকট তিনি দায়ী হইবেন না। ১০ বো. রি., ৩৭৮।

আমার চাকর একটি মন্দ কার্য্য করিল। তাহাকে ধমকাইলে আমি এই বর্জ্জিত কথার বলে কোন প্রকার অপরাধে অপরাধী হইব না সত্য। ব্রূম সাহেব বলেন যে ভৃত্যকে তিরস্কার করিতে প্রভুর অধিকার আছে, এবং অন্যের সাক্ষাতে ভৃত্যকে তিরস্কার করিলেই যে প্রভুর অপরাধ হইবে, তাহাও নহে। কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ পায় যে প্রভু ভৃত্যকে গোপনে তিরস্কার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অন্য সময়ের অপেক্ষা করিয়া তাহাকে অন্যের সমক্ষে তিরস্কার করেন, তাহা হইলে প্রভুর বিদ্বেষমূলক ইচ্ছা অনুমান করা যাইতে পারে।

অষ্টম বর্জ্জিত কথা।—যাহার উপর কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে আইনমতের কর্ত্তৃত্ব থাকে তাহার নামে সেই বিষয় লইয়া সেই ব্যক্তির নিকটে সরলভাবে যে নালিশ হয়, তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

উদাহরণ।

আনন্দ যদি সরলভাবে যদুর নামে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপবাদ (নালিশ) করে, কিম্বা আনন্দ যদি সরলভাবে যদুনামক একজন চাকরের কর্ম্মের বিষয়ে যদুর প্রভুর নিকটে নালিশ করে, অথবা আনন্দ যদি সরলভাবে যদুনামক এক বালকের কোন কার্য্যের বিষয়ের যদুর পিতার নিকটে নালিশ করে, তবে আনন্দ এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়।

অর্থ—ক একজন ব্রাহ্মণ। নিজের ও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধর্ম্ম রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে নিকটস্থ কোন গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখে যে অমুক মুচীর কন্যার সহিত অমুক ব্রাহ্মণের প্রসক্তি আছে বলিয়া তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে কি না? মুচীর কন্যা এই কথা শুনিয়া লেখকের নামে ৪৯৯ ধারামত অভিযোগ উপস্থিত করে। আদালত বলেন, লেখক এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার যোগ্য হইতেছে। ফরিয়াদীর বা সংসৃষ্ট ব্রাহ্মণের মানের ক্ষতি করা উহার উদ্দেশ্য ছিল না; সুতরাং আসামী অব্যাহতি পায়। ৮ বো. রি., ১৬৮; ২২ ই. ল. রি., কলি., ৪৬। ক একজন ব্রাহ্মণ, একটি বিধবা বিবাহে উপস্থিত থাকে। ইহা দেখিয়া ক'র গুরু খ আপনার অন্যান্য শিষ্যদিগকে এবং আপন দলস্থ ক'র গ্রামস্থ সাধারণকে এই মর্ম্মে একখানি নোটিশ দেন যে ক'র জাত গিয়াছে এবং যতদিন সে প্রায়শ্চিত্ত না করিবে ততদিন তাহার সহিত আহার ব্যবহার করা যাইবেক না। যদি খ আর কিছু না করিতেন, তাহা হইলে খ গুরু এবং দলপতি বিধায় অষ্টম এবং নবম বর্জ্জিত কথার ফল পাইতেন; এমন কি যদি তিনি ঐ মর্ম্মে স্বয়ং ক'কে একখানি চিঠি চুপে চুপে পাঠাইতেন, তাহা হইলেও তিনি এই দুই বর্জ্জিত কথার বলে অব্যাহতি পাইতেন। ৭ ই. ল. রি., এলা., ২০৫। কিন্তু খ একখানি খোলা পোষ্টকার্ডে ক'কে ঐ মর্ম্মে পত্র লিখিলেন; ঐ পত্র তাঁহার দলস্থ লোক ছাড়া অপরেও পড়িতে পারিত, এই বিবেচনায় হাইকোর্ট বলেন যে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে খোলাপত্র লেখায় খ সরলভাবে কার্য্য করিয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং তিনি ৮ম. বা ৯ম. বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। ৬ ই. ল. রি., মা., ৩৮১। ইহার সহিত ৩ ই. ল. রি., এলা., ৬৬৬; ৭ ই. ল. রি., মা., ৩৬; ১৫ ই. ল. রি., মা., ২১৪ দেখ। শেষোক্ত মোকদ্দমায় ক একজন ব্রাহ্মণ, বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ জাতিচ্যুত করা হয়। পরে ঐ জাতীয় ব্রাহ্মণদিগের একটি সভা হয়। ঐ সভায় এইরূপ মীমাংসা করা হয় যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ক'কে পুনরায় জাতিভুক্ত করা যাইতে পারিবে। তদনুসারে ক জাতিভুক্ত হন। কিন্তু খ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার মীমাংসা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ৮। ১০ মাস পরে তিনি "ক একজন পাপী। উহার সহিত বসা, দাড়ান পাপ" এই মর্ম্মে হ্যাণ্ড বিল (hand-bill) ছাপাইয়া সহরময় সর্ব্বসাধারণের নিকট বিতরণ করেন। এরূপ স্থলে খ'র কার্য্যটি যে আপন দলস্থ বা জাতীয় ব্রাহ্মণ বর্গের উপকারার্থ কৃত হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং খ এই ৮ম. বা ৯ম. বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার উপযোগী নহেন। কি প্রকারে অপবাদের কথা আসামী কর্ত্তৃক প্রকাশ করা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আসামীর মন্দ অভিপ্রায় ছিল কি না তাহা প্রতীত হইয়া পড়ে। যথা, খোলা পোষ্ট-কার্ডে বা হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিয়া কোন কথা প্রচার করিলে, ঐরূপ অভিপ্রায় স্বতঃই প্রকাশ পায়। ইহার সহিত ১৯ ই. ল. রি., বো., ৭০৩ দেখ।

নবম বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি আপনার কি অন্য ব্যক্তির কি সর্ব্ব-সাধারণের লাভ সম্পর্ক (interests) রক্ষার্থ সরলভাবে অন্য লোকের চরিত্রে

দোষ আরোপ করে, তবে তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে একজন দোকানদার; বলরাম তাহার প্রধান কর্ম্মকারক। আনন্দ বলরামকে কহে, "যদু তোমাকে নগদ টাকা না দিলে তাহাকে কিছু বিক্রয় করিও না, যেহেতু সে সজ্জন নহে।" আনন্দ যদি আপন লাভ সম্পর্ক রক্ষার জন্য যদুর উপর এইরূপ দোষারোপ করে, তবে তাহা এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হয়।

(খ) মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে যদুর নামে দোষারোপ করেন। যদি সরলভাবে ও সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ ঐ দোষারোপ করিয়া থাকেন, তবে তিনি এই বর্জ্জিত কথার মধ্যে গণ্য হন।

"সরলভাবে ও আপনার বা অপরের বা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ"—অর্থাৎ, এই দুইটি অবস্থা দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট, তাহা হইলেই আসামী অব্যাহতি পাইবে। ১৫ ই. ল. রি., বো., ৩৫১।

উকীল ও মোক্তারেরা অনেক সময়ে সাক্ষীকে অপবাদসূচক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তুমি চুরি করিয়া গিয়াদ খাটিয়াছ কি না, তোমার নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইয় ছিল কি না, তুমি অমুকের কন্যাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছ কি না, তুমি অমুক আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিলে কি না—প্রভৃতি অনেক অপবাদসূচক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রে মক্কেলের নিকট তদন্ত করা আবশ্যক। যদি মক্কেল বলে যে সাক্ষীর ঐরূপ কোন অবস্থা ঘটিয়াছিল এবং সে কথা অবিশ্বাস করিবার যদি কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে উকীল বা মোক্তার ঐরূপ অবস্থাঘটিত প্রশ্ন করিলে এই বর্জ্জিত কথার বলে অপবাদ-অপরাধে অপরাধী হইবে না। ১৯ ই. ল. রি., বো, ৩৪০। কিন্তু যদি তদন্ত না করিয়া অকারণ ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে উকীল বা মোক্তার কর্ত্তৃক ৪৯৯ ধারার অপরাধ কৃত হইবে। কোন মোকদ্দমায় জবাব দিবার জন্য নিযুক্ত না হইয়া যদি কেহ জবাব প্রস্তুত করে ও সেই জবাবে যদি কোন ব্যক্তির—মনে কর, যে ব্যক্তি নালিশ বা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন গ্লানিসূচক কথা লেখে,—তাহা হইলে জবাব-লেখক এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে না। ২ উ. প. রি, ৪৭৩। আরও, আমি ক'র নামে একটি মোকদ্দমা করি। ক'র পক্ষে একজন ব্যারিষ্টার বা উকীল আদালতে কার্য্য চালাইতেছে। এমন সময়ে আমার একজন সাক্ষী জবানবন্দি দিবার জন্য বাক্সে উপস্থিত হইলে ক তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি অপবাদসূচক কথা বলিল। এরূপ অবস্থায় ক ঐ বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে না—সে ৫০০ ধারামত দায়ী হইবে। ১৫ ই. ল. রি., মা., ৪১৪। ক খ'র নামে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত করে। খ তাহার জবাবে ক'র অপবাদ করিয়া দুই একটি বিষয় লেখে। খ সরলভাবে লিখিয়াছে এরূপ প্রতীত হয় না। সুতরাং সে এই বর্জ্জিত কথার আশ্রয় পাইবে না। ১৪ উ. রি., ২৭। কিন্তু সরলবিশ্বাসে নিজের মোকদ্দমার উপকারার্থ লিখিয়া থাকিলে সে দায়ী হইবে না। জবানবন্দি দিবার সময় সাক্ষীকে প্রশ্ন করা হয় যে অমুক ব্যক্তি কি প্রকারের লোক? সাক্ষী বলে 'সে লম্পট'। এরূপ স্থলে মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন যে সাক্ষীকে অপবাদ-করণ অপরাধে দায়ী করা যাইবে না। যদি সে মিথ্যা করিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে, তাহাকে ১৯৩ ধারামত দণ্ডনীয় করা যাইতে পারে;

কিন্তু তাহার উপর অপবাদের ধারা বর্ত্তিবে না। ১১ ই. ল. রি., মা., ৪৭৭; ১৭ ই. ল. রি., বো., ১২৭, ৫৭৩; ২৭ ঐ., কলি., ২৬২। প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৩২ ধারা দেখ। এই ধারা লইয়া অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১০ ই. ল. রি., এলা., ৪২৬; ১৩ ঐ., বো., ৩৭৬; ১৫ ঐ., কলি., ২৬৪; ২১ ঐ., কলি., ৩৯২; ১৬ ঐ., এলা., ৮৯ দেখ। সেইরূপ, যদি পুলিষ কার্য্যবিধি আইনের ১৬১ ধারামত কাহারও জবানবন্দি গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি জবানবন্দি দিবার সময় কোন অপবাদসূচক কথা বলিলে সেও ৪৯৯ ধারামত দায়ী হইবে না। ১৬ ই. ল. রি., মা., ২৩৫। কিন্তু অপর কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের, অর্থাৎ যাঁহার নিকট কেহ সত্য বলিতে বাধ্য নহে তাহার নিকট অপবাদসূচক কথা বলিলে বক্তা এ ধারামত অব্যাহতি পাইবে না। ১৯ ই. ল. রি., বো., ৫১। কিম্বা সাক্ষী যদি বিচার্য্য বিষয়ের সহিত যে বিষয়ের কোন সংস্রব নাই (irrelevant) এবম্বিধ বিষয় উপলক্ষে অপবাদসূচক কথা বলে, তাহা হইলে সে এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইতে পারে না। ৩২ ঐ., কলি., ৭৫৬।

এলাহাবাদে একটি মোকদ্দমা হয়। উহার অবস্থা এই :—ইণ্ডিয়ান হেরল্ড নামক একখানি সংবাদপত্রে ডাক্তার হল একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনটি ডাক্তার সাহেবের নিজের একটি চক্ষুরোগ-চিকিৎসালয় সম্বন্ধে দেওয়া হয়। উহাতে যে সঙ্কট সঙ্কট রোগ আরোগ্য হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদর্শিত হয় এবং উক্ত চিকিৎসালয়টির অবস্থা ভাল,—এমন কি গবর্ণমেণ্ট একদা উহাকে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—তাহাও ঐ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয়। পরিশেষে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে উহা সমালোচিত হয়। সমালোচক বলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনটি—অর্থাৎ, নিজের চিকিৎসালয়ে নিজের চিকিৎসার দ্বারা যে সকল রোগ আরাম করিয়াছি তাহার বড়াই করিয়া সাধারণ লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ডাক্তারের অনুচিত কার্য্য—অর্থাৎ অন্ প্রফেসনাল (unprofessionnl conduct)। সমালোচক আরও বলেন যে বিজ্ঞাপনে যে তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না (marvellous)। এই সমালোচনা পাঠ করিয়া ডাঃ হল গেজেটের সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে ৪৯৯ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীদ্বয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া উহাদের অর্থদণ্ড করেন। পরে আপীল আদালত বলেন যে যখন আসামীদের সহিত ফরিয়াদীর কোন বিদ্বেষ নাই, ফরিয়াদীর অবমাননা করা উহাদের অভিপ্রেত নহে, তখন আসামীরা ৩, ৬ ও ৯ বর্জ্জিত কথার ফল পাইবার যোগ্য হইতেছেন। সুতরাং আসামীরা অব্যাহতি পায়। ৩ ই. ল. রি., এলা., ৩৪২। ইহার সহিত ২য় বর্জ্জিত কথার টীকা দেখ।

কোন পুলিষকর্ম্মচারী তদন্ত করিতে গিয়া তদন্তান্তে তাহার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট এইরূপ রিপোর্ট করে যে অমুক ব্যক্তি বদমাইস। বিশেষ তদন্ত করিয়া সে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে। কোন লোককে জব্দ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সে এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে। ১৪ উ. রি., ২২। আরও মনে কর, ক তাহার মোকদ্দমা চলিবার সময় সরলভাবে আদালতকে বলিল যে অপর পক্ষ ক'র সাক্ষী ভাঙ্গাইতেছে। এরূপ অপমানসূচক বাক্য বলায় ক এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইবে। ৯ ই. ল. রি., বো., ২৬৯। কিন্তু মনে কর, ব্রজনাথ ডাকাইত কি না—ইহা তদন্ত করিবার জন্য কোন ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হয়। সে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করে যে ব্রজনাথ ডাকাইত নহে, তবে গ্রামস্থ বণিকেরা তাহার উপর আক্রোশ থাকায় তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশে ঐরূপ অপবাদ রটাইয়াছে। আরও বলে যে "গোপন অনু-

সন্ধানে আমি জানিয়াছি যে বণিকদের এমন একটিও স্ত্রীলোক নাই যে ব্রজনাথের সহিত রাত্রিবাস করে না।" সমস্ত বণিক পরিবারের উপর এরূপ দোষারোপ করায়, আসামী এই বর্জ্জিত কথার ফল পাইতে পারে না। ৬ বে. ল. রি., ৪২।

দশম বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি অন্য লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত কিম্বা যে ব্যক্তির সঙ্গে ঐ অন্য লোকের সম্পর্ক থাকে, তাহার কিম্বা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে অন্য কোন ব্যক্তির বিপক্ষে সরলভাবে সতর্কতার কথা কহে (conveys a caution), তবে তাহাতে অপবাদের দোষ হয় না।

৫০০ ধারা।—যদি কেহ অন্যের অপবাদ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অভিযোগ—কে আনিবে তৎসম্বন্ধে ফৌ. কার্য্য. বি. আইনের ১৯৮ ধারা দেখ।

বিচারস্থান—আমি ক'র অপবাদ লিখিয়া একখানি পত্র ডাকে কলিকাতা হইতে মথুরায় পাঠাইয়া দিলাম। মথুরায় মাজিষ্ট্রেট আদালতে আমার বিচার হইতে পারে, কারণ সেইখানে অপবাদটি প্রচারিত হইল। ৫ উ. রি., ৪১। ডাক্তার হলের মোকদ্দমা এলাহাবাদে হয়। আসামীর পক্ষ হইতে এরূপ তর্ক করা হয় যে যে সংবাদপত্রে অপবাদের কথা আছে তাহা কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং এলাহাবাদে আসামীর বিচার হইতে পারে না। কিন্তু সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে এলাহাবাদের একজন ডাক্তার ঐ সংবাদপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তিনি ঐ হল সাহেবের ব্যাপারটি দেখিয়া হল সাহেবের নিকট নিজের কাগজখানি পাঠাইয়া দেন। জজ ষ্টুয়ার্ট বলেন, যখন এলাহাবাদে অপবাদটি প্রচার হইয়াছে, তখন তৎসম্বন্ধীয় অভিযোগের বিচার করিতে এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটের অধিকার আছে। এই মতের পোষকতায় তিনি ইংরাজী আইনের কয়েকটি নজির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অনাবশ্যক বিবেচনায় এস্থলে সে নজিরগুলি উদ্ধৃত করা হইল না। ইহার সহিত ১৫ ই. ল. রি., বো., ২৮৬ দেখ।

প্রমাণ—আসামীর ধারার লিখিত অভিপ্রায় ও জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট হইল। আসামী কেন অপবাদ দেয়, অর্থাৎ আসামীর সহিত ফরিয়াদীর মনান্তর আছে কি না—ইহা স্থির না হইলেও আসামীকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। অবস্থা দেখিয়া আসামীর ধারার লিখিত অভিপ্রায় ও জ্ঞান থাকা অনুভব করিতে হইবে। ফরিয়াদীকে এই মাত্র প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামী যে কথাগুলি বলিয়াছে বা লিখিয়াছে তাহা অপবাদের কথা এবং আসামী কর্ত্তৃক ঐ কথাগুলি কথিত বা লিখিত বা প্রকাশিত হইয়াছে। আসামীর কার্য্য ধারার লিখিত বর্জ্জিত কথার ভিতর পড়ে কি না, ইহা প্রমাণ করিবার ভার আসামীর উপর। ৩ উ. রি., ১৯৮; ৪ উ. রি., ৪২; ৪ ই. ল. রি., কলি., ১২৫ ও ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০৫ ধারা দেখ। ঐ আইনের ৬। ৯। ১৪। ২২ ধারার উদাঃ ও পাঠ করা আবশ্যক। আসামী যদি এরূপ জবাব দেয় যে সে যাহা বলিয়াছে তাহা সমস্ত সত্য, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেক কথাটি সত্য—ইহা রীতিমত প্রমাণ করিতে হইবে। যে সব কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে না, সেই সকল কথা সম্বন্ধে তাহাকে অপরাধী করা যাইবে। যদি ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত না হইয়া তাহার নামে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা হইত, তাহা হইলে ঐ

নালিশের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য যেরূপ প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক, সেইরূপ প্রমাণ আসামীকে ফৌজদারী আদালতে দিতে হইবে। ৯ বো. রি., ৪৫১। ইহার সহিত ৮ম. বর্জ্জিত কথার টীকার শেষ ভাগ দেখ।

৫০১ ধারা।—যদি কেহ কোন বিষয় মুদ্রিত কি খোদিত করে, অথচ সেই বিষয়ে কোন লোকের অপবাদ হইবে ইহা জানে কিম্বা ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ প্রাপ্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৫০২ ধারা।—যাহাতে অপবাদজনক কোন বিষয় থাকে, ইহা জানিয়া যদি কেহ মুদ্রিত কি খোদিত কোন বস্তু বিক্রয় করে, কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করে, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

৫০১ ও ৫০২ ধারার আসামী দণ্ডিত হইলে আদালত অপবাদসূচক কাগজপত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলিবার হুকুম দিতে সক্ষম। ফৌ. কা. বি. আ. ৫২১ ধারা দেখ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

৫০৩ ধারা।—যদি কেহ অন্য লোকের ত্রাস জন্মাইবার জন্য (অভিপ্রায়ে) তাহার শারীরিক হানি (injury), কি তাহার সুখ্যাতির কি সম্পত্তির হানি করিবার, কিম্বা যাহার সুখদুঃখে ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহার সুখ্যাতির কি শারীরিক হানি করিবার ভয় দর্শায়, কিম্বা যে কর্ম্ম করিবার ভয় দর্শায় সেই কর্ম্ম না করে এই জন্য (অর্থাৎ, শাসনা কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে, অর্থাৎ ইহা এড়াইবার উপায়-স্বরূপে) যাহাকে ভয় দর্শায় তাহার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহাকে (অর্থাৎ সেই ভীত ব্যক্তিকে) তাহা করাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সে আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে পারে তাহা না করে এই অভিপ্রায়ে, যদি ঐ রূপ ভয় দর্শায়, তবে সে অপরাধভাবে ভয় দর্শায়।

অর্থের কথা।—যাহাকে ভয় দর্শান যায়, তাহার যে ব্যক্তির সুখদুঃখে সম্পর্ক থাকে, সে মৃত্যু হইলেও (মরিয়া গিয়া থাকিলেও) তাহাতে (তাহার) সুখ্যাতির হানি করিবার ভয় দর্শান এই ধারার মধ্যে গণ্য হয়।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে বলরাম দেওয়ানী মোকদ্দমা না করে এই কারণে আনন্দ তাহাকে বলে, তুমি নালিশ করিলে তোমার গৃহদাহ করিব। আনন্দ অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার দোষী হয়।

অর্থ—(১)—ধারার "ইহা এড়াইবার উপায় স্বরূপে" কথাগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কেবল অকর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করাইবার অভিপ্রায় থাকিলে চলিবে না। তবে ঐ রূপ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, শাসনা কার্য্যে পরিণত হইবে, অর্থাৎ ভীত ব্যক্তিকে ঐ শাসনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে গেলে তাহাকে ঐ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবেক, নচেৎ তাহার অব্যাহতি নাই—এতদূর পর্য্যন্ত আসামী মনে করিয়া থাকিলে, সে এধারামত দায়ী হইবে। (২)—"সম্পর্ক থাকে" একথাগুলিও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ ঐ সম্পর্ক থাকা প্রমাণিত না হইলে, ধারার লিখিত অপরাধ কৃত হইবে না। মনে কর, ক খ'কে এই বলিয়া এক পত্র লিখেন যে খ যদি গ'কে স্থানান্তরিত না করেন তাহা হইলে গ'কে খুন করা যাইবে। প্রমাণে দৃষ্ট হইল যে খ ও গ উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ এরূপ কোন সম্পর্ক নাই যে গ'র উপর ভয় প্রদর্শন করিলে তাহার, অর্থাৎ খ'র, রাগ জন্মাইতে পারে। এস্থলে ক কর্ত্তৃক এ ধারার অপরাধ কৃত হইল না, এমন কি সে ৫১১ ধারামতও দায়ী নহে। ১১ ই. ল. রি., বো., ৩৭৭। (৩)—"ভয় দর্শায়" অর্থাৎ বে-আইনি কার্য্যের দ্বারা "ভয় দর্শায়" বুঝিতে হইবে। মনে কর, ক খ'কে বলিল 'আমি তোমার নামে মোকদ্দমা করিব,' এতদ্দ্বারা ক এধারামত দায়ী হইতে পারে না। তবে যদি সে 'আমি তোমার নামে "মিথ্যা" মোকদ্দমা করিব'-এই বলিয়া ভয় দেখায়, তাহা হইলে সে দায়ী হইবে। ৩০ ই. ল. রি., কলি., ৪১৮। সুতরাং যদি কেহ কাহাকেও চাকরি হইতে বরখাস্ত করাইব বলিয়া ভয় দেখায়, এরূপ ভয় প্রদর্শন এধারার ভিতর পড়িবে না। ২০ ঐ., বো., ৭৯৪। আরও, ক'র বাটীতে ক'র ভগ্নী আবদ্ধ আছে। তাহার বয়ক্রম ৩০ বৎসর। তাহার উদ্ধার মানসে খ ক'র নিকটে গিয়া বলে যে "আমি সরকার বাহাদুরের লোক। তুমি যদি তোমার ভগ্নীকে ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে তোমাকে ৬ মাস মিয়াদ দেওয়াইব।" ক তাহার নামে ৫০৩ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করে। হাইকোর্ট বলেন যে ইহাতে খ'র কার্য্য ঐ ধারার অন্তর্গত হইতেছে না। ৮ বো., রি., ১০১। কারণ, আসামীর কার্য্য বে-আইনমত ভয় প্রদর্শন এরূপ বলা যায় না। ইহার সহিত ৫০৮ ধারার টীকা দেখ। (৪)—আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহাকে ভয় দেখান হয়, সেই ব্যক্তিকে শাসনাটি অবগত করান বা অবগত করাইবার উদ্দেশে প্রয়োজিত হওয়া আবশ্যক। ১৫ ঐ, কলি., ৬৭২। (৫)—যাহা বলিয়া ভয় দেখান হয়, সে শাসনা সত্য কি মিথ্যা দেখিবার আবশ্যক নাই। কেবল দেখিতে হইবে যে তদ্দ্বারা বে-আইনমত কোন প্রকারে হানি হইবার ভয় আছে কি না। এ সম্বন্ধে ৭ উ. বি., ২৮ দেখ। ইহার সহিত ১৮৯ ও ১৯০ ধারা দেখ।

৫০৪ ধারা।—কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ কি অন্য কোন প্রকারের অপরাধ হয় এই অভিপ্রায়ে, কি ইহার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাকে অপমান করে ও তদ্দ্বারা তাহার রাগ জন্মায়, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

অর্থ—এই ধারা ও ৪৯৯ ধারার মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ৪৯৯ ধারার টীকায় বলা হইয়াছে। "অন্য প্রকারের অপরাধ," অর্থাৎ যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এবম্বিধ অপরাধ বুঝাইতেছে বলিয়া বিবেচনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। একটি কথা যাহা একজন অনায়াসে সহ্য করিতে পারে তাহা অপরের অসহ্য হইতে পারে। সুতরাং এই ধারার মোকদ্দমায় আসামীর কার্য্যে ফরিয়াদীর মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা আদালতের দেখিবার প্রয়োজন নাই। যদি আদালত মনে করেন যে আসামীর কার্য্যে সাধারণতঃ লোকের মনে এতদূর অপমান বোধ হয় যে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই ধারামতে আসামী দণ্ডিত হইবে। ১০ ই. ল. রি., মা., ৩৫৪। স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদি শান্তিভঙ্গাদির সম্ভাবনা না থাকে, অর্থাৎ কেবল অপমান বাক্য প্রয়োগ করিলে, এ ধারা বর্ত্তিবে না। অপমান বাক্য যাহার উপর প্রয়োগ করা যাইবে সে ব্যক্তি ঐ বাক্য শুনিয়াছে বা উহাকে শুনাইবার উদ্দেশে প্রয়োজিত হইয়াছে, ইহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আসামীকে এ ধারামত দায়ী করা যাইবে না। ১৫ ই. ল. রি., কলি., ৬৭২। ধারার লিখিত অভিপ্রায় বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এ ধারা বর্ত্তিবে না। মনে কর, একটি সামাজিক ভোজের সময় সহসা বচসা হওয়ায় ক খ'প্রভৃতি লোকেরা যেখানে আহার করিতেছিল সেই স্থানে জুতা নিক্ষেপ করে, তাহাতে খ'প্রভৃতি লোকদের আহার হইল না। এস্থলে হাইকোর্ট বলেন খ'প্রভৃতির আহার বন্ধ করাই ক'র অভিপ্রায়, তাহাদের অপমান করা উহার অভিপ্রায় না থাকায় সে এ ধারামত দায়ী নহে। ২৪ ই. ল. রি., এলা., ১৫৫।

বিশেষ কথা—বর্ত্তমান ফৌ. কার্য্যবিধি আইনের ১০৬ ধারায় আসামীর ৫০৩। ৫০৬ ধারামত দণ্ড হইলে তাহার নিকট হইতে মুচলেখা লইতে পারা যাইবে, ইহার স্পষ্ট বিধান করা হইয়াছে।

৫০৫ ধারা। কোন ব্যক্তি—

(ক) শ্রীশ্রীমতীর পল্টনের কি যুদ্ধ জাহাজের কিম্বা রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিণের কিম্বা ইম্পিরিয়ল সর্ব্বিস্‌ট্রুপ্‌সের কোন আপিসর কি সৈনিক কি নাবিককে বিদ্রোহ করাইবার কিম্বা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অপর কোন প্রকারে অবহেলা কি ত্রুটি করাইবার অভিপ্রায়ে কোন উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করিলে, প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলে কিম্বা যাহাতে ঐ ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ করাইবার সম্ভাবনা এরূপ কোন উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করিলে, প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলে। কিম্বা

(খ) যাহাতে রাজ্যের বিরুদ্ধে কিম্বা সাধারণের শান্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে সর্ব্বসাধারণের বা সর্ব্বসাধারণের কোন অংশের এরূপ ভয় বা আতঙ্ক জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করিলে, প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলে কিম্বা যাহাতে তাহাদের ঐরূপ ভয় বা আতঙ্ক জন্মাইবার সম্ভাবনা এরূপ কোন উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করিলে, প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলে। কিম্বা

(গ) কোন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের লোককে অন্য কোন শ্রেণীর বা সম্প্র-

দায়ের লোকের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিতে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করিলে, প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলে, কিম্বা যাহাতে ঐরূপ উত্তেজিত করিবার সম্ভাবনা এরূপ কোন উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করিলে, প্রকাশ করিলে কিম্বা প্রচার করিলে—

তাঁহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইবে।

বর্জ্জনের বিধান।—যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করেন, প্রকাশ করেন, বা প্রচার করেন, তাঁহার ঐ উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিযুক্ত হেতু থাকিলে এবং তিনি পূর্ব্বোক্তমত অভিপ্রায় না করিয়া ঐ উক্তি, জনরব বা রিপোর্ট করিলে, প্রকাশ করিলে বা প্রচার করিলে, এই ধারার অর্থমতে অপরাধ হয় না।

অনুমতি—এই ধারার মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্টের বা তদ্বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন কোন রাজপুরুষের আজ্ঞানুসারে নালিশ করা আবশ্যক। ফৌ. কা. বি. আইন, ১৯৬ ধারা দেখ।

৫০৬ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ ভাবে ভয় দর্শাইবার দোষ করে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে। আর যাহাতে প্রাণনাশ কি গুরুতর আঘাত হয় এমত কোন কর্ম্ম করিতে, কিম্বা অগ্নির দ্বারা কোন সম্পত্তি নষ্ট করিতে, কিম্বা যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কয়েদ হওন দণ্ড হয় এমত অপরাধ করিবার, কিম্বা কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে এমত দোষারোপ করিবার ভয় দর্শায়, তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি একবারে তিনজনকে ভয় প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার নামে তিনটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। ৯ উ. রি., ৩৬। ফৌ কার্য্যবিধি আইন, ২৩৫ ধারার উদাঃ দেখ।

৫০৭ ধারা।—যদি কেহ কোন অনামক (বেনামী) পত্রাদির দ্বারা অপরাধভাবে ভয় দর্শাইবার অপরাধ করে, কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহার নাম কি বাসস্থান সতর্ক হইয়া গোপন রাখিয়া ঐ অপরাধ করে, তবে ইহার পূর্ব্বের ধারার লিখিত অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদতিরিক্ত সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে।

৫০৮ ধারা।—একজন অন্য ব্যক্তিকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে কিম্বা নিবৃত্ত করাইতে চাহিয়া যদি তাহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মায়, কি জন্মাইবার উদ্যোগ করে যে অমুক কর্ম্ম না করিলে কিম্বা অমুক কর্ম্ম করিলে সে কি তাহার সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের কোপে পড়িবে, কিম্বা যাহাতে ঈশ্বরের কোপে পড়ে সে

(অপরাধী) আপনি এমত কোন কর্ম্ম করিবে, ও তাহার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া সেই ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে আইনমতে বদ্ধ নহে যদি তাহার দ্বারা এমত কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক করায়, কি করাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা সেই ব্যক্তি আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে পারে, এমত কর্ম্মে যদি তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিবৃত্ত করায়, কি করাইবার উদ্যোগ করে, তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন-কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) যদুর দ্বারে আনন্দ ধরণা দিলে যদু ঈশ্বরের কোপে পড়িবে, এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে যদি আনন্দ তাহার দ্বারে ধরণা দেয়, তবে সে এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

(খ) আনন্দ যদুকে ভয় দেখাইয়া বলে যে তুমি যদি অমুক কর্ম্ম না কর তবে আমি আপনার এক সন্তানকে হত্যা করিব, তৎপ্রযুক্ত তুমি ঈশ্বরের কোপে পড়িবে। যদুর তদ্রূপ বিশ্বাসও জন্মায়। আনন্দ এই ধারার লিখিত অপরাধ করে।

অর্থ—জাতিচ্যুত করণ এ ধারার লিখিত অপরাধ নহে। কারণ জাতিচ্যুত হইলে কেহ ঈশ্বরের কোপে পড়িল এরূপ বলা যায় না। ৮ ই. ল. রি., মা., ১৪৫। যে কার্য্য আসামী করিয়া ফেলিয়াছে তদ্দ্বারা ফরিয়াদী ঈশ্বরের কোপে পড়িবে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইলে, আসামী এ ধারামত দায়ী হইবে না। অর্থাৎ আমি অমুক কার্য্য করিব ও তাহাতে তুমি ঈশ্বরের কোপে পড়িবে এবম্বিধ ভাবী (future) কার্য্য এ ধারার উদ্দিষ্ট। ৬ ই. ল. রি., মা., ৩৯৪।

৫০৯ ধারা।—যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ (insult) জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ স্ত্রীলোকের শ্রুতিগোচর হইবার জন্য কোন কথা কহে, কি কোন শব্দ করে, কিম্বা ঐ স্ত্রীলোক দেখিতে পায় এই জন্য কোন অঙ্গভঙ্গী করে, কি কোন বস্তু দর্শায়, কিম্বা স্ত্রীলোকের থাকিবার গোপনীয় স্থানে প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

এই ধারার সঙ্গে ৪৫৬ ধারায় টীকায় যে ২২ ই. ল. রি., কলি., ৩৯১ ও ৯৯৪ নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ।

৫১০ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি মদিরাদিতে মত্ত হইয়া সাধারণ লোকদের গমনাগমনের কোন স্থানে যায়, কিম্বা যে স্থানে যাওয়াতে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয় এমত কোন স্থানে যায় ও যাহাতে কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মে এমত ভাবের কর্ম্ম করে, তবে সে চব্বিশ ঘণ্টার অনধিক কোনকাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার দশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৫১১ ধারা।—যে অপরাধ করিলে এই আইনমতে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবার দণ্ড হয়, এমত কোন অপরাধ করিতে কি করাইতে যদি কেহ উদ্যোগ করে ও সেইরূপ উদ্যোগে ঐ অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কর্ম্ম করে, তবে এই আইনমতে এরূপ উদ্যোগের দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিলে সেই অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল যে প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের, কি কয়েদ হইবার বিধি থাকে, তাহার অর্দ্ধেককাল পর্য্যন্ত, ঐ ব্যক্তি সেই প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবে, কিম্বা ঐ অপরাধের জন্য যত অর্থদণ্ড বিধান হইয়াছে, তাহার তত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বাক্স ভঙ্গ করিয়া গহনা চুরি করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু বাক্স খুলিলে পর দেখে যে তাহাতে কোন গহনা নাই। আনন্দ চুরি করিবার উপলক্ষে কর্ম্ম করিয়াছে; অতএব এই ধারামতে দোষী হয়।

(খ) যদুর জেবে আনন্দ হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া চুরি করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু যদুর জেবে কিছু না থাকাতে সেই উদ্যোগ নিষ্ফল হয়। আনন্দ এই ধারামতে দোষী হয়।

অর্থ—"সেইরূপ উদ্যোগে অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কর্ম্ম করে"—কথাগুলি বিশেষ করিয়া অনুধাবন করা উচিত। কোন একটি অপরাধ করিতে হইলে তিনটি বিষয় আবশ্যক। ১ম, অপরাধ করিবার ইচ্ছা; ২য়, অপরাধ করিবার আয়োজন; ৩য়, আয়োজনান্তে অপরাধ সম্পন্ন করিবার চেষ্টা, অর্থাৎ অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কার্য্য করণ। এই তৃতীয় বিষয়টি ৫১১ ধারার অন্তর্গত হইতেছে। কেবল আয়োজন করিলে ৫১১ ধারার অপরাধ কৃত হইবে না। আয়োজনান্তে অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কর্ম্ম করা আবশ্যক। মনে কর, আমি ক'কে খুন করিব বলিয়া একটি বন্দুক, বারুদ ও গুলি ক্রয় করিয়া আনিলাম। তজ্জন্য আমি ৫১১ ধারামত দায়ী হইব না। তাহার পর বন্দুকে গুলি পুরিয়া ক'র নিকটস্থ হইলাম, তজ্জন্যও আমি দায়ী হইব না। পরে ঐ গুলি ও বারুদ সজ্জিত বন্দুক ক'র উপর লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলাম, কিন্তু উহাতে ক্যাপ না থাকায় ক'র কোন হানি হইল না। এখন আমার কর্ত্তৃক ৫১১ ধারার অপরাধ কৃত হইল। ৪ বো. রি., ১৭। সম্প্রতি একটি মোকদ্দমায় জজ ষ্ট্রেটসাহেব এই নজিরটি এককালে গ্রহণ করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার মতে এরূপ স্থলে আসামী ৩০৭ ধারার অপরাধে অপরাধী। ১৪ ই. ল. রি., এলা., ৩৮। ইহার সহিত ৩০৭ ধারার টীকা দেখ। ৪৬৩ ধারার টীকায় যে দাখিলা ছাপাইবার নজিরটি দেওয়া হইয়াছে, তৎদৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে সাদা ফরম (form) ছাপাইয়া আনিলে আসামী ৫১১ ধারামত

দায়ী হইবে না। কেবল তৎকর্ত্তৃক অপরাধ করিবার আয়োজন কৃত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি ঐ সাদা ফরমে সে খ'র নাম দস্তখত করিতেছে কিন্তু সমস্ত লেখা শেষ হয় নাই, এমন সময় সে ধৃত হয়, তাহা হইলে সে ৫১১ ধারাগত দায়ী হইবে। ৩ ই. ল. রি., মা., ৪; ৭ ঐ., কলি., ৩৫২। ইহার সহিত ৮ ঐ., এলা., ৩০৩ দেখা আবশ্যক। মনে কর, ক খ সাজিয়া গ'র সঙ্গে গিয়া একখানি ষ্ট্যাম্প খরিদ করিল। ক ভেণ্ডারকে বলিল যে তাহার নাম খ; ভেণ্ডার তদনুসারে ষ্ট্যাম্পের পৃষ্ঠে খ'র নামে বিক্রয় লিখিয়া দিল, পরে ক ও গ ঐ ষ্ট্যাম্প লইয়া ঘ'র নিকট গিয়া বলে যে খ গ'র নিকট টাকা লইতেছে এই মর্ম্মে একখানি খত লিখিয়া দাও। ঘ লিখিতে বসে, খানিক লেখা হইবার পর উহারা ধরা পড়ে। এরূপ অবস্থায় গ ৪৭৬ ধারার অপরাধের উদ্যোগ করিয়াছে ও ক ঐ উদ্যোগের সহায়তা করিতেছে বলিয়া দায়ী হইবে। ১৬ ই. ল. রি., এলা., ৪০৯। কিন্তু কেবলমাত্র মিথ্যা নাম দিয়া ষ্ট্যাম্পখানি খরিদ করিয়া থাকিলে, ৫১১ ধারার লিখিত জাল করণের উদ্যোগ হইয়াছে বলা যাইবে না; এতদ্দ্বারা ১৯২ ধারার অপরাধ হইল। ২ ঐ., ঐ., ১০৫; ২৫ ঐ., ঐ., ৭৫; কোন স্থানে আয়োজন উদ্যোগে পরিণত হয়, তাহা স্থির করা বড়ই কষ্টকর। মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া ইহা স্থির করিতে হইবে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন আয়োজনান্তে অপরাধ করিবার উপলক্ষে যে সকল কার্য্য কৃত হইবে তাহা, অর্থাৎ তন্মধ্যে কেবল শেষ কার্য্যটি নহে—৫১১ ধারার অর্থের ভিতর পড়িবে এরূপ বুঝিতে হইবে। উপরে বন্দুক ছুড়িবার যে উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে বন্দুক ছোড়াটি শেষ কার্য্য হইতেছে। ইহাই যে কেবল ৫১১ ধারায় আসিবে এমন নহে। গুলি ও বারুদ সজ্জিত বন্দুকে ক্যাপ বসান; তার পর ক'র দিকে বন্দুক উঠাইয়া লক্ষ্য করা, অর্থাৎ আয়োজনান্তে ক'কে গুলি করিয়া মারিবার ইচ্ছা যে সকল কার্য্য দ্বারা বিবৃত হইতেছে ও যাহা তদুপলক্ষে করা যায় সে সমস্ত কার্য্যই ৫১১ ধারার ভিতর পড়িবে। ১৫ ই. ল. রি., এলা., ১৭৩। সেইরূপে যদি ক'কে জব্দ করিবার মানসে, একটি গর্ত্ত খুড়ে,—তাহার উদ্দেশ্য এই যে ঐ গর্ত্তে লবণ রাখিয়া দিয়া সে বলিবে যে ক ঐ স্থানে লবণ লুকাইয়া রাখিয়াছে। আদালত বলেন যে এইরূপ অবস্থায় ক কর্ত্তৃক ১৯৩ ধারার অপরাধের উদ্যোগ হইয়াছে বলিয়া ৫১১ ধারার অপরাধ কৃত হইল। ৪ ষ্টু. প. রি., ১৩৩; ২ ই. ল. রি., এলা., ১০৫। কোন গ্রামে অনেক ঘর আগুনে পুড়িয়া যায়। সকলেই সন্দেহ করে যে কোন দুষ্ট লোক আগুন লাগাইয়া বেড়াইতেছে। কোন এক রাত্রে দুই প্রহরের সময় দেখা গেল যে ক এক খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা ও তাহার সহিত কতকগুলি টুকরা টুকরা পাট লুক্কায়িতভাবে লইয়া যাইতেছে। ক'কে ধৃত করা হয়। জজ গ্লোভার সাহেব বলেন, ক এই ধারামত দণ্ডার্হ হইতেছে; কিন্তু জজ দ্বারিকানাথ মিত্র বলেন যে যখন আসামী কর্ত্তৃক কোন গৃহ বিশেষ দগ্ধ করিবার উপলক্ষে এরূপ কোন কার্য্য করা হয় নাই যাহাতে গৃহদাহ করিবার অভিপ্রায়ে সে আয়োজন করিয়া থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাকে এই ধারামত দণ্ডিত করা যাইতে পারে না। যখন আসামী ধৃত হয়, তখন পর্য্যন্ত সে গৃহদাহন উপলক্ষে কোন কার্য্যই করে নাই। সুতরাং তৎকর্ত্তৃক ৫১১ ধারার অপরাধ কৃত হয় নাই। যদি দেখা যাইত যে আসামী গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিতেছে, কিন্তু গৃহের চাল ভিজা বলিয়া অগ্নি ধরিতেছে না, তাহা হইলেই তাহাকে এই ধারামত অপরাধী করিতে পারা যাইত। ৩ বে. ল. রি., ৫৫। উপরে যে তিনটি বিষয়ের কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২য় ও ৩য় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

৩১২ ধারায় যে ১৯ উ. রি., ৩২ নজিরটি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আসামীকে এই ধারামত দণ্ডিত করা হইয়াছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন (১ ই. ল. রি., এলা., ৩১৬) ও অন্যান্য হাইকোর্টও বলেন, (৫ ই. ল. রি., বো., ৪০৩; ৮ ঐ., এলা., ৩০৫; ৭ ঐ., কলি., ৩৫২; ১৬ ঐ., কলি., ৩১০) ৫১১ ধারার মোকদ্দমায় ইহা দেখা আবশ্যক যে যদি উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে যে অপরাধ করণের নিমিত্ত ঐ উদ্যোগ করা হইয়াছে, সেই অপরাধটি সম্পন্ন হইত। ঐ ১৯ উ. রি., ৩২ নজিরে যদি অপত্য পূর্ণবয়স্ক না হইত, তাহা হইলে আসামীর কার্য্য ৩১২ ধারামত অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন ধারার লিখিত উদাহরণে বাক্সে বা পকেটে কোন দ্রব্য থাকিলে আসামী কর্ত্তৃক চৌর্য্য অপরাধ কৃত হইতে পারিত বলিয়া আসামীকে এ ধারামত উদ্যোগী স্বরূপে দণ্ড করা হইয়াছে, সেইরূপ উপরোক্ত মোকদ্দমায় গর্ভস্থ শিশু অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে আসামী কর্ত্তৃক ৩১২ ধারার অপরাধ কৃত হইত বলিয়া আসামীর কার্য্য ৫১১ ধারার অন্তর্গত হইতেছে। এতদ্দ্বারা ধারার অর্থ অত্যন্ত প্রসারিত করা হইল, অর্থাৎ সাধারণতঃ যতদূর যাইতে পারে তাহার অধিক লইয়া যাওয়া হইয়াছে—এরূপ বিবেচনা হয়। মনে কর, ক একটি মৃতদেহের উপর কুঠারীদ্বারা আঘাত করে। এস্থলে ক'কে এ ধারার অর্থানুসারে জ্ঞানকৃত-বধ অপরাধের উদ্যোগী বলা যাইবে কি না? উপরে যে নজিরটি উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে যদি ক'র এরূপ বিশ্বাস থাকে যে মৃতদেহে তখন পর্য্যন্ত প্রাণ রহিয়াছে, এবং তাহা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সে ঐ মৃতদেহে চোট মারিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে এ ধারামত দণ্ডনীয় করা যাইতে পারে; কারণ, যদি ঐ দেহে জীবন থাকিত, তাহা হইলে ক'র কার্য্যটিতে জ্ঞানকৃতবধ অপরাধ ঘটিত। কিন্তু আইনবর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় এরূপ নহে বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত অবস্থায় ক'কে দণ্ডিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার অধিক আর কিছু বলা যায় না। আরও মনে কর, কোন স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসত্ত্বা নহে; ক'র বিশ্বাস যে সে গর্ভবতী। তাহার গর্ভপাত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কোন ঔষধ সেবন করায়। গর্ভে রক্তপিণ্ড বা অপত্য না থাকায় ৩১২ ধারার অপরাধ কৃত হইল না। এস্থলে ক'কে এ ধারামত উদ্যোগী বলিয়া দায়ী করা যাইতে পারে কি না? ধারায় যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে ক উদ্যোগী বলিয়া অপরাধী হইবে। গর্ভপাত করণে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই ক করিল। তবে স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্ত্বা না থাকায় অপরাধটি ঘটিল না। অর্থাৎ অপরাধটি সম্পন্ন না হওয়া, ক'র ইচ্ছার বা অভিপ্রায়ের আয়ত্তাধীন কোন অবস্থা বা কার্য্যের ফলস্বরূপ নহে। দৈব-প্রযুক্ত বা ক'র ভ্রমবশতঃ বা প্রকৃত অবস্থা অবগত না থাকায়, অপরাধটি কৃত হইল না। এই উদাহরণটি ও উপরে যে মৃতদেহ সম্বন্ধীয় উদাহরণটি ও ধারায় যে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে কি বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। অথচ ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে যেমন ধারার লিখিত অবস্থায় আসামীকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে না, তেমনি মৃতদেহের উদাহরণটিতে আসামীকে ন্যায় ও সহজ জ্ঞানসঙ্গত বিচারে এ ধারামত দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে এ ধারার মোকদ্দমায় আসামী অপরাধকরণের উদ্যোগ উপলক্ষে যে কর্ম্মটি করিবে, তখন যদি অবস্থা দেখিয়া প্রতীত হয় যে অপরাধটি সম্পন্ন নিশ্চয়ই হইবে তাহার এরূপ অভিপ্রায় বা বিশ্বাস ছিল, তাহা হইলে সে এ ধারামত দায়ী হইবে। অর্থাৎ প্রায় এতদূর প্রমাণ আবশ্যক যে আসামীর অভিপ্রেত ফলটি ফলিলে, তাহাকে মূল অপরাধের নিমিত্ত দায়ী করা যাইতে পারিত।

আমেরিকার আইনও এইরূপ। তবে মেন সাহেব আপনার পুস্তকে যে দুই একটি ইংরাজি আইনের নজির উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ই লণ্ডের আইন ঐরূপ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। কিন্তু ইংলণ্ডে যাহাই হউক, ভারতবর্ষে এতৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

উদাহরণ—কি অবস্থায় আয়োজন উদ্যোগে পরিণত হয়, তাহার কয়েকটি উদাহরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট হইল। খৃষ্টানদিগের বিবাহ উপলক্ষে ban প্রচার করণ বিবাহের আয়োজন মাত্র, উদ্যোগ নহে। ১ ই. ল. রি., এলা., ৩১৬। বলাৎকার করণের উদ্যোগ সম্বন্ধে ৩৫৪ ধারার টীকা দেখ। জালকরণ উদ্যোগ সম্বন্ধে ৪৬৩ ধারার টীকা দেখ। বঞ্চনাকরণ অপরাধের উদ্যোগ সম্বন্ধে ১৬ ই. ল. রি., কলি., ৩১০; ৮ ঐ., এলা., ৩০৪ দেখ।

বিশেষ কথা—এই আইনে যে যে অপরাধের উদ্যোগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান আছে, যথা, জ্ঞানকৃত বধ, নরহত্যা প্রভৃতি, তৎসম্বন্ধে ৫১১ ধারা খাটিবে না। কেবল যে যে অপরাধের উদ্যোগ সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র দণ্ড বিধান করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধেই এই ধারা খাটিবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে যে সকল অপরাধে কেবল প্রাণদণ্ড বা কেবল অর্থদণ্ড, অর্থাৎ দ্বীপান্তর কি কয়েদ ব্যতীত অপর কোন প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে, সে সমস্ত অপরাধ সম্বন্ধে এ ধারার বিধান কার্য্যকর নহে। ১৪ ই. ল. রি., এলা., ৩৮।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

যে যে স্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন প্রচলিত আছে তাহার তালিকা।

এ সম্বন্ধে গেন সাহেবের পুস্তকে যে একটি ফিরিস্তি (Memorandum) দেওয়া আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"I. The Code has been declared in force in outlying parts of British India, (*a*) by notification under the Scheduled Districts Act, 1874; (*b*) by Regulations under 33 Viot., c.3.

"II. It has been extended, or declared applicable, to Native States or parts thereof, by notification in the *Gazette of India*, or by local laws made with the sanction of the Governor-General in Council.

"III. It has been adopted (with or without modification) by certain Native States, and by the Straits Settlement and Ceylon.

"IV. It has been extended by Order of Council to certain Eastern countries in which Great Britain exercises jurisdiction.

"I. BRITISH STATES.

"(*a*) The N. W. P. Tarai Districts [*Gazette of India*, 23rd September, 1876, Part I, p. 505), the Districts of Hazaribagh, Lohardanga (now known as the Ranchi District), and Manbhum, the Pargana of Dhalbhum, the Kolhan in the District of Singbhum [*Ibid*, 23rd October, 1881, Part I, p. 504], the Pargana of Manpur in the Central India Agency, and the Lushai Hills.

"(*b*) The Sonthal Parganas [Regulation III of 1872, Sec. 3], the Arakan Hill District, Upper Burmah (*except the Shan States*) [Act XX of 1886, Sec. 6], British Beluchistan [Regulation I of 1890, Sec. 3], Angul and the Khond Mahals [Regulation I of 1894, Sec. 3], and (with modifications) the Chittagong Hill tracts, and the Kachin and Chin Hill tracts as regards Hill tribes [Regulation I of 1895, Sec. 3].

"II. NATIVE STATES.

"It will be remembered that under Sections 3 and 4 of the Penal Code, and under Section 8 of the Foreign Jurisdiction Act XXI of 1879, the Code applies *proprio vigore* to certain persons in all such States, but it has been extended, or rendered applicable, to,

"(*a*) 1. The Hyderabad Assigned Districts (otherwise known as Berar), including the Cantonments of Akola, Amraoti, and Ellichpur.

2. The Civil and Military stations of Bangalore [Act XXI of 1879, Sec. 6].

3. Rajputana, the Parganas of Jodgarh, Dowair, Saroth, Chang, Kot-karana, and the Station of Abu.

4. The Hyderabad Residency Bazaars.

5. The Kathiawar Agency.

6. The Surat Agency.

7. Kolhapur Civil Station.

8. Kasumpti (Keonthal).

9. Frontier tracts, Dera-Ghazi Khan and Dera-Ismail Khan.

10. The Beluchistan Agency Territories.

11. The Satara Jaigirs (partially).

12. Part of the Nanowan assigned tract, near Bhamo in Upper Burmah.

13. The territories of H. H. the Maharaja of Jammu and Kashmere, for purposes of jurisdiction in certain cases.

"(*b*) 1. The following British Cantonments in Native States—

Secunderabad, Disah, Deoli, Bhuj, Baroda, Mhow, Nimach, Nowgong, Agar, Gunah, Sehore, Sutna, Sirdarpore.

2. The Hyderabad Contingent Stations of Arungabad, Jalna, Hingoli, Raichur and Bolarum, Mominabad.

"(*c*) Such parts of the following Railways as pass through Native States—

1. Bhaunagar-Gondal.
   Bhaunagar-Gondal-Junagad-Porbandar-Railway.
   Jetalsar-Virawal Section.
   Dhoraji-Porbander Section.
   Jetalsar-Rajkot Section.
2. Bombay, Baroda, and Central India Railway.
3. Great India Peninsula Railway.
4. Madras Railway.
5. Mysore.
   Bangalore Branch of the Madras Railway.
   Kolar Gold Fields Railway.
   Mysore Section of Southern Mahratta Railway.
   Mysore State Railway.
6. Western Rajputana Railway.

Rajputana-Malwa Railway.
Rewari Ferozpore Section.

7. Indian Midland Railway.
8. Morvi State Railway.
9. Bengal-Nagpur Railway.
10. Delhi-Umballa-Kalka Railway.
11. North-Western (formerly Sind-Punjab and Delhi) Railway.
12. Jammu and Kashmere.
13. Nizam's Guaranteed State Railway.
14. Southern Mahratta Railway.
    South Deccan Section.
    West Deccan Line.
    East Deccan Line.
    Haribar Branch.
15. Drangadhra Railway.
16. Jamnagar Railway.
17. Kolhapur State Railway.
18. Ahmedabad-Parantij Railway.
19. Kotri-Rohri Railway.
20. Mehsana-Viramiyani Railway.
21. Palanpur-Disa Railway.
22. Rajpipla State Railway.
23. Tapti Valley Railway.
24. Oudh and Rohilkhand State Railway.
    Bareilly-Ramporo-Moradabad Section.
25. Southern Punjab Railway.
    Bharatpur and Bikanir Sections.
26. Cawnpur-Achnera State Railway.
27. Goona-Bavan Railway.
28. Bavei Light Railway.
29. Dhond-Manmad Railway.
30. Hyderabad-Godavori Valley Railway.
31. Godhra-Rutlam-Nagda Railway.

"III. The following Native States have adopted the Penal Code, *mutatis mutandis*, and with or without modifications.

(*a*) *Bombay States.*—Akalkot, Jangira, Jath, Kolhapur, Malia, Miraj (junior branch), Muli, Ramsury, Savanur, Sawantwari, Sholapur.

(*b*) *Central Provinces.*—Bamra, Khairagarh, Naudgaon, and Kanker.

(c) Indore.—A Penal Code, founded on Act XLV of 1860, was passed by the Maharaja Holkar some years before 1890.

(d) Mysore.—The Penal Code was in force during the British administration of the State. By the deed of transfer, 1st March, 1881, it was included in the Schedule of Laws, which, by Section 19 of the deed, the Maharaja was bound to maintain. The Code of Criminal Procedure (Act X of 1882) was introduced by Reg. I. of 1886 (Mysore).

(e) Pudukottah.—The Penal Code was declared by the Raja to be the law of his State in 1882.

(f) Travancore.—The Penal Code and the Whipping Act were adopted in 1881.

(g) The Legislatures of Ceylon and the Straits Settlement have also adopted the Code.

"IV. The Penal Code and the Criminal Procedure Code have been extended to the British Protectorates on the Eastern Coast of Africa by Orders of Council, which have been renewed from time to time. Those at present in force are, as regards East Africa and Zanzibar, Orders of 1897; and as regards Somaliland, an Order of 1899. The jurisdiction exercised on the Persian coast and islands is regulated by an Order in Council of 1889."

আরও দেখা যায় যে পঞ্জাবে (১৮৭২ সাঃ, ৪ আঃ, ৩৯ ধাঃ) এবং আজমির-মারোয়ারে (১৮৭১ সাঃ, ৩ রেগুলেসন্, ২৯ ধাঃ) ১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের পূর্ব্বে যে সকল অপরাধ কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এই পিনাল কোড খাটিবে।

(ক) নিম্নলিখিত স্থানেও এই আইন প্রচারিত হইয়াছে,—

(1) The Settlement of Prince of Wales' Island, Singapur, and Malacca, by Act V of 1867.

(2) The Nicobor Islands, by Government Notification No. 4918 dated 27th October, 1869 (*Gazette of India*, 30th October, 1869).

(3) The Island of Porim, (১০ ই. ল. রি., বো., ২৫৮) by a notification of the Government of India, dated 13th February, 1884.

(4) The Laccadive Islands (১৩ ই. ল. রি., মা., ৩৫৩).

(5) Bangalore (১২ ঐ., মা., ৩৯), though Mysore is foreign territory, (২ মা., রি., ৪৪৪).

(খ) মৌরভঞ্জ বৃটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত নহে। ৮ ই. ল. রি., কলি., ৯৮৫ দেখ। ট্রিবুটারি মহাল খিওনজুর (Kheongur) সেইরূপ বৃটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত নহে। ১৬ ই. ল. রি., কলি., ৬৬৭।

উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহার সহিত ১৮৭৪ সালের ১৫ আঃ, ৬ সিডিউল এবং ১৮৭৪ সাঃ, ১৪ আঃ, ১ সিডিউল দেখাও আবশ্যক।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন।

১ম.—জামিন গ্রহণোপযোগী ও পুলিষ কর্ত্তৃক অধর্ত্তব্য অপরাধের তালিকা।

সাধারণতঃ দণ্ডবিধি আইনের যে যে ধারার অপরাধ সম্বন্ধে জামিন লওয়া যাইবে, তাহার তালিকা।	বিনা ওয়ারেণ্টে দণ্ডবিধি আইনের যে যে ধারার অপরাধীকে পুলিষ গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না, তাহার তালিকা।
১০৯—১১৪ (যে অপরাধের সহায়তা করা যায়, সেই অপরাধে জামিন গ্রহণ করা যাইতে পারিলে); ১১৬—১১৭ (ঐ নিয়ম অনুসারে); ১১৯ (প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যোগ্য অপরাধ ব্যতীত, অন্যত্র ঐ নিয়ম অনুসারে); ১২০ (ঐ নিয়ম অনুসারে); ১২৯; ১৩৫—১৩৮; ১৪০; ১৪৩—১৪৫; ১৪৭; ১৪৮; ১৪৯—১৫০ (যে অপরাধ কৃত হইবে, তজ্জন্য জামিন লওয়া যাইতে পারিলে); ১৫১—১৫৩; ১৫৪—১৫৮, ১৬০—১৯০; ১৯৩; ১৯৫; ১৯৬ (ঐ প্রমাণ দেওন অপরাধে জামিন লওয়া যাইতে পারিলে); ১৯৭—২১১; ২২২ (১০ বৎসরের কম কারাদণ্ডনীয় অপরাধে); ২২৩; ২২৪; ২২৫ (কেবল প্রথমাংশের লিখিত অপরাধে); ২২৫-ক; ২২৫-খ; ২২৮; ২২৯; ২৫৫—২৬৩-ক; ২৬৪—২৬৭; ২৬৯—২৯৮; ৩০৪ক; ৩০৮; ৩০৯; ৩১২; ৩১৭; ৩১৮; ৩২৩—৩২৫; ৩৩০; ৩৩২; ৩৩৪—৩৩৮; ৩৪১—৩৪৮; ৩৫২—৩৫৫; ৩৫৭; ৩৫৮; ৩৭০; ৩৭৪; ৩৭৬ (স্ত্রীর উপর হইলে); ৩৮৪; ৩৮৫; ৩৮৮; ৩৮৯; ৪০৩—৪০৫; ৪১৭—৪২৪; ৪২৬—৪৩৫; ৪৪৭; ৪৪৮; ৪৫১ (চৌর্য্য অপরাধ বাদে); ৪৬১; ৪৬২; ৪৬৫; ৪৬৯; ৪৭১—৪৭৫; ৪৮২—৪৮৯; ৪৮৯-গ; ৪৯০—৪৯২; ৪৯৪; ৪৯৭; ৪৯৮; ৫০০—৫০২; ৫০৪; ৫০৬—৫১০; ৫১১ (যে অপরাধের উদ্যোগ করা যায়, তৎসম্বন্ধে জামিন লওয়া যাইতে পারিলে)।	১০৯—১২০ (যে অপরাধের সহায়তা করা হয় সেই অপরাধের নিমিত্ত বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত করিতে না পারিলে); ১২১—১৩০; ১৩৭; ১৪৯ (যে অপরাধ কৃত হইবে তাহার নিমিত্ত বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত করিতে না পারিলে); ১৫৩-ক; ১৫৪—১৫৬; ১৬০—১৬৯; ১৭২—১৯০; ১৯৩—২১১; ২১৩—২১৫; ২১৭—২২৩; ২২৫-ক; ২২৭—২২৯; ২৬৪—২৬৭; ২৭১—২৭৬; ২৭৮; ২৮৪; ২৮৭; ২৮৮; ২৯০; ২৯৪-ক; ২৯৮; ৩১২—৩১৬; ৩২৩; ৩৩৪; ৩৪৫; ৩৫২; ৩৫৫; ৩৫৮; ৩৭০, ৩৭৬ (স্ত্রীর উপর হইলে); ৩৮৪—৩৮৯; ৪০৩—৪০৫; ৪১৭—৪১৮; ৪২১—৪২৭; ৪৩৪; ৪৬৫; ৪৬৬; ৪৬৭; (কোম্পানির কাগজ সম্বন্ধীয় অপরাধ বাদে); ৪৬৮; ৪৬৯; ৪৭১ (কোম্পানির কাগজ সম্বন্ধীয় অপরাধ বাদে); ৪৭২—৪৭৭-ক; ৪৮২—৪৮৯; ৪৯০—৪৯৮; ৫০০—৫০২; ৫০৪—৫১০; ৫১১ (যে অপরাধের উদ্যোগ করা যায়, সেই অপরাধের নিমিত্ত বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত করিতে না পারিলে)।

অবশিষ্ট ধারার অপরাধীকে পুলিষে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিতে পারে।

অবশিষ্ট ধারার অপরাধ সম্বন্ধে সাধারণতঃ জামিন লওয়া যাইবে না। জামিন সম্বন্ধে ফৌ. কা. বি. আইনের ৪৯৬—৫০২ ধারা দেখ।

২য়.— কোন্ আদালতে কোন্ অপরাধের বিচার হইবে তাহার নির্ঘণ্ট।

(১) যে যে ধারার অপরাধ কেবল সেসন আদালতে বিচার্য্য।

১২১—১২৪; ১২৫—১২৮; ১৩০—১৩২; ১৩৪; ১৯৪; ১৯৫; ২০১ (প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে); ২১১ (প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যোগ্য অপরাধের নালিশ হইলে); ২১৩ (প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে); ২১৪ (ঐরূপ); ২১৮—২২০; ২২১ (প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধ হইলে); ২২২ (প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর বা অধিক মিয়াদ হইয়া থাকিলে); ২২৫ (প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর বা অধিক মিয়াদ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে); ২২৬; ২৩১; ২৩২; ২৩৪; ২৩৫ (মহারাণীর মুদ্রা হইলে); ২৩৬; ২৫৮; ২৪৪; ২৪৫; ২৫৫—২৫৮; ২৮১; ৩০২—৩০৪; ৩০৫—৩০৮; ৩১১—৩১৭; ৩২৭—৩৩১; ৩৩৩; ৩৬৪; ৩৬৬—৩৬৮; ৩৭০; ৩৭১; ৩৭৬; ৩৮৬—৩৮৯; ৩৯৫—৪০০; ৪০২; ৪১২, ৪১৩; ৪৩৩; ৪৩৬—৪৩৯; ৪৪৯; ৪৫০, ৪৫৯; ৪৬০; ৪৬৬—৪৬৭; ৪৭১ (কোম্পানির কাগজ হইলে); ৪৭২—৪৭৭-ক; ৪৮৯-ক—৪৮৯-ঘ; ৪৯৩—৪৯৬,—এই সকল ধারার অপরাধ কেবল সেসন আদালতে বিচার্য্য।

(২) পক্ষান্তরে সেসন আদালতে বিচার্য্য।

১২৪ক; ১২৯; ১৩৩; ১৪৮; ১৫২; ১৬১; ১৬২; ১৬৪; ১৬৭; ১৮১; ১৯৩; ১৯৬; ১৯৭—২০০; ২০১ (যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত দশ বৎসর মিয়াদ যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে); ২০৫; ২১১ (সাত বৎসর বা তদধিক মিয়াদ যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে); ২১২ (প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর মিয়াদ যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে); ২১৩ (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর মিয়াদ যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে,; ২১৪ (ঐরূপ); ২১৬ (ঐরূপ বা প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধে); ২১৬-ক; ২২১ (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর মিয়াদ যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে); ২২২ (দশ বৎসরের কম মিয়াদ হইয়া থাকিলে); ২২৫ (যাবজ্জীবন বা দশ বৎসর মিয়াদ যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইলে); ২২৫-ক (ইচ্ছা-পূর্ব্বক ত্রুটি করিলে); ২৩৩; ২৩৫; ২৩৭; ২৩৯; ২৪০; ২৪২, ২৪৩; ২৪৬; ২৪৭—২৫৩; ২৫৯—২৬১; ২৬৩; ৩০৪-ক; ৩১৮; ৩২৪; ৩২৫; ৩২৬; ৩৩২; ৩৩৫; ৩৪৪—৩৪৮; ৩৬৩; ৩৬৫, ৩৬৯; ৩৭২; ৩৭৩; ৩৭৭; ৩৮১, ৩৮২; ৩৮৪; ৩৮৫; ৩৯২—৩৯৪; ৪০১; ৪০৪—৪০৬; ৪০৭—৪০৯; ৪১১; ৪১৪; ৪১৮—৪২০; ৪২৯—৪৩২; ৪৩৫; ৪৪০; ৪৫১ (চৌর্য্য অপরাধ হইলে); ৪৫২; ৪৫৪—৪৫৮; ৪৬২; ৪৬৫; ৪৬৮; ৪৬৯; ৪৮৪; ৪৮৫; ৪৮৭; ৪৮৮; ৪৯৭; ৫০০—৫০২; ৫০৬ (শেষ ভাগ); ৫০৭,—এই সকল ধারার অপরাধ বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেট দায়রায় পাঠাইতে পারেন।

(৩) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য।

১২৪-ক; ১২৯; ১৩৩; ১৩৫—১৩৮; ১৪৮; ১৫২; ১৫৩-ক; ১৫৪—১৫৮; ১৬১—১৬৯; ১৭৩; ১৭৫ (আদালতে কৃত না হইলে); ১৭৬; ১৭৭; ১৭৮—১৮০ (আদালতে কৃত না হইলে); ১৮১—১৯০; ১৯৩; ১৯৬—২০০; ২০১ (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর বা তন্যূন মিয়াদ যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে); ২০২—২১১; (প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যোগ্য না হইলে); ২১২; ২১৩ (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর বা তন্যূন মিয়াদ

যোগ্য অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে) ; ২১৪ (ঐরূপ) ; ২১৫—২১৭ ; ২২১ (২১৩ ধারার নিয়মানুসারে) ; ২২২ (দশ বৎসরের কম মিয়াদ হইয়া থাকিলে) ; ২২৩ ; ২২৪ ; ২২৫ (যাবজ্জীবন বা দশ বৎসরের মিয়াদ যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইলে) ; ২২৫-ক ; ২২৫-খ ; ২২৯ ; ২৩৩ ; ২৩৫ ; ২৩৭ ; ২৩৯—২৪৩ ; ২৪৬—২৫৩ ; ২৫৪ ; ২৫৯—২৬০ক ; ২৬৪—২৭৬ ; ২৮০ ; ২৮২—২৮৪ ; ২৮৭ ; ২৮৮ ; ২৯১—২৯৪ ; ২৯৫—২৯৮ ; ৩০৪-ক ; ৩০৯ ; ৩১৮ ; ৩২৪ ; ৩২৫ ; ৩২৬ ; ৩৩২ ; ৩৩৫ ; ৩৩৭ ; ৩৩৮ ; ৩৪২—৩৪৮ ; ৩৫৩—৩৫৫ ; ৩৬৩ ; ৩৬৫ ; ৩৬৯ ; ৩৭২ ; ৩৭৩ ; ৩৭৭ ; ৩৮১ ; ৩৮২ ; ৩৮৪ ; ৩৮৫ ; ৩৯২-৩৯৪ ; ৪০১ ; ৪০৪—৪০৬ ; ৪০৭—৪০৯ ; ৪১১ ; ৪১৪ ; ৪১৭—৪২৪ ; ৪২৭—৪৩২ ; ৪৩৪ ; ৪৩৫ ; ৪৪০ ; ৪৫১ (চৌর্য্য অপরাধ হইলে) ; ৪৫২—৪৫৮ ; ৪৬১ ; ৪৬২ ; ৪৬৫ ; ৪৬৮ ; ৪৬৯ ; ৪৮২—৪৯২ ; ৪৯৭ ; ৪৯৮ ; ৫০০—৫০২ ; ৫০৫—৫০৯—এই সকল ধারার অপরাধ উপরোক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য।

(৪) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য।

১৩৫—১৩৮ ; ১৫৪—১৫৮ ; ১৬৫ ; ১৬৬ ; ১৭৩ ; ১৭৫ (আদালতে কৃত না হইলে) ; ১৭৬ ; ১৭৭ ; ১৭৮ (আদালতে কৃত না হইলে) ; ১৭৯ (ঐরূপ) ; ১৮০ ; ১৮২—১৯০ ; ২০২ ; ২০৩ ; ২০৬ ; ২০৭ ; ২১৭ ; ২২১ (দশ বৎসরের কম মিয়াদ যোগ্য অপরাধ হইলে) ; ২২৩ ; ২২৪ ; ২২৫ (প্রথম ভাগ) ; ২২৫-ক (শেষ ভাগ) ; ২২৫-খ ; ২৪১ ; ২৫৪ ; ২৬২ ; ২৬৪—২৭৬ ; ২৮০ ; ২৮২—২৮৪ ; ২৮৭ ; ২৮৮ ; ২৯১—২৯৪ ; ২৯৫—২৯৮ ; ৩০৯ ; ৩১৮ ; ৩২৪ ; ৩২৫ ; ৩৩৫ ; ৩৩৭ ; ৩৩৮ ; ৩৪২—৩৪৭ ; ৩৫৩—৩৫৫ ; ৩৮১ ; ৩৮৪ ; ৩৮৫ ; ৪০৪—৪০৬ ; ৪০৮ ; ৪১১ ; ৪১৪ ; ৪১৭—৪১৯ ; ৪২১—৪২৪ ; ৪২৭—৪৩২ ; ৪৩৪ ; ৪৫১ (চৌর্য্য অপরাধ হইলে) ; ৪৫২ ; ৪৫৩—৪৫৪ ; ৪৫৬ ; ৪৫৭ ; ৪৬১ ; ৪৬২ ; ৪৮২ ; ৪৮৩ ; ৪৮৬—৪৯২ ; ৪৯৮ ; ৫০৮ ;—এই সকল ধারার অপরাধ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বিচার করিতে পারেন।

(৫) যে কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য।

১৪০ ; ১৪৩—১৪৫ ; ১৪৭ ; ১৫১ ; ১৫৩ ; ১৬০ ; ১৭০—১৭২ ; ১৭৪ ; ২৭৭—২৭৯ ; ২৮৫ ; ২৮৬ ; ২৮৯ ; ২৯০ ; ২৯৪-ক ; ৩২৩ ; ৩৩৪ ; ৩৩৬ ; ৩৪১ ; ৩৫২ ; ৩৫৬—৩৫৮ ; ৩৭৪ ; ৩৭৯ ; ৩৮০ ; ৪০৩ ; ৪২৬ ; ৪৪৭ ; ৪৪৮ ; ৪৫১ ; ৫০৪ ; ৫১০ ;—এই সকল ধারার অপরাধ যে কোন মাজিষ্ট্রেট বিচার করিতে পারেন।

সহায়তা অপরাধের ও অপরাধ বিশেষের বিচার—যে অপরাধের সহায়তা করা হইবে সেই অপরাধের বিচার করিবার অধিকার যে আদালতের আছে, সেই আদালতই ১০৯—১২০ ধারার অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন। সেইরূপ ১৪৯, ১৫০, ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ২০১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৬, ২২৭, ২২৮ ধারায় যে অপরাধ করণের উল্লেখ আছে, সেই অপরাধটি বিচার করিবার যে আদালতের অধিকার আছে, সেই আদালতই ঐ ঐ ধারার মোকদ্দমা বিচার করিবেন। তবে ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ ও ২২৮ ধারার অপরাধ সম্বন্ধে ফৌ. কা. বি. আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মূল জাল-করণ অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য, সেই আদালতেই ৪৭১ ধারার অপরাধের বিচার হইবে।

উদ্যোগ করণ অপরাধের বিচার—উদ্যোগ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম, অর্থাৎ যে অপরাধ

করিবার উদ্যোগ করা হইবে, সেই অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য, সেই আদালতই ৫১১ ধারামত ঐ অপরাধের উদ্যোগ করণ অপরাধের বিচার করিবেন।

অন্যান্য আইন ঘটিত অপরাধ—যদি প্রাণদণ্ড, বা দ্বীপান্তর প্রেরণ, বা সাত বৎসর বা তদধিক মিয়াদ যোগ্য হয়, তাহা হইলে সব অপরাধের বিচার সেসন আদালতে হইবে। তিন বৎসর বা তদধিক মিয়াদ যোগ্য হইলে, তাহার বিচার পক্ষান্তরে সেসন আদালতে বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হইবে। এক বৎসর বা তদধিক মিয়াদ যোগ্য হইলে, তাহার বিচার পক্ষান্তরে ঐ সকল আদালতে বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হইবে। এক বৎসরের কম মিয়াদ বা কেবল অর্থদণ্ড যোগ্য হইলে, তাহার বিচার যে কোন মাজিষ্ট্রেট করিতে সক্ষম।

সরাসরি বিচার—১৪৩ ধারার টীকায় সরাসরি বিচারেব নিয়ম লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ কোন্ অপরাধের সরাসরি বিচার হইতে পারে, তাহা লিখিত হইল :—

(১) জেলা-মাজিষ্ট্রেট, (২) এতৎ কার্য্য পক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট, এবং (৩) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাবিশিষ্ট এবং এতৎ কার্য্য পক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটগণের কোন অনি-বেশন (Bench), সঙ্গত বিবেচনা করিলে, নিম্নলিখিত সকল কিম্বা কোন একটি অপরাধের সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন :—যথা—(ক) যে যে অপরাধ প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর-প্রেরণদণ্ড, অথবা ছয় মাসের অধিক কোন কালের কারাদণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় নহে ; (খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৬৪, ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে বাটখারা ও মাপ পাত্র বিষয়ক অপরাধ ; (গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারার অপরাধ ; (ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে, উক্ত আইনের ৩৭৯, ৩৮০, কিম্বা ৩৮১ ধারার অপরাধ ; (ঙ) অপরাধঘটিত সম্পত্তির মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে, উক্ত আইনের ৪০৩ ধারার অপরাধ; (চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে ঐ আইনের ৪১১ ধারার অপরাধ; (ছ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে, ঐ আইনের ৪১৪ ধারার অপরাধ; (জ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারার অপরাধ; (ঝ) উক্ত আইনের ৪৪৮, ৪৫১, ৪৫৬ ও ৪৫৭ ধারার অপরাধ; (ঞ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারার অপরাধ এবং ৫০৬ ধারামতে ফৌজদারী দোষযোগ্য ভয় দেখাওনের অপরাধ; (ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ অপরাধ; (ঠ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ অপরাধ; ও (ড) ১৮৭১ সালের পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ বিষয়ক আইনের ২০ ধারার লিখিত অপরাধ।

কিন্তু যে মোকদ্দমাতে কোন জেলার-মাজিষ্ট্রেট ফৌ. কা. বি. আইনের ৩৩ ধারাপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই মোকদ্দমা সরাসরিমতে বিচারিত হইবে না। আরও, যদি সরাসরিমতে বিচার করিতে করিতে আদালত দেখেন যে মোকদ্দমাটি সরাসরিমতে বিচার করা অবাঞ্ছনীয় (undesirable) তাহা হইলে আদালত সাক্ষীদিগকে পুনঃবার তলব করিয়া দস্তুরমত (regular) বিচার করিবেন। ফৌ. কার্য্যবিধি আইন, ২৬০ ধারা।

দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটগণের যে কোন বেঞ্চে অর্পিত হইয়াছে, সেই বেঞ্চকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্ন লিখিত সকল কিম্বা কোন অপরাধ সরাসরিমতে বিচার করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন, যথা—(ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭৭, ২৭৯, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৫২, ৪২৬

ও ৪৪৭ ধারার অপরাধ; (খ) মিউনিসিপাল আইনের, এবং পুলিষ সংক্রান্ত আইনের স্থান পরিষ্কার সম্বন্ধীয় প্রকরণের বিরুদ্ধে কেবল অর্থদণ্ড যোগ্য কিম্বা এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড যোগ্য অপরাধ; (গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ অপরাধ; (ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ অপরাধ। ফৌ. কার্য্যবিধি আইন, ২৬১ ধারা।

৩য়—পুলিষকে সম্বাদ দিবার বা সাহায্য করিবার কথা।

৪২ ধারা।—(ক) মাজিষ্ট্রেট বা পুলিষের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য, বা সে পলাইতে না পারে তজ্জন্য, (খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে বা থামাইবার জন্য, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, মাজিষ্ট্রেট কি পুলিষের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরই হউক কি বাহিরেই হউক, তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে।

৪৩ ধারা।—পুলিষ কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারেণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারেণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা।—(১) কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১-ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪-ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারাগতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনার কথা জানিতে পারিলে, যে মাজিষ্ট্রেট কি পুলিষের যে কর্ম্মকারক নিকটে থাকেন, তাঁহাকে অগৌণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

(২) যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর করা গেলে অপরাধ হয়, তাহা বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে করা হইলে, এই ধারার প্রয়োজনার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৫ ধারা।—(১) প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল, কি গ্রামের খাতাঞ্জী (accountant), কি গ্রামের চৌকীদার, কি গ্রাম্য পুলিষ কর্ম্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখলিকার ও সেই অধিকারীর কি দখলিকারের গোমস্তা, এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের পক্ষে যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজনা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পারিলে, যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা যে পুলিষের থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন, তাঁহাকে অগৌণে তাঁহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল খাতাঞ্জী কি চৌকীদার কি পুলিষ কর্ম্মচারী হন, কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখলিকার হন, কিম্বা গোমস্তা থাকেন, কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজনা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরাদ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ত বা কিয়ৎ কালীন বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ, কি দস্যু, কি পলায়িত কয়েদী, কি ঘোষিত অপরাধী বলিয়া

তাঁহার জানা আছে, কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে তাঁহার এমত সংশয় থাকে, সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ কি দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ও ১৪৮ ধারার কোন অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামের মধ্যে বা নিকটে কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর কিম্বা সন্দেহ জনক অবস্থায় মৃত্যুর কথা।

(ঙ) যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর করিলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে, অর্থাৎ ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০ এই ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারানুসারে দণ্ডনীয় হয় তাহা বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে সেই গ্রামের নিকটে কোন স্থানে করা সম্বন্ধে কিম্বা করিবার অভিপ্রায় থাকা সম্বন্ধে।

(২) এই ধারায়—

(৵০) 'গ্রাম' শব্দে গ্রামের জমিও বুঝাইবে। এবং

(৶০) যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে, অর্থাৎ, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০ এই ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারানুসারে দণ্ডনীয় হয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের কোন অংশে স্থাপিত বা রাখিয়া দেওয়া কোন আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি সেই কার্য্য সম্বন্ধে অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হন 'ঘোষিত অপরাধী' বলিতে সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে। (১৮৯৪ সাল, ৩ আঃ, ২ ধারা)।

(৩) যদি কোন গ্রামে কোন আইনানুসারে কোন মণ্ডল না থাকে, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করিবেন সেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট এ ধারার প্রয়োজনার্থ একজন বা তদধিক ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে মণ্ডল (headman) বাহাল করিতে পারিবেন।

৪র্থ—পুলিষের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতার কথা।

(ক) ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তারের বিধি।

৫৪ ধারা।—(১) পুলিষের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারেণ্ট না পাইয়াও এই এই ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

প্রথম।—যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধ-মতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকায় নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় বা যুক্তিমতে সংশয় হয় তাহাকে;

দ্বিতীয়।—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে; (আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে।)

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে ;

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে, কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে, এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে ;

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি পুলিষের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে, কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে, কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহাকে ;

ষষ্ঠ।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পলটন হইতে কিম্বা যুদ্ধ-জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় মেরিণ সর্বিসের লোক বলিয়া এবং ঐ সর্বিস হইতে বেআইনী-মতে অনুপস্থিত আছে বলিয়া (১৮৮৭ সাঃ, ১৪ আঃ, ৭৮ ধাঃ) যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে ; এবং

সপ্তম।—যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে অপরাধ বলিয়া দণ্ডনীয় হইত সে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে কৃত হওয়ার স্থলে যে ব্যক্তি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছে কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ যুক্তিযুক্ত অভিযোগ করা হইয়াছে বা বিশ্বাসজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ আছে যে সে সেই কার্য্যে লিপ্ত ছিল এবং যে ব্যক্তিকে তজ্জন্য অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করা বিষয়ক কোন আইনানুসারে কিম্বা অন্য কোন রকমে বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর ধৃত করা বা হাজতে রাখা যাইতে পারে তাহাকে ; (১৮৯৪ সাঃ, ১ আঃ, ৩ ধারা।)

অষ্টম।—যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়া জামিনে বাহির হইয়াছে (released convict) সে ফৌ. কা. বি. আইনের ৫৬৫ ধারার (৩) দফানুসারে কৃত নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাকে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলিষের প্রতি বর্ত্তে।

৫৫ ধারা।—(১) পুলিষের থানার অধ্যক্ষ ঐরূপে এই এই ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায়, যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে; কিম্বা

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে, কিম্বা যে ব্যক্তি হৃদ্বোধমতে আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারে ; কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহপ্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরাদ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই পুলিষের প্রতি বর্ত্তে। (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ৩ ধাঃ।)

৫৬ ধারা।—(১) আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে, পুলিষ থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থানে (otherwise than in his presence) সেই ব্যক্তিকে

ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার জন্য আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন। যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে, আজ্ঞাপত্রে এই এই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই পুলিষের প্রতি বর্ত্তে। (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ৩ ধাঃ।)

৫৭ ধারা।—(১) যে অপরাধ অধর্ত্তব্য, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পুলিষ কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি পুলিষ কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান না দিলে, কিম্বা আপনার নাম ও বাসস্থান যাহা জানায়, তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পুলিষের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। (২) নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধনপত্র (bond with or without surety) লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। তবে যদি সে ব্যক্তি বৃটিশ ভারতবর্ষের বাসীন্দা না হয় তাহা হইলে ঐ নিবন্ধনপত্রে বৃটিশ ভারতবর্ষবাসী একজন বা তদধিক ব্যক্তির জামিন লইতে হইবে। (৩) গ্রেপ্তারের সময় হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে, কিম্বা সে নিবন্ধনপত্র লিখিয়া না দিলে, কিম্বা তলবমতে উপযুক্ত জামিন দিতে অসমর্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটস্থ ক্ষমতাবান (having jurisdiction) মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

৫৮ ধারা।—এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পুলিষের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

৫৯ ধারা।—(১) ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন সামান্য (private) ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষনা হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তিকে পুলিষের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পুলিষের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পুলিষ থানায় লইয়া যাইবেন।

(২) ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারামত বিধানের মধ্যে আইসে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পুলিষ কর্ম্মকারক তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবেন।

(৩) ঐ ব্যক্তি অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পুলিষ কর্ম্মকারকের আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা যে নাম ও ধাম জানায় উক্ত কর্ম্মকারক তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন। সে কোন অপরাধ করে নাই এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহাকে অগৌণে মুক্ত করিতে হইবে।

৬০ ধারা।—পুলিষের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে, অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই

আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পুলিষ থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন।

৬১ ধারা।—মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায় ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যতকাল আটক করিয়া রাখা উচিত, পুলিষের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না; এবং ১৬৭ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না, তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পঁহুছিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

৬২ ধারা।—পুলিষ থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাহীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইলে কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

৬৩ ধারা।—পুলিষের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে, নিজে মুচলকা কি জামিন না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

৬৪ ধারা।—মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপনি অপরাধীকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন।

৬৫ ধারা।—কোন মাজিষ্ট্রেটের যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৬৬ ধারা।—আইনমত হেফাজাত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেফাজাত হইতে সে পলায়, কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বৃটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

৬৭ ধারা।—যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন, তিনি ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্য না করিলেও এবং ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পুলিষের কর্ম্মচারী না হইলেও ঐ ধৃত করণ কার্য্যের প্রতি ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

(খ) বে-আইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

১২৭ ধারা। (১) বে-আইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পুলিষ থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকেদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পুলিষের প্রতি বর্ত্তে।

১২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এ প্রকার সঙ্কল্প দেখায়,

তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক বলপূর্ব্বক ঐ জনতাভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে, জনতাভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোক-দিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের অধ্যক্ষ কি সনৈক কিম্বা ভারতবর্ষীয় ভলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান ভলণ্টিয়র ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(গ) পুলিষের নিবারণাত্মক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

১৪৯ ধারা।—পুলিষের প্রত্যেক কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

১৫০ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পুলিষের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাহাকে ও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

১৫১ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারেণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

১৫২ ধারা।—পুলিষের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

১৫৩ ধারা।—(১) কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি আছে পুলিষের থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা, কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচার আধিপত্য থাকে, তাঁহাকে অগৌণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন।

(ঘ) পুলিষের তদন্তের বিধি।

১৫৪ ধারা।—পুলিষ থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায়, তাহা তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদদাতাকে পড়িয়া শুনান যাইবে; ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন পুলিষের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট একখান বহি থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই পাঠ ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

১৫৫ ধারা।—(১) যে অপরাধ পুলিষের ধর্ত্তব্য নয়, পুলিষ থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে, তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহি রাখা যায়, তাহাতে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবেন ও সংবাদদাতাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

(২) অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পুলিষের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহার বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

(৩) পুলিষ থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পুলিষের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লইবার সেই সেই ক্ষমতা থাকিবে।

১৫৬ ধারা।—(১) পুলিষ থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পুলিষের ধর্ত্তব্য এমন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন, যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থানবিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

(২) তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

(৩) ১৯০ ধারামতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট উপরের লিখিত তদন্তের হুকুম দিতে পারেন।

১৫৭ ধারা।—(১) পুলিষ থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন, কোন সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাহার অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পুলিষ রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সংবাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত এবং অপরাধীর সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন।

পরন্তু (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার সম্বাদ দেওয়া গেলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার জন্য পুলিষ থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই, পুলিষ থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইবেন না।

(২) (ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পুলিষ থানার অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম পদের (subsection) আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৮ ধারা।—(১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত পুলিষের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে ১৫৭

ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায়, তাঁহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

(২) উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পুলিষ থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

১৫৯ ধারা।—উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইলে তদন্ত করিবার হুকুম দিতে পারেন, কিম্বা আপনার উচিত বোধ হইলে, অগৌণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবার জন্য কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত, এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

১৬০ ধারা।—পুলিষের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে, প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

১৬১ ধারা।—(১) পুলিষের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে, এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কি তাহার অর্থদণ্ড, কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে, তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

১৬২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে কোন ব্যক্তি পুলিষের অফিসারের নিকট যে উক্তি করে, যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায়, তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না কিম্বা ঐ লিখন সাক্ষ্যস্বরূপ ব্যবহার হইবে না।

পরন্তু যখন কোন সাক্ষী যাহার উক্তি উপরোক্ত মতে লিখিত হইয়া থাকে ফরিয়াদীর পক্ষে ডাকা হয়, তাহা হইলে আদালত, আসামীর প্রার্থনা মতে, ঐ লিখন দেখিতে পারিবেন, এবং সুবিচারের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে, আসামীকে উক্ত লিখনের নকল দিবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং ঐ লিখন ১৮৭২ সালের প্রমাণবিষয়ক আইনের বিধানানুসারে ঐ সাক্ষীর কথার (credit) উপর দোষারোপ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

(২) এই ধারার কোন কথা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৩২ ধারার ১ দফার বিধানের প্রতি বর্ত্তিবে না।

১৬৩ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিষের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি আপনি বা অপর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি দিবেন না, কি ভয় দেখাইবেন না, কি অঙ্গীকার করিবেন না।

(২) কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পুলিষের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট পুলিষের কর্ম্মকারক না হইলে কোন উক্তি বা স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(২) সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে যে প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্তি মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকার বাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে। ও ঐ সাক্ষ্য বা স্বীকার বাক্য যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

(৩) স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল, মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না; ও তিনি কোন স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিলে ঐ লিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।—

"এই স্বীকার বাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতেও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে উহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে, এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক,
মাজিষ্ট্রেট।"

অর্থের কথা—যে মাজিষ্ট্রেট উক্ত সাক্ষ্য বা স্বীকার বাক্য গ্রহণ করিবেন ও লিখিবেন, মোকদ্দমাটির সম্বন্ধে তাঁহার অধিকার (jurisdiction) থাকার আবশ্যক নাই।

১৬৫ ধারা। (১) পুলিষ থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পুলিষের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন, তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং ৯৪ ধারামতে সমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে, সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মকারক পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

(৩) আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন; ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই আইনে তল্লাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি, যতদূর সম্ভব, বর্ত্তিবে।

১৬৬ ধারা। (১) কোন পুলিষ থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই স্থলে আপন কি অন্য পুলিষ থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিলে ও ঐ দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তল্লাশ করিলেন, তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

১৬৭ ধারা। (১) ৬১ ধারার নির্দ্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অধ্যায় মতে অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না দৃষ্ট হইলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পুলিষ থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমা-সংক্রান্ত রোজনামার লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

(২) যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়, তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়ে সময়ে যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে পনর দিনের অনধিককাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পুলিষের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যে যে কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন, তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্র সহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

১৬৮ ধারা। পুলিষের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইলে পুলিষ থানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফলবিষয়ক রিপোর্ট দিবেন।

১৬৯ ধারা। যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে, এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পুলিষ থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিনসহ কি জামিন বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধন-পত্র লিখিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদিও যখন আদেশ হয়, পুলিষের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।

১৭০ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া পুলিষ থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, পুলিষ থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া পুলিষের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও

অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয়, ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

(২) যখন পুলিষ থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সেও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি, স্থল বিশেষে, সাক্ষ্য দিবে তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধনপত্র লিখাইয়া লইবেন।

(৩) নিবন্ধনপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন, উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ বাদীকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লওয়া গেলে তাহাকে যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন কিম্বা প্রহরীর জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা, সেই দিন এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

(৫) ঐ নিবন্ধনপত্র যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায়, তিনি তৎসম্পাদনকারী একজনকে তাহার নকল দিবেন, ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

১৭১ ধারা।—মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে বাদীর কি সাক্ষীদের যাইবার সময়ে পুলিষের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না ;

কিন্তু কোন বাদীকে কি সাক্ষীকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞাগত নিবন্ধন ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার অন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধন পত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পুলিষ থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ নিবন্ধনপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণ কার্য্য যতকাল সমাপ্ত না হয়, মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৭২ ধারা।—(১) পুলিষের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন দিন যে কার্য্য করেন, তাঁহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন ; অর্থাৎ অপরাধের সংবাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে যে স্থানে যান ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন তাহার বিবরণ লিখিবেন।

(২) ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ

আদালত পুলিষের সেই মোকদ্দমার-বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষীয় মোক্তারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই ; এবং আদালত ঐ রোজনামচা ব্যবহার করিয়াছেন, এইমাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পুলিষের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন, তিনি যদি স্মরণ-শক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পুলিষের ঐ কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সাঃ, ১ আইনের ১৬১ ধারার বা স্থল বিশেষে ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

১৭৩ ধারা।—(১) অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়গত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলে পুলিষ থানার অধ্যক্ষতা-ভার প্রাপ্ত যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পুলিষের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম, ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় পাঠান গিয়াছে, কিম্বা তাহার স্থানে জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধন পত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে, এই কথাও লিখিতে হইবে।

(২) ১৫৮ ধারামতে উচ্চপদস্থ পুলিষের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে তদ্রূপ আদেশ করেন সেই সেই স্থলে (১৮৮৬ সাঃ, ১০ আঃ, ৭ ধাঃ,) ঐ রিপোর্ট উক্ত কর্ম্মকারকের হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরও অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুলিষ থানার অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায়, তাহা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছে, তবে মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধনপত্র রহিত করিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন, করিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) পুলিষ থানার অধ্যক্ষ, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তৎপক্ষে বিশেষ-মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন পুলিষ অফিসর

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা জন্তু দ্বারা বা কলে পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কি

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে অন্য কোন ব্যক্তির অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয়, এই সম্বাদ পাইলে

তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসী দুই কি তদধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে যে ক্ষত, কি অস্থিভঙ্গ, কি আঘাত

কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে, তাহাও লিখিবেন।

(২) পুলিষের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাহাদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন, তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অগৌণে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

(৩) মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পুলিষের কর্ম্মকারক বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিলে কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পুলিষের কর্ম্মকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রসিডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডল এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

(৫) এই এই মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন; যথা কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও তদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

১৭৫ ধারা।—(১) পুলিষ অফিসর ১৭৪ ধারামত কার্য্য করিতে করিতে উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমত দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয়, এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে, তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

(২) ধর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১৬০ ধারা খাটে, বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পুলিষের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

১৭৬ ধারা।—(১) পুলিষের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পুলিষের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকট মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন; এবং ১৭৪ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত অন্য কোন স্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন; এবং লইলে কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যে যে ক্ষমতা থাকিত, সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন, ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর, উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

পুলিষ আইন।

ইংরাজী ১৮৬১ সালের ৫ আইন।

পুলিষের কর্ম্মকারকদিগের নূতন নিয়ম করা ও পুলিষের কর্ম্মকারকদিগের দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা ফলজনকরূপে অপরাধ নিবারণ করা ও তাহার সন্ধান লওয়া বিহিত, এই কারণে এই এই হুকুম হইল।

১ ধারা।—এই আইনের নিচের লিখিত যে যে শব্দের ও কথার যে যে অর্থ এই ধারাতে করা গিয়াছে তাহার সেই সেই অর্থ হইবে। কেবল যদি বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথার ভাব বিবেচনায় সেই অর্থ না খাটে, তবে তাহার সেই (অর্থ) হইবে না। অর্থাৎ,

"জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব" এই কথাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারী প্রধান যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি কোন জিলার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ভার অর্পণ হয়, তাঁহার যে কোন খ্যাতি (পদ) হউক তাঁহাকে বুঝাইবে।

"মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দেতে পুলিষের সাধারণ এলাকার মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সকল কি কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে বুঝায়।

"পুলিষ" এই শব্দেতে যে সকল লোকের নাম এই আইনমতে ফর্দ্দে লেখা যায় তাহাদের সকলকে বুঝাইবে।

"পুলিষের সাধারণ এলাকা" এই কথাতে, এই আইন যে কোন প্রেসিডেন্সীতে, কি প্রদেশে, কি স্থানে, কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সীর, কি প্রদেশের, কি স্থানের যে কোন ভাগে চলন হইবার হুকুম হয় সেই সকল স্থান বুঝায়।

"ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' এবং 'পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' এই শব্দগুলিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বা বিশেষ হুকুমানুসারে যে কোন আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অপর ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন ডিষ্ট্রিক্টে পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমস্ত বা কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত হয়েন তাঁহাকেও বুঝাইবে"। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১ ধারা।)

"সম্পত্তি" এই শব্দে অস্থাবর কোন দ্রব্য, কি টাকা, কি মূল্যবান নিদর্শন পত্রও বুঝায়।

এক বচনের শব্দে বহুবচনও বুঝায়, ও বহুবচনের শব্দে এক বচনও বুঝায়। পুংলিঙ্গ বোধক শব্দে স্ত্রীদিগকেও বুঝায়।

"ব্যক্তি" এই শব্দের মধ্যে কোন কোম্পানি, কি চার্টর প্রাপ্ত সমাজকেও (লোকসমষ্টি) বুঝায়।

"মাস" এই শব্দে ইংরাজী মাস বুঝায়।

"গো মেষাদি" এই শব্দে গরু, হাতী, উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, মেষ, ছাগল ও শূকরও বুঝায়।

২ ধারা।—স্থানবিশেষের এক এক গবর্ণমেণ্টের তাঁবে পুলিষ সম্পর্কীয় সেরেস্তার সমুদায় কর্ম্মকারক এই আইনের কার্য্যের নিমিত্ত পুলিষের একই দলস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও তাহাদের নাম দাঁড়ামতে ফর্দ্দে লেখা যাইবে (formally enrolled)। হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টে যতজন হুদ্দাদারকে ও লোককে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে ও পুলিষের দলবদ্ধ হওয়ার নিয়মের বিষয়ে ও ঐ দলের লোকদের বেতনের বিষয়ে সময়ে সময়ে যে হুকুম করেন সেই হুকুমমতে তাঁহারা নিযুক্ত হইবেন ও ঐ দলবদ্ধ হইবেন ও বেতন পাইবেন।

১৮৬৯ সালের ৭ আইন অনুসারে এই ধারা বঙ্গ প্রদেশে চলিবে না।]

৩ ধারা।—পুলিষের সাধারণ এলাকার সর্ব্বস্থানে পুলিষের তত্ত্বাবধানের কার্য্য ঐ এলাকা স্থান বিশেষের যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ হইবে ও ঐ গবর্ণমেণ্টে সেই তত্ত্বাবধারণ করিবেন, ও তাঁহার উপর সাধারণ মতে হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের তত্ত্বাবধারণ থাকিবে, ও এই আইনের বিধানমতে ক্ষমতা না পাইলে, কোন ব্যক্তি কি কোন কার্য্যকারক সাহেব কি আদালত পুলিষের কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত, তব্দীল (supersede) করিতে কি তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা পাইতে পারিবেন না।

৪ ধারা।—পুলিষের সাধারণ এলাকার সর্ব্বস্থানে পুলিষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরল নামে একজন কর্ম্মকারকের হাতে, ও যে যে ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল ও আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরল স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাদের হাতে থাকিবে। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার তাবৎ স্থানে পুলিষ সম্পর্কীয় কার্য্য ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ তত্ত্বাবধারণ ও আজ্ঞাধীন জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি ও জেলার যে যে আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক বোধ করেন তাঁহাদের প্রতি অর্পণ হইবে। ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব ও পূর্ব্বোক্ত অন্য অন্য কার্য্যকারক স্থান বিশেষে গবর্ণমেণ্ট হইতে সময়ে সময়ে নিযুক্ত হইবেন ও ঐ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তাঁহাদিগকে তব্দীল করা যাইতে পারিবে।

৫ ধারা।—পুলিষের সাধারণ এলাকার তাবৎ স্থানে পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন। কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষমতামতে যে পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার অনুমতি স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে দেন সেই পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন।

(৬ ধারা, ১৮৭২ সালের ফৌ. কার্য্যবিধি আইন দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।)

৭ ধারা।—এই আইনের ৪ ধারাতে পুলিষের যে সকল কর্ম্মকারকের কথা লেখা আছে তাঁহারা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিবার ভার ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবদের ও আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবদের পুলিষের এলাকায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদের প্রতি থাকিবে। ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে যে বিধানের অনুমতি করেন সেই বিধানমতে তাঁহারা ঐ কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন, ও তাঁহাদের বিবেচনামতে পুলিষের যে কোন কর্ম্মকারক আপনার পদের কর্ম্ম করিতে ত্রুটি কি শৈথিল্য করে, কি ঐ কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয় তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে কোন সময়ে তব্দীল কি সস্পেণ্ড করিতে পারিবেন, কিম্বা নীচ পদে ভর্ত্তি করিতে পারিবেন। "কিম্বা

যে পুলিষ কর্ম্মচারী অসাবধান হইয়া বা অবহেলা করিয়া আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন অথবা যিনি নিজের কোন কার্য্যের দ্বারা আপনাকে উহার নির্ব্বাহের অনুপযুক্ত করিবেন তাঁহাকে নিম্নলিখিত দণ্ডের মধ্যে এক বা একাধিক দণ্ড দিতে পারিবেন, অর্থাৎ :—

(ক) এক মাসের বেতনের অধিক না হয় এমন যত টাকা জরিমানা।

(খ) দণ্ডস্বরূপ কাওয়াজ (drill), অতিরিক্ত পাহারা (extra guard), ক্লান্তিজনক শ্রম (fatigue) বা অপর কর্ত্তব্যকর্ম্মসহ বা ব্যতিরেকে ১৫ দিনের অনধিক কালের নিমিত্ত পুলিষ বাড়ীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা।

(গ) সচ্চরিত্রের বেতন (good conduct pay) হইতে বঞ্চিত করা।

(ঘ) কোন সম্ভ্রমের (of distinction) বা বিশেষ লাভজনক (special emolument এর) পদ হইতে অপসৃত করা।" (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ২ ধারা।)

৮ ধারা।—পুলিষের সেই প্রকারের নিযুক্ত প্রত্যেক কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করা গেলে তাহাকে এই আইনের শেষ ভাগের লিখিত পাঠে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে। তাহাতে ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেবের, কিম্বা তিনি অন্য যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার মোহর দেওয়া যাইবে। সেই সার্টিফিকেট যাহার থাকে সেই জন ঐ সার্টিফিকেটের বলে পুলিষের কর্ম্মকারকের ক্ষমতা ও পদের কর্ম্ম ও লভ্যাদি (priviloges) প্রাপ্ত হইবে।

"ঐ সার্টিফিকেটের লিখিত ব্যক্তি যখন কোন কারণে আর পুলিষ কর্ম্মচারী না থাকিবেন তখন ঐ সার্টিফিকেট আর কার্য্যকর থাকিবে না এবং তিনি যখন আর ঐরূপ কর্ম্মচারী না থাকেন তখন তিনি যে কর্ম্মচারীকে ঐ সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহাকে অবিলম্বে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন।

"কর্ম্ম হইতে স্থগিদ (suspend) হইবার দরুণ কোন পুলিষ কর্ম্মচারী যে আর পুলিষ কর্ম্মচারী থাকিবেন না তাহা নহে। পুলিষ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাতে যে সকল ক্ষমতা (powers), কর্ম্ম (functions) ও অধিকার (privileges) থাকে তাহা ঐরূপ স্থগিদ থাকিবার সময়ের মধ্যে স্থগিদ থাকিবে। কিন্তু স্থগিদ না হইলে তিনি যে সকল দায়িত্ব (responsibilities), শাসন (discipline) ও দণ্ডের (penalties) এবং কর্ত্তৃপক্ষের অধীন হইতেন সেই সকল দায়িত্ব, শাসন ও দণ্ডের এবং কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকিবেন।" (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ৩ ধারা।)

৯ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক আপনার পদের কর্ম্মে যদি অবসর হইতে চাহে, তবে এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমতি না পাইলে, কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সেই প্রকারের অনুমতি দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার অনুমতি না পাইলে, সে ঐ পদের কর্ম্ম হইতে অবসর হইতে পারিবে না। কিম্বা আপন কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিলে যদি অন্যূন দুই মাস থাকিতে আপন পদ ত্যাগ করিবার মানসের সংবাদ (নোটিস) আপনার উপরিস্থ কার্য্যকারককে না দিয়া থাকে, তবে এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমতি না পাইলে ত্যাগ করিতে পারিবে না।

১০ ধারা।—পুলিষের তদ্রূপ কোন কার্য্যকারক ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের লিখিত স্পষ্ট অনুমতি না পাইলে, আপনার এই আইনমতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করিতে কি-অর্থগ্রহণ করিতে পারিবে না।

[১১ ধারা ১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রদ হইয়া গিয়াছে।]

১২ ধারা।—পুলিষের দলে যে লোকদিগকে ভর্ত্তি করিতে হইবে ও তাহাদিগকে যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে ও যে যে পদাদিতে নিযুক্ত করিতে হইবে ও পুলিষের দলের লোকেরা যে যে স্থানে বাস করিবে ও তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ যে কর্ম্ম করিতে হইবে, এই সকল বিষয় বিশেষের বিধি ও তাহাদের ভত্ত্ব লওনের ও তাহাদিগকে যে প্রকারে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ প্রয়োজনের (সজ্জার নিমিত্ত) অন্য অন্য দ্রব্য দিতে হইবে তাহার বিধি ও তাহাদিগের নানা-বিষয়ের সংবাদ পাইবার ও জানাইবার যে বিধি ও হুকুম পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব বিহিত বোধ করেন, তাহা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে সময়ে সময়ে করিতে পারিবেন। আরও ঐ দলের লোকেরা অত্যাচার না করে কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্য না করে ও আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সফলরূপে নির্ব্বাহ করে এই এই কারণে ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব পুলিষের দলের জন্য যে যে বিধি ও হুকুম সময়ে সময়ে বিহিত বোধ করেন তাহা করিবেন।

১৩ ধারা।—পুলিষের সাধারণ এলাকার সামিল কোন স্থানে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিষের অধিক জন কর্ম্মকারকদিগকে পাঠান আবশ্যক, ইহা যদি কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিয়া জানায়, তবে পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব, কিম্বা কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ আদেশমতে কর্ম্ম করিয়া অধিক কর্ম্মকারককে যতকাল উচিত বোধ হয় ততকালের নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন। ঐ দরখাস্তকারীকে তাহাদিগের খরচ দিতে হইবে, তাহারা কেবল ঐ এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমের অধীনে থাকিবে। কিন্তু যে ব্যক্তির দরখাস্তমতে ঐ কর্ম্মকারকদিগকে পাঠান যায় তিনি ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবকে, কিম্বা ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবকে, কিম্বা আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবকে, কি এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এক মাস থাকিতে সংবাদ (নোটিস) দিয়া পুলিষের সেই প্রকারের প্রেরিত কর্ম্মকারকদিগকে উঠাইয়া লইবার জন্য লিখিতে পারিবেন। ও সেই নোটিসের মিয়াদ ফুরাইবার পর ঐ অতিরিক্ত দলের খরচ ঐ ব্যক্তিকে দিতে হইবে না।

১৪ ধারা।—দেশের কোন স্থানে যখন কোন রেলরোডের কি খালের কি সরকারী অন্য কার্য্যের কিম্বা কারখানা কিম্বা তেজারতি ব্যাপারে কোন কার্য্য চালান যাইতেছে কি চলিতেছে, ও সেই কর্ম্মেতে যে লোকেরা নিযুক্ত থাকে তাহাদের আচার ব্যবহার বুঝিয়া কিম্বা তাহাদের আচার ব্যবহারের যে সন্দেহ উপযুক্তমতে হইতে পারে তাহা বুঝিয়া যদি ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের বিবেচনামতে সে স্থানে পুলিষের অতিরিক্ত কয়েকজনকে নিযুক্ত করা আবশ্যক, তবে ঐ ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে ঐ অতিরিক্ত লোকদিগকে সেই স্থানে পাঠাইতে পারিবেন, ও যতকাল তদ্রূপ প্রয়োজন থাকে ততকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেই স্থানে রাখিতে পারিবেন, ও পূর্ব্বোক্তমতে যে অতিরিক্ত লোককে নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে তাহাদের বেতন প্রভৃতি দিতে ঐ কার্য্যের কি কারখানার কি ব্যাপারের ওইবীল যে কার্য্যকারকের হাতে থাকে, তাহাকে সময়ে সময়ে হুকুম করিতে পারিবেন, তাহাতে সেই লোক তদনুসারে টাকা দিবেন।

১৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার অধীন কোন স্থানকে অশান্তিপূর্ণ বা বিপজ্জনক অবস্থায় দেখা গিয়াছে কিম্বা ঐ স্থানের অধিবাসীদিগের কিম্বা তাহাদের কোন

শ্রেণী বা অংশের কার্য্য বিবেচনায় পুলিষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বিহিত রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবে এরূপ ইস্তাহার দ্বারা এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অপর যে প্রকার আদেশ করেন সেই প্রকারে এই কথা ব্যক্ত করা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(২) তদনন্তর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি (sanction) লইয়া ঐ ইস্তাহারের উপরোক্তরূপে বর্ণিত স্থানে সাধারণ অবধারিত পরিমাণের উপর মোতায়েন করণার্থ কোন পুলিষদল নিযুক্ত করা পুলিষের ইন্সপেক্টর জেনরল বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কর্ম্মচারীর পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(৩) এইরূপ অতিরিক্ত পুলিষদলের খরচ এই ধারার (৫) প্রকরণের বিধানের অধীনে ইস্তাহারের বর্ণিত এইরূপ স্থানের অধিবাসীদিগকে দিতে হইবে।

(৪) যে সকল অধিবাসী উপরোক্তমতে এই খরচ দিতে দায়ী এবং ঠিক পরবর্ত্তী প্রকরণানুসারে যাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া না হইবে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট যেরূপ তদন্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ তদন্ত করিবার পর এই খরচ সেই সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। ঐ স্থানের মধ্যে ঐ সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে কাহার কত সঙ্গতি এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের যেরূপ বিবেচনা তদনুসারে এই বণ্টনকার্য্য করা হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তিবর্গকে কিম্বা ঐ সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী বা অংশকে আদেশ দ্বারা এই খরচের কোন অংশ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(৬) এই ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রচারিত ইস্তাহার কত সময়ের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে ঐরূপ প্রত্যেক ইস্তাহারে তাহা লিখিত হইবে। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থলভেদে যেরূপ আদেশ করা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তদনুসারে ঐ ইস্তাহার যে কোন সময়ে উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে অথবা সময়ে সময়ে আরও অধিক সময়ের নিমিত্ত প্রবল রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাঁহাদের এজেণ্ট বা চাকরের দ্বারা ঐ স্থানের মধ্যে ভূমি বা অপর স্থাবর সম্পত্তি দখল করেন বা রাখেন এবং যে সকল ভূম্যধিকারী স্বয়ং বা তাঁহাদের এজেণ্ট বা চাকরের দ্বারা ঐ স্থানে সাক্ষাত সম্বন্ধে রায়ত বা দখলীকারদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করেন তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে তন্মধ্যে বাস না করিলেও এই ধারার প্রয়োজনার্থ 'অধিবাসী' বলিতে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ৪ ধারা।)

১৫-ক ধারা। (১) যে স্থান সম্বন্ধে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারানুসারে বিজ্ঞাপিত কোন ইস্তাহার প্রবল আছে যদি সেই স্থানের অধিবাসীদিগের কিম্বা তাহাদের কোন শ্রেণী বা অংশের দুষ্কর্ম্ম দ্বারা বা হইতে সেই স্থানে মৃত্যু, গুরুতর আঘাত বা সম্পত্তির নাশ বা ক্ষতি ঘটিয়া থাকে বা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই স্থানের অধিবাসী এমন যে ব্যক্তি সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে অথবা কোন ডিষ্ট্রিক্টের যে মহকুমার মধ্যে সেই স্থান অবস্থিত ক্ষতির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কিম্বা তদপেক্ষা যে কম সময় নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মধ্যে তথাকার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দরখাস্ত করা সেই ব্যক্তির পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(২) তদনন্তর ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট যেরূপ তদন্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ তদন্তের

পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারানুসারে সেই স্থানে কোন অতিরিক্ত পুলিষদল মোতায়েন হইয়া থাকুক বা নাই থাকুক,—

(ক) সেই দুষ্কর্ম্ম দ্বারা বা হইতে যে সকল ব্যক্তির ক্ষতি ঘটে বা উপস্থিত হয় তাহাদের নাম ব্যক্ত করা ;

(খ) সেই সকল ব্যক্তিকে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং তাহা যে প্রকারে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করা ; এবং

(গ) দরখাস্তকারী হইতে ভিন্ন সেই স্থানের যে সকল অধিবাসীকে ঠিক পরবর্ত্তী প্রকরণানুসারে দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া না হইবে তাহাদের দ্বারা যে অনুপাতে ঐ ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে তাহা ধার্য্য করা—

ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বিবেচনা না করেন যে উপরোক্তমত ক্ষতি সেই স্থানের মধ্যে কোন দাঙ্গা বা বে-আইনী জনতা হইতে উপস্থিত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তিনি স্বয়ং যে সকল ঘটনার দরুণ ঐ ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নির্দ্দোষ ছিলেন তাহা হইলে তিনি এই প্রকরণানুসারে নাম ব্যক্ত বা অনুপাত ধার্য্য করিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তিবর্গকে কিম্বা ঐ সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী বা অংশকে আদেশ দ্বারা এই ক্ষতিপূরণের কোন অংশ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(৪) ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক (২) প্রকরণানুসারে নাম ব্যক্তকরণ বা অনুপাত ধার্য্যকরণ বা আদেশ প্রদানকরণ বিভাগীয় কমিশনরের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পুনরালোচনার অধীন হইবে কিন্তু উপরোক্ত মত স্থল ভিন্ন অপর স্থলে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে ক্ষতির জন্য এই ধারানুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না।

(৬) ব্যাখ্যা।—ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় 'অধিবাসী' শব্দের যে অর্থ এই ধারাতেও উহার সেই অর্থ। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ৫ ধারা।)

১৬ ধারা। (১) ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৫-ক ধারানুসারে দেয় সমস্ত টাকা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা জরিমানার টাকা আদায়ের নিমিত্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩৮৬ ও ৩৮৭ ধারার ব্যবস্থিত প্রণালীতে কিম্বা কোন উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা করিয়া আদায় করা যাইতে পারিবে।

(২) ১৩, ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে যে সমস্ত টাকা দেওয়া বা আদায় করা হয় তাহা 'সাধারণ পুলিষ ফণ্ড' বলিয়া যে 'ফণ্ড' অভিহিত হইবে তাহাতে জমা দেওয়া হইবে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ দিবেন সেইরূপ আদেশানুসারে পুলিষের দল সংরক্ষণে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) ১৫-ক ধারানুসারে যে সমস্ত টাকা দেওয়া বা আদায় করা হয় তাহা ঐ ধারানুসারে যে সকল ব্যক্তিকে এবং যে অনুপাতে দেয় ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সেই সকল ব্যক্তিকে এবং সেই অনুপাতে প্রদত্ত হইবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ৬ ধারা।)

১৭ ধারা।—কোন স্থানে কোন বে-আইনীমতের লোক জমায়ত, কি ফসাদ, কি শান্তি-

ভঙ্গক কার্য্য হইয়াছে, কি হইবার আশঙ্কা যুক্তিসিদ্ধমতে হইতে পারে, ও যে স্থানে ঐ বে-আইনীমতের লোক জমায়ত, কি ফসাদ, কি শান্তিভঙ্গন হইয়াছে, কি হইবার আশঙ্কা হয়, সেই স্থানে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিষের যে কর্ম্মকারকেরা সাধারণমতে নিযুক্ত থাকে, কেবল তাহাদের দ্বারা ঐ স্থানের শান্তিরক্ষা ও নিবাসীদের রক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারিবে না, ইহা যদি দৃষ্ট হয়, তবে ইন্‌স্পেক্টর পদস্থ কর্ম্মকারক হইতে নীচপদের কর্ম্মকারক নহে পুলিষের এমন কোন কর্ম্মকারক, যতজনের যতকালের নিমিত্ত ও যে সীমার মধ্যে পুলিষের বিশেষ কর্ম্মকারকরূপে কর্ম্ম করিবার জন্য নিযুক্ত করা আবশ্যক বুঝেন, নিকট-নিবাসী লোক হইতে ততকালের নিমিত্ত সেই সীমার মধ্যে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে অতি নিকটের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করা হয়, তিনি বিপরীত কারণ না জানিলে তৎক্ষণাৎ সেই প্রার্থনামতে কার্য্য করিবেন।

১৮ ধারা।—পুলিষের সাধারণ কর্ম্মকারকদিগের যে সকল ক্ষমতা থাকে, ও তাহার যে প্রকারের লভ্যাদি রক্ষা পায়, ও তাহাদিগের যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, ও যে যে দণ্ড হইতে পারে ও তাহারা যে যে কার্য্যকারকদিগের অধীনে থাকে, পুলিষের উক্ত মতের নিযুক্ত বিশেষ কর্ম্মকারকদিগের প্রত্যেক জনের সেই প্রকারের সকল ক্ষমতা প্রভৃতি থাকিবে।

১৯ ধারা।—কোন লোক পূর্ব্বোক্তমতে পুলিষের বিশেষ কর্ম্মকারকস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া যদি উপযুক্ত ওজর না থাকিলেও তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে কিম্বা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য ন্যায্য যে হুকুম কি আদেশ দেওয়া যায়, তাহা মানিতে শৈথিল্য করে, কি স্বীকার না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাবুদ হইলে সে যতবার শৈথিল্য করে, কি কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করে, কি হুকুম না মানে, ততবার তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

২০ ধারা।—এই আইনমতে ও ফৌজদারী কার্য্য চালাইবার জন্য অন্য যে কোন আইন ইহার পরে জারী হইয়া থাকিবে, সেই আইনমতে পুলিষের কর্ম্মকারকের যে ক্ষমতার বিধান হয় তদ্ভিন্ন এই আইনমতের পুলিষের কর্ম্মকারকের অন্য ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন না।

২১ ধারা।—পিতৃপিতামহাদিক্রমে যাহারা পুলিষের কর্ম্মকারক হইয়া আসিতেছে, তাহাদের কি গ্রামের পুলিষের অন্য কর্ম্মকারকদিগের নাম যদি এই আইন মতের পুলিষের কর্ম্মকারকস্বরূপে ফর্দ্দে লেখা না যায়, তবে তাহাদের উপর এই আইনের কোন বিধান খাটিবে না, তাহাদের কোন লোকের নাম সেই প্রকার ফর্দ্দে লেখা গেলে তাহাকে ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধানমতে কর্ম্ম করিতে হইবে। পিতৃপিতামহাদিক্রমে যাহারা পুলিষের কর্ম্মকারক হইয়া আসিতেছে, তাহারা কি গ্রামের পুলিষের অন্য কর্ম্মকারকেরা নিজে সম্মত না হইলে তাহাদিগকে সেই কর্ম্মে মনোনীত করিবার অধিকার যাহাদের থাকে তাহারা সম্মত না হইলে তাহাদিগের নাম ঐ ফর্দ্দে লেখা যাইবে না। পুলিষের কোন কর্ম্মকারক ১৮৫৯ সালের ২০ আইনমতে (অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতী সহরে, নগরে ও মোকামে ও সহরতলীতে ও বাজারে পুলিষের চৌকিদারদিগকে নিযুক্ত ও প্রতিপালন করিবার আরও উত্তম বিধান করিবার আইনমতে) নিযুক্ত হইয়া ঐ আইনমতে যে জিলাতে নিযুক্ত থাকে, তদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন জিলাতে কর্ম্ম পায়, তবে ঐ (পূর্ব্বোক্ত) জিলাতে উক্ত আইনমতে যে টাকা আদায় হয়, তাহা হইতে তাহার কোন বেতন দেওয়া যাইবে না।

২২ ধারা।—এই আইনের লিখিত সকল কার্য্যের নিমিত্ত পুলিষের প্রত্যেকজন কর্ম্ম-

কারক সর্ব্বদাই আপন পদের কর্ম্মে উপস্থিত আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে ও পুলিষের সাধারণ এলাকার কোন স্থানে কোন সময়ে সে পুলিষের কর্ম্মকারকস্বরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

২৩ ধারা।—পুলিষের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য এই এই—উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক তাহাকে যে কোন হুকুম করেন, তাহা ত্বরায় মানিবে ও তাহাকে যে কোন পরওয়ানা আইনমতে দেওয়া যায়, তাহা ত্বরায় জারী করিবে। ও সর্ব্বসাধারণের শান্তিসম্পর্কীয় সকল সংবাদ লইবে ও জানাইবে ও অপরাধ ও সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবারণ করিবে ও অপরাধীদিগকে ধরিয়া বিচার হইবার নিমিত্ত উপস্থিত করিবে ও যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আইনমতে ক্ষমতা পায় ও যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার উপযুক্ত কারণ থাকে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে ও এই ধারার লিখিত কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত পুলিষের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক পরওয়ানা না পাইয়াও মদ খাইবার কোন দোকানে কি জুয়াখেলার ঘরে কি অন্য যে স্থানে লম্পট ও অনিয়মিত-আচারী লোকেরা থাকে, তাহাতে ঢুকিয়া তদারক করিতে পারিবে।

২৪ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কোন অপরাধের নালিস করিতে পারিবে ও যে জন অপরাধ করে, তাহার নামে শমন ।ক পরওয়ানা, কি তল্লাশী পরওয়ানা, কি আইনমতের অন্য যে কোন দস্তকাদি আইনমতে জারী হইতে পারে, তাহা প্রার্থনা করিতে পারিবে।

(এই ধারার শেষের ৯ টী কথা ১৮৮২ সালের ১০ আইন দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।)

২৫ ধারা।—পুলিষের কর্ম্মকারকেরা লাওয়ারিসী সকল দ্রব্য আপনাদের জিম্মায় লইয়া তাহার তালিকা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিবে, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যে হুকুম পায়, সেই হুকুমমতে পুলিষের কর্ম্মকারকেরা ঐ দ্রব্য লইয়া কার্য্য করিবে।

২৬ ধারা।—(১) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দ্রব্য আটকাইয়া রাখিয়া ইস্তাহার প্রকাশ করিতে পারিবেন, ও যে যে দ্রব্য থাকে তাহার প্রত্যেক দ্রব্য তাহাতে লেখাইয়া তাহার উপর যে কোন লোকের দাওয়া থাকে, সে ঐ ইস্তাহারের তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপনার স্বত্ব সাবুদ করে, এমত হুকুম করিতে পারিবেন।

"(২) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের (১৮৯৮ সাঃ, ৫ আইনের) ৫২৫ ধারার বিধান এই ধারার উল্লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে খাটিতে পারিবে।" (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ৭ ধারা।)

২৭ ধারা।—(১) যে সময় দেওয়া যায় যদি কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে ঐ সম্পত্তি অথবা উহা নিলাম হইলে উহার নিলামলব্ধ টাকার দাবী না করেন তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি যদি ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার (২) প্রকরণানুসারে পূর্ব্বেই নিলাম হইয়া না থাকে তবে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে উহার নিলাম করা যাইতে পারিবে।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণানুসারে নিলাম হওয়া সম্পত্তির যে নিলামলব্ধ টাকায় এবং ২৬ ধারানুসারে নিলাম হওয়া সম্পত্তির যে নিলামলব্ধ টাকায় কোন দাবী সাব্যস্ত করা হয় নাই গবর্ণমেণ্ট তাহার বিলি ব্যবস্থা করিবেন। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ৮ ধারা।)

২৮ ধারা।—পুলিষের কর্ম্মকারক স্বরূপে যাহার নাম এই আইনমতে ফর্দ্দে লেখা যায়

এমত কোন লোক ঐ কর্ম্মে আর না থাকিলে, তাহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তাহাকে যে সার্টিফিকেট ও পোশাক ও সাজ ও চিহ্ন এবং আবশ্যক অন্য যে সকল দ্রব্য দেওয়া যায় তাহা যদি সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া না দেয়, তবে তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাবুদ হইলে, সেই লোকের দুই শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে, কিম্বা সে ছয় মাস পর্য্যন্ত মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কি বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইতে পারিবে, কিম্বা তাহার ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে।

২৯ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক যদি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করিবার দোষী হয়, কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারকের করা কোন বিধি, কি বিধান, কি আইনমতের হুকুম ইচ্ছাপূর্ব্বক অমান্য করে, কি মানিতে ত্রুটি করে, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া কি দুই মাস থাকিতে সংবাদ না দিয়া আপন পদের কর্ম্ম ত্যাগ করে, "কিম্বা বিদায় হইয়া অনুপস্থিত থাকিয়া যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত ঐ বিদায়ান্তে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার জন্য উপস্থিত বলিয়া আপনাকে রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করে," (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ৯ ধারা।), কিম্বা যদি অনুমতি না পাইয়া আপন পুলিষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয়, কিম্বা যদি ভীরুভাবে কর্ম্মে দোষী হয়, কিম্বা তাহার হেফাজতে যাহাকে দেওয়া যায় এমত কোন লোকের প্রতি যদি বিধিবিরুদ্ধ অত্যাচার করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহা সাবুদ হইলে, তাহার তিন মাসের বেতনের অনধিক জরিমানা হইবে, কিম্বা সে তিন মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কি বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার ঐ দুই দণ্ড হইবে।

৩০ ধারা।—(১) প্রকাশ্য রাস্তার উপর কিম্বা প্রকাশ্য ষ্ট্রীটে বা অবারিত পথে সমস্ত জনতাও লোকযাত্রা কিরূপে পরিচালিত হইবে পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রয়োজনমতে তৎসম্বন্ধে আদেশ দিতে পারিবেন এবং ঐরূপ লোকযাত্রা যে সকল পথ দিয়া এবং যে যে সময়ে যাইতে পারিবে পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

(২) তাঁহার যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে কোন ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তির শ্রেণী ঐরূপ কোন রাস্তায় বা ষ্ট্রীটে বা অবারিত পথে এমন একটি জনতা আহ্বান বা সমবেত করিবার কিম্বা এমন একটি লোকযাত্রা গঠিত করিবার অভিপ্রায় রাখেন যাহা নিয়ন্ত্রিত না হইলে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন ডিষ্ট্রিক্টের মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের মতে সম্ভবতঃ শান্তিভঙ্গ করিবে তাহা হইলে তিনি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দিয়া এরূপ আদেশও করিতে পারিবেন যে, যে সকল ব্যক্তি ঐরূপ জনতা আহ্বান বা সমবেত করিতেছেন বা ঐরূপ লোকযাত্রা পরিচালিত বা উহার বন্দোবস্তাদি করিতেছেন তাঁহারা লাইসেন্সের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবেন।

(৩) এইরূপ দরখাস্ত করা হইলে তিনি লাইসেন্স দিতে পারিবেন এবং সেই লাইসেন্সে লাইসেন্স গৃহিতাদিগের নাম লিখিত হইবে এবং কেবল মাত্র যে সকল নিয়মে ঐরূপ জনতা বা ঐরূপ লোকযাত্রা হইতে দেওয়া যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে এবং অন্য রকমে এই ধারা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে। কিন্তু এইরূপে কোন লাইসেন্সের দরখাস্তে বা এইরূপ কোন লাইসেন্স দিবার জন্য কোন ফী লওয়া হইবে না।

(৪) উৎসবাদি উপলক্ষে ষ্ট্রীটে কি পরিমাণ বাদ্যোদ্যম করিতে দেওয়া যাইতে পারিবে তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১০ ধারা।)

৩০-ক ধারা।—(১) যে কোন মাজিষ্ট্রেট বা পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা পুলিষের

আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা পুলিষের ইন্সপেক্টরের বা কোন ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কোন পুলিষ কর্ম্মচারী যে লোকযাত্রা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারানুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সের নিয়ম ভঙ্গ করে সেই লোকযাত্রা থামাইতে পারিবেন এবং উহাকে অথবা যে জনতা উপরোক্তমত কোন নিয়ম ভঙ্গ করে তাহাকে ভাঙ্গিয়া যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) যে লোকযাত্রা বা জনতা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণানুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ মান্য করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করে তাহাকে বে-আইনী জনতা বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১১ ধারা।)

৩১ ধারা।—সরকারী সড়কে ও সরকারী রাস্তায় ও পথে ও ঘাটে ও উত্তরিবার স্থানে ও সাধারণ লোকদিগের যাইবার অন্য সকল স্থানে নিয়ম রক্ষা করা ও জনতার ও বিবাহাদি যাত্রার গমনকালে ও ঈশ্বরের আরাধনা হইবার সময়ে ভজনালয়ের নিকট সরকারী সড়কে ও সরকারী রাস্তায় পথ অবরোধ না হয় ও যে কোন সময়ে লোক সড়কে কি রাস্তায় কি পথে কি ঘাটে কি উত্তরিবার স্থানে বহু লোক সংগ্রহ হইবার কি পথ অবরোধ হইবার সম্ভাবনা হয়, এমত সময়ে পথ খোলা রাখা পুলিষের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য।

৩২ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের "তিন" (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১২ ধারা) ধারামতে যে হুকুম হয়, তাহার বিরুদ্ধে যদি কেহ কর্ম্ম করে, কিম্বা তাহা যদি কেহ না মানে, কিম্বা বাদ্যবাজানার কি জনতার কি বিবাহাদি যাত্রার গমনে যে অনুমতিপত্র পুলিষের এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কিম্বা এলাকার আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দিয়া থাকেন, তাহার নিয়ম যদি কেহ লঙ্ঘন করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহা সাবুদ হইলে সেই লোকের দুইশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

৩৩ ধারা।—ইহার পূর্ব্বে "চারি" (১৮৯৫ সাঃ ৮ আঃ, ১২ ধাঃ) ধারাতে যে যে বিষয় লেখা আছে, তাহাতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ তত্ত্বাবধারণ করিবার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা ঐ তিন ধারায় কোন কথাতে খর্ব্ব হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩৪ ধারা।—স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট এই ধারার কথা যে কোন নগরে চালান সেই নগরের কোন সীমানার মধ্যে কোন রাস্তায় কি "কোন খোলা জায়গায় কি" (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১৩ ধারা) কোন সড়কের কি লোকদিগের যাতায়াত করিবার কোন পথে যদি কোন লোক নিবাসী লোকদিগের, কি পথিকদিগের বাধাজনক কি ক্লেশদায়ক কি বিরক্তিজনক, কি আপদ কি ক্ষতি-জনক নিচের লিখিত কোন অপরাধ করে, তবে তাহা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাবুদ হইলে, তাহার ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে, কিম্বা সে আট দিনের অনধিক কাল কয়েদ হইতে পারিবে, ও পুলিষের কোন কর্ম্মকারকের সাক্ষাতে যে কোন লোক উক্ত কোন অপরাধ করে, তাহাকে সেই কর্ম্মকারক বিনা পরওয়ানাতে হেফাজতে লইতে পারিবে। ঐ অপরাধ এই এই :—

প্রথম।—যে কেহ কোন গো মেষাদিকে জবাই করে, কি কোন লাস সাফ করে (লাস লইয়া ফেলিয়া দিয়া আসে) ও যে কেহ কোন জন্তুর উপর চড়িয়া অবিবেচনামতে ও অতিবেগে চলে কি তাহাকে হাঁকায় কিম্বা কোন ঘোড়াকে কি অন্য জন্তুকে শিখায় কি গাড়ী টানিতে শিখায়, সেই লোক ;

দ্বিতীয়।—যে কেহ কোন পশুকে অকারণে কি নির্দ্দয়রূপে মারে কি তাহার প্রতি অত্যাচার করে কি যাতনা দেয় সেই লোক ;

তৃতীয়।—কোন গাড়ীতে বোঝাই দিবার দ্রব্য কি গাড়ীতে উঠাইয়া লইবার জন্য কিম্বা চড়নদারদের উঠিবার কি নামিবার জন্য যত সময় প্রয়োজন হয়, তাহার অধিক কাল যদি কেহ কোন ঘোড়া প্রভৃতি কি কোন প্রকারের গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখে, কিম্বা সাধারণ লোকদিগের ক্লেশ কি বিপদ যাহাতে হইতে পারে এমত ভাবে কোন গাড়ী রাখে, সেই লোক ;

চতুর্থ।—যে কোন লোক মাল বিক্রয়ার্থ রাস্তায় সাজাইয়া রাখে, সেই লোক ;

পঞ্চম।—যে কেহ কোন ময়লা দ্রব্য কি জঞ্জাল কি রাবিস কি ইট কি ঘর করিবার সরঞ্জাম ফেলে কি রাখে, কিম্বা যে কেহ কোন গোশালা কি আস্তাবল প্রভৃতি করে, কিম্বা কোন ঘর কি কারখানা কি গোবরের গাদি প্রভৃতি হইতে কোন দুর্গন্ধ বিষয় (পদার্থ) পড়িতে দেয়, সেই লোক ;

ষষ্ঠ।—মাতাল ও দাঙ্গাবাজ কি আপনার খবরদারী করিতে অপারগ যে কোন লোককে পাওয়া যায়, সেই লোক ;

সপ্তম।—যে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক নির্লজ্জরূপে আপনার অঙ্গ প্রকাশ করে কিম্বা ঘৃনাজনক কোন অঙ্গের বিকৃতি কি রোগ দেখায় কি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া অনিষ্ট কর্ম্ম করে, কিম্বা স্নান করিবার কি গা ধুইবার নিরূপিত স্থান ভিন্ন কোন পুকুরে কি জলাশয়ে স্নান করে কি গাত্র ধোয়, সেই লোক ;

অষ্টম।—যে কেহ কোন ইদারাতে (কুপে) কি পুকুরে কি আশঙ্কাজনক অন্য স্থানে কি গাঁথনীতে বেড়া দিতে কি তাহা উপযুক্তমতে আবরণ করিতে ত্রুটি করে, সেই লোক।

৩৫ ধারা।—(এই ধারার পূর্ব্বের কথাগুলি ১৮৮২ সালের ১০ আইনদ্বারা রদ হইয়াছে।) কনষ্টেবলের উপর পুলিষের যে কর্ম্মকারক থাকে তাহার নামে নালিশ হইলে, তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারক বিনা অন্য কেহ করিতে পারিবে না।

৩৬ ধারা।—এই আইনমতে যে দোষের দণ্ড হইতে পারিবে, এমন কোন দোষের নিমিত্ত কোন লোকের নামে অন্য কোন আইন কি আক্টমতে নালিশ হইবার নিষেধ হইয়াছে, এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না। কিম্বা এই আইনে ঐ অপরাধের জন্য কোন লোকের যত জরিমানা কি দণ্ড হইতে পারে, তাহা হইতে অধিক দণ্ড কি জরিমানা অন্য কোন আইন কি আক্ট দ্বারা হইতে পারিলে, এই আইন প্রযুক্ত তাহা না হইতে পারে, এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না। কিন্তু একই অপরাধের জন্য এক ব্যক্তির দুইবার দণ্ড না হয়।

৩৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে অপরাধ নির্ণয় হইলে এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ড ও জরিমানা করা যায় তৎসম্বন্ধে জরিমানা বিষয়ক ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৬৪ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত ধারার বিধান এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের (১৮৯৮ সাঃ, ৫ আঃ) ৩৮৬ হইতে ৩৮৯ পর্য্যন্ত ধারার বিধান খাটিবে।

কিন্তু প্রথমোক্ত আইনের ৬৫ ধারায় যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের ৩৪ ধারানুসারে জরিমানা দণ্ডের আজ্ঞা হয় ঐ জরিমানা দেওয়া না হইলে

তাহাকে আট দিনের অনধিক কালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করা যাইতে পারিবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১৪ ধারা।

[উপরোক্ত ধারা এই আইনের ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারার পরিবর্ত্তে সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

৪১ ধারা।—পুলিষের আমলারা পরওয়ানা জারী করিলে যে টাকা দেওয়া যায়, ও বক্সিস ও জব্দ করা টাকা ও অর্থদণ্ড, পুলিষের আমলা গোয়েন্দা হইলে বক্সিসের ও জব্দ করা টাকার ও অর্থদণ্ডের যে অংশ আইনমতে গোয়েন্দাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা পুলিষের সাধারণ তহবীলে জমা হইবে।

৪২ ধারা।—যে কোন ক্রিয়া করা যায় কি করিবার কল্পনা হয় তাহার জন্য এই আইনের বিধানমতে, কিম্বা এই আইনের দ্বারা পুলিষের সাধারণ যে ক্ষমতা দেওয়া যায় সেই ক্ষমতামতে, পুলিষ কর্ম্মচারীর নামে যে সকল দাবীর নালিশ (action) ও মোকদ্দমা (prosecution) হইতে পারে, তাহা যে ক্রিয়ার নালিশ হয় সেই ক্রিয়া করা যাইবার পর তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবে, তাহার পরে নহে। ও সেই দাবীর নালিশ (action) আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অতি কম এক মাস থাকিতে ঐ নালিশ হইবার সংবাদ ও তাহার কারণ লিখিয়া আসামীকে, কিম্বা ঐ ক্রিয়া যে এলাকার মধ্যে করা গিয়াছিল সেই এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে কি এলাকার আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দিতে হইবে। ও সেই নালিশ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি ক্ষতি শোধের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় কিম্বা সেই নালিশ উপস্থিত হইবার পর যদি আসামী দ্বারা কি তাহার পক্ষে উপযুক্ত টাকা আদালতে দাখিল করা যায়, তবে ফরিয়াদীর সেই দাবীর নালিশ মতে কিছু পাইতে পারিবে না ও সেই দাবীর নালিশ মতে মোকদ্দমা হইয়া যদিও ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয়, তথাপি আসামীর স্থানে (নিকট) ফরিয়াদীর খরচা পাইবার হুকুম হইবে না। কেবল যে জজ সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমার বিচার হয় তিনি যদি সেই নালিশের বিষয়ে সম্মতি জানান তবে খরচা পাইতে পারিবে। কিন্তু যে কর্ম্মকারকদিগের নামে যে ক্রিয়ার নিমিত্ত ফৌজদারী নালিশ হয় তাহাদের নামে সেই ক্রিয়ার নিমিত্ত দাবীর নালিশ হইতে পারিবে না।

৪৩ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক আপন পদোপলক্ষে যে ক্রিয়া করেন, তাহার জন্য যদি কোন দাবীর কি অন্য নালিশ কি মোকদ্দমা করা যায়, তবে সেই কর্ম্মকারক এই জবাব করিতে পারিবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জারী করা পরওয়ানার শক্তিতে আমি ঐ কার্য্য করিয়াছিলাম। তাহাতে যে পরওয়ানাতে ঐ কার্য্য করিবার হুকুম হয় ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখত থাকার ভাব প্রকাশ সেই পরওয়ানা দেখাইয়া ঐ জবাবের প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার কোন ত্রুটি থাকিলেও, আসামী ডিক্রী পাইতে পারিবে। আরও ঐ পরওয়ানাতে যে দস্তখত থাকে, তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রকৃত দস্তখত নয়, আদালতের যদি এমত সন্দেহ করিবার কারণ না থাকে, তবে ঐ দস্তখতের প্রমাণ লওয়া আবশ্যক নাই। পরন্তু যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ পরওয়ানা জারী করেন তাঁহার নামে ফরিয়াদীর মোকদ্দমা করিবার যে ক্ষমতা থাকে তাহা এই ধারার কোন কথাতে খর্ব্ব হইবে না।

৪৪ ধারা। পুলিষ থানার কর্ম্মের ভার যে কার্য্যকারকের প্রতি থাকে তাহাকে সাধারণ রোজনামা একখানি বহী রাখিতে হইবে। স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে নিয়ম করেন সেই নিয়মমতে ঐ বহী রাখিতে হইবে, ও যে সকল কথার নালিশ হয় তাহা ও যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা যায় তাহাদের নাম ও ফরিয়াদীর নাম, ও আসামীদের নামে যে নালিশ

হয় তাহা, ও তাহাদের দখল হইতে কি প্রকারান্তরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র কি জন্য লওয়া যায়, ও যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া যায় তাহাদের নাম, এই সকল কথা ঐ রোজনামায় লিখিতে হইবে। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ রোজনামা তলব করিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

৪৫ ধারা।—স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে কোন রিটর্ণ উপযুক্ত বোধ করেন সেই সকল রিটর্ণ ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেবের ও অন্য আমলাদের দিবার বিষয়ে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই রিটর্ণ যে নক্সাগতে লিখিতে হইবে তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৪৬ ধারা। (১) এই আইন ইহার আপন কার্য্যকারিতার ফলে কোন প্রেসিডেন্সি, প্রদেশ বা স্থানে প্রবল হইবে না। কিন্তু ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত করিতে হইবে এমন একটি আদেশ দ্বারা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনের সমস্ত বা কোন অংশ কোন প্রেসিডেন্সি, প্রদেশে বা স্থানে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিবেন এবং তখন এই আইনের সমস্ত অথবা ইহার যে অংশ সেই আদেশে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা সেই প্রেসিডেন্সি, প্রদেশ বা স্থানে বলবৎ হইবে।

(২) এই আইনের সমস্ত বা কোন অংশ এইরূপে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া হইলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া—

(ক) মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আইন দ্বারা বা এই আইন অনুসারে কোন কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভার স্থাপিত হইল তাহার সম্পাদনে তাঁহারা যে কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন তাহা ব্যবস্থিত করণার্থ;

(খ) যে সময়ের মধ্যে এবং যে প্রকারে ও নিয়মে ১৫-ক ধারানুসারে ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে হইবে, ঐ সকল দাবীতে যে সকল বিবরণ লিখিতে হইবে, ঐ সকল দাবী যে প্রকারে সত্যপাঠ যুক্ত করিতে হইবে এবং উহার দরুণ (স্থানীয় তদন্ত আবশ্যক হইলে তাহা সুদ্ধ) যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ; এবং

(গ) সাধারণতঃ এই আইনের বিধান সকল কার্য্যে পরিণত করণার্থ—

এই আইনের সহিত সঙ্গত হয় এমন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এই আইনানুসারে প্রণীত সমস্ত বিধি সংশোধন করিতে, বাড়াইতে ও রদ করিতে পারিবেন। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১৫ ধারা।)

যে সকল আদেশ উক্ত আইনের (১৮৬১ সাঃ, ৫ আঃ) ৪৬ ধারানুসারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যতদূর সম্ভব ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারানুসারে তৎপরিবর্ত্তে সন্নিবিষ্ট নূতন ধারানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৮ আঃ, ১৬ ধারা।)

৪৭ ধারা।—স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যখন আপন অধীনস্থ দেশের কোন স্থানে এই আইন চলন করান তখন ঐ গ্রামের চৌকিদারের কিম্বা গ্রামে পুলিষের অন্য কর্ম্মকারকের উপর জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন কি করিতে পারিবেন, সেই ক্ষমতাক্রমে পুলিষের এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ম্ম করেন ও তাঁহার উপর জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণমতে কর্ত্তৃত্ব থাকে, এমত আজ্ঞা ঐ স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট করিতে পারিবেন।

৮ ধারামতে পাঠ।

শ্রীঅমুক ১৮৬০ সালের ৫ আইনমতে পুলিষের দলে ভর্ত্তি হইয়াছে ও পুলিষের কর্ম্মকারকের ক্ষমতা ও কার্য্য পাইয়াছে ও তাহাদের যে লভ্যাদি হয়, তাহা পাইতে পারিবে, ইতি।

১৮৯৮ সালের ১ আইন।

পুলিষ বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের কোন কোন অংশ কলিকাতা নগর ও সহরতলীতে প্রচলিত করণার্থ আইন।

যেহেতু পুলিষ বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন দ্বারা সংশোধিত পুলিষ বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের কোন কোন অংশ পশ্চাল্লিখিত পরিবর্ত্তনাধীনে কলিকাতা নগর ও সহরতলীতে প্রচলিত করা বিহিত;

এবং যেহেতু উক্ত আইন দুইটি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হওয়াতে এই আইন বিধিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভা বিষয়ক ১৮৯২ সালের আইনের ৫ ধারানুসারে অগ্রে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ করা হইয়াছে;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে কলিকাতার পুলিষ বিষয়ক ১৮৯৮ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে; এবং

(২) ইহা শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি প্রাপ্ত হইবার পর যে দিবসে কলিকাতা গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয় সেই দিবসে আমলে আসিবে।

২ ধারা। পুলিষ বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইনের দ্বারা সংশোধিত পুলিষ বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের যে যে অংশ এই আইনের তফসীলের প্রথম ঘরে উল্লিখিত হইল তাহা ঐ তফসীলের দ্বিতীয় ঘরের লিখিত পরিবর্ত্তনাধীনে—

(১) কলিকাতার পুলিষ বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থানুযায়িক কলিকাতা নগরে, এবং

(২) (কলিকাতার শাখা নগরে পুলিষের সুবিধান করিবার) ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ১ ধারানুসারে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের বলে উপস্থিত সময়ে উক্ত আইন যে স্থানে খাটে সেই স্থানে—

এতদ্দ্বারা প্রচলিত হইল।

তফসীল।

১	২
পুলিষ বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের যে যে অংশ প্রচলিত হইল।	পরিবর্ত্তন।
১ ধারার যত টুকুতে— (ক) "সম্পত্তি," "ব্যক্তি" ও "মাস" এই শব্দগুলির অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ঐ ধারার যতটুকুর (খ) বচন ও লিঙ্গের সংস্রব আছে।	
১৫ ধারা	(১) প্রকরণে "অংশের" এই শব্দটির পর "কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে গতিবিধি করে তাহার" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। (২) প্রকরণে "পুলিষের ইন্সপেক্টর জেনরল বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত অপর কর্ম্মচারীর" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "পুলিষের কমিশনরের" এই দুই শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

১৫ ধারা	(৪) প্রকরণে "ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা সহরতলীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে এবং "মাজিষ্ট্রেটের" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "ঐ কর্ম্মচারীর বা মাজিষ্ট্রেটের" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
১৫ ক ধারা	(১) প্রকরণে "অংশের" এই শব্দটির পর "কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে গতিবিধি করে তাহার" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, "সেই স্থানের অধিবাসী এমন" এই শব্দগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে এবং যে "ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে অথবা কোন ডিষ্ট্রিক্টের যে মহকুমার মধ্যে সেই স্থান অবস্থিত তথাকার মাজিষ্ট্রেটের নিকট" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "১৫ ধারার (৪) প্রকরণানুসারে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর কিম্বা সহরতলীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের নিকট" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
	(২) প্রকরণে "ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা সহরতলীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে এবং (গ) দফার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দফাটি পাঠ করিতে হইবে—
	"(গ) (৵০) দরখাস্তকারী ছাড়া ঐ ইস্তাহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানের যে সকল অধিবাসীকে কিম্বা
	(৶০) যে সকল ব্যক্তি উপরোক্তমতে গতিবিধি করে তাহারা যে স্থানের অধিবাসী সেই স্থানের যে সকল অধিবাসীকে কিম্বা

তফসীল—(চলিতেছে)।

১	২
পুলিস বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের যে যে অংশ প্রচলিত হইল।	পরিবর্ত্তন।
	(৶০) উক্ত উভয় স্থানের যে সকল অধিবাসীকে, ঠিক পরবর্ত্তী প্রকরণানুসারে টাকা দিবার দায় হইতে মুক্ত করা না হয় তাহাদিগকে যে অনুপাতে ঐ টাকা দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করা।"
	(২) প্রকরণের নিয়মবিধিতে "মাজিষ্ট্রেট" শব্দের পূর্ব্বে "উক্ত কর্ম্মচারী বা" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে এবং "সেই স্থানের" এই দুইটি শব্দের পরিবর্ত্তে "ঐ ইস্তাহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানের" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
	(৪) প্রকরণে "ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
১৬ ধারা	(১) প্রকরণে "১৩, ১৪, ১৫ ও ১৫ক ধারানুসারে" এই সকল অঙ্ক ও শব্দের পরিবর্ত্তে "১৫ ও ১৫ক ধারানুসারে" এই সকল অঙ্ক ও শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

	(১) প্রকরণে "ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা" ও (৩) প্রকরণে "ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে উভয় প্রকরণেই "স্থলভেদে ১৫ ধারার (৪) প্রকরণমতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
	(১) প্রকরণে "জরিমানার টাকা আদায়ের নিমিত্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩৮৬ ও ৩৮৭ ধারার ব্যবস্থিত প্রণালীতে" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "জরিমানার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট বাহির ও জারীকরণ সম্বন্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের যে সকল বিধান উপস্থিত সময়ে প্রচলিত থাকে তদনুসারে" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
	(২) প্রকরণে "১৩, ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে যে সমস্ত টাকা দেওয়া বা আদায় করা হয় তাহা 'সাধারণ পুলিষ ফণ্ড' বলিয়া যে ফণ্ড অভিহিত হইবে তাহাতে জমা দেওয়া হইবে এবং" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "১৫ ধারানুসারে যে সমস্ত টাকা দেওয়া বা আদায় করা হয় তাহা" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
	(৩) প্রকরণে "ঐ ধারানুসারে" এই দুইটি শব্দের পরিবর্ত্তে "উক্ত ১৫-ক ধারানুসারে" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।
৪৬ ধারা, (২) ও (৩) প্রকরণ ...	(২) প্রকরণের "এই আইনের সমস্ত বা কোন অংশ এই রূপে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া হইলে পর" এই শব্দগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে।
	(২) প্রকরণের (ক) দফায় "মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দটির পরিবর্ত্তে "১৫ ধারার (৪) প্রকরণ অনুসারে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দগুলি পাঠ করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত লিপি সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল :—

পুলিষ বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ধারাগুলি ১৮৯৮ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা যে আকারে কলিকাতা নগর ও সহরতলীতে প্রচলিত করা হইল।

১ ধারা। এই আইনের নীচের লিখিত যে যে শব্দের ও কথার যে যে অর্থ এই ধারাতে করা গিয়াছে তাহার সেই সেই অর্থ হইবে। কেবল যদি বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথার ভাব বিবেচনায় সেই অর্থ না খাটে, তবে তাহার সেই অর্থ হইবে না। অর্থাৎ—

"সম্পত্তি" এই শব্দের মধ্যে অস্থাবর কোন দ্রব্য কি টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্রও বুঝায়।

একবচনের শব্দে বহুবচনও বুঝায় ও বহুবচনের শব্দে একবচনও বুঝায়।

পুংলিঙ্গ বোধক শব্দে স্ত্রীদিগকেও বুঝায়।

"ব্যক্তি" এই শব্দের মধ্যে কোন কোম্পানি কি কর্পোরেশনকেও বুঝায়।

"মাস" এই শব্দে পঞ্জিকানুযায়িক মাস বুঝায়।

১৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার অধীন কোন স্থানকে অশান্তিপূর্ণ বা বিপজ্জনক অবস্থায় দেখা গিয়াছে কিম্বা ঐ স্থানের অধিবাসীদিগের কিম্বা তাহাদের কোন শ্রেণী বা অংশের কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে গতিবিধি করে তাহার কার্য্য বিবেচনায় পুলিষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বিহিত রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবে এরূপ ইস্তাহার দ্বারা এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অপর যে প্রকার আদেশ করেন সেই প্রকারে এই কথা ব্যক্ত করা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(২) তদনন্তর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া উপরোক্তরূপ ঐ ইস্তাহারের বর্ণিত স্থানে সাধারণ অবধারিত পরিমানের উপর মোতায়েন করণার্থ কোন পুলিষদল নিযুক্ত করা পুলিষের কমিশনরের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(৩) এইরূপ অতিরিক্ত পুলিষদলের খরচ এই ধারার (৫) প্রকরণের বিধানের অধীনে ইস্তাহারের বর্ণিত এইরূপ স্থানের অধিবাসীদিগকে দিতে হইবে।

(৪) যে সকল অধিবাসী উপরোক্তমতে এই খরচ দিতে দায়ী এবং ঠিক পরবর্ত্তী প্রকরণানুসারে যাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া না হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা সহরতলীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট যেরূপ তদন্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ তদন্ত করিবার পর এই খরচ সেই সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। ঐ স্থানের মধ্যে ঐ সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে কাহার কত সঙ্গতি এ বিষয়ে ঐ কর্ম্মচারীর বা মাজিষ্ট্রেটের যেরূপ বিবেচনা তদনুসারে এই বণ্টনকার্য্য করা হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তিবর্গকে কিম্বা ঐ সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী বা অংশকে আদেশ দ্বারা এই খরচের কোন অংশ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(৬) এই ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রচারিত ইস্তাহার কত সময়ের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে ঐরূপ প্রত্যেক ইস্তাহারে তাহা লিখিত হইবে। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থলভেদে

যেরূপ আদেশ করা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তদনুসারে ঐ ইস্তাহার যে কোন সময়ে উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে অথবা সময়ে সময়ে আরও অধিক সময়ের নিমিত্ত প্রবল রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাঁহাদের এজেণ্ট বা চাকরের দ্বারা ঐ স্থানের মধ্যে ভূমি বা অপর স্থাবর সম্পত্তি দখল করেন বা রাখেন এবং যে সকল ভূম্যধিকারী স্বয়ং বা তাঁহাদের এজেণ্ট বা চাকরের দ্বারা ঐ স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রায়ত বা দখলীকারদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করেন তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে তন্মধ্যে বাস না করিলেও এই ধারার প্রয়োজনার্থ 'অধিবাসী' বলিতে তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে।

১৫-ক ধারা। (১) যে স্থান সম্বন্ধে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারানুসারে বিজ্ঞাপিত কোন ইস্তাহার প্রবল আছে যদি সেই স্থানের অধিবাসীদিগের কিম্বা তাঁহাদের কোন শ্রেণী বা অংশের কিম্বা যে কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে গতিবিধি করে তাহার দুষ্কর্ম্ম দ্বারা বা হইতে সেই স্থানে মৃত্যু, গুরুতর আঘাত বা সম্পত্তির নাশ বা ক্ষতি ঘটিয়া থাকে বা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন ক্ষতির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কিম্বা তদপেক্ষা যে কম সময় নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মধ্যে ১৫ ধারার (৪) প্রকরণানুসারে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর কিম্বা সহরতলীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দরখাস্ত করা সেই ব্যক্তির পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(২) তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা সহরতলীতে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট যেরূপ তদন্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ তদন্তের পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারানুসারে সেই স্থানে কোন অতিরিক্ত পুলিষদল মোতায়েন হইয়া থাকুক বা নাই থাকুক,—

(ক) সেই দুষ্কর্ম্ম দ্বারা বা হইতে যে সকল ব্যক্তির ক্ষতি ঘটে বা উপস্থিত হয় তাহাদের নাম ব্যক্ত করা;

(খ) সেই সকল ব্যক্তিকে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং তাহা যে প্রকারে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করা; এবং

(গ) (৵০) দরখাস্তকারী ছাড়া ঐ ইস্তাহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানের যে সকল অধিবাসীকে কিম্বা

(৵৹) যে সকল ব্যক্তি উপরোক্তমতে গতিবিধি করে তাহারা যে স্থানের অধিবাসী সেই স্থানের যে সকল অধিবাসীকে কিম্বা

(৶০) উক্ত উভয় স্থানের যে সকল অধিবাসীকে

ঠিক পরবর্ত্তী প্রকরণানুসারে টাকা দিবার দায় হইতে মুক্ত করা না হয় তাহাদিগকে যে অনুপাতে ঐ টাকা দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করা—

ঐ কর্ম্মচারী বা মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারী বা মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বিবেচনা না করেন যে উপরোক্তমত ক্ষতি ঐ ইস্তাহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে কোন দাঙ্গা বা বে-আইনী জনতা হইতে উপস্থিত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তিনি স্বয়ং যে সকল ঘটনার দরুণ ঐ ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নির্দ্দোষ ছিলেন তাহা হইলে তিনি এই প্রকরণানুসারে নাম ব্যক্ত বা অনুপাত ধার্য্য করিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তিবর্গকে কিম্বা ঐ সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী বা অংশকে আদেশ দ্বারা এই ক্ষতিপূরণের কোন অংশ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক (২) প্রকরণানুসারে নাম ব্যক্তকরণ বা অনুপাত ধার্য্যকরণ বা আদেশ প্রদানকরণ বিভাগীয় কমিশনরের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পুনরালোচনার অধীন হইবে কিন্তু উপরোক্তমতস্থল ভিন্ন অপর স্থলে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে ক্ষতির জন্য এই ধারানুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না।

(৬) ব্যাখ্যা।—ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় 'অধিবাসী' শব্দের যে অর্থ এই ধারাতেও উহার সেই অর্থ হইবে।

১৬ ধারা। (১) ১৫ ও ১৫-ক ধারানুসারে দেয় সমস্ত টাকা ১৫ ধারার (৪) প্রকরণমতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা স্থলভেদে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক জরিমানার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট বাহির ও জারী করণ সম্বন্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে সকল বিধান উপস্থিত সময়ে প্রচলিত থাকে তদনুসারে কিম্বা কোন উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা করিয়া আদায় করা যাইতে পারিবে।

(২) ১৫ ধারানুসারে যে সমস্ত টাকা দেওয়া বা আদায় করা হয় তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ দিবেন সেই রূপ আদেশানুসারে পুলিষের দল সংরক্ষণে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) ১৫-ক ধারানুসারে যে সমস্ত টাকা দেওয়া বা আদায় করা হয় তাহা উক্ত ১৫-ক ধারানুসারে যে সকল ব্যক্তিকে এবং যে অনুপাতে দেয় ১৫ ধারার (৪) প্রকরণমতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী কিম্বা স্থলভেদে ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সেই সকল ব্যক্তিকে এবং সেই অনুপাতে প্রদত্ত হইবে।

* * * * *

৪৬ ধারা। (২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া—

(ক) ১৫ ধারার (৪) প্রকরণ অনুসারে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আইন দ্বারা বা এই আইন অনুসারে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার স্থাপিত হইলে তাহার সম্পাদনে তাঁহারা যে কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন তাহা ব্যবস্থিত করণার্থ;

(খ) যে সময়ের মধ্যে এবং যে প্রকারে ও নিয়মে ১৫-ক ধারানুসারে ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে হইবে, ঐ সকল দাবীতে যে সকল বিবরণ লিখিতে হইবে, ঐ সকল দাবী যে প্রকারে সত্যপাঠযুক্ত করিতে হইবে এবং উহার দরুণ (স্থানীয় তদন্ত আবশ্যক হইলে তাহা সুদ্ধ) যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ; এবং

(গ) সাধারণতঃ এই আইনের বিধান সকল কার্য্যে পরিণত করণার্থ—

এই আইনের সহিত সঙ্গত হয় এমন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এই আইনানুসারে প্রণীত সমস্ত বিধি সংশোধন করিতে, বাড়াইতে ও রদ করিতে পারিবেন। (১৮৯৮ সাঃ, ১ আঃ।)

কশাঘাত আইন।

১৮৬৪ সালের ৬ আইন।

কোন কোন স্থলে অপরাধীদিগকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের বিধানমতে কশাঘাত দণ্ডভোগের যোগ্য করা বিহিত, এই হেতু পশ্চাৎ লিখিত বিধান হইল :—

১ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৫৩ ধারা মতে যে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদতিরিক্ত অপরাধীরা ঐ আইনের বিধানমতে কশাঘাত দণ্ডের যোগ্য হইবে।

২ ধারা। যে কেহ নিম্নলিখিত অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ করে তাহার সেই অপরাধের নিমিত্ত ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনানুসারে যে দণ্ড হইতে পারে তাহাকে তাহার পরিবর্ত্তে কশাঘাত দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ :—

ক পুঞ্জ।

(১) উক্ত আইনের ৩৭৮ ধারার নির্দ্দেশমতে চুরি করা।

(২) উক্ত আইনের ৩৮০ ধারার নির্দ্দেশমতে ঘরে কি তাম্বুতে কি জলযানে চুরি করা।

(৩) উক্ত আইনের ৩৮১ ধারার নির্দ্দেশমতে কেরাণীর কি চাকরের চুরি করা।

(৪) উক্ত আইনের ৩৮২ ধারার নির্দ্দেশমতে প্রাণনাশের কি পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করা।

খ পুঞ্জ।

(৫) উক্ত আইনের ৩৮৮ ধারার নির্দ্দেশমতে ভয় দেখাইয়া অপহরণ করা।

(৬) উক্ত আইনের ৩৮৯ ধারার নির্দ্দেশমতে অপহরণ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অপরাধের অভিযোগের ভয় দেখান।

গ পুঞ্জ।

(৭) উক্ত আইনের ৪১১ ধারার নির্দ্দেশমতে চোরা দ্রব্য কুটিলভাবে গ্রহণ করা।

(৮) উক্ত আইনের ৪১২ ধারার নির্দ্দেশমতে ডাকাইতিতে চোরা দ্রব্য কুটিলভাবে গ্রহণ করা।

ঘ পুঞ্জ।

(৯) এই ধারানুসারে কশাঘাত দণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণার্থ উক্ত আইনের ৪৪৩ ও ৪৪৫ ধারার নির্দ্দেশমতে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করা অথবা গৃহভেদ করা।

(১০) এই ধারানুসারে কশাঘাত দণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণার্থ উক্ত আইনের ৪৪৪ ও ৪৪৬ ধারার নির্দ্দেশমতে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করা বা রাত্রিযোগে গৃহভেদ করা। (১৮৯৫ সাঃ, ৩ আঃ, ৫ ধারা।)

৩ ধারা। যাহার বিরুদ্ধে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার বর্ণিত অপরাধের মধ্যে কোন একটি পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যদি সেই অপরাধ কিম্বা সেই অপরাধপুঞ্জের অন্তর্গত কোন অপরাধ পুনরায় নির্ণীত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনানুসারে সেই অপরাধের জন্য তাহার অপর যে দণ্ড হইতে পারে তাহার পরিবর্ত্তে বা তাহার উপরে তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৩ আঃ, ৫ ধারা।)

৪ ধারা। যাহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অপরাধগুলির মধ্যে কোন একটি অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যদি সেই অপরাধ কিম্বা সেই অপরাধপুঞ্জের অন্তর্গত কোন অপরাধ পুনরায় নির্ণীত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনানুসারে তাহার অপর যে দণ্ড হইতে পারে তাহার উপরে তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে, অর্থাৎ :—

ক পুঞ্জ।

(১) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয় এ প্রকারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা প্রস্তুত করা।

(২) উক্ত আইনের ১৯৪ ধারার নির্দ্দেশমতে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা প্রস্তুত করা।

(৩) উক্ত আইনের ১৯৫ ধারার নির্দ্দেশমতে যে অপরাধের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হয় এই অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা প্রস্তুত করা।

খ পুঞ্জ।

(৪) উক্ত আইনের ২১১ ও ৩৭৭ ধারার নির্দ্দেশমতে অস্বাভাবিক অভিগমন করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা।

গ পুঞ্জ।

(৫) উক্ত আইনের ৩৫৪ ধারার নির্দ্দেশমতে কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আক্রমণ করা কি তাহার উপর অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা।

(৬) উক্ত আইনের ৩৭৫ ধারার নির্দ্দেশমতে বলাৎকার করা।

(৭) উক্ত আইনের ৩৭৭ ধারার নির্দ্দেশমতে অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধ।

ঘ পুঞ্জ।

(৮) উক্ত আইনের ৩৯০ ও ৩৯১ ধারার নির্দ্দেশমতে দস্যুতা বা ডাকাইতি।

(৯) উক্ত আইনের ৩৯৩ ধারার নির্দ্দেশমতে দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করা।

(১০) উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারার নির্দ্দেশমতে দস্যুতা করিবার সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওয়া।

ঙ পুঞ্জ।

(১১) উক্ত আইনের ৪১৩ ধারার নির্দ্দেশমতে চোরা দ্রব্য নিয়ত গ্রহণ করা বা নিয়ত চোরা দ্রব্যের ব্যবসা করা।

চ পুঞ্জ।

(১২) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারার নির্দ্দেশমতে জাল করা।
(১৩) উক্ত আইনের ৪৬৬ ধারার নির্দ্দেশমতে দলীল জাল করা।
(১৪) উক্ত আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দেশমতে দলীল জাল করা।
(১৫) উক্ত আইনের ৪৬৮ ধারার নির্দ্দেশমতে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত জাল করা।
(১৬) উক্ত আইনের ৪৬৯ ধারার নির্দ্দেশমতে কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করিবার নিমিত্ত জাল করা।

ছ পুঞ্জ।

(১৭) এই ধারানুসারে কশাঘাত দণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণার্থ উক্ত আইনের ৪৪৩ ও ৪৪৫ ধারার নির্দ্দেশমতে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করা অথবা গৃহভেদ করা।

(১৮) এই ধারানুসারে কশাঘাত দণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণার্থ উক্ত আইনের ৪৪৪ ও ৪৪৬ ধারার নির্দ্দেশমতে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করা বা রাত্রিযোগে গৃহভেদ করা। (১৮৯৫ সাঃ, ৩ আঃ, ৫ ধারা।)

৫ ধারা। যদি যুবাপরাধী ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ ভিন্ন কোন অপরাধ করে, তবে তাহার সেই অপরাধ প্রথম কি বারম্বার কৃত হইলেও উক্ত আইনমতে সেই অপরাধ হেতু যে দণ্ড হইতে পারে তৎপরিবর্ত্তে তাহার কশাঘাত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় 'যুবা অপরাধী' এই শব্দদ্বয়ে যে অপরাধীর বয়স আদালতের বিবেচনায় ষোল বৎসরের কম তাহাকে বুঝাইবে। এই বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে। (১৮৯৫ সাঃ, ৩ আঃ, ৬ ধারা)।

৬ ধারা।—স্থানবিশেষের কোন গবর্ণমেণ্ট যৎকালে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক আজ্ঞা করেন যে এই ধারার বিধান সেই স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন কোন সীমান্ত জিলায় কি কোন বন্য প্রদেশে প্রবল হয়, তৎকালাবধি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাপন প্রকাশ হওনান্তর উক্ত জিলার কি প্রদেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ করে, সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন অনুসারে অন্য যে কোন দণ্ডের যোগ্য হয় তৎপরিবর্ত্তে তাহার কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিবে।

[এই আইনের ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ ধারা রদ হইয়া ঐ সকল ধারার বিধানগুলি এখন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯০—৩৯৫ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।]

লবণ বিষয়ক আইন।

১৮৬৪ সালের ৭ আইন।

[হেতুবাদ]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন প্রদেশে লবণ প্রস্তুত করণ ও নিকটে রাখন ও চালান ও বিক্রয় করণের বিধান সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত, এই হেতু পশ্চাৎ লিখিত বিধান হইল :—

১ ধারা।—এই আইন ১৮৬৪ সালের লবণ বিষয়ক আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

[১৮৭৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারা রদ হইয়াছে]

৩ ধারা।—পশ্চাৎ লিখিত যে শব্দের যে অর্থ এই ধারাতে করা গেল পূর্ব্বাপর কথার বিপরীত না হইলে তাহার সেই অর্থ বুঝাইবে।

"লবণ" শব্দে লবণময় যে কোন দ্রব্য কি প্রস্তুত করা বস্তু আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় কি করণার্থে রাখা যায়, তাহা বুঝাইবে।

"প্রস্তুত করণ" শব্দে লবণ প্রস্তুত কি সংগ্রহ করা বুঝাইবে।

"খালাড়ি" শব্দে লবণ প্রস্তুত করণে যে কোন স্থান ব্যবহার করা যায় কি করিবার অভিপ্রায় থাকে সেই স্থান বুঝাইবে।

"রেবিনিউ বোর্ড" শব্দে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর বঙ্গ প্রভৃতি দেশের রেবিনিউ বোর্ড বুঝাইবে।

"মাজিষ্ট্রেট" শব্দে (১৮৯৮ সালের) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনমতে যে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্য্য করেন তাঁহাকে (অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট) বুঝাইবে।

"পুলিষের কার্য্যকারক" শব্দে গ্রামের সকল পুলিষের কার্য্যকারকদিগকেও বুঝাইবে।

"সের" শব্দে আশী তোলার ওজন বুঝাইবে।

"মণ" শব্দে চল্লিশ সেরের ওজন বুঝাইবে।

কোন ব্যক্তির চাকর কি এজেণ্টের নিকটে সেই ব্যক্তির নিমিত্ত যখন লবণ থাকে তখন এই আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই ব্যক্তিরই নিকটে থাকা বুঝাইবে।

যে ক্রিয়া করিলে এই আইনমতে কিম্বা তদনুসারে প্রণেতব্য কোন বিধিমতে যে দণ্ড হইতে পারে, অন্য ব্যক্তিকে সেই ক্রিয়া করাইলে সেই দণ্ড হইবে।

"রওয়ানা" শব্দে লবণ নিকটে রাখিবার কি চালান করিবার জন্য আইনের বিধানানুসারে নিয়মিতরূপে দত্ত, লিখিত, কি মুদ্রিত অনুমতিপত্র বুঝাইবে।

এক বচনান্ত শব্দে বহুবচনের সেই শব্দ ও বহুবচনান্ত শব্দে একবচনের সেই শব্দ বুঝাইবে।

পুংলিঙ্গ বোধক শব্দের মধ্যে স্ত্রীগণও গণ্য।

৪ ধারা।—কোন ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে নিয়মিতরূপে অনুমতি পত্র না পাইলে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন প্রদেশের মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

৫ ধারা।—কোন ব্যক্তি এই আইনমতে নিয়মিতরূপে অনুমতি পত্র না পাইয়া লবণ প্রস্তুত করিলে কি প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিলে তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, অথবা ছয় মাসের অনধিক কালের নিমিত্ত বিনা পরিশ্রমে কারাবন্ধন হইবে, কি তদুভয় দণ্ড হইবে। উক্ত বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করণার্থ এক এক খালাড়ির ব্যবহার এই ধারার অর্থমতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধ হইবে, ও তদ্রূপ লবণ প্রস্তুত করণে যাহা ব্যবহার করা যায় কিম্বা ব্যবহার করণের অভিপ্রায় থাকে এমত এক এক অগ্নি, কি চুল্লি, কি কোন প্রকারে লবণ সংগ্রহ করণার্থ স্থান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খালাড়ি বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধারার প্রথম ভাগে লিখিত অপরাধের প্রমাণ ও দণ্ডাজ্ঞা হইলে পর, সেই অপরাধ করিতে থাকিলে উক্ত অপরাধ করণের ন্যায় গণ্য হইবে ও উক্ত অপরাধের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে।

৬ ধারা।—বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করণের যাহা ব্যবহার করা যায় কি ব্যবহার করণের অভিপ্রায় থাকে, সেই সকল উপকরণ ও যন্ত্র এবং বিনানুমতিতে প্রস্তুত করা সকল লবণ জব্দ হইবে।

৭ ধারা।—রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা যে ব্যক্তিদিগকে উক্ত প্রদেশের যে যে স্থানে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাদিগকে সেই সেই স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি পত্র দিবেন; কিন্তু উক্ত বোর্ড পশ্চাৎ উল্লিখিত মাশুল নিশ্চিতমতে আদায় করিবার যে নিয়ম ও বিধান করেন, তদনুসারে কার্য্য না করিলে (না করিয়া থাকিলে) কোন ব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি পত্র পাইতে পারিবেন না।

৮ ধারা।—যে ভূমিতে এই আইনমতের অনুমতিপত্র অপ্রাপ্ত কোন খালাড়ি থাকে সেই ভূমিতে যে স্বামীর কি রাইয়তের কি পত্তনীদারের কি কৃষকের অধিকার কি দখল থাকে তিনি, এবং গবর্ণমেণ্ট কি কোর্টঅবওয়ার্ডস কি কোন ভূস্বামী কর্ত্তৃক সেই ভূমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক নায়েব কি গোমস্তা কি তহশীলদার কি অন্য এজেণ্ট সেই খালাড়ি স্থাপনের বিষয় অবগত হওনাবধি দশ দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা পুলিষের কোন কার্য্যকারককে তৎসংবাদ দিবেন। এই ধারামতে যে ব্যক্তির সংবাদ দেওয়া উচিত, সে যদি তাহা দিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি কি বিলম্ব করে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত প্রত্যেক খালাড়ির জন্য তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[১৮৮২ সালের ১২ আইন দ্বারা ৯ ধারা রদ হইয়াছে।]

১০ ধারা।—লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করণের পূর্ব্বে প্রস্তুতকারী প্রত্যেক ব্যক্তি প্রস্তুত (করা) লবণ (জমা) রাখিবার ও সুরক্ষা করিবার (নিরাপদে রাখিবার) জন্য উপযুক্ত ও সুরক্ষিত গুদাম নির্ম্মাণ করিবেন, সেই গুদাম রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন (উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়া দিবেন)। এবং উপযুক্ত প্রস্তুতকারী যত লবণ প্রস্তুত করেন তাহা প্রথমেই ঐ গুদামে রাখা যাইবে।

১১ ধারা।—বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে লবণ প্রস্তুত ও গচ্ছিত ও চালান করিবার ও লবণের মাশুল নিশ্চিতমতে আদায় করিবার বিধি করিয়া কলিকাতা

গেজেটে প্রকাশ করিবেন, ও সময়ে সময়ে সেই বিধি লঙ্ঘনের দণ্ড স্থির করিবেন। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন বিধি যেন এই আইনের কোন বিধানের কিম্বা প্রচলিত কোন আইনের বিরুদ্ধ না হয়, ও কোন অর্থদণ্ড পাঁচ শত টাকার অধিক না হয়।

১২ ধারা।—বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপনক্রমে যে যে সীমা নিরূপণ করিবেন, সেই সেই সীমার মধ্যে সকল লবণ দখলে রাখা ও চালান করা সম্বন্ধে বিধান পশ্চাৎ লিখিত আদেশমতে হইবে।

১৩ ধারা।—উক্তমতে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে সকল লবণ কোন কাহারও নিকটে থাকে কি চালান হয় তাহার রওয়ানা দেওন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে বিধি করেন তদনুসারে, বিশেষতঃ সেই বিধিতে যে ফী নির্দ্ধার্য্য করেন তাহা লইয়া রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা সেই লবণের রওয়ানা দিবেন।

১৪ ধারা।—রওয়ানাতে যত লবণের যত মাশুল নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তত লবণের তত মাশুল না দিলে উক্ত রওয়ানা দেওয়া যাইবে না।

১৫ ধারা।—এই আইনের ১৩ ধারামতে দত্ত রওয়ানাতে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে কোন ব্যক্তি পাঁচ সেরের অধিক লবণ নিকটে রাখিতে কি চালান করিতে পারিবেন না। কিন্তু যে লবণ সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া কষ্টমের সংগৃহীত আইন অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ৮ আইনমতে গোলায় রাখা যায়, এবং যে লবণ তৎপ্রস্তুতকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধিমতে গ্রাহ্য করা কোন গুদামে রাখা যায়, তাহার প্রতি এই ধারা বর্ত্তিবে না।

১৬ ধারা।—রওয়ানাতে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে যদি পাঁচ সেরের অধিক লবণ পূর্ব্বোল্লিখিত সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে পাওয়া যায়, তবে তাহা অনুমতি বিরুদ্ধ লবণরূপে গণ্য হইবে ও অনুমতি বিরুদ্ধ লবণ বলিয়া ধৃত হইয়া জব্দ হইবেক। উক্ত লবণ যে আধারে কি বস্তায় কি আচ্ছাদনে পাওয়া যায়, ও তাহা চালান করণে যে পশু কি গাড়ী ব্যবহার হয়, তাহাও ধৃত হইয়া জব্দ হইবে। ও তদ্রূপ লবণ নিকটে রাখিতে কি চালান করিতে কি করণের উদ্যোগ করিতে যে কোন ব্যক্তিকে ধরা যায়, তিনি উক্ত ধৃত ও জব্দ করা অনুমতি বিরুদ্ধ লবণের প্রত্যেক মণের জন্য পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবেন। যে ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হইয়া তদ্রূপ দশ সেরের অধিক লবণ চালান করিতে কি করণের উদ্যোগ করিতে ধরা পড়েন তাঁহারা সকলে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন, ও অপরাধীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ অর্থদণ্ডের দায়ী হইবেন। উক্ত সকল স্থলে এক মণের ন্যূন কি অধিক যত লবণ ধৃত হয় তাহার জন্য মণ প্রতি পাঁচ টাকার হিসাবে অর্থদণ্ড হইবে।

১৭ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি কোন রওয়ানাক্রমে উক্ত সীমার মধ্যে ঐ রওয়ানাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক লবণ নিকটে রাখেন, কি চালান করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন, তবে সেই অধিকাংশ ওজন হইয়া ঐ রওয়ানার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের শতকরা আড়াই অংশের অধিক দেখা গেলে সেই অধিকাংশসুদ্ধ ঐ রওয়ানার নির্দ্দিষ্ট লবণ অনুমতি বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, ও তৎজ্ঞানে ধৃত হইয়া জব্দ হইবে। ও যে ব্যক্তি এমত লবণ নিকটে রাখেন কি চালান করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন, সেই ব্যক্তি উক্তমতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণাতিরিক্ত লবণের প্রত্যেক মণের উপর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবেন।

১৮ ধারা।—রওয়ানায় নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য পথে কি স্থানে লবণ চালান হইলে তাহা ধৃত

হইয়া জব্দ হইবে। যে কোন ব্যক্তি এমত লবণ নিকটে রাখেন কি চালান করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন, তিনি এই আইনের ১৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবেন।

১৯ ধারা।—যে লবণ উক্ত সীমার বাহিরে চালান হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাক্রমে বিশেষ রওয়ানা দত্ত না হইলে তাহা সেই সীমার মধ্যে পুনর্ব্বার আনা যাইবে না। তদ্রূপ বিশেষ রওয়ানা বিনা যে লবণ সেই সীমার মধ্যে আনীত হয়, তাহা ধৃত হইয়া জব্দ হইবে, ও যে ব্যক্তিদের নিকটে পাওয়া যায় তাঁহারা এই আইনের ১৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ নিকটে রাখিবার দণ্ডের যোগ্য হইবেন। উক্ত বোর্ডের সাহেবদের এই ক্ষমতা থাকিবে যে তাঁহারা উক্ত প্রকারের রওয়ানা দেন কি না দেন।

২০ ধারা।—যে কোন ব্যক্তির নিকটে কোন রওয়ানার নির্দ্দিষ্ট লবণ থাকে, তিনি ঐ সীমার মধ্যে উক্ত লবণের কোন ভাগ বিক্রয় করিলে কি হারাইলে কি অন্য কোন মতে হস্তান্তর করিলে, সেই বিক্রীত কি হারাণ কি হস্তান্তরীকৃত লবণের পরিমাণ উক্ত রওয়ানার পৃষ্ঠে প্রমাণরূপে লিখিয়া দিবেন।

২১ ধারা।—যদি কেহ উক্ত সীমার মধ্যে লবণ বিক্রয় করিয়া কি হারাইয়া কি হস্তান্তর করিয়া স্বেচ্ছা কি শৈথিল্যভাবে তৎপ্রমাণরূপে উক্ত প্রকারের কথা লিখিতে ত্রুটি করেন, তবে সেই ব্যক্তি তদ্রূপ বিক্রীত কি হারাণ কি হস্তান্তরীকৃত লবণের প্রত্যেক মণের উপর পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবেন, ও তিনি যত বিক্রয় করিয়াছেন কি হারাইয়াছেন কি হস্তান্তর করিয়াছেন তাহার দ্বিগুণের অনধিক হইলে যত লবণ তাঁহার নিকটে থাকে তাহা পুলিষ থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সেই অর্থদণ্ডের প্রতিভূস্বরূপে ধৃত করিতে পারিবেন।

২২ ধারা।—কোন রওয়ানায় নির্দ্দিষ্ট সমুদয় লবণ উক্ত সীমার মধ্যে হস্তান্তর করা গেলে, শেষ বস্তা যে পুলিষ থানার সীমার মধ্যে হস্তান্তর করা যায় সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে সেই রওয়ানা দেওয়া যাইবে। যদি উক্ত রওয়ানার নির্দ্দিষ্ট লবণের কোন অংশ উক্ত সীমার বাহিরে চালান হয়, তবে সেই সীমার বাহির হইবার পথে শেষ যে পুলিষ থানার সীমা দিয়া যাইতে হয় সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে সেই রওয়ানা দেওয়া যাইবে।

২৩ ধারা।—যে কোন খালাড়িতে লবণ প্রস্তুত হয়, অথবা যে কোন গুদামে কি বাটীতে লবণ সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহাতে পুলিষের কোন কার্য্যকারক দিনের কি রাত্রের মধ্যে কোন সময়ে প্রবেশ করিয়া তাহা সমালোচন করিতে পারিবেন।

২৪ ধারা।—যে কোন ব্যক্তি অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ চালান করিতেছেন কিম্বা দখলে রাখেন, তাঁহাকে পুলিসের কোন কার্য্যকারক গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, এবং উক্ত লবণের আধার কি বস্তা কি আচ্ছাদন ও উক্ত লবণের বাহন গাড়ী কি পশু ধৃত করিতে পারিবেন।

২৫ ধারা।—উক্ত লবণ যে পুলিষের থানার সীমার মধ্যে পাওয়া যায় সেই থানার কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত কার্য্যকারক ইহার পূর্ব্ব ধারায় ও এই আইনের ১৬ ও ১৭ ধারার অভিপ্রায় সফল করণার্থে তাহা ওজন করাইতে পারিবেন।

২৬ ধারা।—এই আইনমতে অপরাধী বলিয়া যে কোন ব্যক্তির আসেধ হয়, তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের সম্মুখে অগৌণে উপস্থিত করা যাইবে, এবং সেই কার্য্যকারক কোন উপযুক্ত কারণ জানিলে যে পর্য্যন্ত ইহার পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে পুলিষের তত্ত্বাবধানে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু

সেই প্রকারের আটক করা কোন ব্যক্তি নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাপত্র কি প্রতিভূ দিলে তাঁহাকে মুক্ত করা যাইবে।

২৭ ধারা।—কোন জিলার কি জিলাখণ্ডের অন্তর্গত কোন স্থানে এই আইনের বিধানের বিপক্ষে লবণ প্রস্তুত হইতেছে কিম্বা রওয়ানাতে অনির্দ্দিষ্ট লবণ সেই জিলার কি খণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোন ঘরে কি নৌকাতে কি স্থলে রাখা যায় কি লুক্কায়িত আছে, পুলিষের কোন কর্ম্মকারক আপনার এমত অনুভব জ্ঞাত করিয়া লবণ তল্লাশী পরওয়ানা প্রার্থনা করিলে জিলার কি জিলা-খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা দিবেন। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে দত্ত হইলে তল্লাশী পরওয়ানা যে প্রকারে প্রবল করা যায় ও তাহার যেরূপ ফল হয় উক্ত পরওয়ানা তদ্রূপ প্রবল ও ফলবৎ হইবে। কলিকাতা নগরে এই আইনের বিপক্ষে বিধানের লবণ প্রস্তুত হইতেছে কিম্বা তন্নগরস্থ কোন ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে রাখা যায় অথবা লুক্কায়িত আছে এই অনুভব প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত প্রকারের প্রার্থনা হইলে কলিকাতা নগরের কোন মাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা দিতে পারিবেন, এবং কলিকাতা নগরের পুলিষের বিধান করণার্থে ১৮৬৬ সালের আইনমতের (Calcutta Police Act, 1866এর,) তল্লাশী পরওয়ানার ন্যায় সেই পরওয়ানা প্রবল ও ফলবৎ হইবে।

২৮ ধারা।—এই আইনের বিধান বিরুদ্ধে কোন স্থানে লবণ প্রস্তুত হইতেছে কিম্বা রওয়ানাতে অনির্দ্দিষ্ট লবণ কোন ঘরে কি নৌকায় কি স্থলে রাখা যায় কি লুক্কায়িত আছে, এমত সংবাদ পুলিষের থানার কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারককে দেওয়া গেলে ও তাহা সত্য জ্ঞান করিবার উপযুক্ত হেতু থাকিলে, তিনি সেই সংবাদ লেখাইয়া লইবেন এবং সূর্য্যো-দয়ের ও অস্ত হওনের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে, কিন্তু পুলিষের অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাতে, সর্ব্বদাই ঐ ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন, ও প্রতিরোধ হইলে তিনি দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া বাধা দূর করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ যে সকল লবণ পাওয়া যায় তাহা ও তৎপ্রস্তুত করণে যাহা ব্যবহার করা যায় কিম্বা ব্যবহার করণের অভিপ্রায় থাকে এমত উপকরণ যন্ত্রাদি সকল ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, ও সেই লবণ প্রস্তুত করণ ও নিকটে রাখন ও লুক্কায়িত করণে যে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহাদের সকলকেও আসেধ করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন কোন ঘরে তদ্রূপ প্রবেশ করা আবশ্যক হয়, তখন তল্লাশী পরওয়ানা প্রবল করণক্রমে ঘরে প্রবেশ করিবার যে বিধি, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৭ অধ্যায়ে ৯৬—৯৯ ধারায় ও উক্ত ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিষ আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ প্রবেশকারী কর্ম্মকারক সেই বিধি পালন করিবেন।

২৯ ধারা।—অনুমতিবিরুদ্ধ বলিয়া লবণাদি কোন দ্রব্য ধৃত করা গেলে, তাহা যে জিলার কি জিলাখণ্ডের মধ্যে ধৃত হয়, সেই জিলা কি জিলাখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিষের কোন কার্য্যকারকের স্থানে সংবাদ পাইলে সেই লবণ কি অন্য দ্রব্যাদি যে ব্যক্তির নিকটে থাকে কি যাহার হয় তাঁহাকে আপন সম্মুখে উপস্থিত হইবার সমন করিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি না হইলেও লবণাদি ধৃত করণের হেতু বিবেচনা করিয়া ঐ লবণাদি জব্দ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩০ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমা বিচার ও তাঁহার আজ্ঞার উপর আপীল হওন বিষয়ে যে বিধি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনেতে হইয়াছে, তাহা ইহার পূর্ব্ব ধারামতের নিষ্পত্তির বিষয়ে বর্ত্তিবে।

৩১ ধারা।— কলিকাতা নগরের সীমার মধ্যে জব্দ যোগ্য বলিয়া লবণাদি কোন দ্রব্য এই আইনমতে ধৃত হইলে, পুলিষের কোন কার্য্যকারকের সংবাদক্রমে কলিকাতা নগরের শান্তি-রক্ষার্থ কোন জষ্টিস সরাসরীমতে ঐ ধৃত হওনের মোকদ্দমা শুনিয়া বিচার করিবেন। সেই লবণাদি দ্রব্য যে ব্যক্তির নিকটে থাকে কি যাহার হয় তাঁহাকে উক্ত জষ্টিস আপন সম্মুখে উপস্থিত হইবার সমন করিবেন ; ও সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি না হইলেও লবণাদি ধৃত করণের হেতু বিবেচনা করিয়া জব্দ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩২ ধারা।—*ইহার পূর্ব্বের তিন ধারামতে লবণাদি কোন দ্রব্য জব্দ হইবার আজ্ঞা হইলে* তাহা তদবধি শ্রীশ্রীমতীর সম্পত্তি হইবে ও তাঁহাতে অর্শিবে। এবং লবণাদি যে দ্রব্য জব্দ হয় আদালত পুলিষের কোন কার্য্যকারককে এমত পরওয়ানা দিবেন যদ্দ্বারা রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে তাহা রাখিবার আদেশ তাঁহাকে দত্ত হয়।

৩৩ ধারা।—অনুমতিবিরুদ্ধ লবণ ধৃত কি তল্লাশ করিবার ছলে পুলিষ কোন ব্যক্তির সামগ্রী কি দ্রব্য ক্লেশজনক কি অনাবশ্যক রূপে ধৃত করিলে কিম্বা ক্লেশজনক ও অনাবশ্যক রূপে কোন ব্যক্তিকে আসেধ করিলে কিম্বা আপন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যাহা করা আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক ক্রিয়া করিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ছয় মাসের অনধিক কোন কালের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাবন্ধন হইতে পারিবে।

৩৪ ধারা।—এই আইনমতে অপরাধের প্রমাণ যাহার এক বার হইয়াছে, এমত কোন ব্যক্তির যদি দ্বিতীয় বার সেই অপরাধের প্রমাণ হয়, তবে তাহার উক্ত অপরাধের দণ্ড এবং তাহা ছাড়া বিনা পরিশ্রমে ছয় মাসের অনধিক কালের জন্য কারাবন্ধনও হইতে পারিবে, এবং দ্বিতীয় বারের পর যতবার তাদৃশ অপরাধের প্রমাণ হয়, ততবার তাঁহার প্রথম অপরাধের দণ্ড এবং তাহা ছাড়া ছয় মাসের অনধিক কালের জন্য তদ্রূপ কারাবন্ধনও হইতে পারিবে।

৩৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ হইলে এই আইনমতের দণ্ড সকল ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্টমতে প্রবল করা যাইবে। ও উক্ত সীমার মধ্যে সেই অপরাধ হইলে, ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিষ আইন বা কলিকাতা নগরের পুলিষের বিধান করণার্থে অন্য যে কোন আইন যে সময় প্রচলিত থাকে তদনুসারে সেই দণ্ড প্রবল করা যাইবে।

৩৬ ধারা।—যে যে স্থলে অপরাধীর অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সেই স্থলে যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন সেই আদালত ঐ আজ্ঞাতে এই কথাও লিখাইবেন যে, অর্থদণ্ড না দিলে উক্ত অপরাধী কারাবদ্ধ হইবে এবং যদি তাহার অন্য কারাবন্ধনের আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে সেই অন্য কারাবন্ধন ছাড়া তাহার এই কারাবন্ধনও হইবে। কারাবন্ধনের কাল পশ্চাৎ লিখিত হার মতে স্থির করা যাইবে। অর্থাৎ ৫০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে দুই মাসের অনধিক কালের মিয়াদ ; ও এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে চারি মাসের অনধিক মিয়াদ ; কি অন্য কোন স্থলে ছয় মাসের অনধিক কালের মিয়াদ। অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার কোন অংশ বাকি থাকিলে দণ্ডাজ্ঞার পর ছয় বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তাহার আদায় হইতে পারিবে, এবং অপরাধী মরিলে যে সম্পত্তি দ্বারা আইনমতে মৃত্যুর পরে তাঁহার ঋণশোধ হওয়া বিহিত সেই সম্পত্তি উক্ত দায় হইতে মুক্ত হইবে না।

৩৭ ধারা।—এই আইনমতে অপরাধ হওনান্তর ছয় মাসের মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত না করিলে পশ্চাৎ আর উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না।

৩৮ ধারা।—এই আইনের বিধানমতে কোন শান্তিরক্ষার্থ অষ্টিসের সম্মুখে যে কোন সংবাদ কি আদালত সম্পর্কীয় কার্য্য উপস্থিত করা যায়, তাহা অন্যথা কি স্থগিত কি স্থানান্তর কি কোনমতে ন্যূনবল করণার্থ সার্টিওরেয়াই নামক কোন পরওয়ানা (অর্থাৎ মোকদ্দমার কাগজ-পত্র তলব করিবার পরওয়ানা) কোন ব্যক্তির প্রার্থনা মতে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক জারী হইবে না ও বিচারে আইন ঘটিত ভ্রম দৃষ্টতঃ থাকা ভিন্ন অন্য কোন কারণে তদ্বিষয়ক নিষ্পত্তি অসিদ্ধ হইবে না।

৩৯ ধারা।—এই আইনমতে সম্পত্তি জব্দ করণের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওনাবধি তিন মাসের মধ্যে সেই মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি প্রেরণের আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং হেতু দৃষ্টি করিলে বোর্ডের সাহেবেরা ধৃত দ্রব্য কি তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও দণ্ড কি তাহার কোন অংশ ক্ষমা করিতে এবং অপরাধী ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪০ ধারা।—এই আইনের ৩৫ ধারামতে যে সকল অর্থদণ্ড দেওয়া যায় কি আদায় হয়, তাহা রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে থাকিবে, ও উক্ত বোর্ড তাহার সমুদয় কি কোন অংশ ও ধৃত করা সম্পত্তির বিক্রয় হইতে উৎপন্ন টাকা কি তাহার কোন অংশ লইয়া ক্রমশঃ সঞ্চয় করিয়া উক্ত বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর পুলিষকে ও গোয়েন্দাদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য কিম্বা এই আইনমতের কোন কার্য্য দ্বারা যাহাদের ক্লেশ কি ক্ষতি হয়, তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য বিশেষ একটা ফণ্ড করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা।—যে ব্যক্তি এই আইনমতে কোন কার্য্য করেন তাঁহার নামে তৎপ্রযুক্ত কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি বিচার সম্পর্কীয় অন্য কার্য্য করিতে গেলে তাহাকে এক মাস পূর্ব্বে সেই মোকদ্দমা কি নালিশ কি অন্য কার্য্য করণের মনস্থ ও তাহার হেতু লিখিত সংবাদ দ্বারা জ্ঞাত না করিলে তাহার আরম্ভ হইতে পারিবে না এবং সেই মোকদ্দমার কি নালিশের কি অন্য কার্য্যের হেতু উৎপন্ন হওনান্তর তিন মাস গত হইলে পর তাহার আরম্ভ আর হইতে পারিবে না।

[১৮৭৩ সালের ১২ আইন দ্বারা ৪২ ধারা রদ করা হইয়াছে। ঐ সালের ১ আইন দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে এই আইনের অপরাধের বিচার প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট করিবেন।]

চুক্তিভঙ্গ আইন।

ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন।

(হেতুবাদ)

কারিকরেরা, কর্ম্মকারকেরা ও মজুরেরা কোন কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিলে পর কিছু অগ্রিম পাইয়াও প্রতারণা করিয়া সেই চুক্তি ভঙ্গ করে; ইহাতে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এবং অন্য অন্য স্থানে শিল্পকর ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি লোকদের অনেক ক্ষতি ও ক্লেশ হয় এবং দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া ক্ষতিপূরণ পাইবার যে উপায় তাহা প্রচুর নহে, ও যাহারা প্রতারণা করিয়া সেই প্রকারে চুক্তিভঙ্গের দোষী হয়, তাহাদিগের দণ্ড করা ন্যায্য ও উচিত। এই কারণে এই এই বিধান করা যাইতেছে:—

১ ধারা।—কোন রাজধানীর প্রধান নগরে কিম্বা পুলুপিনাঙ্গ কি সিংহপুর কি মলাকাতে যিনি বাস করেন, কি কর্ম্ম চালান, এমত কোন মনিবের কি কর্ম্মদাতার স্থানে কিম্বা সেই মনিবের কি কর্ম্মদাতার পক্ষের কর্ম্মকারী কোন লোকের স্থানে সেই মনিব প্রভৃতির নিমিত্ত কোন কারিকর কি কর্ম্মকারক কি মজুর কোন কর্ম্ম করিবার কিম্বা অন্য অন্য কারিকরদের কি কর্ম্মকারকদের কি মজুরদের দ্বারা করাইবার চুক্তি করিয়া যদি কিছু টাকা অগ্রিম পায়, কিম্বা যদি সেই কারিকর কি কর্ম্মকারক কি মজুর জানিয়া শুনিয়া ও কোন ন্যায্য কি উপযুক্ত ওজর না থাকিলেও আপন চুক্তির নিয়মমতে সেই কর্ম্ম করিতে কি করাইয়া দিতে শৈথিল্য করে, কি স্বীকার না করে, তবে সেই মনিব কি কর্ম্মদাতা পুলিষের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিতে পারিবেন। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কারিকরকে কি কর্ম্মকারককে কি মজুরকে নিকটে আনিবার জন্য আপনার বিবেচনামতে সমন কি পরওয়ানা জারী করিবেন ও সেই মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

২ ধারা।—ঐ কারিকর কি কর্ম্মকারক কি মজুর কোন কর্ম্মের জন্য ফরিয়াদীর স্থানে কিছু টাকা আগাম (বায়না) পাইয়াছে, জানিয়া শুনিয়া ও কোন ন্যায্য কি উপযুক্ত ওজর না থাকিলেও আপন চুক্তির নিয়মমতে ঐ কর্ম্ম চুকিয়া কি চুকাইয়া দিতে শৈথিল্য করিয়াছে কি স্বীকার না করিয়াছে, এই কথার প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতিরজমাতে হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফরিয়াদীর ইচ্ছামতে ঐ কারিকরকে কি কর্ম্মকারককে, কি মজুরকে হয় ঐ আগাম টাকা ফিরিয়া দিতে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাহার যত টাকা দেওয়া ন্যায্য ও উচিত হয়, তত টাকা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিবেন, নতুবা তাহাকে আপন চুক্তির নিয়মমতে কর্ম্ম চুকিয়া কি চুকাইয়া দিতে হুকুম করিবেন; ও যদি সেই কারিকর কি কর্ম্মকারক কি মজুর ঐ হুকুমমতে কর্ম্ম না করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ হইবার হুকুম করিবেন, কিম্বা যদি টাকা ফিরিয়া দিবার হুকুম হয়, তবে তিন মাস পর্য্যন্ত কিম্বা তাহার মধ্যে ঐ টাকা যতকাল না দেওয়া যায়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহার ঐরূপে কয়েদ হইবার হুকুম করিবেন। পরন্তু এই আইন জারী না হইলে যদি ফরিয়াদী দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া কি অন্য কার্য্য করিয়া প্রতীকার করিতে পারিতেন, তবে ঐ টাকা যতকাল

ফিরিয়া না দেওয়া যায়, ততকালের মধ্যে তাহার সেই উপায়ে প্রতীকার পাইবার বাধা ঐ টাকা ফিরিয়া দিবার হুকুম হইয়াছে বলিয়া হইবে না।

৩ ধারা।—যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন কারিকরকে কি কর্ম্মকারককে কি মজুরকে আপন চুক্তির নিয়মমতে কোন কর্ম্ম চুকিয়া কি চুকাইয়া দিতে হুকুম করেন তবে ফরিয়াদী প্রার্থনা করিলে তিনি ঐ কারিকরকে কি কর্ম্মকারককে কি মজুরকে জামিনী দিয়া ঐ হুকুমমতে উচিতরূপে কর্ম্ম করিবার মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম করিতে পারিবেন। আর সে ঐরূপ মুচলকা লিখিয়া না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতিরজমামতে জামিনী না দিলে তিনি তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।

৪ ধারা।—এই আইনে "চুক্তি" যে শব্দ আছে তাহাতে দস্তীলে করা ও হাতের লেখা কি জবানী সকল চুক্তি ও করার বুঝায়। তাহাতে মিয়াদ নিরূপিত থাকিলে কি না থাকিলে ও কোন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্ত হইলে কি না হইলেও, তাহা বুঝাইবে।

৫ ধারা।—হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কিম্বা কোন রাজধানীর কি স্থানের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট আপন আপন এলাকার সীমাসরহদ্দের অন্তর্গত কোন স্থানে এই আইন চলন করাইতে পারিবেন। যদি এই আইন সেই প্রকারে অন্য স্থানে চালান যায় তবে এই আইনে পুলিষের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক সাহেবকে কি সাহেবদিগকে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, তিনি কি তাঁহারা সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

এই আইন-ব্যাপ্তির কথা ও কোন কোন মাজিষ্ট্রেট এই আইনের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন তাহা, ১৮৬৩ সাঃ ৩রা জানুয়ারির কলি. গেজেটে, পৃঃ ২৪, ১৮৭৮ সাঃ ২৮শে ডিসেম্বর ও ১৮৮১ সাঃ ২২শে অক্টোবর ইণ্ডিয়া গেজেটে লিখিত আছে। ১৮৭৪ সাঃ ১৪ আইন দেখ।

জুয়াখেলা নিবারক আইন।

১৮৬৭ সালের ২ আইন।

(হেতুবাদ)

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে সামান্য দ্যূতক্রীড়ার (public gambling) ও সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখিবার (keeping of common gaming-house) দণ্ডের বিধান করা বিহিত এই হেতু নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

১ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন ঘরের কি তাম্বুর কি কুঠরীর কি স্থানের কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থানের স্বামী কি অধিকারী কি রক্ষক হইয়া তন্মধ্যে তাস কি পাশা কি শারীফলক (tables) কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার অন্য উপকরণ রাখে, কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার উপকরণের কিম্বা ঐ ঘর কি তাম্বু কি কুঠরী কি স্থান কি আবৃত স্থান ব্যবহার করিবার ব্যয় পোষণার্থ কি অন্য কারণে স্বীয় লভ্যের কি উপকারের জন্য তাহা ব্যবহার করে, কিম্বা যে ঘর প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি হইবে কিনা ইহা লইয়া বাজি রাখিয়া ঐ রূপ ব্যক্তির লভ্যের কি উপকারের জন্য জুয়াখেলা হয় (১৮৯৭ সাঃ, ৩ আঃ, ৪ (২) ধারা), তবে এই আইনে সাধারণ "দ্যূতগৃহ" শব্দে সেই ঘর কি কুঠরী কি আবৃত কি অন্য স্থান জানিতে হইবে।

"দ্যূতক্রীড়া" শব্দে বৃষ্টি হইবে কিনা ইহা লইয়া বাজিখেলাও বুঝাইবে।

"দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ" শব্দে ঐ রূপ বৃষ্টি হওয়া উপলক্ষ্যে যে টাকা বাজি ধরা যায় তাহা যে বহিতে বা রেজষ্টরিতে লেখা ঐ সকল বহি বা রেজষ্টরি, বা ঐ রূপ বাজিখেলার প্রমাণ যে দলীলে থাকে, সেই সমস্ত দলীল, ও যাহা কিছু ঐ রূপ খেলার উপরে (means) স্বরূপ ব্যবহার হয় এ সমস্তই বুঝাইবে। (১৮৯৭ সাঃ, ৩ আঃ, ৪ (২) ধারা)।

পুরুষবোধক শব্দের মধ্যে স্ত্রীগণও গণ্য।

একবচনান্ত শব্দের মধ্যে বহুবচনান্ত শব্দ ও বহুবচনান্ত শব্দের মধ্যে এক বচনান্ত শব্দ গণ্য।

২ ধারা।—বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যখন উচিত বোধ করেন তখন কলিকাতা গেজেটে ক্রমশঃ তিনবার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬৩ সালের ৬ আইনে (এই আইন ১৮৭৬ সালের ৪ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে) কলিকাতা নগরের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সীমার অন্তর্গত স্থান ভিন্ন, স্বীয় শাসিত দেশের অন্তর্গত কোন সহরে কি নগরে কি অন্য স্থানে এই আইনের সকল কি কোন ধারা বর্ত্তাইতে পারিবেন। এবং তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনের জন্য উক্ত জ্ঞাপনপত্রে ঐ সহরের কি নগরের কি স্থানের সীমা নির্ণয় করিবেন, এবং সেই নিরূপিত সীমা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনও করিতে পারিবেন।

৩ ধারা।—এই আইন যে সীমাতে প্রচলিত আছে যদি কোন ব্যক্তি সেই সীমার অন্তর্গত কোন গৃহের কি কোন তাম্বুর কি কুঠরীর কি স্থানের কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থলের স্বামী কি অধিকারী হইয়া কিম্বা তাহার ব্যবহার পাইয়া তাহা সাধারণ দ্যূতগৃহস্বরূপ খোলে কি রাখে, কি ব্যবহার করে, এবং কোন ব্যক্তি যদি তদ্রূপ কোন গৃহের কি তাম্বুর কি কুঠরীর

কি স্থানের কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থলের স্বামী কি অধিকারী হইয়া জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য দ্বারা সাধারণ দ্যূত গৃহস্বরূপ সেই গৃহাদি খুলিতে কি অধিকার কি ব্যবহার করিতে কি রাখিতে দেয়, এবং উক্ত কোন গৃহ কি তাম্বু কি কুঠরী কি স্থান কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থল পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে খোলা গেলে, কি অধিকৃত কি ব্যবহৃত হইলে, কি রাখা গেলে যদি কোন ব্যক্তি সেই গৃহাদির তত্ত্বাবধান করে কি তাহার কর্ম্মসম্পাদক হয় কিম্বা কোন প্রকারে তাহার কার্য্য চালাইবার সাহায্য করে, এবং যাহারা সেই গৃহে কি তাম্বুতে কি কুঠরীতে কি স্থানে কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থলে গিয়া থাকে যদি কোন ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত টাকা অগ্রিম দেয় কি যোগায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ বিষয়ের প্রমাণ হইলে ঐ ব্যক্তির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড অথবা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অবধারিত একতর প্রকারে তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৪ ধারা।—পূর্ব্বোক্ত কোন গৃহে কি তাম্বুতে কি কুঠরীতে কি স্থানে কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থলে যদি কোন ব্যক্তিকে তাস কি পাশা কি ঘুটি কি টাকা কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার অন্য উপকরণ লইয়া খেলা কি দ্যূতক্রীড়া করিতে দেখা যায়, কিম্বা টাকা কি পণ কি বাজির নিমিত্ত কি অন্য প্রকারে যদি তাহাকে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য তথায় উপস্থিত পাওয়া যায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উক্ত বিষয়ের প্রমাণ হইলে তাহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অবধারিত একতর প্রকারে এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে। সাধারণ দ্যূতগৃহে দ্যূতক্রীড়া কি খেলা হইতেছে এমন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সেই গৃহে পাওয়া যায় সে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য সেই ঘরে আছে, বিপক্ষ প্রমাণ না হইলে, এমত বোধ হইবে।

৫ ধারা।—জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক কি পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিশ্বাস যোগ্য সংবাদ পাইয়া, এবং যে অনুসন্ধান আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিয়া কোন গৃহ কি তাম্বু কি কুঠরী কি স্থান কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থল সামান্য দ্যূতগৃহস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহা যদি বোধ করেন, তবে তিনি যদ্রূপ সহায়তার আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া তদ্রূপ কোন গৃহে কি তাম্বুতে কি কুঠরীতে কি স্থানে কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থলে, রাত্রিতে কি দিনে, ও আবশ্যক হইলে বলক্রমে, আপনি প্রবেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই কর্ম্মের নিমিত্ত পুলিষের যে শ্রেণীর কর্ম্মকারককে নিরূপণ করেন তাহার অনধঃ শ্রেণীর কোন কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দিয়া তদ্রূপে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবেন। এবং ঐ গৃহাদিতে যত ব্যক্তিকে পান তাহারা তৎকালে দ্যূতক্রীড়া করুক কি না করুক আপনি তাহাদিগকে আসেধে রাখিবেন, কিম্বা তাহা করিতে ঐ কর্ম্মচারীকে অনুমতি দিবেন। এবং দ্যূতক্রীড়ার সকল উপকরণ এবং যে সকল টাকা ও টাকার যে নিদর্শনপত্র এবং মূল্যবান যে সকল দ্রব্য বিষয়ে যুক্তিমতে বোধ হয় যে তাহা দ্যূতক্রীড়াতে ব্যবহার হইল, কি হইবার নিমিত্ত আছে, এমত যে দ্রব্য তথায় পান, তাহা আপনি ধৃত করিয়া রাখিবেন কিম্বা ঐ কর্ম্মচারীকে তাহা ধৃত করিয়া রাখিতে অনুমতি দিবেন। এবং যে ঘরে কি তাম্বুতে কি কুঠরীতে কি স্থানে কি ভিত্তিবেষ্টিত স্থলে প্রবেশ করেন, তথায় দ্যূতক্রীড়ার কোন উপকরণ গুপ্তভাবে রাখা গিয়াছে ইহা যদি তিনি কি উক্ত কার্য্যকারক কোন কারণে বোধ করেন, তবে তিনি আপনি ঐ গৃহাদির সকল স্থানে এবং যে ব্যক্তিদিগকে আসেধ করা যায় তাহাদের অঙ্গবস্ত্রে ঐ উপকরণের অন্বেষণ করিবেন, বা উক্ত কার্য্যকারককে অন্বেষণ করিতে অনুমতি দিবেন; ও তদ্রূপ অন্বেষণ ক্রমে

দ্যূতক্রীড়ার যে সকল উপকরণ পাওয়া যায় তাহা ধৃত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা ঐ কার্য্যকারককে ধৃত করিয়া রাখিতে অনুমতি দিবেন।

৬ ধারা।—পূর্ব্বোক্ত ধারামতে কোন গৃহে কি তাম্বুতে কি কুঠরীতে কি স্থানে কি ভিত্তি-বেষ্টিত স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া অন্বেষণ হইলে যদি তন্মধ্যে কিম্বা সেই গৃহাদিতে ধৃত ব্যক্তির অঙ্গ বস্ত্রে কোন তাস কি পাশা কি শারীফলক কি ছক কি তক্তা কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার কোন উপকরণ পাওয়া যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট কি পুলিষের কর্ম্মকারক কিম্বা তাঁহাদের একতর ব্যক্তির ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারক, যদিও কোন দ্যূতক্রীড়া না দেখিয়া থাকুন তথাপি বিপক্ষ প্রমাণ না হইলে, সেই তাসাদি উপকরণের প্রাপ্তি সেই ঘরের সাধারণ দ্যূতগৃহস্বরূপ ব্যবহার হইবার ও তত্রস্থ ব্যক্তি-দের দ্যূতক্রীড়ার জন্য তথায় উপস্থিত হইবার প্রমাণ হইবে।

৭ ধারা।—কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পুলিষের কর্ম্মকারক এই আইনের বিধানমতে কোন সাধারণ দ্যূতগৃহে প্রবেশ করিয়া যে ব্যক্তিকে পান, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যকারক কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা গেলে, ও সেই কার্য্যকারক কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে আপন নাম ও ধামাদি জানাইতে আজ্ঞা করিলে, যদি সেই ব্যক্তি তাহা না জানায় কি জানাইতে স্বীকার না করে কিম্বা কোন মিথ্যা নাম কি ধামাদি জানায়, তবে সেই কি অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ বিষয়ের প্রমাণ হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড এবং খরচার যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিবেন। ঐ দণ্ড ও খরচার টাকা না দিলে, এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন, অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া, প্রথমেই এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৮ ধারা।—যখন কোন ব্যক্তির তদ্রূপ কোন দ্যূতগৃহ রাখিবার কি ব্যবহার করিবার কিম্বা দ্যূতক্রীড়ার জন্য তথায় উপস্থিত থাকার অপরাধের প্রমাণ হয়, তখন দ্যূতক্রীড়ার যে সকল উপকরণ তথায় পাওয়া গেল ঐ অপরাধ নির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা নষ্ট করিতে, এবং দ্যূতক্রীড়ার উপকরণ ভিন্ন টাকার যে সকল, কি যে কোন নিদর্শনপত্র কি অন্য দ্রব্য ধৃত হইয়াছে তাহা বিক্রয় করণ পূর্ব্বক টাকা জব্দ করিতে, এবং সেই টাকা ও ঐ ঘরে ধৃত সকল টাকা সর-কারে বাজেয়াপ্ত হইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। অথবা তিনি বিহিত বিবেচনা করিলে, ঐ টাকা যে যে ব্যক্তির প্রাপ্য বোধ হয় তাহাদিগকে ঐ টাকার কোন অংশ ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৯ ধারা।—কোন ব্যক্তির সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখা কিম্বা সাধারণ দ্যূতগৃহের কার্য্য নিষ্পাদনে লিপ্ত হওনাপরাধ সপ্রমাণ করণার্থে দ্যূতক্রীড়া করণ কালে ধৃত কোন ব্যক্তি টাকা কি পণ কি বাজি রাখিয়া খেলা করিতেছিল, ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই।

১০ ধারা।—বিল্যার্ড, উইষ্ট প্রভৃতি কেবল নৈপুণ্যের পরীক্ষার্থ যে ক্রীড়া যে স্থানে হয়, তাহার প্রতি এই আইনের প্রোক্ত কোন বিধান বর্ত্তে না।

১১ ধারা।—কেবল নৈপুণ্যের পরীক্ষার্থ ক্রীড়া ভিন্ন কোন দ্যূতক্রীড়াতে যে তাস কি পাশা কি ঘুটি কি অন্য উপকরণের ব্যবহার হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি টাকার কি অন্য মূল্যবান্ দ্রব্যের নিমিত্ত তাহা লইয়া পূর্ব্বোক্ত সীমার অন্তর্গত কোন হাটে, বাজারে, রাজপথে, স্থানে কি অপ্রতিরোধ পথে (thoroughfare) খেলা করিলে এবং কোন ব্যক্তি সেই সীমার অন্তর্গত কোন হাটে, বাজারে, রাজপথে, স্থানে কি অপ্রতিরোধ পথে কোন পক্ষীদিগকে কি পশুদিগকে লড়াই করিতে

যাগাইয়া দিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া পশুপক্ষীদের প্রকাশ্যরূপে লড়াইয়ের সহকারিতা ও সাহায্য করিলে পুলিষের কর্ম্মকারক পরওয়ানা ভিন্ন তাহাকে ধরিতে পারিবেন। ধরিলে তাহাকে অব্যাজে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে; ও তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা কঠিন পরিশ্রমের সহিত কি তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকামত এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে আরও পুলিষের কর্ম্মকারক সেই প্রকাশ্য স্থানে কিম্বা যাহাকে ধৃত করিয়াছেন তাহার অঙ্গবস্ত্রে যে সকল পক্ষী ও পশু ও দাওনীড়ার যে কোন উপকরণ পান তাহাও ধৃত করিবেন; এবং অপরাধীর দোষ প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সকল দ্রব্য অগৌণে নষ্ট করিবার ও পক্ষী পশু বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১২ ধারা।—এই আইন ক্রমে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধ যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাধীন স্থানে করা যায়, তাঁহারই বিচার্য্য হইবে। কিন্তু সেই মাজিষ্ট্রেট আপনার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনক্রমে যত টাকা অর্থদণ্ডের কি যতকাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

১৩ ধারা।—কোন ব্যক্তির এই আইন মত দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি পুনশ্চ তদ্রূপ অপরাধ করে, তবে প্রত্যেক সময়ে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের দণ্ডের দ্বিগুণদণ্ড হইবে। কিন্তু কোন সময়ে ছয় শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড কিম্বা এক বৎসরের অধিক কারা দণ্ড হইবে না।

১৪ ধারা।—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ধারাতে এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩৮৬, ৩৮৭, ও ৩৮৯ ধারাতে অর্থদণ্ড আদায় করিবার যে বিধান আছে, এই আইনমতে কলিকাতা নগর ভিন্ন কোন নগরে কি স্থানে যে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতিও সেই বিধান বর্ত্তিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত ১৩ ধারার বিধান প্রবল রাখিয়া উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে সময়ে যদ্রূপ আজ্ঞা করেন, ঐ টাকা লইয়া তদ্রূপ কার্য্য হইবে, এবং কলিকাতা নগরের পুলিষের কোন মাজিষ্ট্রেট এই আইনমতে যে সকল অর্থদণ্ডের ও কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহার প্রতি মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৬৬ সালের ৪ আইনের এবং কলিকাতা নগরের পুলিশের বিধান করণার্থ অন্য যে আইন যে সময়ে প্রবল থাকে তাহারও বিধান বর্ত্তিবে।

১৫ ধারা।—এই আইন দ্বারা যে ক্রিয়া দণ্ডনীয় হয় তাহা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অন্তর্গত অপরাধ জ্ঞান হইবে।

১৬ ধারা।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬৬ সালের ২ আইনমতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া কলিকাতা নগরের ও কলিকাতার শাখানগরের যে সীমা যে সময়ে প্রকাশ করেন, এই আইন প্রচলিত হইলে ইহার ৭ ও ১১ ধারার বিধান সেই সীমাতে সেই নগরের শাখানগরে বর্ত্তিবে। এবং এই আইন প্রচলিত হইলে পর ইহার ১৩ ধারার বিধান উক্ত সমুদয় দেশে বর্ত্তিবে।

১৭ ধারা।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬৬ সালের ২ আইনের ৩২ ধারা এবং ঐ কর্ত্তৃপক্ষের প্রচলিত ১৮৬৬ সালের ৪ আইনের ৫২ ধারা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি রহিত করা যাইবে ও রহিত থাকিবে; এবং এই আইন কলিকাতার শাখানগরে প্রচলিত হইলে ১৮৬৬ সালের উক্ত ২ আইনের ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ও ৩০ ধারা তৎকালাবধি রহিত হইবে ও রহিত থাকিবে।

পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ আইন।

১৮৭১ সালের ১ আইন।

১ ধারা।—(১) এই আইন পরের ভূমিতে "গোমেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২) কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহর ভিন্ন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের গেজেটে ঘোষণাপত্র দ্বারা (by notification) যে যে স্থান এই আইনের বিধান হইতে মুক্ত করেন তদ্ভিন্ন এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে।

(৩) ২ দফার লিখিত ঘোষণাপত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের গেজেটে ঘোষণাপত্র দিয়া রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ১ ধাঃ)।

২ ধারা।—এই আইনের তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে তাহা রহিত হইল।

উক্ত কোন আইন প্রচলিত হইবার পর অন্যান্য আইন প্রণীত হইয়া তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত আইনের উল্লেখ হইলে এই আইনের উল্লেখ হওয়ার ন্যায় জ্ঞান হইবে।

পরের ভূমিতে গোমেষাদির প্রবেশকরণ বিষয়ক ১৮৫৭ সালের ৩ আইনমতে যে সকল খোঁয়াড় স্থাপন করা গিয়াছে ও যে যে খোঁয়াড়রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে ও যে যে গ্রাম নির্ণীত হইয়াছে, তাহা এই আইনমতে স্থাপিত ও নিযুক্ত ও নির্ণীত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৩ ধারা।—এই আইনে "পুলিষের কার্য্যকারক" শব্দে গ্রাম্য চৌকিদার ও গণ্য। ও "গোমেষাদি" শব্দে হস্তী, উট, মহিষ, ঘোড়া, ঘোড়ী, ছিন্ন মুষ্ক ঘোড়া, টাটু, বাচ্চা ঘোড়া, বাচ্চা ঘোড়ী, খচ্চর, গাধা, শূকর, ভেড়া ভেড়ী, মেষ, মেষশাবক, ছাগল ও ছাগ বাচ্চা গণ্য।

এবং "স্থানীয় কর্ত্তৃত্ব" (Local authority) শব্দে নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষের কার্য্যাদি (matters) তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার যে ব্যক্তি সমুহের উপর ন্যস্ত হয়, ঐ ব্যক্তি সমুহ (body of persons) কে বুঝাইবে। এবং

"স্থানীয় ভাণ্ডার" (Local fund) শব্দে কোন স্থানীয় কর্ত্তৃত্বকারী ব্যক্তি সমুহের তত্ত্বাবধানে বা ম্যানেজমেণ্টের অধীনে যে ফণ্ড থাকে, তাহা বুঝাইবে। (১৮৯১ সাঃ ১ আঃ ২ ধাঃ)।

৪ ধারা।—জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়ে সময়ে যে যে স্থান নিরূপণ করেন সেই সেই স্থানে খোঁয়াড় করা যাইবে।

যে গ্রামের লোক যে খোঁয়াড়ে গোমেষাদি চালান করিবে, তাহা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিরূপণ করিবেন।

৫ ধারা।—খোঁড় সকলের উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। খোঁয়াড়ী বদ্ধ গোমেষাদির আহারের ও জলের খরচ যে হারে ধরিতে হইবে, তাহা তিনি নিরূপণ ও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনও করিতে পারিবেন।

৬ ধারা।—জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রত্যেক খোঁয়াড়ের এক একজন রক্ষক নিযুক্ত করিবেন।

কিন্তু মান্দ্রাজ দেশে গ্রামের মণ্ডল ও বোম্বাই দেশে পুলিষের পাটিল ও (পুলিষের পাটিল না থাকিলে) গ্রামের মণ্ডল আপনি ঐ পদের উপলক্ষে গ্রামের খোঁয়াড় রক্ষক হইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে খোঁয়াড়রক্ষক নিযুক্ত করেন তাহাকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কিম্বা একেবারে অবসর করিতে পারিবেন।

কোন খোঁয়াড়ের রক্ষক যে সময়ে ঐ কর্ম্ম করে সেই সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য পদ ও ধারণ করিতে পারিবে।

খোঁয়াড়ে প্রত্যেক জন রক্ষক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থমতে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যেরূপ রেজিষ্টরী বহী রাখিতে ও যেরূপ রিটর্ণ দিতে আজ্ঞা করেন প্রত্যেক খোঁয়াড়রক্ষক সেইরূপ রেজিষ্টরী বহী রাখিবেন ও সেইরূপ রিটর্ণ দিবেন।

৮ ধারা।—গোমেষাদিকে খোঁয়াড়ে আনা গেলে,

(ক) কত ও কি প্রকারের পশু,
(খ) যে তারিখে যে ঘণ্টায় আনা গেল,
(গ) যে ব্যক্তি ধরিল তাহার নাম ও বাসস্থান,
(ঘ) ও স্বামীর নাম ও বাসস্থান জানা যাইলে, তাহা

খোঁয়াড়রক্ষক আপনার রেজিষ্টরী বহীতে লিখিয়া যে ব্যক্তি ধরিল তাহাকে কি তাহার কর্ম্মকারককে ঐ লিখিত কথার নকল দিবে।

৯ ধারা।—যত কাল সেই গোমেষাদি লইয়া নিম্নলিখিত বিধানমতে কার্য্য না করা যায় খোঁয়াড়রক্ষক ততকাল সেই গোমেষাদি জিম্মায় লইয়া তাহার আহার ও জল দিবে।

১০ ধারা।—কোন ব্যক্তির গোমেষাদি অপর ব্যক্তির ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহার হানি করিলে কিম্বা ঐ ভূমির উৎপন্ন ফসলের কি চারা প্রভৃতির হানি করিলে, সেই ভূমির কৃষক কি দখলিকার,

কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ভূমিতে শস্যাদি উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অগ্রিম টাকা দিয়াছেন তিনি,

কিম্বা ঐ ভূমির শস্যাদির কি তাহার কোন অংশের ক্রেতা কি বন্ধকগৃহীতা, ঐ গোমেষাদি ধরিয়া কি ধরাইয়া যে গ্রামে ভূমি থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই গ্রামের নিমিত্ত স্থাপিত খোঁয়াড়ে পাঠাইবেন কি পাঠাইয়া দিবেন। (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৩ ধাঃ)।

যে ব্যক্তিরা ঐ গোমেষাদি ধরিতে যায়, (ক) কেহ তাহাদের বাধা দিলে ও (খ) কেহ গোমেষাদি তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইতে গেলে, তাহারা পুলিষের কর্ম্মকারকদের সাহায্য চাহিলে ঐ কর্ম্মকারকেরা তাহাদের সাহায্য করিবে।

১১ ধারা।—গোমেষাদি কোন পশু রাজপথের, কি কোন ক্রীড়াভূমির, কি ক্ষেত্রের, কি খালের, কি জলনির্গমণযুক্ত কার্য্যের (drainage-work) কি বাঁধ প্রভৃতির কিম্বা ঐ ঐ পথাদির ধারের কি তীরের হানি করিলে, কিম্বা তন্মধ্যে ভ্রমণ করিলে, ঐ পথ প্রভৃতি যাহাদের

জিম্মায় থাকে তাহারা ও পুলিসের কার্য্যকারকেরা সেই গোমেষাদি ধরিতে কি ধরাইয়া লইতে পারিবে।

এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ খোঁয়াড়ে পাঠাইবেন বা পাঠাইয়া দিবেন। (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৪ ধাঃ)।

১২ ধারা।—যে পশু পূর্ব্বোক্তমতে খোঁয়াড়ে আনা যায়, তাহার উপর খোঁয়াড়রক্ষক নিম্নলিখিত হারে অর্থদণ্ড আদায় করিবে।

হস্তী	...	...	...	...	২৲ টাকা
উট কি মহিষ	...	...	...	...	॥৹
ঘোড়া, ঘোড়ী, ছিন্নমুষ্ক ঘোড়া, টাটু, বাচ্চা ঘোড়া, বাচ্চা ঘোড়ী, খচ্চর, ষাঁড়, বলদ, গোরু, বকনা			...	...	।৹
বাছুর, গাধা, শূকর,	...	...	...	...	৵০
ভেড়া, ভেড়ী, মেষ, মেষশাবক, ছাগল, ছাগবাচ্চা				...	/০

কিন্তু জিলার মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে বা লোকাল অথরিটীর (local authority) আবেদনে যদি এরূপ প্রকাশ পায় যে উহাদিগের অধিকারস্থ স্থানে সততই পশ্বাদি অপরের ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকে বা তদুপরিস্থ ফসল নষ্টাদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সরকারী গেজেটে নোটিষ দিয়া আদেশ করিতে পারিবেন যে তত্রস্থ খোঁয়াড়রক্ষক তাহার পৌণ্ডে উপরোক্ত প্রকারের যত পশু আসিবে তাহার প্রত্যেকের উপর উক্ত নোটিষের নির্দ্দিষ্ট জরীমানা আদায় করিতে পারিবেক। তবে ঐ জরীমানা উপরের লিখিত হারের দ্বিগুন না হয়। (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৫ ধাঃ)।

তদ্রূপে যে টাকা আদায় করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে কর্ম্মকারককে নিরূপণ করেন, তাঁহার দ্বারা সেই টাকা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠান যাইবে।

পশুর নিমিত্ত যত জরীমানা লাগিবে ও যে হারে আহারের ও জলের খরচ দিতে হইবে, ইহার একখান ফর্দ্দ প্রত্যেক খোঁয়াড়ে কিম্বা তাহার নিকট কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকান থাকিবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে নোটিষ দিয়া পূর্ব্বোক্ত জরীমানা সম্বন্ধীয় নোটিষ রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৫ ধাঃ)।

১৩ ধারা।—খোঁয়াড়ে বদ্ধ গোমেষাদির স্বামী কিম্বা তাঁহার পক্ষের কর্ম্মকারক যদি উপস্থিত হইয়া পশু লইয়া যাইতে চাহে, তবে ঐ নির্দ্ধারিত দণ্ড দিলে, ও পশুর আহারাদির নিমিত্ত খরচ দিলে খোঁয়াড়ের কুষক তাহাকে ঐ পশু দিবে।

স্বামী কিম্বা তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক আপনার সেই পশু লইয়া যাইবার সময়ে খোঁয়াড় রক্ষকের রেজিষ্টরী বহিতে ঐ পশু ফিরিয়া পাইবার রসীদে স্বাক্ষর করিবেন।

১৪ ধারা।—খোঁয়াড়ে আনিবার তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে পশুর দাওয়া না হইলে, খোঁয়াড়রক্ষক অতি নিকট পুলিষ থানার অধ্যক্ষের নিকট অথবা জিলার মাজিষ্ট্রেট এতৎপক্ষে অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকট সেই কথার রিপোর্ট করিবে।

তাহা হইলে সেই কার্য্যকারক আপন কার্য্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে

(ক) কত ও কি কি প্রকারের পশু,

(খ) কোন্ স্থানে ধরা গিয়াছিল,

(গ) কোন্ স্থানের খোঁয়াড়ে বদ্ধ আছে,

এই এই কথার বর্ণনাপত্র লটকাইবে ও যে যে স্থানে ঐ গোমেষাদি ধরা গিয়াছিল তাহার সন্নিকট গ্রামে ও হাটে ঢেঁড়রা দিয়া ঐ কথা ঘোষণা করাইবে।

ঐ নোটিষের তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে সেই পশুর দাওয়া না হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সময়ে সময়ে সাধারণ কিম্বা বিশেষ আজ্ঞা করিয়া যে সময় ও স্থান ও যে নিয়ম নিরূপণ করেন ঐ কার্য্যকারক আপনি কিম্বা ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহার সেরেস্তার কোন আমলাকে নিযুক্ত করিলে সেই আমলা, সেই সময়ে ও স্থানে ও সেই নিয়মানুসারে সেই পশুর নীলাম করিবে।

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন পশু উক্ত প্রকারে নীলাম হইলে তাহার উচিত মূল্য পাওয়া যাইবে না জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিবেচনা করিলে তিনি যেরূপ বিহিত বোধ করেন সেইরূপে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

১৫ ধারা।—স্বামী কিম্বা তাহার কর্ম্মকারক উপস্থিত হইয়া গোমেষাদি বেআইনীমতে ধরা গিয়াছে ও ২০ ধারামতে স্বামী নালিশ করিবে বলিয়া যদি ঐ অর্থদণ্ডের ও খরচের টাকা দিতে অস্বীকার করেন, তবে ঐ গোমেষাদির নিমিত্ত অর্থদণ্ডের ও খরচের যত টাকা লাগে তত টাকা আমানত করিলে ঐ গোমেষাদি তাহাকে দেওয়া যাইবে।

১৬ ধারা।—স্বামী কিম্বা তাহার কর্ম্মকারক উপস্থিত হইয়া উক্ত অর্থদণ্ড ও খরচ দিতে কিম্বা ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলে ঐ অর্থদণ্ডের ও খরচের টাকা আমানত করিতে সম্মত না হইলে, কিম্বা তাহা না দিলে উক্ত কর্ম্মকারক ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ও নিয়মানুসারে ঐ গোমেষাদি, কিম্বা তন্মধ্যে যত গোমেষাদি, বিক্রয় করিলে অর্থদণ্ড ও খরচ পোষায় তত গোমেষাদি নীলামে বিক্রয় করিবে।

অর্থদণ্ডের যত টাকা আদায় করিতে হইবে এবং আহারের ও জলের খরচ ও নীলাম সম্পর্কীয় কোন খরচ হইলে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সেই টাকা ও খরচ কাটিয়া লইতে হইবে।

অবশিষ্ট পশু ও নীলামে উৎপন্ন টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা স্বামীকে কিম্বা তাঁহার কর্ম্মকারককে দেওয়া যাইবে, ও তাহার সঙ্গে এই হিসাবের ফর্দ্দ দেওয়া যাইবে,

(ক) যত পশু ধরা গেল,

(খ) তাহা যত কাল খোঁয়াড়ে থাকে,

(গ) অর্থদণ্ড ও অন্য খরচ বলিয়া যত টাকা লাগিল,

(ঘ) যত পশু বিক্রয় হইল,

(ঙ) নীলামে যত টাকা পাওয়া গেল।

(চ) সেই টাকা লইয়া যাহা করা গেল।

সেই ফর্দ্দমতে স্বামীকে যত পশু দেওয়া যায়, ও নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা দেওয়া গেলে যত টাকা দেওয়া যায় স্বামী কিম্বা তাহার কর্ম্মকারক তাহার রসীদ দিবেন।

১৭ ধারা।—যে কর্ম্মকারক নীলাম করিল সে অর্থদণ্ডের যত টাকা উক্ত প্রকারে কাটিয়া লয়, তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবে।

১৬ ধারামতে আহারাদির ও জলের যে খরচ কাটিয়া লওয়া গেল, তাহা খোঁয়াড়রক্ষককে দেওয়া যাইবে। সে সেই টাকা লইয়া নিজে রাখিবে; ও ১৩ ধারামতে ঐ প্রকারে খরচের নিমিত্ত সে যত টাকা পায়, তাহাও লইয়া নিজে রাখিবে।

পশুর নীলাম হইয়া খরচ বাদে যে উদ্বর্ত্ত টাকার দাওয়া না হয়, তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে। তিনি তাহা তিন মাস আমানত রাখিবেন। তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই টাকা না চাহিলে ও আপনার দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে, তিনি ঐ তিন মাসের পর ঐ টাকা লইয়া পশ্চাৎ লিখিত বিধান মতে কার্য্য করিবেন।

১৮ ধারা।—অর্থদণ্ডের টাকা লইয়া এবং গোমেষাদি নীলাম হইয়া তদুৎপন্ন টাকার দাওয়া না হইলে, সেই টাকা লইয়া,

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞামতে খোঁয়াড় রক্ষকের বেতন,

(খ) খোঁয়াড় প্রস্তুত করিবার ও রাখিবার খরচ এবং এই আইনমত কার্য্যঘটিত কোন কর্ম্মের খরচ দেওয়া যাইবে।

উদ্বর্ত্ত যাহা থাকে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে রাস্তা, পুল প্রভৃতি গাঁথিবার ও মেরামৎ করিবার ও সাধারণের উপকারার্থ অন্যান্য কার্য্যে প্রয়োগ হইবে।

১৯ ধারা।—এই আইনমত নীলাম হইলে পুলিসের আমলা কিম্বা অন্য কর্ম্মকারক কিম্বা এই আইনের বিধানমতে নিযুক্ত খোঁয়াড়রক্ষক স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে কোন পশু ক্রয় করিবে না।

খোঁয়াড়রক্ষক এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ধারামতে খোঁয়াড়ে বদ্ধ পশুকে উপরোক্ত বিধানানুসারে ছাড়িয়া দিতে কি স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে; অন্যথা পারিবে না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা দেওয়ানী আদালত আজ্ঞা করিলে তাহা ছাড়িয়া দিবে কি ফিরাইয়া দিবে।

২০ ধারা।—কোন ব্যক্তির গোমেষাদি এই আইন মতে ধৃত হইয়া থাকিলে কিম্বা ঐরূপে ধৃত হইয়া এই আইনের বিরুদ্ধে (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৬ ধাঃ) আটক করিয়া রাখা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ গোমেষাদি ধৃত হইবার তারিখ অবধি দশ দিনের মধ্যে কোন সময় জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট, কিম্বা সেই সাহেব হইতে মোকদ্দমা অর্পিত না হইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, তাঁহার নিকট নালিশ করিতে পারিবে।

২১ ধারা।—বাদী আপনি নালিশ করিবে কিম্বা তাহার যে কর্ম্মকারক নিজে সমস্ত বৃত্তান্ত জানে তাহার দ্বারা সেই নালিশ করাইতে পারিবে। নালিশের আরজী লিখিয়া বা মুখে করা যাইতে পারে। যদি মুখে করা হয়, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদীকে কি তাহার কর্ম্মকারককে পরীক্ষা করিয়া সেই নালিশ সমূলক জানিবার কারণ দেখিলে, যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইল তাহাকে সমন করিবেন এবং নালিশী বিষয়ের তদন্ত করিবেন। (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৬ ধারাঃ)।

২২ ধারা।—সেই গোমেষাদি ধরা বে-আইনী কার্য্য এমত সিদ্ধান্ত হইলে ঐ গোমেষাদি

ধৃত হইয়া আটক রাখাতে বাদীর যে ক্ষতি হইল মাজিষ্ট্রেট সাহেব যুক্তিমতে সেই ক্ষতিপূরণার্থ বাদীর একশত টাকার অনধিক পাইবার আজ্ঞা করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ গোমেষাদি ধরিয়া আনে বা আটক করিয়া রাখে, তাহাকেই সেই টাকা দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ঐ গোমেষাদিকে ছাড়াইবার জন্য বাদীর যত অর্থদণ্ড দিতে হইয়া থাকে ও যত খরচ পড়িয়াছে তাহাও ঐ ব্যক্তিকে দিতে হইবে।

গোমেষাদি পূর্ব্বে ছাড়াইয়া না দেওয়া গেলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্ষতিপূরণার্থ ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা ভিন্ন ঐ গোমেষাদি ছাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিয়া, এই আইনমতে যে অর্থদণ্ড ও আহারাদির খরচ আদায় হইতে পারে, যে ব্যক্তি ধরিয়া আনিল বা আটক করিয়া রাখিয়া ছিল, তাহাকেই সেই অর্থদণ্ড ও খরচ দিবার আজ্ঞা করিবেন (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৬ ধাঃ)।

২৩ ধারা।—২২ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের, অর্থদণ্ডের ও খরচের আজ্ঞা হয়, তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবধারিত অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে। (১৮৯১ সাঃ, ১আঃ, ৬ ধারাঃ)।

২৪ ধারা।—এই আইনমতে যে গোমেষাদি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহা ধরিবার বাধা দিলে, কিম্বা তাহা ধরা গেলে পর তাহা খোঁয়াড় হইতে ছাড়াইয়া লইলে, কিম্বা যে ব্যক্তি গোমেষাদিকে খোঁয়াড়ে লইয়া যাইতেছে কি লইয়া যাইতে উদ্যত আছে সে নিকটে থাকিয়া এই আইনের দত্ত ক্ষমতাতে কার্য্য করিতেছে এমন সময়ে কোন ব্যক্তি তাহার স্থানে তাহা ছাড়াইয়া লইলে,

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে এই কথার প্রমাণ হইলে তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ডই হইতে পারিবে।

২৫ ধারা।—কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ভূমিতে গোমেষাদি প্রবেশ করাইয়া হানি করিলে, সেই গোমেষাদি পরের ভূমিতে প্রবেশকরণ সময়েই কি তাহার পরে ধরা গেলেও, যে ব্যক্তির সেই হানি করণাপরাধ সপ্রমাণ হয় ঐ গোমেষাদি তাঁহারই হইলে কিম্বা পরের ভূমিতে প্রবেশকরণ সময়ে কেবল তাহার জিম্মায় থাকিলে যে গোমেষাদি পরের ভূমিতে প্রবেশ করিল সেই সকল কিম্বা তন্মধ্যে কোন কোন পশু বিক্রয় হইয়া ঐ হানিকরণ অপরাধের নিমিত্ত যে অর্থদণ্ড করা যায় বা ২৬ ধারামত যে অর্থদণ্ড করা যায় তাহা আদায় হইতে পারিবে। (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৭ ধাঃ)।

২৬ ধারা।—শূকরের স্বামী কি রক্ষক শৈথিল্যক্রমে কি প্রকারান্তরে শূকরদিগকে পরের ভূমিতে কি রাজপথে যাইতে দিয়া সেই ভূমির কিম্বা ভূমির উৎপন্ন কোন ফসলের কি চারা প্রভৃতির কি রাজপথের হানি করিলে কি করাইলে কি করিতে দিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে প্রমাণ হইলে তাহার ১০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

"সরকারী গেজেটে নোটিষ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানবিশেষে এই ধারার পূর্ব্বোক্ত বিধান কেবল শূকর সম্বন্ধে না হইয়া সমস্ত পশ্বাদির সম্বন্ধে বা পশুবিশেষ সম্বন্ধে বর্ত্তিবে এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ বিধানে "দশ টাকা" র পরিবর্ত্তে ৫০ টাকা লিখিত থাকিলে যেরূপ হইত তদ্রূপ ধরিয়া লইয়া কার্য্য করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সরকারী গেজেটে নোটিষ দিয়া পূর্ব্বোক্ত নোটিষ সময়ে সময়ে রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।" (১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৮ ধাঃ)।

২৭ ধারা।—কোন খোঁয়াড়রক্ষক ১৯ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে গোমেষাদিকে ছাড়িয়া দিলে কি ক্রয় করিলে কি ফিরাইয়া দিলে, কিম্বা খোঁয়াড়ে বদ্ধ গোমেষাদিকে উপযুক্ত পরিমাণ-মতে আহার ও জল না দিলে, কিম্বা এই আইন দ্বারা তাহার প্রতি অন্য যে যে কর্ম্ম অর্পিত হয় তাহা না করিলে, তন্নিমিত্ত তাহার অন্য যে দণ্ড হইতে পারে, তদ্ভিন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার উক্ত কোন অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

ঐ অর্থদণ্ড খোঁয়াড়রক্ষকের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

২৮ ধারা।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুদ্বোধমতে যত হানির প্রমাণ হয় ২৫, ২৬ ও ২৭ ধারা-মতে অর্থদণ্ডের যে টাকা আদায় হয়, তাহার সমুদয় কি তাহার কোন অংশ ঐ হানি পূরণার্থ দেওয়া যাইতে পারিবে।

২৯ ধারা।—গোমেষাদি প্রবেশকরণ দ্বারা যে ব্যক্তির ভূমির উৎপন্ন ফসল চারা প্রভৃতির হানি হয়, সে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে ঐ হানি পূরণ পাইবার মোকদ্দমা করিতে পারিবে এই আইনের কোন কথা দ্বারা ইহার বাধা নাই।

৩০ ধারা।—অপরাধ নির্ণায়ক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তিকে এই টাকা দেওয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সে হানি পূরণস্বরূপ যত টাকা দাওয়া করে কিম্বা তাহার যত টাকা পাইবার আজ্ঞা হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দত্ত ঐ টাকা তাহার মধ্যে ধরিয়া বাদ দিতে হইবে।

১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ৯ ধারা দ্বারা এই আইনের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে সেই সব ক্ষমতা Local authority কে transfor করিবার ও এই আইনের ১৮ ধারার উদ্বর্ত্ত টাকা Local fund এ দিবার বিধান করা হইয়াছে। আরও ১৮৯১ সাঃ, ১ আঃ, ১০ ধারা দ্বারা ১৮৮৩ সালের ১৮ আইন রহিত করা হইয়াছে।

১৮৯১ সালের ১লা এপ্রেল তারিখে, এই আইন জারী হইল।

আফীন বিষয়ক আইন।

১৮৭৮ সালের ১ আইন।

১ ধারা।—এই আইন "আফীন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া নির্দ্ধারিত যে যে স্থানের মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন সেই সেই স্থানে প্রচলিত হইবে।

মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব সেই প্রকারে যে স্থানে যে দিন অবধি প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন সেই স্থানে সেই দিনাবধি (এই আইন প্রচলিত হইবে)।

(২ ধারা।—রদ হইয়াছে।)

৩ ধারা।—এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

"আফীন" শব্দের মধ্যে পোস্তের ঢেড়ী ও আফীন দ্বারা প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্য ও পোস্ত হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যও গণ্য।

"মাজিষ্ট্রেট" শব্দে রাজধানীর মধ্যে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে, ও অন্য স্থানে প্রথম শ্রেণীয় মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এই আইনমত মোকদ্দমার বিচার করণার্থ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিলে তাঁহাকেও জানিতে হইবে।

"আমদানী করা" এই শব্দে সমুদ্র কিম্বা ভিন্ন-রাজ্যাধিকার কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে স্থানীয় অন্য গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের মধ্যে আনয়ন করা, জানিতে হইবে।

"রপ্তানী করা" এই শব্দে স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে সমুদ্রে কিম্বা কোন ভিন্ন রাজ্যাধিকারের কিম্বা স্থানীয় অন্য গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে লইয়া যাওয়া, জানিতে হইবে।

"চালান করা" শব্দে একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করা বুঝাইবে।

৪ ধারা।—এই আইন, কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইন অনুসারে, কিম্বা এই আইন বা উক্ত কোন আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে অনুমতি না থাকিলে, কোন ব্যক্তি—

(ক) পোস্তের চাষ করিবে না,

(খ) আফীন প্রস্তুত করিবে না,

(গ) আফীন নিকটে রাখিবে না,

(ঘ) আফীন চালান করিবে না,

(চ) আফীন আমদানী কি রপ্তানী করিবে না, ও

(ছ) আফীন বিক্রয় করিবে না।

৫ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসনাধীন তাবদ্দেশে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন অংশের মধ্যে সম্যক্ প্রকারে বা মাসুল দেওনের নিয়মে বা অন্য কোন নিয়মে নিম্নলিখিত সকল কি কোন কার্য্যের অনুমতি দেওনার্থ, এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিয়া ঐ ঐ কার্য্যের বিধান করিতে পারিবেন।

(ক) পোস্তের চাষ করণ।

(খ) আফীন প্রস্তুত করণ।

(গ) আফীন নিকটে রাখন।

(ঘ) আফীন চালান করণ।

(ঙ) আফীন আমদানী কিম্বা রপ্তানী করণ।

(চ) আফীন বিক্রয় করণ ও আফীনের খুচরা বিক্রয়ের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহার ইজারা দেওন।

পরন্তু সমুদ্রীয় কষ্টম বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে বা তৎক্রমে বা ৬ ধারাক্রমে আমদানী করা যে আফীনের উপর মাসুল ধার্য্য আছে সেই আফীনের উপর উক্ত কোন বিধিক্রমে কোন মাসুল আদায় হইবে না।

৬ ধারা।—বৃটনীয় ভারতবর্ষের কিম্বা তদন্তর্গত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে আফীন কিম্বা কোন প্রকারের যে আফীন স্থলপথে আমদানী হয় মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই আফীনের উপর যে মাসুল উচিত বোধ করেন তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপে নির্দ্ধারিত কোন মাসুল পরিবর্ত্তন করিতে বা উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

৭ ধারা।—মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঐ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে আইন মতে আমদানী আফীনের, কিম্বা সেই দেশ হইতে যাহার রপ্তানী করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহার গুদাম স্থাপন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, ও

(খ) উক্ত কোন আজ্ঞা রহিত ও করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞা যত্দিন প্রবল থাকে তত দিন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(গ) সকল আফীনের বা কোন আফীনের উপর যে মাসুল ধার্য্য হয়, তাহা দেওনের পরে বা পূর্ব্বেই হউক, ঐ গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে কি ঐ দেশের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে আইন

মতে আমদানী হইলে কি তথা হইতে রপ্তানী করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, সেই আফীন রাখিবার গুদাম বলিয়া কোন স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, ও

(ঘ) তদ্রূপ নির্দ্দেশ বাক্য রহিতও করিতে পারিবেন।

এই ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, তাহা উক্ত শাসিত দেশের যে যে স্থানের প্রতি খাটে সেই সেই স্থানে (গ) প্রকরণমতে যে (গুদামের স্থান) নির্দ্দেশ করা যায় তাহাও রহিত হইবে।

সেই নির্দ্দেশ বাক্য যত দিন প্রবল থাকে ততদিন সেই সকল আফীনের স্বামীকে সেই গুদামে আফীন আনিয়া রাখিতেই হইবে।

৮ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ৭ ধারামতে গুদামজাত আফীন নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করণ, ও ঐ গুদামজাত করণের ফী আদায় করণ, ও বিক্রয় কি রপ্তানী করিবার জন্য ঐ আফীন স্থানান্তর করণ বিষয়ে, ও তাহার উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে, গুদামজাত করণের তারিখ অবধি দ্বাদশ মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া গেলে ঐ আফীন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে, তদ্বিষয়ে এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা ৫ কি ৮ ধারামতে প্রণীত ও প্রকাশিত বিধির বিপরীতাচরণ করিয়া,

(ক) পোস্তের চাষ করিলে, কিম্বা

(খ) আফীন প্রস্তুত করিলে, কিম্বা

(গ) আফীন নিকটে রাখিলে, কিম্বা

(ঘ) আফীন চালান করিলে, কিম্বা

(ঙ) আফীন আমদানী কি রপ্তানী করিলে, কিম্বা

(চ) আফীন বিক্রয় করিলে, কিম্বা

(ছ) আফীন গুদামজাত না করিলে, কিম্বা গুদামজাত আফীন বাহির করিয়া লইলে কি তদ্বিষয়ক কোন কর্ম্ম করিলে,

ও কোন ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে উক্ত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে,

কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় (সপ্রমাণ) হইলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড, কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহা না দেওয়া গেলে, ঐ অপরাধনির্ণেতা মাজিষ্ট্রেট তৎপ্রযুক্ত অপরাধীর ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। অন্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

১০ ধারা।—৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল আফীনের বিষয়ে সদ্বোধজনক উত্তর দিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে এই আইনমত অপরাধ করা গিয়াছে, ইহার বিপরীত প্রমাণ না হওন পর্য্যন্ত, এই অনুমান হইবে।

১১ ধারা।— কোন স্থলে ৯ ধারাগত কোন অপরাধ করা গেলে,—

(ক) তদ্রূপে চাষ করা পোস্ত,

(খ) যে আফীন লইয়া উক্ত ধারামতে কোন অপরাধ করা গিয়াছে, সেই আফীন,

(গ) ঐ ধারার (ঘ) কি (ঙ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, অপরাধীর প্রতি যত আফীন চালান করিবার কিম্বা বিষয় বিশেষে আমদানী কি রপ্তানী করিবার অনুমতি থাকে, তাহার অধিক চালান করিলে কিম্বা আমদানী কি রপ্তানী করিলে, যত চালান কি আমদানী কি রপ্তানী করেন সেই সমুদয় আফীন,

(ঘ) ঐ ধারার (চ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, যে আফীন লইয়া ঐ অপরাধ হইয়াছে, অপরাধীর নিকট তদ্ভিন্ন আফীন থাকিলে, ঐ অন্য সকল আফীন জব্দ হইতে পারিবে।

এই ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন আফীন যে নৌকাদিতে, রাস্তায় ও আবরণে পাওয়া যায় তাহা, ও যে নৌকাদিতে কি বস্তায় আফীন গুপ্ত করিয়া রাখা যায় তন্মধ্যে অন্য দ্রব্য থাকিলে সেই দ্রব্য, ও যে জন্তু দ্বারা ও যে গাড়ী করিয়া আফীন চালান হয় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে।

১২ ধারা।—অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা যে ব্যক্তির নামে আফীন সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগ হয় তাঁহাকে নির্দ্দোষ করা গেলেও, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আফীন জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া নিষ্পত্তি বিবেচনা করিলে, তিনি জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে জব্দ করিবার অনুমতি হইলে যে কর্ত্তৃপক্ষ জব্দ করিবার নিষ্পত্তি করেন, তিনি জব্দ করণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে যত অর্থদণ্ড উচিত বোধ করেন, জব্দ হইবার যোগ্য দ্রব্যের স্বামীকে স্বেচ্ছামতে ঐ অর্থদণ্ড দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই আইনের বিপরীত অপরাধ করা গেলে যদি অপরাধীকে জানা না যায়, কিম্বা তাহার উদ্দেশ পাওয়া না যায়, কিম্বা আফীন কোন ব্যক্তির অধিকারে না থাকিয়াও যদি তদ্বিষয়ের (বে- ওয়ারিশ আফীন সম্বন্ধে) হৃদ্বোধজনক সন্ধান পাওয়া যাইতে না পারে, তবে জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশনর, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎ কার্য্য পক্ষে অন্য যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা প্রদান করেন, তিনি স্বয়ং কিম্বা আপন পদের স্বত্বহেতু সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া নির্ণয় করিবেন, ও জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় জব্দ করিবার কল্পনা থাকে, তাহা ধৃত করণের তারিখ অবধি এক মাস গত না হইলে, ও ঐ দ্রব্যের উপর কোন ব্যক্তিদের স্বত্বের দাওয়া থাকিলে তাঁহাদের কথা না শুনিয়া, ও তাঁহারা আপনাদের দাওয়ার পোষকতার প্রমাণ উপস্থিত করিলে সেই প্রমাণ না শুনিয়া জব্দ করিবার আজ্ঞা হইবে না।

১৩ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের সঙ্গতমতে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন—

(ক) এই আইনমত জব্দ করা সকল বিষয় বিক্রয়াদি করণের, ও

(খ) এই আইনমতে অর্থদণ্ড ও জব্দ করা দ্রব্য দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে কর্ম্মকারকদিগকে ও গোয়েন্দাদিগকে পুরস্কার দেওনের বিধি।

১৪ ধারা।—আবকারী কি পুলিষ কি কষ্টম কি নিমক কি আফীন কি রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মবিভাগের পেয়াদার কি কনেষ্টবলের শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য্যকারক স্বীয় পদের স্বত্বহেতু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ কার্য্য পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, এই আইনমতে জব্দ করিবার যোগ্য আফীন কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি আবৃত স্থানে প্রস্তুত করা কি রাখা কি লুকাইয়া রাখা যাইতেছে, নিজ জ্ঞানমতে কিম্বা অন্যের স্থানে প্রাপ্ত ও লিপিবদ্ধ সন্ধান-ক্রমে তাঁহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হওনের মধ্যে কোন সময়ে,

(ক) সেই গৃহে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিয়া,

(খ) ও বাধা পাইলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ও তদ্রূপে প্রবেশ করিবার বাধাজনক অন্য বিষয় সরাইয়া দিয়া,

(গ) ঐ আফীন ও তাহা প্রস্তুত করণার্থ সকল সরঞ্জাম ধরিয়া লইতে, ও ১১ ধারামতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে আর যে যে বিষয় জব্দ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে সেই সেই বিষয় ধরিয়া লইতে, ও

(ঘ) এই আইনমতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য কোন আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে যে ব্যক্তিকে ঐ আফীন বিষয়ক কোন অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে, তাহাকে আটক করিয়া তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিতে, ও উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

১৫ ধারা।—পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক,

(ক) কোন খোলা স্থানে, কিম্বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ সময় কোন আফীন, কি অন্য কোন দ্রব্য ১১ ধারামতে, কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে জব্দ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলে, তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন,

(খ) ও কোন ব্যক্তিকে এই আইনের কিম্বা এতদ্রূপ অন্য কোন আইনের বিপরীত কোন অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহাকে আটক রাখিয়া তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিতে পারিবেন, ও তাঁহার নিকট আফীন থাকিলে, তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা।—১৪ কি ১৫ ধারামতে অন্বেষণের সকল কার্য্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীবিষয়ক আইনের বিধানমতে করা যাইবে।

১৭ ধারা।—১৪ ধারার উল্লিখিত নানা কর্ম্মবিভাগের কার্য্যকারকেরা নোটিষ পাইলে, কি তাঁহাদের নিকট আদেশ করা গেলে, তাঁহারা এই আইনের বিধান সফল করণার্থ পর-স্পরের সাহায্য করিতে আইনমতে বদ্ধ থাকিবেন।

১৮ ধারা।—উক্ত কোন কর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিলেও কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি স্থানে প্রবেশ কি অন্বেষণ করিলে, কিম্বা অন্য দ্বারা প্রবেশ কি অন্বেষণ করাইলে,

কিম্বা আফীন কি এই আইনমতে জব্দ করিবার যোগ্য অন্য দ্রব্য ধরিয়া লইবার কি অন্বেষণ করিবার ছলে ক্লেশজনকভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির দ্রব্য ধরিয়া লইলে

কিম্বা ক্লেশজনকভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিলে কি তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিলে কি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি আফীন বিষয়ক অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশনর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ কার্য্যপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক, স্বয়ং কিম্বা আপন পদের স্বত্বক্রমে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন, কিম্বা জব্দ করিবার যোগ্য আফীন কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি স্থানে রাখা কি লুকাইয়া রাখা গিয়াছে তাঁহার এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তিনি দিনে বা রাত্রিতেও সেই গৃহাদিতে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধানমতে জারী করা যাইবে।

২০ ধারা।—১৪ কি ১৫ ধারামতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও দ্রব্য ধরিয়া দেওয়া গেলে, অবিলম্বে অতি নিকট পুলিষ থানার কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চালান করিতে হইবে; ও ১৯ ধারামতে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাও দ্রব্য ধরিয়া লওয়া গেলে, যে কার্য্যকারক পরওয়ানা বাহির করিয়া দিলেন, তাঁহার নিকট ঐ ব্যক্তিকেও ঐ দ্রব্য অগৌনেই চালান করিতে হইবে।

এই ধারামতে যে কার্য্যকারকের নিকট কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য চালান করা যায়, সেই ব্যক্তিকে কি সেই দ্রব্য লইয়া আইনমতে কার্য্য হইবার জন্য যে সকল উপায় করা আবশ্যক তিনি সুবিধামতে ত্বরায় সেই উপায় করিবেন।

২১ ধারা।—কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি কোন দ্রব্য ধরিয়া লইলে, তিনি তৎপরে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার কিম্বা সেই দ্রব্য ধরিয়া লইবার সবিশেষ বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন।

২২ ধারা।—বে-আইনীমতে পোস্তের চাষ হইতেছে এমত কথিত হইলে, ঐ ফসল কাটিয়া লইয়া যাইবে না, কিন্তু পেয়াদার কি কনষ্টেবলের শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য্যকারক স্বীয় পদের স্বত্বহেতু এতৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐ (বে-আইনী চাষ করার) মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত ঐ ফসল ক্রোক করিয়া রাখিবেন; ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে, চাষী যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, এতদর্থ উক্ত কার্য্যকারক সঙ্গত যত টাকা জামিন নির্দ্ধার্য্য করেন, তাঁহার স্থানে তত টাকার হাজির জামিন লইবেন। ঐ চাষী সঙ্গত কালের মধ্যে ঐ হাজির জামিন দিবার ত্রুটি না করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে না।

পরন্তু বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে পোস্তের চাষ ও আফীন প্রস্তুত করণ-বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৫৭ সালের ১৩ আইন কি তাহার কোন অংশ যে যে স্থানে প্রবল আছে, সেই সেই স্থানে পোস্তের চাষ করণের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

২৩ ধারা।—এই আইনমতে, কিম্বা এই আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধিমতে, যে ফী কি মাসুল ধার্য্য হয় তাহা বাকী পড়িলে,

ও আফীনের রাজস্বের কোন ইজারদারের স্থানে বাকী পাওনা থাকিলে,

প্রধান যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টে ঐ টাকা দিবার দায়ী হন, ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে, কিম্বা তাঁহার জামিন থাকিলে ঐ জামিনের স্থানে, আদায় হইতে পারিবে।

২৫ ধারা।—আফীনের রাজস্বের ইজারদার পাট্টা দিয়া তৎসম্পর্কে পাট্টাদারের নিকট তাঁহার টাকা পাওনা থাকিলে ঐ ইজারদার জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ডেপুটী কমিশনরের নিকট, দরখাস্ত করিয়া আপনার নিমিত্ত ঐ টাকা আদায় করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কমিশনর কি উক্ত কার্য্যকারক ঐ দরখাস্ত পাইলে স্বীয় বিবেচনানুসারে ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহা আদায় করিয়া যত টাকা পান দরখাস্তকারীকে দিতে পারিবেন।

কিন্তু পাট্টাদার ঐ ইজারদারের দাওয়ার বিচারার্থ দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে দেওয়ানী আদালত ইজারদারের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবেন পাট্টাদার উক্ত কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কমিশনরের কি অন্য কার্য্যকারকের তদ্বোধমতে তত টাকার জামিন দিলে ঐ টাকা আদায়ের নিমিত্ত উক্ত কার্য্যকারকের পরওয়ানা বাহির হইলেও স্থগিত থাকিবে;

আরও তদ্রূপ পাট্টাদারের স্থানে আফীনের রাজস্বের ইজারাদারের প্রাপ্য টাকা কোন দেওয়ানী আদালতে কি প্রকারান্তরে আদায় করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারায় লিখিত কোন কথা হেতু বা এই ধারাক্রমে কৃত কোন কার্য্য হেতু সেই স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

২৫ ধারা।—এই আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে কিম্বা কোন ক্রিয়া করিবার নিবন্ধন পত্র লিখিয়া দিলে সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ক্রিয়া ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭৪ ধারার অর্থানুসারে সাধারণের নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া কিম্বা বিষয়বিশেষে যাহাতে সাধারণের স্বার্থ আছে এমত ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে; ও সেই ব্যক্তি ঐ নিবন্ধন পত্রের লিখিত কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে ঐ পত্রমধ্যে তাঁহার যত টাকা দণ্ড দিবার কথা আছে, সেই সমুদয় টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

[এই আইনের ২ ধারার কথিত তফসীল দেওয়া গেল না।]

আবকারি আইন।

১৮৭৮ সালের ৭ আইন।

১ ধারা।—"বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারি আইন" নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে।

২ ধারা।—পশ্চাদ্ভাগে যে স্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ হইল তদ্ভিন্ন স্থলে যৎকালে যে দেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে এই আইন সেই সমস্ত দেশে প্রচলিত হইবে।

৩ ধারা।—এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ তফসীলের তৃতীয় স্বরে যতদূর উল্লেখ হইয়াছে ততদূর রহিত করা গেল।

রহিত হইলেও উক্ত কোন আইন দ্বারা যে পদ কি ক্ষমতা বিষয় উঠাইয়া দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহা পুনঃ স্থাপিত হইবে না ও এই আইন প্রচলিত হওনের পূর্ব্বে যে কোন কার্য্য করা কি ভোগ করা গিয়াছে ও যে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি দায় ঘটিয়াছে, তাহার সিদ্ধতার ব্যতিক্রম হইবে না ;

ও উক্ত কোন আইন দ্বারা যে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল ও যে যে নিয়োগ করা গেল ও যে যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল ও যে যে লাইসেন্স দেওয়া গেল ও যে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেল তাহা, এবং এই আইনে যে যে বিধান হইয়াছে, তৎসম্পর্কীয় অন্য যে সকল বিধি এক্ষণে প্রবল আছে তাহা, এই আইনের সহিত যতদূর সঙ্গত হয় ততদূর, এই আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং করা, প্রদান করা, দেওয়া ও প্রকাশ করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উক্ত কোন আইনের উল্লেখ হইলে, তাহা যতদূর হইতে পারে ততদূর এই আইনের উল্লেখ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ও উক্ত কোন আইন মতে সোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্য আরম্ভ হইয়া এক্ষণে উপস্থিত থাকে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪ ধারা।—বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

"বোর্ড" শব্দে যৎকালে যে প্রদেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে সেই সেই প্রদেশের, "রেবিনিউ বোর্ড" জানিতে হইবে।

"কালেক্টর" শব্দের মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা রাজস্বের অন্য যে কার্য্যকারক স্বাধীনভাবে জিল্লার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন তিনি, ও আবকারি রাজস্বের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গণ্য হন,

এবং কালেক্টর সাহেব কমিশনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই আইনমতে আপনার কোন ক্ষমতা কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম চিহ্নিত কি অচিহ্নিত কোন কার্য্যকারকের প্রতি

অর্পণ করিতে এতৎক্ষেমে সক্ষম হইলেন। অর্পণ করিলে "কালেক্টর" শব্দে কার্য্য-কারকও গণ্য।

"কমিশনর" শব্দে রাজস্ব সংক্রান্ত দেশখণ্ডের "কমিশনর" সাহেবকে জানিতে হইবে।

"আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য" এই শব্দের মধ্যে যাহা এই আইনের নির্ণীত অর্থানুসারে উগ্র শরাব, ও গাঁজলা শরাব ও মাদক দ্রব্য হয় তাহাও গণ্য।

বৃটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে যে আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, কিম্বা বৃটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে স্থানে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হইলে উহার উপর আবকারি মাসুল আদায় করা হয় না সেই স্থানে যে আবকারী মাসুল-যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, "ভিন্নদেশীয় আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য" বলিলে তাহা বুঝাইবে। (১৮৮১ সাঃ, ৪ আঃ ৩ ধাঃ)।

"গাঁজলা শরাব" শব্দের মধ্যে সকল প্রকারের যবসুরা, ও টাটকা কি গাঁজলা তাড়ী, ও মিশ্রিত বা অমিশ্রিত পচুই, অন্য যে প্রকারের মাদক শরাব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এই শব্দের অর্থের মধ্যে আইসে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও গণ্য।

"মাদক দ্রব্য" শব্দের মধ্যে গাঁজা, ভাঙ্গ, বা সিদ্ধি, চরস, ও তাহা দিয়া প্রস্তুত ও মিশ্রিত সকল দ্রব্য ও অন্য যে যে প্রকারের মাদক দ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এই শব্দের অর্থ মধ্যে আইসে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও গণ্য।

যিনি যৎকালে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হন কিম্বা ঐ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, "স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট" শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে।

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা জানিতে হইবে।

উগ্র যে শরাব ভারতবর্ষে আমদানী হয় বা চোয়াইবার কোন নিয়মানুসারে ভারত-বর্ষের মধ্যে চোয়ান যায় তাহাও "উগ্র শরাব" শব্দের মধ্যে গণ্য।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট যে সীমার মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতাপন্ন হন, সেই সীমার অন্তর্গত সকল স্থান "কলিকাতা নগর" শব্দের মধ্যে গণ্য।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে কলিকাতা নগর স্বতন্ত্র জিলা বলিয়া জ্ঞান (করিতে) হইবে।

'লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুত কারী" শব্দে এই আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী বুঝাইবে। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ২ ধাঃ)।

"তাড়ী শব্দে তালজাতীয় কোন বৃক্ষের রস বুঝাইবে। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ২ ধারাঃ)।

৫ ধারা —কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে আবকারি মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবে না, বা মাদক দ্রব্য যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এমত কোন গাছের চাষ করিবে না।

৬ ধারা।—কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে যবসুরা চোয়া-ইবার স্থান প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

৭ ধারা।—ইউরোপে ভাটীখানা যেরূপে নির্ম্মাণ হইয়া থাকে ও তাহার কার্য্য যেরূপে চালান যায় কোন ব্যক্তি কোন জিলার মধ্যে তদ্রূপ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে, সেই

জেলার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, কিম্বা কলিকাতা হইতে বিশ মাইলের মধ্যে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিশ মাইলের কম যতদূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে ঐ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, তদ্রূপ ভাটীখানা প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

৮ ধারা।—বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারামতে লাইসেন্স দেওন বিষয়ক ও উক্ত দুই ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার ও যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কার্য্য চালাওন বিষয়ক,

ও তথা হইতে উগ্র ও গাঁজলা শরাব চালান করণ বিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন।

৯ ধারা।—কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া আপন এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব চোয়াইবার ভাটীখানা স্থাপিত করিতে পারিবেন,

ও কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র না থাকিলে যে যে সীমার মধ্যে সেই ভাটীখানার চোয়ান মদিরা ভিন্ন কোন মদিরা আনিতে বা বিক্রয় করিতে না পারিবে ও ঐ ভাটীখানা ছাড়া কোন ভাটীখানায় ভাটী প্রস্তুত করা যাইতে কি তাহার কার্য্য চালান যাইতে কি উগ্র শরাব চোয়ান যাইতে না পারিবে, তিনি সময়ে সময়ে এমত সীমা নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ও পূর্ব্বোক্তমতে স্থাপিত কোন ভাটীখানা উঠাইয়া দিতে পারিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ৭ ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানায় দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব চোয়াইবার লাইসেন্স যে দিতে পারিবেন না, এই ধারার কিম্বা ৭ ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ বুঝিতে হইবে না।" (১৮৮১ সাঃ, ৪ আঃ, ৪ ধাঃ)।

১০ ধারা।—বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহার পূর্ব্ব ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার কার্য্য চালাওন বিষয়ক, ও ঐ ঐ ভাটীখানার উগ্র শরাব চোয়াইবার নিয়ম বিষয়ক, ও তথা হইতে ঐ মদিরা চালান করণ ও লওন বিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন।

১০-ক ধারা।—কোন ব্যক্তি উগ্রশরাব প্রস্তুত করিবার ভাটীর লাইসেন্স না পাইলে ঐরূপ কোন ভাটী রাখিবেন না। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৩ ধাঃ)।

১১ ধারা।—কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে আবকারি মাশুল যোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না। [ইহার সহিত ১৮৬৬ সাঃ, ৬ আঃ, (B. C.), ৩৬ ধারা দেখা আবশ্যক।]

১২ ধারা।—যাঁহারা উগ্র ও গাঁজলা শরাব খোকে বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন তাঁহাদের ঐ প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত তত টাকা দিতে হইবে।

লাইসেন্স যে জেলায় দেওয়া যায় কেবল সেই জেলায় প্রবল থাকিবে।

কিন্তু যাঁহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য করেন তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে জেলায় যান সেই সেই জেলার নিমিত্ত নূতন নূতন লাইসেন্স না লইয়া বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে যে যে বিধি ও যে যে সীমা নির্দ্ধার্য্য করেন সেই সেই বিধি ও সেই

সেই সীমানুসারে সেই সেই জেলায় থোকে বিক্রয় করিবার অনুমতি সূচক সাধারণ একই লাইসেন্স পাইতে পারিবেন।

১৩ ধারা।—যাঁহারা আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের কিম্বা বাহির ভাটীখানা স্থাপন করিবার ও তৎস্থানে চোয়ান মদিরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে যে ফী কি মাসুল নির্দ্ধারিত হয়, কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যে প্রকারে আজ্ঞা করেন ও যে বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন, সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে যে ফী কি যে মাসুল নিরূপণ করা যায়, উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিদিগকে সেই ফী কি মাসুল দিতে হইবে।

ঐ ফী কি মাসুল ঐ লাইসেন্সে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং বোর্ডের সাহেবেরা যে যে সময় নিরূপন করেন, সেই সেই সময়ে দেওয়া যাইবে।

১৪ ধারা।—কোন জেলায় অত্যল্প গাঁজলা তাড়ীর ব্যবহার হইয়া থাকিলে তৎসম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাড়ী বিষয়ে এই আইনের বিধান সকলের প্রচলন স্থগিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও উক্ত কোন জেলায় লাইসেন্স বিনাও তাড়ী নিকটে রাখা ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

১৫ ধারা।—আবকারি মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিম লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রেয় হইলে, তাহা থোকা বিক্রয় এবং অন্য কোন পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা খুচরা বিক্রয় বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু বোর্ড সময়ে সময়ে বিধিক্রমে আবকারি মাসুল যোগ্য কোন দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া কোন অধিকতর পরিমাণ ধার্য্য করিতে পারিবেন।

"সমুদ্রপথে আমদানী করা উগ্র কি গাঁজলা শরাবের দুই ইম্পিরিয়ল গ্যালন বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত বার বোতল।

"তাড়ী ও পচুই ছাড়া অন্য উগ্র বা গাঁজলা শরাবের এক সের কিম্বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত এক বোতল।

"তাড়ীর কি পচুইর চারি সের। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৪ ধাঃ)।

গাঁজা কি সিদ্ধি কি ভাঙ্গের কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের এক পোয়া।

চরস কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের পাঁচ তোলা।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতা খুচরা বিক্রেয় করিবেন না, ও লাইসেন্স প্রাপ্ত খুচরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিবেন না।

এই ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতার প্রতি উগ্র কি গাঁজলা নানা প্রকারের শরাব সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে বা তাহার ন্যূন পরিমাণে, ও লাইসেন্স প্রাপ্ত খুচরা বিক্রেতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অধিক পরিমাণে, বিক্রেয় করিতে নিষেধ হইল।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে "শরাব সাজান" শব্দে যাহা জানিতে হইবে বোর্ডের সাহেবেরা বিধি প্রণয়ন করিয়া ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে মাদক দ্রব্য শব্দের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে যে দ্রব্য গণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেই সেই দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় বলিয়া যাহা জ্ঞান হইবে বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা।—গাঁজা কি ভাঙ্গ যে গাছে হয় সেই গাছের চাষী ঐ গাছ কি তাহা হইতে উৎপন্ন গাঁজা কি ভাঙ্গ, কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র বা লাইসেন্সের দ্বারা নিয়মিতরূপে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবেন না।

১৭ ধারা।—কোন ব্যক্তি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা না হইলে, কিম্বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাকে আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য যোগাইবার ক্ষমতা নিয়মমতে প্রাপ্ত না হইলে, ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক, কিম্বা উক্ত কোন দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন সেই পরিমাণের অধিক ঐরূপ দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৫ ধাঃ)।

১৭-ক ধারা।—যে উগ্র ও গাঁজলা শরাব সমুদ্রপথে আমদানী করা যায় ও কেবল ব্যক্তি বিশেষের ভোগ ও ব্যবহারের নিমিত্ত রাখা হয়, বিক্রয়ের নিমিত্ত নয়, তদ্ভিন্ন কোন ভিন্ন-দেশীয় আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বোর্ড স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে,

(১) ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট জেলায় বা ভূখণ্ডে কোন পরিমাণে উক্ত ভিন্ন দেশীয় মাসুলযোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখা একেবারে নিষিদ্ধ, কিম্বা

(২) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঐ দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে না। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের, কিম্বা এতদর্থে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের, প্রদত্ত লাই-সেন্সের বলে ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দ্রব্য রাখা যাইতে পারিবে। বোর্ড সময়ে সময়ে বিহিত বোধ করিলে ঐ লাইসেন্সের নিমিত্ত যে ফী বা মাসুল দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন। (১৮৮১ সাঃ, ৪ আঃ, ৫ ধাঃ)।

১৮ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উগ্র শরাবের বা গাঁজলী শরাবের (১৮৯০ সাঃ, ১৩ আঃ, ৬ ধাঃ) উপর সময়ে সময়ে যে হার (rate) স্থির করিয়া দিবেন (১৮৮৫ সাঃ, ৯ আঃ, ২ ধাঃ), সেই হারে মাসুল না দেওয়া গেলে, কিম্বা সেই মাসুলের নিমিত্ত বণ্ড লিখিয়া দেওয়া না গেলে, কোন ভাটীখানা চোয়াইবার স্থান (browery) [১৮৯০ সাঃ, ১৩ আঃ, ৬ ধাঃ] হইতে কিম্বা তৎসংক্রান্ত গুদাম হইতে কোন উগ্র শরাব বাহির করিয়া লওয়া যাইবে না।

মাসুল দিয়া কিম্বা বণ্ড লিখিয়া দিয়া যে সকল উগ্র বা গাঁজলা (১৮৯০ সাঃ, ১৩ আঃ, ৬ ধাঃ) শরাব বাহির করিয়া লওয়া যায়, কালেক্টর সাহেব তাহার ছাড়পত্র দিবেন।

ঐ মদ যে পরিমাণের ও যে প্রকারের হয়,
ও যে স্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবে,
ও তাহার যত টাকা মাসুল,
ও যে ব্যক্তির নিকট পঁহুছাইয়া দিতে হইবে,
ও তাহার মাসুল গেল কি মাসুলের, বণ্ড দেওয়া গেল।
ও ছাড়পত্র যত দিন প্রবল থাকিবে।
ঐ ছাড়পত্রে এই সকল কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

১৯ ধারা।—বৃটন্নীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারতবর্ষের কোন স্থানে কিম্বা "বৃটিশ ভারতবর্ষের যে স্থানে উগ্র বা গাঁজলা (১৮৯০ সাঃ, ১৩ আঃ, ৭ ধাঃ) শরাব চোয়ান গেলে উহার উপর আবকারি মাসুল আদায় করা হয় না সেই স্থানে" (১৮৮১ সাঃ, ৪ আঃ, ৬ ধাঃ)।

উগ্র বা গাঁজলা (১৮৯০ সাঃ, ১৩ আঃ, ৭ ধাঃ) শরাব চোয়ান গিয়া এই আইন যে দেশের প্রতি খাটে সেই দেশের সীমাফল পার হইলেই, ইহার পূর্ব্ব ধারায় উগ্র শরাবের উপর যে মাসুল ধার্য্য হইল ঐ উগ্র শরাবের উপর সেই মাসুল লওয়া যাইবে।

১৯-ক ধারা।—এই আইন যে দেশে বর্ত্তে তাহার সীমার বাহিরে স্থাচয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যে যে আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসম্বন্ধে যে যে নিয়মের অধীনে ঐ ঐ দ্রব্য আমদানী করা যাইতে পারিবে সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে এবং ঐ ঐ দ্রব্যের উপর পূর্ব্বে মাসুল লওয়া না গেলে যে যে নিয়মের অধীনে তাহা উক্ত সীমার মধ্যে আমদানী ও বণ্ড করা যাইতে পারিবে সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে বোর্ড সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৬ ধাঃ)।

২০ ধারা।—কোন জেলায় কিম্বা জেলার কোন ভাগে কোন আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য কি তন্মধ্যে কোন দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিয়া যে মাসুল আদায় হইতে পারে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের অনুমতিক্রমে সেই মাসুল ইজারা দিতে পারিবেন।

২১ ধারা —বোর্ডের সাহেবেরা এই এই বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—
যাঁহারা ইজারা লইতে চাহেন তাঁহারা যত দিবেন ইহার পত্র লিখিয়া দিতে বলিবারও তাহা গ্রাহ্য করিবার বিধি।

ইজারদারদের করার অনুসারে নিয়মমতে কার্য্য করিবার জামিন লওনের বিধি।

পাট্টা লিখিবার বিধি।

উক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন হইলে ঐ পাট্টা বাতিল হইতে পারিবে।

২২ ধারা।—আবকারি মাসুল যোগ্য কোন দ্রব্যের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহা ইজারা দেওয়া গেলে, ইজারাদার আপন ইজারার সীমার মধ্যে ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুতকারীদের ও বিক্রেতাদের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত চাহেন করিতে পারিবেন।

ও তদ্রূপ কোন দ্রব্য বে-আইনীমতে প্রস্তুত কি বিক্রয় করণ কি নিকট রাখন হেতুক ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে যে অর্থদণ্ডের বিধান হইল, কোন ব্যক্তি ইজারদারের স্থানে লাইসেন্স বা ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে বা নিকটে রাখিলে তাঁহার সেই সেই অর্থদণ্ড হইবে।

২৩ ধারা।—উক্ত প্রত্যেক ইজারাদার যে সকল লাইসেন্স দেন তাহার নির্ঘণ্টপত্র বোর্ডের সাহেবদের নির্দ্ধারিত পাঠে লিখিয়া কালেক্টরী কাছারীতে টাঁাথিয়া রাখিবেন।

কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রকারের কোন ইজারার বন্দোবস্ত করণের পূর্ব্বে বোর্ডের অনুমতি লইয়া পাট্টা দেওন সম্পর্কীয় যে যে নিষেধের বা সীমা অবধারণের নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। এই আইনমতে যে পাট্টা দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া তাহা বাতিল করিতে কিম্বা পাট্টার মিয়াদের মধ্যে ইজারাদারের উপর নিষেধসূচক কোন নূতন নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ইজারাদারের দ্বারা পাট্টার নিয়ম ভঙ্গ হওয়ার কারণ ভিন্ন কোন কারণে পাট্টা বাতিল করা গেল, কিম্বা পাট্টার মিয়াদ চলন সময়ে লাইসেন্স দেওন বিষয়ক কোন নিষেধ কি সীমা অবধারণে নিয়ম করা গেল, তদ্দ্বারা ইজারাদারের যে হানি হয় তাহার প্রতিকার স্বরূপ বোর্ডের সাহেবেরা যত দেওয়া উচিত বোধ করেন তাহার ততই পাইবার অধিকার থাকবে।

২৫ ধারা।—প্রজাদের স্থানে জমীদারের ও ভূমির ইজারাদারের বাকী খাজনা আদায়

করিবার আইনমতে যে উপায় ও যে কার্য্যপ্রণালী আছে, আবকারি রাজস্বের প্রত্যেক ইজারাদারও সেই উপায়ে ও সেই কার্য্য প্রণালীমতে অনুমতিপ্রাপ্ত বিক্রেতার নিকট আপনার প্রাপ্য বাকী ফী কি মাসুল আদায় করিতে পারিবেন।

২৬ ধারা।—কোন ব্যক্তি এই আইনমতে লাইসেন্স গ্রহণ করিলে, তিনি কালেক্টরের আদেশ পাইলে (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৭ ধাঃ) সেই লাইসেন্সের মর্ম্মানুযায়ী কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেন ও কালেক্টর সাহেব তাহার করার মতে কর্ম্ম করিবার যে জামিন চাহেন তাহা দিবেন, কিম্বা জামিনের পরিবর্ত্তে যত টাকা আমানৎ করিতে বলেন করিবেন।

[১৮৯০ সাঃ, ১৩ আঃ, ২ ধাঃ দ্বারা ১৮৮১ সাঃ ৪ আইনে ৭-ক ধারা নূতন বসান হইয়াছে। এখানে উহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই।]

২৭ ধারা।—বোর্ডের সাহেবেরা প্রকারান্তরের বিশেষ অনুমতি না দিলে প্রত্যেক লাইসেন্স কেবল এক বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে, ও লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির সেই কার্য্য করিতে থাকিবার অনুমতি হইলে বৎসর বৎসর তাহা দাঁড়ামত নূতন করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহা নূতন করিয়া না লইবার মনস্থ করিলে বৎসরের অবসানের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে ১৫ দিন থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে তাঁহার সেই মনস্থের নোটিষ দিতে হইবে।

ঐ নোটিষ না দেওয়া গেলে ও কালেক্টর সাহেব সেই লাইসেন্স রহিত না করিলে উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির যে লাইসেন্স আছে ও তিনি যে কবুলিয়ত দিলেন কালেক্টর সাহেব যত দিন উচিত বোধ করেন, তাহা দাঁড়ামতে নূতন করিয়া লওনের ন্যায় তত দিন প্রবল থাকিবে।

২৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনমতে দত্ত সকল লাইসেন্স লিখিবার পাঠের ও নিয়মের বিধান করিতে পারিবেন।

২৯ ধারা।—লাইসেন্সে যে ফী কি মাসুল নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা নিয়মমতে না দেওয়া গেলে, কি লাইসেন্সের অন্য যে কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে কিম্বা ফৌজদারী যে অপরাধ হইলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির এমত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে ঐ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সমতে কালেক্টর সাহেবকে অগ্রিম যে ফী কি মাসুল দিয়া থাকেন তাহার কোন অংশ তাহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার নাই।

কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন কোন কারণে লাইসেন্স বাতিল করিতে চাহিলে, তিনি ১৫ দিন থাকিতে লিখিয়া (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৮ ধাঃ) নোটিষ দিয়া ১৫ দিনের ফীর কি মাসুলের তুল্য-টাকা ক্ষমা করিবেন, কিম্বা ঐরূপ (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৮ ধাঃ) নোটিষ না দিলে তাঁহার নোটিষ না দেওয়াতে যে হানি হয় কমিশনর সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যত টাকার আজ্ঞা করেন তিনি হানি পূরণস্বরূপ আর তত টাকা দিবেন।

তদ্রূপ সকল স্থলে যে ফী কি মাসুল অগ্রিম দেওয়া গেল তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

[১৮৯০ সাঃ, ১৩ আঃ, ৩ ধাঃ দ্বারা ১৮৮১ সাঃ, ৪ আইনের ৮ ধারার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন দেখা আবশ্যক।]

৩০ ধারা।—লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা ১৫ দিন থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে লিখিয়া (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ৯ ধাঃ) নোটিস দিয়া ও লাইসেন্স অনুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে হয় তদতিরিক্ত ১৫ দিনের ফীর কি মাসুলের তুল্য টাকা দিয়া আপনার লাইসেন্স ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

৩১ ধারা।—আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয়, তাহা আয় করণের অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার সামান্যতঃ জেলার কালেক্টর সাহেবদের প্রতি বর্ত্তিবে, তাঁহারা কমিশনর সাহেবদের ও বোর্ডের সাহেবদের কর্ত্তৃত্ব ও আজ্ঞার অধীনে তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

ও কালেক্টর সাহেবেরা যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন তাহার উপর আপীল হইলে বা না হইলেও কমিশনর সাহেবেরা তাহার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

কালেক্টর কমিশনর সাহেবেরা যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন বোর্ডের সাহেবেরা তাহার ও তদ্রূপ পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

৩২ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন জেলায় কি স্থানে আবকারি রাজস্বের কিম্বা আবকারি রাজস্বের কোন শাখার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও এই আইনে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল, তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলার কি স্থানে, কিম্বা আবকারি রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতাসতে কার্য্য করিবেন, ও সেই নিয়োগ যত দিন প্রবল থাকে তত দিন কালেক্টর সাহেব ঐ জেলার কি স্থানের কিম্বা আবকারি রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই শক্তি ও ক্ষমতাসতে আর কার্য্য করিবেন না।

৩৩ ধারা।—কোন এক কি কয়েক জেলায় যে কার্য্যকারকেরা আবকারি রাজস্বের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করণার্থে ও তাঁহাদিগকে আদেশ দেওনার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক কি কয়েক জন কমিশনরকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকেও নিযুক্ত করা গেলে, এই আইনে রাজস্বের কমিশনরদের প্রতি যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল ঐ ঐ জেলার মধ্যে ঐ আবকারি কমিশনর সেই সেই শক্তি ও ক্ষমতাসতে কার্য্য করিবেন ও সেই নিয়োগ যত দিন প্রবল থাকে তত দিন রাজস্বের কমিশনর সাহেব ঐ বা ঐ ঐ জেলায় সেই সেই শক্তি ও ক্ষমতাসতে আর কার্য্য করিবেন না।

৩৪ ধারা।—আবকারি রাজস্ব আদায় করণার্থে ও মাসুল এড়ান নিবারণার্থে যে যে কার্য্যকারকের আবশ্যক কালেক্টর সাহেবেরা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারবেন; ও আপন আপন পদ সম্পর্কীয় নাম ভিন্ন ঐ কার্য্যকারকদিগকে "আবকারি কার্য্যকারক" নামেও বলা যাইবে।

৩৫ ধারা।—লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে তাড়ী যে প্রকারে যোগাইয়া দেওয়া যাইবে বোর্ডের সাহেবেরা ইহার বিধান করিতে পারিবেন ও যাঁহারা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত গাঁজা কি ভাঙ্গ কি সিদ্ধি কি চরস ক্রয় করেন কি চালান কি সঞ্চয় করিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে লাইসেন্স কি ছাড়পত্র দিবার বিধি করিতে পারিবেন।

আরও সেই সেই মাদক দ্রব্যের উপর মাসুল নিশ্চিতরূপে পাইবার নিমিত্ত যদ্রূপ

তত্ত্ববিধান করা আবশ্যক জ্ঞান হয়, বোর্ডের সাহেবেরা ঐ ঐ দ্রব্যজনক গাছের চাষ ও ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চয় করিয়া রাখন কার্য্য এমত তত্ত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন।

৩৬ ধারা।—এই আইনমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহার নিমিত্ত কোন ফী কি মাসুল বাকী পড়িলে কি আবকারি রাজস্বের কোন ইজারদারের বাকী পড়িলে,

যাহার যে বাকী থাকে কালেক্টর সাহেব নিজ তাঁহার কি তাঁহার জামিনের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া, "কি ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালীমতে, ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবেন।"

["কথাগুলি ১৮৮৩ সাঃ, ৭ আঃ (B. C.), ৩ ধারার দ্বারা রদ করা হয়, কিন্তু ঐ আইনটি ১৮৯৫ সাঃ, ১ আঃ (B. C.), দ্বারা রদ হইয়াছে।]

৩৭ ধারা।—লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ভাটীদার কি খুচরা বিক্রেতা যে দোকানের কি বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা শরাব চোয়ান কি আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করেন, কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানাক্রমে পেয়াদার উর্দ্ধ শ্রেণীর আবকারি কোন কার্য্যকারককে দিনে বা রাত্রিতে কোন সময়ে সেই ঘরে কি দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিবার এবং আবকারি অন্য কোন কার্য্যকারককেও কেবল দিনে তদ্রূপে প্রবেশ করিয়া দেখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৩৮ ধারা।—আবকারি মাসুল যোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জব্দ হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তি তাহা লইয়া যাইতেছে এমত সময়ে কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানা-ক্রমে আবকারি কোন কর্ম্মকারকের প্রতি তাঁহাকে থামাইয়া আটক রাখিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ও উক্ত প্রকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন আবকারি কার্য্যকারক ঐ ঐ দ্রব্য ধৃত করিতে ও যে ব্যক্তির নিকট তাহা পাওয়া যায় তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

৩৯ ধারা।—কোন ব্যক্তির নিকট লাইসেন্স বিনা ভাটী কি ৭৫ ধারামতে জব্দ হইবার যোগ্য আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য থাকিলে, কি কোন ব্যক্তি আবকারি মাসুলযোগ্য তদ্রূপ দ্রব্য বে-আইনমতে প্রস্তুত বা বিক্রয় করণে লিপ্ত থাকিলে, পেয়াদা হইতে উচ্চ শ্রেণীর কোন আব-কারি কার্য্যকারক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে ও ঐ ভাটি ও উক্ত সকল দ্রব্য ও সেই দ্রব্য প্রস্তুত করণের সকল মাল মশালা ধৃত করিয়া লইতে পারিবেন।

৪০ ধারা।—আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য কোন স্থলে বে-আইনী মতে প্রস্তুত করা যাইতেছে,

কিম্বা আবকারি মাসুল যোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য এমত দ্রব্য কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে,

কোন ব্যক্তির স্থানে সন্ধান পাইয়া পেয়াদা হইতে উচ্চ শ্রেণীর কোন আবকারি কার্য্য-কারকের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে (সেই সন্ধান লিখিয়া লওয়া যাইবে),

সেই কার্য্যকারক, সর্ব্বদাই কর্পরাল বা হেড কনষ্টবলের অনধীন শ্রেণীর পুলিষের কোন কার্য্যকারকের সাক্ষাতে, উক্ত কোন ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ও বাধা দেওয়া গেলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে ও তাঁহার প্রবেশ করিবার বাধাজনক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

এবং সেই প্রস্তুতকরণ কার্য্যে যে সকল ভাটীর ও সরঞ্জামের ব্যবহার হয় তাহা ও আবকারি মাসুলযোগ্য উক্ত সকল দ্রব্য ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

ও সেই ঘরের কি নৌকার কি স্থানের দখলিকারককে ও ঐ প্রস্তুতকরণ কিম্বা দ্রব্য রাখন কি গোপনকরণ কার্য্যে অন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে, তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা।—ইহার পূর্ব্ব দুই ধারাক্রমে আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য ধৃত ও অন্বেষণ করিবার এবং তাহা যে ব্যক্তিদের অধিকারে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করণের যে সকল ক্ষমতা আবকারি কর্ম্মকারকদের প্রদান করা গিয়াছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পুলিষ কষ্টম ও রাজস্ব কয়বিভাগের কার্য্যকারকদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিদের প্রতিও সেই সেই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্ত সকল কর্ম্মকারক তদ্রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে এই আইনের মর্ম্মানুসারে আবকারি কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪২ ধারা —কলিকাতা নগরে পুলিষের কমিশনর সাহেব এতৎকার্য্যপক্ষে পুলিষের যে কর্ম্মকারকদিগকে বিশেষমতে মনোনীত করেন, তাঁহারাও উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

এবং আবকারি কর্ম্মকারকদের নামে পরওয়ানা দেওন বিষয়ে যে যে ক্ষমতা এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি অর্পিত হইল উক্ত নগরে পূর্ব্বোক্তমতে মনোনীত পুলিষের কর্ম্মকারকদের নামে পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ে সেই সেই ক্ষমতামতে পুলিষের কমিশনর সাহেবও কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কালেক্টর সাহেব পুলিষের কোন কর্ম্মকারকের নামে পরওয়ানা দিবেন না ও পুলিষের কমিশনর সাহেব কোন আবকারি কর্ম্মকারকের নামে পরওয়ানা দিবেন না।

৪৩ ধারা।—কলিকাতা নগরের কি সহরতলীর কি হাবড়ার অন্তর্গত কিমীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা (chemist or druggist) কি ঔষধ প্রস্তুতকারক (apothecary) কি ঔষধালয়ের রক্ষক (keeper of a dispensary) সূর্য্যাস্ত কি সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে আপনার ব্যবসায়ের বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজালা যে মদিরার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত হয় নাই এমত মদিরা পান করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন, কোন আবকারি কার্য্যকারকের কিম্বা পুলিষের পেয়াদার কি কনেষ্টবলের উর্দ্ধশ্রেণীর কোন কার্য্যকারকের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে

তিনি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরাব ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

ও বাধা দেওয়া গেলে, দ্বার ভাঙ্গিয়া ও উক্তমতে প্রবেশ ও ধৃত করিবার বাধাজনক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিয়া

ঐ বাটীর স্বামীকে কি দখলিকারকে ও সেই শরাব বে-আইনীমতে পান করিবার কার্য্যে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের সকলকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা।—আবকারি কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

করিলে, কিম্বা কোন বিষয় ধৃত করিলে, কিম্বা কোন স্থানে অন্বেষণ করিলে, তিনি তৎপরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পদ সম্পর্কে আপন উচ্চ কার্য্যকারকের নিকট ঐ ব্যাপারের সকল বৃত্তান্তের বিস্তারিত রিপোর্ট করিবেন, ও কালেক্টার সাহেবের পরওয়ানাতে ঐ কার্য্য না করিয়া থাকিলে, সাধ্যমতে ত্বরায় ঐ ধৃত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে, কিম্বা কলিকাতা নগরে সেই ব্যক্তিকে কিম্বা সেই দ্রব্য ধৃত বা অন্বেষণ করা গেলে, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবেন।

৪৫ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক কলিকাতা নগরের মধ্যে এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য ধৃত করিলে কি অন্বেষণ করিলে তিনি তৎপরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলিষ কমিশনর সাহেবের নিকট সকল বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন, ও গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে ও ধৃত দ্রব্য সুবিধামতে ত্বরায় প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইবেন ও পুলিষের কমিশনর সাহেব তৎকালে কালেক্টর সাহেবকে ঐ ব্যক্তির গ্রেপ্তার ও দ্রব্য ধৃত হওয়ার ও ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্তের সন্ধান জানাইবেন।

৪৬ ধারা।—কালেক্টর সাহেব লিখিত সন্ধান পাইয়া কিম্বা অন্য কোন মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বে-আইনীমতে আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া, কিম্বা তাঁহার নিকট ৭৫ ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন দ্রব্য আছে বলিয়া জ্ঞান করিলে, তিনি সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা।—কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য বে-আইনীমতে প্রস্তুত করা যাইতেছে কিম্বা এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন দ্রব্য রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে, কালেক্টর সাহেবের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তিনি সেই ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

করপরাল বা হেডকনষ্টবলের অনধীন শ্রেণীর কোন কার্য্যকারক ৫০ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ পরওয়ানা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৪৮ ধারা।—কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কি কোন দ্রব্য ধৃত করা গেলে কালেক্টর সাহেব যদ্রূপ তদারক করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিলে পর ঐ গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে কিম্বা ঐ ধৃত দ্রব্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট, কিম্বা সেই ব্যক্তি কি দ্রব্য কলিকাতা নগরে ধৃত হইয়া থাকিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন, কিম্বা সেই ব্যক্তিকে কি সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

৪৯ ধারা।—কালেক্টর সাহেব কিম্বা আবকারি কর্ম্মকারক যে লোকদিগকে পেয়াদাদের জিম্মায় চালান করেন, তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে, উক্ত প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

৫০ ধারা।—এই আইনের বিধানের বিপক্ষে, কিম্বা এই আইনমতে প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, আবকারি মাসুল যোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে, তাহা বিক্রয়করণ সময়েই ধৃত হইয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা যাইতে পারিবে।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে, যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদ্রূপ কার্য্য হইবার আদেশ করেন তাহা লইয়া তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে।

৫১ ধারা।—আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্য বে-আইনীমতে কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে এমত অনুভব করিবার কারণ থাকিলে, ঐ পরওয়ানা জারী করিতে যে আমলার হাতে দেওয়া যায় তিনি কলিকাতা ভিন্ন সকল স্থানে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮৪ ও ৩৮৫ ও ৩৮৬ ধারার বিধানমতে, ও উক্ত নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক আইনের ১৬৪ ও ১৬৫ ও ১৬৬ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন। (অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের কার্য্যবিধি আইনের—৪৮, ৫২, ১০২, ১০৩ ধারামত)।

৫২ ধারা।—পুলিষের সকল কর্ম্মকারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে আবকারি কর্ম্মকারকেরা নোটীষ দিলে বা প্রার্থনা করিলে এই আইনের বিধান উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে তাঁহাদের সাহায্য করেন।

৫৩ ধারা।—কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না পাইয়া আবকারি মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে, তদ্রূপ প্রত্যেক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করায় তাঁহার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় যাহা কেবল নমুনাস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতারা এমন অল্প পরিমাণের যে বীয়ার কি ওয়াইন কি উগ্র শরাব বিক্রয় করেন, সে অল্প বিক্রয়ের প্রতি;

যে যে নিয়মানুসারে খুচরা বিক্রেতাদিগকে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায় সেই সেই নিয়মের প্রতি, কিম্বা গুড় কি কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত যে দ্রব্য যোগাইয়া দেওয়া বা ব্যবহার করা হয় তাহার বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১১ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ১০ ধাঃ)।

৫৪ ধারা।—যে যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া, সেই সেই গাছের চাষ করিলে, কিম্বা উক্ত বে-আইনীমতে চাষ করণ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিলে তাঁহার ৫০০ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও তদ্রূপে যে গাছের চাষ হয় তাহাও ধৃত ও জব্দ হওয়ার যোগ্য হইবে।

৫৫ ধারা।—কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া ইউরোপীয় নিয়মমতে ভাটীখানা কি যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করিলে কি তাহার কার্য্য চালাইলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড ও তদ্রূপ কোন ভাটীখানায় কি যবসুরা চোয়াইবার গুদামে যে সকল মদিরা চোয়ান যায় ও চোয়াইবার নিমিত্ত যে সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে।

৫৬ ধারা।—ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত করা যায় ও যাহার কার্য্য চালান যায় লাইসেন্স প্রাপ্ত এমত ভাটীখানার কি যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কোন মালিক কি অধ্যক্ষ ৮ ধারাক্রমে বোর্ডের নির্দ্ধারিত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে, উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫৭ ধারা।—ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত হয় ও যাহার কার্য্য চালান যায়, উগ্র কি গাঁজলা যে শরাবের উপর মাসুল দেওয়া যায় নাই কিম্বা যাহার মাসুলের বণ্ড লিখিয়া দেওয়া যায় নাই কিম্বা উক্ত প্রকারের যে শরাবের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ছাড়পত্র দেন নাই, কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত সেই ভাটীখানা হইতে কি যবসুরা চোয়াইবার কোন স্থান হইতে এমত শরাব, কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া গেল তাহার অধিক পরিমাণের শরাব

লইয়া গেলে কি লইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫৮ ধারা।—৯ ধারামতে যে ভাটীখানা স্থাপিত হয়, কোন ব্যক্তি ছাড়পত্র বিনা সেই ভাটীখানা হইতে কোন উগ্র শরাব কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া যায় তাহার অধিক পরিমাণের শরাব লইয়া গেলে কি লইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিশেষ ছাড়পত্র না পাইয়া ঐ ভাটীখানার চোয়ান উগ্র মদিরা ব্যবহার করিবার নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে অন্য স্থানের চোয়ান ঐ মদিরা আনিলে কিম্বা আনিতে উদ্যোগ করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ১৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (১৮৮১ সাঃ, ৪ আঃ, ৭ ধাঃ)।

৫৯ ধারা।—এই আইনমতে যে ব্যক্তি মদিরা চোয়ান কি বিক্রয় করেন, তিনি কোন আবকারি কার্য্যকারকের আদেশমতে আপনার লাইসেন্স না দেখাইলে, কিম্বা এই আইনে আপন লাইসেন্সের কোন নিয়ম ভঙ্গ করণ সূচক যে ক্রিয়ার অন্য বিধান নাই এমত ক্রিয়া করিলে, কিম্বা ইহার পূর্ব্বের ধারার বিধানগত স্থল ভিন্ন কোন স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক ১০ ধারামতে বোর্ডের প্রণীত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীর কি অন্য ব্যক্তির কোন দোষ কি অমনোযোগ হেতু ঐ নিয়ম ভঙ্গ হইলেও ঐ প্রস্তুতকারকের কি বিক্রেতারই স্থানে ঐ অর্থদণ্ড আদায় হইতে পারিবে।

৬০ ধারা।—লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন খুচরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে ও থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি খুচরা বিক্রয় করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনের বিধান মানিয়া এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথাক্রমে একই ব্যক্তিকে থোকে ও খুচরা উভয় প্রকারে বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওনের নিষেধ নাই।

কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় যাহা কেবল নমুনা স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতারা এমত অল্প পরিমাণের যে বীয়ার কি ওয়াইন কি উগ্র শরাব বিক্রয় করেন, তৎপ্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা বর্ত্তিবে না। (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ১১ ধাঃ)।

৬১ ধারা।—১৫ ধারায় আবকারি মাসুল যোগ্য যে দ্রব্যের কিম্বা তাহা লইয়া প্রস্তুত কি তাহাতে মিশ্রিত যে দ্রব্যের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল কিম্বা ঐরূপ কোন দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন (১৮৮৩ সাঃ, ১ আঃ, ১২ ধাঃ, ঐ দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্রেতাদের নিকট ঐ ঐ দ্রব্য যোগাইয়া দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এতৎ কার্য্য পক্ষে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের ছাড়পত্র বিনা তাহার অধিক পরিমাণের সেই দ্রব্য নিকট রাখিলে, তাঁহার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি বিক্রয় করণের অভিপ্রায় ভিন্ন নিজ ভোগ ও ব্যবহারের জন্য সমুদ্রপথে আমদানী উগ্র শরাব নিকটে রাখিলে (১৮৮১ সাঃ ৪ আঃ ৮ ধাঃ,) কিম্বা সাধারণ বাহক বা গুদাম

ওয়ালা স্বরূপ তাহা নিকটে রাখিলে (১৮৮৩ সাঃ ১ আঃ ১২ ধাঃ,) তাহার প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১৭ ধারার কোন কথা বর্ত্তে না।

৬১-ক ধারা।—কোন ব্যক্তি ১৭-ক ধারামতে প্রচারিত জ্ঞাপনপত্র না মানিয়া ভিন্ন দেশীয় আবকারি মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিকটে রাখিয়াছে কিম্বা উক্ত জ্ঞাপনপত্রে কোন আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ রাখিবার অনুমতি আছে তদধিক রাখিয়াছে, দৃষ্ট হইলে, তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে (১৮৮১ সাঃ ৪ আঃ ৯ ধাঃ)।

৬২ ধারা।—গাঁজলা শরাব নিকট রাখনের বিষয়ে ৬১ ধারার যে যে বিধানের সম্পর্ক থাকে, গুড় কি কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায় কি ব্যবহার হয় তাহা রাখনের প্রতি ঐ ঐ বিধান খাটে না।

এবং মাদকদ্রব্য নিকট রাখনের বিষয়ে ঐ ধারার বিধানের যতদূর সম্পর্ক থাকে, সেই দ্রব্য যে গাছে জন্মে এই আইনমতে সেই গাছের চাষ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট সেই দ্রব্য থাকিলে, এই এই বিধান তাহার প্রতি খাটে না।

৬৩ ধারা।—পরন্তু উক্ত কোন চাষা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা ভিন্ন কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র কি লাইসেন্স ক্রমে ক্রয় করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত গাছ কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে কি দিলে, কিম্বা তাহার অধিকারগত ঐ গাছের মধ্যে কোন গাছের কি তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্যের হিসাব দিতে না পারিলে, তাঁহার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[১৮৮৮ সাঃ ৪ আঃ ২ ধাঃ দ্বারা ৬৪ ধারা রদ হইয়াছে]।

৬৫ ধারা।—কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তহসীলদার কি গোমস্তা কি ভূমির অন্য কার্য্যাধ্যক্ষ লাইসেন্স অপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা প্রস্তুত কি বিক্রয় হইতেছে জানিয়া তুচ্ছ করিলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৬ ধারা।—কলিকাতা নগরের কি সহরতলীর কি হাবড়ার অন্তর্গত কিমীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুতকারক কি ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে আপনার ব্যবসায়ের বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা যে শরাবের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত নাই, এমত শরাব পান করিতে অনুমতি দিলে তাঁহার ও তদ্রূপ যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের কালের মধ্য কোন সময়ে ঐ বাড়ীর মধ্যে ঐ শরাব পান করেন তাঁহার এই কিম্বা অন্য কোন আইনমতে যে দণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত ২০০ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৭ ধারা।—লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা আপনার দোকানের মধ্যে মাতলামী কি দাঙ্গা কি জুয়াখেলা করিতে দিলে, কিম্বা আবকারি মাসুলযোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে কোন পরিদেয় বস্ত্র কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৮ ধারা।—পুলিষের কোন কর্ম্মকারক আবকারি কর্ম্মকারকের সাহায্য করিতে আদেশ পাইলে ও বৈধ কারণ না থাকিতেও তাঁহার সাহায্য করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৯ ধারা।—সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিতেও আবকারি কোন কর্ম্মকারক কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে প্রবেশ কি অন্বেষণ করিলে বা করাইলে কিম্বা এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন আবকারি মাস্থলযোগ্য দ্রব্য ধৃত কি অন্বেষণ করিবার ছলে কষ্টজনকরূপে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ধৃত করিলে, কিম্বা কষ্টজনকরূপে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিলে কি তাঁহার গা তল্লাশী করিলে কি তাঁহাকে ধৃত করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭০ ধারা।—কোন ব্যক্তি বে-আইনীমতে আবকারি মাস্থলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে, যদি আবকারি কোন কর্ম্মকারক ইহা জানিয়াও তাচ্ছল্য করেন, ও স্থানবিশেষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক যদি আপন ক্ষমতাধীন কোন স্থানের মধ্যে লাইসেন্স বিনা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার দোকান স্থাপন করিতে অনুমতি দেন কিম্বা স্থাপনের কথা জানিয়াও তাচ্ছল্য করেন, তবে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার ৫০০ পাচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭১ ধারা।—কোন আবকারি কি পুলিষের কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি দ্রব্য ধৃত কি অন্বেষণ করিলে পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে তাচ্ছল্য করিলে, কিম্বা এই আইনমতে যাহাকে গ্রেপ্তার করা যায় কি বিনানুমতিতে যে দ্রব্য ধৃত হয় তাঁহাকে বা তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিষয় বিশেষে কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বিলম্ব করিলে, উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার ২০০ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭২ ধারা।—এই আইনের বিধানের বিপরীত অপরাধের যে সকল অর্থদণ্ড ধার্য্য হয় ও এই আইনমতে জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া যে সকল দ্রব্য ধৃত হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎসম্পর্কীয় দণ্ড নির্ণয় করিবেন। কিন্তু অপরাধ হওয়ার তারিখ অবধি ইংরাজী পঞ্জিকা গত ছয় মাস গত হইলে পর উক্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন না।

কালেক্টর সাহেব কিম্বা কোন আবকারি কার্য্যকারকের সন্ধানমতে বিচার হইয়া উক্ত সকল অর্থদণ্ডের ও ক্রোক করণের আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পাঁচ ধারার কোন নালিশ হইলে তদ্রূপ সন্ধানের আবশ্যক হইবে না।

৭৩ ধারা।—এই আইন মতে কালেক্টর সাহেবের যে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে তৎসম্পর্কে তাঁহার সম্মুখে খোলা কাছারীতে কোন অবজ্ঞা হইলে, তদ্ধেতু তিনি ২০০ দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

৭৪ ধারা।—যে অপরাধের দুই শত টাকা কি তদধিক দণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তির এই বিধানের বিপরীত এমত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে পর তাঁহার পুনশ্চ সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, ঐ অপরাধের যে দণ্ড ধার্য্য আছে তদতিরিক্ত তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডও হইতে পারিবে; ও দ্বিতীয়বার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর আর যত বার তাঁহার সেই অপরাধ নির্ণয় হয় ততবার প্রথম অপরাধের নির্দ্ধারিত দণ্ডের অতিরিক্ত তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনমতে যে কারাদণ্ড হয়, মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমন আজ্ঞা করেন তেমনি হইবে, তাহা সামান্য বা কঠোর হইতে পারিবে।

৭৫ ধারা।—আবকারি মাশুলযোগ্য যে কোন দ্রব্য এই আইনের বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া প্রস্তুত করা যায় কি কোন ব্যক্তির নিকট থাকে, তৎকার্য্যপক্ষে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সেই সকল দ্রব্য ও তাহা প্রস্তুত করিতে যে সকল সরঞ্জামের ব্যবহার হয় বা ব্যবহার করিবার কল্পনা থাকে তাহা জোক করিতে পারিবেন ও তাহা জব্দ হইবার যোগ্য হইবে। (১৮৮১ সাঃ ৪ আঃ ১০ ধাঃ)।

এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন দ্রব্য ধৃত হইলে তাহা যে পাত্রে ও বস্তায় ও আবরণে থাকে এবং তাহা বহিয়া লওনার্থ যে জন্তুর ও যানবাহনের ব্যবহার হয় তাহাও ধৃত ও জব্দ হইতে পারিবে।

৭৬ ধারা।—জব্দ করা সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যে যে বিধি করেন তদনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতা সমর্পণ করা যাইবে।

৭৭ ধারা।—এই আইনমতে কোন ব্যক্তির আবকারি মাশুলযোগ্য দ্রব্য বে-আইনীমতে প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয় কি ক্রয় করণের কি স্বীয় অধিকারে রাখনের কিম্বা যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় এমত গাছ বে-আইনীমতে চাষকরণের অপরাধ নির্ণয় হইয়া অর্থদণ্ড আদায় হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা আদায় হওয়ার কথা জানাইবেন ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা ঐ অপরাধ প্রকাশ করা যায়, কিম্বা যে দ্রব্য লইয়া অপরাধ হইল যে ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা ধরা যায় কিম্বা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা যায়, কালেক্টর সাহেবদের নির্দ্ধারিত বিধিমতে যে হার উচিত বোধ করেন সেই হারানুসারে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে ঐ দণ্ডের টাকা বাঁটিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও এই আইনমতে কোন কার্য্য দ্বারা কোন ব্যক্তিদের বিরক্তি কি হানি হইলে ঐ টাকা হইতে তাঁহাদের হানিপূরণও করিতে পারিবেন।

৭৮ ধারা।—মোকদ্দমার বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বা পরেও বোর্ডের সাহেবেরা দুই শতের অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা পুরস্কার দিতে পারিবেন; ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা অপরাধ প্রকাশ করা যায় কিম্বা যে দ্রব্য সম্পর্কের অপরাধ হয় তাহা কিম্বা অপরাধীকে যে ব্যক্তিদের দ্বারা ধরা যায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ পুরস্কার যে হারানুসারে বিলি করা উচিত বোধ করেন, তাহার আদেশ দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা।—এই আইনমতে অর্থদণ্ডের যে সকল টাকা আদায় হয় তাহার প্রয়োগ করিবার স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ লইয়া গোয়েন্দাদের পুরস্কার স্বরূপ দেওয়াইতে, কিম্বা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তিদের কষ্ট কি হানি হইলে তাঁহাদের হানিপূরণ স্বরূপ দেওয়াইতে পারিবেন।

৮০ ধারা।—কোন সেনানিবেশ স্থানের সীমার মধ্যে ও তথা হইতে দুই মাইলের মধ্যে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থলে সেই সীমা হইতে আর যতদূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে তৎস্থানের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি না হইলে, আবকারি মাশুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওয়া যাইবে না, ও সেই দ্রব্যের উপর যে মাশুল আদায় হইতে পারে তাহাও ইজারা দেওয়া যাইবে না।

কালেক্টর সাহেবে কি কোন ইজারাদার ঐ সীমার কি দূরত্বের মধ্যে লাইসেন্স দিয়া থাকিলেও উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব আদেশ করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ রহিত করা যাইবে।

৮১ ধারা।—অন্য সকল বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সীমার ও দূরত্বের মধ্যে এই আইনের সকল বিধান সম্পূর্ণ রূপে প্রবল থাকিবে।

৮২ ধারা।—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে এই আইনের সমুদায় বা কোন বিধান হইতে কোন আবকারি মাসুল-যোগ্য দ্রব্য কিম্বা ভিন্নদেশীয় আবকারি মাসুল-যোগ্য দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবেন এবং সময়ে সময়ে ঐরূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপ মুক্ত করণের আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন (১৮৮১ সাঃ ৪ আঃ ১১ ধাঃ)।

৮৩ ধারা।—কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে সকল আজ্ঞা করেন তাহার উপর কমিশনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কমিশনর সাহেবের নিকট কিম্বা কমিশনর সাহেবের কাছে প্রেরণ করণার্থ কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ আপীল উপস্থিত করা প্রয়োজন।

কমিশনর সাহেব এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর বোর্ডের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিন্তু আজ্ঞার তারিখ অবধি যাইট দিনের মধ্যে বোর্ডে ঐ আপীল উপস্থিত করা প্রয়োজন।

পরন্তু বোর্ডের সাহেবেরা আপনাদের বিবেচনা মতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার উপর একেবারে আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৮৪ ধারা।—এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করণের লাইসেন্স দেওনের ও না দেওনের ঝ ফিরিয়া লওনের কার্য্য ও ক্ষমতা অর্থাৎ অন্যের প্রতি অর্পণ করা না গেলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারক আইন অনুসারে যে ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করিতে পারিতেন, কলিকাতা নগরের মিউনিসিপাল সমাজের প্রতি কিম্বা অন্য কোন মিউনিসিপালিটীর প্রতি সেই সকল কার্য্য ও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধারিত করেন ঐ সমাজ কিম্বা ঐ মিউনিসিপালিটী সেই সেই নিয়ম ও বিধিমতে আপন আপন এলাকার সীমার মধ্যে সেই সেই ক্ষমতামতে সেই সেই কার্য্য করিতে পারিবেন; ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারার বিধানমতে যে যে কার্য্য ও ক্ষমতা অর্পণ করেন তাহা কোন সময়েই ফিরিয়া লইতে কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত কার্য্য প্রতি যে সমাজের কিম্বা মিউনিসিপালিটীর সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের সম্মতি না হইলে, ঐ ঐ কার্য্য ও ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না।

আরও সেই ক্ষমতাদি অর্পণ করা গেলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত সমাজের কি মিউনিসিপালিটীর সম্মতি বিনা উক্ত প্রকারের কোন নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধার্য্য করিবেন না।

৮৫ ধারা।—এই আইনের কোন কথাক্রমে সেনানিবেশ স্থানের কার্য্য নিরূপণার্থ বিধান করিবার আইন নামক ১৮৮৯ সালের ১৩ আইনের কিম্বা সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের কিম্বা ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ ও ৪ আইনের কোন বিধানের ব্যতিক্রম হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(২ ধারার লিখিত তফসীল প্রদত্ত হইল না)

নির্ঘণ্টপত্র।

পৃষ্ঠা—

অগ্নি—
—দ্বারা অপকার ৩৭১
—লইয়া অসাবধানে কার্য্য করা ২২৯
—দ্বারা পীড়া জন্মান ২৬৯
অর্থদণ্ড— ২৫—২৭
—আদায় ৩৪-৩৫
—পরিবর্ত্তে কয়েদ ৩১-৩৪
—পরিমাণ ৩১
অনধিকার—
—অর্থ ২৮৮, ৩১৩, ৩৭৩
—স্ত্রী, ভৃত্য প্রভৃতির ১৬, ৩১৪
—নানা প্রকার ৩১৫
—সম্বন্ধীয় আইনের সহিত এই আইনের সম্পর্ক ... ১৩
—সন্তানের উপর পিতা মাতার ... ... ২৮৮—৮৯
—কোন কোন স্থানে, এই আইনের ... ১, ২, ৩, ৪, পরিশিষ্ট ১
—কোন কোন ব্যক্তির উপর, ঐ ঐ ... ১, ২, ৩, ৪
অন্তরিত করণ ৩১৭
অধিকার প্রবেশ—
—অর্থ ৩৭৩
—ফেরিঘাট সম্বন্ধে ৩৭৬
—তাম্বুতে ৩৭৭
—পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে ৩৮০
—রাত্রিযোগে ৩৭৭
—লুক্কায়িতভাবে ৩৭৭
—পর গৃহে দোষভাবে ৩৭৭
—পশ্বাদির ... ... পরিশিষ্ট, ৫৯
—এজমালি সম্পত্তিতে ৩৭৬
অনুমতি—
—কি অবস্থায় লইতে হইবে ... ... ১২৮—১৩০
—কি কি মোকদ্দমায় আবশ্যক ... ... ঐ, ১৭২, ১৮৮—১৯০, ৩৯৫
—সম্বন্ধে বিশেষ কথা ১৭২, ১৮৮, ১৯০
—দিবার পূর্ব্বে তদন্ত আবশ্যক কিনা ... ৩৯৫

পৃষ্ঠা—

অন্যায্য লাভ—
—অর্থ ১৪
অন্যায্য ক্ষতি ১৪
অপকার—
—অর্থ ৩৬৫
—জন্তু সম্বন্ধে ... ... ৩৬৮—৩৬৯
—জলপথ, ঐ ... ... ৩৬৯—৩৭১
—তুতক, ঐ ৩৭২
—অগ্নিদাবা ... ... ৩৭১—৩৭২
—দ্বীপগৃহে ৩৭১
—দেবমন্দিরে ৩৭১
—নৌকা সম্বন্ধে ৩৭২
—ভূমির সীমা, ঐ ৩৭১
—সাঁকো, ঐ ৩৬৯
—রাজপথ ইত্যাদি, ঐ ... ... ৩৬৯—৩৭০
—এজমালি সম্পত্তি, ঐ ৩৬৫
অপমান—
—অর্থ ৪৩৬
—রাজকীয় কার্য্যকারক প্রভৃতির ... ... ১৩৭—১৫৯
—আদালতের অবমাননার বিচার স্থান ১৩৮
—শান্তিভঙ্গোত্তেজক গালিগালাজ ৪৩৫
—ঐ ঐ জন্য মুচলেখা লওন ৪৩৬
—স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ৪৩৮
অপবাদ—
—অর্থ ... ... ৪২৩—৪৩৩
—অপর ধারার অপরাধের সহিত সাদৃশ্য ... ৪২৪, ৪৩৬
—আদালত কর্ত্তৃক বিচারকালে কৃত হইলে ... ৪২৭
—উকীল ও মোক্তারগণ কর্ত্তৃক, ঐ ঐ ... ৪৩১
—দাসের উপর স্বামী কর্ত্তৃক, ঐ ঐ ... ৪২৯
—পরোপকারার্থ দলপতি কর্ত্তৃক, ঐ ঐ ... ৪৩০
—পুলিষ কর্ত্তৃক, ঐ ঐ ৪৩২
—অপরাধের প্রমাণ ৪৩৩
—ঐ বিচার স্থান ৪৩৩
—রাজকীয় কার্য্যকারক পদোপলক্ষে কৃত হইলে ... ৪২৬
—সাধারণের মঙ্গলার্থ, ঐ ৪২৫, ৪৩৩
—সমালোচন কালে, ঐ ৪২৮, ৪৩২

	পৃষ্ঠা।
—অপরাধের দণ্ড	৪৩৩
অপরাধ—	
—অর্থ	২২—২৩
—বহু ক্রিয়াজনিত	২১
—ঐরূপস্থলে অভিযোগ	৩৫—৪১
—বহু লোককর্ত্তৃক কৃত হইলে প্রত্যেকের দায়িত্ব ...	১৯, ২০, ১৫
—কোন্ অপরাধ কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ স্থলে	৪১
—এর সহায়তা	৭৬—৯৭
—ঐ উদ্যোগ	৪৩৯—৪৪২
—এর দণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম	৩৫—৪৪
—কোন্ কোন্ অপরাধ সম্বন্ধে পুলিষে সংবাদ দিতে হইবে	পরিশিষ্ট ৯—১০
অপরাধীকে রক্ষাকরণ—	
—আইনমতের দণ্ড হইতে	১৯৩—১৯৪, ১৯৮
—তদুদ্দেশে প্রমাণ গোপন	১৭৮
অপরাধীর পলায়ন	২০২, ২০৭—২০৮
—গ্রেপ্তার সম্বন্ধে বাধা	২০৭
অবরোধ—	
—অন্যায়মতে, অর্থ	২৭৭
—লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে	২৭৯—২৮০
— পুলিষ কর্ত্তৃক	২৭৮
অবিহিতরূপে অন্যের দ্রব্য ব্যবহার—	
—অর্থ	৩৩৫
—প্রমাণ	৩৩৭
—অভিযোগ	৩৩৭
অস্থাবর সম্পত্তি—	
—অর্থ	১৩, ৩১৭, ৩৩৮
—কি কি	১৩, ১৪
অস্বাভাবিক অভিগমন—	৩০৬
—দণ্ড	৩০৭
আপহরণ—	
—অর্থ	৩২১—৩২৪
—বিচার	৩২৩
—দণ্ড	৩২৪
—মনুষ্য	(চুরি দেখ)

পৃষ্ঠা

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক—
—হরণ ২৮৭
—৩৬০, ৩৬১ ও ৩৬২ ধারার মধ্যে ব্যবধান ... ২৮৭, ২৯৪
—এর উপর পিতা মাতার অধিকার ... ২৮৮
—কে প্ররোচনা করা ২৯০
—কোন্ সময় কৃত হইলে অপরাধ হয় ... ২৮৯
—এর আইন সঙ্গত রক্ষক কে ২৯১
—কে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে চুরি করিলে ... ২৯৫
—ইহার ও ৪৯৮ ধারার মধ্যে ব্যবধান ... ২৯৫
—কে চুরি করিয়া গোপনে রাখা ... ... ২৯৬—২৯৭
—কে ব্যাভিচার কার্য্যে নিয়োগ করণ ... ২৯৮—৩০০
—তদুদ্দেশে হস্তান্তর করণ ... ... ২৯৮—৩০০
—কে গহনা চুরি করিবার উদ্দেশে হরণ করিলে ... ২৯৭
—কে চুরি করার অভিযোগ ২৯৩
—বিচার ও প্রমাণ ২৯৩
—এর প্রতি অসাবধান ব্যবহার ... ... ২৫৪—২৫৭
—কে হরণ মোকদ্দমার আসামীর জবাব ... ২৯২
আইনের অবজ্ঞা।—
—এর অভিযোগে অনুমতির আবশ্যক ... ১৩৮
—ঐ অনুমতি সম্বন্ধে বিশেষ কথা ... ১৭২, ১৮৮, ১৯০
—র অপরাধে কি প্রমাণ আবশ্যক ... ১৩৮, ১৪১, ১৫৭
—র অপরাধ কোন আদালতে বিচার্য্য ... ১৩৮
—দলীল উপস্থিত করিবার হুকুমের ... ১৪১
—প্রশ্নের উত্তর বা বিবরণে দস্তখত না করিলে .. ১৪৫—১৪৬
—বাচনিক হুকুমের ১৪০
—মিথ্যা সংবাদ দিলে ১৪৭, ১৭৮
—রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে ত্রুটী করিলে ১৫৪
—শপথ করিতে অস্বীকার করিলে ... ১৪৫
—সমন প্রভৃতির অবজ্ঞা করিলে ... ১৩৭—১৩৯
—বিষয় বিশেষের সংবাদ দিতে ত্রুটী করিলে ... ১৪২—১৪৩
—সম্বন্ধে বিশেষ কথা ১৫৬
আইন সঙ্গত রক্ষক ২৯১
আইনমত বাধ্য ১৪৪
আইনসিদ্ধ ক্ষমতা ১৫০
আক্রমণ—
—অর্থ ২৮৩

			পৃষ্ঠা
—অপমান করিবার জন্য	...	...	২৮৬
—কয়েদ করিবার উদ্দেশে	...	...	২৮৬
—ক্রোধ বশতঃ	...	...	২৮৬
—চুরি করিবার জন্য	...	...	২৮৬
—অপরাধের বিচার	...	...	২৮৫
—রাজকীয় কার্য্যকারকের উপর	...	...	২৮৫
—স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার উপর	...	...	২৮৬, ৪৩৮
আত্মরক্ষার অধিকার—			৬৩
—কখন জন্মিবে	...	...	৭২, ৭৪
—কি অবস্থায় বর্ত্তিবে না	...	...	৬৪—৭১
—কোন স্থলে বর্ত্তিবে	...	...	৬৩, ৭৫
—ক্রমে কখন প্রাণ নষ্ট করা যাইতে পারে		...	৭১, ৭৩
—ঐ ঐ অপর হানি করা যাইতে পারে		...	৭২, ৭৪
—ঐ বলপ্রকাশের পরিমাণ	...	...	৬৫, ৬৮
—প্রমাণের ভার	...	...	৬৩
আত্মহত্যা—			
—এর চেষ্টা বা উদ্যোগ	...	...	২৬০
—সতী দাহনে	...	...	২৫৭—২৫৮
—এর সহায়তা	...	...	২৫৭
আদালত শব্দের অর্থ	...	...	৮
আপোষের কথা	...	...	১৯৬
আফীম—	...	পরিশিষ্ট,	৬৬
—এর গুদাম স্থাপন	...	ঐ,	৬৭-৬৮
—সম্বন্ধীয় অপরাধের অভিযোগ ও দণ্ড		ঐ,	৬৮
—অন্ধ হওন	...	ঐ,	৬৯
—আইন সম্পর্কীয় নিয়ম প্রণয়ন		ঐ,	৬৯
—সম্বন্ধে রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য		ঐ,	৭০—৭২
আবকারি	...	...	(মাদক দেখ।)
আসামীর জবাব	...	...	২৪০—২৪২
—কবুল জবাব	...	...	২৪০
ইউরোপীয় প্রজা সম্বন্ধে এই আইনের অধিকার	...	...	৩
ইচ্ছাপূর্ব্বক—			
—অর্থ	...	...	২২
ইঞ্জিনিয়ার, রাজকীয় কার্য্যকারক		...	১২

			পৃষ্ঠা
উইল—			
—অর্থ	...	...	১৯
উৎকোচ—			
—অভিযোগ পত্র	...	...	১২৮, ১৩৪
—গ্রহণ (অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক)	...	...	১৩২
—ঐ, রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক	...	...	১৩২
—ঐ অপরাধের অভিযোগে অনুমতি		...	১২৮
—ঐ ঐ প্রমাণ	...	...	১৩০
এক বচন শব্দের অর্থ	...	...	৬
ওজন সম্বন্ধে অপরাধ	...	...	২২১
ওয়ারেণ্ট—	...	...	১৩৭
—ইহাতে কি লিখিতে হইবে...	...	...	১৪১
—জারীর কথা	...	...	১৪১
ঔষধি—			
—এক প্রকারের, অপর প্রকার বলিয়া বিক্রয়		...	২২৭
—তে অপর দ্রব্য মিশান	...	...	২২৬
কল—			
—অসাবধানে চালান	...	...	২৩০
কবুল জবাব—			
—কতদূর প্রমাণ স্বরূপে গণ্য	...	...	২৪০—২৪২
কয়েদ—			
—কয় প্রকার	...	...	২৫, ২৬
—নির্জ্জনে	...	...	৪১, ৪২
—অন্যায়মতে, অর্থ	...	...	২৭৭
—পুলিষ কর্ত্তৃক	...	...	২৭৮
—তিন দিনের অধিক	...	...	২৭৯
—দশ দিনের অধিক	...	...	২৭৯
—মুক্তি আজ্ঞার বিরুদ্ধে	...	...	২৭৯
—লুক্কায়িত রাখিবার মানসে	...	...	২৭৯
—নিদর্শন পত্র লইবার উদ্দেশে		...	২৮০
—অপরাধ স্বীকার করণার্থ	...	...	২৮০
কার্য্যবিধি আইন—		পরিশিষ্ট,	৫—২১
—এর ৩৫ ধারার ব্যাখ্যা	...	...	৩৬
—১৩৩, ১৪৩, ১৪৪ ধারার ব্যাখ্যা		...	১৫৬, ২২৪
—১৪৫ ধারা সম্বন্ধে কথা	...	...	১২৩—১২৪

			পৃষ্ঠা
কশাঘাত—	...	পরিশিষ্ট,	৪৩
—কোন কোন অপরাধে হইবে	...	ঐ,	৪৩—৪৫
—কি প্রকারে	...	ঐ,	৪৫
—দণ্ডাজ্ঞা যে সময়ে তামিল হইবে		ঐ,	৪৫
কাঁচা ঘর, অস্থাবর সম্পত্তি	...	...	১৩
কুৎসিত—			
—অর্থ	...	...	২৩২
—আকৃতি	...	...	২৩২
—পুস্তক	...	...	২৩২
—গান	...	...	২৩৩, ৪৩৮
কুটীর, অস্থাবর সম্পত্তি	...	...	১৩
ক্রিয়া—			
—অর্থ	...	...	১৯
কৃত্রিম—			
—করার অর্থ	...	...	১৬
—দলীল	...	...	৩৯০
—ব্যবসার মার্কা	...	...	৪০৪—৪০৭
খোঁয়াড়—	...	পরিশিষ্ট,	৫৯
—স্থাপন করা	...	ঐ,	৫৯
—এর উপর মাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্ব	...	ঐ,	৫৯
—রেজিষ্টরী বহি	...	ঐ,	৬০
—এ পশ্বাদি প্রেরণের নিয়ম	...	ঐ,	৬০
—ঐ ঐ উপর অর্থদণ্ড	...	ঐ,	৬১
—হইতে পশ্বাদির প্রত্যর্পণের নিয়ম		ঐ,	৬১
—এ পশ্বাদি বিক্রয়ের নিয়ম	...	ঐ,	৬২
—রক্ষকের ত্রুটি	...	ঐ,	৬৫
গবর্ণমেণ্ট—			
—শব্দের অর্থ	...	...	৭
গর্ভপাত—			
—অর্থ	...	...	২৬১
—অপরাধের প্রমাণ	...	...	২৬১, ২৬৩
ঘর—			
—অস্থাবর সম্পত্তি	...	...	১৩
—অর্থ	...	...	৩৭৭
চাকর—	...	...	১৬, ৩১৪, ৩৭০, ৩৭২

			পৃষ্ঠা
—এর অধিকার	...	...	৩১৪
—এর হিসাব বহি জালকরণ	...	...	৪০৩
চুক্তিভঙ্গ—	...	...	৪০৯
—কোন্ চুক্তি সম্বন্ধে বর্ত্তিবে	...	...	৪১০
—লিখিত চুক্তি সম্বন্ধে	...	...	৪১০
—কি অবস্থায় অপরাধ নহে	...	...	৪১০
—কারীকর কর্ত্তৃক	...	পরিশিষ্ট,	৫৩—৫৪
চুরি—			
—মনুষ্য	...	...	২৮৭
—অপহৃত ব্যক্তিকে লুকাইয়া রাখা		...	২৯৬
—মনুষ্য চুরির প্রমাণ	...	...	২৯৬
—ঐ ঐ অভিযোগপত্র	..	...	২৯৩
—সম্পত্তি	...	...	৩০৭
—ঐ, ঘরে	...	...	৩১৯
—চাকর হইয়া করিলে	...	...	৩১৯
—এজমালি সম্পত্তি চুরিকরণ	...	...	৩১০
চোরাই মাল—			
—রাখা, অর্থ	...	...	৩৪৬
—ঐ, প্রমাণ	...	...	৩৪৮
—ঐ, বিচার	...	...	৩৪৭
—ঐ, অভিযোগ	...	...	৩৫১
—ঐ, দণ্ড	...	...	৩৪৯, ৩৫২
—কাহার প্রাপ্য	...	...	৩৫০
—নিয়ত গ্রহণ বা ব্যবসা	...	...	৩৫২
—হস্তান্তর করণ	...	...	৩৫২
চৌর্য্যাপরাধ—			
—অর্থ	...	...	৩০৭—৩১৮
—সত্ত্ব বলে করিলে, অপরাধ নহে	...	...	৩১০
—আপন দ্রব্য সম্বন্ধে	...	...	৩১২
—এজমালি সম্পত্তি সম্বন্ধে	...	...	৩১০
—এর অভিযোগ	...	...	৩১৮
—ঐ, প্রমাণ	...	...	৩১৮
—ঐ, বিচার	...	...	৩১৯
—চোরাই মাল কাহার প্রাপ্য	...	...	৩৫০
—পীড়া জন্মাইলে	...	...	৩২০

			পৃষ্ঠা
জজ—			
—শব্দের অর্থ	...	...	৭
জ্ঞানকৃত বধ—			২৪৩
—ঐ নরহত্যা উভয়ের প্রভেদ	...	...	২৩৮, ২৩৯
—কোন্ কোন্ স্থানে নরহত্যা জ্ঞানকৃতবধ নহে		...	২৪৩—২৫১
—উদাহরণ	...	...	২৪৩
—সম্বন্ধে প্রমাণ	...	...	২৪০—২৪২
—ঐ কবুল জবাব	...	...	২৪০—২৪২
—অভিযোগ	...	...	২৫১
—অপরাধের বিচার	...	...	২৫২
—অপরাধের দণ্ড	...	...	২৫২—২৫৩
জনতা—			
—অর্থ	...	...	১০৬—১১১
—অভিপ্রায়	...	...	১০৭—১০৯
—হাঙ্গামার সহিত প্রভেদ	...	...	১০৯—১১০, ১২৫
—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কে	...	...	১১১
—দণ্ড	...	...	১১২
—অভিযোগ পত্র	...	...	১১১
—প্রমাণ	...	...	১১০, ১১৪
—বিচার	...	...	১১২, ১২৫
—প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া	...	...	১১৩
—ভঙ্গকরণ	...	পরিশিষ্ট,	১৩—১৪
—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রত্যেকের দায়িত্ব		...	১১৪, ১১৫
—লোক নিযুক্ত করণ	...	...	১১৭, ১২৪
—রাজকীয় কার্য্যকারকের উপর আক্রমণ		...	১১৮
—ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কর্ত্তব্য	...	...	১১৯—১২০
—উহাদের দায়িত্ব	...	...	১১৯—১২২
—জমী দখল সম্বন্ধে	...	...	১২২—১২৪
জন্তু—			
—অর্থ	...	...	২৪, ২৩০, ৩৬৯
—র উপর অপকার	...	...	৩৬৮—৩৬৯
—অসাবধানে রাখা	...	...	২৩০
জালকরণ—			
অর্থ—	...	...	৩৮৪
—কৃত্রিম দলীল	...	...	৩৮৪
—দলীলের নকল সম্বন্ধে	...	...	৩৮৯

			পৃষ্ঠা
—বিশেষ কথা	...	...	৩৮৮
—সহায়তা	...	...	৩৯০
—প্রমাণ	...	...	৩৯৫
—অভিযোগ	...	...	৩৯৫
—অনুমতি	...	...	৩৯৫
—জাল দলীল ব্যবহার করা	...	...	৩৯৮—৩৯৯
—ব্যবহারের অভিযোগ ও বিচার		...	৪০০
—দলীল বিশেষে	...	...	৩৯৭
—ব্যবসায়াদির মার্কা সম্বন্ধে	...	...	৪০৪—৪০৭
—হিসাব বহি চাকরাদি কর্ত্তৃক	...	...	৪০৩
জিম্মা—			
—অর্থ	...	...	২৯০
জমী—			
—দখল	...	...	১২৩
—লইয়া শান্তিভঙ্গ	...	...	১১৪
জুয়াখেলা—		পরিশিষ্ট,	৫৫
—আইন কোথায় প্রচলিত	...	ঐ,	৫৫
—ঐ কিসে খাটিবে না	...	ঐ,	৫৭
—খেলার ঘর রাখিলে	...	ঐ,	৫৫—৫৬
—পুলিষের ক্ষমতা	...	ঐ,	৫৬, ৫৮
—প্রমাণ	...	ঐ,	৫৭
—দণ্ড	...	ঐ,	৫৭—৫৮
জুডিসিয়াল প্রোসিডিং			১৬৮
ঠগ—			
—অর্থ	...	...	২৬০
—দণ্ড ও বিচার স্থান	...	...	২৬০
—এর দলবদ্ধ হওন	...	...	৩৩২
ডাকাইতি—			
—অর্থ	...	...	৩২৭
—উদ্যোগ	...	...	৩২৭
—প্রমাণ	...	...	৩২৮
—দণ্ড	...	...	৩২৮
—অভিযোগ পত্র	...	...	৩২৮
—করিতে গিয়া আঘাত করিলে	...	...	৩২৯
—করণ সময়ে সাংঘাতিক অস্ত্র রাখিলে		...	৩২৯
—দলবদ্ধ হওয়া	...	...	৩৩১—৩৩২

পৃষ্ঠা

—ঐ হওয়ার প্রমাণ ... ... ৩৩১—৩৩২
—অপহৃত মাল ৩৫১

দখল—
—নাবালকের উপর পিতা মাতার অধিকার ... ২৮৮
—জমী সম্বন্ধে ১২৩
—অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধে ৩৭৩
—অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ৩১৩,৩১৭

দণ্ড—
—কয় প্রকার ২৫
—পরিবর্ত্তন করা ২৮, ২৯
—অর্থদণ্ডের পরিমাণ ৩১
—গিয়াদ, অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে ... ৩২—৩৫
—গিয়াদ, গণনা ২৮
—নির্জ্জন কয়েদ ৪১, ৪২
—নির্জ্জন কয়েদ গণনা ... ... ৪১—৪২
—অনেক অপরাধের নিমিত্ত ... ... ৩৫—৪১
—দ্বিগুণ হওনের কথা ... ... ৪২—৪৪

দণ্ডবিধি আইন—
—কোন্ সময়ে জারি হয় ১
—কোথায় চলিবে ... ... ১—২, পরিশিষ্ট ১—৪
—কাহার উপর ঐ ২, ৩, ৪
—জারি হইবার, পূর্ব্বকৃত অপরাধ ২,
—অপর আইনের সহিত সম্পর্ক ২, ৪, ১৩, ৮৬
—ব্যাখ্যার নিয়ম ৫
—"সম্পত্তি" আইনের সহিত সম্বন্ধ ১৩

দণ্ডরূপ পরিশ্রম— ২৫—২৭

দলীল—
—অর্থ ১৭, ৩৮৯
—নিদর্শন পত্র ১৮
—রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক মিথ্যা করণ ... ১৩৪
—ঐ ঐ তলবমতে না আনিলে ... ১৪১
—মিথ্যা বিবরণ লিখিত হইলে ১৬৪
—নষ্ট করিলে ১৮১, ৪০২
—মিথ্যা প্রস্তুতকরণ ৩৯০
—জালকরণ ... ... ৩৮৩—৩৯০
—কৃত্রিম ৩৮৪, ৩৯৮

পৃষ্ঠা

দস্যুতা—
—অর্থ ৩২৫
—করিতে উদ্যোগ করিলে ৩২৭, ৩২৮
—অপরাধের অভিযোগ ৩২৮
(ডাকাইতি দেখ)
দাঙ্গা—
—অর্থ ১২৫
—হাঙ্গামার সহিত প্রভেদ ১১০, ১২৫
—দণ্ড ১২৫
—বিচার ১২৫
দাস—
—অর্থ ২৯৭
—আনয়ন ও দেশান্তর প্রেরণ ২৯৭
—নিয়ত বিক্রয় করণ ২৯৮
—বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করায় ৩০৩
(অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক দেখ)
দ্বীপান্তর—
—দণ্ড ২৫
—পরিবর্ত্তে ২৮
—প্রেরণের পূর্ব্বে কয়েদ রাখা ২৮
—গণনা ২৮
—কোন কোন অবস্থায় হইবে ২৯, ৪২
দেশ—
—সীমার অর্থ ২
দুঃসাহস—
—অর্থ ২৫৬, ২৪৩
ধর্ম্ম—
—দেব মন্দিরে শৃঙ্গাররসসংঘটিত কার্য্য ... ২৩২
—ঐ অশুচি করণ ২৩৪
—ঐ অপকার করণ ২৩৪, ৩৭১
—পূজায় বাধা দেওন ২৩৫
—কার্য্যে বিরক্ত করা ২৩৫
—এর ষাঁড় ১৩
নকল দলীল—
—নিদর্শন পত্র নহে ১৮
—জাল ৩৮৯

			পৃষ্ঠা
নরহত্যা—			
—অর্থ	...	...	২৩৭—২৪০
—স্বহস্তে না করিলে	...	...	২৩৭
—প্রমাণ	...	...	২৪০
—আসামীর কবুল জবাব	...	...	২৪০
—জ্ঞানকৃত বধের সহিত প্রভেদ	...	...	২৩৮—২৪০
—উদাহরণ	...	...	২৩৬, ২৪৬
—বিচার	...	...	২৫৪
—অসাবধানতাবশতঃ	...	...	২৫৪
—উদ্যোগ	...	...	২৫৮—২৫৯
(আত্মহত্যা দেখ)			
নাবালক—			
(অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক দেখ)			
নায়েব নাজীর, রাজকীয় কার্য্যকারক			১১
নির্জ্জন কয়েদ			৪১—৪২
—এর পরিমাণ ও গণনা	...	...	৪১, ৪২
নিদর্শনিপত্র			১৮
—নিকাশী কাগজ ঐ	...	...	১৮
—দাম্পত্য সম্বন্ধ কাটান পত্র, ঐ	...	...	১৮
বাতিল দলীল, নিদর্শন পত্র নহে	...	...	১৮
উপাধি-সনন্দ, ঐ ঐ	...	...	১৮
(দলীল ও জাল দেখ)			
নৌকা—			
—অর্থ	...	...	২৪
—অনবধানপূর্ব্বক চালান	...	...	২২৮
—ঐ বোঝাই করণ	...	...	২২৮
—যাতায়াতের পথে বাধা দেওয়া		...	২২৮
—ঐ ঐ অপকার করণ	...	...	৩৬৯, ৩৭১
—অনধিকার প্রবেশ	...	...	৩৭৭
—ফেরি	...	...	৩৭৬
—তে চুরি	...	...	৩১৯
পরিশ্রম—			
—অর্থ	...	...	৩০৩
—বলপূর্ব্বক করান	...	...	৩০৩
পল্টন সম্পর্কীয় অপরাধ	...	...	১০৩—১০৬
পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ—		পরিশিষ্ট,	৫৯

			পৃষ্ঠা
—ধরিবার কথা	...	পরিশিষ্ট	৬০
—উপর অর্থদণ্ড	...	ঐ,	৬১
—বে-আইনীমতে ধরার প্রতীকার...		ঐ,	৬২, ৬৩
—নালিশের কথা	...	ঐ,	৬৩
—নালিশ	...	ঐ,	৬৩
—ক্ষতিপূরণ	...	ঐ	৬৪—৬৫
পাটয়ারি, রাজকীয় কার্য্যকারক		...	১১
পিনাল সারভিটিউড	...	...	২৫
—অপর দণ্ডের পরিবর্ত্তে	...	...	২৮
পিয়াদা, রাজকীয় কার্য্যকারক		...	১১
পীড়া—			
—অর্থ	...	...	২৬৫
—গুরুতর, অর্থ	...	...	২৬৯
—ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া	...	...	২৬৭, ২৭৬
—বিচার	...	...	২৬৯, ২৭০
—অভিযোগ	...	...	২৬৯
—গুলিমারা	...	...	২৭০
—মাদক দ্রব্য দ্বারা	...	...	২৭১
—মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণার্থ	...	...	২৭২
—ঐ ঐ উদ্ধারার্থ	...	...	২৭৩
—অপরাধ স্বীকার করণার্থ	...	...	২৭২—২৭৩
—দাবি পরিশোধ করণার্থ	...	...	২৭২—২৭৩
—রাজকীয় কার্য্যকারকের উপর	...	...	২৭৪
—ক্রোধ পরবশ হইয়া	...	...	২৭৪—৭৫
—অনবধানতঃ	...	...	২৭৫—৭৭
(প্রাণ দেখ)			
পুরস্কার—			
—শব্দের অর্থ	...	...	১২৭
পুরুষ—			
—শব্দের অর্থ	...	...	৬
পুলিষ আইন		পরিশিষ্ট,	২২
—নিযুক্ত হইবার কথা	...	ঐ,	২২—২৮
—কার্য্যকারকের গোতায়েন	...	ঐ,	২৫—২৬
—ক্ষমতা	...	ঐ,	২৮, ২৯, ১০
—বিনা পরওয়ানায় ধরিবার কথা	...	ঐ,	১০, ৩১
—সাধারণ কথা	...	ঐ,	৩৩

		পৃষ্ঠা
—কার্য্যকারকের নামে নালিশ ...	পরিশিষ্ট,	৩৩
—সম্বাদ দিবার ও সাহায্য করিবার কথা	ঐ,	৯
—তদন্ত ...	ঐ,	১৪—২১
— কোন কোন অংশ কলিকাতা ও সহরতলীতে প্রচলিত হইয়াছে	ঐ,	৩৫—৪২
পোদ্দার ব্যাঙ্কের, রাজকীয় কার্য্যকারক নহে		১১
প্রতারণাক্রমে—		
—অর্থ		১৫, ২৯০, ৩৫৪—৩৫৮, ৩৮৬
—ক্রোক নিবারণ জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ...		১৮২
—ঐ ঐ দাবি করা		১৮৩, ১৮৪
—অপ্রাপ্য টাকার জন্য ডিক্রী পাওয়া ...		১৮৪
—ঐ ঐ ডিক্রী হইতে দেওয়া		১৮৩—১৮৪
—নিদর্শনপত্র নষ্ট করা		৪০২
—মহাজনকে ফাঁকী দিবার জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ...		৩৬২—৩৬৪
প্রমাণ অদৃশ্যকরণ		
—অপরাধ		১৭৮
—অভিযোগ		১৮০
—প্রমাণ		১৭৯
প্রাণ		
—অর্থ		২৪
—দণ্ড		২৫
—ঐ পরিবর্ত্তে অপর দণ্ড		২৮
(নর হত্যা দেখ)		
প্রেসিডেন্সী		
—শব্দের অর্থ		৭
ফেরিঘাট		
—কণ্ট্রাক্টর		২২৮
—অনধিকার প্রবেশ		৩০৬
বঞ্চনা		
—অর্থ		৩৫৩—৩৫৮
—ইংরাজী আইনের সহিত প্রভেদ ...		৩৫৮
—অপহরণের সহিত ব্যবধান		৩৫৪
—প্রমাণ		৩৫৯
—অভিযোগ		৩৬১
—বিচার		৩৬৩

	পৃষ্ঠা
—ছদ্মবেশে	৩৬১
—ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক	৩৫৫
—দলীল সম্বন্ধে	৩৬২—৩৬৪
—রাজকীয় কার্য্যকারক সাজিয়া	১০৫, ১৩৬
—ছদ্মবেশে সাক্ষ্য দেওয়া	১৮১
—করিবার উদ্দেশে জাল করণ	৩৯৮
বৎসর—	
—অর্থ	২৪
বধ—	
—জ্ঞানকৃত	২৪৩
—নরহত্যার সহিত প্রভেদ	২৩৮—২৪০
—উদাহরণ	২৪৬
—দণ্ড	২৫২
—অভিযোগ পত্র	২৫১
—বিচার	২৫২
—প্রমাণ	২৫২
—উদ্যোগ	২৫৮, ২৬৩
—অনবধানতাবশতঃ	২৫৪—২৫৭
—সতী দাহন	২৫৭
—ডাকাইতি করিতে করিতে	৩২৯
—গর্ভপাত	২৬০, ২৬২
ব্যক্তি—	
—শব্দের অর্থ	৬
ব্যবসা—	
—অস্বাস্থ্যকর	২২৩
—চিহ্নের কথা	৪০৪—৪০৭
বলাৎকার—	
—অর্থ	৩০৪
—প্রমাণ	৩০৫
—দণ্ড ও অভিযোগ পত্র	৩০৬
বহুতর—	
—ক্রিয়াজনিত অপরাধ	২১, ৪২—৪৪
—লোককৃত অপরাধে প্রত্যেকের দায়িত্ব ...	১৯—২২, ৫১
বাজেয়াপ্ত—	২৫, ৩০
বাতিল দলীল—	
—নিদর্শন পত্র নহে	১৮

	পৃষ্ঠা
বাধা—	
—শব্দের অর্থ	১৫২
—রাজকীয় কার্য্যকারককে দেওয়া... ...	১৫২, ২৮৫
—ঐ ঐ কর্ত্তৃক সম্পত্তি গ্রহণে ...	১৫০
—সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে	১৫১
—গ্রেপ্তার (স্বয়ং) উপলক্ষে	২০৪
—অপরের ঐ	২০৭
—সাধারণ পথে	২২৮
—জলপথে	২২৮
—অভিযোগ	১৫২, ১৫৪
—প্রমাণ	১৫৭
(অনুমতি দেখ)	
বায়ু—	
—অস্বাস্থ্য করণ	২২৭
বিক্রয়—	
—মনুষ্য	২৯৭
—অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক	২৯৮—৩০৩
—পীড়াজনক আহারীয় দ্রব্য	২২৬
—খারাপ ঔষধ	২২৬
—কুৎসিৎ পুস্তক	২৩৩
বিবাহ—	
—সম্বন্ধীয় অপরাধ	৪১২—৪২২
—৩৭৫ ধারার সহিত প্রভেদ	৪১২
—অসিদ্ধ বিবাহ	৪১৪
—অভিযোগ পত্র	৪১৬, ৪১৯
—কে আনিবে	৪১৯
—প্রমাণ	৪১৬, ৪১৮
—স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধীয় আইনে স্ত্রীর অধিকার ...	৩১৪—৩১৫
—বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন ও প্রথা ...	৪১৬
—দ্বিতীয়বার	৪১৬
—শঠতাভাবে অনুষ্ঠান	৪১৭
—পরস্ত্রীগমন	৪১৭
—ঐ অপরাধের অভিযোগ	৪১৯
—ঐ ঐ অভিযোগ কে আনিবে ...	৪১৯
—ঐ ঐ প্রমাণ	৪১৮
—নিমিত্ত বিবাহিত স্ত্রীলোক হরণ করণ ...	৪২০
— ঐ অপরাধের দণ্ড	৪২২

	পৃষ্ঠা
—রেজিষ্টারি জাল করা	৩৯৭
বিশেষ আইন—	
—অর্থ	২৩
—এই আইনের সহিত সম্পর্ক	৪, ২৩, ৭৭
বিশ্বাস—	
—অর্থ	১৫, ৩৪৭
সরল বিশ্বাস, অর্থ	২৫, ৪৩০
বিষ—	
অসাবধানে রাখা	২২৯
—গর্ভাবস্থায় খাওয়ান	২৬২
—পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে	২৬৯, ২৭০, ২৭১
বে-আইনী—	
—কর্ম্ম	২৩
—জনতা	১০৬
বেতন—	
—অর্থ	১২৭
বেশ্যা—	
—অন্যায় গোলমাল	২২২
—করণ অভিপ্রায়ে মনুষ্যচুরি	২৯৮—৩০০
বর্জ্জিত কথা—	
—বৃত্তান্ত ঘটিত ভুলক্রমে	৪৪, ৪৬
—প্রমাণের ভার	৪৫, ৬৩
—বিচার কর্ত্তা স্বরূপে	৪৫
—আদালত অধিকার থাকা বিশ্বাস ...	৪৬
—দৈবঘটনায়	৪৭, ২৫৭, ২৭৬
—অপরাধ যুক্ত অভিপ্রায় বিনা	৪৮
—সপ্তমবর্ষীয় বালক সম্বন্ধে	৪৯
—মানসিক অসুস্থতা প্রযুক্ত	৫০—৫৪
—নেশার অবস্থায়	৫৪
—সম্মতিক্রমে	৫৫—৫৯
—উপকারার্থ	৫৬, ৫৯—৬১
—ভয় দেখাইয়া	৬১
—সামান্য অপরাধ	৬২
—আত্মরক্ষার অধিকার	৬৩—৭৬
—জ্ঞানকৃত বধ সম্বন্ধে	২৪৩—২৫১
—অপবাদ অপরাধ সম্বন্ধে	৪২৫—৪৩৩

পৃষ্ঠা

ভয়—
—অপরাধ ভাবে প্রদর্শন ৪৩৪
—পল্‌টনের লোককে ৪৩৬
—গুরুতর আঘাতের ৪৩৭
—প্রাণনাশের ৪৩৭
—অগ্নি দ্বারা সম্পত্তি নাশের ৪৩৭
—বেনামি পত্রে ৪৩৭
—ঈশ্বরের কোপের ... ... ৪৩৭—৪৩৮
—অভিযোগ ৪৩৭
ভারতবর্ষ—
—শব্দের অর্থ ৭
—গবর্ণমেণ্ট ৭
ভূস্বামী—
—জনতা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ১১৯
—ঐ দায়িত্ব ... ... ১১৯—১২৪
—কোন্ কোন্ বিষয়ে রিপোর্ট করিতে হইবে পরিশিষ্ট, ৯, ১০
মজুর—
—অর্থ ৪৯১
মহারাণী—
—শব্দের অর্থ ৬
—কর্ম্মচারীর অর্থ ... ... ৬—৭
—ঐ সম্বন্ধে আইনের অধিকার ২
—ইউরোপীয় প্রজা সম্বন্ধে আইনের অধিকার ... ৩
—দেশীয় প্রজা ঐ ঐ ... ৩
মাতলামী—
—অবস্থায় কার্য্য করণ ৫৪
—অবস্থায় সম্মতি দেওয়া ৫৭
—ঐ কৃত কার্য্যে আত্মরক্ষার অধিকার ৬৪
—ঐ সাধারণের বিরক্তি উৎপাদন ... ৪৩৮
মাদক— পরিশিষ্ট, ৭৩
—দ্রব্যের অর্থ ... ঐ, ৫৯
—লাইসেন্স ... ঐ, ৭৪
—লাইসেন্স ফী ... ঐ, ৭৬
—ভাটীখানা ... ঐ, ৭৪—৭৫
—শরাব বাহিরে লওনের বিধি ... ঐ, ৭৭
—বিক্রয় করিবার নিয়ম ... ঐ, ৭৫, ৭৬

			পৃষ্ঠা
—ইজারা পাট্টা	...	পরিশিষ্ট	৭৮
—মাসুল আদায়ের নিয়ম	...	ঐ,	৭৭
—লাইসেন্স বাতিল হওন কথা	...	ঐ,	৭৮, ৭৯
—কার্য্যকারক (আবকারি)	...	ঐ,	৮০—৮২
—পুলিষের ক্ষমতা	...	ঐ,	৮২—৮৪
—অপরাধ	...	ঐ,	৮৪
—দণ্ড	...	ঐ,	৮৪—৮৭
—আপিল	...	ঐ,	৮৯
মাস—			
—অর্থ	...	...	২৪
মিউনিসিপাল কমিশনর			
—রাজকীয় কার্য্যকারক	...	...	১২
—মিউনিসিপালিটী ঐরূপ নহে	...	...	১২
—মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীর উপর নালিসের নিয়ম...			১৩০
মিথ্যা নালিশ	...	...	১৮৫
—অর্থ	...	...	১৮৫
—পুলিষের নিকট করিলে	...	...	১৮৬—১৮৮
—১৮২ ও ২১১ ধারার ব্যবধান	...	...	১৪৯—১৫০, ১৮৮
—২১১ ধারার দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান		...	১৮৫—১৮৭
—বিচার স্থান	...	...	১৮৮
—অভিযোগ	...	...	১৮৮
—অনুমতি	...	..	১৮৮—১৯০
—কোন্ আদালতে বিচার্য্য	...	...	১৮৮
—কোন্ সময়ে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে		...	১৯০—১৯২
—আসামীর জবাব	...	...	১৯৩
—প্রমাণ	...	...	১৯২
মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করণ—			
—অর্থ	...	...	১৬৫
—১৯১ ও ১৯২ ধারার মধ্যে প্রভেদ		...	১৬৫—১৬৭
—প্রস্তুত করণ	...	...	১৬৫
—জানিয়া ব্যবহার করা	...	...	১৭৬
—দণ্ড	...	...	১৬৭
—সার্টিফিকেট সম্বন্ধে	...	...	১৭৬
—বিবরণ পত্র সম্বন্ধে	...	...	১৭৭
—শপথ কতদূর আবশ্যক	...	...	১৬১—১৬৩
—কোন অবস্থায় দিলে অপরাধ	...	...	১৬১—১৬৩, ১৬৬—১৭০

পৃষ্ঠা

—জুডিসিয়াল প্রোসিডিংএ দিলে ১৬৮
—অন্য স্থলে দিলে ১৬৯
—অপরাধের অভিযোগ ... ... ১৭০—১৭২
—বিচার ১৭২
—কোন্ আদালতে বিচার্য্য ১৩৮
—অনুমতি ১৭২
—প্রমাণ ১৭২
—বাচনিক প্রমাণ ১৭৩
—জুডিসিয়াল প্রোসিডিং কি? ১৬৮
মিথ্যা সাক্ষ্য—
—অর্থ ... ... ১৬১—১৬৪
—শপথ না লইয়া দিলে ১৬১, ১৬৩
—প্রাণ দণ্ড যোগ্য অপরাধে ১৭৪
—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যোগ্য অপরাধে ... ১৭৫
—পুলিষের নিকট ১৬৩
—মোকদ্দমা হইবার কালে, দিলে ১৬৮
—অন্যত্রকাল স্থলে, দিলে ১৬৯, ১৪৬
—১৮১ ও ১৯৩ ধারার ব্যবধান ... ... ১৪৬—১৪৭
—১৯৩ ও ৪১৬ ধারার ব্যবধান ১৬৪
—১৯৩ ধারার ২য় ও ৩য় অর্থের কথার মধ্যে প্রভেদ ১৭০
—অভিযোগ ১৭০
—পক্ষান্তরে ১৭১
—বিচার ১৭২
—ঐ কোন্ আদালতে হইবে ১৩৮
—অনুমতি ১৭২
—প্রমাণ ১৭২
—মোকদ্দমা কখন চালাইতে হইবে ... ১৭৪
মিথ্যা সংবাদ ১৪৭
—অর্থ ১৪৮
—২১১ ও ১৮২ ধারার ব্যবধান ১৪৯
—কে অভিযোগ আনিতে পারে ১৫০
—অনুমতি ১৫০
মুদ্রা—
—সম্বন্ধীয় অপরাধ ... ... ২১১—২১৮
মূল্যবান্ নিদর্শনি পত্র—
—অর্থ ১৮

			পৃষ্ঠা
—বঞ্চনা করিয়া পরিবর্ত্তনাদি	করিতে	প্রবৃত্তি	দিলে ৩৬২
—জাল করা	...	...	৩৯৭—৩৯৮
—জাল দলীল ব্যবহার করা	...	...	৩৯৮
—ঐ ব্যবহারার্থ দখলে রাখা	...	...	৪০১
—নষ্ট করা	...	...	৪০২
—জাল করণাপরাধের অভিযোগ	...	...	৩৯৫
—ব্যবহার করণাপরাধের অভিযোগ	...	...	৪০০
—অনুমতি	...	...	৩৯৫
—বিচার	...	...	৪০০
—কোন আদালতে	...	...	১৩৮
—প্রমাণ	...	...	৩৯৫, ৪০১
মৃত্যু—			
—অর্থ	...	...	২৪
যাবজ্জীবন দণ্ড	...	...	২৫, ৪২
—পরিবর্ত্তে অপর দণ্ড	...	...	২৮
যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কীয়	...	...	১০৩—১০৬
রক্ষক—			
—আইনসঙ্গত রক্ষক কে ?	...	...	২৮৭, ২৯১
—তাহার সম্মতি	...	...	২৯২
—তাহার অধিকার	...	...	২৮৮
—তাহার জিম্মা	...	...	২৯০
রাজকীয় কার্য্যকারক—			
—শব্দের অর্থ	...	...	৮—১৩
—কর্ত্তৃক সহায়তা	...	...	৯৩, ৯৬
—ঐ উৎকোচ গ্রহণ	...	...	১২৫, ১৩২
—ঐ উৎকোচ গ্রহণে সহায়তা	...	...	১৩২
—ঐ দান গ্রহণ ও খরিদ করণ	...	...	১৩২, ১৩৫
—ঐ বাণিজ্য করা	...	...	১৩৫
—ঐ অপরাধীকে রক্ষা করণ	...	...	১৯৯
—কে বাধা দেওয়া	...	...	১১৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২
—পীড়া দেওয়া	...	...	২৭৪
—আক্রমণ	...	...	১১৮, ২৮৫
—দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা	...	...	৩৪৪
—এর ক্ষমতার অবজ্ঞা করা	...	...	১৩৭—১৫০
—কর্ত্তৃক বিচার কার্য্যে বাধা	...	...	১৬০—২১
—তাহার সাধারণের অনিষ্ট নিবারক হুকুম অমান্য করণ			২৩২

			পৃষ্ঠা
—কর্ত্তৃক অপরাধের সহায়তা বা গোপন করা	...		৯৩, ৯৬
—ঐ হানি করিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞান পূর্ব্বক আইন অবজ্ঞা করা...			১৩৩, ২০০
—কর্ত্তৃক হাজত হইতে আসামী ছাড়িয়া দিলে	...		২০৩
—ঐ অশুদ্ধরূপে দলীল লেখা	...	...	১৩৪
—দ্বারা ব্যবসায় করা	...	...	১৩৪
—কল্পিত ভাবে সজ্জিত হইলে	...	...	১৩৬
—কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সীমা নষ্ট করা	...	...	৩৭১
—ব্যবহৃত সম্পত্তি-চিহ্ন জাল করা		...	৪০৫
—তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার		...	৬৪—৬৬ ২৪৪, ২৪৫
রাজপথ—			
—অর্থ	...	...	২২৮, ৩৭০
—প্রমাণ করণ	...	...	২২৮, ৩৭০
—সম্বন্ধে বাধা	...	...	২২৮
—সম্বন্ধে অপরাধ করা	...	...	৩৬৯
রাজবিদ্রোহ	...	...	৯৭—১০৩
—অপরাধ	...	...	৯৭
—অভিযোগে অনুমতির আবশ্যক	...	...	৯৮
—অভিযোগ পত্র	...	...	৯৮
—উদ্যোগ ও সহায়তা	...	...	৯৯
—বিচার স্থান	...	...	৯৯
—মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অর্থ	...	...	৯৮
—প্রমাণ	...	...	৯৯
—দণ্ড	...	...	৯৯
—ষড়যন্ত্র	...	...	৮০, ১০০
—অস্ত্রাদি সংগ্রহ	...	...	১০০
—ষড়যন্ত্র গোপন রাখা	...	...	১০০
—গবর্ণর জেনেরল প্রভৃতিকে আক্রমণ ও অপরাধ করণ	...	...	১০০
—প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করণ	...	...	১০১
—সন্ধিবদ্ধ রাজগণের সহিত যুদ্ধ করণ		...	১০১
—লুণ্ঠিত দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রয় করণ...		...	১০২
—রাজসম্পর্কীয় কারণে কয়েদীকে পলাইতে বা আশ্রয় দেওয়া...		...	১০২—১০৩
রাস্তা—			
—দুঃসাহসে গাড়ী প্রভৃতি চালান ...		...	২২৭, ২২৮

			পৃষ্ঠা
—বন্ধকরণ	...	...	২২৪, ২২৮
—অনবধান পূর্ব্বক অশ্ব চালান	...	...	২৩০—২৩১
—রাজপথ	...	...	২২৮, ৩৭০
—সাধারণ	...	...	২২৮, ৩৭০
রেজিষ্টার			
—রাজকীয় কার্য্যকারক	...	...	১২
রেজিষ্টারি			
—জালকরণ	...	...	৩৯৭
—করণার্থ দলীলের তারিখ পরিবর্ত্তন করা		...	৩৮৫
রোগ			
—সংক্রামক	...	...	২২৪—২২৫
—জাহাজে	...	...	২২৫
—উৎপাদকদ্রব্য আহারের সহিত মিশ্রিত করণ		...	২২৫—২২৬
লজ্জা	...	...	২২২
—কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় বা দেখান		...	২৩৩
—লজ্জাশীলতার অত্যাচার		...	২৮৬, ৪৩৮
লবণ		পরিশিষ্ট,	৪৬
—প্রস্তুত করণের অপরাধ	...	ঐ,	৪৭
—জব্দ	...	ঐ,	৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০
—প্রস্তুত করণের বিধান	...	ঐ,	৪৭
—চালানের বিধান	...	ঐ,	৪৮, ৪৯
—ফী	...	ঐ,	৪৮
—রওয়ানা	...	ঐ,	৪৬, ৪৮, ৪৯
—অসাবধানতাবশতঃ হারাইলে	...	ঐ,	৪৯
—পুলিষের ক্ষমতা	...	ঐ,	৪৯—৫১
—বিচারের নিয়ম (লবণসংক্রান্ত অপরাধের)		ঐ,	৫০
—পুলিষের অত্যাচার	...	ঐ,	৫১
—ক্ষতিপূরণ	...	ঐ,	৫২
লাভ			
—অন্যায্য	...	...	১৪
শঠতাক্রমে—			
—অর্থ	...	...	১৪, ৩০৯, ৩৪১, ৩৫৪
—কয়েকটি দৃষ্টান্ত	...	...	১৪—১৫
—ক্রোক নিবারণ জন্য সম্পত্তি দাবী করা		...	১৮৪
—নিদর্শন পত্র নষ্ট করা	...	...	৪০২

			পৃষ্ঠা
—মহাজনকে ফাঁকী দিবার জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর করণ	...	...	৩৬২—৩৬৪
শপথ			
—অর্থ	...	...	২৪
—করিতে অস্বীকার করিলে	...	...	১৪৫
—মিথ্যা সাক্ষ্য সম্বন্ধে	...	...	১৬১—১৬৩
শান্তিভঙ্গ—			
বে-আইনী জনতা	...	...	১০৬
—হাঙ্গামা	...	...	১১৪
—নিবারণ-বিধি	...	পরিশিষ্ট,	১৩
—জমি দখল সম্বন্ধে	...	...	১২৩—১২৪
—দাঙ্গা	...	...	১২৫
—শান্তিভঙ্গ উদ্দীপক কার্য্য	...	...	৪৩৫
শিশু			
—অর্থ	...	...	২৬৫
—পরিত্যাগ করণ	...	...	২৬৩
—ঐ অপরাধে কি প্রমাণ আবশ্যক		...	২৬৪
—পুতিয়া ফেলা	...	...	২৬৪
—অন্য প্রকারে সরান	...	...	২৬৫
—সপ্তম বর্ষীয় কর্ত্তৃক অপরাধ	...	...	৪৯
—সরলভাবে তাহার উপকারার্থ কার্য্য করা		...	৫৬—৫৭
—জীবিত জন্মাইতে বাধা দেওয়া	...	...	২৬২
—দশম বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালককে চুরি করা		...	২৯৭
—আইনসঙ্গত রক্ষকের নিকট হইতে চুরি করা		...	২৮৭—২৯৩
—ষোল বৎসরের ন্যূন বালিকাকে ব্যভিচার কার্য্যে নিয়োগার্থ দেওয়া বা গ্রহণাদি করা		...	২৯৮—৩০৩
ষ্ট্যাম্প—			
—সম্বন্ধে অপরাধ	...	...	২১৮—২২০
ষড়যন্ত্র—			
—প্রমাণ	...	...	৮০
সমদোষীর জবানবন্দি—			
—(কবুল জবাব দেখ)			
সমাধি স্থান—			
—সম্বন্ধে অপমানসূচক কার্য্য	...	...	২৩৫
—কবর দেওয়া রেজেষ্টরি	...	...	৩৯৭

পৃষ্ঠা

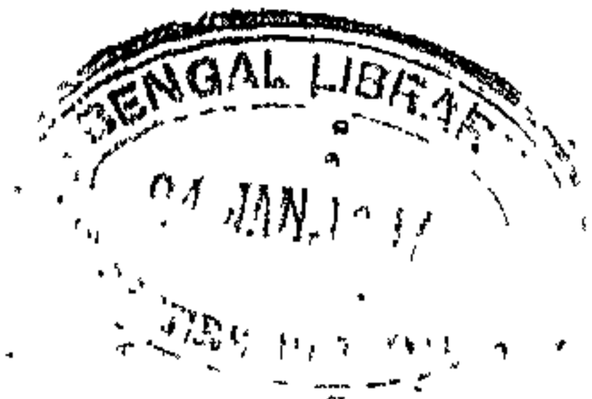
সম্মতি—
—কোন্ স্থলে কার্য্যকর ৫৭
—প্রাপ্তি প্রমাণের ভার ৫৮
—মনুষ্য চুরি সম্বন্ধে ২৯২
—বলাৎকার ঐ ৩০৪
—চৌর্য্যাপরাধ ঐ ৩১২
—নরহত্যা ঐ ২৫১
—গর্ভপাত ঐ ২৬১
সম্পত্তি—
—দণ্ড ২৫, ৩০, ৯৯
—আইনসিদ্ধ দায় হইতে রক্ষা করা ... ১৮২—১৮৩
—অস্থাবর ১৩, ৩১৭
—কুড়ান ৩৩৩, ৩৩৫
—ঐ, উপর প্রভুত্ব ... ... ৩৩৫—৩৩৬
—সম্পত্তি সূচক চিহ্নসম্বন্ধে অপরাধ ... ৪০৪—৪০৭
—সম্পত্তি বিষয়ক আইনের সহিত দণ্ডবিধি আইনের সম্পর্ক ১৩
সরিকী সম্পত্তি—
—সম্বন্ধে অনধিকার প্রবেশ ৩৭৬
—ঐ, চৌর্য্যাপরাধ ৩১০
—ঐ, অপকার করা ... ... ৩৬৫, ৩৬৬—৩৬৭
—ঐ, অবিহিত ব্যবহার করা ... ... ৩৩৬—৩৩৭
সহায়তা—
—অর্থ ... ... ৭৬, ৭৭—৮২
—কিরূপে করা যাইতে পারে ... ... ৮২—৮৫, ৯০—৯৩, ৯৮
—সম্বন্ধে বিশেষ কথা ৭৭
—সহায়তাকারী কয় প্রকার ৭৮
—অপরাধের অভিযোগ পত্র ৮১, ৮৭, ৯২
—ঐ বিচার ৮২
—ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে প্রমাণ ৮০
—সহায়তা কিসে হয় ... ... ৭৬, ৭৭—৮২
—সহায়তাকারীর অভিপ্রায় ... ... ৮৩—৮৪, ৮৮
—সহায়তার সহায়তা ৮৪
—অপরাধের দণ্ডবিধান ... ... ৮৬, ৮৮, ৯২—৯৩
—ঐ প্রমাণ ৮০, ৮৭
—প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর দণ্যাই অপরাধের ... ৯৫

পৃষ্ঠা

—কেবল মিয়াদ যোগ্য অপরাধের... ... ৯৭
—সহায়তার নিয়ম কেন্ আইনে বর্ত্তিবে ... ৭৭
—সহায়তাকারীর দায়িত্ব ... ... ৮২—৮৪, ৮৮—৯০
—উপস্থিত থাকিয়া করিলে ... ... ৯০—৯১
—১১৪ ধারা ও ৩৪ ধারার ব্যবধান ... ৯১
—রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক ৯৩, ৯৬
—মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধে... ... ৯৮, ১০১
সরলভাবে—
—অর্থ ২৫, ৩৪৭, ৩৫৩
সরাসরি বিচার ... ... ১১২, পরিশিষ্ট, ৮
সাধারণ—
—শব্দের অর্থ ৬
—পথ ২২৮, ৩৬৯
—স্থান ২৩৩
স্বাস্থ্য— ২২২
—রোগ সঞ্চার ... ... ২২৪—২২৫
—ব্যবহার্য্য জল ময়লা করণ ২২৭
—বায়ু মন্দ করণ ২২৭
—রাস্তা বন্ধ করা ২২৪, ২২৮, ৩৬৯
—নর্দ্দামা বন্ধ করা ২৩১
—সাধারণ স্থান কাহাকে বলে ২৩৩
—অস্বাস্থ্যকর আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় ... ২২৫
—ঐ ঔষধীয় ঐ ২২৬
স্বয়ং স্বীকার—
—কিরূপে লইতে হইবে ১৭৪
(কবুল জবাব দেখ)
সুনীতির ব্যাঘাত ২২২
—কুৎসিত বহি বিক্রয়াদি করণ ২৩৩
—ঐ, গীতাদি করণ ২৩৩
স্ত্রী—
—পরিহার পত্র, নিদর্শন পত্র ১৮
—লজ্জাশীলতার বিঘ্ন ২৮৬, ৪৩৮
—অপরের স্ত্রী বাহির করা অপরাধ ... ৪২০
—ঐ অপরাধের অভিযোগ ৪২২
—ঐ অপরাধের প্রমাণ ৪২২

	পৃষ্ঠা
—ঐ ঐ দণ্ড	৪২২
—অপরের স্ত্রীতে উপগমন অপরাধ ...	৪১৭
—ঐ অপরাধের অভিযোগ	৪১৯
—ঐ অপরাধের প্রমাণ	৪১৮
—ঐ অপরাধের অভিযোগ কে আনিবে ...	৪১৯
—বলাৎকার অপরাধ	৩০৩
স্থানীয় আইন, অর্থ	২৩
হরণ—	
—মনুষ্য	২৯৩
—৩৬০, ৩৬১, ও ৩৬২ ধারার ব্যবধান ...	২৮৭, ২৯৩
—ঐ, বধ করিবার অভিপ্রায়ে	২৯৪
—ঐ, কয়েদ করিবার অভিপ্রায়ে	২৯৫
—ঐ, বিবাহ দিবার জন্য	২৯৫
—ঐ অপরাধ ও ৪৯৮ ধারা, উভয়ের ব্যবধান ...	২৯৫
—ঐ, পীড়া দিবার জন্য	২৯৫
—অপহৃত ব্যক্তিকে গোপন করা	২৯৬
—১০ বর্ষীয় বালক চুরি, গহনা লইবার জন্য ...	২৯৭
—সম্পত্তি অপহরণ	৩২১
—ঐ, হানি বা প্রাণনাশ করিবার ভয় দেখাইলে ...	৩২৩
—সম্পত্তি অপহরণ ও বঞ্চনা, উভয়ের ব্যবধান ...	৩২২, ৩৩৫, ৩৫৪
হস্তান্তর করণ—	
—অর্থ, মনুষ্য সম্বন্ধে	২৯৮
—চোরাই মাল	৩৫২
—প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পত্তি সরাইলে ...	১৮২
হাঙ্গামা—	
—অর্থ	১১৪, ১২৫
—অভিযোগ	১১৪
—বিচার	১১৪
—প্রমাণ	১১৪
—প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব	১১৫
—শান্তি রক্ষা কি প্রকারে করা যাইতে পারে ...	১২৩, পরিশিষ্ট, ১৩
—সম্বন্ধে ভূস্বামী প্রভৃতির কর্ত্তব্য ...	১১৯—১২২
—জমি দখল সম্বন্ধে	১২৩
—লোক সংগ্রহ করণ	১১৭, ১২৪
—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব	১১৫

			পৃষ্ঠা।
—হাঙ্গামা ও দাঙ্গা উভয়ের প্রভেদ		...	১২৫
(দাঙ্গা ও শান্তিভঙ্গ দেখ)			
হানি অর্থ	...	...	২৪, ২২৯
হিসাবের কাগজ, নিদর্শন পত্র		...	১৮
ক্ষতি—			
—অন্যায্য	...	...	১৪
—ঐ, সাময়িক	...	...	৩১৭



OPINIONS.

I have read through the translation of your Penal Code with the notes appended to each section, with as much attention as I could bestow upon it, and am glad to state that it reflects great credit on the translator. Your renderings of the English terms into the vernacular are appropriate and idiomatic. I can testify to the excellence of the translation in an unqualified manner, and give you all the credit for it. The book will materially help those having occasion to use it, who do not know English.

RAKHAL DAS MOOKERJEE,
Dy. Magistrate, 24-Perghs.

Your Penal Code in Bengali undoubtedly supplies a real want. You have done well in following the authorized version, although it has many short-comings. Your commentary, however, has illumined the text, and will help a great way in improving the professional knowledge of the Penal Law in the Mofussil.

U. C. BATAVAL,
Sub-Divisional Magistrate, Baruipore.

I have read your Bengali Penal Code. It is really a work of merit. It will be useful not only to the student, but to the practitioner also.

BIPRODAS BANERJEE,
Govt. Pleader, 24-Perghs.

I have gone through Babu Asutosh Biswas's edition of the Penal Code in Bengali, and am glad to be able to testify to its usefulness as a work on criminal law. It contains all the recent rulings of the Indian Courts on the different sections, and the compilor has evidently taken a good deal of trouble in rendering them into the vernacular, so as to be intelligible to all. The work will, I trust, remove a long felt desideratum, and prove a great help to mofussil legal practitioners, zemindars and their agents, to whom a knowledge of the Code is indispensable.

RAMSHUNKER SEN,
Dy. Magistrate, 24-Perghs.

I have much pleasure in adding my testimony to that of Rai Ramshunker Sen Bahadoor, as regards the excellence and usefulness of the work. I have no doubt that the work will be a very popular one among that portion of the public, who have got any concern with our Criminal Courts.

SYED AMEER HOSSEIN,
Suburban Police-Magistrate, Alipore.

We thank Babu Asutosh Biswas for a copy of his Bengali translation of the Indian Penal Code. The translation has been rendered in easy and popular Bengali, and the text is elucidated by copious notes and rulings and decisions of the High Courts. It is calculated to prove a useful guide to native pleaders, mookteears, and suitors who are not acquainted with English—*The Hindoo Patriot, March 14, 1881.*

The work before us is a Bengali translation of the Indian Penal Code *and of some other enactments of equal importance to* those who have any dealing with Police and criminal courts, *viz.*, the laws relating to the police, whipping, salt, gambling, breach of contract, cattle-trespass, opium and excise. Considering the difficulty of rendering any English law, couched as it is in the stereotyped legal language, into Bengali which must be intelligible, correct and at the same time the least capable of exciting the visible nerves, the publication under notice must unhesitatingly be pronounced a decided success. The compiler has evidently been at great pains to illustrate the various sections of the Code with copious notes and recent rulings gathered from the highest criminal courts in India, and his professional attainments must have stood him in good stead in bringing his task to a satisfactory issue. We have read with interest and fully endorse the remarks on the work made by some of the experienced native magisterial officers, and published in the fly leaves of the volume under notice, and we hope in common with them that the translated compilation will prove to be of great value to Moffusil Zemindars, Mukhtears and others who may have to deal with criminal courts, but who on account of their ignorance of English cannot have access to the original texts or to the important rulings of the day—*The Indian Mirror, April 12, 1881.*

We beg to acknowledge with thanks the receipt of a copy of Babu Asutosh Biswas's "Indian Penal Code," Third Edition, in Bengali. We need not review the book at length; it has already been received with great favour by that section of the public who have dealings with the Moffusil Criminal Courts; and considering how carefully the work has been compiled, it is only natural that it should have commanded such an extensive patronage at their hands. It contains copious notes, explanatory of the text and which are chiefly drawn from cases decided by the different High Courts up to a very recent date Some portions of the commentaries are particularly useful, such for instance as those which

deal with the difference between culpable homicide and murder, or in which the author has endeavoured to explain the distinction between different sections falling under the same class of Offences. On the whole, the book is a first-class publication, and what enhances its value is that its language is so easy, plain and simple that no one, not even a layman, can have any difficulty in understanding it. Evidently, the writer is a perfect master of his subject. Being himself a lawyer of great repute *and in extensive practice*, he knows exactly what the Police and the legal practitioners attached to the Mofussil Courts require, and his book fully meets their wants. In short, Babu Asutosh Biswas's translation of the Penal Code convinces us that with a few more publications of the kind, the Mofussil practitioners will have no reason to regret their ignorance of *the English language or their want of access to English Reports* of cases decided by the highest courts of the country. The price of the book is Rs. 4-8 only—which, we must say, is small when compared with the labour and care which the author has bestowed on the work.—*The Bengalee, January 13, 1894.*

As will appear from an advertisement published elsewhere, Babu *Ashutosh Biswas, Public Prosecutor of the 24-Pergannas*, has brought out a new edition of his "Indian Penal Code" in Bengali. The book has passed through three editions within a few years; and this fact alone is *sufficient to convince the public how the work has been appreciated by* all those for whom it is intended. We have seen this new edition ourselves and have no hesitation to pronounce that it is a work of great merit, and, is perhaps the best of its kind. Almost every section has been explained and illustrated by reference to cases decided by the different High Courts up to date, and this in a very simple and homely language. We need not say anything more except that every Police Officer, every Muktar and every Zamindar or his agent, who has any dealings with our Criminal Courts in the Mofussil, ought to have with him a copy of this excellent book. It would be doing a great service indeed to those classes of the public, if Babu Ashutosh Biswas did follow up this publication with similar commentaries and explanatory notes on the Code of Criminal Procedure and the Evidence Act.—*The Amrita Lazar Patrika, January 16, 1894.*

[Besides the above, the book was also very favourably reviewed and highly commended in the columns of the *Nababibakar, Sahachar, Provati, Bharat Mihir* and other vernacular papers of note.]